CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

9-5 SCANNED

শ্রীভক্তিবিজ্ঞান

সঙ্কলয়িতা
শ্রীদিবাকর মিশ্র

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

শ্রীভক্তিবিজ্ঞান

সঙ্কলয়িতা

শ্রীদিবাকর মিশ্র

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

প্রথম প্রকাশ
২৪ অগষ্ট ২০০১ খ্রীষ্টাব্দ, শুক্রবার
শ্রীল পুরীদাস গোস্বামী ঠাকুরের ১০৬তম বর্ষপূর্ত্তি প্রাকট্যতিথি

প্রকাশক
গোস্বামী প্রেস্
ব্রহ্মেশ্বরপাটণা, ভুবনেশ্বর-৭৫১০০২

প্রাপ্তিস্থান
গোস্বামী প্রেস্, ব্রহ্মেশ্বরপাটণা
ভুবনেশ্বর - ৭৫১০০২
শ্রীল পুরীদাস গোস্বামী ঠাকুরের ভজনস্থলী
১৭ নং ছিপিগলি, শ্রীধামবৃন্দাবন - ২৮১১২১

আনুকূল্য : ঐকান্তিকী শ্রদ্ধামাত্র

শ্রীদিবাকর মিশ্রের দ্বারা গোস্বামী প্রেসে মুদ্রিত

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

সমর্পণ

হে কারুণ্যঘনমূর্তি, হীনার্থাধিকসাধক শ্রীগুরুদেব ! আপনি শ্রীল জীবগোস্বামী প্রভুর অনুসরণে তাঁহার রচিত শ্রীভক্তিসন্দর্ভের সিদ্ধান্তালোকে জগৎ হইতে ভক্তিধ্বান্ত(শুদ্ধভক্তিসম্বন্ধীয় বিচারবিভ্রাট)বিনাশনকে জীবনের ব্রতরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। শ্রীভক্তিসন্দর্ভস্থিত সিদ্ধান্তরত্নসমূহকে আপনি আপনার অনুগত সকলের হৃদয়ের ধনরূপে সমর্পণ করিতে যে কিরূপ ব্যগ্র ছিলেন, আপনার সময়ে অর্থাৎ ১৯৪২ হইতে ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত প্রকাশিত গৌড়ীয় মিশনের তৎকালীন মুখপত্র 'গৌড়ীয়ে'র প্রবন্ধাবলীই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

ভক্তিবাসনাহীন কেবল ভক্তির অনুষ্ঠান হইতে প্রেমলাভ হইতে পারিবে বলিয়া বৈষ্ণবজগতে যে ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হইয়াছে, আপনার কীর্তিত শ্রীভক্তিসন্দর্ভের সিদ্ধান্তরাজি ও তদনুযায়ী আপনার যে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ ও কঠোর আচরণ তাহা উপর্যুক্ত ভ্রান্ত ধারণাকে দূর করিতে যে পরম সহায়ক হইয়াছে ও হইবে, ইহা বলা নিষ্প্রয়োজন।

অনুষ্ঠান অপেক্ষা অনুষ্ঠাতার উদ্দেশ্যেরই যে প্রাধান্য এবং ফল কেবল অনুষ্ঠান হইতে না হইয়া উদ্দেশ্য বা বাসনানুযায়ীই হইয়া থাকে, শাস্ত্রপ্রমাণ দিয়া ইহা সকলকে বোঝানোর চেষ্টা করিতে গিয়া এবং ভক্তিমাত্রকামনা বা ইষ্টদেবের সুখকামনাই যে ভক্তিলতাবীজ, শ্রদ্ধা কিংবা কর্মার্পণ নহে, ইহা আপনার অনুগত সকলকে জানাইতে গিয়া আপনাকে যে কত প্রতিবাদের সম্মুখীন হইতে হইয়াছে এবং আপনি যে কি অকথনীয় ক্লেশ স্বীকার করিয়া অচল, অটল ও স্থির থাকিয়া এই সিদ্ধান্ত স্থাপন করিয়াছেন, ইহা বর্ণনা করিবার মত ভাষা এ নরাধমের নাই।

একাদশীতে নির্জল উপবাসপূর্বক সারারাত্রি জাগরিত থাকিয়া শ্রীহরিকীর্তনে রাত্রিযাপন এবং দ্বাদশীদিন দিবানিদ্রাত্যাগরূপ আপনার যে অনন্যসাধারণ আচরণ, ইহা যে ভক্তিসাধকমাত্রে সকলেরই অনুসরণীয়, ইহা বলা বাহুল্যমাত্র।

ভক্তিসাধকের পক্ষে শ্রীভগবন্নাম-শ্রবণকীর্তনাদির সঙ্গে সঙ্গে অন্তর্যামিদৃষ্টিতে সর্বভূতাদর যে অপরিহার্য, ইহা আপনি খুব জোর দিয়া সকলকে সব সময়ে শিক্ষা দিয়াছেন এবং ভূতাদর ব্যতীত শ্রবণ-কীর্তনরূপ ভক্ত্যঙ্গযাজন যে নিরর্থক, শাস্ত্রপ্রমাণ দিয়া যেভাবে ইহা সকলকে বোঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন সেইভাবে নিজ আচরণেও তাহা বিশেষরূপে প্রতিফলিত করিয়াছেন।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

প্রায় বিশ বৎসর বয়সে গৌড়ীয়মিশনে যোগদানের দিন হইতে আপনি প্রতিষ্ঠাকে যেরূপ দৃঢ়ভাবে পদাঘাত করিয়াছেন, আপনার নিম্ন আচরণই তাহার জ্বলন্ত উদাহরণ। আপনি মিশনে যোগ দেওয়ার অল্প কিছুদিন পর শ্রীল প্রভুপাদ কৃষ্ণনগরে একটি ঘোড়ার গাড়িতে আপনাকে সঙ্গে লইয়া তত্রস্থ বহু লব্ধপ্রতিষ্ঠ লোকের নিকট আপনার উচ্চ প্রশংসা করিয়াছিলেন। আপনি সমস্ত শুনিয়া গম্ভীর হইয়া রহিলেন, মঠে ফিরিবামাত্র আপনি শ্রীল প্রভুপাদকে দণ্ডবন্নতিপূর্বক বলিয়াছিলেন – "প্রভো ! আমি কি আপনার দ্বারা আমার গোলামী করাইতে মঠে আসিয়াছি !" এইমাত্র বলিয়া আপনি নীরব রহিলেন। আপনার মত একটি অল্প বয়সের ছেলের মুখ হইতে এইরূপ কথা শুনিয়া ও এই বয়সে প্রতিষ্ঠার মস্তকে দৃঢ় পদাঘাত করিবার জন্য আপনার যে কি অনন্যসাধারণ সুদৃঢ়নিষ্ঠা, তাহা অনুভব করিয়া তিনি বিস্ময়াভিভূত হইয়া পড়িলেন।

বিষয়ীর অন্নগ্রহণ যে ভক্তির ঘোর পরিপন্থী, ইহা শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্ত এবং শ্রীগৌরহরির শিক্ষা ও আচরণেও ইহা সম্পূর্ণরূপে প্রতিফলিত। মিশনে যোগদানের দিন হইতে এবং আচার্যপদে অধিষ্ঠিত হইবার পূর্বে সর্বদা শ্রীল প্রভুপাদের সঙ্গে প্রচারে গেলেও এক দিনের জন্যও আপনি ভুলবশতঃ কোন বিষয়ীর অন্ন গ্রহণ করেন নাই।

কর্মাধিকারী প্রাথমিক ভক্তিসাধকের পক্ষে শ্রীকৃষ্ণভজন অপেক্ষা শ্রীগৌরভজন যে আশুপ্রেমলাভের একমাত্র উপায়, ইহা আপনি বজ্রনির্ঘোষস্বরে প্রত্যেক সাধনানুরাগী সাধকের কর্ণে সর্বদা ঝঙ্কৃত করাইয়াছেন।

হে কোটিমাতৃবাৎসল্যবিনিন্দিস্নেহশীল প্রভো ! আপনার কৃপাপ্রেরণাই যে মাদৃশ শিক্ষাদীক্ষাহীন নিপট অজ্ঞকে "শ্রীল পুরীদাস গোস্বামী ঠাকুর", "শ্রীভাগবতধর্ম", "ভক্তিসাধকের আচরণবিধি" ও "শ্রীভক্তিবিজ্ঞান" সংকলনে প্রবৃত্ত করাইয়াছে, ইহা নিরাট সত্য। এইসব গ্রন্থে ভক্তিসম্বন্ধীয় যেসব জটিল সিদ্ধান্ত সন্নিবেশিত হইয়াছে, আপনার অহৈতুকী কৃপায়ই মাদৃশ বরাকের হৃদয়ে ইহা স্ফূর্তিপ্রাপ্ত হইয়াছে।

হে করুণাসাগর ! আপনার কৃপাস্ফুরিত সিদ্ধান্তরত্নসমূহকে "শ্রীভক্তিবিজ্ঞান"-রূপ আধারে গুম্ফিত করিয়া আপনার করকমলে অর্পণ করিলাম। আপনি আপনার নিজগুণে এ নরপশুর সমস্ত ধৃষ্টতা মার্জনাপূর্বক তাহাকে নিত্যকাল আপনার শ্রীচরণরেণু করিয়া রাখুন, আপনার শ্রীপাদপদ্মে এ দীনাতিদীনের এইমাত্র সাশ্রু নিবেদন। ইতি।

নিত্য শ্রীচরণরেণুপ্রার্থী
অধম দিবাকর

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

প্রাক্‌কথন

মদীয় অভীষ্টদেব শ্রীল পুরীদাস গোস্বামী ঠাকুরের যাবতীয় শিক্ষা বিপ্লবাত্মক। আচার্যত্ব জাহির করিয়া প্রতিষ্ঠা অর্জন করিবার অভিলাষের লেশমাত্র যে তাঁহাতে ছিল না, তাঁর প্রত্যেকটি শিক্ষা ও আচরণ তাহার জ্বলন্ত প্রমাণ। বহু শিষ্য করিয়াও ভক্তির নামে বিপুল আড়ম্বর করিয়া লোকের চক্ষু ঝলসাইয়া দেওয়ার পক্ষপাতী তিনি কোন দিনই ছিলেন না। নিষ্কপট সাধনানুরাগী ব্যক্তিগণকে তিনি বহু আদর ও স্নেহ করিতেন এবং যেভাবে সাধন করিলে এই জন্মেই প্রেমপ্রাপ্তির পথ সুগম হইতে পারিবে, তাঁহার অনুগত সকলকে তিনি সর্বক্ষণ সেইরূপ শিক্ষাই দিতেন। তাঁহার উপদেশ অনুযায়ী আচরণ করিতে যে চেষ্টা করিত, সে শত অযোগ্য হইলেও সর্বদা তাঁহার স্নেহ ও কৃপার পাত্র হইত। সেইরূপ ব্যক্তিকে কৃপা করিতে গিয়া তিনি অনেক সময়ে তাঁহার নীতিকেও লঙ্ঘন করিতে পশ্চাৎপদ হন নাই। "তোমার কৃপায় তোমায় করায় নিন্দ্য কর্ম।" (শ্রীচৈ:চ:মধ্য ৮।৩৫) শ্রীগৌরসুন্দরের প্রতি শ্রীল রামানন্দ রায়ের এই উক্তি তাঁহাতে পরিপূর্ণরূপে প্রতিফলিত হইয়াছিল।

তিনি মাদৃশ বিদ্যাবুদ্ধিহীন, দেহগেহাসক্ত ও সর্বদা চঞ্চলচিত্ত ব্যক্তিকে তাঁহার অহৈতুকী কৃপাহেতু যাহা স্ফূর্তি করাইলেন তাহা "শ্রীল পুরীদাস গোস্বামী ঠাকুর", "শ্রীভাগবতধর্ম ১ম ও ২য় ভাগ" ও "শ্রীভক্তিসাধকের আচরণবিধি" গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে। সেইসব গ্রন্থ পাঠ করিয়া বহু শ্রদ্ধালু পাঠক মতব্যক্ত করিলেন যে, ভক্তি সম্বন্ধীয় জটিল সিদ্ধান্ত সম্বলিত এইসব গ্রন্থ সাধারণ পাঠকের পক্ষে বোঝা কষ্টকর হইয়াছে। ইহার লিখনশৈলী আর একটু সরল হইলে ভাল হইত। অবশ্য প্রাকৃত মেধাদ্বারা ভক্তি সম্বন্ধীয় অপ্রাকৃত সিদ্ধান্ত কখনই বোধগম্য হইবে না। যাহারা কেবল শরণাগত চিত্তে তাহা পাঠ করিবেন, সেই অপ্রাকৃত শব্দব্রহ্ম তাহাদের নিকটই তাঁহার স্বরূপ প্রকাশ করিবেন। কৌতূহল চরিতার্থ করিবার উদ্দেশ্য না রাখিয়া কেবল শরণাগত চিত্তে এইসব গ্রন্থ পাঠ করিলে ইহার প্রকৃত মর্ম অবশ্যই উপলব্ধির বিষয় হইবে।

যেসব শ্রদ্ধালু পাঠক এইরূপ মতব্যক্ত করিয়াছিলেন তাহাদের পরামর্শকে বিচার করিয়া উপর্যুক্ত গ্রন্থে বর্ণিত সিদ্ধান্তসমূহের সহিত অন্যান্য বহু উপাদেয় সিদ্ধান্তও তাঁহার অহৈতুকী কৃপাপ্রেরণায় প্রশ্নোত্তরছলে সরলভাবে এই গ্রন্থে বিবৃত হইয়াছে। আশা ইহা সুধী পাঠকগণের সহজবোধ্য হইবে।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দের ভজনের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে "শ্রীভাগবতধর্ম" গ্রন্থে বর্ণিত হইলেও শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দের ভজন বিনা কেবল শ্রীকৃষ্ণভজনদ্বারা অজাতরতি সাধকের পক্ষে প্রেমপ্রাপ্তি যে অতীব কষ্টকর, এ সম্বন্ধে শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী, শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদ, শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় ও শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রভৃতি মহাজনগণের বলিষ্ঠ যুক্তি উদ্ধার করিয়া ও শ্রীল পুরীদাস গোস্বামিঠাকুরের উপদেশকে ভিত্তি করিয়া অজাতরতি সাধকের পক্ষে শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দের ভজন যে অপরিহার্য, তাহা এই গ্রন্থে প্রদর্শিত হইয়াছে।

স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ জগদ্বাসীকে তাঁহার প্রতি প্রেমদানের উদ্দেশ্যে তাঁহার সর্বশ্রেষ্ঠ আরাধিকা হ্লাদিনীশক্তির মূর্তিমান্ প্রকাশ শ্রীরাধারাণীর ভাব ও কান্তি অঙ্গীকার করিয়া যদি শ্রীগৌরহরিরূপে এই জগতে আবির্ভূত না হইতেন তাহা হইলে শ্রীরাধাতত্ত্ব ও প্রেমতত্ত্ব সম্বন্ধে জগদ্বাসী অজ্ঞ থাকিতেন। শ্রীগৌরহরির মহাবদান্যতাহেতু আজ জগদ্বাসী শ্রীকৃষ্ণপ্রেম কি বস্তু, তাহার সন্ধান পাইলেন এবং শ্রীরাধারাণীই যে সেই প্রেমের ঘনীভূত বিগ্রহ, তাহাও জানিতে পারিলেন। সেই শ্রীরাধাভাববিভাবিত হওয়ায় শ্রীকৃষ্ণ যে শ্রীগৌররূপে আচণ্ডাল সকলকে বিনাসাধনে প্রেম দান করিয়া গেলেন, তাহা উপর্যুক্ত মহাজনগণের শিক্ষাকে আধার করিয়া ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে। বস্তুতঃ শ্রীগৌরহরি যখন এই জগতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন তখন তিনি শ্রীমহামন্ত্র গ্রহণ করিতে সকলকে উপদেশ দিলেও সাধন করিয়া কেহ প্রেম পাইবার দৃষ্টান্ত দেখা যায় না। আবার প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ে শ্রীকৃষ্ণনাম গ্রহণযোগ্য নহে বলিয়া তিনি স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন। তাহা এই গ্রন্থে প্রদত্ত হইয়াছে। সেই কারণে শ্রীমহামন্ত্র গ্রহণ করিতে উপদেশ দেওয়ার পূর্বে তিনি তাঁহার দর্শন ও শুভচিন্তার প্রভাবেই সকলকে প্রেম দান করিয়া কৃতার্থ করিয়াছিলেন। তারপর তাহাদের মধ্যে অনেককে শ্রীমহামন্ত্র গ্রহণ করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন। ইহাই শ্রীগৌর অবতারের বৈশিষ্ট্য। কেবল শ্রীগৌরহরি নহেন, তাঁহার অনুগত মহাজনগণও বিনাসাধনে জগদ্বাসীকে প্রেম দান করিয়া গিয়াছেন। সেই শ্রীগৌরানুগ মহাজনগণের কৃপালাভ উদ্দেশ্যে সর্বক্ষণ সক্রন্দন ব্যাকুল প্রার্থনা যে প্রেমলিপ্সু অজাতরতি সাধকের মুখ্য সাধন, ইহা এই গ্রন্থের মুখ্য বিষয়রূপে স্থান লাভ করিয়াছে এবং সেই প্রার্থনা কিরূপে করিতে হইবে, তাহার দিগ্দর্শনও ইহাতে প্রদত্ত হইয়াছে।

শ্রীভগবানের প্রীতির উদ্দেশ্যে স্বার্থত্যাগই যে ভক্তিসাধনের মূল মন্ত্র ইহা স্বয়ং লোকশিক্ষক শ্রীগৌরহরি ও তদনুগ গোস্বামিগণ নিজে যেরূপ আচরণ করিয়া শিক্ষা দিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত হইয়াছে। শুদ্ধভক্তিসাধকমাত্রে প্রত্যেককে

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

এইরূপ স্বার্থত্যাগ করিতেই হইবে। ইষ্টদেবের কৃপাদৃষ্টি আকৃষ্ট করিবার ইহা একটি প্রধান উপায়।

মহৎকৃপা লাভ করিবার পর জীবের অন্তর্লক্ষণরূপ ভক্তিবাসনালাভ ও বহির্লক্ষণরূপ অন্তর্দাহ ও আত্মধিক্কার জাত হওয়ার কথা মহাজনগণের আচরণ ও শাস্ত্রপ্রমাণদ্বারা ইহাতে প্রতিপাদিত হইয়াছে।

এই গ্রন্থের 'ভক্তিবিজ্ঞান' নামকরণের যাথার্থ্য সম্বন্ধে বলা যাইতে পারে যে, যাহা কোন বস্তুর সম্বন্ধে সম্যক্ জ্ঞান বা অনুভূতি জন্মাইতে পারে, তাহাকেই বিজ্ঞান বলা যায়। সেইরূপ যাহা ভক্তি সম্বন্ধে সম্যক্ জ্ঞান বা অনুভূতি জন্মাইতে পারে, তাহাকে 'ভক্তিবিজ্ঞান' বলা যায়। ভক্তি সর্বাভীষ্টপ্রদা। আবার ভক্তির সহায়তা ব্যতীত কর্ম, জ্ঞান ও যোগাদি স্ব-স্ব-সাধনের ফল দিতে পারে না। তজ্জন্য ভক্তিকেই সর্বসাধন-শিরোমণি বলা হইয়াছে। ভক্তি আবার সগুণা ও নির্গুণা ভেদে দুইপ্রকার। যে ভগবানের উদ্দেশ্যে ভক্তি করা হইতেছে, তাঁহার প্রীতিবিধানবাসনাই নির্গুণা ভক্তির প্রাণ। ইহাতে সাধকের কোন স্বার্থসিদ্ধিবাসনার লেশমাত্রও নাই। কেবল ইষ্টদেবের সন্তোষচিন্তাই এই ভক্তির প্রবর্তক। বিমুখ জীবের ইন্দ্রিয় প্রাকৃত রজস্তমোগুণাচ্ছন্ন থাকায় সে সর্বক্ষণ স্বসুখচিন্তায় মগ্ন থাকে। স্বসুখসাধনের উদ্দেশ্যে সে তাহার সমস্ত চেষ্টা করিয়াও যখন স্বীয় বাসনাপূরণে ব্যর্থ হয়, তখন ভগবদ্ভক্তির আশ্রয় লইয়া থাকে। তাহার এইপ্রকার ভক্তিকে সগুণা ভক্তি বলা হয়। ইহাতে সাধকের স্বীয় স্বার্থসিদ্ধিবাসনা বলবত্তর থাকায় ইহা নিকৃষ্ট ধরণের ভক্তি। এই ভক্তিতে শ্রীভগবান্ বশীভূত হইলেও তাঁহার এই বশীভূততা গৌণ। শ্রীভগবানের সন্তোষবিধানবাসনা যে ভক্তির প্রবর্তক, সেইরূপ নির্গুণা ভক্তিতে সাধকের অভূতপূর্ব স্বার্থত্যাগ থাকে। ঐ স্বার্থত্যাগে অভিভূত হইয়া সর্বতন্ত্রস্বতন্ত্র শ্রীভগবান্ ভক্তের অধীন ও তাহার বশীভূত হইয়া যান। ইহাই তাঁহার মুখ্য বশীভূততা। শ্রীভগবানের প্রীতির উদ্দেশ্যে নিজের সমস্ত স্বার্থকে তিলে তিলে জলাঞ্জলি দেওয়ার বাসনা রজস্তমোগুণাক্রান্ত অজাতরতি জীবের হৃদয়ে কখনও জাগিতে পারে না। ইহা একমাত্র শ্রীগৌরানুগ মহতের কৃপাসাপেক্ষ। রজস্তমোগুণাক্রান্ত অজাতরতি সাধক যতই নিষ্ঠাযুক্ত হইয়া ভক্তি করিবার চেষ্টা করিলেও সে কদাপি নিঃস্বার্থ হইতে পারিবে না। তাহার হৃদয়স্থ রজস্তমোগুণ স্বসুখসাধনের প্রতি তাহাকে সর্বক্ষণ আকৃষ্ট করিবেই করিবে। এইরূপ অবস্থায় নির্গুণা ভক্তির সাধন তাহার পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব। তজ্জন্য নির্গুণভক্তিকামী অজাতরতি সাধকের পক্ষে মহৎকৃপালাভের জন্য ব্যাকুল ক্রন্দনই একমাত্র সাধন। এই ক্রন্দনই তাহার প্রতি মহতের কৃপাদৃষ্টি আকৃষ্ট করাইবে এবং মহতের কৃপায় সে ভক্তিবাসনা লাভ করিয়া শুদ্ধা বা নির্গুণা ভক্তির সাধনে প্রবৃত্ত হইতে পারিবে।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

শুদ্ধা বা নির্গুণা ভক্তির প্রবর্তক স্বয়ং শ্রীগৌরহরি জগদ্বাসীকে এইরূপ ভক্তি শিক্ষা দিতে গিয়া যেরূপ আচরণ করিয়াছেন ও যেরূপ শিক্ষা দিয়াছেন, তাহারই অনুসরণে সর্বনিম্ন সোপান হইতে অর্থাৎ কর্মাধিকার হইতে জীব কিরূপ সাধন করিয়া ক্রমশঃ জাতরতিভূমিকায় উন্নীত হইতে পারিবে, সেই বিষয় বহু শাস্ত্রপ্রমাণসহ এই গ্রন্থে প্রদর্শিত হইয়াছে। জাতরতিভূমিকাই প্রকৃত শুদ্ধভক্তিসাধকের ভূমিকা এবং শাস্ত্রে ও শ্রীগৌরহরির শিক্ষায় শুদ্ধভক্তিসম্বন্ধে যেসব উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা এই জাতরতি সাধকের জন্যই উদ্দিষ্ট। অজাতরতি সাধক সেইরূপ আচরণ করিতে গেলে বিপথগামীই হইবে।

শুদ্ধভক্তি সম্বন্ধে শ্রীগৌরহরি ও তদনুগ গোস্বামিগণের শিক্ষা ও আচরণ সুস্পষ্ট থাকিলেও উপযুক্ত পথপ্রদর্শকের স্বল্পতা ও যথার্থ অনুশীলনের অভাবে তাহা বিকৃতভাবেই গৃহীত হইতেছে। তজ্জন্য শুদ্ধভক্তি সম্বন্ধে লোকের সম্যক্ জ্ঞানও নাই।

অজাতরতি কর্মাধিকারী সাধক কিরূপ সাধন করিলে নিরাপদে জাতরতি ভূমিকায় উন্নীত হইয়া শুদ্ধভক্তিসাধনের যোগ্য হইতে পারিবে, তাহা বহু শাস্ত্রপ্রমাণ ও বিভিন্ন মহাজনগণের শিক্ষাকে অবলম্বন করিয়া এই গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে। সেই কারণে এই গ্রন্থের নাম 'ভক্তিবিজ্ঞান' রাখা হইয়াছে।

হে সুধী পাঠকবৃন্দ ! আপনারা নিম্নতম শিক্ষাগত যোগ্যতাহীন, জন্মজন্মান্তরের দুরন্ত অপরাধী, অন্যাভিলাষী, অভীষ্ট বস্তু প্রাপ্তি বিষয়ে অমনোযোগী, নানা অনর্থগ্রস্ত ও আচরণহীন এ নরাধমের মস্তকে পদধারণপূর্বক কৃপাশীর্বাদ করুন যেন সে চক্ষুজলে বক্ষ সিক্ত করিয়া অনুক্ষণ বিগলিত হৃদয়ে মহাবদান্যশিরোমণি শ্রীকৃষ্ণপ্রেমপ্রদাতা শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দের নামকীর্তনকে জীবনের ব্রতরূপে বরণ করিতে পারে এবং তাহার মত অযোগ্য ও অনভীপ্সুর প্রতি তাহার অভীষ্টদেব শ্রীল পুরীদাস গোস্বামি-ঠাকুরের অপার করুণা ও কোটিমাতৃবাৎসল্যবিনিন্দি স্নেহের বিষয় স্মরণপূর্বক তাঁহার উপদেশানুযায়ী শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দকে ব্যাকুল হৃদয়ে আহ্বান করিতে করিতে যাহাতে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করিতে পারে। ইতি।

বিনীত

নিখিল শ্রীগৌরানুগী মহাজনগণের পদরজপ্রার্থী

অধম দিবাকর

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

সহায়ক গ্রন্থসূচী

১। শ্রীমদ্ পুরীদাস গোস্বামী ঠাকুরের সম্পাদিত শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীল শ্রীধর-স্বামিবিরচিত শ্রীভাবার্থদীপিকা (শ্রীমদ্ভাগবতের টীকা), শ্রীল জীব গোস্বামি-বিরচিত শ্রীষট্সন্দর্ভ ও শ্রীক্রমসন্দর্ভ, শ্রীল সনাতনগোস্বামিবিরচিত শ্রীশ্রীবৃহদ্-বৈষ্ণবতোষণী, শ্রীহরিভক্তিবিলাস ও শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃত, শ্রীল রূপগোস্বামি-বিরচিত শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু, শ্রীমদুজ্জ্বলনীলমণি, শ্রীল বিশ্বনাথচক্রবর্তি-ঠাকুরবিরচিত শ্রীমদানন্দচন্দ্রিকা (শ্রীমদুজ্জ্বলনীলমণির টীকা)।

২। শ্রীমদ্পুরীদাসঠাকুরের সম্পাদিত শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের বিরচিত শ্রীচৈতন্যভাগবত।

৩। শ্রীরাধাগোবিন্দ নাথ মহাশয়ের প্রণীত শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণবদর্শন ও তৎসম্পাদিত শ্রীল কৃষ্ণদাসকবিরাজ গোস্বামিপ্রণীত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

৪। তৎপ্রণীত মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ

৫। শ্রীল বিশ্বনাথচক্রবর্তিঠাকুরের প্রণীত 'সারার্থদর্শিনী (শ্রীমদ্ভাগবতের টীকা), 'সারার্থবর্ষিণী' (শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার টীকা) ও মাধুর্যকাদম্বিনী।

৬। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

৭। শ্রীবিষ্ণুপুরাণ, শ্রীপদ্মপুরাণ ও শ্রীঅগ্নিপুরাণ

৮। উপনিষদসমূহ

৯। শ্রীহরিগোপাল দাস মহাশয়ের সম্পাদিত 'শ্রীশ্রীল পুরীদাস গোস্বামিঠাকুরের শ্রীহরিকথামৃত'।

১০। শ্রীগৌড়ীয় মিশনদ্বারা প্রকাশিত 'গৌড়ীয়' পত্রিকায় (২০শ খণ্ড হইতে ২৪শ খণ্ড পর্যন্ত) বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত শ্রীল পুরীদাস গোস্বামী ঠাকুরের উপদেশসম্বলিত প্রবন্ধাবলী।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

সহায়ক গ্রন্থের সাঙ্কেতিক চিহ্ন

শ্রীমদ্ভাগবত	....	শ্রীভা:
শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত	....	শ্রীচৈ:চ:
শ্রীচৈতন্যভাগবত	....	শ্রীচৈ:ভা:
শ্রীভক্তিসন্দর্ভ	....	শ্রীভ:স:
শ্রীপ্রীতিসন্দর্ভ	....	শ্রীপ্রী:স:
শ্রীক্রমসন্দর্ভ	....	শ্রীক্র:স:
শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু	....	শ্রীভ:র:সি:
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা	....	শ্রীগী:

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

সূচী

১। দুইবন্ধুর বিচারধারায় পার্থক্য তাঁহাদের পূর্ব সংস্কারের সূচনা ... ১
২। একজন তথাকথিত সাধুর উপদেশের প্রতি কেশবের অনাদর ... ৫
৩। সাথী গোবিন্দের দুরবস্থা দর্শনে কেশবের ক্ষোভ ৭
৪। স্বীয় সাধনপথ নির্ণয়ের জন্য কেশবের ব্যাকুলতা ৮
৫। শ্রীহরিদাসের সঙ্গে কেশবের সাক্ষাৎ ৮
৬। নিত্যমঙ্গলের পথ বিষয়ে পরিপ্রশ্ন ৮
৭। প্রমাণ ৯
৮। শাস্ত্রবাক্যে অসঙ্গতির তাৎপর্য ১০
৯। জীবের স্বরূপ ১৯
১০। শ্রীরাম, শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীচৈতন্যের স্বরূপ ২০
১১। স্বয়ং ভগবান্ কে ? ২০
১২। উপাসনাপদ্ধতির প্রকারভেদ ও অধিকারী নির্ণয় ২১
১৩। বর্ণাশ্রমধর্ম বিধানের তাৎপর্য ২২
১৪। কর্মকাণ্ড ও কর্মযোগ ২৪
১৫। ভক্তির আশ্রয় ব্যতীত কেবল কর্মকাণ্ড বৃথাশ্রমমাত্র ২৫
১৬। ভক্তির আশ্রয়সত্ত্বে নামাপরাধ থাকিলে কর্মকাণ্ডের ফলপ্রাপ্তি হয় না ২৬
১৭। নামাপরাধ দূর হইবার উপায় ২৭
১৮। নিরন্তর শ্রীহরিনামকীর্তন-পরিবর্তে বেদে কর্মকাণ্ডবিধানের উদ্দেশ্য ২৯
১৯। কামনাপূরণের নিমিত্ত উদ্দিষ্ট কর্মকাণ্ডের দ্বারা কামভোগের প্রতি বিতৃষ্ণা আসিবে কিরূপে ? ৩০
২০। সাধনের ক্রমপন্থা ৩২
২১। কর্মাধিকার হইতে ভক্ত্যধিকারে উন্নীত হইবার উপায় ৩৫

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

২২। কর্মার্পণের প্রকারভেদ ৩৬
২৩। ভক্তমহতের কৃপাই শ্রীবিষ্ণুর সন্তোষমূলক কর্মার্পণে প্রবৃত্তির একমাত্র কারণ ৩৯
২৪। ত্রিবিধ কর্মার্পণে শ্রীবিষ্ণুর সন্তোষচিন্তার স্বরূপ ৪০
২৫। অজাতরতি ও জাতরতি ভূমিকার সাধন ৪১
২৬। শুদ্ধভক্তির লক্ষণ ৪৩
২৭। সগুণা ও নির্গুণা ভক্তি ৪৭
২৮। সগুণা ভক্তি ও তাহার প্রকারভেদ ৪৮
২৯। নির্গুণা ভক্তির স্বরূপ ৫১
৩০। মহৎকৃপাই নির্গুণা ভক্তিতে অধিকারলাভের একমাত্র কারণ ... ৫২
৩১। মহৎকৃপালাভের উপায় ৫২
৩২। অন্তর্যামিদৃষ্টিতে সর্বভূতাদর ৫৪
৩৩। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শিক্ষায় ভূতাদরের গুরুত্ব ৫৯
৩৪। ভূতাদর চিত্তশুদ্ধির কারণ, মহৎকৃপার কারণ নহে ৬০
৩৫। মহৎসঙ্গই ভগবৎকৃপা ৬১
৩৬। অধিকারিভেদে শুদ্ধভক্তির প্রকারভেদ ৬৪
৩৭। জীবোদ্ধার নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণ সাধুগণকে পঠাইবার কারণ ... ৭১
৩৮। মহৎকৃপা ব্যতীত নিজচেষ্টায় শুদ্ধভক্তিসাধনে প্রবৃত্তিলাভ অসম্ভব ৭১
৩৯। ভাগ্যবান্ কে ? ৭৩
৪০। ইচ্ছাপূর্বক সাধুসঙ্গদ্বারা তাঁহার অকপট কৃপালাভ হয় না ... ৭৫
৪১। ভক্তিলতাবীজের স্বরূপ ৭৭
৪২। ‘প্রেমসঙ্গতা’র অর্থ ৭৮
৪৩। শ্রবণ-কীর্তনকে জল কহিয়া গৌণ করা হইল কেন ? ... ৭৯
৪৪। বৈষ্ণবাপরাধকে মত্তহস্তীর সঙ্গে তুলনা করিবার কারণ ... ৮১
৪৫। উপশাখা ৮২

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

৪৬। ভক্তিলতাবীজ লাভের পরও অন্যাভিলাষিতার উদয় সম্ভব ... ৮৩
৪৭। ভক্তিবাসনার এরূপ প্রাধান্যসত্ত্বে শাস্ত্রে ভক্ত্যনুষ্ঠানের মহিমা বর্ণনার কারণ ৮৩
৪৮। পাপ ও অপরাধ ৮৬
৪৯। প্রায়শ্চিত্ত ৮৬
৫০। ভক্তি ও ভক্তিযোগ ৮৮
৫১। দণ্ডবৎপ্রণাম ৯০
৫২। শ্রীবিষ্ণুতে ফলার্পণপূর্বক কর্ম ও জ্ঞানের সাধনই শাস্ত্রোপদিষ্ট পন্থা ৯১
৫৩। কর্ম, জ্ঞান ও ভক্তিযোগ সর্বত্র শ্রীবিষ্ণুস্মৃতিরই অপরিহার্যতা ... ৯৪
৫৪। শ্রীকৃষ্ণের সুখানুসন্ধানরূপ ভক্তি কিরূপে লাভ করাযায় ? ... ৯৬
৫৫। শাস্ত্রোক্ত বিধিপালন মহৎকৃপার কারণ নহে ৯৮
৫৬। পিতৃসিংহাসন লাভের আশায় তপস্যা করিয়াও ধ্রুব ভক্তি পাইলেন কিরূপে ? ৯৯
৫৭। সাধুকৃপালাভের জন্য কাহার নিকট প্রার্থনা করিতে হইবে ? ... ১০১
৫৮। সাধুর অসঙ্গত আচরণ ১০২
৫৯। কৃষ্ণাবিষ্টচিত্ত মহদ্‌গণের পক্ষে দুরাচার কিরূপে সম্ভব ? ... ১০৪
৬০। শ্রীভগবানের প্রতি আর্তি জাগিবার কারণ ১০৭
৬১। অকপট অশ্রু কি ? ১০৮
৬২। ভক্তিমাত্রকাম কর্মার্পণকারীর মৃত্যুর পরে কি গতি হইবে ? ... ১০৯
৬৩। আপ্তকাম স্বয়ংসম্পূর্ণ শ্রীভগবানের সুখচিন্তার আবশ্যকতা ... ১১১
৬৪। শ্রীভগবানের প্রতি ভক্তের অভূতপূর্ব স্বার্থত্যাগের স্বরূপ ... ১১২
৬৫। কর্মাধিকারী জীবের শ্রীভগবানের উদ্দেশ্যে স্বার্থত্যাগ ১২২
৬৬। শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা হ্লাদিনীশক্তির বৃত্তি কাহার প্রতি নিক্ষিপ্তা হয় ? ... ১২৩
৬৭। যে মহৎকৃপা লাভ করে নাই তাহার পক্ষে হ্লাদিনীশক্তির বৃত্তিলাভের উপায় ১২৫

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

৬৮। নৈষ্কর্ম্যকাম কর্মার্পণ ভক্তিমাত্রকাম কর্মার্পণে
প্রবৃত্তিলাভের কারণ নহে ১২৬
৬৯। অজ্ঞ শিশুগণের ভক্ত্যনুষ্ঠানের ফল কী ? ১২৭
৭০। ত্রিতাপ ১২৭
৭১। ত্রিতাপজ্বালা হইতে মুক্তিলাভের উপায় ১২৮
৭২। শ্রদ্ধা ১২৯
৭৩। শরণাগতি ১৩৩
৭৪। মুক্তি ১৩৫
৭৫। শুদ্ধভক্তির স্বরূপভেদ ১৩৮
৭৬। বৈধী ভক্তি ১৩৮
৭৭। বৈকুণ্ঠের পার্ষদত্ব ১৪১
৭৮। রাগানুগা ভক্তি ১৪২
৭৯। রাগমার্গীয় ভক্তিসাধকের পার্ষদত্বপ্রাপ্তি ১৪৫
৮০। শ্রীগৌরহরিই রাগমার্গীয় ভক্তির প্রবর্তক ১৪৫
৮১। অনর্থ ১৪৭
৮২। অপরাধজাত অনর্থ সম্বন্ধে শ্রীল জীবপাদ ও শ্রীল চক্রবর্তিপাদ ... ১৪৮
৮৩। অনর্থ দূর হইবার উপায় ১৫১
৮৪। কর্মাধিকারে লীলাস্মরণ ১৫২
৮৫। কেবল জাতরতি সাধকই লীলাস্মরণের অধিকারী ১৫৬
৮৬। অপক্ক অবস্থায় গৃহত্যাগের কুফল ১৫৬
৮৭। গৃহত্যাগের অধিকারী কে ? ১৫৮
৮৮। সাধন বাঞ্ছিত ফললাভের সহায়ক হইয়া থাকে ১৫৯
৮৯। ভক্তি ও ভক্তিবাসনা ১৫৯
৯০। ভক্তিবাসনাই ভক্তিকে রূপ দান করে ১৬৫
৯১। বাসনাভেদে ভক্তিসাধনের ফলভেদ ১৬৭

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

৯২। শ্রীগৌরানুগ গুরুলাভের উপায় ১৭০
৯৩। শ্রীগৌরহরির স্বরূপ ও তাঁহার কৃপার বৈশিষ্ট্য ১৭১
৯৪। ক্রন্দনই শ্রীগৌরহরির আচরিত ভজনপদ্ধতি ১৭৬
৯৫। শ্রীগৌরহরির আচরণ ও উপদেশ ১৭৬
৯৬। শ্রীমহামন্ত্র গ্রহণের অধিকারী কে ? ১৮২
৯৭। শ্রীগৌরহরির সকলকে দর্শনমাত্রে প্রেমদান ১৮২
৯৮। শ্রীগৌরহরির শিক্ষার কদর্থ ১৮৯
৯৯। প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ে শ্রীমহামন্ত্রগ্রহণ শ্রীগৌরহরির শিক্ষা নহে ... ২০১
১০০। 'সেবোন্মুখ' শব্দের তাৎপর্য ২০৩
১০১। প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ে শ্রীকৃষ্ণনাম উচ্চারণের ফল ২০৩
১০২। শ্রীকৃষ্ণনাম মুক্তগণের উপাস্য ২০৪
১০৩। শাস্ত্রোপদেশ ও শ্রীগৌরহরির উপদেশের সঙ্গতি ২০৪
১০৪। কর্ম্মাধিকারী অজাতরতি সাধকের প্রেমলাভের উপায় ২১১
১০৫। শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর কীর্তিত শ্রীগৌরমহিমা ... ২১৫
১০৬। শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরের কীর্তিত শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দের মহিমা ... ২১৮
১০৭। শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদের লেখনীতে শ্রীগৌরমহিমা ... ২২০
১০৮। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের বর্ণিত শ্রীগৌরমহিমা ২২৪
১০৯। শ্রীগৌরভজনের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে শ্রীল পুরীদাস গোস্বামী ঠাকুরের উক্তি ২২৫
১১০। শ্রীগৌর আরাধনায় আশু ফলপ্রাপ্তি ২২৫
১১১। জাতরতি ভক্তের সাধন হ্লাদিনী শক্তিই স্থির করিয়া দিবেন ... ২২৯
১১২। শ্রীগৌরানুগ মহদ্‌গণের শ্রীগৌর-আরাধনা ২৩০
১১৩। শ্রীমহামন্ত্র কীর্তনের ফল ২৩৪
১১৪। মহৎকৃপাপ্রাপ্ত ব্যক্তির লক্ষণ ২৩৭
১১৫। মহৎকৃপা ও শ্রীভগবৎকৃপার মধ্যে কোন্‌টি মুখ্য ? ২৪৬
১১৬। ভজনে অগ্রগতি জানা যাইবে কিরূপে ? ২৪৯

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

১১৭। সাধুর শ্রেণীবিভাগ ২৫১
১১৮। জ্ঞানিসৎ ২৫২
১১৯। জ্ঞানিমহৎ ২৫৩
১২০। ভক্তসৎ ২৫৩
১২১। ভক্তমহৎ ২৫৭
১২২। প্রেমের পুরুষার্থতা কি শাস্ত্রে আছে ? ২৬৫
১২৩। ভজনরহস্য ২৬৬
১২৪। শুদ্ধভক্তির প্রচার ২৬৬
১২৫। প্রতিশোধ ২৭২
১২৬। কেশবের শ্রীগুরুপাদাশ্রয় ২৮৫
১২৭। কেশবরের প্রতি শ্রীহরিদাসের উপদেশ ২৮৫
১২৮। শ্রীগৌরোপদিষ্ট ভক্তিসাধনে প্রার্থনার স্বরূপ ২৯৩
১২৯। অভাববোধ জাগিবে কিরূপে ? ৩৩১
১৩০। কেশবের গৃহে প্রত্যাবর্তন ৩৩৪
১৩১। সকুটুম্ব কেশবের শ্রীহরিদাসের উপদেশ শ্রবণ ৩৩৪
১৩২। জনৈক বৈষ্ণবের সঙ্গে কেশবের সাক্ষাৎ ৩৩৫
১৩৩। পৃথগ্‌ভাব ব্যক্তি গৌড়ীয়সাধক নহে ৩৩৯
১৩৪। গৌড়ীয় সাধন কি ? ৩৪০
১৩৫। গৌড়ীয়পর্যায়ভুক্ত হইবার যোগ্যতা ৩৪১
১৩৬। রুক্মবর্ণ পুরুষের দর্শনেই প্রেমলাভ বা গৌড়ীয়ত্বলাভ ৩৪২
১৩৭। কেশব ও জনৈক সন্ন্যাসী ৩৪৭
১৩৮। প্রভাকরের সঙ্গে কেশবের সাক্ষাৎ ৩৫০
১৩৯। "সদা তদ্ভাবভাবিতঃ" ৩৫০
১৪০। শ্রীহরিদাসের নির্যাণ ৩৫৮
১৪১। শ্রীচৈতন্যলীলা শ্রবণের ফল ৩৬০

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দৌ জয়তঃ

শ্রীভক্তিবিজ্ঞান

দুই বন্ধুর বিচারধারার পার্থক্য তাঁহাদের পূর্ব সংস্কারের সূচনা

কেশব ও গোবিন্দ দুই বন্ধু। গ্রামের স্কুলে একসঙ্গে পড়িতেন। তথা হইতে মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পর উভয়ে কলেজে পড়িলেন। কেশবের সংস্কৃতের প্রতি ও গোবিন্দের ইঞ্জিনিয়ারিংএর প্রতি খুব আগ্রহ ছিল। তদনুযায়ী তাঁহারা পাঠ্যক্রম বাছিয়া লইলেন। উভয়ে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে পড়িলেও প্রত্যেক ছুটিতে বাড়িতে আসিলে সব সময় একসঙ্গে বসাওঠা, খাওয়া দাওয়া ও গল্পসল্প চলে।

কেশব বাল্যকাল হইতে ধর্মভাবাপন্ন ও গোবিন্দ সম্পূর্ণ নাস্তিক। উভয়ের হৃদয়ের ভাবের এই পার্থক্য তাঁহাদের পূর্ব সংস্কারেরই ফল। পড়া শেষ হইলে ভাল চাকরি করিয়া কি ভাবে ভাল ঘরে বিয়ে হইবে এবং বহু অর্থ উপার্জন করিয়া সুখে কাল কাটিবে, গোবিন্দের মনে সব সময় এই চিন্তা।

পরিণত বয়সে কে কি করিবে সে বিষয়ে দুইজনের খুব আলোচনা চলে। কেশব সব সময়ে বলে — আমি বড় হইলে অধ্যাপক হইব। অধ্যাপনা শেষ করিবার পর প্রত্যহ ধর্মগ্রন্থসব আলোচনা করিয়া বাস্তবিক শান্তির পথ কোন্‌টি সে বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করিব। কারণ এ জগতে সুখ বলিয়া যে কিছু আছে, ইহা আমার মনে হয় না। যখন গ্রামে আসি, শুনি কাহার ধান ফসল হয় নাই, সে কি খাইয়া বাঁচিবে সেই চিন্তায় ব্যথিত। আবার ধানের দর কম হওয়ায় ধান বিক্রি হইতে পারিতেছে না বলিয়া কেহ চিন্তিত। কাহার মাথা গুঁজিতে কুঁড়ে এক খানা নাই ত কাহার জমিখানা দখল করিতে কেহ চক্রান্ত চালাইতেছে। কাহার বাবা ভাইর সঙ্গে বনছে না ত কেহ মোড়লি করিয়া লোককে সর্বস্বান্ত করিতেছে। এদিকে কে কোন্ রাজনৈতিক দলে ঢুকবে সেজন্য টানাটানি, দুই দলের মধ্যে পরস্পরের নিন্দা ও কুৎসারটনা। আবার চাকরি জীবনেও একজন আর এক জনকে ক্ষতিগ্রস্ত করিয়া কিরূপে উচ্চ পদবীতে যাইবে সেজন্য চক্রান্ত চালাইতেছে। কোথায় অফিসার কেরাণির নিন্দা করিতেছেন ত কোথায় কেরাণি অফিসারের কুৎসারটনায় ব্যস্ত। ছাত্রগণও বাল্যকাল হইতেই রাজনীতি শিক্ষা করিয়া সম্পূর্ণ টাউটার সাজিতেছেন। যাঁহারা রাজনীতি করিয়া ক্ষমতাতে আসিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে অনেকে দেশসেবার নামে যে কি বীভৎস কাণ্ডসব করিতেছেন তাহা

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

কানে শুনিবে না। নিজের আসনটা ঠিক রাখিতে গিয়া কেহ অন্যকে হত্যা করিতেও পশ্চাৎপদ হইতেছে না। এইরূপ গর্হিত পন্থাকে আশ্রয় করিয়া কি কেহ কখনও শান্তিলাভ করিতে পারে ? এইপ্রকার লোকে ত সমাজ ভরপূর। সেইজন্য এ সমাজ, এ সংস্কৃতি ও লোকের এইরূপ মনোভাবের প্রতি বাল্যকাল হইতেই আমার অন্তরে অত্যন্ত ঘৃণা জাত হইয়াছে। এমন কি কাহার সঙ্গে মিশিতেও মন চায় না।

গোবিন্দ এসব শুনিয়া ঠাট্টায় সব কথা উড়াইয়া দেওয়ার মত হেয়জ্ঞান করিয়া বলিল – হেঃ ! এসব ত কাপুরুষের বিচার। স্থিতির জন্য সংগ্রাম (struggle for existence) হইল এ জগতে সফলতার নিদর্শন। এ সংগ্রামে যে জিতিতে পারিবে সে অবশ্যই তিষ্ঠিতে পারিবে (survival of the fittest)। তুমি যেসব কথা বলিলে তাহা ত এ জগতে সব দিন থাকিবেই। তাহাকে দেখিয়া ভয় করিলে কি চলিবে ? অন্ধকার আছে বলিয়াই ত আলোকের মর্যাদা। অতএব অন্ধকারকে দেখিয়া ভয় করিলে লাভ কি ? কলে বলে কৌশলে অন্ধকারকে অতিক্রম করিয়া আলোকে যাইতে হইবে। সেইরূপ দুঃখে ভীত না হইয়া কিংবা দুঃখে খ্রীয়মাণ না হইয়া সাহসের সহিত সুখের জন্য এগোতে হইবে। জন্ম লইয়াছি সুখে থাকিব, দেশে নাম করিব, তবে না জন্ম সার্থক। আরে "পেট পোষ নাই দোষ"। পেট ত পুষিতেই হইবে। সেজন্য তোমার বিচারে যদি কিছু অন্যায় বা পাপও হইয়াই যায়, তাহাতে যায় আসে কী ! এইরূপ দুই বন্ধু বহু আলোচনা করে। ছুটি শেষ হইলে আবার যে যাহার স্থানে ফিরিয়া যায়।

গোবিন্দের এসব বিচার কেশবের মনকে আরো আন্দোলিত করে। সে কিন্তু সমাজের এই চালচলনকে আদৌ পছন্দ করে না। বাস্তবিক কোন্ রাস্তায় গেলে চিরশান্তি পাইবে, সে সব সময় সেই চিন্তায় মগ্ন থাকে। দিনের পর দিন চলিয়া যাইতেছে, কেশবের কিন্তু চিন্তার বিরাম নাই। সে সব সময় চিন্তারত। কখনও কখনও ঘর হইতে চিঠি আসে। বাবা লিখিয়া থাকেন – তুমি ভাল পড়িলে চাকরি করিয়া ছোট ভাইকে পড়াইবে ও বোনকে ভাল জায়গায় বিয়ে দিবে। চিঠিটি পড়িয়া সে একটু পড়ায় মন দেয়। কিছুক্ষণ পরে আবার সেই চিন্তা তার মাথায় আসে। সে নিজেও বুঝিতে পারে না যে, তার কেন এত চিন্তা হইতেছে। গ্রীষ্মের ছুটি হইয়াছে। কেশব গ্রামে আসিয়াছে। কিন্তু গোবিন্দের মনোভাবের সঙ্গে তার মনোভাব খাপ খায় না বলিয়া গোবিন্দের প্রতি তার আর পূর্বের মত প্রীতি নাই। তথাপি পরদিন সকালে উভয়ের দেখা হইলে আবার বাক্যালাপ চলে। এতদিনের সম্পর্ক কি সহজে ছুটে ? গোবিন্দ ধনী ঘরের ছেলে। বাবা তার পুলিসে চাকরি করেন। জমিও একশ বিঘার মত আছে। তার সঙ্গে গ্রামে দোতলাবাড়ি ও বিরাট্ আমের বাগান। সে বেশ বড়লোকি আড্ডায়

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

থাকে। কিন্তু কেশব খুব গরিব। নয় বিঘা মাত্র জমি। তাহাতে আবার বাবা, মা, ভাই, বোন মিশিয়া পাঁচজন। ব্রাহ্মণঘর। জমি ভাগ দিয়া যাহা পাওয়া যায় তাহাতে চলে না। বাবা যজমানি করিয়া কোনমতে সংসার চালান। তাহাতে আবার কেশবের কলেজে পড়ার খরচ। ভাই বোন ত ঘরে শাকভাত খাইয়া গ্রামের স্কুলে পড়ে। তাদের জন্য বেশী খরচ নাই। তথাপি বই, কাগজ, কলম খরচ ত আছে। সেইটুকু যোগানো বাবার পক্ষে খুবই কষ্টকর হয়। ঘরের অসুবিধা অনুভব করিয়া কেশব ট্যুসান করে ও সেই আয় হইতে নিজের পড়া-খরচ চালায়। তাহার জন্য বাবা যে টাকা পাঠান তাহাতে সে বই, কাগজ, কাপড়, চোপড় কিনিয়া ভাই বোনের জন্য পাঠায় ও নিজে খুব কষ্টে চলে।

দৈনিক গোবিন্দের আম বাগানে বসিয়া দুইজনের গল্পসল্প চলে। একদিন দুইজন বসিয়া গল্প করিতেছে, এমন সময় এক দল বানর আসিয়া কতকগুলো আম খাইল এবং কতকগুলো নীচে ফেলিয়া দিল। গোবিন্দ দৌড়িয়া গিয়া বাবাকে একথা বলিল। বাবা আসিয়া দেখেন ত বানরসব বহু আম নীচে ফেলিয়া দিয়াছে। ইহা দেখিয়া সে রাগে অস্থির হইয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে ঘরে গিয়া বন্দুকটি আনিল এবং গুলি করিয়া একটি বানরকে মারিয়া ফেরিল। আর সব বানর ভয়ে পলাইয়া গেল। বানরটি মরিয়া নীচে পড়িয়া থাকিল। এ দৃশ্য দেখিতে কেশবের ভাল লাগিল না। সে গোবিন্দ হইতে বিদায় লইয়া ঘরে গেল। ঘরে গিয়াও তার মনে সেই মরা বানরের চিন্তা। কিছুক্ষণ পরে আর একবার বাগানে আসিয়া দেখিল যে সবগুলো বানর মরা বানরটার দিকে তাকাইয়া তার চারপাশে ঘিরিয়া নিশ্চল হইয়া বসিয়াছে। এ দৃশ্য দেখিয়া তার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া গেল এবং চক্ষু হইতে অশ্রুধার বহিতে লাগিল। সে ভগ্ন হৃদয়ে বাড়িতে ফিরিল। মা খাইতে ডাকিলেন কিন্তু শরীর ভাল নাই, খাইবে না, এই কথা বলিয়া গ্রামের প্রান্তে অবস্থিত শ্রীনারায়ণের মন্দিরে গিয়া বসিল। সেস্থানে বসিয়া দুনিয়ার রীতি নীতি কথা ভাবিয়া একটি একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিতে থাকে। এইরূপ বহু সময় বসিয়া ঘরে ফিরিয়া আসিল।

তারপর এক দিন সে কার্যোপলক্ষে গ্রামের বাহিরে যায়। ছয় সাত দিনের পর ফিরিয়া আসিয়া শুনিল যে, গোবিন্দ ঘর হইতে চার হাজার টাকা লইয়া কোথায় পলাইয়া গিয়াছে। দুই তিন দিনের পর খবরকাগজ পড়িতে পড়িতে দেখিল যে, গোবিন্দ তার তিনজন বন্ধুর সঙ্গে অসামাজিক কার্য করিয়া পুলিস দ্বারা গ্রেপ্তার হইয়াছে। তারপর শুনিল যে, তার বাবা পুলিসকে বহুত ধরাধরি করিয়া টাকাকড়ি দিয়া তাকে ঘরে আনিয়াছে। এসব কথা শুনিয়া কেশবের চিন্তা আরও বাড়িয়া গেল। সে ভাবিল — যিনি কয়েকটা আম খাইয়া গেল বলিয়া একটি বানরকে নিষ্ঠুরভাবে মারিয়া

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ফেলিলেন, সেই ব্যক্তিই তার নিজের ছেলে যখন ঘর হইতে টাকা চুরি করিল, তার সঙ্গে আবার অসামাজিক কার্য করিয়া বাবার সম্মান হানি করিল, এইরূপ ছেলের জন্য পুলিসকে টাকাকড়ি ঘুষ্ দিয়া বাড়িতে আনিল ! এ কথার সমাধান সে করিতে পারিল না। সেদিন মরা বানরের চারপাশে যেরূপ অবস্থায় অন্য বানরসব ঘিরিয়া মনোদুঃখে বসিয়াছিল, সে দৃশ্য তাহার চোখের সামনে ভাসিয়া যাইতেছিল। সে ত সবদিন গীতা পড়ে। তা হইতে সে জানিয়াছে যে, আমি হইলাম আত্মা। দেহটা আমার একটি পোষাকমাত্র। আমার কর্মানুযায়ী আমার একটি দেহ লাভ হইয়াছে। যদি তাহাই হয়, গোবিন্দের আত্মা ও বানরের আত্মার মধ্যে তফাৎ কী ? যদি তফাৎ কিছুই নাই তবে গোবিন্দের বাবা এরূপ কার্য করিলেন কেন ? পুত্র বলিয়া গোবিন্দের প্রতি এত দরদ অথচ নিরীহ বানরটাকে প্রাণে মারিয়া দিলেন ! এইরূপ চিন্তায় সে অবসন্ন হইয়া যায়।

একদিন বাবা জিজ্ঞাসা করিলেন – কেশব ! তুমি সব সময় কি সব চিন্তা করিতেছ ? আমি যখনই দেখি তুমি ত কিছু না কিছু চিন্তা করিতেছ। কেশবের হৃদয় এরূপ আলোড়িত হইতেছিল যে, সে তা'র মনের কথা খুলিয়া বাবাকে না বলিয়া থাকিতে পারিল না। তার কথা শুনিয়া বাবা বলিলেন – আরে বাবা ! এ ত দুনিয়ার রীতি। বানরটা কি আর নিজের ছেলের সঙ্গে সমান হ'বে ? নিজের ছেলেটা যদি ভুল রাস্তায় গিয়া বিপদে পড়িয়া যায় তবে বাবা তাহাকে উদ্ধার করিবে না ত করিবে কে ? এইসব ছোট ছোট কথায় তুমি মাথা ঘামাও কেন ? যে যা করিবে তার ফল সে পাইবে। তোমার তাতে মাথা ঘামানো কি দরকার ? কেশব বাবার এই কথাতে বিন্দুমাত্রও সন্তুষ্ট হইতে পারিল না। তার মনের কথা মনেই রহিল।

গ্রীষ্মছুটি শেষ হইল। কেশব কলেজে গেল। সে বেশি ছেলেদের সঙ্গে মিশে না। তার পড়া শেষ করিয়া সময় পাইলে বসিয়া শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা পড়ে। প্রভাকর বলিয়া একটি হরিজন ছেলের সঙ্গে তার এর মধ্যে বেশ ঘনিষ্ঠতা হইয়া গিয়াছে। প্রভাকর খুব সরল ও ধর্মভীরু। সে অন্য কা'রও সঙ্গে মিশে না। কেশবের সঙ্গে অনেক সময় গল্পসল্প করে, তার দুঃখ জানায় ও সে গীতা পড়িবার সময় বসিয়া শুনে। অনেক সময় উভয়ে বসিয়া ধর্মকথা আলোচনা করে। দুইজনই ত গরিব। কাজেই সিনেমা দেখা বা কোন বদখরচ করার সুযোগ তাহাদের হয় না। তাছাড়া সে দিকে উভয়ের রুচিও ছিল না। উভয়ের চরিত্র এক রকম হওয়ায় তাঁহাদের বন্ধুতাও খুব নিবিড়ই হইয়া উঠিতেছিল। কেশব ব্রাহ্মণ, প্রভাকর হরিজন। তাই প্রভাকর সব সময় কেশব হইতে দূরে থাকিতে চেষ্টা করে। কিন্তু কেশব তার এই স্বভাবকে পছন্দ করে না। এক দিন প্রভাকর পত্র পাইল যে, সবর্ণলোকে তার পিতাকে একঘরিয়া করিয়াছেন। তাঁহাদিগকে

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

অগ্নি এবং জল বারণ এবং সে(প্রভাকর) যেরূপ অধিক পড়িতে না পারে সেজন্য চক্রান্ত চলিতেছে। সে কাঁদিতে কাঁদিতে এ কথা কেশবকে বলিল। কেশব বলিল — "দেখ, আমি গরিব হইলেও যতদূর পারি চেষ্টা করিব যেরূপ তোমার পড়া বন্দ না হয়। আবশ্যক হইলে আমার খরচ কমাইয়া তোমাকে সাহায্য করিব। তুমি ইহাতে আদৌ বিচলিত হইবে না।"

কেশব তাহাকে বুঝাইল সত্য, কিন্তু এ ঘটনাও তাহার মনে আর একটি ঝড় সৃষ্টি করিল। ক্রমশঃ সংসারের প্রতি তা'র বিতৃষ্ণা বাড়িতে লাগিল। কলেজের নিকট একটি শিব মন্দির আছে। সে প্রতিদিন সেখানে যায়। শিবকে দর্শন করে, কিন্তু কি প্রার্থনা করিবে কিছু স্থির করিতে পারে না। বহুদিন হইতে এই দ্বন্দ্ব তা'র মনের মধ্যে আছে। প্রভাকরের দুঃখে সে মর্মাহত হইয়া প্রার্থনা করিল — "প্রভো ! এ সংসার ত এইরূপ। ইহাতে পাঠ পড়িয়া, চাকরি করিয়া আমি কিবা সুখ পাইব ? আমি ত অজ্ঞ, কোন্ রাস্তায় গেলে আমার নিত্য মঙ্গল হইবে আমি বুঝিতে পারিতেছি না। কৃপা করিয়া আমার মঙ্গলের পথ আমাকে জানান।" সে প্রত্যহ কান্দিতে কান্দিতে শিবের নিকট এই প্রার্থনা করে। তার পড়াশুনা ভাল হইলেও সেদিকে তার দৃষ্টি থাকিত না। ভবিষ্যতে কি করিবে সেই চিন্তায় সে সর্বদা মগ্ন থাকিত।

একজন তথাকথিত সাধুর উপদেশের প্রতি কেশবের অনাদর

কেশব একদিন খবর পাইল একজন সাধু আসিয়াছেন। টাউন্‌হলে বক্তৃতা দিবেন। তার মন খুব খুসি। সাধুজীর উপদেশ শুনিলে হয় ত সে একটি আলোক পাইবে এবং তদনুযায়ী জীবন যাপন করিয়া সুখে কাল কাটাইবে। সে প্রভাকরকে সঙ্গে লইয়া সাধুজীর বক্তৃতা শুনিতে গেল। টাউন্‌হল্ ভরপূর। কিন্তু কেশব যাহা দেখিল তাহাতে সে যে আশা লইয়া আসিয়াছিল, সে আশা তার মলিন হইয়া গেল। সে যেদিকে তাকাইল দেখিল কালাবাজারী ও টাউটারদের সংখ্যাই অধিক। এদের কিরূপে এত ধর্মভাব বাড়িয়া গেল ! — এই প্রশ্ন তার মনে জাগিল। শুধু তাই নয়। যাহা লক্ষ্য করিল জানিতে পারিল যে, ইহারাই স্বামীজীর নিকটতম লোক।

স্বামীজী পঁহুছিলেন। সকলেই তাঁহাকে অভিবাদন জানাইলেন। তিনি ভাষণ আরম্ভ করিলেন। গীতা ও ভাগবত হইতে উদাহরণ দিয়া ভক্তির মাহাত্ম্য বিশেষভাবে শ্রীহরিনামের মাহাত্ম্য বহুত বলিলেন। একটি স্থানে তিনি বলিলেন — "পাপ তূলাপর্বতসদৃশ ও শ্রীহরিনাম অগ্নিসদৃশ। যে যতই পাপ করুক না কেন শ্রীহরিনাম করিলেই সব ধ্বংস হইয়া যাইবে। আর পাপের ফল ভোগ করিতে হইবে না। হরিনাম

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

হইতে পাপের শক্তি কখনও অধিক হইতে পারে না। অতএব আমার অনুরোধ, আপনারা যাহা করুন না কেন, যেরূপ আহার করুন না কেন, সর্বদা শ্রীহরিনাম করুন। শ্রীহরিনামে আহারশুদ্ধি, কালশুদ্ধি বা চরিত্রশুদ্ধির কোন আবশ্যকতা নাই। দস্যু রত্নাকর ও অজামিল তার সাক্ষী। সুতরাং যেকোনপ্রকারে শ্রীহরিনাম করিলেই মুক্তি পাওয়া যাইবে।" বিপুল করতালি ধ্বনিতে শ্রোতাগণ তাঁহার এই উপদেশকে তারিফ করিলেন।

সভা ভঙ্গ হইল। কেশব ও প্রভাকর স্বামীজীর সঙ্গে দেখা করিতে গেল। স্বামীজী খুব দামী গেরোয়া পাতলা ফিন্ ফিনে কাপড় পরিয়াছিলেন। হাতে বেশ দামি বিদেশী ঘড়ি। সোনার ফ্রেমের চশমা মুখমণ্ডলের সৌন্দর্য আরো বৃদ্ধি করিতেছিল। তিনি একজন কালাবাজারীর মটরকারে বসিয়া তাঁহার বাড়িতে যাইতে উদ্যত হইতেছিলেন। কেশব ও প্রভাকর তাঁহাকে নমস্কার করিল ও তাঁহার সঙ্গে কিরূপে সাক্ষাৎ হইবে জিজ্ঞাসা করিল। তিনি বলিলেন – "কাল সকালে এই বাবুর (উক্ত কালাবাজারীকে হাত দেখাইয়া) ঘরে আস, সেইখানে দেখা হইবে। পরদিন সকালে কেশব ও প্রভাকর সাধুজীর সঙ্গে দেখা করিতে গেল। তাঁহারা দেখিল যে, সাধুজী ভোজনে বসিয়াছেন এবং ঘরের মহিলাগণ তাঁহাকে পরিবেষণ করিতেছেন। বহুপ্রকার ব্যঞ্জনপাত্র থালার চারিদিকে ঘিরিয়া রহিয়াছে। স্বামীজীর ভোজন শেষ হইল। সুবাসিত তাম্বূল মুখবাসও আসিল। স্বামীজী বিশ্রাম করিলেন ও মহিলাগণ তাঁহার পাদ সম্বাহনাদি করিতে লাগিলেন। বিশ্রামের পর স্বামীজী কেশব ও প্রভাকরকে ডাকিয়া নিকটে বসাইলেন ও তাহাদের পরিচয় নিলেন। কেশব বলিল – "আজ্ঞে, আপনি কাল যা সব বলিলেন সে বিষয়ে কিছু জিজ্ঞাসা করিবার আছে।"

স্বামীজী – হাঁ, জিজ্ঞাসা করিতে পার।

কেশব – আজ্ঞে, আপনি বলিলেন "আমিষ খাও, নিরামিষ খাও, পাপ কর কি পুণ্য কর, ন্যায় কর কি অন্যায় কর, তাহাতে কিছু আসে যায় না। সর্বক্ষণ হরিনাম কর। হরিনাম হইতে কি পাপের শক্তি বেশি ? পাপ তূলাপর্বতসদৃশ ও হরিনাম অগ্নি-সদৃশ। একটি হরিনাম যত পাপ ক্ষালন করিতে পারে, পাপীর কি সাধ্য আছে তত পাপ করিতে পারে ?" এ বিষয় আমি ঠিক বুঝিতে পারিলাম না। আমি বিচার করিলাম, যে যতই পাপ করুক না কেন হরিনাম করিলে সকলেই মুক্তি পাইবে। যদি তাহাই হয় তবে সমাজ ত পাপে ভরিয়া যাইবে ? পাপকে কারও ভয় থাকিবে না। সকলেই নিঃসঙ্কোচে পাপ করিয়া যাইবে এবং পাপ ক্ষালনের জন্য হরিনাম করিবে।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

স্বামীজী – তুমি কি বলিতে চাও পাপ হইতে হরিনামের শক্তি কম ? অজামিল হইতে কি কেহ বেশি পাপ করিতে পারিবে ? সে ত আবার মৃত্যুসময়ে পুত্রকে ডাকিবার উদ্দেশ্যে "নারায়ণ" নাম উচ্চারণ করিয়া মুক্তি পাইল। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুও শ্রীহরিনাম গ্রহণ সম্বন্ধে কোন নিয়ম রাখেন নাই। যে যা কর না কেন সব সময় হরিনাম কর। হরিনাম করিলে অবশ্যই মুক্তি পাইবে। দেখ বাবু, "বিশ্বাসে মিলায় কৃষ্ণ তর্কে বহু দূর।" সুতরাং তর্ক করিয়া লাভ নাই। বিশ্বাস করিয়া হরিনাম কর। তারপর স্বামীজীর জন্য চা আসিল। কেশব তাঁহা হইতে বিদায় লইয়া ফিরিল।

স্বামীজীর কথা ও আচরণ কেশবের আদৌ পছন্দ হইল না। প্রভাকর ও কেশব দুইজন স্বামীজীর আচরণ ও ভাষণ বিষয়ে আলোচনা করিতে করিতে ছাত্রাবাসে ফিরিলেন। সন্ধ্যাসময় কেশব শিব মন্দিরে গিয়া প্রণামপূর্বক ব্যাকুল হইয়া প্রার্থনা করিল – "প্রভো ! কোন্ রাস্তায় যাইব, আমাকে সে রাস্তা দেখান। আমার চিত্ত বড়ই দোদুল্যমান হইতেছে।" তারপর কেশব ছাত্রাবাসে ফিরিল। প্রভাকর ও সে দুইজন জীবনে কিরূপে শান্তি পাইবে এবং কিরূপে আদর্শ জীবন যাপন করিবে, সে বিষয়ে অনেক আলোচনা করিলেন। রাত বেশি হওয়ায় শুইতে গেলেন।

সাথী গোবিন্দের দুরবস্থা দর্শনে কেশবের ক্ষোভ

এম্.এ. পরীক্ষা দিয়া কেশব গ্রামে আসিয়াছে। গ্রামে শুনিল যে গোবিন্দকে তার পিতা পুলিসের হাত হইতে উদ্ধার করিবার পরও তাহার কোন পরিবর্তন হয় নাই। সে আরও অসামাজিক কার্যে লিপ্ত। পিতার সঙ্গে তার আর কোন সম্পর্কও নাই। পড়া শেষ করিয়া সে চাকরি করিতেছে। প্রায় ঘরে আসে না। এর মধ্যে সে মদ খাওয়াতে বেশ অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছে। সব সময় তিন চার জন সমরুচিসম্পন্ন লোকের সঙ্গে তার আড্ডা। কেশব এসব কথা শুনিয়া খুব দুঃখিত হইয়া ভাবিল – "পুত্র অন্যায় করিলেও যে পিতা উৎকোচ দিয়া পুলিসের কবল হইতে তাহাকে উদ্ধার করিল, সেই পুত্র আজ পিতার দিকে তাকায় না। এই ত সংসারের রীতি ! এইরূপ পিতাপুত্র সম্পর্কের মূল্য কি ?" গোবিন্দের এই দুরবস্থার কথা চিন্তা করিয়া সে খুব ব্যথিত হয় এবং এইরূপ দুঃসঙ্গ হইতে সর্বক্ষণ দূরে থাকিতে যত্ন করে। এইভাবে একটি একটি ঘটনা তার হৃদয়ে গভীর রেখাপাত করে। সে আরও চিন্তামগ্ন হয় এবং তার এইসব চিন্তা দূর করার মত কোন সাধুর সঙ্গে কখনও দেখা হইলে সে কৃতার্থ হইবে বলিয়া মনে মনে ভাবে। অনেক সময় শিবের নিকট প্রার্থনা করিয়া বলে – "হে প্রভো ! আমার ন্যায় অজ্ঞ জীবকে মঙ্গলের পথ দেখান।"

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

স্বীয় সাধনপথ নির্ণয়ের জন্য কেশবের ব্যাকুলতা

কেশব এম্.এ. পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হইয়া উত্তীর্ণ হইবার অল্প কিছু দিনের মধ্যে অধ্যাপকের চাকরি পাইয়াছে। ছোট ভাইকে কাছে রাখিয়া পড়াইতেছে এবং পিতার নিকট নিয়মিত টাকা পাঠায়। পিতা ও মাতা খুবই খুসি। কেশবের মন কিন্তু সর্বদা অস্থির। সে কিরূপ জীবন যাপন করিলে শান্তি পাইবে, সেই চিন্তায় সর্বক্ষণ বিব্রত। মনে মনে উপযুক্ত সাধুর সন্ধানেও থাকে। এর মধ্যে তার অনেক সাধুর সঙ্গে সাক্ষাৎ হইয়াছে। তাঁহাদের মধ্যে কেহ বলে — সমাজ সেবা কর শান্তি পাইবে, কেহ বলে — নিজের কর্তব্য ঠিকরূপে কর শান্তি পাইবে, কেহ বলে — যোগ কর সংসার হইতে উদ্ধার পাইবে। আবার কেহ বলে — জ্ঞান সাধন কর মুক্তি পাইবে। কিন্তু এইসব উপদেশের কোনটিই তাহার রুচিসম্মত হয় না। সে সব সময় ব্যাকুল হইয়া শিবের নিকট প্রার্থনা করিতে থাকে।

শ্রীহরিদাসের সঙ্গে কেশবের সাক্ষাৎ

এক দিন কেশব কার্যোপলক্ষে ট্রেনে দিল্লী যাইতেছিল। ট্রেনে এক জন সাধুর সঙ্গে দেখা হইল। সে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল — "আজ্ঞে, আপনার নাম কি ? স্বামীজী — আমার নাম অকিঞ্চন শ্রীহরিদাস। কেশব — আপনি কি সন্ন্যাসী ? শ্রীহরিদাস — "নাহং বিপ্রো ন চ নরপতির্নাপি বৈশ্যো ন শূদ্রো। নাহং বর্ণী ন চ গৃহপতির্নো বনস্থো যতির্বা।। কিন্তু প্রোদ্যন্নিখিলপরমানন্দপূর্ণামৃতাব্ধের্গোপীভর্তুঃ পদকমলয়োর্দাসদাসানুদাসঃ।।" অর্থাৎ আমি ব্রাহ্মণ নহি, ক্ষত্রিয় নহি, বৈশ্য নহি কি শূদ্র নহি; ব্রহ্মচারী নহি, গৃহস্থ নহি, বানপ্রস্থ নহি কি সন্ন্যাসীও নহি। কিন্তু আমি প্রকৃষ্টরূপে প্রকটিত নিখিলপরমানন্দপূর্ণ অমৃতসমুদ্রতুল্য গোপীরমণ শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মের দাসানুদাস মাত্র। এতদ্ব্যতীত আমার অন্য কোনও পরিচয় নাই। সাধুর এই কথা শুনিয়া কেশবের মন আনন্দে ভরিয়া গেল। বহুদিন হইতে তাহার মনে যে সব সন্দেহ ছিল, তাহা দূর করিবার নিমিত্ত সে তাঁহাকে বহু প্রশ্ন করিল।

নিত্যমঙ্গলের পথ বিষয়ে পরিপ্রশ্ন

কেশব — নিত্যমঙ্গলের পথ কী ?

শ্রীহরিদাস — ভালই প্রশ্ন করিয়াছ। তুমি নিশ্চয়ই ভাগ্যবান্, তা না হইলে এ জাতীয় প্রশ্ন তোমার পক্ষে সম্ভব হইত না। তুমি ত ভাল পড়িয়াছ এবং অধ্যাপকের চাকরিও করিয়াছ। তোমার কোন অভাবও নাই। এরূপ অবস্থায় তুমি যে প্রশ্নটি

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

করিলে তাহা শুনিয়া মনে হইতেছে যে, তুমি তোমার শিক্ষা কিংবা চাকরিতে সন্তুষ্ট নহ। এর ছাড়া আর একটি কিছু রাস্তা আছে, যাহা তোমাকে চির শান্তি দিতে পারিবে, তুমি সেই রাস্তার সন্ধানে আছ। ইহা তোমার পূর্বজন্মের সংস্কারেরই ফল।

কেশব – আমার মনের কথা আপনি খুলিয়া বলিয়া দিলেন। সাংসারিক দৃষ্টিতে আমার কোনরূপ অভাব না থাকিলেও আমি এ পরিস্থিতিতে আদৌ সুখী হইতে পারিতেছি না। আমাকে সব দিক্ দুঃখপরিপূর্ণ বোধ হইতেছে। নিত্য আনন্দলাভের রাস্তা কি, দয়া করিয়া আমাকে জানান।

শ্রীহরিদাস – তোমার প্রশ্ন আমি বেশ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছি। আমাদের এ সম্বন্ধে কোন আলোচনার পূর্বে প্রথমে প্রমাণ স্থির করা আবশ্যক। অর্থাৎ আমরা যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইব, কোন্ প্রমাণবলে তাহাকে স্থাপন করিব তাহা জানা আবশ্যক।

প্রমাণ

কেশব – কোন্ প্রমাণবলে আমরা নিত্য আনন্দলাভের পথ আবিষ্কার করিতে পারিব কৃপা করিয়া বলুন।

শ্রীহরিদাস – প্রমাণ দশ প্রকার। তার মধ্যে চারপ্রকার প্রধান। তাহা হইল – (১) প্রত্যক্ষ, (২) অনুমান, (৩) ঐতিহ্য ও (৪) শব্দ।

(১) প্রত্যক্ষ – চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক্ এই পাঁচটিকে পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় বলা হয়। ইহার সাহায্যে এই জড় জগতের রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস ও স্পর্শ বিষয়ে যে জ্ঞান জন্মে, তাহাকে প্রত্যক্ষ জ্ঞান বলা হয়। এই প্রত্যক্ষ জ্ঞান বা প্রত্যক্ষ প্রমাণ সর্বতোভাবে নির্ভরযোগ্য নহে। কামলা রোগী শ্বেত বস্তুকে হরিৎবর্ণ দেখে। তাহার এই চাক্ষুষ জ্ঞান ভ্রান্তিপূর্ণ। এতদ্ব্যতীত চক্ষুকর্ণাদি ইন্দ্রিয় ও মনের অপটুতাহেতু অনেক সময়ে আমরা একটি বস্তু দেখিয়া ভ্রমবশতঃ অন্য একটি বস্তু বলিয়া মনে করি। রজ্জু দেখিয়া অনেক সময় সর্প বলিয়া ভ্রম হয়। সুতরাং অপটু ইন্দ্রিয়দ্বারা লভ্য প্রমাণ অভ্রান্ত নহে। অতএব ইহা গ্রহণীয় নহে।

(২) অনুমান – অনুমান সব-সময় প্রত্যক্ষের অনুগামী হওয়ায় ইহাও প্রত্যক্ষের ন্যায় গ্রহণীয় নহে।

(৩) ঐতিহ্য – কে কবে দেখিয়াছে জানা নাই; অথচ পরম্পরাক্রমে যে বিষয় জনসমাজে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে, তাহাকে ঐতিহ্য প্রমাণ বলা হয়। জড় ইন্দ্রিয়কে ভিত্তি করিয়া এই জ্ঞান হইতেছে বলিয়া ইহাও নির্ভরযোগ্য প্রমাণ নহে।

(৪) শব্দ – অপৌরুষেয় শাস্ত্রবাক্য। ইহাকে আপ্তবাক্যও বলা হয়।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

কেশব – 'অপৌরুষেয়' শব্দটি বোঝা যাইতেছে না। তাহার অর্থ দয়া করিয়া বলুন।

শ্রীহরিদাস – যাহা কোন ব্যক্তির বা পুরুষের রচিত নহে, স্বয়ং শ্রীভগবানের দ্বারা প্রকাশিত, তাহাকে অপৌরুষেয় শাস্ত্র বলা যায়। ব্যক্তিবিশেষের দ্বারা লিখিত শাস্ত্র প্রাকৃত ইন্দ্রিয়জাত অনুভূতি হইতে লিখিত হওয়ায় তাহা *ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা ও করণাপাটব এই চারি দোষ হইতে কদাপি মুক্ত নহে। অতএব তাহা গ্রহণযোগ্য নহে।

শ্রুতি বা বেদ স্বয়ং শ্রীভগবানের শ্রীমুখবাণী। ইহা কোন পুরুষদ্বারা রচিত নহে। অতএব ইহা অপৌরুষেয় হওয়ায় উপর্যুক্ত দোষচতুষ্টয় হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত। বেদের সারস্বরূপ ব্রহ্মসূত্রের অকৃত্রিম ভাষ্য হইল 'শ্রীমদ্ভাগবত'। বেদে ভোগোন্মুখ লোকের ক্রমমঙ্গলের উদ্দেশ্যে যাহা পরোক্ষভাবে বলা হইয়াছে, শ্রীমদ্ভাগবতে তাহা পরিষ্কারভাবে বর্ণিত হইয়াছে। অতএব শ্রীভগবানের সম্পর্কে সম্যক্ জ্ঞান লাভ করিতে হইলে শ্রীমদ্ভাগবতই প্রমাণচক্রবর্তিস্বরূপ। আমরা শ্রীভগবানের সম্পর্কে আলোচনা করিবার সময় যে স্থানে সন্দেহ জন্মিবে, শ্রীমদ্ভাগবতের প্রমাণদ্বারা উক্ত সন্দেহ দূর করিতে পারিব।

শাস্ত্রবাক্যে অসঙ্গতির তাৎপর্য

কেশব – শ্রীব্যাসদেবের রচিত শ্রীমদ্ভাগবতকে আপনি প্রমাণচক্রবর্তী বলিলেন। কিন্তু আমি তাহাকে প্রমাণচক্রবর্তিরূপে গ্রহণ করিতে পারিতেছি না। কারণ যে শ্রীব্যাসদেব শ্রীমদ্ভাগবত রচনা করিয়াছেন সেই শ্রীব্যাসদেবই ত বেদবিভাগ করিয়াছেন এবং ব্রহ্মসূত্র (বেদান্তের সূত্র) ও অষ্টাদশ পুরাণ রচনা করিয়াছেন। তিনি ব্রহ্মসূত্র ইত্যাদিতে যাহাকে সিদ্ধান্ত বলিয়া স্থাপন করিয়াছেন, শ্রীমদ্ভাগবতে তাহা সিদ্ধান্ত নহে বলিয়া দৃঢ়তার সহিত উল্লেখ করিয়াছেন। অতএব তাঁহার পূর্বাপর কথায় সঙ্গতি নাই। এই কারণে আমি শ্রীভগবানের শ্রীমুখবাক্য বেদ ও উপনিষদের বাণীকে প্রমাণরূপে গ্রহণ করিতে প্রস্তুত, কিন্তু ইহার সহিত সঙ্গতি না থাকায় শ্রীমদ্ভাগবতের বাণীকে প্রমাণরূপে গ্রহণ করা আমার পক্ষে সম্ভব হইতেছে না। শ্রীব্যাসদেবের পূর্বাপর কথায় অসঙ্গতির কয়েকটি উদাহরণ দিতেছি –

---

* ভ্রম – যাহা যে বস্তু নহে, তাহাকে সেই বস্তু বলিয়া মনে করা; যেরূপ রজ্জুকে দেখিয়া সর্প জ্ঞান করা। প্রমাদ – অনবধানতাবশতঃ সংঘটিত ত্রুটি; যেরূপ একটি কথা বলা হইলেও অনবধানতাবশতঃ ঠিক ভাবে তাহা না শুনিয়া অন্যভাবে অর্থ করা। বিপ্রলিপ্সা – ঠকিবার ইচ্ছা। করণাপাটব – ইন্দ্রিয়ের অপটুতা।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

শ্রীব্যাসদেব তাঁহার সঙ্কলিত বেদে কর্মকাণ্ডের প্রতি জীবকে নানাভাবে প্ররোচিত করিয়াছেন। কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবতে তাঁহার পূর্বোক্ত সিদ্ধান্তকে খণ্ডন করিয়া তিনি উল্লেখ করিয়াছেন যে, কাম্যকর্ম কেন নিষ্কাম কর্মও যদি শ্রীবিষ্ণুতে অর্পিত না হয়, তাহা হইলে ব্যর্থ হইয়া যাইবে। এ ত গেল কর্মের কথা, নিরুপাধিক জ্ঞানও যদি শ্রীবিষ্ণুতে ভক্তিবর্জিত হয়, তবে তাহাও মুক্তি দিতে পারে না।

তিনি পূর্বে শ্রীমহাভারত ও অন্যান্য পুরাণে প্রচার করিলেন যে, মাতৃ-পিতৃ-ভক্তি, পত্নীর স্বামী-ভক্তি ও স্বামীর স্ত্রীপ্রতি স্নেহপরতা ইত্যাদি মানবের উৎকৃষ্ট ধর্ম। কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবতে উল্লেখ করিলেন যে, এইরূপ যাবতীয় কর্তব্যবুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া বনগমনপূর্বক কেবল মহতের আনুগত্যে একান্ত ভগবদ্ভজনই জীবের পক্ষে মঙ্গলকর।

আবার তিনি পূর্বে দান, ধ্যান, ব্রত, উপবাস, হোম, জপ, স্বাধ্যায়, সংযম ও বৈরাগ্যের কতই যে প্রশংসা করিয়াছেন তাহার ইয়ত্তা নাই। কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণন করিলেন যে, যদি শ্রীঅচ্যুতে ভক্তিযোগ এই সকলের চরমফল না হয়, তবে এসব বৃথা। পূর্বে তিনি বিভিন্ন সাধনপ্রণালী শিক্ষা দিয়াছেন, কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবতে এক শ্রীভগবন্নামগ্রহণাদিরূপ স্মরণময় (আবেশময়) সাক্ষাদ্ভক্তিযোগ ব্যতীত জীবমাত্রের সার্বভৌম শ্রেষ্ঠধর্ম আর কিছুই নাই বলিয়া উল্লেখ করিলেন (শ্রীভা: ৬।৩।২২)।

তাঁহার সঙ্কলিত বেদে তিনি যজ্ঞাদি কর্মের ভূরি ভূরি প্রশংসা করিয়াছেন। কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবতে (১।১৮।১২) উল্লেখ করিলেন যে, যজ্ঞাদি কর্মের ফল কৃষিবৎ অবিশ্বাস্য। ভক্তি পরিত্যাগ করিয়া কেবল যজ্ঞাদি কর্মদ্বারা দেহ ধূম্রবর্ণ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নানাপ্রকার দুঃখভোগই সার হইয়া থাকে কিন্তু শ্রীভগবানের গুণানুবাদ শ্রবণফলে জীবের পরমশ্রেয়ঃ নিত্যসত্য বস্তু সাক্ষাৎ শ্রীভগবানেরই স্মৃতিলাভ ঘটে। আবার শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।২৩।৩৯) শ্রীকৃষ্ণ সেবাবিমুখ ব্রাহ্মণগণের শৌক্র, সাবিত্র, দৈক্ষ জন্ম, ব্রহ্মচর্যাদি ব্রত, যজ্ঞাদি কর্মে দক্ষতা ও বহু অভিজ্ঞতাকে পুনঃ পুনঃ ধিক্কার করিয়াছেন।

তিনি নিজকৃত ব্রহ্মসূত্রে ও পুরাণাদিতে জ্ঞানের যথেষ্ট প্রশংসা করিয়াছেন, কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবতে "জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্য" (১০।১৪।৩) শ্লোকে তিনি উল্লেখ করিয়াছেন যে, বিন্দুমাত্রও জ্ঞানের অনুশীলন না করিয়া ভক্তগণের সঙ্গে অবস্থানপূর্বক তাঁহাদের শ্রীমুখবিগলিত ভাগবতী কথা কায়মনোবাক্যে সৎকারপূর্বক যে জীবনধারণ করে, তাহার দ্বারা অজিত ভগবান্ জিত হন। আবার শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।১৪।৪) বলিলেন যে, ভক্তি ব্যতীত জ্ঞান কখনও সিদ্ধ হইতে পারে না। যাঁহারা কেবল জ্ঞানলাভের জন্য বৃথা পরিশ্রম করেন, তাঁহাদের চেষ্টা কেবল তুষকুট্টনন্যায় নিষ্ফলই হয়।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

তিনি বেদ ও পুরাণাদিতে দেবঋণ, ঋষিঋণ ও পিতৃঋণ প্রভৃতির কথা উল্লেখ করিয়া তাহার পরিশোধের জন্য বহুপ্রকার অনুষ্ঠানের তালিকা প্রদান করিয়াছেন। কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবতে (১১।৫।৪১) উল্লেখ করিয়াছেন যে, যে সর্বাত্মাদ্বারা শ্রীমুকুন্দের শরণাগত হইয়া সমস্ত কৃত্য পরিত্যাগ করিয়াছে, সে কদাপি ঋষি ও পিতৃ প্রভৃতির ঋণে ঋণী নহে। সে শ্রীমুকুন্দের দাস; অতএব দেবতা, ঋষি ও পিত্রাদির কৈঙ্কর্যে তাহার কি আবশ্যকতা আছে ?

তিনি পুরাণাদি শাস্ত্রে অসংখ্য পাপের জন্য অসংখ্য প্রকার প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা দিয়াছেন। তাহারই উপর ভিত্তি করিয়া কত যে বিপুল স্মৃতিশাস্ত্র রচিত হইয়াছে ও কত যে স্মার্তপণ্ডিতের অভ্যুদয় হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই, কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবতে (১১।৫।৪২) সব নাকচ করিয়া দিয়া বলিলেন – যিনি কেবল শ্রীবিষ্ণু ব্যতীত অন্য কোন দেবতার ভজন করেন না, সেইরূপ শ্রীবিষ্ণুপ্রিয় ভক্তের যদি কোন প্রকার বিকর্মও হইয়া যায়, তাহা হইলে তাঁহার হৃদয়স্থিত শ্রীহরি সেসব দূর করিয়া দেন। তজ্জন্য তাঁহাকে কোনরূপ প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয় না।

তিনি তাঁহার সঙ্কলিত বেদে ও পুরাণাদি শাস্ত্রে বিভিন্ন দেবতার উপাসনার কথা শিক্ষা দিলেন, কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবতে (৪।৩১।১৪) বলিলেন যে, ইহা বিমুখমোহনের উদ্দেশ্যেই বলা হইয়াছে। পাকস্থলীতে আহার প্রদান করিলে যেরূপ সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ পুষ্ট ও প্রাণ রক্ষিত হয়, যেরূপ বৃক্ষের মূলে জল দিলেই পত্র, পুষ্প ও ফলাদি সঞ্জীবিত থাকে, সেইরূপ শ্রীবিষ্ণুকে ভক্তি করিলেই সকল দেবতা, ঋষি, পিতৃপিতামহ প্রভৃতি সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন। শ্রীবিষ্ণু ব্যতীত অন্য কোন দেবতা মৃত্যুমোচক নহেন। তজ্জন্য তাহারা স্বতন্ত্রভাবে ভক্তগণের আরাধ্য নহেন।

তিনি বিভিন্ন পুরাণাদিতে পিতৃশ্রাদ্ধাদির বহু প্রশংসা করিয়াছেন এবং তাহা না করিলে নরকপ্রাপ্তি অনিবার্য বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীমুকুন্দের শরণাগত শ্রীভগবন্নামনিষ্ঠ ব্যক্তির এইসব কার্যে সময় নষ্ট করিবার আবশ্যকতা নাই বলিয়া উল্লেখ করিয়া বলিলেন যে, শ্রীবিষ্ণুতে শরণাগত ব্যক্তি এইসব না করিলে কদাপি কোন প্রত্যবায়ভাগী হইবে না।

তিনি পূর্বে মনু ও যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি ঋষিগণের ভূরি ভূরি প্রশংসা করিয়াছেন, কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবতে (৬।৩।২৫) "প্রায়েণ বেদ তদিদং ... যুজ্যমানঃ" শ্লোকে উল্লেখ করিলেন যে, সেইসব ধর্মশাস্ত্রপ্রচারক ঋষিগণের মতি বিভ্রান্ত ও তাঁহারা দৈবী মায়াদ্বারা মোহিত হওয়ায় শ্রীনামকীর্তনরূপ শ্রেষ্ঠ ভাগবতধর্মকে জানিতে পারেন নাই। তাঁহাদের

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

মতি ঋক্, যজুঃ ও সাম এই ত্রয়ীর অর্থবাদ(প্রশংসা)সূচক পুষ্পিত বাক্যে জড়ীভূত হইয়াছিল, যাহার ফলে তাঁহারা দ্রব্য, অনুষ্ঠান ও মন্ত্রাদি দ্বারা বিস্তৃত ও বহুকষ্টসাধ্য আড়ম্বরযুক্ত যজ্ঞাদি কর্মে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, অথচ সুখসাধ্য নামকীর্তনাদিরূপ সাধনে রত হন নাই।

আবার তিনি শাস্ত্রপুরাণাদিতে সর্বত্র পঞ্চবিধা মুক্তিকেই পরমপুরুষার্থ বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন। কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবতের আরম্ভে (১।১।২) মুক্তিবাঞ্ছাকে কৈতব (কপটতা)বলিয়া উল্লেখ করিলেন।

তিনি শ্রীমদ্ভাগবতে যাহা উল্লেখ করিয়াছেন, বেদ, উপনিষদ ও পুরাণাদিতে বর্ণিত তাঁহার পূর্ব সিদ্ধান্তের সঙ্গে যখন তাহার কোন সঙ্গতি নাই, তখন তাহাকে অভ্রান্ত প্রমাণ বলিয়া কিরূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে কৃপা করিয়া বুঝাইয়া দিলে কৃতার্থ হইব।

শ্রীহরিদাস – তুমি ঠিক প্রশ্ন করিয়াছ। তুমি যে প্রশ্ন করিলে, ইহা কেবল তোমার প্রশ্ন নহে, সমাজের বহু ব্যক্তির মনে এইরূপ সন্দেহ আছে। সে বিষয়ে বলিতেছি। যে শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস বেদের সঙ্কলনকর্তা সেই বেদব্যাসই বেদের সার সঙ্কলনপূর্বক ব্রহ্মসূত্র বা বেদান্তের সূত্র রচনাকারী, আবার শ্রীমদ্ভাগবতরূপ বেদান্তের অকৃত্রিম ভাষ্য রচনাকারীও সেই শ্রীব্যাসদেবই। শ্রীব্যাসদেব মায়াবদ্ধ জীব নহেন। তিনি শ্রীভগবানের শক্ত্যাবেশ অবতার। অতএব ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা ও করণাপাটবরূপ দোষ চতুষ্টয় হইতে তিনি সম্পূর্ণ মুক্ত। এইরূপ অবস্থায় তাঁহার লেখায় এরূপ অসঙ্গতি দৃষ্ট হইবার একমাত্র কারণ হইল জীবের অধিকার। তিনি জীবের অধিকার বিচার করিয়াই বিভিন্ন অধিকারীর জন্য বিভিন্ন ব্যবস্থা দিয়াছেন। তাঁহার প্রত্যেকটি কথা ঠিক। তাহাতে কোন অসঙ্গতি নাই।

শ্রীকৃষ্ণ শ্রীউদ্ধবকে বলিয়াছেন –

"ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ শ্রদ্ধয়াত্মা প্রিয়ঃ সতাম্।
ভক্তিঃ পুনাতি মন্নিষ্ঠা শ্বপাকানপি সম্ভবাৎ॥"

(শ্রীভা: ১১।১৪।২১)

অর্থাৎ সাধুগণের আত্মা ও প্রিয় আমি শ্রদ্ধামূলক একনিষ্ঠ ভক্তিদ্বারাই লব্ধ হইয়া থাকি। একাগ্রভাবযুক্ত ভক্তি চণ্ডালগণকেও পবিত্র করে।

আবার সেই শ্রীকৃষ্ণ "যোগাস্ত্রয়ো ময়া প্রোক্তা নৃণাং শ্রেয়োবিধিৎসয়া। জ্ঞানং কর্ম চ ভক্তিশ্চ নোপায়োঽন্যোঽস্তি কুত্রচিৎ।" (১১।২০।৬) শ্লোকে লোকের

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

মঙ্গলবিধান উদ্দেশ্যে জ্ঞানযোগ, কর্মযোগ ও ভক্তিযোগ – এই ত্রিবিধ যোগ বা সাধনের কথা শ্রীউদ্ধবকে বলিলেন।

এস্থানে শ্রীকৃষ্ণের পূর্বাপর বাক্যে অসঙ্গতি দৃষ্ট হয় না কী? প্রথমে তিনি কেবল একনিষ্ঠ ভক্তিদ্বারাই লভ্য, ইহা বলিলেন। আবার পরে লোকের মঙ্গল-সাধনের জন্য জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তি এই তিনপ্রকার সাধনের কথা বলিলেন। ইহা কি বস্তুতঃ অসঙ্গত? স্বয়ং শ্রীভগবানের বাক্যে কি অসঙ্গতি থাকিতে পারে? যদি ইহা অসঙ্গত নহে, তবে এইরূপ পরস্পরবিরুদ্ধ উপদেশের সঙ্গতি কী? ইহার উত্তরে বলা যাইবে যে, অধিকারবিচারই এইরূপ অসঙ্গত বাক্যের একমাত্র কারণ। যেরূপ ছোট শিশুকে অধিক শুইতে দেওয়া হয়, কারণ অধিক শয়ন তাহার পক্ষে স্বাস্থ্যপ্রদ, কিন্তু সে যখন কৈশোর অবস্থা প্রাপ্ত হয়, তখন নিদ্রা কমাইয়া অধিক সময় পড়ায় নিযুক্ত হইবার জন্য তাহাকে উপদেশ দেওয়া হয়। তখন কেবল পড়াচিন্তা ব্যতীত অন্য কোনও চিন্তা করিতে তাহাকে দেওয়া হয় না। সে যৌবনাবস্থায় উপনীত হইলে সংসার চালানোর দায়িত্ব তাহার উপর ন্যস্ত করা হয়। তখন আর তাহাকে শুইতে বা পড়িতে বলা হয় না। সে ঘরের দায়িত্ব না তুলাইয়া কেবল শোয়া ও পড়ায় অধিক মন দিলে তজ্জন্য তাহাকে তাহা হইতে বিরত হইয়া ঘর-পরিচালনাকার্যে অধিক মনোনিবেশ করিতে বলা হয়। অধিকারের তারতম্যেই উপদেশের এই তারতম্য হইয়া থাকে। সুতরাং একটি নিয়ম সব অধিকারীর জন্য প্রযুজ্য হয় না।

তাহা হইলে সাধনসম্বন্ধীয় অধিকার কাহাকে বলা যায়? ইহার উত্তরে বলা যাইবে যে, বাস্তব সত্য সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিয়া তাহাকে গ্রহণ করিবার নিমিত্ত চিত্তের যে অবস্থা, তাহাই বিভিন্ন অধিকারের দ্যোতক। বাসনা হইতেই চিত্তের অবস্থা বোঝা যায়। যে চিত্ত হইতে স্বসুখবাসনা-চরিতার্থরূপ স্বার্থপরতা (অন্যাভিলাষ) যতটুকু দূর হইয়াছে, সে চিত্তের অধিকার ততই পরিষ্কৃত ও উন্নত।

বাস্তব সত্যবস্তু শ্রীভগবানের প্রীতিবিধান উদ্দেশ্যে নিজের ভোগমোক্ষাদি সমস্ত স্বার্থকে যে যত জলাঞ্জলি দিয়াছে তাহার অধিকার তত উন্নত। যে তাহার যাবতীয় স্বার্থকে শ্রীভগবানের প্রীতির উদ্দেশ্যে সম্পূর্ণরূপে জলাঞ্জলি দিয়াছে, তাহার অধিকার সর্বোত্তম। অতএব শ্রীভগবানের প্রীতির উদ্দেশ্যে স্বার্থত্যাগের তারতম্য অনুসারেই অধিকারতারতম্য হইয়া থাকে। বাস্তব সত্যবস্তু শ্রীভগবান্ই সমস্ত আত্মার আত্মা। অতএব তিনি সকলের প্রিয়তম। কেবল তাঁহাকে সুখী করিতে পারিলেই সকলেই সুখী হইতে পারিবে। এতদ্ব্যতীত নিত্য সুখলাভের অন্য কোন উপায় নাই। কেবল প্রীতিযুক্ত সম্পর্ক যেরূপ নিবিড় হয়, কর্তব্যবোধে বা নিজের কোন স্বার্থসাধন

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

উদ্দেশ্যে অন্যের সঙ্গে যে সম্পর্ক, তাহা কদাপি সেরূপ নিবিড় হইতে পারে না। প্রীতিহেতুই মাতা-পুত্র সম্পর্ক, স্ত্রী-স্বামী সম্পর্ক ও বন্ধু-বন্ধু সম্পর্ক নিবিড় হইয়া থাকে। সেই কারণে শাস্ত্রে সর্বত্র প্রীতিযুক্ত ভজনের প্রতিই গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছে। কারণ যেস্থানে প্রীতিযুক্ত ভজন, সেস্থানে ভজনীয় বা সেব্যের প্রতি স্বার্থত্যাগের আধিক্যই পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। প্রীতিযুক্ত হইয়া ভজন করিতে শাস্ত্রে যেসব উপদেশ দেওয়া হইয়াছে তাহার কয়েকটি উদাহরণ দিতেছি।

বৃহদারণ্যক উপনিষদে(১।৪।৮)বিবৃত হইয়াছে—"আত্মানমেব প্রিয়মুপাসীত"। আর আত্মাকে(পরমাত্মা শ্রীভগবানকে)ই প্রিয়বুদ্ধিতে উপাসনা করিবে।

শ্রীল জীবপাদ শ্রীভক্তিসন্দর্ভের ৮ম অনুচ্ছেদে এসম্বন্ধে যাহা উল্লেখ করিয়াছেন তাহা এইরূপ —

"সা চৈবং দুর্লভা ভক্তিঃ শ্রীহরিতোষণে প্রযুক্তাৎ স্বাভাবিকধর্মাদপি লভ্যতে। তস্মাৎ হরিতোষণমেব তস্য পরমফলং ইত্যাহ (শ্রীভা: ১।২।১৩) —

অতঃ পুংভির্দ্বিজশ্রেষ্ঠা বর্ণাশ্রমবিভাগশঃ।
স্বনুষ্ঠিতস্য ধর্মস্য সংসিদ্ধির্হরিতোষণম্ ॥

স্বনুষ্ঠিতস্য বহুপ্রযত্নেনাচ্ছিদ্রমুপার্জিতস্যেতি তুচ্ছে স্বর্গাদিফলে তৎপ্রয়োগোঽতীবাযুক্ত ইতি ভাবঃ।"

যদিও পূর্বোক্তি অনুযায়ী সেই ভক্তি দুর্লভা, তথাপি শ্রীহরির প্রীতিনিমিত্ত আচরিত স্বাভাবিক (স্বভাবগত) ধর্ম হইতেও ইহা লাভ করা যায়। অতএব শ্রীহরির সন্তোষবিধানই যে উক্ত ধর্মের স্বাভাবিক পরম ফল, সে সম্পর্কে শ্রীভা: ১।২।১৩ শ্লোকে বলিয়াছেন — "হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! বর্ণাশ্রম বিভাগানুযায়ী মানবগণের দ্বারা উত্তমরূপে যে ধর্ম অনুষ্ঠিত হয়, শ্রীহরির সন্তোষবিধানই তাহার পরমসিদ্ধিস্বরূপ।" এই শ্লোক ও শ্রীল জীবপাদের টীকা হইতে ইহাই জানা যায় যে, শ্রীহরির সন্তোষবিধানই বর্ণাশ্রমধর্ম পালনের সর্বশ্রেষ্ঠ ফল।

কলিযুগে শ্রীহরিনামকীর্তনরূপ ভক্তির অনুষ্ঠান সম্পর্কে শ্রীজীবপাদ স্কন্দপুরাণের চাতুর্মাস্য মাহাত্ম্যবচন উদ্ধার করিয়া এইরূপ উল্লেখ করিয়াছেন —

"তথা চৈবোত্তমং লোকে তপঃ শ্রীহরিকীর্তনম্।
কলৌ যুগে বিশেষেণ বিষ্ণুপ্রীত্যৈ সমাচরেৎ ॥"

(শ্রীভ:স: ২৭০ অনু:)

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

অর্থাৎ শ্রীহরিকীর্তনই ইহলোকে উত্তম তপস্যাস্বরূপ। কলিযুগে শ্রীবিষ্ণুর প্রীতির উদ্দেশ্যে বিশেষভাবে ইহার আচরণ কর্তব্য।

"শ্রবণং কীর্তনং বিষ্ণোঃ" ভাগবতের (শ্রীভা: ৭।৫।২৩-২৪) শ্লোকের টীকায় শ্রীজীবপাদ শ্রীভক্তিসন্দর্ভের ১৬৯তম অনুচ্ছেদে যাহা উল্লেখ করিয়াছেন, তাহার মর্ম এইরূপ – এই নয়প্রকার ভক্তি যদি কর্মাদি অর্পণরূপে পরম্পরাক্রমে অনুষ্ঠিত না হইয়া অর্থাৎ ধর্মার্থকামাদি স্বার্থসাধন উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত না হইয়া কেবল শ্রীভগবানের প্রীতির উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত হয়, তাহা হইলে এইরূপ ভক্তির অনুষ্ঠাতা যে অধ্যয়ন করিয়াছে তাহাকে আমি উত্তম মনে করি।

এ সম্বন্ধে সবিস্তৃত বিবরণী শ্রীভাগবতধর্ম ২য় ভাগে 'পরতত্ত্বের সুখানুসন্ধান' পরিচ্ছেদে প্রদত্ত হইয়াছে। অধিক জানিতে চাহিলে তাহা পাঠ করিতে পার। জীবের অধিকারকে অর্থাৎ হৃদয়ের অবস্থাকে লক্ষ্য করিয়াই শ্রীকৃষ্ণ জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তি – এই ত্রিবিধ সাধনের উপদেশ দিয়াছেন। সেই অধিকার বিষয়ে তিনি এইরূপ বলিয়াছেন –

"নির্বিণ্ণানাং জ্ঞানযোগো ন্যাসিনামিহ কর্মসু।
তেষ্বনির্বিণ্ণচিত্তানাং কর্মযোগস্তু কামিনাম্॥
যদৃচ্ছয়া মৎকথাদৌ জাতশ্রদ্ধস্তু যঃ পুমান্।
ন নির্বিণ্ণো নাতিসক্তো ভক্তিযোগোঽস্য সিদ্ধিদঃ॥"
(শ্রীভা: ১১।২০।৭-৮)

অর্থাৎ ঐহিক ও পারলৌকিক সুখের প্রতি বিতৃষ্ণাহেতু যাঁহারা লৌকিক ও বৈদিক কর্ম ত্যাগ করিয়াছেন, সেই মুক্তিকামী ব্যক্তিগণ জ্ঞানযোগের অধিকারী। যাহারা কামী অর্থাৎ ঐহিক ও পারলৌকিক ভোগের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত এবং সেই কারণে লৌকিক ও বৈদিক কর্ম ত্যাগ করিতে অসমর্থ, তাহারা কর্মযোগের অধিকারী। আর যদৃচ্ছাক্রমে (যাদৃচ্ছিক সাধুসঙ্গহেতু) যাহাদের আমার কথায় শ্রদ্ধা জাত হইয়াছে, কিন্তু সংসারভোগের প্রতি বিতৃষ্ণা আসে নাই কিংবা তাহাতে অতিরিক্ত আসক্তিও নাই, তাহাদের পক্ষে ভক্তিযোগ সিদ্ধিপ্রদ হইয়া থাকে।

এস্থানে লোকের হৃদয়ের বিভিন্ন অবস্থাকে লক্ষ্য করিয়াই শ্রীকৃষ্ণ জ্ঞানযোগ, কর্মযোগ ও ভক্তিযোগ – এই ত্রিবিধ সাধনের উপদেশ দিয়াছেন। যাহারা কর্মাধিকারী অর্থাৎ ঐহিক ও পারলৌকিক সুখভোগের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত, তাহাদিগকে শুদ্ধভক্তির উপদেশ দিলে তাহারা তাহা কদাপি গ্রহণ করিতে পারিবে না। কারণ ঐহিক ও পারলৌকিক সুখ এরূপ কি মুক্তির প্রতিও বিন্দুমাত্র আসক্ত না হইয়া

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

স্বতঃপ্রবৃত্তভাবে শ্রীভগবানের প্রীতিবিধান উদ্দেশ্যে তাঁহার প্রতি যে অবিচ্ছিন্না মনোগতি, তাহাই ভক্তিযোগ। স্বসুখকামী কর্মাধিকারীর এইরূপ মনোগতির অভাবহেতু শ্রীভগবানের প্রীতির উদ্দেশ্যে সমস্ত স্বার্থত্যাগ যে ভক্তির প্রাণ, সেইরূপ ভক্তিসম্বন্ধীয় উপদেশ কদাপি তাহার গ্রহণযোগ্য হইবে না। ভক্তিতে আবার দুইপ্রকার ভূমিকা আছে : যথা – অজাতরতি ও জাতরতি। অজাতরতি ভক্তের ভক্তি কর্মমিশ্রা বা কর্মজ্ঞানমিশ্রা হইয়া থাকে। ইহা শুদ্ধা নহে। এইরূপ ভক্তিকে কর্মার্পণ বলা যায়। ইহাতেও শ্রীভগবানের প্রীতির উদ্দেশ্যে স্বার্থত্যাগ থাকে, মধ্যে মধ্যে হৃদয়দৌর্বল্যহেতু স্বীয় স্বার্থসিদ্ধিবাসনা আসিয়া গেলেও ভক্ত তাহাতে অভিভূত হয় না এবং নিজকে ধিক্কার করিয়া সেই দুর্বাসনা হইতে মুক্ত হইবার জন্য শ্রীভগবানের শ্রীচরণে সক্রন্দন ব্যাকুল প্রার্থনা জানায়। ইহার কিছু কিছু পাপ দেখা যাইতে পারে কিন্তু পাপ চালাইবার প্রবৃত্তি ইহার থাকে না। অতএব সে দৈবাৎ কোন পাপে প্রবৃত্ত হইয়া গেলেও তজ্জন্য অনুতাপ করে। স্বীয় স্বার্থসিদ্ধিবাসনা না রাখিয়া শ্রীভগবানের প্রীতিবিধান তাহার একমাত্র লক্ষ্য হওয়ায় সে কর্মাধিকারী হইলেও উক্ত পাপের জন্য তাহাকে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয় না। শ্রীভগবান্ তাহার উক্ত পাপের ফলকে নষ্ট করিয়া দেন। শ্রীমদ্ভাগবতের "বাধ্যমানোঽপি মদ্ভক্তঃ" (১১।১৪।১৮) ও শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার "অপি চেৎ সুদুরাচারঃ" (৯।৩০) শ্লোকস্থ শ্রীভগবানের শ্রীমুখবাক্যই ইহার প্রমাণ। এইরূপ কর্মার্পণ করিতে করিতে ক্রমশঃ সে রজস্তমোগুণমুক্ত হইয়া গেলে মহৎকৃপায় শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মে তাহার রতি জাত হয়। তখন তাহাকে জাতরতি ভক্ত বলা হয়। এই জাতরতি ভক্তই শুদ্ধভক্ত। তাহার কর্মাধিকার সম্পূর্ণ লোপ হইয়াছে। এইপ্রকার ভক্তের ভক্তি শ্রীকৃষ্ণাকর্ষিণী।

যাহাদের সংসারভোগের প্রতি বিতৃষ্ণা আসিয়াছে, কিন্তু শ্রীভগবানের সুখান্বেষণে লেশমাত্রও মতি নাই, মুক্তিসুখই যাহাদের একমাত্র আস্বাদ্য, তাহারা জ্ঞানযোগী।

যাহাদের ইহজগতের ধন, জন, প্রতিষ্ঠাদির প্রতি প্রবল আগ্রহ ও পরজগতের স্বর্গাদি সুখভোগের প্রতি ব্যগ্রতা, তাহারা কর্মী। এই কর্মী আবার দুইপ্রকার; যথা – কর্মকাণ্ডী ও কর্মযোগী। চিত্তের ভোগপ্রবণতা প্রবল থাকিলে তাহাকে ত্যাগ করা কষ্টসাধ্য হইয়া থাকে এবং ত্যাগ করিতে কেহ উপদেশ দিলেও চিত্তের দুর্বলতাহেতু সেই উপদেশ গ্রহণযোগ্য হয় না। এইরূপ নিপট কর্মাধিকারী ব্যক্তির নিমিত্তই বেদে কর্মকাণ্ডের ব্যবস্থা। তাহাকে কর্মার্পণের উপদেশ দিলে সে কদাপি তাহাকে গ্রহণ করিতে পারিবে না, অতএব সেই উপদেশ ব্যর্থ হইয়া যাইবে।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

বহুজন্ম শুদ্ধভাবে কর্মকাণ্ড করিলে ক্রমশঃ কর্মফলভোগের প্রতি বিরক্তি জাত হয়। তখন জীব নিষ্কামভাবে অর্থাৎ কেবল কর্তব্যবোধে বর্ণাশ্রমধর্মপালন ও বেদবিহিত যজ্ঞাদি কর্মের অনুষ্ঠান করে। এইপ্রকার করিলে ক্রমশঃ সে শুদ্ধচিত্ত ও নিষ্পাপ হইয়া এই জগতে ভ্রমণ করিতে থাকে। এই অবস্থায় জ্ঞানিমহতের সঙ্গ পাইলে সে জ্ঞানসাধনের প্রতি আকৃষ্ট হয়। তখন তাহাকে কর্মী না বলিয়া জ্ঞানী বলা যায়। জ্ঞানীর সংসার ভোগস্পৃহা থাকে না। সে মুক্তিকামনা করিয়া জ্ঞানসাধনে প্রবৃত্ত হয় এবং চরমে সাযুজ্য মুক্তি লাভ করে।

কর্তব্যবোধে কর্মার্পণ করিয়া যাহার চিত্ত শুদ্ধ হইয়াছে, সে জ্ঞানিমহতের সঙ্গ না পাইয়া যদি দৈবক্রমে কোন ভক্তমহতের সঙ্গ পায়, তাহা হইলে তাহার হৃদয়ে স্বসুখাত্মিকা মুক্তিবাসনার পরিবর্তে কেবল শ্রীভগবানের প্রীতির উদ্দেশ্যে সমস্ত স্বার্থকে জলাঞ্জলি দেওয়ার বাসনা জাগে। এইপ্রকার অধিকারীকে ভক্ত বলা যায়।

সুতরাং জীবের হৃদয়ের অবস্থা অর্থাৎ বাসনাকে লক্ষ্য করিয়াই তাহার অধিকার নির্ণীত হইয়াছে। জগদ্বাসী ভগবদ্বিমুখ জীবমাত্রে কামী বা কর্মাধিকারী। তজ্জন্য বেদ বিপুলভাবে কর্মকাণ্ডের বিধান করিয়াছেন। কারণ সমাজের অধিকাংশ লোক কর্মকাণ্ডের অধিকারী। তাহাদের মধ্যে অল্পসংখ্যক লোকই কর্মার্পণকারী। আবার তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ জ্ঞানী হন। আর ভক্তের সংখ্যা অতি বিরল। বেদে মুখ্যতঃ কর্মকাণ্ডের ব্যবস্থা থাকিলেও বেদের শিরোভাগ উপনিষদে জ্ঞানকাণ্ডেরই বিধান প্রদত্ত হইয়াছে। আর শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীভগবানের সুখান্বেষণরূপ ভক্তিসাধনের প্রতিই গুরুত্ব প্রদত্ত হইয়াছে। কর্ম ও জ্ঞানের ফল কেবল সাধকের স্বীয় স্বার্থসিদ্ধিনিমিত্ত উদ্দিষ্ট। এইরূপ সাধকের হৃদয়ে শ্রীভগবানের প্রীতির উদ্দেশ্যে স্বার্থত্যাগের বাসনা থাকে না। ইহা হইল কর্ম, জ্ঞান ও ভক্তির মধ্যে প্রভেদ। অতএব কর্ম ও জ্ঞান হইতে ভক্তি যে সম্পূর্ণ বিলক্ষণ অর্থাৎ বিপরীতধর্মী, ইহা সুস্পষ্ট। শ্রীমদ্ভাগবতে ভক্তিকে প্রাধান্য দিয়াই সমস্ত উপদেশ প্রদত্ত হওয়ায় ইহাতে সাধকের কোন স্বার্থসিদ্ধির কথা নাই। যে কর্ম ও যে জ্ঞানে সাধকের ধর্মার্থকাম ও মোক্ষই মুখ্য উদ্দেশ্য, সেসম্বন্ধীয় শিক্ষা যে ভক্তিসম্বন্ধীয় শিক্ষা হইতে সম্পূর্ণ বিপরীত হইবে, ইহাতে বলিবার কী আছে ?

অতএব বেদ, উপনিষদ ও পুরাণের শিক্ষা ও শ্রীমদ্ভাগবতের শিক্ষা সমতাৎপর্যপর। অধিকারানুযায়ীই উপদেশের বিভিন্নতা। যখন যে অধিকারীকে লক্ষ্য করিয়া শিক্ষা দেওয়া হয়, তখন উক্ত উপদেশকে সর্বশ্রেষ্ঠ বলা হয়। উক্ত উপদেশ যে অধিকারীর জন্য প্রদত্ত হইয়া থাকে, তাহা কেবল সেই অধিকারীর জন্যই সর্বশ্রেষ্ঠ,

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

কিন্তু তাহা অন্য অধিকারীর জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ ত নহে, এরূপ কি তাহার আদৌ গ্রহণীয়ও নহে। সেই কারণে কর্মাধিকারী ও জ্ঞানাধিকারীর জন্য উদ্দিষ্ট বেদ ও উপনিষদের উপদেশ হইতে ভক্ত্যধিকারীর জন্য উদ্দিষ্ট শ্রীমদ্ভাগবতের উপদেশের পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। সুতরাং ইহাকে অসঙ্গত বলা যাইতে পারে না।

বেদ ও উপনিষদের বাণী যেরূপ অভ্রান্ত, শ্রীমদ্ভাগবতের বাণীও সেইরূপ অভ্রান্তই। সাধনবিচারে ভক্তি সর্বশ্রেষ্ঠ ভূমিকায় অবস্থিত। জ্ঞানকর্মকে ধিক্কার করিয়া শ্রীমদ্ভাগবতে কেবল ভক্তির মহিমা বর্ণিত হওয়ায় ইহার সিদ্ধান্ত সর্বোপরি। অতএব শ্রীমদ্ভাগবতের বাক্য যে প্রমাণচক্রবর্তী, ইহা অনস্বীকার্য।

জীবের স্বরূপ

কেশব – শ্রীমদ্ভাগবত যে প্রমাণচক্রবর্তী, তাহা বর্তমান আমার হৃদ্‌বোধ হইল। সেই শ্রীমদ্ভাগবতের উপদেশকে আধার করিয়া মায়ার হাত হইতে উদ্ধার পাইবার উপায় কি, তাহা কৃপা করিয়া বলুন।

শ্রীহরিদাস – মায়ার হাত হইতে উদ্ধারের নিমিত্ত চেষ্টা করার পূর্বে জীবের স্বরূপ কি এবং সে কিজন্য মায়াগ্রস্ত হইয়াছে, প্রথমে ইহা জানা আবশ্যক। ইহা জানিতে পারিলেই মায়ার হাত হইতে উদ্ধারলাভের পথ সম্বন্ধে প্রকৃষ্ট জ্ঞান লাভ হইবে।

আমি যে পূর্বে তোমাকে বলিলাম – জীব ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য বা শূদ্র কিছুই নয়; সে কেবল শ্রীকৃষ্ণের দাসানুদাস। ইহাই জীবের প্রকৃত স্বরূপ। শ্রীমদ্ভাগবতে (১১।২।৩৭) বলিলেন – "ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ" অর্থাৎ জীব অনাদিকাল হইতে তাহার স্রষ্টা ও প্রভু শ্রীভগবান্‌কে ভুলিয়া দ্বিতীয় বস্তু মায়াদ্বারা কবলিত হইয়াছে। তাহার ফলে সে তা'র নিজস্বরূপ ভুলিয়া আগন্তুক বস্তু দেহেতে আত্মবোধ করিয়াছে। ইহাই তাহার মায়া। এই মায়াগ্রস্ত হইয়া জীব সংসারের নানা দুঃখ ভোগ করিতেছে। ইহা হইতে উদ্ধারলাভের একমাত্র উপায় হইল, যে শ্রীভগবান্‌কে সে ভুলিয়াছে, শ্রীগুরুদেবের আশ্রয়ে আবার সেই শ্রীভগবানের ভজন করা। ভগবদ্‌বিস্মৃতিজনিত এই দেহাত্মবোধহেতুই জীব নানা বিকৃত ধারণার বশবর্তী হইয়া নিজকে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টিয়ান ইত্যাদি মনে করিয়া অন্য জাতি ও অন্য সম্প্রদায়ের প্রতি ঈর্ষাপ্রণোদিত হইতেছে এবং পরিণামে তাহার দুঃখভোগই সার হইতেছে।

কেশব – আমরা তাহা হইলে কী হিন্দু নহি ?

শ্রীহরিদাস – (হাসিতে হাসিতে) এই ভ্রম ত আমাদের সকলকে কবলিত করিয়াছে, যার ফলে আজ পৃথিবীব্যাপী নানা উপদ্রব ও অশান্তি ব্যাপিয়া রহিয়াছে।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

নিজ স্বরূপজ্ঞানের অভাবই আমাদের এইসব দুঃখের মূল। শ্রীমদ্ভাগবতের শিক্ষানুযায়ী আমরা নিজকে শ্রীকৃষ্ণের নিত্যদাস বলিয়া বিচার না করিয়া নানাপ্রকার বিকৃত ভাবনার বশবর্তী হইয়া দুঃখ ভোগ করিতেছি। জাতি-ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে সকলেই শ্রীকৃষ্ণের নিত্যদাস এবং তাঁহার সেবাই সকলের কর্তব্য। যত দিন পর্যন্ত আমরা এই কথা ভুলিয়া থাকিব, তত দিন পর্যন্তই দুঃখ ভুগিতে থাকিব। শ্রীকৃষ্ণদাসত্ব বিচার যখন আমাদের দৃঢ় হইবে তখনই আমরা নিত্যশান্তিপথের পথিক হইব।

শ্রীরাম, শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীচৈতন্যের স্বরূপ

কেশব – শ্রীরাম, শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীচৈতন্য ইত্যাদি কি তাহা হইলে হিন্দু ছিলেন না?

শ্রীহরিদাস – তুমি কতবড় ভুল করিলে! তাঁহারা ত স্বয়ং ভগবান্। যে স্বয়ং ভগবান্, সে ত জাতি-ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে সকলেরই প্রভু। তাঁহাতে হিন্দুত্ব আরোপ করা অজ্ঞতা ব্যতীত আর কি হইতে পারে?

কেশব – তাঁহারা ত আমাদের ন্যায় মানুষ। আপনি তাঁহাদিগকে স্বয়ং ভগবান্ বলিতেছেন। ইহার প্রমাণ কী?

শ্রীহরিদাস – হাঁ, সেই জন্যই আমি পূর্বে বলিয়াছি যে, আমাদের মধ্যে আলোচনায় দ্বন্দ্ব উপস্থিত হইলে কোন্ প্রমাণবলে তাহার মীমাংসা করিব। শ্রীমদ্ভাগবতের শিক্ষাই ইহার প্রমাণ। শ্রীমদ্ভাগবতই ইঁহাদিগকে স্বয়ং ভগবান্ বলিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবতের শিক্ষাকে আধার করিয়া ইঁহাদিগকে যেভাবে উপাসনা করিবার বিষয় তাহাতে প্রদত্ত হইয়াছে, সেইভাবে উপাসনা করিলেই তাঁহাদের ভগবত্তা উপলব্ধি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মায়াবদ্ধ হইয়া আমরা যে কষ্ট ভোগ করিতেছি, তাহা হইতেও উদ্ধারলাভ করিতে পারিব। ইহা অনুভূতির বিষয়, কেবল যুক্তির বিষয় নহে।

স্বয়ং ভগবান্ কে?

কেশব – আপনি ত শ্রীরাম, শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীচৈতন্য – এই তিন জনের কথাই বলিলেন। ইহাদের মধ্যে স্বয়ং ভগবান্ কে?

শ্রীহরিদাস – শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান্ বলিয়া শ্রীমদ্ভাগবতে বলিয়াছেন।

"এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্।
ইন্দ্রারিব্যাকুলং লোকং মৃড়য়ন্তি যুগে যুগে ॥"

(শ্রীভা: ১৷৩৷২৮)

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ইহার পূর্বে শ্রীকৃষ্ণের বিভিন্ন অবতারের কথা বর্ণিত হইয়া এই শ্লোকে বলা হইয়াছে – "উপর্যুক্ত অবতারগণের মধ্য হইতে কেহ কেহ শ্রীকৃষ্ণের অংশ ও কেহ কেহ কলা (অংশের অংশ)। পৃথিবী দেবদ্বেষী দানবগণের দ্বারা উপদ্রুত হইলে যুগে যুগে এই অবতারগণ অবতীর্ণ হইয়া ভূভার হরণ করেন। শ্রীকৃষ্ণ কিন্তু স্বয়ং ভগবান্। সুতরাং তাঁহার উপাসনাই সর্বশ্রেষ্ঠ। শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণের অংশবিশেষ। যে রাগানুগা ভক্তিতে শ্রীকৃষ্ণ বশীভূত হন, সেই রাগানুগা ভক্তি তিনি নিজে আচরণ করিয়া শিক্ষা না দিলে জগদ্বাসী তাহা জানিতে পারিবে না বলিয়া তিনি নিজে তাঁহার হ্লাদিনীশক্তির মূর্তি শ্রীরাধারাণীর ভাব ও কান্তি অঙ্গীকার করিয়া শ্রীচৈতন্যরূপে এই কলিযুগে উক্ত রাগানুগা ভক্তি শিক্ষা দেওয়ার নিমিত্ত অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। অতএব শ্রীচৈতন্যও শ্রীকৃষ্ণই, অন্য কেহ নহেন।

উপাসনাপদ্ধতির প্রকারভেদ ও অধিকারী নির্ণয়

কেশব – আমাদের ভারতবর্ষে ত বহুপ্রকার উপাসনাপদ্ধতি চলিয়া আসিতেছে। তা'র মধ্যে কোন্‌টি সর্বশ্রেষ্ঠ ?

শ্রীহরিদাস – উপাসনা মুখ্যতঃ তিন প্রকার। যথা – (১) কর্ম, (২) জ্ঞান ও (৩) ভক্তি। কে কোন্ উপাসনাপদ্ধতি অনুসরণ করিবার অধিকারী, সে সম্পর্কে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ শ্রীউদ্ধবকে বলিয়াছেন –

"যোগাস্ত্রয়ো ময়া প্রোক্তা নৃণাং শ্রেয়োবিধিৎসয়া।
জ্ঞানং কর্ম চ ভক্তিশ্চ নোপায়োঽন্যোঽস্তি কুত্রচিৎ ॥
নির্বিণ্ণানাং জ্ঞানযোগো ন্যাসিনামিহ কর্মসু।
তেষ্বনির্বিণ্ণচিত্তানাং কর্মযোগস্তু কামিনাম্ ॥
যদৃচ্ছয়া মৎকথাদৌ জাতশ্রদ্ধস্তু যঃ পুমান্।
ন নির্বিণ্ণো নাতিসক্তো ভক্তিযোগোঽস্য সিদ্ধিদঃ ॥"

(শ্রীভা: ১১।২০।৬-৮)

অর্থাৎ শাস্ত্রযোনিস্বরূপ আমার দ্বারা মনুষ্যগণের মঙ্গল(অর্থাৎ মুক্তিরূপ মঙ্গল, ধর্মার্থকাম এই ত্রিবর্গরূপ মঙ্গল ও ভগবৎপ্রীতিরূপ মঙ্গল) উদ্দেশ্যে যথাক্রমে জ্ঞানযোগ, কর্মযোগ ও ভক্তিযোগ এই ত্রিবিধযোগ কথিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত মঙ্গলের অন্য কোন উপায় নাই।

এই ত্রিবিধ যোগের মধ্যে কর্মফলের প্রতি বিরক্ত কর্মত্যাগী পুরুষগণের নিমিত্ত জ্ঞানযোগ ও কর্মের প্রতি আসক্ত কামী পুরুষগণের পক্ষে কর্মযোগ সিদ্ধিপ্রদ

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

হইয়া থাকে। ভাগ্যক্রমে আমার কথার প্রতি যাহার শ্রদ্ধার উদয় হইয়াছে এবং যে সংসারের প্রতি অতি বিরক্ত কিংবা অতি আসক্ত নহে, তাহার পক্ষে ভক্তিযোগ সিদ্ধিপ্রদ।

এই শ্লোকের টীকায় শ্রীক্রমসন্দর্ভে* দৈবক্রমে সংঘটিত মহৎসংসর্গ ও তাঁহার কৃপা হইতে জাত মঙ্গলকেই শ্রীল জীবগোস্বামী 'ভাগ্য' বলিয়াছেন। 'যদৃচ্ছা' শব্দ এই ভাগ্যকেই বুঝায়।

এস্থানে শ্রীকৃষ্ণ কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগ — এই যে ত্রিবিধ যোগ বা সাধনের কথা বলিলেন, সাধকের অধিকারকে লক্ষ্য করিয়াই তিনি ইহা বলিয়াছেন। ইহা পূর্বে বলা হইয়াছে। অধিকারানুযায়ী যে সাধন, তাহাকেই 'ক্রমপন্থা' বলা যায়। এই ক্রমপন্থার অনুসরণ না করিয়া যে ক্রম উল্লঙ্ঘন করিবে তাহার পতন অনিবার্য।

বর্ণাশ্রমধর্ম বিধানের তাৎপর্য

কেশব — বর্ণাশ্রমধর্মের যে ব্যবস্থা আমাদের সমাজে প্রচলিত আছে, কোন্ অধিকারীর জন্য সে ব্যবস্থা এবং এরূপ ব্যবস্থার উদ্দেশ্য কী ?

শ্রীহরিদাস — বর্ণাশ্রমধর্ম মুখ্যতঃ ভোগকামী, কর্মাধিকারী জীবের নিমিত্তই উদ্দিষ্ট। কর্মাধিকারী কামী জীবকে কর্মকাণ্ডাদি বিধানদ্বারা শ্রীবিষ্ণুস্মৃতিযুক্ত করাইয়া ক্রমশঃ উন্নত সোপানে অর্থাৎ জ্ঞান বা ভক্তিমার্গে উন্নীত করানোই ইহার একমাত্র উদ্দেশ্য। কর্মকাণ্ডে যে যজ্ঞাদির ব্যবস্থা, তাহা কেবল শ্রীবিষ্ণুর প্রতিই উদ্দিষ্ট এবং তাহাতে আদি, মধ্য ও অন্তে সর্বত্র শ্রীবিষ্ণুস্মরণেরই ব্যবস্থা আছে। শ্রীবিষ্ণুস্মরণদ্বারা চিত্ত শুদ্ধ হয় এবং সংসারভোগস্পৃহা ক্রমশঃ ক্ষীণ হইয়া যায়। কামভোগ ছলনায় বিষ্ণুস্মৃতিযুক্ত করাইয়া ক্রমশঃ জ্ঞান বা ভক্তিমার্গে আকৃষ্ট করানো এই ব্যবস্থার মূল লক্ষ্য। সেইজন্য ইহাকে বেদের পরোক্ষবাদ বলা যায়। প্রথমে কামভোগে প্রবৃত্ত করাইয়া শ্রীবিষ্ণুস্মৃতিদ্বারা তৎপ্রতি বিতৃষ্ণা আনয়ন করা এবং ক্রমশঃ তাহা হইতে নিবৃত্ত করাইয়া শ্রীবিষ্ণুর ভজনের প্রতি আকৃষ্ট করানই বেদে কর্মকাণ্ডবিধানের গূঢ় রহস্য।

---

* শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অনুসরণকারী মহাত্মাগণকে 'গোস্বামী' বলা যায়। ইহাদের মধ্যে ছয় জন প্রধান; যথা — শ্রীরূপ, শ্রীসনাতন, শ্রীজীব, শ্রীগোপালভট্ট, শ্রীরঘুনাথ দাস ও শ্রীরঘুনাথ ভট্ট। শ্রীজীবগোস্বামী শ্রীমদ্ভাগবতের উপর একটি সন্দর্ভ রচনা করিয়াছেন। তাহার নাম শ্রীভাগবতসন্দর্ভ। ইহা ছয় ভাগে বিভক্ত; যথা — তত্ত্ব, ভগবৎ, পরমাত্ম, কৃষ্ণ, ভক্তি ও প্রীতি। শ্রীমদ্ভাগবতের প্রমাণকে আধার করিয়া ইহাতে উপাস্য, উপাসনাপদ্ধতি ও উপাসনার ফল সম্পর্কে সবিস্তৃত আলোচনা করা হইয়াছে। ভক্তিসাধকের পক্ষে ইহা অতীব উপাদেয়। এতদ্ব্যতীত তিনি 'শ্রীক্রমসন্দর্ভ' নামে শ্রীমদ্ভাগবতের একটি টীকাও রচনা করিয়াছেন।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

এসম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীসূতগোস্বামীর উক্তি –

"যশঃশ্রিয়ামেব পরিশ্রমঃ পরো বর্ণাশ্রমাচারতপঃশ্রুতাদিষু।
অবিস্মৃতিঃ শ্রীধরপাদপদ্ময়োর্গুণানুবাদশ্রবণাদরাদিভিঃ ॥"
(শ্রীভা:১২।১২।৫৪)

বর্ণাশ্রমবিহিত আচরণ, তপস্যা ও বেদপাঠাদিতে যে মহান্ পরিশ্রম করা হয়, তদ্দ্বারা কেবল যশঃ ও সম্পত্তি লাভ হইয়া থাকে কিন্তু শ্রীহরির গুণানুবাদ শ্রবণ ও তাহাতে আদর হইলে তাঁহার শ্রীপাদপদ্মের নিরন্তর স্মৃতিলাভ হয়।

"অবিস্মৃতিঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়োঃ ক্ষিণোত্যভদ্রাণি শমং তনোতি চ।
সত্ত্বস্য শুদ্ধিং পরমাত্মভক্তিং জ্ঞানঞ্চ বিজ্ঞানবিরাগযুক্তম্ ॥"
(শ্রীভা:১২।১২।৫৫)

শ্রীকৃষ্ণ-পাদপদ্মযুগলের স্মৃতি মনুষ্যের সমস্ত অশুভবিনাশ, চিত্তশুদ্ধি, শ্রীকৃষ্ণে প্রেমলক্ষণা ভক্তি, বিজ্ঞান-বৈরাগ্যযুক্ত জ্ঞান ও মঙ্গল বিস্তার করিয়া থাকে। শ্রীকৃষ্ণস্মৃতির মুখ্যফল হইল প্রেমলক্ষণা ভক্তি। আর সব আনুষঙ্গিক ফল।

"স্মরতঃ পাদকমলমাত্মানমপি যচ্ছতি।
কিং ত্বর্থকামান্ ভজতো নাত্যভীষ্টান্ জগদ্গুরুঃ ॥"
(শ্রীভা:১০।৮০।১১)

জগদ্গুরু শ্রীহরি নিজপাদপদ্ম স্মরণকারী ব্যক্তিকে যখন নিজকে পর্যন্ত দিয়া দেন, তখন যে ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ ভক্ত চায় না, তা যে নিশ্চয়ই দিবেন, সে বিষয়ে আর বক্তব্য কী ?

এইসব শ্রীমদ্ভাগবত বচন হইতে জানা যায় যে, কেবল ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ লাভ উদ্দেশ্যে বর্ণাশ্রমধর্মের বিধান প্রদত্ত হয় নাই। শ্রীবিষ্ণুস্মৃতিদ্বারা চিত্তশুদ্ধি করাইয়া পরিশেষে ভক্ত্যধিকারে উন্নীত করানোই এই ব্যবস্থার অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য।

কেশব – আমার ত সংসার ভোগস্পৃহা আছে, কোন্ রাস্তায় গেলে আমার মঙ্গল হইবে ?

শ্রীহরিদাস – সে বিষয়ে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীউদ্ধবকে বলিয়াছেন –

"তাবৎ কর্মাণি কুর্বীত ন নির্বিদ্যেত যাবতা।
মৎকথাশ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে ॥"
(শ্রীভা:১১।২০।৯)

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

অর্থাৎ যেপর্যন্ত কর্মফলের প্রতি বৈরাগ্যের উদয় হয় নাই ও যেপর্যন্ত আমার কথা-শ্রবণ-কীর্তনে আকস্মিক মহৎকৃপাজনিত শ্রদ্ধার উদয় হয় নাই, সেপর্যন্ত কর্ম করিতে হইবে। এস্থানে কর্ম বলিতে বেদবিহিত কর্মকেই বুঝাইতেছে।

কেশব – কর্ম ত বন্ধনের কারণ; শ্রীকৃষ্ণ কি সকলকে কর্ম করাইয়া সংসার বন্ধন দৃঢ় করিতে উপদেশ দিলেন ?

শ্রীহরিদাস – না না, শ্রীকৃষ্ণ পরমকরুণাময়। আমরা কিরূপে সংসারবন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া তাঁহার সেবায় নিযুক্ত হইব, ইহাই তাঁহার একান্ত ইচ্ছা। সেজন্য তিনি কেনই বা সংসারবন্ধনে ফেলিয়া আমাদিগকে কষ্ট দিতে চাহিবেন ? তিনি যে কর্ম করিতে উপদেশ দিলেন, তাহা কর্মকাণ্ড নহে – কর্মযোগ বা কর্মার্পণ।

কর্মকাণ্ড ও কর্মযোগ

কেশব – কর্মকাণ্ড ও কর্মযোগের মধ্যে তফাৎ কী ?

শ্রীহরিদাস – ভগবদ্‌বিমুখ জীবমাত্রে কর্মাধিকারী অর্থাৎ ভোগকামী বলিয়া বেদ তাহাদের জন্য কর্মকাণ্ডের বিধান করিয়াছেন। কর্ম, অকর্ম ও বিকর্মের সংজ্ঞা শাস্ত্রে নিম্নমতে উল্লিখিত হইয়াছে –"কর্ম তু বেদবিহিতাচরণং, অকর্ম তু বেদবিহিতানাচরণং, বিকর্ম তু বেদনিষিদ্ধাচরণম্।" অর্থাৎ বেদবিহিত আচরণের নাম 'কর্ম'। এস্থানে কর্ম বলিতে পুণ্যকর্মকেই বুঝায়। বেদবিহিত আচরণের অকরণকে 'অকর্ম' বলা যায় ও বেদনিষিদ্ধ কর্মের আচরণকে 'বিকর্ম' বলা যায়। অকর্ম ও বিকর্ম উভয়কে পাপ বলা যায়। ভগবদ্‌বিমুখ জীব এইপ্রকার পুণ্যকর্ম করিয়া ইহজগতে ও পরজগতে (স্বর্গে) সুখ ভোগ করে ও পুণ্য ক্ষয় হইয়া গেলে আবার মর্ত্যলোকে জন্মলাভ করে। আর পাপ করিলে নরকে যায়। সেস্থানে অকথনীয় কষ্ট ভোগ করিয়া পাপ ক্ষয় করে ও পাপ ক্ষয়ান্তে আবার এই মর্ত্যলোকে জন্মগ্রহণ করে। এইরূপ জন্মমরণমালায় ভগবদ্‌বিমুখ জীব নিত্যকাল ঘুরিয়া ঘুরিয়া কষ্ট ভোগ করিতেছে। তথাপি তাহার সংসারভোগের বাসনা দূর হইতেছে না। অকর্ম ও বিকর্ম হইতে নিবৃত্ত করাইবার উদ্দেশ্যেই বেদ কর্মকাণ্ডের ব্যবস্থা করিয়াছেন। ঐহিক ও পারলৌকিক সুখভোগের উদ্দেশ্যেই লোক এই কর্মকাণ্ডের আশ্রয় লইয়া থাকে।

আমাদের সমাজে 'স্মার্ত' বলিয়া যাহাদিগকে বলা যায়, তাহারা এই কর্মকাণ্ডী। জাগতিক সুখভোগ উদ্দেশ্যে তাহারা নানাপ্রকার বেদবিহিত কর্মের আশ্রয় লইয়া থাকে এবং নানা দেবদেবীর উপাসনায়ও রত হয়। জাগতিক বস্তু কামনা করায় ইহারা কখনও নিত্যসুখ পাইতে পারেন না, বরং সুখ বলিয়া যাহাকে

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

মনে করে, তাহা বস্তুতঃ চরমে দুঃখদায়কই হইয়া থাকে। কারণ ইহাদের কাম্য রূপবতী স্ত্রী, পুত্র, ধন, ক্ষমতা ও প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি অনিত্য। অনিত্য বস্তু কখনও কাহাকে নিত্যসুখ দিতে পারে না। নিত্যবস্তুলাভের বাসনা ইহাদের না থাকায় ইহাদের জন্য বেদ কর্মকাণ্ডের বিধান করিয়াছেন।

ভক্তির আশ্রয় ব্যতীত কেবল কর্মকাণ্ড বৃথাশ্রমমাত্র

কেশব — বেদে যে কর্মকাণ্ডের ব্যবস্থা আছে তাহা করিলে কি বাঞ্ছিত ফল অবশ্যই লাভ হইবে ?

শ্রীহরিদাস — হাঁ, বেদবিহিত কর্মানুষ্ঠান ঠিকরূপে হইলে বাঞ্ছিত ফল অবশ্যই লাভ হইবে।

কেশব — শ্রীমদ্ভাগবত হইতে শুনিয়াছি যে, ত্বষ্টা ইন্দ্রের বিনাশকারীর জন্ম কামনা করিয়া যজ্ঞ করিয়াছিল, কিন্তু ইন্দ্র যাহাকে বিনাশ করিলেন সেই বৃত্রাসুরের জন্ম হইল। এস্থানে বিপরীত ফল হইল কিরূপে ?

শ্রীহরিদাস — ত্বষ্টার মন্ত্রোচ্চারণে ত্রুটিহেতু এইরূপ বিপরীত ফল হইল।

কেশব — আজকাল যত লোক প্রায়শ্চিত্ত, পিতৃশ্রাদ্ধ, উপনয়ন ও বিবাহাদির উদ্দেশ্যে কর্মকাণ্ডের আশ্রয় লইতেছে তাহাদের এইরূপ মন্ত্রোচ্চারণগত ত্রুটি, দ্রব্যগত ত্রুটি ও পাত্রগত ত্রুটি ত নিশ্চিতরূপেই রহিতেছে। তাহারা তাহা হইলে উক্ত কর্মকাণ্ডের ফল কিরূপে পাইবে ? যদি না পায়, এ বৃথা শ্রমেই বা প্রয়োজন কী ?

শ্রীহরিদাস — অবশ্য ত্রুটি থাকিলে কর্মকাণ্ডের ফল নিশ্চিতরূপে ব্যাহত হইবে। ত্রুটিশূন্য হইয়া কর্ম করাও একপ্রকার অসম্ভব। এইসব বিচারকে লইয়া দয়াময় বেদশাস্ত্র কর্মকাণ্ডের অঙ্গীভূত করিয়া শ্রীবিষ্ণুর নাম কীর্তন ও স্মরণরূপ ভক্তির ব্যবস্থা করিয়াছেন। ভক্তির আশ্রয় ব্যতীত কেবল কর্মকাণ্ড কোনই ফল দিতে পারিবে না। ভক্তির আশ্রয়ফলে কর্মকাণ্ডের ত্রুটি দূর হইয়া যায় ও যজমান তা'র উদ্দিষ্ট ফল লাভ করে। নিম্নলিখিত উদাহরণ হইতে ভক্তি কিরূপে কর্মের অঙ্গীভূত হইয়া অনুষ্ঠিত হইতেছে তাহা জানা যাইবে।

"যৎস্মৃত্যা যস্য নামোক্ত্যা শ্রৌতস্মার্তাদিকর্মসু
ন্যূনং সম্পূর্ণতাং যাতি বন্দে তমহমচ্যুতম্
অচ্যুত অচ্যুত অচ্যুত।
অস্মিন্ কর্মণি যন্ন্যূনং যচ্চাতিরিক্তং যদ্‌বা অন্যথাকৃতম্
তৎ সর্বং ভগবতো বাসুদেবস্য স্মরণাৎ অচ্ছিদ্রমস্তু
শুভং ভবতু শুভং ভবতু শুভং ভবতু।"

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

অর্থাৎ যাঁহার স্মরণ ও যাঁহার নামোচ্চারণদ্বারা শ্রৌতস্মার্তাদি কর্মের ন্যূনতা সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়, সেই অচ্যুতকে বন্দনা করিতেছি। অচ্যুত, অচ্যুত, অচ্যুত। এই কর্মে যে ন্যূনতা, যে অতিরিক্ততা, কিংবা যে অন্যথা আচরণ হইয়াছে, সেসকল ভগবান্ শ্রীবাসুদেবের স্মরণে অচ্ছিদ্র হউক। মঙ্গল হউক, মঙ্গল হউক, মঙ্গল হউক।

শ্রীবামনদেবের শ্রীপাদপদ্মে শ্রীবলিমহারাজের আত্মসমর্পণান্তে শ্রীবামনদেব যজ্ঞে উপস্থিত যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণগণের সহিত শুক্রাচার্যকে যজ্ঞের ন্যূনতা ও ছিদ্র দূর করিতে বলিলেন। তাহার উত্তরে শুক্রাচার্য এইরূপ বলিয়াছিলেন –

"মন্ত্রতস্তন্ত্রতশ্ছিদ্রং দেশকালার্হবস্তুতঃ।
সর্বং করোতি নিশ্ছিদ্রমনুসংকীর্তনং তব॥"

(শ্রীভা: ৮।২৩।১৬)

অর্থাৎ স্বরভ্রংশজনিত মন্ত্রগত, ক্রমবিপর্যয়াদি দ্বারা তন্ত্রগত এবং দেশ, কাল ও পাত্রগত যেসব ন্যূনতা (কর্মকাণ্ডে) হইয়া থাকে, আপনার নামসঙ্কীর্তন সে সকলকে নির্দোষ করিয়া দেয়।

শ্রীশুকদেব শ্রীপরীক্ষিৎ মহারাজকে বলিতেছেন –

"ক্রিয়মাণে কর্মণীদং দৈবে পিত্র্যেঽথ মানুষে।
যত্র যত্রানুকীর্ত্যেত তৎ তেষাং সুকৃতং বিদুঃ॥"

(শ্রীভা: ৮।২৩।৩১)

অর্থাৎ দেবতা, পিতৃলোক কিংবা মনুষ্যগণের প্রীতির জন্য অনুষ্ঠিত কর্মে (পূজা, শ্রাদ্ধ বা দানাদিতে) যেসব স্থানে এই শ্রীবিষ্ণুর চরিত অনুকীর্তিত হয়, সেইসব কর্মীর অনুষ্ঠিত কর্ম নির্দোষ হইয়া সম্পন্ন হয় বলিয়া শাস্ত্রজ্ঞগণ জানেন।

ভক্তির আশ্রয় সত্ত্বে নামাপরাধ থাকিলে কর্মকাণ্ডের ফলপ্রাপ্তি হয় না

কেশব – বেদ যজমানের ফলপ্রাপ্তির উদ্দেশ্যে কর্মকাণ্ডের অঙ্গীভূত করিয়া ভক্তি করিবার ব্যবস্থা দিয়াছেন এবং এইরূপ ভক্তির আশ্রয়হেতু কর্মকাণ্ডের ত্রুটিসব দূর হইয়া যজমানের বাঞ্ছিত ফলপ্রাপ্তি হয় বলিয়া আপনি বলিলেন। যদি তাহাই হয়, তবে ত্বষ্টার ন্যায় কোন কোন স্থানে ফলপ্রাপ্তির ব্যতিক্রম হয় কেন ?

শ্রীহরিদাস – আমি দেখিতেছি যে, তুমি সবকিছু ভালভাবে না বুঝিয়া ক্ষান্ত হইবে না। কোন বিষয়ে জ্ঞানলাভের জন্য তোমার যে প্রগাঢ় নিষ্ঠা আছে, তোমার এইসব প্রশ্নের দ্বারা তাহা প্রমাণিত হইতেছে। তোমার প্রশ্নের উত্তর বলিতেছি।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

কর্মকাণ্ডের অঙ্গীভূতভাবে শ্রীহরিনাম কীর্তনের ব্যবস্থা থাকিলেও যে যজমান নামাপরাধী সে কর্মকাণ্ডের ফল পাইতে পারিবে না।

নামাপরাধ দশপ্রকার বলিয়া শ্রীপদ্মপুরাণে উক্ত হইয়াছে। যথা — (১) সাধুনিন্দা, (২) শ্রীশিবাদি দেবতাকে শ্রীবিষ্ণু হইতে ভিন্ন অর্থাৎ স্বতন্ত্র ঈশ্বরজ্ঞান, (৩) গুর্ববজ্ঞা, (৪) শ্রুতিশাস্ত্রের নিন্দা, (৫) শ্রীহরিনামে অর্থবাদ কল্পনা অর্থাৎ নামের যেসব মাহাত্ম্য শাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে বাস্তবিক তাহাতে এত মাহাত্ম্য নাই। নামের আশ্রয় না করিলে কর্মকাণ্ডের ফল পাওয়া যাইবে না, সেই কারণে কর্মীর নামে রুচি উৎপাদনের উদ্দেশ্যে শাস্ত্র অতিরঞ্জিত করিয়া নামের মাহাত্ম্য কীর্তন করিয়াছেন। এইপ্রকার বিচারকে নামে অর্থবাদকল্পনা বলা যায়। ইহার দ্বারা নামকীর্তনের মাহাত্ম্যের প্রতি বিশ্বাসের অভাব পরিলক্ষিত হওয়ায় ইহা নামাপরাধরূপে গণ্য হয়। (৬) নামবলে পাপবুদ্ধি — অর্থাৎ শ্রীহরিনামের অচিন্তনীয় শক্তি। তার কাছে পাপের শক্তি অতি তুচ্ছ। অতএব যত ইচ্ছা পাপ কর না কেন শ্রীহরিনাম করিলেই ত সব দূর হইয়া যাইবে — এই বিচারের বশবর্তী হইয়া শ্রীহরিনামের বলে যে পাপপ্রবৃত্তি তাহাকে 'নামবলে পাপবুদ্ধি' বলা যায়। (৭) ধর্ম-ব্রতাদি ও শুভক্রিয়ার সহিত শ্রীহরিনামকে সমান জ্ঞান, (৮) প্রমাদ (অনবধানতা) অর্থাৎ নামকীর্তনসময়ে দেহাভিনিবেশহেতু নানাবিষয়চিন্তায় মগ্ন থাকা। ইহার দ্বারা শ্রীনামকীর্তনপ্রতি অযত্নশীলতা প্রকাশ পাওয়ায় ইহা নামাপরাধবিশেষ। (৯) যে নামমাহাত্ম্যের প্রতি শ্রদ্ধাহীন ও বিমুখ এবং শুনিলেও গ্রাহ্য করে না, এইরূপ ব্যক্তিকে নামোপদেশ দেওয়া অপরাধ। (১০) নামের মাহাত্ম্য শুনিয়াও তৎপ্রতি প্রীতিশূন্য ও আমি-আমার-চিন্তায় বিষয়াবিষ্ট ব্যক্তিও নামাপরাধী। ইহাই হইল দশবিধ নামাপরাধ।

যজমানের যদি সাধুনিন্দা, নামবলে পাপবুদ্ধি ও নামে অর্থবাদরূপ অপরাধ থাকে, তবে সে শ্রীহরিনামের আশ্রয় লইলেও কর্মকাণ্ডের ফল পাইবে না। অধিকন্তু উক্ত নামাপরাধ ফলে তাহার নরকপ্রাপ্তি অনিবার্য হইয়া পড়ে। সেইজন্য অনেক সময়ে যজমান কর্ম করিয়াও ফল পায় না।

নামাপরাধ দূর হইবার উপায়

কেশব — এ নামাপরাধ দূর হইবে কিরূপে ?

শ্রীহরিদাস — নিরন্তর নামকীর্তনদ্বারা নামাপরাধ দূর হইবে।

"নামাপরাধযুক্তানাং নামান্যেব হরন্ত্যঘম্।
অবিশ্রান্তিপ্রযুক্তানি তান্যেবার্থকরাণি চ ॥"

(শ্রীভ:স: ১৫৩ অনু:ধৃত শ্রীপদ্মপুরাণ বচন)

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

অর্থাৎ নামাপরাধযুক্ত ব্যক্তিগণের অপরাধ নামই হরণ করেন। নিরন্তর প্রযুক্ত (কীর্তিত) হইলে সেই নামসমূহ উক্ত ব্যক্তির প্রয়োজনসাধক হইয়া থাকেন।

কেশব — আজকাল ত দেখা যায় যে, বহুলোক সবসময় মালা হাতে লইয়া শ্রীহরিনাম করিতে থাকে এবং তার সঙ্গে সঙ্গে অন্য চিন্তায়ও রত থাকে। তাহাদের নামাপরাধ ক্ষয় হইবে কি না ?

শ্রীহরিদাস — না, তাহাদের নামাপরাধ ক্ষয় ত হয়ই না বরং নামসংকীর্তনে তাহাদের অমনযোগিতাহেতু তাহারা অধিক অপরাধগ্রস্তই হয়। নাম কীর্তন করিলে নামাপরাধ ক্ষয় হইবে বলিয়া উক্ত শ্লোকে বলা হইয়াছে। নাম বলিতে অভিনিবেশযুক্ত নাম, অনবধানতাযুক্ত নামাপরাধ নহে। সেইজন্য শ্রীহরিভক্তিবিলাসে "নামাপরাধ-যুক্তানাং" শ্লোকের পূর্ব শ্লোকে উক্ত হইয়াছে —

"জাতে নামাপরাধেঽপি প্রমাদেন কথঞ্চন।
সদা সংকীর্তয়ন্নাম তদেকশরণো ভবেৎ॥"
(২।১১।৫২৫)

অর্থাৎ কখনও প্রমাদবশতঃ নামাপরাধ হইয়া গেলে শ্রীভগবানের শরণাগত হইয়া তাঁহার নাম সর্বক্ষণ কীর্তন করিবে।

এস্থানে শরণাপন্ন হইয়া শ্রীনাম কীর্তন করিতে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। শরণাগত হওয়ার অর্থ তাঁহাকে পালকজ্ঞানে তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে নিজের দুর্দৈবের কথা জানাইতে জানাইতে শ্রীনাম কীর্তন করিতে হইবে। এই উপদেশে স্মৃতিযুক্ত হইয়া বা অভিনিবেশযুক্ত হইয়া শ্রীনাম কীর্তনের ব্যবস্থাই প্রদত্ত হইয়াছে। বস্তুতঃ শ্রীকৃষ্ণ-বিস্মৃতিই আমাদের মায়াগ্রস্ত হইবার একমাত্র কারণ। অনুক্ষণ তাঁহার স্মৃতিদ্বারা এই বিস্মৃতি দূর করিবার জন্যই শাস্ত্রে শ্রীহরিনামকীর্তনাদি যাবতীয় সাধনের ব্যবস্থা। "স্মর্তব্যঃ সততং বিষ্ণুঃ ..." শ্লোকে বিষ্ণুস্মৃতিকেই শাস্ত্রপ্রদত্ত যাবতীয় বিধির মূল বলিলেন। অতএব স্মৃতিযুক্ত হইয়া নামকীর্তনই শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা। কেবল স্মৃতি অপেক্ষা আর্তিযুক্ত নামকীর্তনই প্রশস্ত। আর্ত ভক্তের প্রারব্ধ কর্মের ফলও শ্রীভগবান্ ক্ষয় করিয়া তাহার চিত্তকে শুদ্ধ করেন বলিয়া কৌষীতকী শ্রুতি ১।৪ তে বলিয়াছেন। সুতরাং সতত গাঢ়স্মৃতির সহিত আর্তিযুক্ত নামকীর্তনই প্রশস্ত এবং ইহা এই জন্মেই বিশেষ ফলপ্রদ হইয়া থাকে। অর্থাৎ এইরূপ সতত আর্তিযুক্ত নামকীর্তনদ্বারা জীব এই জন্মেই জাতরতিভূমিকায় উন্নীত হইয়া শুদ্ধভক্তিসাধনের যোগ্য হইতে পারে। এইরূপ আর্ত ভক্তের সত্বর প্রেমলাভ সুনিশ্চিত।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

নিরন্তর শ্রীহরিনামকীর্তনের পরিবর্তে বেদে কর্মকাণ্ডবিধানের উদ্দেশ্য

কেশব — যদি তাহাই হইল, নিরন্তর কেবল শ্রীহরিনাম কীর্তনের উপদেশ না দিয়া বেদ কর্মকাণ্ডের ব্যবস্থা করিলেন কেন এবং কর্মের অঙ্গীভূতরূপে আবার এইরূপ শক্তিশালী শ্রীহরিনাম কীর্তনকে রাখিলেনই বা কেন ?

শ্রীহরিদাস — তোমাকে পূর্বেই বলিয়াছি যে, জীবের অধিকার অনুযায়ী সাধনের ব্যবস্থা শ্রীভগবান্ করিয়াছেন। যাহাদের সংসারভোগস্পৃহা আছে তাহাদের জন্য কর্মযোগ ও যাদৃচ্ছিক মহৎকৃপাহেতু যাহাদের শ্রীভগবৎকথায় শ্রদ্ধা জাত হইয়াছে, তাহাদের জন্য ভক্তিযোগ সিদ্ধিপ্রদ (শ্রীভা: ১১।২০।৮)। ভগবদ্বিমুখ জীবমাত্রে কর্মাধিকারী। সেইজন্য তাহারা কর্মযোগেরই উপযোগী। তাহাদিগকে ভক্তিযোগের উপদেশ দিলে তাহারা তাহা গ্রহণ করিবে না। যদিবা গ্রহণ করে, বিকৃতরূপেই করিবে। কারণ মহৎকৃপা ব্যতীত ভক্ত্যধিকারলাভ অসম্ভব। যেপর্যন্ত জীব মহৎকৃপা লাভ না করিয়াছে, সেপর্যন্ত শ্রীভগবানের প্রতি তাহার মতি হইবে না, ভক্তি ত দূরের কথা। সেইজন্য শ্রীকৃষ্ণ শ্রীঅর্জুনকে বলিয়াছেন —

"ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্মসঙ্গিনাম্।
জোষয়েৎ সর্বকর্মাণি বিদ্বান্ যুক্তঃ সমাচরন্ ॥"
(শ্রীগী: ৩।২৬)

অজ্ঞ অর্থাৎ ভগবৎকথায় শ্রদ্ধাহীন কর্মাধিকারী ব্যক্তিগণকে ভগবদ্ভক্তির উপদেশ দিয়া বুদ্ধিভেদ জন্মানো উচিত নহে। বিদ্বান্ ব্যক্তি নিজে কর্মাচরণ করিয়া তাহাদিগকে শিক্ষা দিবেন।

শ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রীভগবদ্গীতায় শ্রীকৃষ্ণের এই উপদেশ বেশ তাৎপর্যপূর্ণ। অধিকার উল্লঙ্ঘনদ্বারা কখনও কাহারও মঙ্গল হইবে না। বেদ বিষ্ণুময়। কোনমতে বিমুখ জীবকে শ্রীবিষ্ণুর প্রতি উন্মুখ করানই বেদের উদ্দেশ্য। কর্মকাণ্ড সম্পাদন করাইয়া লোককে আরো ভগবৎবিমুখ করা বেদের লক্ষ্য নহে। ফললাভের লোভ দেখাইয়া ভগবৎকথার প্রতি শ্রদ্ধাহীন কর্মাধিকারী জীবকে অকর্ম বিকর্ম হইতে টানিয়া আনিয়া পুণ্যকর্মে নিয়োজিত করাইয়া ক্রমশঃ শ্রীবিষ্ণুর প্রতি উন্মুখ করানই বেদের উদ্দেশ্য। শ্রীবিষ্ণুর প্রতি যে স্থানে শ্রদ্ধা নাই সে স্থানে অন্ততঃ নিজস্বার্থসিদ্ধি উদ্দেশ্যে কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে কোনমতে শ্রীবিষ্ণুর প্রতি উন্মুখ করানোর যে ব্যবস্থা তাহাকেই ক্রমপন্থা বলা যায়। এই কর্মকাণ্ডের ব্যবস্থা না থাকিলে লোকে অকর্ম-বিকর্মে মজিয়া আরও বিমুখ হইতেন। সেইজন্য লোককে ক্রমশঃ কর্মফলের প্রতি বিতৃষ্ণ করাইয়া শ্রীবিষ্ণুর প্রতি উন্মুখ করাইবার উদ্দেশ্যেই বেদ কর্মকাণ্ডের বিধান করিয়াছেন।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

অর্থাৎ নামাপরাধযুক্ত ব্যক্তিগণের অপরাধ নামই হরণ করেন। নিরন্তর প্রযুক্ত (কীর্তিত) হইলে সেই নামসমূহ উক্ত ব্যক্তির প্রয়োজনসাধক হইয়া থাকেন।

কেশব – আজকাল ত দেখা যায় যে, বহুলোক সবসময় মালা হাতে লইয়া শ্রীহরিনাম করিতে থাকে এবং তার সঙ্গে সঙ্গে অন্য চিন্তায়ও রত থাকে। তাহাদের নামাপরাধ ক্ষয় হইবে কি না?

শ্রীহরিদাস – না, তাহাদের নামাপরাধ ক্ষয় ত হয়ই না বরং নামসংকীর্তনে তাহাদের অমনযোগিতাহেতু তাহারা অধিক অপরাধগ্রস্তই হয়। নাম কীর্তন করিলে নামাপরাধ ক্ষয় হইবে বলিয়া উক্ত শ্লোকে বলা হইয়াছে। নাম বলিতে অভিনিবেশযুক্ত নাম, অনবধানতাযুক্ত নামাপরাধ নহে। সেইজন্য শ্রীহরিভক্তিবিলাসে "নামাপরাধ-যুক্তানাং" শ্লোকের পূর্ব শ্লোকে উক্ত হইয়াছে –

"জাতে নামাপরাধেহপি প্রমাদেন কথঞ্চন।
সদা সংকীর্তয়ন্নাম তদেকশরণো ভবেৎ ॥"

(২।১১।৫২৫)

অর্থাৎ কখনও প্রমাদবশতঃ নামাপরাধ হইয়া গেলে শ্রীভগবানের শরণাগত হইয়া তাঁহার নাম সর্বক্ষণ কীর্তন করিবে।

এস্থানে শরণাপন্ন হইয়া শ্রীনাম কীর্তন করিতে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। শরণাগত হওয়ার অর্থ তাঁহাকে পালকজ্ঞানে তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে নিজের দুর্দৈবের কথা জানাইতে জানাইতে শ্রীনাম কীর্তন করিতে হইবে। এই উপদেশে স্মৃতিযুক্ত হইয়া বা অভিনিবেশযুক্ত হইয়া শ্রীনাম কীর্তনের ব্যবস্থাই প্রদত্ত হইয়াছে। বস্তুতঃ শ্রীকৃষ্ণ-বিস্মৃতিই আমাদের মায়াগ্রস্ত হইবার একমাত্র কারণ। অনুক্ষণ তাঁহার স্মৃতিদ্বারা এই বিস্মৃতি দূর করিবার জন্যই শাস্ত্রে শ্রীহরিনামকীর্তনাদি যাবতীয় সাধনের ব্যবস্থা। "স্মর্তব্যঃ সততং বিষ্ণুঃ ..." শ্লোকে বিষ্ণুস্মৃতিকেই শাস্ত্রপ্রদত্ত যাবতীয় বিধির মূল বলিলেন। অতএব স্মৃতিযুক্ত হইয়া নামকীর্তনই শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা। কেবল স্মৃতি অপেক্ষা আর্তিযুক্ত নামকীর্তনই প্রশস্ত। আর্ত ভক্তের প্রারব্ধ কর্মের ফলও শ্রীভগবান্ ক্ষয় করিয়া তাহার চিত্তকে শুদ্ধ করেন বলিয়া কৌষীতকী শ্রুতি ১।৪ তে বলিয়াছেন। সুতরাং সতত গাঢ়স্মৃতির সহিত আর্তিযুক্ত নামকীর্তনই প্রশস্ত এবং ইহা এই জন্মেই বিশেষ ফলপ্রদ হইয়া থাকে। অর্থাৎ এইরূপ সতত আর্তিযুক্ত নামকীর্তনদ্বারা জীব এই জন্মেই জাতরতিভূমিকায় উন্নীত হইয়া শুদ্ধভক্তিসাধনের যোগ্য হইতে পারে। এইরূপ আর্ত ভক্তের সত্বর প্রেমলাভ সুনিশ্চিত।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

নিরন্তর শ্রীহরিনামকীর্তনের পরিবর্তে বেদে কর্মকাণ্ডবিধানের উদ্দেশ্য

কেশব – যদি তাহাই হইল, নিরন্তর কেবল শ্রীহরিনাম কীর্তনের উপদেশ না দিয়া বেদ কর্মকাণ্ডের ব্যবস্থা করিলেন কেন এবং কর্মের অঙ্গীভূতরূপে আবার এইরূপ শক্তিশালী শ্রীহরিনাম কীর্তনকে রাখিলেনই বা কেন ?

শ্রীহরিদাস – তোমাকে পূর্বেই বলিয়াছি যে, জীবের অধিকার অনুযায়ী সাধনের ব্যবস্থা শ্রীভগবান্ করিয়াছেন। যাহাদের সংসারভোগস্পৃহা আছে তাহাদের জন্য কর্মযোগ ও যাদৃচ্ছিক মহৎকৃপাহেতু যাহাদের শ্রীভগবৎকথায় শ্রদ্ধা জাত হইয়াছে, তাহাদের জন্য ভক্তিযোগ সিদ্ধিপ্রদ (শ্রীভা: ১১।২০।৮)। ভগবদ্বিমুখ জীবমাত্রে কর্মাধিকারী। সেইজন্য তাহারা কর্মযোগেরই উপযোগী। তাহাদিগকে ভক্তিযোগের উপদেশ দিলে তাহারা তাহা গ্রহণ করিবে না। যদিবা গ্রহণ করে, বিকৃতরূপেই করিবে। কারণ মহৎকৃপা ব্যতীত ভক্ত্যধিকারলাভ অসম্ভব। যেপর্যন্ত জীব মহৎকৃপা লাভ না করিয়াছে, সেপর্যন্ত শ্রীভগবানের প্রতি তাহার মতি হইবে না, ভক্তি ত দূরের কথা। সেইজন্য শ্রীকৃষ্ণ শ্রীঅর্জুনকে বলিয়াছেন –

"ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্মসঙ্গিনাম্।
জোষয়েৎ সর্বকর্মাণি বিদ্বান্ যুক্তঃ সমাচরন্ ॥"
(শ্রীগী: ৩।২৬)

অজ্ঞ অর্থাৎ ভগবৎকথায় শ্রদ্ধাহীন কর্মাধিকারী ব্যক্তিগণকে ভগবদ্ভক্তির উপদেশ দিয়া বুদ্ধিভেদ জন্মানো উচিত নহে। বিদ্বান্ ব্যক্তি নিজে কর্মাচরণ করিয়া তাহাদিগকে শিক্ষা দিবেন।

শ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রীভগবদ্গীতায় শ্রীকৃষ্ণের এই উপদেশ বেশ তাৎপর্যপূর্ণ। অধিকার উল্লঙ্ঘনদ্বারা কখনও কাহারও মঙ্গল হইবে না। বেদ বিষ্ণুময়। কোনমতে বিমুখ জীবকে শ্রীবিষ্ণুর প্রতি উন্মুখ করানই বেদের উদ্দেশ্য। কর্মকাণ্ড সম্পাদন করাইয়া লোককে আরো ভগবৎবিমুখ করা বেদের লক্ষ্য নহে। ফললাভের লোভ দেখাইয়া ভগবৎকথার প্রতি শ্রদ্ধাহীন কর্মাধিকারী জীবকে অকর্ম বিকর্ম হইতে টানিয়া আনিয়া পুণ্যকর্মে নিয়োজিত করাইয়া ক্রমশঃ শ্রীবিষ্ণুর প্রতি উন্মুখ করানই বেদের উদ্দেশ্য। শ্রীবিষ্ণুর প্রতি যে স্থানে শ্রদ্ধা নাই সে স্থানে অন্ততঃ নিজস্বার্থসিদ্ধি উদ্দেশ্যে কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে কোনমতে শ্রীবিষ্ণুর প্রতি উন্মুখ করানোর যে ব্যবস্থা তাহাকেই ক্রমপন্থা বলা যায়। এই কর্মকাণ্ডের ব্যবস্থা না থাকিলে লোকে অকর্ম-বিকর্মে মজিয়া আরও বিমুখ হইতেন। সেইজন্য লোককে ক্রমশঃ কর্মফলের প্রতি বিতৃষ্ণ করাইয়া শ্রীবিষ্ণুর প্রতি উন্মুখ করাইবার উদ্দেশ্যেই বেদ কর্মকাণ্ডের বিধান করিয়াছেন।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

কামনাপূরণের নিমিত্ত উদ্দিষ্ট কর্মকাণ্ডের দ্বারা কামভোগের প্রতি বিতৃষ্ণা আসিবে কিরূপে ?

কেশব – বেদ কর্মকাণ্ডের যে বিধান করিয়াছেন, তাহাতে ত কেবল কামনামূলক উপাসনার কথাই বলা হইয়াছে। এইরূপ কর্মকাণ্ডদ্বারা কামভোগের প্রতি বিতৃষ্ণা আসিবে কিরূপে ?

শ্রীহরিদাস – ইহাই বেদের শিক্ষার বৈশিষ্ট্য। তজ্জন্য ইহাকে 'পরোক্ষবাদ' বলা যায়। শ্রীনারদ শ্রীযুধিষ্ঠির মহারাজকে বলিতেছেন।

"প্রায়ঃ স্বভাববিহিতো নৃণাং ধর্মো যুগে যুগে।
বেদদৃগ্‌ভিঃ স্মৃতো রাজন্ প্রেত্য চেহ চ শর্মকৃৎ ॥
বৃত্ত্যা স্বভাবকৃতয়া বর্তমানঃ স্বকর্মকৃৎ।
হিত্বা স্বভাবজং কর্ম শনৈর্নির্গুণতামিয়াৎ ॥
উপ্যমানং মুহুঃ ক্ষেত্রং স্বয়ং নির্বীর্যতামিয়াৎ।
ন কল্পতে পুনঃ সূত্যা উপ্তং বীজঞ্চ নশ্যতি ॥
এবং কামাশয়ং চিত্তং কামানামতিসেবয়া।
বিরজ্যেত যথা রাজন্নাগ্নিবৎ কামবিন্দুভিঃ ॥"
(শ্রীভা: ৭।১১।৩১-৩৪)

অর্থাৎ হে রাজন্, বেদজ্ঞগণ যুগে যুগে স্বভাববিহিত ধর্মকেই ইহলোক ও পরলোকে মঙ্গলজনক বলিয়াছেন। স্বভাববৃত্তিদ্বারা চালিত হইয়া স্বধর্মাচরণকারী পুরুষ ধীরে ধীরে স্বভাবজাত কর্ম পরিত্যাগপূর্বক নিষ্কামভাব প্রাপ্ত হয়। 'শনৈ' অর্থাৎ ধীরে ধীরে। ইহার টীকায় শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তিপাদ লিখিলেন – "শনৈর্বহুজন্মান্তর এব" অর্থাৎ বহুজন্মের পর। সুতরাং ধীরে ধীরে বলিতে বহুজন্ম পরে বলিয়া বুঝিতে হইবে।

হে রাজন্! বারম্বার বীজবপনদ্বারা ক্ষেত্র নির্বীর্য হইয়া পুনর্বার শস্য উৎপাদনে অসমর্থ হয় এবং কোন কোন সময়ে উপ্ত বীজও নষ্ট হইয়া যায়। ঘৃতবিন্দুসমূহদ্বারা অগ্নি নির্বাপিত না হইলেও প্রচুর ঘৃতনিক্ষেপ ফলে যেরূপ নির্বাপিত হয়, সেইভাবে কামসমূহের অতিশয় সেবাদ্বারা কামাশয় চিত্ত অবশেষে বিরত হয়।

শ্রীযুধিষ্ঠির মহারাজের প্রতি শ্রীনারদের এই উপদেশ হইতে জানা যায় যে উৎকট কামবাসনাযুক্ত পুরুষের হঠাৎ কামত্যাগ অসম্ভব। বেদোক্ত নিয়মে

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

বহুকামভোগফলে নিত্যনৈমিত্তিক কর্মদ্বারা চিত্ত কিছুটা শুদ্ধ হইলে কামভোগের দোষসব অনুভব করিয়া যযাতি-সৌভরির ন্যায় ক্রমশঃ ভোগ হইতে চিত্ত নিবৃত্ত হয়। ইহা হইতে জানা যায় যে, লোককে কামভোগ হইতে নিবৃত্ত করাইবার উদ্দেশ্যেই বেদ কামভোগের বিধান করিয়াছেন। এস্থানে একটি বিষয় লক্ষ্য করিতে হইবে যে, যযাতি-সৌভরির ন্যায় বেদোক্ত বিধানানুযায়ী কামভোগ করিলে ক্রমশঃ তাহাতে বিরক্তি জন্মিবে। বেদ-বিধি বাদ দিয়া ছাগল-মর্কটের ন্যায় কামচরিতার্থ করিতে গেলে তাহাতে কদাপি বিরক্তি জাত হইবে না।

বেদে কর্মকাণ্ড বিধানের আর একটি উদ্দেশ্য, যাহাকে মুখ্য বলা যাইতে পারে তাহা হইল যাদৃচ্ছিক মহৎসঙ্গ। তীর্থাদিতে পিতৃপুরুষগণের অস্থিনিক্ষেপের যে ব্যবস্থা কর্মকাণ্ডে আছে, তদ্দ্বারা সাধুসঙ্গের সুযোগ ঘটিয়া থাকে। কারণ সাধুগণ সাধারণতঃ তীর্থস্থানেই বাস করেন। যাহারা অস্থিনিক্ষেপ করিতে তীর্থে যায়, তাহাদের ইচ্ছা না থাকিলেও দৈবক্রমে সাধুসঙ্গ সংঘটিত হইয়া থাকে। বর্ণাশ্রমধর্মের বিধানানুযায়ী সাধুর দর্শনমাত্রে তাঁহাকে প্রণাম করা, প্রণামীস্বরূপ কিছু অর্থাদি দেওয়া ও তাঁহার নিকট কিছুক্ষণ বসিবার সুযোগ হইয়া থাকে। সেই বসিবার সময় তাহারা সাধারণতঃ পরস্পর শাস্ত্রবর্ণিত যেসব ভগবৎকথা আলোচনা করিতে থাকেন তাহা শুনিবার সৌভাগ্য হয়। তাঁহাদের শ্রীমুখ হইতে সেই ভগবৎকথা শুনিয়া তাহাতে যে বিশ্বাস জন্মে, তাহাকেই শ্রদ্ধা বলা যায়। এই শ্রদ্ধা হইতেই ভগবদ্ভক্তিতে প্রবৃত্তির অয়মারম্ভ হইয়া থাকে।

এইরূপ কর্মকাণ্ডপরায়ণ ব্যক্তির স্বতঃ ইচ্ছা না থাকিলেও দৈবক্রমে সংঘটিত সাধুসঙ্গ ও তাঁহাদের শ্রীমুখ হইতে শাস্ত্রকথা শুনিয়া তাহার যে ভক্তিপ্রবৃত্তির উদয় হয়, তাহাই বেদের পরোক্ষবাদ। অর্থাৎ বেদ প্রত্যক্ষভাবে ভক্তি করিতে উপদেশ না দিয়াও ভোগকামী পুরুষকে কর্মকাণ্ডের বিধান দিয়া তাহারই মাধ্যমে যাদৃচ্ছিক সাধুসঙ্গ সংঘটিত করান এবং সেই সাধুগণের সঙ্গ ও তাঁহাদের শ্রীমুখনিঃসৃত বাণী শ্রবণফলে তাহার ভক্তির প্রতি শ্রদ্ধা জাত হইয়া থাকে।

কেশব – আপনার কৃপাতে আমার সমস্ত সন্দেহ দূর হইয়াছে। এ কর্মকাণ্ডীয় ব্যাপারদ্বারা কেবল সময় নষ্ট হইতেছে মনে করিয়া আমি এসকলকে মনে খুব ঘৃণাই করিতাম। ইহারও যে উপাদেয়তা আছে, আপনার কৃপায় আমি তাহা বেশ উপলব্ধি করিতে পারিয়াছি। ক্রমশঃ লোকদিগকে কামভোগের প্রতি বিরক্ত করান যে বেদে কর্মকাণ্ডব্যবস্থার উদ্দেশ্য, তাহাও জানিতে পারিলাম। বেদের শিক্ষার এইসব গূঢ়রহস্য বুঝিতে না পারিয়া লোকসকল বিপথগামী হইতেছেন।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

সাধনের ক্রমপন্থা

শ্রীহরিদাস — শুধু এইটুকু নয়, এইরূপ বেদোক্ত কর্মকাণ্ড সম্পাদন করিতে করিতে যখন কামভোগের প্রতি বিরক্তি আসিবে, তখন পুরুষ কি করিলে ক্রমশঃ উন্নত সোপানে যাইবে, সে সম্পর্কে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীউদ্ধবকে বলিয়াছেন —

"স্বধর্মস্থো যজন্ যজ্ঞৈরনাশীঃকাম উদ্ধব।
ন যাতি স্বর্গনরকৌ যদ্যন্যন্ন সমাচরেৎ ॥"

(শ্রীভা: ১১।২০।১০)

অর্থাৎ হে উদ্ধব! স্বধর্মাচরণরত পুরুষ নিষ্কামভাবে (কোন ফলকামনা না রাখিয়া) বেদবিহিত যজ্ঞাদি দ্বারা শ্রীভগবানের আরাধনায় তৎপর হইয়া যদি বেদবিহিত কর্মের উল্লঙ্ঘন কিংবা নিষিদ্ধ কর্মের (বিকর্মের) আচরণ না করে, তাহা হইলে স্বর্গে কিংবা নরকে যায় না।

এস্থানে কর্মাধিকারী জীবকে কোন ফলকামনা না করিয়া শ্রীবিষ্ণুর আদেশজ্ঞানে কর্তব্যবুদ্ধিতে বেদবিহিত কর্মানুষ্ঠান করিতে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন। ইহাই কর্মার্পণ বা কর্মযোগ।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় "যৎকরোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ। যত্তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্ ॥" (৯।২৭) শ্লোকেও ঠিক উপর্যুক্তমতে কর্তব্যবুদ্ধিতে কর্মার্পণ করিবার কথাই উক্ত হইয়াছে।

এইরূপ কর্মার্পণ করিবার ফল কি তাহা নিম্ন শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীউদ্ধবকে বলিয়াছেন —

"অস্মিন্ লোকে বর্তমানঃ স্বধর্মস্থোঽনঘঃ শুচিঃ।
জ্ঞানং বিশুদ্ধমাপ্নোতি মদ্ভক্তিঞ্চ যদৃচ্ছয়া ॥"

(শ্রীভা: ১১।২০।১১)

অর্থাৎ স্বধর্ম(বেদবিহিত কর্ম)পরায়ণ অনঘ ও শুচি পুরুষ ইহলোকে বর্তমান থাকিয়া বিশুদ্ধজ্ঞান কিংবা যদৃচ্ছাক্রমে আমাতে ভক্তি লাভ করেন।

উক্ত দুই শ্লোকের টীকায় শ্রীজীবপাদ (ভক্তিসন্দর্ভ ১৭৪ অনু:) যাহা উল্লেখ করিয়াছেন তাহার মর্ম এইরূপ — অনাশীঃকামঃ অর্থাৎ ফলকামনাশূন্য; অন্যন্নিষিদ্ধং — বেদবিহিত কর্মের অকরণ কিংবা বেদনিষিদ্ধ কর্মের আচরণদ্বারা নরক লাভ হইয়া থাকে। উক্ত ব্যক্তি স্বধর্মে থাকিয়া নিষিদ্ধকর্মের বর্জনহেতু নরকে যায় না আর

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

স্বধর্ম অনুষ্ঠান করিয়া ফলকামনা না থাকায় স্বর্গেও যায় না। পরন্তু ইহলোকে অর্থাৎ এই দেহে বর্তমান থাকিয়া নিষিদ্ধকর্মের পরিত্যাগহেতু অনঘ (নিষ্পাপ) ও ভোগস্পৃহাশূন্যতাহেতু শুচি অর্থাৎ শুদ্ধচিত্ত হইয়া বিশুদ্ধজ্ঞান কিংবা যদৃচ্ছাক্রমে ভক্ত মহতের কৃপায় আমাতে ভক্তি লাভ করে।

শ্রীকৃষ্ণের শ্রীউদ্ধবের প্রতি এই উপদেশটি বেশ তাৎপর্যপূর্ণ। যাহাদের সংসারভোগস্পৃহা দূর হয় নাই কিংবা ভগবৎকথাপ্রতি আকস্মিক মহৎকৃপাজনিত শ্রদ্ধার উদয় হয় নাই, তাহাদিগকে কোনও কামনা না করিয়া বেদবিহিত কর্মের অনুষ্ঠান করিতে বলা হইয়াছে। এইরূপ করিলে ক্রমশঃ সংসার ভোগস্পৃহা দূর হইবে। 'কণ্টকেনৈব কণ্টকম্' ন্যায়ানুসারে কর্মফল হইতে আসক্তি ত্যাগ করিয়া কর্ম করিবার ফলে ক্রমশঃ চিত্ত শুদ্ধ হয়। জীব এইরূপ নিষ্পাপ ও সংসারভোগস্পৃহাশূন্য হইয়া ইহ সংসারে ভ্রমণ করিতে করিতে জ্ঞানিমহতের সঙ্গ ঘটিলে কেবল জ্ঞান (নির্বিশেষ ব্রহ্মজ্ঞান) লাভ করে ও দৈবক্রমে ভক্তমহতের সঙ্গে যোগাযোগ হইয়া গেলে ভক্তিপ্রতি আকৃষ্ট হয়। এইরূপ কর্মাধিকারী জীব নিষ্কাম কর্মার্পণদ্বারা চিত্ত শুদ্ধ করিয়া নিজকে মহৎকৃপাবরণযোগ্য করে। তারপর ভক্তমহতের কৃপায় সে ভক্ত্যধিকারে উন্নীত হয়।

কেবল কামভোগে জীবকে প্রবৃত্ত করাইবার উদ্দেশ্যে যদি বেদ কর্মকাণ্ডের ব্যবস্থা করিতেন, তাহা হইলে সর্বত্র কর্মকাণ্ডের প্রশংসাই করিতেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বেদের উদ্দেশ্য তাহা নহে। বহির্মুখ জীব প্রবলভাবে বিষয়ভোগলোলুপ। তাহাকে হঠাৎ বিষয়ত্যাগের উপদেশ দিলে তাহা সে গ্রহণ করিতে পারিবে না বরং বেদকে অবজ্ঞা করিবে। এই উদ্দেশ্যে বেদ বিষয়ত্যাগের উপদেশ না দিয়া কতকগুলি বিধিবাধ্য হইয়া বিষয়ভোগ করিতে উপদেশ দিয়াছেন। এইরূপ বিধিবাধ্য হইয়া বিষয় ভোগ করিলে ক্রমশঃ ভোগপ্রবৃত্তি সঙ্কুচিত হইয়া যাইবে এবং জীব ক্রমশঃ নিবৃত্তিমার্গে আসিতে পারিবে। এইরূপ কর্মকাণ্ডদ্বারা যে চিত্তশুদ্ধি হয়, তাহা বহু সময়সাপেক্ষ। তজ্জন্যই বেদের শিরোভাগ উপনিষদে কর্মকাণ্ডের নিন্দাই করা হইয়াছে।

"প্লবা হ্যেতে অদৃঢ়া যজ্ঞরূপা অষ্টাদশোক্তমবরং যেষু কর্ম।
এতচ্ছ্রেয়ো যেঽভিনন্দন্তি মূঢ়া জরামৃত্যুং তে পুনরেবাপিযন্তি ॥"
(মুণ্ডক ১।২।৭)

অর্থাৎ যজ্ঞরূপ নৌকা ভবসমুদ্র উত্তরণের নিমিত্ত দৃঢ় নহে। কারণ এইসব যজ্ঞের মধ্যে অষ্টাদশ পুরুষোক্ত কর্ম ভগবদুদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত হয় না বলিয়া ইহা অপকৃষ্ট। যেসব অবিবেকী পুরুষ ইহাকে চরমকল্যাণলাভের উপায় মনে করিয়া

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ইহাতে আগ্রহ প্রকাশ করে, তাহারা পুনঃ পুনঃ জরা ও মৃত্যুপ্রাপ্ত হইয়া থাকে অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ সংসার ভোগ করে।

"অবিদ্যায়াং বহুধা বর্তমানা বয়ং কৃতার্থা ইত্যভিমন্যন্তি বালাঃ।
যৎ কর্মিণো ন প্রবেদয়ন্তি রাগাৎ তেনাতুরাঃ ক্ষীণলোকাশ্চ্যবন্তে ।।"
(মুণ্ডক ১।২।৯)

অর্থাৎ অজ্ঞ ব্যক্তিগণ বহুপ্রকার অবিদ্যার মধ্যে থাকিয়া 'আমরা কৃতার্থ হইয়াছি' – এইরূপ অভিমান করেন। কারণ তাহারা কর্মী হওয়ায় কর্মে অনুরাগবশতঃ প্রকৃত তত্ত্বে অনভিজ্ঞ। এই কারণে তাহারা সুখলাভ উদ্দেশ্যে ব্যাকুল হইয়া কর্ম করে এবং কর্মফলস্বরূপ স্বর্গাদি লোক লাভ করে। কিন্তু পুণ্য ক্ষয় হইয়া গেলে আবার সেই স্থান হইতে চ্যুত হয়।

বিষ্ণুভক্তিহীন কেবল কর্ম যে নিষ্ফল, সে সম্পর্কে শ্রীজীবপাদ উল্লেখ করিয়াছেন –

"বিষ্ণুভক্তিবিহীনানাং শ্রৌতাঃ স্মার্তাশ্চ যাঃ ক্রিয়াঃ।
কায়ক্লেশঃ ফলং তাসাং স্বৈরিণী-ব্যভিচারবৎ ।।"
(শ্রীভ:স: ৯৭ অনু:ধৃত স্কন্দপুরাণবচন)

অর্থাৎ বেশ্যাগণের ব্যভিচার যেরূপ কায়িক ক্লেশেই পর্যবসিত হয়, সেইরূপ শ্রীবিষ্ণুতে ভক্তিহীন জনগণ যেসকল বেদোক্ত বা স্মৃতিশাস্ত্রোক্ত কর্মের অনুষ্ঠান করেন তাহা ফলতঃ কেবল কায়িক ক্লেশেই পর্যবসিত হয়। কারণ ভক্তির সাহায্য ব্যতীত কোন কর্মই স্বতঃ ফল দিতে পারে না, কেবল কর্মানুষ্ঠানের পরিশ্রমই সার হইয়া থাকে।

কর্মকাণ্ডে ফলের অনিশ্চয়তা, বৈগুণ্যবাহুল্য ও ক্লেশের কথা শাস্ত্রে সর্বত্র বর্ণিত হইয়াছে। নৈমিষারণ্যবাসী মুনিগণ শ্রীসূতগোস্বামীকে বলিয়াছিলেন –

"কর্মণ্যস্মিন্ননাশ্বাসে ধূমধূম্রাত্মনাং ভবান্।
আপায়য়তি গোবিন্দ-পাদপদ্মাসবং মধু ।।" (শ্রীভা: ১।১৮।১২)

অস্মিন্ কর্মণি সত্রেঽনাশ্বাসেঽবিশ্বসনীয়ে, বৈগুণ্যবাহুল্যেন কৃষিবৎ ফল-নিশ্চয়াভাবাৎ।" (শ্রীভ:স: ৯৯ অনু:)

অর্থাৎ হে মুনিবর! অনিশ্চয় ফলপ্রদ এই যজ্ঞসকলের ধূমরাশিতে আমাদের দেহ বিবর্ণ হইয়াগিয়াছে। যজ্ঞধূমদ্বারা বিবর্ণদেহ আমাদিগকে শ্রীগোবিন্দের পাদপদ্মমধু (শ্রীগোবিন্দকথামৃত) পান করাইয়া কৃতার্থ করুন।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

এই যজ্ঞরূপ কর্ম অবিশ্বাস্য। ইহাতে বহু বিঘ্ন আছে। ভূমিতে বীজাদি রোপণ করিলেই যে অবশ্য ফললাভ হইবে, ইহা বলা যায় না; কারণ অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টি, প্রাণিগণের উপদ্রব ও নানা দৈবদুর্বিপাক সর্বদা ফললাভ হইতে কৃষককে বঞ্চিত করিতে পারে; তদ্রূপ যজ্ঞ করিলেই যে যজ্ঞের ফল অবশ্য লাভ হইবে, সেবিষয়ে কোন নিশ্চয়তা নাই।

কর্মকুশল যাজ্ঞিক বিপ্রগণ তাঁহাদের পত্নীগণের শ্রীকৃষ্ণের প্রতি স্বাভাবিকী প্রীতি দর্শন করিয়া নিজ নিজকে ধিক্কারপূর্বক বলিয়াছিলেন –

"ধিগ্‌জন্ম নস্ত্রিবৃদ্‌বিদ্যাং ধিগ্‌ব্রতং ধিগ্‌বহুজ্ঞতাম্।
ধিক্কুলং ধিক্ ক্রিয়াদাক্ষ্যং বিমুখা যে ত্বধোক্ষজে॥"

(শ্রীভ: ১০।২৩।৩৯)

অর্থাৎ যাহারা শ্রীকৃষ্ণবিমুখ তাহাদের শৌক্র, সাবিত্র ও দৈক্ষ জন্ম, ব্রহ্মচর্য, বহুদর্শিতা, কুল ও কর্মদক্ষতাকে ধিক্।

যাজ্ঞিক বিপ্রগণের এই অনুভূতিযুক্ত বাণী হইতে জানা যায় যে, বিষ্ণুভক্তিকে বাদ দিয়া কেবল কর্মকে অবলম্বন করিয়া কেহ নিত্যসুখ লাভ করিতে পারিবে না।

কর্মাধিকার হইতে ভক্ত্যধিকারে উন্নীত হইবার উপায়

কেশব – আপনি পূর্বে বলিলেন যে, অনাদিভগবদ্‌বিমুখ জীবের ভক্তি করিবার অধিকার নাই। আবার ভক্তি ব্যতীত কর্মাদি বৃথা বলিয়া বলিলেন। ইহাতে আমি দ্বন্দ্বে পড়িয়াছি। আমার কি করণীয়, দয়া করিয়া বুঝাইয়া বলুন।

শ্রীহরিদাস – হাঁ, ভক্তি সর্বশ্রেষ্ঠ সাধন হইলেও তাহা অধিকারসাপেক্ষ। অধিকার অর্থ যাদৃচ্ছিক মহৎকৃপা। তজ্জন্য নিজকে উক্ত মহৎকৃপাবরণযোগ্য করিবার উদ্দেশ্যে কর্মার্পণই তোমার কর্তব্য।

কেশব – তাহা হইলে কর্মার্পণ কী ভক্তিলাভের কারণ ?

শ্রীহরিদাস – নাঁ, কর্মার্পণ কদাপি ভক্তিলাভের কারণ নহে। ইহা জীবকে জ্ঞান বা ভক্তির দ্বারে পঁহুছাইয়া দিতে পারে। তারপর মহৎকৃপায়ই ভক্তি হয়।

কেশব – তাহা হইলে কর্মার্পণ করিলে মহৎকৃপা কী নিশ্চয় পাওয়া যাইবে ?

শ্রীহরিদাস – নাঁ, কর্মার্পণও মহৎকৃপার কারণ নহে। মহতের স্বতন্ত্র ইচ্ছাই তাঁহার কৃপালাভের একমাত্র কারণ। কর্মার্পণ করিতে করিতে যে মহৎকৃপালাভের জন্য ব্যাকুল হইবে, তাহার প্রতি অবশ্যই মহতের কৃপাদৃষ্টি আকৃষ্ট হইবে। কারণ

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

দৈন্যের কৃপাকর্ষিণী শক্তি আছে। যাহার প্রতি পূর্ব যাদৃচ্ছিক মহৎকৃপা আছে, কেবল সেই কর্মার্পণকারীই ভক্তিলাভবিষয়ে স্বীয় অযোগ্যতা তীব্রভাবে উপলব্ধিপূর্বক চক্ষুজলে বক্ষ সিক্ত করিয়া সর্বদা মহৎকৃপালাভের জন্য ব্যাকুল ক্রন্দন করিবে। মহৎকৃপার জন্য ব্যাকুলতা যে কর্মার্পণের প্রাণ, তাহাই সর্বশ্রেষ্ঠ কর্মার্পণ এবং সেই কর্মার্পণকালীন ক্রন্দনদ্বারাই সাধক মহৎকৃপা লাভ করিয়া ভক্ত্যধিকারে উন্নীত হইতে পারিবে। যাহার প্রতি পূর্ব যাদৃচ্ছিক মহৎকৃপা নাই, তাহাকে পূর্বকথিত নিষ্কাম কর্মার্পণদ্বারা শুদ্ধচিত্ত হইয়া পড়িয়া থাকিতে হইবে। তাহার প্রতি যখন দৈবক্রমে ভক্তমহতের কৃপাদৃষ্টি পড়িয়া যাইবে, তখন সে ভক্তিবাসনা লাভ করিয়া কৃতার্থ হইবে। অতএব কর্মার্পণকালে মহৎকৃপার মাহাত্ম্য শুনিয়া তাহা লাভের জন্য যাহার হৃদয়ে ব্যাকুলতা জাগিবে, সে অবশ্য তাহা পাইতে পারিবে। বস্তুপ্রাপ্তির জন্য ব্যাকুলতাই বস্তুলাভের প্রধান কারণ। যেখানে মহৎকৃপার জন্য ব্যাকুলতা নাই সেখানে যে কেবল নিষ্কাম কর্মার্পণ, তাহা ক্রমশঃ জ্ঞানসাধনের প্রতি আকৃষ্ট করিবে।

কর্মার্পণের প্রকারভেদ

কেশব – আপনার কথা হইতে জানিতে পারিতেছি যে, কর্মার্পণের প্রকারভেদ রহিয়াছে। এবিষয়ে একটু বুঝাইয়া বলুন।

শ্রীহরিদাস – শ্রীল জীবপাদ শ্রীমদ্ভাগবতের শিক্ষাকে আধার করিয়া কর্মার্পণকে তিন ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন; যথা – (১) সকাম, (২) নৈষ্কর্ম্যকাম ও (৩) ভক্তিমাত্রকাম।

প্রথমে সকাম কর্মার্পণ বিষয় আলোচনা করা যাউক। ইহা কর্মার্পণের সর্বনিম্ন সোপান। কর্মী যখন উদ্দিষ্ট ফললাভবিষয়ে নিজের অকিঞ্চিৎকরতা উপলব্ধি করে তখন সে শ্রীভগবান্‌কে কর্মের ফল অর্পণ করে। তাহার কামনাপূরণই এই কর্মার্পণের উদ্দেশ্য। তজ্জন্য ইহা উৎকৃষ্ট কর্মার্পণ নহে।

অবশ্য যে স্বীয় কামনাপূরণ উদ্দেশ্যে অন্য দেবদেবীর উপাসনা না করিয়া কেবল শ্রীবিষ্ণুর উপাসনা করিতেছে সেও ভাগ্যবান্। বহুজন্ম শুদ্ধভাবে বর্ণাশ্রমধর্ম পালন করিলে স্বীয় কামনাপূরণ উদ্দেশ্যে কেবল শ্রীবিষ্ণুর উপাসানায় প্রবৃত্তি জাগে। শ্রীবিষ্ণু এইরূপ কর্মার্পণকারীর কামনা যে কেবল পূরণ করেন তাহা নহে, অন্য দেবদেবীর উপাসনা করিলে তাঁহারা যেরূপ কামনা পূরণ করিতেন তাহা হইতে ইহা বহুগুণে উৎকৃষ্টই হয় এবং কেবল তাই নয়, কামনাপূরণ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাহার সংসারমুক্তিও হইয়া যায়।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

কেশব — সে ত কামনাপূরণের জন্য কর্মার্পণ করিল, মুক্তি ত সে চায় নাই, তাহাকে শ্রীবিষ্ণু মুক্তি দিলেন কিরূপে ? তিনি ত কেবল বাঞ্ছিত ফলই দেন বলিয়া জানি। যে ফলের জন্য বাঞ্ছা নাই, তাহা তিনি দেন কিরূপে ?

শ্রীহরিদাস — ইহা শ্রীবিষ্ণুর ভজনের বৈশিষ্ট্য। শ্রীমদ্ভাগবতে উক্ত হইয়াছে —

"ক্লেশভূর্য্যল্পসারাণি কর্মাণি বিফলানি বা।
দেহিনাং বিষয়ার্তানাং ন তথৈবার্পিতং ত্বয়ি ॥" (৮।৫।৪৭)

অর্থাৎ হে ভগবন্! বিষয়াতুর দেহিগণের কর্মসমূহ ক্লেশবহুল অল্পসারযুক্ত কিংবা বিফলই হইয়া থাকে, পরন্তু সেই কর্ম আপনাতে অর্পিত হইলে সেরূপ হয় না। ইহার টীকায় শ্রীল জীবপাদ শ্রীভক্তিসন্দর্ভ ২১৮তম অনুচ্ছেদে যাহা উল্লেখ করিয়াছেন, তাহার মর্মানুবাদ বলিতেছি শোন — "বিষয়াতুর জীবগণের কর্মসমূহ কখন ক্লেশবহুল অথচ অল্পসারযুক্ত অর্থাৎ অল্পফলযুক্ত হইয়া থাকে, আবার কোন সময়ে কৃষি প্রভৃতির ন্যায় বিফলও হয়। কিন্তু আপনার উদ্দেশ্যে অর্পিত কর্ম সেরূপ হয় না। অধিকন্তু অনায়াসে যেকোনরূপে অনুষ্ঠিত কর্ম যদি কামনা সহকারেও আপনাতে অর্পিত হয়, তাহা হইলেও কামনার ফলপ্রাপ্তি অবশ্যই হয়। আর সেই ফলপ্রাপ্তি সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্টই হয়। বিশেষতঃ কেবলমাত্র কামনানুরূপ ফলদায়করূপে যে ইহার পরিসমাপ্তি ঘটে তাহা নহে, সংসারমুক্তিরূপ ফলও ইহাতে লাভ হয়।

এ সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে স্বয়ং শ্রীচৈতন্যদেব তাঁহার একান্ত ভক্ত শ্রীল সনাতন গোস্বামীকে উপদেশ দিতে গিয়া বলিয়াছেন —

"কৃষ্ণ কহে আমায় ভজে, মাগে বিষয়সুখ।
অমৃত ছাড়ি বিষ মাগে, এই বড় মূর্খ ॥
আমি বিজ্ঞ এই মূর্খে বিষয় কেনে দিব ?
স্বচরণামৃত দিয়া বিষয় ভুলাইব ॥" (মধ্য ২২।২৫-২৬)

শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন — "জীব তাহার অজ্ঞতাহেতু আমাকে ভজন করিয়াও বিষয়সুখ চায়। কিন্তু আমি ত বিজ্ঞ, সেইরূপ মূর্খকে বিষয় কেনে দিব ? নিজ চরণামৃত পান করাইয়া তাহাকে বিষয়বিষভক্ষণ হইতে নিবৃত্ত করিব।"

কামনাসহকারেও কেবল শ্রীবিষ্ণুর উদ্দেশ্যে কর্মার্পণ করা হইলে তাহার এইরূপ অদ্ভুত ফল হয়।

তবে এই সকাম কর্মার্পণে কর্মার্পণকারীর স্বীয় কামনাপূরণরূপ স্বার্থসিদ্ধিবাসনা থাকায় ইহা নিকৃষ্ট কর্মার্পণরূপেই গণ্য হয়। ইহাকে 'সকৈতব কর্মার্পণ' বলিয়া শ্রীজীবপাদ উল্লেখ করিয়াছেন।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

তারপর নৈষ্কর্ম্যকাম কর্মার্পণ বিষয়ে শ্রীল জীবপাদ শ্রীভক্তিসন্দর্ভ ২২৪তম অনুচ্ছেদে উল্লেখ করিয়াছেন যে, 'নিষ্কাম' বলিয়া কোন শব্দ হইতে পারে না। কারণ জীব যাহা করে, তৎসমুদয়ই কামনামূলক চেষ্টাবিশেষ। সুতরাং নৈষ্কর্ম্যকাম কর্মার্পণে জীবের স্বীয় মুক্তিরূপ স্বার্থসিদ্ধি লক্ষ্য থাকায় ইহাকেও শ্রীজীবপাদ সকৈতব কর্মার্পণ পর্যায়ভুক্ত করিয়াছেন।

কেবল ভক্তিমাত্রকাম কর্মার্পণই অকৈতব কর্মার্পণ এবং ইহাই সর্বশ্রেষ্ঠ কর্মার্পণ। কারণ ইহাতে কর্মার্পণকারীর নিজের কোন স্বার্থসিদ্ধিবাসনা নাই। কেবল শ্রীভগবানের প্রীতির উদ্দেশ্যেই এই কর্মার্পণ করা যায়।

'অর্পণ' শব্দের অর্থ ঠিকভাবে বুঝিতে না পারিয়া অনেকে ভ্রমে পতিত হন। অর্পণ অর্থ স্বার্থত্যাগ। যে বস্তু অর্পণ করা যায়, তাহাতে অর্পণকারীর কোন স্বত্ব থাকে না। ইহা যাহাকে অর্পণ করা যায়, তিনিই তাহার স্বত্বাধিকারী হন। সেইরূপ জীব যখন একটি কর্ম করে উক্ত কর্মের যে ফল লাভ হইবে, তাহাকে কিরূপে সে ভোগ করিবে অর্থাৎ নিজের স্বার্থে লাগাইবে, প্রথমে এই চিন্তা পোষণ করিয়া তারপর উক্ত কর্মে প্রবৃত্ত হয়। এইরূপ কর্ম সংসারবন্ধনের কারণ। কর্মফল ভোগের জন্যই জীব দেহধারণ করিয়া এ সংসারে আসে এবং এস্থানে আরও নূতন কর্ম করার দ্বারা তাহার ফল ভোগের জন্য সঞ্চিত থাকে। এইরূপ কর্মফল ভোগের জন্য জীবের সংসার গমনাগমন লাগিয়াই আছে। ইহা হইতে ত্রাণলাভের একমাত্র উপায় অনুষ্ঠিত কর্মের ফলকে নিজে ভোগ করিতে ব্যগ্র না হইয়া ইহা শ্রীবিষ্ণুকে অর্পণ করা। এসম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীনারদ শ্রীব্যাসদেবকে বলিয়াছেন –

"এতৎ সংসূচিতং ব্রহ্মংস্তাপত্রয়চিকিৎসিতম্।
যদীশ্বরে ভগবতি কর্ম ব্রহ্মণি ভাবিতম্॥
আময়ো যশ্চ ভূতানাং জায়তে যেন সুব্রত।
তদেব হ্যাময়ং দ্রব্যং ন পুনাতি চিকিৎসিতম্॥"

(শ্রীভা: ১।৫।৩২-৩৩)

অর্থাৎ হে ব্রহ্মজ্ঞ! সর্বনিয়ন্তা ঈশ্বর শ্রীভগবানে যে কর্ম সমর্পিত হয়, তাহাই আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক এই ত্রিবিধতাপনিবর্তক বলিয়া কথিত হইয়াছে।

হে ভগবন্নিষ্ঠ ব্যাসদেব! যে যে দ্রব্য ভোজন করিলে প্রাণিগণের যে যে রোগ জন্মে, কেবল সেইসব রোগোৎপাদক দ্রব্য সেবন করিলে কদাপি সেইসব রোগের

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

উপশম হয় না। কিন্তু সেইসব রোগকারক দ্রব্য অন্য দ্রব্য বা ঔষধের সহিত মিশ্রিত হইলে তাহার সেবনে রোগনিবৃত্তি ঘটে।

তুমি বলিতে পার যে, যে কর্ম সংসার বন্ধনের কারণ, সেই কর্ম আবার কিরূপে সংসারবন্ধনমোচনের কারণ হইতে পারে ? তার উত্তরে বলা হইয়াছে যে, যে দ্রব্য খাইলে রোগ হয়, ঔষধের সঙ্গে ভাবিত বা জারিত হইবার পর তাহাকে খাইলে তাহা উক্ত রোগনাশের কারণ হইয়া থাকে। সেইরূপ যে কর্ম সংসারবন্ধনের কারণ, ভগবচ্চিন্তারূপ ঔষধসঙ্গে জারিত করিয়া সেই কর্ম করিলে তাহা ভবরোগ (সংসারবন্ধন)নাশের কারণ হইয়া থাকে।

আবির্হোত্রও বলিয়াছেন –

"বেদোক্তমেব কুর্বাণো নিঃসঙ্গোঽর্পিতমীশ্বরে।
নৈষ্কর্ম্যাং লভতে সিদ্ধিং রোচনার্থা ফলশ্রুতিঃ ॥"

(শ্রীভা: ১১।৩।৪৬)

অর্থাৎ যে নিঃসঙ্গভাবে ঈশ্বরকে ফলার্পণপূর্বক বেদোক্ত কর্মের অনুষ্ঠান করে, সে নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধি লাভ করে। অর্থাৎ তাহার কর্মবন্ধনমোচন হয়।

উপরোক্ত শ্লোকে যে 'নিঃসঙ্গ' শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহার অর্থ অভিনিবেশশূন্য অর্থাৎ ফললাভের আকাংক্ষাশূন্য। কর্মাধিকারী জীব কর্ম না করিয়া থাকিতে পারিবে না। তবে ফলাকাংক্ষাশূন্য হইয়া ঈশ্বরার্পণপূর্বক ইহা অনুষ্ঠান করিলে বন্ধনের হেতুভূত এই কর্ম বন্ধনমোচনের কারণ হইয়া থাকে। এস্থানে শ্রীভগবানে অর্পণরূপ যে চিন্তা তাহাই ত্রিতাপবিনাশক অর্থাৎ সংসারমোচক। উক্ত কর্ম সেই চিন্তাদ্বারা জারিত বা ভাবিত হওয়ায় সংসার বন্ধনের পরিবর্তে বন্ধনমোচনই হইয়া থাকে। ইহাই বেদের শিক্ষার বিশেষত্ব। বেদ ফলকামনাপূরণের প্রলোভন দেখাইয়া মনুষ্যকে অকর্ম-বিকর্ম হইতে নিবৃত্ত করাইতেছেন। আবার পুণ্যকর্মে নিয়োজিত করিয়াও ফলকামনাশূন্য অর্পণমাধ্যমে সংসারবন্ধন মোচনের ব্যবস্থা করিয়াছেন। এই কর্মার্পণের অন্য নাম 'কর্মযোগ'।

ভক্তমহতের কৃপাই শ্রীবিষ্ণুর সন্তোষমূলক কর্মার্পণে প্রবৃত্তির একমাত্র কারণ

এইরূপ নৈষ্কর্ম্যকাম কর্মার্পণকারী দৈবক্রমে ভক্তমহতের সঙ্গ লাভ করিলে তাহার কৃপায় শ্রীকৃষ্ণের সন্তোষচিন্তা বা ভক্তিবাসনা তাহার হৃদয়ে জাগ্রত হয়। কিন্তু সে কর্মাধিকার অতিক্রম করে নাই বলিয়া তখনও কর্মমিশ্রা ভক্তিই করে। কর্মমিশ্রা বলিবার

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

অর্থ এই যে, সেপর্যন্ত তাহার অহঙ্কার থাকে। সে সম্পূর্ণ শরণাগত না হওয়ায় তাহার এই অহঙ্কার বা কর্তৃত্বাভিমান মিশ্রিত হইয়া তাহার ভক্তি অনুষ্ঠিত হয়। তজ্জন্য ইহাকে কর্মমিশ্রা ভক্তি বলা হয়। এইরূপ কর্মমিশ্রা ভক্তি বা কর্মার্পণে অর্পণকারীর কোন স্বার্থ নিহিত থাকে না এবং কেবল শ্রীবিষ্ণুর সন্তোষ কামনা করিয়াই ইহা করা হইয়া থাকে। সেই কারণে ইহাকে 'ভক্তিমাত্রকাম কর্মার্পণ' বলা যায়। অবশ্য এইপ্রকার কর্মার্পণ সকলে ইচ্ছা করিলেও করিতে পারিবে না। কারণ ইহাতে শ্রীবিষ্ণুর স্বার্থ নিহিত আছে। ভক্তমহতের কৃপা ব্যতীত এইপ্রকার কর্মার্পণ করিবার বাসনা জীবহৃদয়ে জাগিবে না। মহৎ শ্রীভগবানের দ্বারা প্রেরিত হইয়া সর্বদা সকলকে কৃপা করিবার উদ্দেশ্যে এ সংসারে বিচরণ করিতে থাকেন। কিন্তু জীবের হৃদয়ে স্বসুখবাসনারূপ মল থাকায় সে তাঁহার কৃপা বরণ করিতে পারে না। নৈষ্কর্ম্যকাম কর্মার্পণদ্বারা জীবচিত্ত হইতে স্বসুখবাসনারূপ মল দূর হইয়া গেলে তাহা মহৎকৃপাবরণযোগ্য হয়। তারপর মহতের স্বতন্ত্র ইচ্ছাক্রমে জীব তাঁহার কৃপালাভ করিয়া থাকে। সেই মহৎকৃপা হইতেই শ্রীভগবানের সন্তোষকামনা তাহার হৃদয়ে জাগ্রত হয়। সে পূর্বে যে নৈষ্কর্ম্যকাম কর্মার্পণ করিত মহৎকৃপায় তাহা ভক্তিমাত্রকাম কর্মার্পণে পরিণত হইয়া যায়।

ত্রিবিধ কর্মার্পণে শ্রীবিষ্ণুর সন্তোষচিন্তার স্বরূপ

কেশব – উক্ত ত্রিবিধ কর্মার্পণ হইতে সকাম ও নৈষ্কর্ম্যকাম কর্মার্পণে কী শ্রীবিষ্ণুর সন্তোষচিন্তা থাকে না ?

শ্রীহরিদাস – হাঁ, থাকে। তবে সে সন্তোষচিন্তা ঠিক সন্তোষচিন্তা নহে। কারণ নিজের কামনাপূরণ কিংবা মুক্তিলাভের বাসনাই যথাক্রমে সকাম ও নৈষ্কর্ম্যকাম কর্মার্পণের উদ্দেশ্য। উক্ত উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য সেস্থানে শ্রীবিষ্ণুর সন্তোষচিন্তা করা হয়। ভক্তিমাত্রকাম কর্মার্পণের ন্যায় শ্রীবিষ্ণুর সুখসাধন উক্ত সন্তোষচিন্তার প্রেরক না হইয়া স্বীয় কামনাপূরণরূপ স্বার্থসিদ্ধিবাসনাই প্রেরক হইয়া থাকে। তজ্জন্য নিজের স্বার্থসিদ্ধিবাসনারূপ কপটতা এস্থানে মুখ্য এবং এই স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যেই শ্রীবিষ্ণুর সন্তোষচিন্তা করা হওয়ায় তাহা গৌণ। সেই কারণে এই উভয়বিধ কর্মার্পণ সকৈতব বলিয়া শ্রীজীবপাদ উল্লেখ করিয়াছেন। কারণ নিজের স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে শ্রীবিষ্ণুর সন্তোষচিন্তা করা হয় বলিয়া ইহা ঠিক সন্তোষচিন্তা নহে – কপটতাবিশেষ।

কেশব – তাহা হইলে ভক্তিমাত্রকাম কর্মার্পণে শ্রীবিষ্ণুর যে সন্তোষচিন্তা, তাহা কিরূপ ?

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

শ্রীহরিদাস — ভক্তিমাত্রকাম কর্মার্পণে শ্রীবিষ্ণুর যে সন্তোষচিন্তা তাহাতে সাধকের নিজস্বার্থসাধনরূপ অভিসন্ধি থাকে না। মহৎকৃপায় সে ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষের প্রতি আকৃষ্ট না হইয়া কেবল শ্রীবিষ্ণুর সন্তোষবিধানের প্রতিই আকৃষ্ট হইয়া থাকে এবং তাঁহারই সন্তোষ কামনা করিয়া তাহার দেহযাত্রা নির্বাহ হইতে আরম্ভ করিয়া ভক্ত্যঙ্গযাজন পর্যন্ত যাবতীয় অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। এস্থানে শ্রীবিষ্ণুর যে সন্তোষচিন্তা তাহা কেবল তাঁহাকে সুখী করিবার উদ্দেশ্যেই হইয়া থাকে। অর্থাৎ তাঁহার সন্তোষচিন্তাই এই কর্মার্পণের প্রেরক এবং তাঁহাকে সুখী করিবার উদ্দেশ্যেই সাধক তাহার সমস্ত স্বার্থ ত্যাগ করিয়া থাকে। এই স্বার্থত্যাগের ফল সাধকের নিকট না পঁহুছিয়া শ্রীবিষ্ণুর নিকটই পঁহুছে। তজ্জন্য এই সন্তোষচিন্তাই কপটতাশূন্য সন্তোষচিন্তা।

এসম্বন্ধে শ্রীল জীবপাদ নিম্নমতে উল্লেখ করিয়াছেন —

"অথ যদি বৈষ্ণবশাস্ত্রোক্তৌ তৌ, তর্হি বিষ্ণুসন্তোষৈকপ্রয়োজনাবেব ভবতঃ। তয়োশ্চ তাদৃশত্বে শ্রুতে সতি তদীয়রাগরুচিমতঃ স্বত এব প্রবৃত্ত্যপ্রবৃত্তী স্যাতাম্, — তৎসন্তোষৈকজীবনত্বাৎ প্রীতিজাতেঃ।" (শ্রীভক্তিসন্দর্ভ ৩১২ অনুচ্ছেদে) — অর্থাৎ বৈষ্ণবশাস্ত্রোক্ত বিধিনিষেধের একমাত্র প্রয়োজন শ্রীবিষ্ণুর সন্তোষ। ইহা বুঝিবার পর শ্রীবিষ্ণুতোষণপর ভজনে রুচিযুক্ত ভক্তের শ্রীবিষ্ণুতোষণপর কার্যেই স্বাভাবিক প্রবৃত্তি হয় এবং যাহাতে শ্রীবিষ্ণুর সন্তোষ হইবে না বলিয়া সে জানিতে পারে, তৎপ্রতি তাহার স্বাভাবিক অপ্রবৃত্তি হইয়া থাকে। কারণ একমাত্র শ্রীবিষ্ণুর সন্তোষচিন্তাই তাঁহার প্রীতি অন্বেষণের জীবনস্বরূপ।

অজাতরতি ও জাতরতি ভূমিকার সাধন

কেশব — এই ভক্তিমাত্রকাম কর্মার্পণ কি শুদ্ধভক্তি ?

শ্রীহরিদাস — না না, ভক্তিমাত্রকাম কর্মার্পণ ও শুদ্ধভক্তির মধ্যে বহু প্রভেদ আছে। ভক্তিসাধনে দুইপ্রকার ভূমিকা আছে; যথা — অজাতরতি ভূমিকা ও জাতরতি ভূমিকা। যে ভূমিকায় শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ঐকান্তিক প্রীতির অভাব পরিলক্ষিত হয়, সে ভূমিকাকে অজাতরতি ভূমিকা বলা হয়। এই ভূমিকায় রজস্তমোগুণের প্রাধান্যহেতু অহঙ্কার প্রবল থাকিলেও দৈবক্রমে ভক্তমহতের সংসর্গ ও তাঁহার কৃপার ফলে জীবের জড় মনে শ্রীকৃষ্ণের সুখবিধানবাসনা সঞ্চারিত হইয়া থাকে। কিন্তু তাহাতে জীবের অহঙ্কার মিশ্রিত থাকায় সেই সুখচিন্তা বা প্রীণন শুদ্ধ হইতে পারে না। সেই জন্য শ্রীজীবপাদ শ্রীভক্তিসন্দর্ভে তাহাকে প্রীণন না বলিয়া 'প্রীণনাভাস' আখ্যা দিয়াছেন। এই প্রীণনাভাস লইয়া অজাতরতি কর্মাধিকারী সাধক যে ভক্তির অনুষ্ঠান করে, তাহা

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

শুদ্ধভক্তির ন্যায় প্রতীত হইলেও বস্তুতঃ ভক্ত্যাভাস বা ভক্তিমাত্রকাম কর্মার্পণপদবাচ্য; শুদ্ধভক্তি নহে।

ভক্তি শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপশক্তির বৃত্তি। জীবের ইন্দ্রিয় এই স্বরূপশক্তিতাদাত্ম্যপ্রাপ্ত হইবার পর উক্ত স্বরূপশক্তি-বৃত্তিবিভাবিত ইন্দ্রিয়ে ভক্তিবৃত্তি স্বতঃস্ফূর্ত হইয়া থাকে। এস্থানে জীবের চেষ্টার কোন আবশ্যকতা থাকে না। যে মনে এই ভক্তিবাসনা জাত হয়, তাহা স্বরূপশক্তির তাদাত্ম্যপ্রাপ্তির ফলে জড়ত্ব ত্যাগ করিয়া অপ্রাকৃত হইয়া যায়। সে অবস্থায় জীবের শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মে রতি জাত হইয়া থাকে। এই জাতরতি ভক্তের ভক্তি অগ্নিতাদাত্ম্যপ্রাপ্ত লৌহের দহন শক্তির ন্যায় স্বতঃস্ফূর্ত হইয়া পড়ে। যেকোন বস্তু অগ্নিতাদাত্ম্যপ্রাপ্ত লৌহের সংস্পর্শে আসিলে সে স্বাভাবিকভাবে তাহাকে দহন করে। এস্থানে দহনকারী অগ্নিতাদাত্ম্যপ্রাপ্ত লৌহ ও দহনের উপকরণের মধ্যে আকর্ষণ স্বাভাবিক। পতঙ্গের যেরূপ আলোকের প্রতি আকর্ষণ স্বাভাবিক, সেইরূপ জাতরতি ভক্তের ভক্তি স্বভাবতঃ শ্রীকৃষ্ণাকর্ষিণী হইয়া থাকে। সে অবস্থায় তাহার সেবা শ্রীকৃষ্ণ গ্রহণ করিতেছেন অনুভব করিয়া সে প্রেমানন্দে বিহ্বল হয়।

কর্মার্পণকারীর কিন্তু শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মে যে রতি থাকে না ইহা পূর্বে বলা হইয়াছে। সেই জন্য শ্রীকৃষ্ণপ্রীতি তার পক্ষে স্বতঃস্ফূর্ত নহে কিংবা সে শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিলে তাহা তিনি গ্রহণ করিতেছেন কিনা সে অনুভূতিও তার থাকে না। ভাগ্যবান্ কর্মাধিকারী জীব মহৎকৃপাদ্বারা প্রভাবিত হইয়া শুদ্ধভক্তির প্রতি আকৃষ্ট হয়। কিন্তু তাহার ইন্দ্রিয় স্বরূপশক্তির দ্বারা প্রভাবিত না হইয়া রজস্তমোগুণদ্বারা প্রভাবিত হওয়ায় অহঙ্কারবশতঃ সে নিজচেষ্টায় ভক্তি করিতেছে বলিয়া মনে করে।

তুমি বলিতে পার যে, সে যখন মহৎকৃপা পাইয়াছে, তখন তাহার ইন্দ্রিয় স্বরূপশক্তি-কৃপাসঞ্চারিত হয় নাই বলিয়া কি জন্য বলা যাইবে ? ইহার উত্তরে বলা যাইবে যে, তাহার প্রতি মহৎকৃপা থাকিলেও তাহার রজস্তমোগুণজনিত অহঙ্কার উক্ত কৃপাকে সম্পূর্ণরূপে বরণ করিতে বাধা সৃষ্টি করে। তজ্জন্য এস্থানে মহৎকৃপার প্রাধান্যের পরিবর্তে অহঙ্কারেরই প্রাধান্য থাকিয়া যায়। সেই কারণে এস্থানে যে ভক্তি করা হয় তাহাতে স্বরূপশক্তির প্রভাব আভাসরূপে থাকায় নিজ চেষ্টার আবশ্যকতা হয়। এই ভূমিকায় শ্রীবিষ্ণুর যে সন্তোষচিন্তা তাহা ঠিক সন্তোষচিন্তা নহে। কারণ জড় মনের দ্বারা শ্রীবিষ্ণুর সন্তোষচিন্তার স্বরূপ উপলব্ধ হয় না। তজ্জন্য চেষ্টা করিয়া যে সন্তোষচিন্তা করা যায়, তাহা প্রকৃতপক্ষে সন্তোষচিন্তা নহে – 'সন্তোষাভাষ বা প্রীণনাভাস' মাত্র। এই প্রীণনাভাসের মাহাত্ম্যও কিছু কম নহে। কারণ স্বরূপশক্তির কৃপার আংশিক সঞ্চারহেতু এই প্রীণনাভাসের উদয় হইয়া থাকে। স্বরূপশক্তির

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

কৃপাসঞ্চারে কখনও কার্পণ্য থাকে না। তাঁহার কৃপা সর্বদা সকলের প্রতি সম্পূর্ণরূপে সঞ্চারিত হইতে থাকিলেও জীবের রজস্তমোগুণাবিষ্ট হৃদয়রূপ আধার উক্ত কৃপাবরণের যোগ্য না হওয়ায় তাহা পূর্ণরূপে গৃহীত না হইয়া আংশিকরূপে বা আভাসরূপেই গৃহীত হইয়া থাকে। তথাপি এই প্রীণনাভাস যে জীবহৃদয়ে জাত হইয়াছে, সে মহাভাগ্যবান্। কারণ স্বরূপশক্তির সম্পর্কহেতু তাঁহার হৃদয়ে ইহা উদিত হইয়াছে। স্বরূপশক্তির এই কৃপার আভাস জীবহৃদয়ে একবার সঞ্চারিত হইলে আর কখনও তাহা হইতে বিচ্যুত হয় না। কারণ প্রত্যেক জীবকে শ্রীকৃষ্ণের সেবায় নিযুক্ত করাইয়া তাঁহার প্রীতিবিধান করা স্বরূপশক্তির স্বাভাবিক বৃত্তি। অতএব আভাসরূপে হইলেও উক্ত বৃত্তি একবার জীবহৃদয়ে সঞ্চারিত হইলে আর কখনও তাহা হইতে চলিয়া যাইতে চাহে না। অতএব এই ভক্তিমাত্রকাম কর্মার্পণকারী যদি মহৎ অবজ্ঞারূপ অপরাধ না করে, তবে নিশ্চিতরূপে একদিন না একদিন মহৎকৃপায় শুদ্ধভক্তিপথাশ্রয়ী হইয়া প্রেমলাভের যোগ্য হইতে পারিবে।

শুদ্ধভক্তির লক্ষণ

কেশব – মহৎকৃপা হইতে ত জীব ভক্তিমাত্রকাম কর্মার্পণ করিবার প্রবৃত্তি লাভ করিল, আবার মহৎকৃপা হইতে সে শুদ্ধভক্তি লাভ করিবে বলিতেছেন কেন ?

শ্রীহরিদাস – তোমাকে পূর্বেই বলিয়াছি যে, ভক্তির জীবন হইল শ্রীবিষ্ণুর সন্তোষচিন্তা। ভক্তির দুইটি লক্ষণ কথা শ্রীজীবপাদ উল্লেখ করিয়াছেন। একটি হইল ইন্দ্রিয়ে শ্রবণকীর্তনাদি অনুষ্ঠানরূপ আর অন্যটি হইল অপ্রাকৃতমানসভাবরূপ। অপ্রাকৃত বলিবার কারণ এই যে, ইহা জীবের প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের অধিকারভুক্ত নহে – অপ্রাকৃত হ্লাদিনীশক্তিরই বৃত্তিবিশেষ। সেই জন্য শতচেষ্টা করিলেও এই ভাব কদাপি জীবের প্রাকৃত ইন্দ্রিয় হইতে জাত হইতে পারিবে না। হ্লাদিনীশক্তির দূত মহতের কৃপায়ই এই ভাব জীবহৃদয়ে সঞ্চারিত হইয়া থাকে। এই ভাব অর্থাৎ অপ্রাকৃত মানসভাব শ্রবণ-কীর্তনাদি অনুষ্ঠানের প্রাণস্বরূপ। ভক্তিমাত্রকাম কর্মার্পণে ভক্তির প্রাণস্বরূপ এই অপ্রাকৃত মানসভাব থাকে না। প্রাকৃত রজস্তমোগুণের প্রাধান্যবশতঃ কর্মাধিকারী জীব নিজ চেষ্টায় ভক্তি করিতেছে বলিয়া বিচার করে এবং তাহাতে তাহার সুখচিন্তাও মধ্যে মধ্যে প্রবেশ করে। এইরূপ অবস্থায় সে নিজকে ভক্তি যাজনে সম্পূর্ণ অসমর্থ জ্ঞান করিয়া ভগবদধিষ্ঠানজ্ঞানে সর্বভূতাদরপূর্বক সর্বদা স্বসুখচিন্তাকে হৃদয় হইতে দূরে রাখিতে যত্ন করে। আবার সে কিরূপে তাহার সমস্ত স্বার্থকে শ্রীবিষ্ণুর প্রীতির উদ্দেশ্যে জলাঞ্জলি দিতে পারিবে তজ্জন্য ব্যাকুল হৃদয়ে মহৎকৃপালাভের জন্য

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

সক্রন্দন প্রার্থনা করে। এইরূপ ব্যক্তিই মহাভাগ্যবান্। কারণ এইরূপ সক্রন্দন ব্যাকুল প্রার্থনা দ্বারা ক্রমশঃ সে নিজকে মহৎকৃপাবরণযোগ্য করে এবং মহৎকৃপায় ভক্তিবাসনা লাভ করিয়া শুদ্ধভক্তিসাধনের যোগ্য হয়। সেই কারণে শ্রীগৌরহরি বলিলেন –

"মহৎকৃপা বিনা কোন কর্মে ভক্তি নয়।
কৃষ্ণভক্তি দূরে রহু সংসার নহে ক্ষয়॥"
(শ্রীচৈ:চ:মধ্য ২২।৩২)

অর্থাৎ মহৎকৃপা ব্যতীত নিজ চেষ্টায় ভক্তি ত হইবেই না, রজস্তমোগুণ হইতে মুক্তিলাভও হইবে না।

শ্রীপ্রহ্লাদ মহারাজও বলিয়াছেন –

"নৈষাং মতিস্তাবদুরুক্রমাঙ্ঘ্রিং, স্পৃশত্যনর্থাপগমো যদর্থঃ।
মহীয়সাং পাদরজোঽভিষেকং, নিষ্কিঞ্চনানাং ন বৃণীত যাবৎ॥"
(শ্রীভা: ৭।৫।৩২)

অর্থাৎ নিষ্কিঞ্চন মহাপুরুষগণের পদধূলিতে অভিষিক্ত না হওয়া পর্যন্ত বিষয়াসক্ত পুরুষের সংসারনাশিনী ভগবদ্‌বিষয়িণী মতির উদয় হইবে না।

শ্রীভরত মহারাজ রাজা রহূগণকে বলিয়াছেন –

"রহূগণৈতৎ তপসা ন যাতি, ন চেজ্যয়া নির্বপণাদ্‌গৃহাদ্‌বা।
ন ছন্দসা নৈব জলাগ্নিসূর্যৈর্বিনা মহৎপাদরজোঽভিষেকম্॥"
(শ্রীভা: ৫।১২।১২)

অর্থাৎ হে রহূগণ! মহাপুরুষগণের পদরজে অভিষিক্ত না হওয়া পর্যন্ত মানব এই ভগবৎজ্ঞানকে তপস্যা, ইজ্যা অর্থাৎ বৈদিককর্ম, নির্বপণ অর্থাৎ অন্নাদি দান, গৃহস্থ ধর্ম অর্থাৎ গৃহস্থোচিত পরোপকার, বেদাভ্যাস কিংবা জল, অগ্নি, সূর্য প্রভৃতির উপাসনা দ্বারা লাভ করিতে পারে না।

শ্রীমদ্ভাগবতে শুদ্ধভক্তি বা ভক্তিযোগের সংজ্ঞা বর্ণনা করিতে গিয়া শ্রীপ্রহ্লাদ মহারাজ বলিয়াছেন –

"শ্রবণং কীর্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্।
অর্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্॥
ইতি পুংসার্পিতা বিষ্ণৌ ভক্তিশ্চেন্নবলক্ষণা।
ক্রিয়েত ভগবত্যদ্ধা তন্মন্যেঽধীতমুত্তমম্॥"
(৭।৫।২৩-২৪)

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

অর্থাৎ শ্রীবিষ্ণুর শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ, পাদসেবন, অর্চন, বন্দন, দাস্য, সখ্য ও আত্মনিবেদন – এই নয় প্রকার সাক্ষাদ্রূপা ভক্তি যদি ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুতে কোন ব্যক্তিদ্বারা অর্পিত হইয়া অনুষ্ঠিত হয়, তবে সেই ব্যক্তির অধ্যয়নকে আমি উত্তম মনে করি।

এস্থানে শ্রবণ, কীর্তন ও স্মরণ শব্দে শ্রীভগবানের নামাদি বিষয়ক শ্রবণাদিই উদ্দিষ্ট হইয়াছে। পাদসেবন অর্থ পরিচর্যা, অর্চন অর্থ বিধিনির্দ্দিষ্ট পূজা, বন্দন অর্থ নমস্কার, দাস্য অর্থ 'আমি শ্রীবিষ্ণুদাস' এইরূপ অভিমান, সখ্য অর্থ বন্ধুভাবে তাঁহার হিতকামনা এবং আত্মনিবেদন অর্থ দেহাদির ভরণপালনাদির জন্য নিজে কোন চেষ্টা না করিয়া গো-অশ্বাদি পশুর ন্যায় নিজের দেহেন্দ্রিয়াদি সবকিছু একমাত্র শ্রীবিষ্ণুর ভজনের জন্য তাঁহাতে বিক্রয়রূপে সমর্পণ।

উক্ত শ্লোকের টীকায় শ্রীল জীবগোস্বামী প্রভু ভক্তিসন্দর্ভ ১৬৯তম অনুচ্ছেদে যাহা উল্লেখ করিয়াছেন, তাহার সারমর্ম এইরূপ –

প্রথমে নিজ রুচি অনুযায়ী কর্ম করিয়া পরে (ধর্মার্থাদিরূপ) স্বীয় স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে তাহা শ্রীবিষ্ণুকে অর্পণ করিবার পরিবর্তে "এই নয় প্রকার ভক্তি শ্রীবিষ্ণুরই সুখকর কার্য এবং ইহার অনুষ্ঠানদ্বারা তিনি সাক্ষাদ্ভাবে সুখী হইবেন" – প্রথমে মনে এইরূপ চিন্তা পোষণ করিয়া এই চিন্তাদ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া পরে যে ভক্তির অনুষ্ঠান করা যায়, তাহাই ভক্তিযোগ বা শুদ্ধভক্তিপদবাচ্য। এস্থানে কেবল শ্রীবিষ্ণুর সুখবিধানবাসনাই ভক্তিসাধনের প্রবর্তক। নিজসুখবাসনার লেশমাত্র এস্থানে নাই। এই নিঃস্বার্থ বা নিষ্কাম ভক্ত্যনুষ্ঠানই "শ্রবণং কীর্তনং" শ্লোকের তাৎপর্য। শ্রীগোপালতাপনী শ্রুতিতে বলা হইয়াছে – "ভক্তি হইতেছে শ্রীবিষ্ণুর ভজন। ভক্তীতর ঐহিক ও পারলৌকিক সুখবাসনা হৃদয়ে না রাখিয়া শ্রীবিষ্ণুতে মনোনিবেশই ভজন এবং ইহাই নৈষ্কর্ম্য।" শ্রীবিষ্ণুর প্রীতিবিধানবাসনা লইয়া তাঁহাতে যে মনোনিবেশ, তাহাই অপ্রাকৃত মানসভাব। তাহাকে অবিচ্ছিন্না মনোগতিও বলা যায়।

শ্রীজীবপাদের এই উক্তিতে ভক্তির অনুষ্ঠান অপেক্ষা অনুষ্ঠাতার উদ্দেশ্যের উপরেই অধিক গুরুত্ব প্রদত্ত হইয়াছে। বস্তুতঃ যাহার সেবা করা যায়, প্রথমে তাহার সুখচিন্তা করিয়া সেই চিন্তাতে অনুপ্রাণিত হইবার পর যাহাকিছু করা যায়, তাহাই যথার্থ সেবাপদবাচ্য। সেব্যের সুখচিন্তা ব্যতীত সেবা হইতে পারে না। যেরূপ স্ত্রী স্বামীর সেবা করে তাহাকে সুখী করিবার জন্য, মা সন্তানের সেবা করে তাহার সুবিধানমানসে, বন্ধু বন্ধুর প্রীতিনিমিত্তই তাহার সেবা করে এবং রাজা প্রজার সেবা করে তাহাকে সুখী করবিার উদ্দেশ্যে। ইহাই জগতের নিয়ম। ইহা হইতে স্পষ্ট জানা যায় যে, সেব্যের

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

সুখচিন্তা হৃদয়ে না থাকিলে সেবা কদাপি সম্ভব হইতে পারে না। সুখচিন্তা ব্যতীত যে সেবা করা যায়, তাহা সেবা নহে, বরং নিজের কোন স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে সেবার অভিনয়মাত্র। ভক্তিও ঠিক সেইরূপ। যেস্থানে নিজের ধনাদি ঐহিক সুখ, স্বর্গাদি পারলৌকিক সুখ কিংবা মুক্তি আদি বাসনা হৃদয়ে পোষণ করিয়া ভক্তি করা যায়, সেস্থানে তাহা শুদ্ধভক্তি বা সেবা নহে।

(ভজ্ + ক্তিন্) = ভক্তি। ভজ্ অর্থ সেবা। সুতরাং ভক্তি অর্থ সেবা। সেবাতে সেব্যের সুখচিন্তা অবশ্য থাকিবে। ভক্তির সংজ্ঞা সম্বন্ধে শ্রীল রূপগোস্বামিপ্রভু শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে উল্লেখ করিয়াছেন —

"অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্মাদ্যনাবৃতম্।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা ॥" (১।১।১১)

অর্থাৎ অন্যাভিলাষিতাশূন্য জ্ঞানকর্মাদিদ্বারা অনাবৃত শ্রীকৃষ্ণের সুখবিধানের অনুকূল অনুশীলনকেই উত্তমা ভক্তি বলা যায়।

শ্রীল জীবগোস্বামিপ্রভুও শ্রীভক্তিসন্দর্ভ ২২৪তম অনুচ্ছেদে উল্লেখ করিয়াছেন — "ভক্তৌ পুনঃ প্রীণনমেব ভক্তেস্তদেকজীবনত্বাৎ।" অর্থাৎ ভগবৎপ্রীণন (শ্রীভগবানের সুখবিধানবাসনা)ই ভক্তির একমাত্র জীবনস্বরূপ।

প্রেমের সংজ্ঞা নির্দেশ করিতে গিয়া শ্রীল রূপগোস্বামিপ্রভু শ্রীভক্তিরসামৃত-সিন্ধুতে পঞ্চরাত্রের উক্তি উদ্ধার করিয়া উল্লেখ করিয়াছেন —

"অনন্যমমতা বিষ্ণৌ মমতা প্রেমসঙ্গতা।
ভক্তিরিত্যুচ্যতে ভীষ্মপ্রহ্লাদোদ্ধবনারদৈঃ ॥" (১।৪।২)

অর্থাৎ (শ্রীবিষ্ণু ব্যতীত) অন্যত্র মমতাবর্জিত অথচ শ্রীবিষ্ণুতে প্রেমসঙ্গতা যে মমতা তাহাকেই ভীষ্ম, প্রহ্লাদ, উদ্ধব ও নারদাদি ভক্তি বা প্রেম আখ্যা দিয়াছেন।

এস্থানে ভক্তি ও প্রেম একার্থবাচক। অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি মমতাযুক্ত হইয়া কেবল তাঁহারই প্রীতিবিধানের উদ্দেশ্যে তাঁহার বিবিধ সেবার যে চেষ্টা, তাহাই ভক্তিপদবাচ্য। এই গাঢ় মমতাকেই প্রেমসঙ্গতা মমতা বলা হয়। শ্রীল জীবপাদের উক্তি অনুযায়ী এই মমতার স্বরূপ এইরূপ; যথা — "তৎসন্তোষৈক-জীবনত্বাৎ প্রীতি-জাতেঃ"। (শ্রীভক্তিসন্দর্ভ ৩১২তম অনুচ্ছেদ) অর্থাৎ শ্রীবিষ্ণুর সন্তোষই তাঁহার প্রতি প্রীতির জীবনসদৃশ। শ্রীবিষ্ণুর প্রতি ভক্তের যে মমতা তাহার ফলে শ্রীবিষ্ণুরই সন্তোষ হয়। এই শ্রীবিষ্ণুর সন্তোষ ব্যতীত তাহাতে ভক্তের অন্য কোনরূপ ফলানুসন্ধান থাকে না। ইহা হইতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, কেবলমাত্র শ্রীবিষ্ণুকে সুখী করিবার উদ্দেশ্যে তাঁহার প্রতি যে মমতা, তাহাই প্রেমপদবাচ্য। ইহাই "প্রেমসঙ্গতা মমতা"র অর্থ।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ইহাকে অপ্রাকৃত মানসভাবও বলা যায়। রজস্তমোগুণতাড়িত জীবের প্রাকৃত মনে নিজের কোন স্বার্থাভিসন্ধি না রাখিয়া কেবল শ্রীকৃষ্ণকে সুখী করিবার বাসনা কখনও জাত হইতে পারিবে না; যেহেতু ইহা স্বরূপশক্তির বৃত্তি। জীবকে সর্বদা স্বসুখচিন্তায় মগ্ন করানই রজস্তমোগুণের একমাত্র স্বভাব। এইরূপ অবস্থায় রজস্তমোগুণাচ্ছন্ন মনে শ্রীকৃষ্ণের সন্তোষ নিমিত্ত তাঁহার সুখচিন্তার উদয় অসম্ভব। স্বরূপশক্তি বা হ্লাদিনীশক্তির এই বৃত্তি লাভ করিতে হইলে হ্লাদিনীশক্তির দূত ভক্তমহতের কৃপা যে একান্ত আবশ্যক, ইহা বলা নিষ্প্রয়োজন। তজ্জন্য মহৎকৃপা ব্যতীত শুদ্ধভক্তিতে অধিকারলাভ সম্পূর্ণ অসম্ভব।

সগুণা ও নির্গুণা ভক্তি

কেশব — শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় শ্রীকৃষ্ণ ত স্বয়ং বলিয়াছেন —

"চতুর্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনোঽর্জুন।
আর্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ॥" (৭।১৬)

অর্থাৎ হে ভরতবংশের শ্রেষ্ঠ অর্জুন! সুকৃতী অর্থাৎ শুদ্ধভাবে বর্ণাশ্রমধর্মযাজী কিংবা বহুপুণ্যকারী ব্যক্তি আর্ত, অর্থার্থী, জিজ্ঞাসু ও জ্ঞানী এই চারিভাবে আমাকে ভজন করে। আর্ত — রোগাদি বা দারিদ্র্যপীড়িত কিংবা কোন বিপদ্গ্রস্ত ব্যক্তি; অর্থার্থী — ইহ জগতের ধন, স্ত্রী ও প্রতিষ্ঠাদি সুখ ও স্বর্গাদি পারলৌকিক সুখকামী; জিজ্ঞাসু — ভগবত্তত্ত্বজ্ঞানার্থী বা আত্মতত্ত্বজ্ঞানার্থী ব্যক্তি; জ্ঞানী — ভোগপরাঙ্মুখ নিষ্কামব্যক্তি — এই চারি শ্রেণীর ব্যক্তিগণ তাহাদের কামনাপূরণ উদ্দেশ্যে আমাকে ভজন করেন। এস্থানে ত নিজ কামনাপূরণ উদ্দেশ্যে তাঁহাকে ভজন করিবার কথা শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন। তাঁহার সুখকামনা করিয়া তাঁহাকে ভজন করিবার কথা ত বলেন নাই?

শ্রীহরিদাস — শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় শ্রীকৃষ্ণ যে ভক্তির কথা বলিয়াছেন, তাহা সগুণা ভক্তি। ভক্তির স্তর বিচার করিলে ইহা নিকৃষ্ট হইলেও সাধারণ জীবের অধিকার বিচার করিয়া তিনি এইরূপ উপদেশ দিয়াছেন। জগতের অধিকাংশ জীব ফলকামী কর্মাধিকারী। নিষ্কামা, নির্গুণা ভক্তির অধিকারী বিরল। সেইজন্য তিনি সগুণা ভক্তির উপদেশ দিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবতে তিনি ক্রমান্বয়ে সগুণা ও নির্গুণা উভয় প্রকার ভক্তির উপদেশ দিয়াছেন। ভগবদ্বিমুখ মায়াগ্রস্ত জীবমাত্রে তমঃ, রজঃ ও সত্ত্ব। এই তিন মায়িক গুণে আবৃত। এই ভূমিকা হইতে শ্রীবিষ্ণুকে ভজন করিবার যে প্রবৃত্তি হয়, তাহা গুণমিশ্রা হওয়ায় তাহাকে সগুণা ভক্তি বলা হয়। এই

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

সগুণা ভক্তির ফল সাধকের স্বীয় স্বার্থসিদ্ধি নিমিত্তই উদ্দিষ্ট। অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণকে ভক্তি করিয়া সাধক তাহা হইতে নিজস্বার্থসিদ্ধিবাঞ্ছা ত্যাগ করিতে পারে না। এস্থানে সাধকের এই যে দুর্বলতা ইহা তাহার হৃদয়স্থ সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ – এই ত্রিগুণেরই প্রভাব। এই ত্রিগুণদ্বারা আবৃত থাকা পর্যন্ত জীব কদাপি নিঃস্বার্থ ভাবে ভক্তি করিতে পারিবে না। সেই কারণে শ্রীকৃষ্ণের এই সগুণা ভক্তির উপদেশ।

সগুণা ভক্তি ও তাহার প্রকারভেদ

এ সম্বন্ধে শ্রীকপিলদেব মাতা দেবহূতিকে যাহা বলিয়াছেন তাহা বলিতেছি –

"ভক্তিযোগো বহুবিধো মার্গৈর্ভাবিনি ভাব্যতে।
স্বভাবগুণমার্গেণ পুংসাং ভাবো বিভিদ্যতে॥" (শ্রীভা: ৩।২৯।৭)

সাধকের উদ্দেশ্য অনুযায়ী ভক্তিযোগ বহুপ্রকারে প্রকাশিত হয়। স্বভাবগত সত্ত্ব, রজঃ ও তমোবৃত্তিভেদে অভিপ্রায় বা উদ্দেশ্যভেদ হইয়া থাকে। তদনুযায়ী ফললাভের আশাভেদে ভক্তিভেদ দেখা যায়। এইরূপ ভক্তিকে সগুণা ভক্তি বলা হয়। এই শ্লোকের টীকায় শ্রীল জীবপাদ শ্রীভক্তিসন্দর্ভ ২৩৪তম অনুচ্ছেদে এইরূপ উল্লেখ করিয়াছেন – "ভক্তিশব্দ ভগবৎসেবাকেই বুঝায়। যেস্থানে সেবাবাসনা নাই, সেস্থানে ভক্তির ফলে নিজের কি স্বার্থসিদ্ধি হইতে পারে, সেই দিকেই দৃষ্টি থাকে, শ্রীবিষ্ণুর প্রতি অনুরাগ থাকে না; যেহেতু ফলপ্রাপ্তি না হইলে সেরূপ ভক্তি করিতে আর আগ্রহ হয় না। শ্রীগোপালতাপনী শ্রুতিতেও উক্ত হইয়াছে যে, শ্রীভগবানের ভজনই ভক্তি; ঐহিক ও পারলৌকিক উপাধিশূন্য অর্থাৎ বিষয়বাসনাশূন্য হইয়া শ্রীভগবানের প্রতি মনঃসংযোগই সেই ভজন এবং ইহারই নাম নৈষ্কর্ম্য। শতপথ শ্রুতিতেও উক্ত হইয়াছে যে, 'পুমানাত্মহিতায় প্রেম্ণা হরিং ভজেৎ'। প্রেমহেতু অর্থাৎ প্রেমমাত্র-কামনারূপ যে নিজ হিত, তাহারই নিমিত্ত পুরুষ শ্রীহরির ভজন করিবে।"

শ্রীল জীবপাদের টীকা হইতে ইহাই স্পষ্ট উপলব্ধ হইল যে, শ্রীভগবানের প্রীতিবিধানই ভক্তির মুখ্য উদ্দেশ্য। এইরূপ ভক্তিতে শ্রীভগবানের প্রীতি নিমিত্ত জীব তাহার যাবতীয় স্বার্থ ত্যাগ করিয়া থাকে। কিন্তু ত্রিগুণাক্রান্ত জীবের পক্ষে এইরূপ স্বার্থত্যাগ সম্ভব নহে। অতএব তমঃ আদি স্বভাবভেদে তাহার উদ্দেশ্যভেদ হইয়া থাকে। তখন সে যে ভক্তি করে, তাহাতে তাহার স্বার্থসিদ্ধিবাসনা অবশ্য থাকে। তজ্জন্য এইপ্রকার ভক্তিকে শুদ্ধা ভক্তি বা নির্গুণা ভক্তি না বলিয়া সগুণা ভক্তিই বলা যায়। এই সগুণা ভক্তিসম্বন্ধে শ্রীকপিলদেবের উক্তি –

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

"অভিসন্ধায় যো হিংসাং দম্ভং মাৎসর্যমেব বা।
সংরম্ভী ভিন্নদৃগ্‌ভাবং ময়ি কুর্যাৎ স তামসঃ ॥"
বিষয়ানভিসন্ধায় যশ ঐশ্বর্যমেব বা।
অর্চ্চাদাবর্চ্চয়েদ্‌যো মাং পৃথগ্‌ভাবঃ স রাজসঃ ॥
কর্মনির্হারমুদ্দিশ্য পরস্মিন্‌ বা তদর্পণম্‌।
যজেদ্‌যষ্টব্যমিতি বা পৃথগ্‌ভাবঃ স সাত্ত্বিকঃ ॥"
(শ্রীভা: ৩।২৯।৮-১০)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি হৃদয়ে হিংসা, দম্ভ বা মাৎসর্য পোষণ করিয়া কামের অতৃপ্তিহেতু ক্রোধযুক্ত হয় এবং নিজের মধ্যে যেরূপ সুখ-দুঃখ আছে সমস্ত প্রাণীর মধ্যেও সেইরূপ আছে, ইহা উপলব্ধি না করিয়া অত্যন্ত নির্দয় হয়, সেইরূপ ভিন্নদৃষ্টিযুক্ত ব্যক্তি আমার প্রতি যে ভক্তির আকার প্রদর্শন করে, তাহা তামসী ভক্তি এবং সেই ভক্ত তামসভক্ত নামে কথিত। এ সম্বন্ধে শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর যাহা উল্লেখ করিয়াছেন তাহার মর্ম এইরূপ –

প্রথমে তামসী ভক্তির লক্ষণ নিরূপণ করিতে গিয়া বলিতেছেন – ভক্তি 'তামসী' হয় – এইরূপ বলা অনুচিত। সেই কারণে ভক্তিকে তামস্যাদি না বলিয়া ভক্তিসাধককেই তামসাদি শব্দদ্বারা অভিহিত করা হইয়াছে।

অপরের প্রতি হিংসা, দম্ভ ও মাৎসর্য চরিতার্থ করিবার উদ্দেশ্য রাখিয়া যে ভক্তির আশ্রয় লইয়া থাকে সে তামস ভক্ত। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, কোন ব্যক্তি কোনও স্থানে ধর্ম বিষয়ে ভাষণ দিয়া খুব লোকপ্রিয় হইয়াছেন। তাহার সেই লোকপ্রিয়তাকে সহ্য করিতে না পারিয়া যদি কেহ উক্ত লোকপ্রিয়তাকে নাশ করিয়া নিজের প্রতিষ্ঠাবৃদ্ধির উদ্দেশ্যে শ্রীহরিকথা বলিবার ছলনা করে, তাহাকে তামসভক্ত বলা হয়। কারণ তাহার উক্ত শ্রীহরিকথা কীর্তনে শ্রীহরির সন্তোষচিন্তার আভাসও থাকে না। কিরূপে পূর্ববর্তী বক্তার লোকপ্রিয়তা নাশ হইবে, ইহাই তাহার একমাত্র ধ্যেয় থাকে। সে শ্রীহরিকথা-কীর্তনরূপ ভক্তির ছলনা করিলেও তাহার অন্তরে হিংসারূপ মন্দ উদ্দেশ্যহেতু উক্ত শ্রীহরিকথা-কীর্তনরূপ আপাতপ্রতিম ভক্তি কেবল তামসী ভক্তিমাত্র হইয়া থাকে। ইহাতে বস্তুতঃ ভক্তির গন্ধ থাকে না।

অতএব ভক্তির প্রাণস্বরূপ শ্রীভগবানের সন্তোষচিন্তার আভাসমাত্র হৃদয়ে না রাখিয়া কেবল নিজের হিংসা, দম্ভ ও মাৎসর্য চরিতার্থ করিবার উদ্দেশ্যে যে ভক্তি করা যায়, তাহা ভক্তির ন্যায় প্রতীত হইলেও ভক্তিপদবাচ্য নহে এবং এইপ্রকার সগুণা

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ভক্তির অনুষ্ঠাতাকে পৃথগ্‌ভাব বলিয়া শ্রীকপিলদেব বলিয়াছেন। 'পৃথগ্‌ভাব' অর্থ ভক্তির প্রাণস্বরূপ শ্রীভগবানের সুখ বা স্বার্থসিদ্ধি কামনা না করিয়া সে পৃথক্ ভাবে তাহার হিংসা, দম্ভ ও মাৎসর্য চরিতার্থরূপ নিজস্বার্থসিদ্ধিকেই প্রাধান্য দিয়া থাকে। অতএব ভক্তির মুখ্য উদ্দেশ্য বা প্রাণ যে শ্রীভগবানের সন্তোষবিধান, তাহা এস্থানে না থাকায় ইহা শুদ্ধা বা নির্গুণা ভক্তি না হইয়া তামসীরূপা সগুণা ভক্তিরূপেই গণ্য হয়।

যে আমাকে (শ্রীভগবান্‌কে) সুখী করিবার বাসনা না রাখিয়া নানাপ্রকার বিষয়, প্রতিষ্ঠা ও ঐশ্বর্যলাভের আশায় অভিনিবিষ্ট থাকে, সেইরূপ পৃথগ্‌ভাব পুরুষ আমার অর্চনাদি ভক্তির যে আড়ম্বর করে, তাহা 'রাজসী ভক্তি' এবং সেই ভক্ত 'রাজস ভক্ত' নামে কথিত হয়। বিষয়, প্রতিষ্ঠা ও ঐশ্বর্যাদি লাভের অভিসন্ধি রাখিয়া যে মন্দিরনির্মাণ, শ্রীবিগ্রহপ্রতিষ্ঠা বা শ্রীহরিকথা প্রচাররূপ ভক্তির আকার প্রদর্শিত হয় তাহা রাজসী ভক্তি। নিজের প্রতিষ্ঠালাভ উদ্দেশ্যে মন্দিরাদি নির্মাণ করিয়া অনেকে তাহাতে প্রস্তরফলকে নিজের নামাঙ্কন করিয়া থাকেন। ভক্তিগ্রন্থ লিখিয়া অনেকে পিএচ্.ডি. ডিগ্রী কিংবা অভিনন্দনাদি প্রাপ্তির আশা পোষণ করিয়া থাকেন। ইহাও রাজসী ভক্তিপর্যায়ভুক্ত। ভক্তিকথা প্রচার করিয়া নিজের প্রশংসা শুনিতে অন্তরে যাহার প্রবল আগ্রহ থাকে সেও রাজস ভক্ত।

ভক্তিগ্রন্থ লিখিয়া তাহাতে ভূমিকাদি অন্য লোকের দ্বারা লেখানো কিংবা খবরকাগজের মাধ্যমে তাহার তারিফ করানো ইত্যাদিও রাজসী ভক্তিপর্যায়ভুক্ত। উক্ত গ্রন্থরচনাদ্বারা শ্রীবিষ্ণুর কতদূর প্রীতিবিধান হইল তাহার প্রতি দৃষ্টি না দিয়া প্রতিষ্ঠারূপ স্বসুখের প্রতিই অধিক দৃষ্টি থাকে। তজ্জন্য এইরূপ রাজসভক্তও 'পৃথগ্‌ভাব'।

পৃথিবীব্যাপী শ্রীহরিকথা প্রচারের অভিযান করিয়াও যাহাদের কেবল প্রতিষ্ঠা, ঐশ্বর্য ও বিষয়সংগ্রহের অভিসন্ধি থাকে, তাহাদের এইরূপ ভক্তির আকার কেবল 'রাজসী ভক্তিরই তাণ্ডব' বলিয়া শ্রীকপিলদেব বলিয়াছেন। ইহাতে সাধকের চিত্তে শুদ্ধভক্তির প্রাণস্বরূপ শ্রীভগবানের সন্তোষচিন্তা না থাকিয়া নিজস্বার্থসিদ্ধিবাঞ্ছা প্রবল থাকায় এই ব্যক্তিও পৃথগ্‌ভাব এবং ইহার অনুষ্ঠিত ভক্তিও রাজসীরূপা সগুণা ভক্তি।

কেবল মোক্ষকে উদ্দেশ্য রাখিয়া যে ব্যক্তি পরমেশ্বরে কর্মার্পণ করে কিংবা শাস্ত্রবিধানানুযায়ী পূজা করা উচিত—এইরূপ কর্তব্যবুদ্ধিদ্বারা চালিত হইয়া যে পরমেশ্বরের পূজা করে কিন্তু তাঁহার সুখবিধান উদ্দেশ্যে তাহা করে না, তামস ও রাজস ভক্তের ন্যায় সেও মোক্ষলাভরূপ সাত্ত্বিকবৃত্তি হৃদয়ে পোষণ করায় পৃথগ্‌ভাবই হয়। অর্থাৎ শ্রীভগবানের প্রীতিবিধানরূপ ভক্তি হইতে মুক্তিকে পৃথক্ পুরুষার্থ বলিয়া জ্ঞান করায় সে পৃথগ্‌ভাব। এইরূপ ভক্ত 'সাত্ত্বিকভক্ত' নামে কথিত।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

সাত্ত্বিকী ভক্তিতে সংসারমুক্তিবাসনা থাকায় ইহাকে অনেকে ভ্রমবশতঃ শ্রেষ্ঠ ভক্তি বলিয়া মনে করেন। বস্তুতঃ ইহা শ্রেষ্ঠ নহে। এই ভক্তিতে যাঁহার উদ্দেশ্যে ভক্তি করা হইতেছে, তাঁহার সন্তোষচিন্তা ব্যতীত মুক্তিরূপ সাধকের নিজস্বার্থ নিহিত থাকায় ইহা শ্রেষ্ঠ বা নিঃস্বার্থভক্তিপর্যায়ভুক্ত হইতে পারে না। ইহাতেও শুদ্ধভক্তির প্রাণরূপ ভগবৎপ্রীণন না থাকায় এইরূপ ভক্ত পৃথগ্ভাব এবং ইহার অনুষ্ঠিত ভক্তি সাত্ত্বিকীরূপা সগুণা ভক্তি।

তামসী, রাজসী ও সাত্ত্বিকী — এই তিন প্রকার ভক্তিতে বাহিরে ভক্তির আকার মাত্র থাকে, কিন্তু ইহার অনুষ্ঠাতা পৃথগ্ভাব হওয়ায় অর্থাৎ যাহার উদ্দেশ্যে ভক্তি করা হইতেছে তাহার সুখচিন্তা হৃদয়ে না রাখিয়া কেবল নিজস্বার্থসিদ্ধিচিন্তায় মগ্ন থাকায় এই ভক্তিকে 'সগুণা ভক্তি' বলা যায়। ইহা তমঃ, রজঃ ও সত্ত্বগুণদ্বারা প্রভাবিত হওয়ায় ইহার শুদ্ধত্ব বা নির্গুণত্ব হারাইয়া থাকে। বস্তুতঃ যে ভক্তিতে সাধকের স্বীয় স্বার্থসিদ্ধি উদ্দেশ্য থাকে সেইরূপ ভক্তি সগুণা।

নির্গুণা ভক্তির স্বরূপ

কেশব — কোন্ প্রকার ভক্তিকে নির্গুণা বলা হয় ?

শ্রীহরিদাস — যে ভক্তিতে নিজের কোন স্বার্থসিদ্ধির অভিসন্ধি থাকে না এবং যাহার উদ্দেশ্যে ভক্তি করা হইতেছে, হৃদয়ে কেবল তাঁহারাই সুখবিধানবাসনা বলবত্তর থাকে, আবার সেই বাসনাই ভক্তিসাধনে প্রবৃত্ত করায় এবং ভক্তির অনুষ্ঠানের সময়ে মন সর্বক্ষণ তাঁহার সুখবিধানচিন্তায়ই নিমগ্ন থাকে, তাহাই নির্গুণভক্তিপদবাচ্য।

এই নির্গুণা ভক্তিসম্বন্ধে শ্রীকপিলদেব বলিয়াছেন —

"মদ্গুণশ্রুতিমাত্রেণ ময়ি সর্বগুহাশয়ে।
মনোগতিরবিচ্ছিন্না যথা গঙ্গাম্ভসোঽম্বুধৌ॥
লক্ষণং ভক্তিযোগস্য নির্গুণস্য হ্যুদাহৃতম্।
অহৈতুক্যব্যবহিতা যা ভক্তিঃ পুরুষোত্তমে॥
সালোক্য-সার্ষ্টি-সামীপ্য-সারূপ্যৈকত্বমপ্যুত।
দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ॥
স এব ভক্তিযোগাখ্য আত্যন্তিক উদাহৃতঃ।
যেনাতিব্রজ্য ত্রিগুণং মদ্ভাবায়োপপদ্যতে॥"

(শ্রীভা: ৩।২৯।১১-১৪)

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

আমার গুণ শ্রবণমাত্রে সমুদ্রের দিকে গঙ্গাজলের প্রবাহের ন্যায় সর্বচিত্তনিবাসী আমার প্রতি যে অবিচ্ছিন্না মনোগতি হয়, সেই ফলানুসন্ধানশূন্যা অব্যবহিতা (জ্ঞানকর্মাদি ব্যবধানরহিতা) ভক্তিই নির্গুণভক্তিযোগরূপে উদাহৃত হইয়াছে। সেই মনোগতি স্বাভাবিকী বলিয়া এবং তাহা সমুদ্রগামী গঙ্গাজলের গতির ন্যায় অবাধ হওয়ায় কোনরূপ স্বার্থসিদ্ধিবাঞ্ছা তাহাতে ব্যবধান সৃষ্টি করিতে পারে না। কারণ ভোগমোক্ষাদি বাসনারূপ নিজ সুখকামনার লেশমাত্রও তাহাতে থাকে না। আমি দিতে চাহিলেও আমার ভক্ত আমার অপ্রাকৃত সেবা ব্যতীত সালোক্য, সার্ষ্টি, সামীপ্য, সারূপ্য ও একত্ব বা সাযুজ্য গ্রহণ করে না। ইহাই আত্যন্তিক ভক্তিযোগ নামে কথিত। এই ভক্তিযোগদ্বারা জীব ত্রিগুণময়ী মায়াকে অতিক্রম করিয়া আমার বিমলপ্রেম লাভ করে।

মহৎকৃপাই নির্গুণা ভক্তিতে অধিকারলাভের একমাত্র কারণ

কেশব – আপনার কথানুযায়ী নির্গুণা ভক্তিই যে সর্বশ্রেষ্ঠ সাধন ইহা জানা গেল। এই নির্গুণা ভক্তির অধিকার কিরূপে লাভ হইবে ?

শ্রীহরিদাস – নির্গুণা ভক্তিই সর্বশ্রেষ্ঠ সাধন সত্য, কিন্তু ইহা সকলে করিতে পারিবে না। ইহা বিশেষ অধিকারসাপেক্ষ এবং এইরূপ অধিকারই জগতে বিরল। লক্ষ লক্ষ লোক এই নির্গুণভক্তিসাধনের অধিকারী হইতে পারিবে না। মহৎকৃপায় শ্রীকৃষ্ণের সেবাপ্রতি যাহার শ্রদ্ধা বা লোভ জাত হইয়াছে, কেবল সেই বিরল সাধকই নির্গুণা ভক্তির অধিকারী হইতে পারিবে। যাহার শ্রদ্ধা হইয়াছে সে বৈধভক্তিসাধনের অধিকারী ও যাহার লোভ হইয়াছে সে রাগানুগভক্তিসাধনের অধিকারী। বৈধী ও রাগানুগা এই উভয়প্রকার ভক্তিই শুদ্ধা বা নির্গুণা ভক্তিপর্যায়ভুক্ত।

পূর্বে যে অপ্রাকৃত মানসভাবের কথা বলিয়াছি, ইহা মহৎকৃপায়ই জীবহৃদয়ে সঞ্চারিত হয়। তখন জীব নির্গুণা ভক্তি করিতে অধিকার পায়। এই অপ্রাকৃত মানসভাবের অন্য নাম শ্রীকৃষ্ণেন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছা বা ভক্তিবাসনা।

সুতরাং মহৎকৃপা হইতে স্বরূপশক্তি বা হ্লাদিনীশক্তিতাদাত্ম্যপ্রাপ্ত ইন্দ্রিয়দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের সুখচিন্তা হৃদয়ে পোষণ করিয়া যে শ্রবণকীর্তনাদির অনুষ্ঠান করা যায়, তাহা নির্গুণা ভক্তি।

মহৎকৃপালাভের উপায়

কেশব – আপনার উপদেশ হইতে বুঝা গেল যে, মহৎকৃপাই ভক্ত্যধিকার-লাভের মূল। এই মহৎকৃপালাভের সহজ উপায় কি দয়া করিয়া বলুন।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

শ্রীহরিদাস – মহৎ শ্রীভগবানের দ্বারা প্রেরিত হইয়া কেবল জীবমঙ্গল উদ্দেশ্যেই সর্বদা এই জগতে বিচরণ করিতেছেন। জীবের মঙ্গল কামনা ব্যতীত তাঁহার অন্য কোন কাজ নাই। কিন্তু জীবের হৃদয় রজস্তমোগুণাচ্ছন্ন থাকায় সে তাঁহার কৃপা বরণ করিতে পারে না। এই রজস্তমোগুণ হইতে মুক্ত হইবার একমাত্র উপায় অন্তর্যামিদৃষ্টিতে সর্বভূতাদর। অর্থাৎ শ্রীভগবান্ আব্রহ্মস্তম্ব সর্বজীবহৃদয়েই অন্তর্যামিরূপে অবস্থান করিতেছেন। জীবের দেহ তাঁহার মন্দির স্বরূপ। সুতরাং কোন জীবকে অবজ্ঞা করা বা কাহার নিন্দা করা অনুচিৎ। এই বিচারে প্রতিষ্ঠিত হইয়া কর্মার্পণ করিলে অতি শীঘ্রই জীব রজস্তমোগুণ হইতে মুক্ত হইয়া মহৎকৃপাবরণযোগ্য হয়। এই সময়ে দৈবক্রমে মহতের সঙ্গে যোগাযোগ হইয়া গেলে জীব তাঁহার কৃপায় ভক্তিবাসনা লাভ করিয়া নির্গুণভক্তিসাধনে প্রবৃত্ত হয়।

শাস্ত্রবিহিত কর্মার্পণ করিয়াও ভগবদধিষ্ঠানজ্ঞানে সর্বভূতাদর না করা পর্যন্ত কর্মার্পণ যে ব্যর্থ হইয়া যাইবে, এ বিষয়ে শ্রীল জীবপাদ শ্রীভক্তিসন্দর্ভ ১০৬তম অনুচ্ছেদে উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার উক্তি অনুযায়ী কর্মার্পণের শেষফলস্বরূপ ভগবদধিষ্ঠানজ্ঞানে সর্বভূতাদরপ্রবৃত্তি যাহার দৃঢ় হইয়াছে, সে রজস্তমোগুণ হইতে মুক্ত হইয়াছে বলিয়া বুঝিতে হইবে এবং সেই অবস্থায়ই সে মহৎকৃপাবরণযোগ্য হইতে পারিবে।

অতএব ভক্তিকামীকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইতে হইবে যেরূপ সে ভুলবশতঃও কাহার নিন্দা না করে বা কাহার দোষদর্শন না করে। তাহা হইলেই মহৎকৃপালাভ তা'র পক্ষে সহজসাধ্য হইবে।

কেশব – এক জন লোক কোন গর্হিত কর্মে লিপ্ত হইতেছে বলিয়া আমি দেখিতেছি, তাহার দোষ দেখিব না কিরূপে ?

শ্রীহরিদাস – ভক্তি নির্মৎসর সাধুগণের ধর্ম বলিয়া "ধর্মপ্রোজ্ঝিতকৈতবোঽত্র পরমো নির্মৎসরাণাং সতাম্" (শ্রীভা: ১।১।২) শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে। নির্মৎসর কে, সে সম্বন্ধে শ্রীল শ্রীধরস্বামিপাদ উল্লেখ করিয়াছেন – "পরোৎকর্ষাসহনং মৎসরঃ, তদ্‌রহিতানাং সতাং ভূতানুকম্পিনাম্"। অর্থাৎ পরের উৎকর্ষ সহ্য না করাই হইল মৎসর। এইরূপ মৎসররহিত ভূতানুকম্পী সাধুগণই ভাগবতধর্মের অধিকারী। এস্থানে 'মৎসররহিত' ও 'ভূতানুকম্পী' এই দুইটি শব্দ বেশ তাৎপর্যপূর্ণ। যে মৎসর, সে ভূতানুকম্পী অর্থাৎ ভূতাদরকারী হইতে পারিবে না। সুতরাং মাৎসর্যযুক্ত হইয়া যে পরদোষদর্শন, তাহা ভক্তিবাধক বলিয়া শ্রীল স্বামিপাদের টীকা হইতে জানা যায়।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

আমাদের হৃদয়ে মাৎসর্য আছে বলিয়া পরদোষদর্শন হইতেছে। মাৎসর্যশূন্য হইলেই সর্বভূতাদরপ্রবৃত্তি জাগিবে। তবে তুমি হৃদয়ে কোন মাৎসর্যভাব পোষণ না করিয়া বন্ধুভাবে কাহাকেও সংশোধন করার উদ্দেশ্যে তাহার দোষ দেখাইয়া দিতে পার। ইহাকে দোষদর্শন বলা যাইবে না। কারণ ইহাতে তোমার তা'র প্রতি মাৎসর্য নাই। পিতা যেরূপ পুত্রকে সংশোধন করিবার উদ্দেশ্যে তা'র দোষদর্শন করে, তাহাকে শাসন করে, দণ্ড দেয় – ইহা তাহার পুত্র প্রতি মমতার নিদর্শন। সেস্থানে তাহার পুত্রের প্রতি মাৎসর্য নাই। পুত্র কিরূপে ভবিষ্যতে ভাল মানুষ হইবে, সেই উদ্দেশ্যেই সে তাহার দোষদর্শন করে। তাহাকে উক্ত দোষ হইতে মুক্ত করিয়া সুপুরুষ করানোই তাহার একমাত্র উদ্দেশ্য। এইপ্রকার দোষদর্শন নিন্দনীয় নহে বরং প্রশংসনীয়। সব কার্যের গুণাগুণ নির্ভর করিতেছে অনুষ্ঠাতার উদ্দেশ্যের উপর। কিন্তু যেস্থানে নিজকে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করিয়া অন্যকে ঘৃণিত বা নিন্দিত করিবার উদ্দেশ্যে তাহার দোষদর্শন করা যায়, সেস্থানে তাহা মাৎসর্যপদবাচ্য। অতএব এইরূপ দোষদর্শন সর্বতোভাবে বর্জনীয়। এসম্বন্ধে বিশদ আলোচনা শ্রীভাগবতধর্ম ২য় ভাগস্থ "অদোষদর্শিতা" প্রকরণে করা হইয়াছে।

অন্তর্যামিদৃষ্টিতে সর্বভূতাদর

কেশব – অন্তর্যামিদৃষ্টিতে ভূতাদর বিষয় একটু ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিন, তাহা হইলে আমি তদনুযায়ী আচরণ করিতে চেষ্টা করিব।

শ্রীহরিদাস – বাঃ, তোমার এই প্রশ্নে আমি খুবই খুসী হইলাম। কারণ যে নিষ্কপট সাধক, সে সাধুমুখ হইতে যাহা শুনিবে তাহা অক্ষরে অক্ষরে আচরণে পরিণত করিতে যৎপরোনাস্তি চেষ্টা করিবে। শ্রুত বিষয়কে আচরণে পরিণত করিতে তুমি যে আগ্রহী তোমার এই প্রশ্ন হইতে তাহা জানা যাইতেছে।

শ্রীমদ্ভাগবতে (১১।২৮।১-২) শ্রীকৃষ্ণ শ্রীউদ্ধবকে বলিয়াছেন –

"পরস্বভাবকর্মাণি ন প্রশংসেন্ন গর্হয়েৎ।
বিশ্বমেকাত্মকং পশ্যন্ প্রকৃত্যা পুরুষেণ চ ॥
পরস্বভাবকর্মাণি যঃ প্রশংসতি নিন্দতি।
স আশু ভ্রশ্যতে স্বার্থাদসত্যভিনিবেশতঃ ॥"

অর্থাৎ প্রকৃতি ও পুরুষের দ্বারা সৃষ্ট এই নিখিল বিশ্বকে একাত্মক (এক অন্তর্যামিপুরুষের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত) জানিয়া অন্যের স্বভাব ও কর্মসমূহের প্রশংসা বা নিন্দা

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

করিবে না। যে অন্যের স্বভাব ও কর্মসমূহের প্রশংসা বা নিন্দা করে, অসদ্‌বস্তুতে অভিনিবেশহেতু সে সত্বর স্বার্থ হইতে বিচ্যুত হয়।

শ্রীকৃষ্ণের এই উপদেশের মর্ম এই যে, পরমাত্মা এই বিশ্বের স্রষ্টা। তিনি জীব সৃষ্টি করিয়া প্রত্যেক জীবের ইচ্ছাশক্তি ও ক্রিয়াশক্তির চালকরূপে তাহার হৃদয়ে অবস্থান করিতেছেন। জীব নিজকৃত কর্মের ফল নিজে ভোগ করিতেছে এবং উক্ত কর্মফলদ্বারা প্রভাবিত হইয়া আরও নূতন কর্ম করিতেছে। পরমাত্মা তাহাতে সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত থাকিয়া সাক্ষিরূপে সেসব দেখিতেছেন এবং তৎক্ষণাৎই কর্মানুরূপ ফলভোগের ব্যবস্থাও করিতেছেন। ইহা বুঝিতে না পারিয়া যে স্বীয় অনিষ্টকারীর দোষ দেখে, সে নিতান্ত নির্বোধ। অন্যের দোষদর্শনে কোন লাভ ত হয়ই না বরং ক্ষতিই হয়। কারণ যে অপরের দোষ দেখে, তাহার সেই দোষের কথা সর্বদা চিন্তা করিতে করিতে সে তাহাতেই অভিনিবিষ্ট হইয়া যায়। ফলতঃ কালক্রমে সেও সেই দোষদুষ্ট হইয়া থাকে। সেই কারণে অন্যের দোষ না দেখিতে শ্রীকৃষ্ণ উপদেশ দিয়াছেন।

কোন সময়ে তোমার স্ত্রী, পুত্র কিংবা অন্য কোন লোক যদি তোমার প্রতি দুর্ব্যবহার করে তুমি তজ্জন্য মনে মনে তাহাদিগকে দোষী বলিয়া বিচার করিয়া থাক। কিন্তু এই বিচার ভ্রমাত্মক। কারণ তুমি যাহাকে দোষী বলিয়া মনে করিলে তাহার হৃদয়স্থিত পরমাত্মাই তাহার ইচ্ছাশক্তি ও ক্রিয়াশক্তির চালকরূপে তাহাকে প্রেরণা দিয়া তোমার প্রতি এই দুর্ব্যবহার করাইতেছেন। তোমার পূর্বজন্মের কর্মফল অনুযায়ী ইহা তোমার প্রতি পরমাত্মার বিধান। এজন্য তোমাকে দোষারোপকারী ব্যক্তি আদৌ দায়ী নহে। কিন্তু অহংকারের বশবর্তী হইয়া তুমি এইরূপ অন্যের দোষদর্শন করিতেছ। ইহার দ্বারা তোমার সংসারবন্ধনই বৃদ্ধি হইতেছে। কিন্তু এইরূপ দোষদর্শন না করিয়া পরমাত্মার দ্বারা চালিত হইয়া তাহারা তোমার প্রতি এইরূপ ব্যবহার করিতেছেন, এই বিচারে বিন্দুমাত্রও ক্রোধ না করিয়া যদি অম্লানবদনে তাহা সহ্য করিয়া যাইবে ও মনে মনে শ্রীবিষ্ণুর স্মরণ করিবে, তাহা হইলে ইহা তোমার সংসারবন্ধনমোচনের কারণ হইবে। তোমার এই আচরণদ্বারা এক সঙ্গে কতগুলি লাভ হইল দেখিলে। প্রথমতঃ ক্রোধকে জয় করিলে, দ্বিতীয়তঃ তোমার সহিষ্ণুতা বৃদ্ধি হইল, তৃতীয়তঃ তুমি শ্রীবিষ্ণুর বিধানের উপর নির্ভর করায় তোমার শরণাগতিও বৃদ্ধি হইল, চতুর্থতঃ শ্রীবিষ্ণুস্মরণরূপ সাক্ষাদ্ভক্তির সাধন হইল। এই একটি কার্য করিয়া তুমি একসঙ্গে এতগুলি লাভের অধিকারী হইলে। ইহা না করিয়া ক্রোধ করিলে তোমার মানসিক অশান্তি ও শ্রীবিষ্ণুবিস্মৃতি ইত্যাদি জাত হইয়া তোমার সংসারবন্ধন দৃঢ় হইবে। পৃথিবীতে যত যত মহাজন আবির্ভূত হইয়াছেন, তাঁহারা সকলেই অদোষদর্শী ও স্বদোষদর্শী।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ভাগবতধর্মে প্রবেশ করিতে ইচ্ছুক প্রত্যেক ব্যক্তিকে এইরূপ আচরণ অবশ্য করিতেই হইবে এবং ইহার অবশ্যম্ভাবী ফল রজস্তমোগুণ হইতে মুক্তি।

অন্তর্যামিদর্শনে দৃঢ়নিষ্ঠ হইবার জন্য তোমাকে আর কয়েকটি শাস্ত্রবচন বলিতেছি। এইসব শাস্ত্রবাক্য ও মহাজনগণের উপদেশ স্মরণ করিয়া তুমি সর্বক্ষণ ভূতাদর করিতে যত্নবান্ হইবে।

"মৃগোষ্ট্রখরমর্কাখু .... অন্তরং কিয়ৎ ॥" (শ্রীভা: ৭।১৪।৯) শ্লোকে মৃগ, উষ্ট্র, সর্প ও মক্ষিকা প্রভৃতির হৃদয়ে অন্তর্যামিরূপে অবস্থিত শ্রীভগবান্‌কে দর্শন করিয়া নিজের পুত্রগণকে যেরূপ ভোজ্যবস্তু সমানভাবে দেওয়া হয়, সেইরূপ এসব প্রাণিগণকেও সমানভাবে ভোজ্যবস্তু দিতে বর্ণাশ্রমধর্মপালনকারী গৃহস্থকে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। যেহেতু এইসব প্রাণীর অন্তরে যে অন্তর্যামী অবস্থিত, নিজের পুত্র হৃদয়েও সেই অন্তর্যামীই অবস্থিত। অতএব পুত্র হইতে ইহারা কোনমতেই তফাৎ নহেন।

যাহারা কর্মাধিকারী হইয়াও যাদৃচ্ছিক মহৎকৃপা হইতে শ্রীবিষ্ণুভক্তিতে অর্থাৎ ভক্তিমাত্রকাম কর্মার্পণে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, সেইরূপ প্রাথমিক সাধকগণের পক্ষে সর্বভূতাদর যে অপরিহার্য, তাহা শ্রীল জীবপাদ শ্রীভক্তিসন্দর্ভ ১০৬তম অনুচ্ছেদে এইরূপ উল্লেখ করিয়াছেন –

"মনসৈতানি ভূতানি প্রণমেদ্‌বহু মানয়ন্।
ঈশ্বরো জীবকলয়া প্রবিষ্টো ভগবানিতি ॥
(শ্রীভা: ৩।২৯।৩৪)

অর্থাৎ শ্রীভগবান্ ঈশ্বর জীবকলারূপে (সর্বত্র) প্রবিষ্ট রহিয়াছেন, এইরূপ জ্ঞান করিয়া মনে মনে আদরসহকারে সব প্রাণীর উদ্দেশ্যে প্রণাম করিবে।

জীবকলারূপে অর্থাৎ প্রত্যেক জীবের অন্তর্যামিরূপে বলিয়া বুঝিতে হইবে। শ্রীগীতার 'সমোঽহং সর্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোঽস্তি ন প্রিয়ঃ। যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যহম্ ॥" (৯।২৯) শ্লোক হইতে জানা যায় যে, শ্রীভগবান্ সর্বভূতে অর্থাৎ সর্বপ্রাণীতে সমভাবে ব্যাপিয়া রহিয়াছেন, তাঁহার কেহ অপ্রিয় বা কেহ প্রিয় নহেন; কিন্তু যাহারা তাঁহাকে প্রীতিযুক্ত হইয়া ভজন করেন, তাহারা তাঁহার প্রতি আসক্ত হন এবং তিনিও তাহাদের প্রতি আসক্ত হন।

শ্রীভগবান্ সর্বদা অন্তর্যামিরূপে সর্বভূত হৃদয়ে অবস্থান করিতেছেন। যে অন্য প্রাণীকে অবজ্ঞা করে, সে তাহাদের মধ্যে অধিষ্ঠিত সর্বভূতাত্মস্বরূপ তাঁহারই

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

(শ্রীপরমাত্মারই) অবজ্ঞা করিয়া থাকে। সেইপ্রকার ব্যক্তির যে অর্চাপূজা তদ্দ্বারা অর্চার বিড়ম্বনাই করা হয়। যে ব্যক্তি সর্বভূতে অবস্থিত পরমাত্মস্বরূপ শ্রীভগবান্‌কে উপেক্ষা করিয়া অর্চার ভজন করে, তাহার সেই অর্চাপূজা ভস্মে ঘৃতাহুতি সদৃশ ব্যর্থ হইয়া থাকে। পর শরীরে অন্তর্যামিরূপে অবস্থিত শ্রীভগবান্‌কে অবজ্ঞা করিয়া যে অভিমানী ভিন্নদর্শী ব্যক্তি (যে কেবল দেহের পার্থক্যদর্শনহেতু অন্তর্যামিদৃষ্টিরহিত হইয়া অন্য হইতে নিজকে ভিন্ন জ্ঞান করে, সেইরূপ ব্যক্তি) প্রাণিগণের প্রতি শত্রুতাচরণ করে, সে কদাপি শান্তিলাভ করিতে পারে না। এইরূপ ভূতনিন্দাকারী ব্যক্তি বিবিধ দ্রব্যদ্বারা অর্চার মধ্যে শ্রীভগবানের অর্চন করিলেও তিনি সন্তুষ্ট হন না। অন্যের নিন্দা অন্যের শত্রুতার সঙ্গে সমান। অসাধুগণের কর্কশ বচন মর্মস্পর্শী হইয়া যেরূপ পীড়া দান করে, মর্মভেদী বাণদ্বারা বিদ্ধ হইলেও মনুষ্য সেরূপ পীড়া বোধ করে না। এই রীতি অনুযায়ী নিন্দা দ্বেষ হইতেও অধিক দোষাবহ।

এই ঈশ্বরজ্ঞান বা অন্তর্যামিদর্শনের অভাবকে ভক্তিবিষয়ে শ্রদ্ধাহীন ব্যক্তির দোষ বলিয়া উক্ত হইয়াছে। ভক্তিবিষয়ক শ্রদ্ধার কারণস্বরূপ অন্তর্যামিদর্শন লাভ করিতে হইলে স্বধর্মযুক্ত ভগবদ্ভজন অর্থাৎ কর্মার্পণই একমাত্র উপায়। যেপর্যন্ত সর্বভূতহৃদয়ে অবস্থিত অন্তর্যামী পরমাত্মাকে জীব অনুভব করিতে না পারে, সেপর্যন্ত তাহাকে এই কর্মমিশ্র অর্চন বা কর্মার্পণ করিতেই হইবে।

স্বধর্মপূর্বকং অর্চনং কুর্বংশ্চ ভূতদয়াং বিনা ন সিধ্যতি –

“আত্মনশ্চ পরস্যাপি যঃ করোত্যন্তরোদরম্।
তস্য ভিন্নদৃশো মৃত্যুর্বিদধে ভয়মুল্বণম্॥
অথ মাং সর্বভূতেষু ভূতাত্মানং কৃতালয়ম্।
অর্চ্চয়েদ্দানমানাভ্যাং মৈত্র্যাভিন্নেন চক্ষুষা॥”

(শ্রীভা: ৩৷২৯৷২৬-২৭)

স্বধর্মপালনপূর্বক অর্চ্চন (কর্মার্পণ) করিলেও ভূতদয়া ব্যতীত তাহা সিদ্ধ হয় না। যে নিজ ও পরের মধ্যে উদরভেদ থাকায় ভেদবুদ্ধি করে – কিন্তু ভগবদধিষ্ঠান-জ্ঞানে অন্য সকলকে নিজের ন্যায় জ্ঞান করে না এবং সেই কারণে ক্ষুধিত প্রভৃতিকে দেখিয়াও কেবল নিজের উদরভরণেই ব্যস্ত থাকে, সেইরূপ ভিন্নদর্শী ব্যক্তিকে মৃত্যুরূপী আমি উৎকট ভয়ের মধ্যে অর্থাৎ সংসার মধ্যে নিক্ষেপ করি। অতএব ভূতাত্মা অর্থাৎ সর্বভূতে অন্তর্যামিরূপে নিখিল ভূতগণের মধ্যে অবস্থানকারী শ্রীভগবান্‌কে দান, মান ও বন্ধুতাদ্দ্বারা অর্চন করিবে।”

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

অন্যাকে যে দান ও মানাদি দেওয়া হইতেছে, তাহা তাহার হৃদয়স্থ অন্তর্যামীই পাইয়া প্রসন্ন হইতেছেন — এই বিচার হৃদয়ে পোষণ করিলে অন্যের প্রতি অসূয়া বা পরদোষদর্শন হইতে মনুষ্য রক্ষা পাইতে পারিবে। যেস্থানে সর্বত্র অন্তর্যামিদর্শন, সেস্থানে পর বলিয়া আর কে আছে ? এই বিচারে প্রতিষ্ঠিত হওয়াই সত্য সত্য বিজ্ঞতা। ইহা একটি বিজ্ঞানসম্মত সত্যকথা। যে এই সিদ্ধান্তে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে নাই, সে মহামূর্খ এবং বৃথা নিজ-পর-বুদ্ধি করিয়া পুনঃ পুনঃ সংসারক্লেশই বরণ করিতেছে।

শ্রীজীবপাদের এইরূপ বলিবার উদ্দেশ্য এই যে, অন্তর্যামিদর্শনে দৃঢ়তালাভ পর্যন্ত কর্মার্পণ করিতেই হইবে। অর্থাৎ কর্মার্পণ বা কর্মমিশ্র অর্চনের শেষফল হইল অন্তর্যামি-দৃষ্টিতে দৃঢ়তালাভ। এই জ্ঞান কর্মাধিকারনাশক অর্থাৎ চিত্তশুদ্ধির কারণ।

সুতরাং কেবল শ্রবণকীর্তনাদি অনুষ্ঠান (কর্মার্পণ) করিয়া তাহাতে আত্মসন্তোষ-লাভের কোন মূল্য নাই। অন্তর্যামিদর্শনে দৃঢ়তালাভ হইলেই কর্মাধিকার লোপ হইবে এবং ভক্তিতে দৃঢ়শ্রদ্ধা লাভ করিয়া জীব শুদ্ধভক্তিসাধনের যোগ্য হইতে পারিবে।

যাহারা ভক্ত্যধিকারী অর্থাৎ দৃঢ়শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া ভজন করেন তাহাদের নিকট সর্বত্র শ্রীভগবানের বৈভব স্ফুরিত হয় বলিয়া সকল প্রাণির প্রতি স্বতঃ তাহাদের সমাদর হইয়া থাকে।

"এতে ন হ্যদ্ভুতা ব্যাধ তবাহিংসাদয়ো গুণাঃ।
হরিভক্তৌ প্রবৃত্তা যে ন তে স্যুঃ পরতাপিনঃ ॥"

অর্থাৎ যাঁহারা শ্রীহরির ভজন করেন, তাঁহারা কখনও অন্যকে পীড়া দেন না। স্কন্দপুরাণের এই শ্লোক হইতে দৃঢ়শ্রদ্ধ ভক্তিসাধকের সর্বভূতাদর যে স্বতঃস্ফূর্ত হইয়া থাকে, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়।

"সর্বভূতেষু যঃ পশ্যেদ্ভগবদ্ভাবমাত্মনঃ" (ভা: ১১।২।৪৫) শ্লোকে পরমসিদ্ধ ভক্তের মধ্যে কিরূপ স্বতঃস্ফূর্ত সর্বভূতাদর পরিদৃষ্ট হয়, তাহা বর্ণিত হইয়াছে।

অতএব বর্ণাশ্রমধর্মপালনকারী কর্মী, কর্মার্পণকারী প্রাথমিক কর্মমিশ্রভক্তিসাধক, দৃঢ়শ্রদ্ধ শুদ্ধভক্তিসাধক ও সিদ্ধভক্ত — সকলের পক্ষে সর্বভূতাদর যে অবশ্য করণীয়, উপর্যুক্ত শাস্ত্রবচন হইতে তাহা প্রমাণিত হইল। অবশ্য কর্মী ও কর্মার্পণকারীকে অন্তর্যামিদৃষ্টিযুক্ত হইয়া সর্বভূতাদর করিতে যত্নবান্ হইতে হইবে। কিন্তু শুদ্ধভক্তিসাধক ও সিদ্ধগণের এই সর্বভূতাদর স্বতঃস্ফূর্তই হইয়া থাকে। কর্মার্পণকারী এইরূপ ভূতাদর না করিলে কদাপি কর্মাধিকার হইতে অর্থাৎ রজস্তমোগুণ হইতে মুক্ত হইতে পারিবে না।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

তুমি ভক্তি করিতে চাহিলেও রজস্তমোগুণ প্রতিমুহূর্তে তোমাতে বিক্ষেপ ও লয় সৃষ্টি করিয়া তোমাকে তাহা হইতে বিচ্যুত করিতেছে। তুমি রজস্তমোগুণে এরূপ নিমজ্জিত রহিয়াছ যে, ইহা তোমার যে কি অপূরণীয় ক্ষতি করিতেছে, তাহা তুমি বুঝিতে পার না। সুতরাং তোমার শত্রু (রজস্তমোগুণ) তোমার ভিতরেই আছে। তুমি তাহা জানিতে না পারিয়া অহঙ্কারমত্ত হইয়া অন্যকে বৃথা দোষারোপ করিতেছ। অন্তর্যামিদৃষ্টিতে ভূতাদর করিলেই অচিরে তুমি রজস্তমোগুণ হইতে মুক্ত হইতে পারিবে। সেই কারণে তোমাকে পূর্বেই বলিয়াছি যে, ভক্তিকামীকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইতে হইবে যেরূপ সে ভুলবশতঃও কাহার নিন্দা না করে বা কাহার দোষ না দেখে। ভক্তিসাধনে প্রবৃত্ত হইতে ইচ্ছুক প্রত্যেক ব্যক্তির পক্ষে ইহা অবশ্য করণীয় এবং সর্বপ্রথমে করণীয়। অন্যথা ভক্তিসাধন ভস্মে ঘৃতাহুতির ন্যায় বৃথা হইয়া যাইবে।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শিক্ষায় ভূতাদরের গুরুত্ব

কেশব – শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ত বলিলেন – "খাইতে, শুইতে, যথা তথা নাম লয়, দেশ-কাল-নিয়ম নাহি সর্বসিদ্ধি হয়।" (শ্রীচৈ:চ:অন্ত্য ২০।১৪) এস্থানে ত তিনি ভূতাদরের প্রতি গুরুত্ব দেন নাই ?

শ্রীহরিদাস – (হাসিতে হাসিতে বলিলেন) তোমার এ ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। হরিনাম-কীর্তনকারীর পক্ষে সর্বভূতাদর যে অপরিহার্য, তাহা তিনি খুব গুরুত্ব দিয়া বলিয়াছেন। তিনি যখন শ্রীহরিনাম কীর্তন করিতে আদেশ দিয়াছেন, তখন নিম্ন সর্ত রাখিয়াছেন –

"তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্তনীয়ঃ সদা হরিঃ ॥"
(শিক্ষাষ্টক-৩য় শ্লোক)

এই শ্লোকের অনুবাদ শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী নিম্নমতে করিয়াছেন –

"উত্তম হয়া আপনাকে মানে 'তৃণাধম'।
দুইপ্রকারে সহিষ্ণুতা করে বৃক্ষসম ॥
বৃক্ষ যেন কাটিলেহ কিছু না বোলয়।
শুখাইয়া মৈলে কারে পানী না মাগয় ॥
যেই যে মাগয়ে, তারে দেয় আপন ধন।
ঘর্ম-বৃষ্টি সহে, আনের করয়ে রক্ষণ ॥

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

উত্তম হৈয়া বৈষ্ণব হবে নিরভিমান।
জীবে সম্মান দিবে জানি কৃষ্ণ অধিষ্ঠান॥
এইমত হৈয়া যেই কৃষ্ণনাম লয়।
কৃষ্ণের চরণে তার প্রেম উপজয়॥"

(শ্রীচৈ:চ: অন্ত্য ২০।১৭-২১)

অর্থাৎ শ্রীহরিনামকীর্তনকারী ভক্তিসাধক সর্বগুণসম্পন্ন হইলেও নিজকে তৃণ হইতে অধম জ্ঞান করিবে। বৃক্ষের ন্যায় সহিষ্ণু হইবে। বৃক্ষকে কাটিলেও সে কাহাকে কিছু বলে না। শুকাইয়া মরিয়া গেলেও কাহারও কাছে এক বিন্দু জল চায় না অথচ তাহার পত্র, ফুল, ফল ইত্যাদি যে যাহা চায় অকাতরে তাহা সকলকে দান করে। নিজে তাপ ও বৃষ্টি সহ্য করিয়া পথচারীকে তাহার ছায়ায় আশ্রয় দেয়। এইরূপে ভক্তিসাধক বৈষ্ণব সর্বগুণসম্পন্ন হইয়াও কদাপি গর্বকে হৃদয়ে স্থান দিবে না। শ্রীবিষ্ণু আব্রহ্মস্তম্ব প্রত্যেক জীবহৃদয়ে অন্তর্যামিরূপে অবস্থান করিতেছেন, এই বিচারে সকলকে যথাযোগ্য সম্মান দিবে। এইরূপ ভাবযুক্ত হইয়া শ্রীহরিনাম গ্রহণ করিলে প্রেমলাভ হইবে। তার পর দিগ্‌বিজয়ী পণ্ডিতকে তিনি যে শিক্ষা দিয়াছিলেন তাহাতেও ভূতাদরপ্রতি যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছে।

"প্রভু বলে – 'বিপ্র সব দম্ভ পরিহরি।
ভজ গিয়া কৃষ্ণ, সর্বভূতে দয়া করি'॥"

(শ্রীচৈ:ভা:আ: ১৩।১৮২)

ভূতাদর চিত্তশুদ্ধির কারণ, মহৎকৃপার কারণ নহে

কেশব – ক্ষমা করুন, ক্ষুদ্রবুদ্ধির বশবর্তী হইয়া আমি আপনাকে ভুল প্রশ্ন করিয়া অযথা উদ্‌বেগ দিলাম। তজ্জন্য আমি লজ্জিত ও ঘোর অনুতপ্ত। আপনার উপদেশ হইতে স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, অন্তর্যামিদৃষ্টিতে সর্বভূতাদরপূর্বক কর্মার্পণ করিলে মহৎকৃপা অবশ্য লাভ হইবে।

শ্রীহরিদাস – না না, অন্তর্যামিদৃষ্টিযুক্ত হইয়া কর্মার্পণ করিলে মহৎকৃপাবরণের অন্তরায়স্বরূপ রজস্তমোগুণ জীবহৃদয় হইতে দূর হয়। তার পর মহতের যাদৃচ্ছিক কৃপায়ই জীব তাঁহার সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া তাঁহার উপদেশ পালনে ব্রতী হয়। এইরূপ মহৎকৃপা লাভ করিয়াই জীব ভক্তিমাত্রকাম কর্মার্পণে প্রবৃত্ত হয়। ইহার পর মহৎকৃপা পূর্ণরূপে বরণ করিতে তাহার হৃদয়ে সর্বক্ষণ ব্যগ্রতা জাগে এবং কিরূপে সে সত্বর মহৎকৃপায় ভক্তিবাসনারূপ সম্পত্তি লাভ করিবে, তজ্জন্য সর্বদা ব্যাকুল হৃদয়ে ক্রন্দন

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

করিতে করিতে কর্মার্পণ করিতে থাকে। এই অবস্থায় তাহার রজস্তমোগুণ যতই দূর হইতে থাকে, সে ততই মহৎকৃপাবরণের জন্য যোগ্য হইতে থাকে এবং যতই মহৎকৃপা পাইতে থাকে ততই আরও কিরূপ অধিক কৃপা লাভ করিয়া ধন্য হইবে, সেই বাসনা তাহার হৃদয়ে তীব্র হইতে তীব্রতর হইতে থাকে। অর্থাৎ তাহার প্রতি যতই মহৎকৃপা হইতে থাকে, মহৎকৃপা লাভ বিষয়ে সে ততই নিজকে অযোগ্য বলিয়া বিচার করে এবং কিরূপে মহৎকৃপা পাইবে, সেজন্য তীব্র ব্যাকুলতা ও তজ্জনিত ক্রন্দন উদিত হইয়া তাহাকে সত্বরই পরিপূর্ণরূপে মহৎকৃপাবরণযোগ্য করায়। তখন সে মহৎকৃপায় ভক্তিবাসনা লাভ করিয়া শুদ্ধভক্তিসাধনের যোগ্য হয়।

মহৎসঙ্গই ভগবৎকৃপা

কেশব – সাধুর সঙ্গ ও কৃপাই ভগবদুন্মুখতার মুখ্য কারণ বলিয়া আপনি বলিলেন। যদি তাহাই হয়, তবে যে শ্রীনারদের কৃপায় নলকূবর, মণিগ্রীব ও ব্যাধ প্রভৃতির ভক্তি লাভ হইয়াছিল, সর্বক্ষণ সেই শ্রীনারদের দর্শন ও সঙ্গলাভ করিয়াও দেবতারা তাঁহার কৃপা পাইলেন না কেন ?

শ্রীহরিদাস – শ্রীভক্তিসন্দর্ভে (১৭৯তম অনুচ্ছেদে) শ্রীজীবপাদ এ সম্বন্ধে যাহা উল্লেখ করিয়াছেন তাহার মর্ম বলিতেছি – "অপরাধ থাকিলে সাধুগণের প্রতি জীবের অনাদর হইয়া থাকে এবং তাঁহাদের প্রতি বৈষ্ণব বুদ্ধির পরিবর্তে তাঁহাদিগকে সাধারণ পুণ্যবান্ ব্যক্তিরূপে জ্ঞান হয়। এইরূপ স্থলে সেই অপরাধ হইতে মুক্তি ও সাধুসঙ্গে ভগবৎসাম্মুখ্যলাভবিষয়ে শ্রীভগবানের কৃপার সাহায্য আবশ্যক। সৎসঙ্গই ভগবৎ সাম্মুখ্যের কারণ হইলেও অপরাধই তাহার প্রতিবন্ধক হইয়া থাকে। শ্রীভগবানের কৃপায় সেই প্রতিবন্ধক দূর হয়। যাহারা নিরপরাধ, সৎসঙ্গদ্বারা তাহাদের পরমোত্তমদৃষ্টি লাভ হইবার পর চিত্ত সজ্জনগণের প্রতি শ্রদ্ধাশীল না হইলেও সেই সৎসঙ্গই তাহাদের ভগবৎসাম্মুখ্যের কারণ হইয়া থাকে।"

শ্রীজীবপাদের উক্তি হইতে জানা যায় যে, অন্য কোন কার্য না থাকিলেও কেবল পতিত জীবকে উদ্ধার করিবার উদ্দেশ্যেই মহদ্‌গণ এ জগতে অবতীর্ণ হন। তাঁহাদের সঙ্গলাভ সত্ত্বে অপরাধী জীব তাঁহাদের প্রতি মহদ্‌জ্ঞানের পরিবর্তে সাধারণ পুণ্যবান্ ব্যক্তিবিশেষরূপেই জ্ঞান করিয়া থাকে। সেই কারণে তাঁহাদের কৃপা হইতে সে বঞ্চিত হয়। অর্থাৎ এই সাধুসঙ্গ তাহার ব্যর্থ হইয়া যায়। অবশ্য নলকূবর ও মণিগ্রীবের ন্যায় কোন কোন বিশেষ স্থলে অপরাধ থাকিলেও সাধুগণের কৃপা হইয়া থাকে। ইহা তাঁহাদের বিশেষ কৃপা। ইহা সাধারণ নিয়ম নহে।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

দেবতাগণ নিরন্তর শ্রীনারদের সঙ্গ লাভ করিয়াও তাহাদের পূর্ব অপরাধ হেতু তাঁহাকে মহৎ জ্ঞান না করিয়া সাধারণ পুণ্যবান্ ব্যক্তিবিশেষরূপেই জ্ঞান করিয়াছিলেন। সেই কারণে সাধুসঙ্গের ফলস্বরূপ ভগবদুন্মুখতালাভের পরিবর্তে তাহাদের ভোগোন্মুখতাই বজায় রহিল।

অপরাধী হইলেও যে মহৎকৃপার উপাদেয়তা উপলব্ধি করিয়া সেই কৃপালাভ নিমিত্ত ব্যাকুল ক্রন্দনপূর্বক শ্রীভগবানের শ্রীচরণে প্রার্থনা জানায়, তাহার সেই দৈন্যযুক্ত প্রার্থনা শ্রীভগবানের হৃদয়কে বিগলিত করাইয়া তাঁহাকে তাহার প্রতি কৃপোন্মুখ করায়। ভগবৎকৃপায়ই তাহার সৎসঙ্গ লাভ হইয়া থাকে এবং সৎসঙ্গই ভগবৎসাম্মুখ্যের কারণ হইয়া থাকে। সেই কারণে শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর বলিয়াছেন –

"অধিকারি-বৈষ্ণবের না বুঝি ব্যভার।
যে জন নিন্দয়ে, তা'র নাহিক নিস্তার॥
অধমজনেরো যে আচার যেন ধর্ম।
অধিকারি-বৈষ্ণবেও করে সেই কর্ম॥
কৃষ্ণকৃপায় সে ইহা জানিবারে পারে।
এসব সঙ্কটে কেহ তরে কেহ মরে॥
সভে ইথে দেখি এক মহা প্রতিকার।
সভারে করিব স্তুতি বিনয় ব্যভার॥
অজ্ঞ হয়া লইবেক কৃষ্ণের শরণ।
সাবধানে শুনিবেক মহান্তবচন॥
তবে কৃষ্ণ তারে দেন হেন দিব্যমতি।
সর্বত্র নিস্তার পায়, না ঠেকয় কতি॥"

(শ্রীচৈ:ভা:অন্ত্য ১১।৩৮৮-৯৩)

অপরাধ প্রবল থাকিলে বৈষ্ণবের আচরণে দোষদর্শন হয়। নিতান্ত অধম ব্যক্তি যাহা করে, একজন উচ্চাধিকারী বৈষ্ণবও সেইরূপ আচরণ করিতে পারেন। তাঁহার এইরূপ আচরণ দেখিয়া অপরাধী ব্যক্তি তাঁহার নিন্দা করে। পরিণামে তাহার নরকগমনের পথ প্রশস্ত হয়। এ ধর্মসঙ্কট হইতে উদ্ধারলাভের একমাত্র উপায় হইল অজ্ঞ হইয়া শ্রীকৃষ্ণের শরণাপন্ন হওয়া। তাহা হইলে শ্রীকৃষ্ণ সদ্বুদ্ধি দিয়া তাহাকে দুরন্ত বৈষ্ণব অপরাধ হইতে রক্ষা করেন। শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের উপদেশ হইতে এই শিক্ষা পাওয়া যায় যে, বৈষ্ণবগণের চরণে কোন কারণে অনাদর বা অশ্রদ্ধা জাত হইলে শ্রীকৃষ্ণের শরণাপন্ন হইলেই তিনি সেই বৈষ্ণবাপরাধ হইতে উদ্ধার করিয়া দিবেন।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

এ সম্পর্কে শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রভুও উল্লেখ করিয়াছেন –

"দুই ভাই হৃদয়ের ক্ষালি' অন্ধকার।
দুই ভাগবতসঙ্গে করান সাক্ষাৎকার॥
এক ভাগবত বড়-ভাগবতশাস্ত্র।
আর ভাগবত – ভক্ত ভক্তিরসপাত্র॥
দুই ভাগবতদ্বারা দিয়া ভক্তিরস।
তাহার হৃদয়ে তার প্রেমে হয় বশ॥"

(শ্রীচৈ:চ:আদি ১।৫৬-৫৮)

অর্থাৎ শ্রীগৌর ও শ্রীনিত্যানন্দ – এই দুই ভাই জীবহৃদয়ের অজ্ঞানান্ধকার (অপরাধ) দূর করিয়া গ্রন্থভাগবত ও ভক্তভাগবতের সঙ্গে তাহার সাক্ষাৎকার করাইয়া দেন। তখন সে সাধুসঙ্গে শ্রীভাগবতশাস্ত্র আলোচনা করিয়া শুদ্ধভক্তিসাধনের প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং পরিশেষে প্রেম লাভ করে। তাহার হৃদয়ের সেই প্রেমরস আস্বাদন করিতে গিয়া শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দ তাহাতে বন্দী হইয়া যান।

ভাগ্যবান্ সাধক নিজের পূর্ব অপরাধের কথা উপলব্ধি করিয়া সেই কারণেই তাহার সাধুসঙ্গ বা সাধুর উপদেশের প্রতি আদর জাত হইতেছে না, ইহা জানিতে পারে। তখন সে ব্যাকুল হৃদয়ে শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দের শ্রীপাদপদ্মে সৎসঙ্গলাভ উদ্দেশ্যে সক্রন্দন প্রার্থনা জানাইলে তাঁহারা তাঁহাদের নিজজনের সঙ্গে তাহার সাক্ষাৎকার করাইয়া প্রেমলাভের পথ উন্মুক্ত করিয়া দেন। কৃষ্ণভক্তিজন্মমূল সাধুসঙ্গ-লাভের ইহাই সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা। এস্থানে প্রশ্ন হইতে পারে যে, শ্রীভগবানের কৃপায়ই যখন সাধুসঙ্গ লাভ হইতেছে, তখন ভগবৎকৃপাই ত সব বিষয়ের মূল হইল। সে ক্ষেত্রে সাধুর কৃপার অপেক্ষা না রাখিয়া সোজাসুজি শ্রীভগবানের কৃপার জন্য চেষ্টা করা উচিৎ নহে কী ? এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রীজীবপাদ শ্রীভক্তিসন্দর্ভ ১৮০তম অনুচ্ছেদে যাহা উল্লেখ করিয়াছেন, তাহার সারমর্ম বলিতেছি – "ভগবৎসাম্মুখ্যবিষয়ে শ্রীভগবানের কৃপা প্রাথমিক কারণ হইলেও তাহা গৌণ। যেহেতু শ্রীভগবানের প্রতি বিমুখ জীবগণ অনন্ত দুরন্ত সংসারসন্তাপে সন্তপ্ত হইলেও তাহাদের প্রতি তাঁহার কৃপা স্বতন্ত্ররূপে প্রবর্তিত হয় না। কারণ ইহা অসম্ভব। অন্যের দুঃখে কাহার হৃদয় বিগলিত হইলেই তাহাতে কৃপারূপ চিত্তবিকার জন্মিয়া থাকে। শ্রীভগবান্ সর্বদা পরমানন্দরসস্বরূপ ও সর্বপাপবিমুক্ত বলিয়া সাধারণ জীবের ন্যায় তাঁহার চিত্তবিকার হয় না। তজ্জন্য কোন জীবকে স্বতন্ত্রভাবে কৃপা করা তাঁহার পক্ষে সম্ভব নহে। অতএব সাধুর কৃপাই ভগবৎসাম্মুখ্যবিষয়ে মূল কারণ। শ্রীভগবানের যে শক্তিবিশেষ ভক্তগণের চিত্তে প্রবিষ্ট

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

আছে, তাহা তাঁহাদিগকে দৈন্যপরিপ্লুত করিয়া থাকে এবং তাঁহাদের সেই দৈন্য শ্রীভগবানের চিত্তকে বিগলিত করাইয়া তাঁহাকে তাহাদের প্রতি কৃপোন্মুখ করায়। শ্রীভগবানের সেই কৃপা স্বতন্ত্ররূপে জীবে প্রবৃত্ত না হইয়া সৎসঙ্গমাধ্যমেই হইয়া থাকে। সেই কারণে তাঁহাকে 'সদনুগ্রহ' বলা হয়। অর্থাৎ সে সাধুদ্বারাই জীবকে কৃপা করিয়া থাকেন কিংবা শ্রীভগবানের কৃপা সাধুর রূপ ধরিয়া এ জগতে বিচরণ করিয়া থাকে।"

জীব ব্যাকুল হৃদয়ে শ্রীভগবান্‌কে ডাকিলে তিনি সাধুর সঙ্গে তাহার যোগাযোগ করাইয়া দেন। সাধুসঙ্গে থাকিয়া তাঁহাদের শ্রীমুখবিগলিত ভগবৎকথা শুনিয়া জীব শ্রীভগবানের প্রীতির উদ্দেশ্যে নিজের সমস্ত স্বার্থকে জলাঞ্জলি দেওয়ার প্রেরণা পায়। শ্রীভগবানের প্রীতির উদ্দেশ্যে এইরূপ স্বার্থত্যাগদ্বারা কালক্রমে সে প্রেমলাভের অধিকারী হয়। অতএব ভক্তিলাভবিষয়ে মহৎকৃপাই মুখ্য কারণ। সেই কারণে শ্রীগৌরহরি শ্রীল সনাতনগোস্বামীকে শিক্ষা দিতে গিয়া বলিয়াছেন —

"ক�ৃষ্ণভক্তি-জন্মমূল হয় সাধুসঙ্গ।
কৃষ্ণপ্রেম জন্মে তেঁহো পুনঃ মুখ্য অঙ্গ॥"

(শ্রীচৈ:চ:মধ্য ২২।৪৮)

এই সাধু বা মহতের সঙ্গলাভই ভগবৎকৃপার অবশ্যম্ভাবী ফল।

কেশব — শ্রীভগবৎকৃপায়ই যে জীবের সৎসঙ্গ লাভ হয়, ইহা বুঝিলাম। সাধুগণের কৃপা কিরূপে জীবে সঞ্চারিত হয় ?

শ্রীহরিদাস — সাধুগণের কৃপা তিনভাবে জীবে সঞ্চারিত হয়; যথা — (১) আলোকদান (দর্শন দ্বারা) (২) বাচিক (আকাশবাণীর মাধ্যমে) ও (৩) হার্দ (হৃদয়ে প্রেরণাদানদ্বারা)।

যে ভাগ্যবান্ জীব এই মহৎকৃপা লাভ করে, সে ভক্তিলতাবীজ বা ভক্তিবাসনা লাভ করিয়া কৃতার্থ হয়। তখন শ্রীকৃষ্ণের প্রীতির উদ্দেশ্যে সমস্ত স্বার্থ জলাঞ্জলি দেওয়ার প্রবৃত্তি তাহার স্বতঃই উদয় হয়। তজ্জন্য সে ভক্তির পূর্বাঙ্গরূপ ভক্তিমাত্রকাম কর্মার্পণে প্রবৃত্ত হয়। এইরূপে মহতের আনুগত্যে ভক্তিমাত্রকাম কর্মার্পণ করিতে করিতে সে ক্রমশঃ জাতরতিভূমিকায় উন্নীত হইয়া শুদ্ধভক্তিসাধনের যোগ্য হয় এবং কালক্রমে প্রেম লাভ করে।

অধিকারিভেদে শুদ্ধভক্তির প্রকারভেদ

কেশব — আজ্ঞে, আমি ত গৃহস্থলোক। ঘরের জঞ্জাল, চাকরি জঞ্জাল ও অন্যান্য বহু জঞ্জালে লিপ্ত। এইরূপ অবস্থায় আমার পক্ষে শুদ্ধভক্তিলাভ কিরূপে সম্ভব ?

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

শ্রীহরিদাস — শুদ্ধভক্তি সম্বন্ধে তোমার এপর্যন্ত ঠিক জ্ঞান হয় নাই। সেই জন্য তুমি এইরূপ প্রশ্ন করিলে। ভক্তি বাস্তবিক কি তাহা তোমাকে পূর্বেই বলিয়াছি। বর্তমান আর একটু বিশ্লেষণ করিয়া বলিতেছি।

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অবিচ্ছিন্না মনোগতির নামই ভক্তি। হৃদয়ে রজস্তমোগুণ বর্তমান থাকা পর্যন্ত এই অবিচ্ছিন্না মনোগতি লাভ হইতে পারে না। এই রজস্তমোগুণ হইতে অব্যাহতি লাভের জন্য অন্তর্যামিদৃষ্টিতে ভূতাদর যে অপরিহার্য, তাহাও বলিয়াছি। বিমুখ জীবমাত্রে রজস্তমোগুণাবিষ্ট কর্মাধিকারী। এই অধিকার হইতেই ত আমাদিগকে ভক্তিসাধন আরম্ভ করিতে হইবে। অথচ রজস্তমোগুণ থাকা পর্যন্ত শুদ্ধভক্তির সাধন সম্ভব নহে। জীবের এই অধিকারকে বিচার করিয়া শ্রীজীবপাদ শ্রীভক্তিসন্দর্ভ ২১৭তম অনুচ্ছেদে যাহা উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা বলিতেছি —

"সা ভক্তিস্ত্রিবিধা — আরোপসিদ্ধা, সঙ্গসিদ্ধা, স্বরূপসিদ্ধা চ। তত্রারোপসিদ্ধা-স্বতো ভক্তিত্বাভাবেঽপি ভগবদর্পণাদিনা ভক্তিত্বং (ভক্ত্যাভাসত্বং) প্রাপ্তা কর্মাদিরূপা। সঙ্গসিদ্ধা — স্বতো ভক্তিত্বাভাবেঽপি তৎ(ভক্তি)পরিকরতয়া সংস্থাপনেন (ভাঃ ১১। ৩।২২) 'তত্র ভাগবতান্ ধর্মান্ শিক্ষেদ্গুর্বাত্মদৈবতঃ' ইত্যাদিপ্রকরণেষু, (ভাঃ ১১। ৩।২৩) 'সর্বতো মনসোঽসঙ্গম্' ইত্যাদিনা লব্ধ তদন্তঃ(ভক্ত্যন্তঃ)পাতা জ্ঞান-কর্মতদঙ্গ (জ্ঞানাকারা বা, কর্মাকারা বা, জ্ঞানকর্মমিশ্রাকারা বা)রূপা। স্বরূপসিদ্ধা চ অজ্ঞানা-দিনাপি তৎ(ভগবৎ)প্রাদুর্ভাবে ভক্তিত্বাব্যভিচারিণী (কর্মজ্ঞানযোগচেষ্টাদ্যব্যবহিতা) সাক্ষাত্তদনুগত্যাত্মা (অব্যবধানেন-ভগবদানুকূল্যময় তদনুবর্তনস্বরূপা) তদীয় (ভগবচ্ছ্রী-বিষ্ণুবিষয়ক) শ্রবণকীর্তনাদিরূপা।"

অর্থাৎ পূর্বোক্ত ভক্তি আরোপসিদ্ধা, সঙ্গসিদ্ধা ও স্বরূপসিদ্ধাভেদে তিনপ্রকার। তাহার মধ্যে যাহা স্বরূপতঃ ভক্তি না হইলেও শ্রীভগবানে অর্পণাদিহেতু ভক্তিত্ব অর্থাৎ ভক্ত্যাভাসত্ব প্রাপ্ত হয়, সেই কর্মাদিকে আরোপসিদ্ধা ভক্তি বলা যায়। এইরূপ যাহা স্বরূপতঃ ভক্তি না হইলেও ভক্তির পরিকররূপে সংস্থাপনহেতু 'গুরুই যাহার আত্মা ও দেবতাস্বরূপ, তাদৃশ ব্যক্তি গুরুর নিকট ভাগবতধর্মসমূহ শিক্ষা করিবে' ইত্যাদি প্রকরণসমূহে 'সর্ব বিষয়ে চিত্তের আসক্তিহীনতা' ইত্যাদি বাক্যদ্বারা যে জ্ঞান, কর্ম ও তাহার অঙ্গসমূহ ভাগবতধর্মের অন্তর্গতরূপে গণ্য হয়, এইপ্রকার জ্ঞান ও বৈরাগ্যাদিকে সঙ্গসিদ্ধা ভক্তি বলা যায়। অজ্ঞানাদিপূর্বক অনুষ্ঠিত হইলেও যাহাতে শ্রীভগবানের প্রাদুর্ভাবে ভক্তিত্বের ব্যভিচার হয় না, যাহা কর্ম, জ্ঞান ও যোগ চেষ্টাদ্বারা ব্যবহিত হয় না এবং যাহা সাক্ষাদ্ভাবে শ্রীভগবানের আনুগত্যস্বরূপ অর্থাৎ অব্যবহিতরূপে শ্রীভগবানের আনুকূল্যময়, তাদৃশ শ্রীবিষ্ণুবিষয়ক শ্রবণকীর্তনাদিকে স্বরূপসিদ্ধা ভক্তি বলা যায়।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

সাধকের অধিকারকে ভিত্তি করিয়াই ভক্তিকে উক্ত তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছে। প্রত্যেকটির স্বরূপ বিশ্লেষণ করিয়া বুঝাইতেছি। প্রথমে আরোপসিদ্ধা ভক্তির কথা আলোচনা করা যাউক।

(১) আরোপসিদ্ধা ভক্তি — যাহা স্বরূপতঃ কর্ম কিন্তু শ্রীভগবানে অর্পিত হওয়ায় ভক্তিত্ব প্রাপ্ত হয়, তাহাকে আরোপসিদ্ধা ভক্তি বলা যায়। 'আরোপসিদ্ধা' বলিবার তাৎপর্য এই যে, ইহা স্বরূপতঃ কর্ম অথচ ইহাতে ভক্তিত্ব আরোপ করা হইয়া থাকে। কর্মাধিকারে অজাতরতি সাধকের যে শ্রীহরিনাম-শ্রবণ-কীর্তন, তাহা এই আরোপসিদ্ধা ভক্তিরই অন্তর্গত। কারণ শ্রীহরিনাম-শ্রবণ-কীর্তনকারীর হৃদয়ে রজস্তমোগুণজনিত অহঙ্কার বিদ্যমান থাকায় তাহার দ্বারা অনুষ্ঠিত শ্রীহরিনাম-শ্রবণ-কীর্তনাদি স্বস্বার্থসিদ্ধিবাসনাদ্বারা ব্যবহিত হইয়া থাকে। সেইহেতু তাহা স্বরূপতঃ কর্ম। তাহাকে সে ভক্তি বলিয়া মনে করে অর্থাৎ তাহাতে ভক্তিত্ব আরোপ করে। মনে রাখিতে হইবে যে, ভক্তির জীবনস্বরূপ যে 'অবিচ্ছিন্না মনোগতি' অর্থাৎ অবিচ্ছিন্নভাবে শ্রীকৃষ্ণের সুখানুসন্ধানময়ী স্মৃতি, তাহা এস্থানে নাই। অর্থাৎ এই ভক্তি নানাপ্রকার স্বার্থসিদ্ধিবাঞ্ছাদ্বারা ব্যবহিত। সেইহেতু ইহা প্রাথমিক স্তরের ভাগবতধর্মরূপে গণ্য হইলেও শুদ্ধভক্তিপদবাচ্য নহে।

(২) সঙ্গসিদ্ধা ভক্তি — কর্মাধিকারী অজাতরতি সাধক শ্রবণ-কীর্তনাদি ভক্তির অনুষ্ঠান করিলেও শ্রীবিষ্ণুর প্রতি অবিচ্ছিন্না মনোগতির অভাবে সে ভক্তির সহায়করূপে জ্ঞান ও বৈরাগ্যের আশ্রয় লইয়া থাকে। এই জ্ঞান ও বৈরাগ্যকে সঙ্গসিদ্ধা ভক্তি বলা যায়। কারণ ইহা স্বরূপতঃ ভক্তি না হইলেও ভক্তির উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত হওয়ায় ভক্তির পরিকররূপে অর্থাৎ ভক্তির আনুকূল্য করিতেছে বলিয়া ভাগবতধর্মের অন্তর্ভুক্তরূপেই গণ্য হয়।

(৩) স্বরূপসিদ্ধা ভক্তি — অজ্ঞানাদিপূর্বক অনুষ্ঠিত হইলেও যাহাতে ভক্তিত্বের ব্যভিচার হয় না অর্থাৎ যাহাতে ভক্তিত্ব বিদ্যমান থাকে এবং যাহা সাক্ষাদ্ভাবে শ্রীভগবানের আনুগত্যস্বরূপ, তাদৃশ শ্রবণ-কীর্তনাদিই স্বরূপসিদ্ধা ভক্তি। "শ্রীবিষ্ণুর শ্রবণ-কীর্তন" ইত্যাদি নয়প্রকার ভক্তিনির্দেশবাক্যে — শ্রীবিষ্ণুর শ্রবণ, শ্রীবিষ্ণুর কীর্তন ইত্যাদিরূপে প্রত্যেক ভক্ত্যঙ্গেরই বিশিষ্টরূপে কথন অভিপ্রেত বলিয়া সেইসব অঙ্গ আরোপসিদ্ধারূপে গণ্য নহে; পরন্তু মূঢ় ও উন্মত্ত প্রভৃতি ব্যক্তি ঐসকল অঙ্গের যেকোন একটির অনুকরণ করিলেও যেকোনরূপ সম্বন্ধহেতু এই শ্রবণ-কীর্তনাদি তাদৃশ ব্যক্তিগণকে যথোচিত ফল দান করে বলিয়া ইহা স্বরূপসিদ্ধারূপেই গণ্য হয়। যেরূপ পূর্বজন্মে শ্রীপ্রহ্লাদ বেশ্যাসক্ত ব্রাহ্মণরূপে বেশ্যার সহিত বিবাদ করিয়া শ্রীনৃসিংহ

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

চতুর্দশীর দিন উপবাস করিয়াছিলেন এবং তাহার ফলে পরজন্মে ভগবদ্ভক্তরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। সেইরূপে ব্যাধকর্তৃক আহত একটি পক্ষীকে এক কুক্কুর মুখে লইয়া যাইতে যাইতে দৈবাৎ তাহার শ্রীবিষ্ণুর মন্দির পরিক্রমা হইয়া গেল। তাহাতে উক্ত পক্ষীরও মন্দির পরিক্রমা সিদ্ধ হওয়ায় মন্দির পরিক্রমার ফলে সে মৃত্যুর পর বিষ্ণুলোকে গমন করিল। সুতরাং অজ্ঞানাদিবশতঃও যদি এইপ্রকার উপবাস বা মন্দির পরিক্রমাদি শ্রীবিষ্ণুর সম্পর্কযুক্ত হইয়া অনুষ্ঠিত হয় তাহা হইলে তাহা স্বরূপসিদ্ধা ভক্তির অন্তর্গতরূপেই গণ্য হইবে। স্বরূপসিদ্ধা ভক্তির যে স্বতঃফলদাতৃত্ব শক্তি আছে, তাহা এস্থানে প্রমাণিত হইতেছে।

কেশব — ঠিকভাবে বুঝিতে পারিলাম না। আর একটু সরলভাবে বুঝাইয়া দিন।

শ্রীহরিদাস — ভক্তি সকলের সহজবোধ্য হইবে না। পূর্ব যাদৃচ্ছিক মহৎকৃপাজনিত ভাগ্য যাহার আছে কেবল সেই ব্যক্তিই ইহা বুঝিতে পারিবে এবং তদনুযায়ী আচরণে প্রবৃত্ত হইবে। অন্য সকলের পক্ষে ইহা দুর্বোধ্য। স্বরূপসিদ্ধা ভক্তির বিষয় আর একটু বুঝাইয়া বলিতেছি। ভক্তি বলিতে মুখ্যতঃ স্বরূপসিদ্ধা ভক্তিকেই বুঝায় অর্থাৎ যাহা স্বরূপতঃ সিদ্ধ। অর্থাৎ যাঁহার উদ্দেশ্যে ভক্তি করা যায় যদি তাহা জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে তাঁহার সহিতই সম্পৃক্ত হয়, তাহা হইলে তাহাকে স্বরূপসিদ্ধা ভক্তি বলা হয়। সেস্থানে অনুষ্ঠাতার অন্য কোনও অভিসন্ধি থাকে না। উপর্যুক্ত উদাহরণে যে শ্রীপ্রহ্লাদ ও কুক্কুরমুখগত পক্ষীর কথা বলা হইল, তাহারা নিরপরাধ ও অজ্ঞ ছিলেন। ভক্তি সম্বন্ধে কোন জ্ঞান না থাকায় তাহার ফল আত্মসাৎ করিবার দুরভিসন্ধিও তাহাদের ছিল না। তজ্জন্য তাহাদের অজ্ঞতাবশতঃ এই ভক্তি স্বতঃ শ্রীভগবানের প্রতিই উদ্দিষ্ট হইয়া গেল। স্বরূপসিদ্ধা ভক্তির স্বতঃ ফলদাতৃত্বশক্তিহেতু তাহার ফল তাহারা পাইলেন। তাহাদের অনুষ্ঠিত ভক্তিতে তাহাদের হৃদয়ে ভক্তির প্রাণস্বরূপ শ্রীভগবানের সন্তোষচিন্তা না থাকায় তাহাকে শুদ্ধভক্তি বলা যাইবে না। তাহা ভক্ত্যাভাসমাত্র। তাহারা সেই ভক্ত্যাভাসেরই ফল পাইলেন। অজ্ঞ অথচ অকুটিল জীবের প্রতি শ্রীভগবানের বিশেষ কৃপা হইয়া থাকে। যেরূপ একটি মূষিক দৈনিক বিষ্ণুমন্দিরে প্রদত্ত প্রদীপের তৈল ভক্ষণ করিত। এইরূপ করিতে করিতে এক দিন দৈবাৎ প্রদীপের সলিতা জ্বলিয়া উঠিল ও তাহাতে মূষিকের মুখ পুড়িয়া যাওয়ায় তাহার মৃত্যু হইল। মৃত্যুর পূর্বে সে বিষ্ণুমন্দিরে দীপদানরূপ ভক্ত্যাভাসের ফল লাভ করিল। তাহার পরজন্মে সে রাণীজন্ম পাইল ও দীপদানাদি ভক্তির অনুষ্ঠান করিয়া বৈকুণ্ঠে গমন করিল। মূষিক অজ্ঞ ছিল এবং প্রদীপটি বিষ্ণুমন্দিরে আছে বলিয়া তাহার কোন জ্ঞান

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ছিল না। দৈবক্রমে তাহা বিষ্ণুমন্দিরে ছিল বলিয়া সে মৃত্যুর পূর্বে বিষ্ণুমন্দিরে দীপদানরূপ ফল পাইল। সেই দীপ যদি অন্য কোন স্থানে থাকিত, তাহা হইলে তাহার বিষ্ণুমন্দিরে দীপদানরূপ ফললাভের সৌভাগ্য হইত না। সেই কারণে ভক্ত্যাভাসরূপ অনুষ্ঠান শ্রীবিষ্ণুর সম্পর্কের অপেক্ষা রাখে। শ্রীপ্রহ্লাদের উপবাসও শ্রীনৃসিংহ চতুর্দশী ব্রতের সঙ্গে যুক্ত হইয়া গেল এবং কুক্কুরমুখগত পক্ষীরও শ্রীবিষ্ণুর মন্দির পরিক্রমা হইয়া গেল। স্বরূপসিদ্ধা ভক্তির স্বতঃফলদাতৃত্ব শক্তি হইতেই এই ফল তাহারা পাইলেন। ইহাতে তাহাদের কোন কৃতিত্ব নাই। অবশ্য পূর্বেই বলিয়াছি যে, তাহারা যে ফল পাইলেন তাহা ভক্তির ফল নহে—ভক্ত্যাভাসেরই ফল। মূঢ় ও অকুটিল ব্যক্তিগণের প্রতি দীনদয়ালু শ্রীভগবানের এইরূপ কৃপা হইয়া থাকে। ইহারা সকলেই মূঢ় ছিলেন এবং অকুটিল অর্থাৎ ইহাদের অনুষ্ঠিত ভক্তির ফল আত্মসাৎ করিবার সামান্যতম প্রবৃত্তিও ইহাদের ছিল না। সেই কারণে ইহারা ভক্তির (ভক্ত্যাভাসের) ফল পাইল।

কেশব—ইহারা যদি ভক্তির ফল পাইল তবে সকলেই কেন এইরূপ যেকোনভাবে অনুষ্ঠিত ভক্তির ফল পাইবে না ?

শ্রীহরিদাস—ইহারা অজ্ঞ ও সরল ছিলেন। তজ্জন্য শ্রীভগবানের কৃপা পাইলেন। যেরূপ ধ্রুব অজ্ঞ ও সরল ছিলেন। শ্রীবিষ্ণুর আরাধনা করিলে পিতৃসিংহাসন ব্যতীত অন্য বস্তু লাভ হইতে পারে, সে বিষয়ে তাঁহার কোন জ্ঞান ছিল না। কিন্তু আরাধনায় তাঁহার নিষ্ঠা ও আর্তি দেখিয়া তাঁহার অজ্ঞতা দূর করিবার জন্য শ্রীভগবান্ শ্রীনারদকে প্রেরণা দিলেন। শ্রীনারদের দর্শন ও তাঁহার কৃপার প্রভাবে ধ্রুবের হৃদয় হইতে পিতৃসিংহাসনলাভরূপ ভক্তিবিপরীত বাসনা দূর হইয়া তাহাতে ভগবৎপ্রাপ্তিবাসনা সঞ্চারিত হইল এবং তদনুযায়ী তিনি ভক্তি লাভ করিলেন। অজ্ঞ ও সরল ব্যক্তির প্রতি ইহা শ্রীভগবানের বিশেষ কৃপা। অধিকাংশ জীব কপটী অর্থাৎ স্বসুখকামী। স্বসুখবাসনা তুচ্ছ এবং ভক্তি শ্রেষ্ঠ। ইহা জানিয়াও তাহারা স্বসুখবাসনা ত্যাগ করিতে চাহে না। এরূপকি ভক্তির আশ্রয় লইয়াও স্বসুখবাসনা চরিতার্থ করিতে তৎপর হয়। এইরূপ কপটী ব্যক্তি কখনও শ্রীভগবানের কৃপা পাইতে পারে না।

স্বরূপসিদ্ধা ভক্তি অহৈতুকী ও অব্যবহিতা। এইরূপ ভক্তিতে অনুষ্ঠাতার ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষরূপ নিজের কোন ফলাভিসন্ধি থাকে না। ইহাই স্বরূপসিদ্ধা ভক্তির অহৈতুকত্ব। আবার ইহা স্বরূপসিদ্ধা বলিয়া সাক্ষাদ্রূপাই হইয়া থাকে। অর্থাৎ ইহা সাক্ষাদ্ভাবে কেবল শ্রীভগবানের প্রীতিবিধান উদ্দেশ্যেই অনুষ্ঠিত হয়। আরোপাদি ব্যবধান এস্থানে নাই। যেস্থানে কর্মে ভক্তিত্ব আরোপ করা হইতেছে, সেস্থানে ভক্তি

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

কর্মের দ্বারা ব্যবহিত হইতেছে। তজ্জন্য তাহা সাক্ষাদ্ভক্তি নহে। কারণ সেস্থানে ফলান্তর কামনা আছে। তাহা শ্রীবিষ্ণুকে অর্পিত হয় নাই। অর্থাৎ কেবল শ্রীবিষ্ণুকে সুখী করিবার উদ্দেশ্যে তাহা অনুষ্ঠিত হয় নাই।

কেশব — আজ্ঞে, ইচ্ছা না করিলেও শ্রীকৃষ্ণভক্তি ব্যতীত অন্য কামনা বলপূর্বকই আমার চিত্তে প্রবেশ করিয়া চিত্তকে চঞ্চল করিতেছে। এইরূপ অবস্থায় কোন্ উপায় অবলম্বন করিলে নির্বিঘ্নে স্বরূপসিদ্ধা ভক্তি করা সম্ভব হইবে ?

শ্রীহরিদাস — স্বরূপসিদ্ধা ভক্তি করিবার অধিকার জীবস্বরূপেতে নাই। শ্রীভগবান্‌কে ভক্তি শ্রীভগবান্‌ই করেন। সেই জন্য ইহার নাম "শ্রীভাগবতধর্ম"। শ্রীভগবান্ কিরূপে শ্রীভগবান্‌কে ভক্তি করেন তাহা বুঝাইয়া বলিতেছি।

শ্রীভগবানের তিনটি শক্তি; যথা — চিচ্ছক্তি, মায়াশক্তি ও জীবশক্তি।

চিচ্ছক্তি — শ্রীভগবানের স্বরূপে অবিচ্ছেদ্যরূপে অবস্থান করিতেছে বলিয়া ইহাকে স্বরূপশক্তিও বলা যায়। এই স্বরূপশক্তির তিনটি বৃত্তি; যথা — সন্ধিনী, সম্বিৎ ও হ্লাদিনী।

সন্ধিনী — সন্ধিনীশক্তির কার্য শ্রীকৃষ্ণের ধাম, বসন-ভূষণ, শয্যা ইত্যাদি যাবতীয় লীলার উপকরণ সৃষ্টি।

সম্বিৎ — সম্বিতের কার্য হইল জ্ঞান। তাঁহার লীলাপুষ্টির জন্য পিতা, মাতা, সখা, পত্নী ও দাসদাসী ইত্যাদি ভাবই তাঁহার পরিকরগণের হৃদয়ে অনাদিকাল হইতে সৃষ্টি হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ অজ হইলেও শ্রীনন্দ-যশোদার অনাদিসিদ্ধভাব — তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের পিতামাতা এবং শ্রীকৃষ্ণের অনাদিসিদ্ধভাব — তিনি নন্দনন্দন ও যশোদাদুলাল। এইরূপ দাস, সখা ও পত্নীগণের হৃদয়ে অনাদিসিদ্ধ দাস, সখা ও পত্নীভাবের সৃষ্টি এই সম্বিতেরই কার্য।

হ্লাদিনী — শ্রীকৃষ্ণকে সর্বক্ষণ সর্বতোভাবে সেবা করিয়া তাঁহার আনন্দবিধান করাই এই শক্তির কার্য। লীলারসাস্বাদন করাইয়া শ্রীকৃষ্ণের আনন্দবিধান করিতে হইলে পরিকরগণের হৃদয়েও শ্রীকৃষ্ণের সেবাভাব উদ্রেক করানো আবশ্যক। ইহা হ্লাদিনীশক্তিদ্বারাই হইয়া থাকে। হ্লাদিনীশক্তির প্রভাবে পরিকরগণ সর্বদা সর্বতোভাবে শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিয়াও কিছুই করিতে পারিলেন না বলিয়া সর্বক্ষণ সেবার অভাববোধজনিত অন্তর্দাহে দগ্ধ এবং কিরূপে আরও অধিক হইতে অধিক সেবা করিয়া তাঁহার প্রীতিবিধান করিবে তজ্জন্য ব্যাকুল। শ্রীরাধারাণীই এই হ্লাদিনীর মূর্ত বিগ্রহ।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

মায়াশক্তি – ইহা জড়া শক্তি। শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা সৃষ্ট হইলেও তাঁহার সঙ্গে ইহার সাক্ষাৎ সম্পর্ক নাই। আলোক ও অন্ধাকারের সম্পর্কের ন্যায় শ্রীকৃষ্ণ ও মায়ার সম্পর্ক। মায়া সর্বদা বিলজ্জমানা হইয়া শ্রীকৃষ্ণ হইতে বহুদূরে অবস্থান করে। সাপের খোলস সাপের দেহ হইতে বাহির হইলেও যেরূপ আর সাপের সঙ্গে তাহার কোনও সম্পর্ক থাকে না, সেইরূপ মায়া শ্রীকৃষ্ণের সৃষ্ট হইয়া থাকিলেও তাঁহার অচিন্ত্যশক্তির প্রভাবে মায়ার সঙ্গে তাঁহার কোন সম্পর্ক থাকে না।

জীবশক্তি – ইহা চিৎকণ হইলেও শ্রীকৃষ্ণের চিৎশক্তি বা স্বরূপশক্তি হইতে একটি পৃথক্ শক্তি। তজ্জন্য জীবহৃদয়ে স্বরূপশক্তির অবস্থিতি নাই। সেই কারণে জীবকে 'বিভিন্নাংশ' বলা হয়। বিভিন্নাংশ অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ হইতে বিশেষরূপে ভিন্ন অংশ। নিত্যমুক্ত ও নিত্যবদ্ধ ভেদে জীব দুইপ্রকার। সৃষ্টির সময়ে যাঁহারা স্বরূপশক্তির দ্বারা অনুগৃহীত হইয়াছেন তাঁহারা নিত্যমুক্ত। জন্ম, মৃত্যু, জরা, ব্যাধি আদি বিষয়ে তাঁহাদের কোন জ্ঞানই নাই। তাঁহারা নিত্যকাল শ্রীকৃষ্ণের সেবায় নিযুক্ত থাকিয়া সেবানন্দে নিমজ্জিত। আর যাহারা সৃষ্টির সময়ে স্বরূপশক্তির দ্বারা অনুগৃহীত হন নাই, তাহারা নিত্যবদ্ধ অর্থাৎ সৃষ্টির সময় হইতে স্বরূপশক্তির অনুগ্রহপ্রাপ্তি পর্যন্ত বদ্ধ।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু শ্রীল সনাতনগোস্বামিপ্রভুকে শিক্ষা দিতে গিয়া বলিয়াছেন –

"জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্য দাস।
কৃষ্ণের তটস্থা শক্তি ভেদাভেদ প্রকাশ ॥"
(শ্রীচৈ:চ:মধ্য ২০।১০১)

অর্থাৎ জীব শ্রীকৃষ্ণের তটস্থা শক্তি। চিচ্ছক্তি ও মায়াশক্তির মধ্যবর্তী হওয়ায় জীব চিচ্ছক্তি ও মায়াশক্তি উভয়ের দিকে যাইতে পারে। যে জীব স্বরূপশক্তির দ্বারা অনুগৃহীত হইয়াছে, সে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আকৃষ্ট। যে স্বরূপশক্তির দ্বারা অনুগৃহীত হয় নাই, সে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি বিমুখ। সেইহেতু নিত্যকাল মায়াবদ্ধ হইয়া ত্রিতাপজ্বালায় জর্জরিত হইতেছে। পৃথিবীর প্রত্যেক জীব এই নিত্যবদ্ধশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। যে জীব তাহার স্বরূপের ধর্মরূপ শ্রীকৃষ্ণসেবা ভুলিয়া নিজ সুখকামনা করিয়া মায়াবদ্ধ হইয়াছে, সে নিজে চেষ্টা করিলেও মায়ার কবল হইতে মুক্ত হইতে পারিবে না। যেহেতু মায়ার শক্তি তাহা হইতে যথেষ্ট অধিক। তাহার এই দুর্দশা উপলব্ধি করিয়া শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার নিজজন সাধুগণকে এ জগতে পাঠাইতেছেন। জীব আকস্মিকভাবে কোনমতে এই সাধুগণের সংসর্গে আসিয়া গেলে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি উন্মুখ হয়।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

জীবোদ্ধার নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণ সাধুগণকে পাঠাইবার কারণ

কেশব — শ্রীকৃষ্ণ নিজে কৃপা না করিয়া সাধুগণকে জীবোদ্ধার নিমিত্ত পাঠাইবার কারণ কি ?

শ্রীহরিদাস — এ সম্বন্ধে শ্রীজীবপাদ শ্রীভক্তিসন্দর্ভ ১৮০তম অনুচ্ছেদে যাহা উল্লেখ করিয়াছেন তাহা তোমাকে পূর্বেই বলিয়াছি। সাধুগণ জীবহৃদয়ে যে ভক্তিবাসনা সঞ্চার করেন, তাহা স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ করিতে পারিবেন না। যেহেতু শ্রীকৃষ্ণ হইলেন ভোক্তা। ভক্তের ভক্তিরস আস্বাদন করিয়া তাহাকে অপার আনন্দদানপূর্বক কৃতার্থ করিবার উদ্দেশ্যে শ্রীকৃষ্ণ নানাপ্রকার চিত্তাকর্ষক লীলার আশ্রয় লইয়া থাকেন। হ্লাদিনীশক্তিই এইসব লীলা সৃষ্টি করিয়া যুগপৎ শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁহার ভক্তগণকে নিত্যকাল আনন্দসমুদ্রে নিমজ্জিত করিয়া রাখিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ ভোক্তা বলিয়া ভক্তের সেবারস আস্বাদনই তাঁহার কার্য। ভক্ত কিরূপে তাঁহার সেবা করিয়া তাঁহাকে আনন্দ দান করে, তাহা ভক্তই জানে। সে সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণের কোন জ্ঞান নাই বা জন্মানোও সম্ভব নহে। যেহেতু তিনি নিত্যকাল সেব্য বা ভোক্তৃভূমিকায়ই অবস্থিত, ভক্তিবাসনা বা তাঁহাকে সর্বেন্দ্রিয়দ্বারা সর্বতোভাবে সেবা করিয়া সুখী করিবার বাসনা তাঁহাতে উদয় হওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব। সেই কারণে সেবাবাসনা সম্বন্ধে তাঁহার কোন ধারণা নাই। এরূপ অবস্থায় তিনি জীবহৃদয়ে এই সেবাবাসনা সঞ্চার করিয়া তাহাকে তাঁহার সেবায় প্রবৃত্ত করাইবেন কিরূপে ? এই সেবাবাসনা হ্লাদিনীশক্তিরই একচেটিয়া সম্পত্তি এবং ভক্তগণ এই হ্লাদিনীশক্তিরই দূত। তাঁহারা হ্লাদিনীশক্তির কৃপায় ভক্তিবাসনা লাভ করিয়া নিত্যকাল বিবিধ সেবাদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের আনন্দবর্ধন করিতেছেন। সুতরাং ভক্তিবাসনার পূর্ণস্বত্বাধিকারিণী হ্লাদিনীশক্তির কৃপাপাত্র ভক্তগণই ভক্তিবাসনার আধার। অতএব অনাদিভগবদ্‌বিমুখ জীবহৃদয়ে ভক্তিবাসনা সঞ্চার করিবার উদ্দেশ্যে শ্রীকৃষ্ণ নিত্যকাল তাঁহার ভক্তগণকে এ জগতে পাঠাইতেছেন। জীবের কোনমতে এই ভক্তমহতের সংসর্গ হইয়া গেলে তাঁহার কৃপায় সে ভক্তিবাসনা লাভ করিয়া শুদ্ধভক্তিসাধনে প্রবৃত্ত হয়। অতএব মহতের সংসর্গে আসিয়া তাঁহার কৃপা না পাওয়া পর্যন্ত অন্য কোন চেষ্টাদ্বারা জীব শুদ্ধভক্তিসাধনের অধিকারী হইতে পারিবে না।

মহৎকৃপা ব্যতীত নিজচেষ্টায় শুদ্ধভক্তিসাধনে প্রবৃত্তিলাভ অসম্ভব

কেশব — জীব নিজচেষ্টায় যদি ভক্তি করিতে পারিবে না, তবে শাস্ত্রে ভক্তি করিতে যেসব উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা নিরর্থক নহে কী ?

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

শ্রীহরিদাস – দেখ কেশব, ভক্তি একটি বিজ্ঞান। ইহা চট্ করিয়া বোঝা তোমার পক্ষে কেন কোন জীবপক্ষেই সম্ভব নহে। কেন বুঝিতে পারিবে না সে বিষয়ে তোমাকে বুঝাইয়া বলিতেছি।

শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ ও জীবের স্বরূপ বিষয়ে শ্রীবিষ্ণুপুরাণে (১।১২।৬৯) যাহা উল্লেখ করা হইয়াছে তাহা তোমাকে বলিতেছি শোন।

"হ্লাদিনী সন্ধিনী সম্বিৎ ত্বয্যেকা সর্বসংস্থিতৌ।
হ্লাদতাপকরী মিশ্রা ত্বয়ি নো গুণবর্জিতে ॥"
(শ্রীচৈ:চ:আ: ৪।৯)

অর্থাৎ হে ভগবন্! আপনার স্বরূপভূতা হ্লাদিনী, সন্ধিনী ও সম্বিৎ এই ত্রিবিধ শক্তি সর্বাধিষ্ঠানভূত আপনাতেই অবস্থিত (কিন্তু জীবের মধ্যে অবস্থিত নহে)। আবার আপনি প্রাকৃতগুণবর্জিত হওয়ায় হ্লাদকরী অর্থাৎ মনের প্রসন্নতাবিধায়িনী সাত্ত্বিকী, তাপকরী অর্থাৎ বিষয়ভোগের অঘটনহেতু মানসিক তাপদায়িনী তামসী ও মিশ্রা অর্থাৎ সুখজনিত প্রসন্নতা ও দুঃখজনিত তাপ – এই উভয়ের মিশ্র অনুভূতিরূপা রাজসী বৃত্তি তোমাতে নাই। অর্থাৎ সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ – এই প্রাকৃত গুণত্রয় কেবল জীবেতেই আছে, আপনি গুণবর্জিত হওয়ায় আপনাতে ইহার অবস্থিতি নাই। পূর্বে বলা হইয়াছে যে, ভক্তিবাসনা বা শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিয়া তাঁহাকে সর্বতোভাবে সুখী করিবার বাসনা এই হ্লাদিনীশক্তির স্বরূপভূতা। জীবস্বরূপে শ্রীভগবানের স্বরূপভূতা হ্লাদিনীর অবস্থিতি না থাকায় চিৎকণ জীবকে শ্রীভগবানের বিভিন্নাংশ অর্থাৎ শ্রীভগবান্ হইতে বিশেষরূপে ভিন্ন অংশ বলিয়া বলা হইয়াছে। বিষ্ণুপুরাণের উপর্যুক্ত শ্লোক হইতে ত তুমি জানিলে যে জীবে স্বরূপশক্তির বৃত্তিরূপা হ্লাদিনীশক্তি নাই। এইরূপ অবস্থায় জীব ভক্তিবাসনার অধিকারী হইবে কিরূপে, আর ভক্তিবাসনা লাভ না হইলে ভক্তি করিবার প্রবৃত্তি বা আসিবে কোথা হইতে ? কোনও কার্য করিবার পূর্বে সেই কার্য করিবার একটি বাসনা হৃদয়ে সৃষ্টি হইয়া থাকে এবং সেই বাসনাদ্বারা চালিত হইয়া জীব উক্ত কার্যে প্রবৃত্ত হয়। সেবাবাসনার অর্থ নিজের সমস্ত স্বার্থকে তিলে তিলে জলাঞ্জলি দিয়া কেবল শ্রীকৃষ্ণকে সর্বতোভাবে সুখী করিবার বাসনা। এই বাসনা সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ। ইহাতে স্বসুখসাধনরূপ স্বার্থপরতার লেশমাত্রও হৃদয়ে থাকে না। রজস্তমোগুণাবিষ্ট জীবের পক্ষে এইরূপ সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ সাধনরূপ ভক্তিতে প্রবৃত্ত হওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব। কারণ রজস্তমোগুণের কার্য হইল সর্বদা জীবকে শ্রীকৃষ্ণের সুখচিন্তা হইতে বহু দূরে রাখিয়া স্বসুখচিন্তায় মগ্ন করান। এই রজস্তমোগুণোত্থ স্বসুখবাসনা এরূপ বলিয়সী যে, জীব

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

নিজ চেষ্টায় কখনও এই স্বসুখবাসনা হইতে নিবৃত্ত হইতে পারিবে না। এই স্বসুখবাসনাই জীবের সংসারবন্ধনের একমাত্র কারণ। এরূপ অবস্থায় জীব স্বীয় স্বার্থসাধনের কথা সম্পূর্ণ ভুলিয়া কেবল শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিবিধান নিমিত্ত তৎপর হওয়া তাহার পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব। অন্তর্যামিদৃষ্টিতে সর্বভূতাদরপূর্বক কর্মার্পণ করিলেই চিত্ত হইতে ক্রমশঃ রজস্তমোগুণ দূর হয় এবং সেই অবস্থায় জীব মহৎকৃপাবরণযোগ্য হয়। মহতের স্বতন্ত্র ইচ্ছায়ই জীব তাঁহার কৃপা লাভ করিয়া শুদ্ধভক্তিসাধনে নিজকে নিয়োজিত করে। অর্থাৎ মহৎকৃপাই ভাগ্যবান্ জীবকে ভক্তিসাধনে প্রবৃত্ত করাইয়া প্রেমলাভের যোগ্য করায়। ইহা জীবের চেষ্টাসাধ্য নহে।

এই যেসব বিষয় তোমাকে বলিলাম, ইহা শুনিলেও সকলেই যে বুঝিতে পারিবে ইহা নহে। কারণ জীবহৃদয়স্থ রজস্তমোগুণ ইহাকে বুঝিতে সর্বদা বাধা সৃষ্টি করিবে। সেই কারণে অধিকার বিচারের প্রয়োজনীয়তার কথা শ্রীকৃষ্ণ শ্রীউদ্ধবকে বলিয়াছেন এবং নিম্নাধিকারীর জন্য তিনি সগুণা ভক্তিরই উপদেশ দিয়াছেন। সেইজন্য শাস্ত্রে ভক্তি করিতে যেসব উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে তাহা মুখ্যতঃ সগুণা ভক্তির জন্যই। নির্গুণা ভক্তির সাধক বিরল। স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ যখন জীবকে এই নির্গুণা ভক্তি শিক্ষা দিতে চাহিলেন, তখন তিনি এ বিষয়ে নিজের অসামর্থ্য উপলব্ধি করিলেন। কারণ তিনি ভোক্তা(সেব্য)বলিয়া ভক্তি(সেবা)র স্বরূপ সম্বন্ধে তাঁহার কোনরূপ জ্ঞান নাই এবং না থাকাও স্বাভাবিক। সেইজন্য তিনি ভক্তশিরোমণি শ্রীরাধারাণীর ভাবে বিভাবিত হইয়া শ্রীগৌর হইলেন এবং সেই শ্রীগৌরস্বরূপেই তিনি রাগানুগা ভক্তি ও তাহার ফল প্রেমের কথা শিক্ষা দিলেন। কোন ভাগ্যবান্ বিরল সাধকেরই এই নির্গুণা ভক্তির প্রতি লোভ হইয়া থাকে। শ্রীগৌরসুন্দরের লীলাসংগোপন করিবার মাত্র পাঁচশত বৎসর হইয়াছে। এখন হইতেই তাঁহার প্রচারিত রাগানুগা ভক্তি অধিকাংশ স্থলে সম্পূর্ণ বিকৃতরূপেই গৃহীত হইতেছে। তবে সগুণা ভক্তি জীবের পক্ষে করা সম্ভব। ইহার দ্বারা সে ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ পর্যন্ত লাভ করিতে পারে। নিম্নাধিকারী জীবকে কোনমতে শ্রীবিষ্ণুর প্রতি আকৃষ্ট করাই শাস্ত্রের উদ্দেশ্য। সেইজন্য কামনাযুক্ত হইয়াও ভক্তি করিতে শাস্ত্র উপদেশ দিয়াছেন। এইরূপ সকাম ভক্ত ধ্রুবের ন্যায় সরল ও নিষ্কপট হইয়া থাকিলে মহতের বিশেষ কৃপায় প্রেমপর্যন্ত লাভ করিতে পারে।

ভাগ্যবান্ কে ?

কেশব – আপনি বলিলেন যে মহৎকৃপায়ই ভাগ্যবান্ জীব ভক্তিসাধনে প্রবৃত্ত হয়। এই ভাগ্যবান্ জীব কে ?

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

শ্রীহরিদাস — বাঃ, তোমার এই প্রশ্নটি অতি চমৎকার। তুমি যে আমার সমস্ত কথা মনোযোগ সহকারে শুনিতেছ, তোমার এই প্রশ্ন হইতেই তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। বস্তুতঃ তোমার মত শ্রোতাই উপদেশ পাইবার যোগ্য।

এই যে ভাগ্যবান্ জীব কথা বলিলাম সে সম্বন্ধে শ্রীল রূপগোস্বামিপ্রভু ভক্তিসাধনের অধিকারী কে সে বিষয়ে বলিতে গিয়া শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে যাহা উল্লেখ করিয়াছেন তাহা এইরূপ —

'যঃ কেনাপ্যতিভাগ্যেন জাতশ্রদ্ধোঽস্য সেবনে।
নাতিসক্তো ন বৈরাগ্যভাগস্যামধিকার্যসৌ ॥

যথৈকাদশে (১১।২০।৮)

যদৃচ্ছয়া মৎকথাদৌ জাতশ্রদ্ধস্তু যঃ পুমান্।
ন নির্বিণ্ণো নাতিসক্তো ভক্তিযোগোঽস্য সিদ্ধিদঃ ॥ ইতি ॥"
(১।২।১৪-১৫)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি কোন অনির্দেশ্য সৌভাগ্যহেতু শ্রীহরিসেবায় জাতশ্রদ্ধ হইয়াছে, তাহার বিষয়ের প্রতি অতি আসক্তি নাই কিংবা অতি বিরক্তিও নাই। সেই প্রকার ব্যক্তিই ভক্তিযোগের অধিকারী। ইহার প্রমাণস্বরূপ শ্রীমদ্ভাগবতের (১১।২০।৮) শ্লোকস্থ শ্রীকৃষ্ণের বাক্য উদ্ধার করিয়া তিনি উল্লেখ করিয়াছেন — যে ব্যক্তি কোন সৌভাগ্যক্রমে আমার চরিত্রের শ্রবণ, কীর্তন ও আমার আরাধনাদি ব্যাপারে জাতশ্রদ্ধ, বিষয়ের প্রতি অতি বৈরাগ্যযুক্ত বা অতি আসক্ত নহে, তাহারই পক্ষে ভক্তিযোগ সিদ্ধিপ্রদ হইয়া থাকে।

উপর্যুক্ত শ্লোকে 'অতিভাগ্যেন' — এই শব্দটির অর্থ শ্রীজীবপাদ তাঁহার দুর্গমসঙ্গমনী টীকায় লিখিয়াছেন — "মহৎসঙ্গাদিজাত সংস্কারবিশেষেণ" মহৎসঙ্গজাত সংস্কারকেই এস্থানে ভাগ্য বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। "আবার যদৃচ্ছয়া মৎকথাদৌ" শ্লোকস্থ 'যদৃচ্ছয়া' শব্দের টীকায় শ্রীক্রমসন্দর্ভে শ্রীজীবপাদ উল্লেখ করিয়াছেন — "যদৃচ্ছয়া কেনাপি পরমস্বতন্ত্র ভগবদ্ভক্তসঙ্গ-তৎকৃপাজাত-মঙ্গলোদয়েন" — অর্থাৎ যদৃচ্ছাক্রমে (দৈবাৎ) কোন পরমস্বতন্ত্র ভগবদ্ভক্তের সঙ্গ ও তাঁহার কৃপায় জাত মঙ্গলের উদয়দ্বারা। এস্থানে যদৃচ্ছাক্রমে অর্থ সাধুসঙ্গলাভের কোন বাসনা হৃদয়ে না থাকিলেও দৈবক্রমে যে সাধুসঙ্গ লাভ হয়, তাহাকেই যাদৃচ্ছিক মহৎসঙ্গ বলা হয়। এই মহতের সঙ্গফলে তাঁহার শ্রীমুখ হইতে শাস্ত্রকথা শ্রবণ করিয়া তাহাতে যে বিশ্বাস জাত হয় তাহাকেই শ্রদ্ধা বলা যায়। এই প্রাথমিক শ্রদ্ধাকেই ভাগ্য আখ্যা দেওয়া হইয়াছে।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

এইরূপ ভাগ্য যাহার আছে, কেবল তাহাকেই ভক্তি বিষয় উপদেশ দিলে সে তাহা গ্রহণ করিবে। এই মহৎসঙ্গজনিত শ্রদ্ধা যাহার নাই তাহাকে ভক্তিকথা উপদেশ দিলেও সে তাহা গ্রহণ করিতে পারিবে না। যদিও গ্রহণ করে বিকৃতরূপেই করিবে, ঠিক ঠিক গ্রহণ করিতে পারিবে না।

উপর্যুক্ত আলোচনা হইতে জানা যায় যে, যাদৃচ্ছিক মহৎকৃপাজনিত ভাগ্য যাহার আছে, সে যদি পরবর্তিকালে সাধুসঙ্গ পায় এবং তাঁহার নিকট ভক্তিসম্বন্ধীয় উপদেশ শোনে, তাহাকে সে গ্রহণ করে এবং তদনুযায়ী আচরণে প্রবৃত্ত হয়। আমার মনে হয় 'ভাগ্যবান্' অর্থ বর্তমান তুমি বেশ বুঝিতে পারিলে।

ইচ্ছাপূর্বক সাধুসঙ্গদ্বারা তাঁহার অকপট কৃপা লাভ হয় না

কেশব – ভাগ্যবান্ অর্থ বুঝিলাম, তথাপি আর একটু সন্দেহ আছে।

শ্রীহরিদাস – সন্দেহ কী বল।

কেশব – আপনি যে যাদৃচ্ছিক কথাটি বলিলেন তাহাই আমার মনে একটি আলোড়ন সৃষ্টি করিয়াছে। তাহা এই যে, যদৃচ্ছাক্রমে সাধুসঙ্গ হইলে তবেই তাঁহা হইতে ভগবৎকথা শ্রবণের ফলে তৎপ্রতি যে শ্রদ্ধা জাত হয়, তাহাকেই ভাগ্য বলিয়া আপনি বলিলেন। যদি কোন ব্যক্তি ইচ্ছাপূর্বক যোজনা করিয়া সাধুসঙ্গ করিতে যায়, তবে সে কী সাধুকৃপা পাইতে পারিবে না ?

শ্রীহরিদাস – না, সে সাধুকৃপা পাইতে পারিবে না। সেই জন্য শ্রীমদ্ভাগবতে সর্বত্র 'যদৃচ্ছয়া' শব্দটি ব্যবহৃত হইয়াছে। ইহার একটি বৈজ্ঞানিক কারণও আছে। তাহা এই যে, ত্রিগুণাক্রান্ত জীবের হৃদয়ে যখন সাধুসঙ্গের বাসনা জাগে তখন নিশ্চিতরূপেই সে তার সত্ত্বরজস্তমোগুণোত্থ স্বসুখবাসনাদ্বারা চালিত হইয়া সাধুর নিকট যায়। অর্থাৎ সাধুর নিকট হইতে তার ধর্মার্থকামরূপ জড়সুখ কিংবা মুক্তিসুখ কিরূপে পাওয়া যাইবে, সেই বাসনা হৃদয়ে পোষণ করিয়াই সে তাঁহার নিকট যায়। এইরূপে স্বসুখবাসনা প্রবল থাকাকালে সাধুর নিকট গেলেও যাহা স্বসুখবাসনা চরিতার্থের সহায়ক নহে, এইপ্রকার শুদ্ধভক্তিসম্বন্ধীয় তাঁহার উপদেশ সে গ্রহণ করিবে কিরূপে ? যেস্থানে যদৃচ্ছাক্রমে সাধুসঙ্গ হয়, সেস্থানে সাধুসঙ্গ করিবার কোন অভিলাষ পূর্ব হইতে না থাকায় সাধুর কৃপাদ্বারা কিরূপে স্বসুখবাসনা চরিতার্থ হইবে, সে উদ্দেশ্যও তাহা থাকে না। সেই কারণে সাধুর কৃপার প্রভাব তাহার উপর কার্য করে। অর্থাৎ সেই অবস্থায় সাধুর সঙ্গ ও তাঁহার কৃপা তাহার হৃদয়ে একটি ভক্ত্যুন্মুখ সংস্কার সৃষ্টি করে। এই সংস্কারই তাহার ভাগ্যরূপে গণ্য হয় এবং এই সংস্কারহেতুই ভগবদিচ্ছায় তাহার পরবর্তী সাধুসঙ্গও লাভ

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

হয়। তখন সাধু শুদ্ধভক্তি সম্বন্ধে তাহাকে যে উপদেশ দেন, তাহা সে গ্রহণ করিতে পারে। এ সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু শ্রীল রূপগোস্বামিপ্রভুকে শিক্ষা দিতে গিয়া যাহা উল্লেখ করিয়াছেন তাহা এইরূপ –

"ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান্ জীব।
গুরুকৃষ্ণপ্রসাদে পায় ভক্তিলতাবীজ ॥
মালী হয়া করে সেই বীজ আরোপণ।
শ্রবণ-কীর্তন-জলে করয়ে সেচন ॥
উপজিয়া বাড়ে লতা ব্রহ্মাণ্ড ভেদি যায়।
বিরজা ব্রহ্মলোক ভেদি পরব্যোম পায় ॥
তবে যায় তদুপরি গোলোক বৃন্দাবন।
কৃষ্ণচরণ-কল্পবৃক্ষে করে আরোহণ ॥
তাহাঁ বিস্তারিত হয়া ফলে প্রেমফল।
ইহাঁ মালী সেচে নিত্য শ্রবণাদি জল ॥
যদি বৈষ্ণব-অপরাধ উঠে হাথীমাতা।
উপাড়ে বা ছিণ্ডে তার শুকি যায় পাতা ॥
তাতে মালী যত্ন করি করে আবরণ।
অপরাধ-হস্তীর যৈছে না হয় উদ্গম ॥
কিন্তু যদি লতার অঙ্গে উঠে উপশাখা।
ভুক্তি-মুক্তি-বাঞ্ছা যত অসংখ্য তার লেখা ॥
নিষিদ্ধাচার কুটিনাটী জীব-হিংসন।
লাভ-প্রতিষ্ঠাদি যত উপশাখাগণ ॥
সেকজল পায়া উপশাখা বাড়ি যায়।
স্তব্ধ হয়া মূল শাখা বাড়িতে না পায় ॥
প্রথমেই উপশাখার করিয়ে ছেদন।
তবে মূল শাখা বাড়ি যায় বৃন্দাবন ॥
প্রেমফল পাকি পড়ে মালী আস্বাদয়।
লতা অবলম্বি মালী কল্পবৃক্ষ পায় ॥
এই ত পরম ফল পরম পুরুষার্থ।
যার আগে তৃণতুল্য চারি পুরুষার্থ ॥"

(শ্রীচৈ:চ:মধ্য ১৯।১৩৩-১৪৬)

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

অনাদিকর্মফলবশতঃ সংসার ভ্রমণ করিতে করিতে কোনও ভাগ্যবান্ জীব মহৎকৃপায় ভক্তিলতাবীজ লাভ করে। শ্রীকৃষ্ণের কৃপা স্বতন্ত্রভাবে জীবের নিকট পঁহুছে না। শ্রীকৃষ্ণ যখন কোন জীবকে কৃপা করেন, তখন তাহা তাঁহার ভক্তমহতের মাধ্যমেই করিয়া থাকেন। ইহা পূর্বে বলিয়াছি। সেই কারণে মহৎকৃপাকেই শ্রীকৃষ্ণভক্তিজন্মমূল বলা হইয়াছে।

এস্থানে যে ভাগ্যবান্ জীবের কথা বলা হইয়াছে, তাহা যাদৃচ্ছিক মহৎকৃপাহেতু ভগবৎকথায় শ্রদ্ধাবান্ জীবের প্রতিই উদ্দিষ্ট। সেইরূপ ভাগ্যবান্ জীব পরবর্তিকালে ভগবদিচ্ছায় আবার মহতের সঙ্গ পায়। সেই মহৎই হইলেন তাহার গুরু। তিনি তাহাকে ভক্তিলতাবীজ দেন।

ভক্তিলতাবীজের স্বরূপ

কেশব — ভক্তিলতাবীজ বলিতে কী বুঝায় ?

শ্রীহরিদাস — ইহা একটি জটিল প্রশ্ন। এ সম্বন্ধে বলিতেছি, মনোযোগসহকারে শোন। বীজ হইতে বৃক্ষ, বৃক্ষ হইতে ফল আবার ফল হইতে বীজ — ইহাই সাধারণ ক্রম। ইহা হইতে বুঝাযায় যে, বীজ, বৃক্ষ ও ফল অবশ্য সমজাতীয় হইয়া থাকিবে। ভক্তির ফল হইল প্রেম। প্রেমের অর্থ শ্রীকৃষ্ণেন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছা বা সর্বতোভাবে শ্রীকৃষ্ণের সুখানুসন্ধান। প্রেমরূপ ফল যাহা, বীজও তাহাই হওয়া আবশ্যক। সেইজন্য শ্রীকৃষ্ণের সুখানুসন্ধানবাসনাকেই ভক্তিলতাবীজ বলা যায়।

পূর্ব যাদৃচ্ছিক মহৎকৃপাজনিত ভাগ্য যাহার আছে, তাহাকে যখন শ্রীগুরুদেব সর্বেন্দ্রিয়দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের সুখানুসন্ধান করিতে উপদেশ দেন, তখন তাঁহার উপদেশ সে আগ্রহ সহকারে পালন করে। অর্থাৎ তাহার দেহযাত্রানির্বাহ হইতে আরম্ভ করিয়া শ্রবণকীর্তনাদি ভক্ত্যঙ্গের অনুষ্ঠান পর্যন্ত যাবতীয় কার্য সে শ্রীকৃষ্ণের প্রীতির উদ্দেশ্যেই অনুষ্ঠান করে।

কেশব — জীব কী নিজে চেষ্টা করিয়া শ্রীকৃষ্ণের সুখবিধানে ব্রতী হইতে পারিবে না যে তজ্জন্য গুরুকৃপার আবশ্যকতা হইবে ?

শ্রীহরিদাস — তোমাকে পূর্বেই বলিয়াছি যে, সর্বতোভাবে শ্রীকৃষ্ণের সন্তোষের জন্য তাঁহাকে সুখী করিবার যে বাসনা, তাহা শ্রীকৃষ্ণের হ্লাদিনীশক্তিরই বৃত্তি। জীবের হৃদয়ে হ্লাদিনীশক্তির অবস্থিতি না থাকায় সেই বৃত্তি জীব হৃদয়ে জাগা অসম্ভব। যদি বা জাগে তাহা শ্রীকৃষ্ণের সন্তোষের উদ্দেশ্যে না হইয়া নিজের সন্তোষ অর্থাৎ নিজের স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যেই জাগিবে, ইহা তোমাকে পূর্বেই বলিয়াছি —

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

"অনন্যমমতা বিষ্ণৌ মমতা প্রেমসঙ্গতা।
ভক্তিরিত্যুচ্যতে ভীষ্ম-প্রহ্লাদোদ্ধব-নারদৈঃ ॥"
(শ্রীভ:র:সি: ১।৪।২)

অর্থাৎ শ্রীবিষ্ণু ব্যতীত অন্যত্র মমতাবর্জিত অথচ শ্রীবিষ্ণুতে প্রেমসঙ্গতা যে মমতা তাহাকেই ভীষ্ম, প্রহ্লাদ, উদ্ধব ও নারদাদি ভক্তি বা প্রেম আখ্যা দিয়াছেন।

এস্থানে শ্রীবিষ্ণু ব্যতীত অন্যত্র অর্থাৎ নিজের দেহ বা তৎসম্পর্কিত স্ত্রী, পুত্র, বিষয়সম্পত্তি ইত্যাদির প্রতি মমতারহিত হইয়া কেবল শ্রীবিষ্ণুর প্রতি যে মমতা তাহাকেই ভক্তি বা প্রেম বলা যায়। আবার শ্রীবিষ্ণুর প্রতি এই যে মমতা ইহা প্রেমসঙ্গতা হওয়া বাঞ্ছনীয়।

'প্রেমসঙ্গতা'র অর্থ

কেশব – প্রেমসঙ্গতা বলিতে কী বুঝায় দয়া করিয়া বুঝাইয়া দিন।

শ্রীহরিদাস – প্রেমসঙ্গতা অর্থ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি প্রীতিযুক্ত ভাব। তাঁহাকে ভাল বাসিলে তিনি সুখী হইবেন। যে তাঁহাকে নিঃস্বার্থভাবে ভাল বাসিবে, তাহার নিজের কোনপ্রকার স্বার্থসিদ্ধির অভিসন্ধি থাকিবে না। শ্রীভক্তিসন্দর্ভ ৩১২তম অনুচ্ছেদে শ্রীজীবপাদ উল্লেখ করিয়াছেন – "তৎসন্তোষৈকজীবনত্বাৎ প্রীতিজাতেঃ"। অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিবিধানের যে বাসনা তাহার জীবন হইল তাঁহার সন্তোষ। তাঁহার সুখবিধানদ্বারা তাঁহারই সন্তোষ হইবে। সেই স্থানেই সাধকের সমস্ত বাসনার পরিসমাপ্তি। সে ভূমিকায় তাঁহার সুখবিধান করিয়া তাহা হইতে নিজের স্বার্থসিদ্ধি করিবার সামান্যতম অভিলাষও সাধকের থাকে না। ইহাই 'প্রেমসঙ্গতা'র অর্থ।

কেশব, এস্থানে একটি বিষয় বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। তাহা হইল বাসনা। অনুষ্ঠান এই বাসনারই অনুগামী। এ সম্বন্ধে শ্রীজীবপাদ শ্রীভক্তিসন্দর্ভ ২২৪তম অনুচ্ছেদে উল্লেখ করিয়াছেন – "যদ্ যদ্ধি কুরুতে জন্তুস্তত্তৎ কামস্য চেষ্টিতম্।" অর্থাৎ জীব যে কার্য করে তাহা তাহার কামনাপূরণেরই চেষ্টাবিশেষ। সুতরাং বাসনারই প্রাধান্য এবং অনুষ্ঠান বা কার্য বাসনারই অনুগামী। এই প্রেমসঙ্গতা মমতা হইল বাসনা। এই বাসনার অনুগামী যে অনুষ্ঠান তাহাই শুদ্ধভক্তিপদবাচ্য। সেইজন্য এস্থানে শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিলেন – "মালি হইয়া সেই বীজ করে আরোপণ। শ্রবণ-কীর্তন-জলে করয়ে সেচন॥" শ্রীকৃষ্ণের সুখানুসন্ধানবাসনারূপ যে ভক্তিলতাবীজ যাদৃচ্ছিকমহৎকৃপাপ্রাপ্ত জীব তাহাকে হৃদয়ক্ষেত্রে রোপণ করিয়া অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের সুখানুসন্ধানবাসনা লইয়া শ্রবণ-কীর্তন করে। এস্থানে শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিবিধানই যে শ্রবণকীর্তনরূপ ভক্ত্যনুষ্ঠানের একমাত্র উদ্দেশ্য, তাহা জানা যায়।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

শ্রবণ-কীর্তনকে জল কহিয়া গৌণ করা হইল কেন ?

কেশব – শ্রবণ-কীর্তনই সাক্ষাৎ স্বরূপসিদ্ধা ভক্তি। তাহাকে জলের সঙ্গে তুলনা করায় গৌণ করা হইল না কী ? এরূপ করিবার কারণ কী ?

শ্রীহরিদাস – বীজ বপন না করিয়া জল দিলে যেরূপ উদ্দিষ্ট গাছ না উঠিয়া কেবল ঘাসই উঠিবে, সেইরূপ হৃদয়ক্ষেত্রে ভক্তিবাসনারূপ বীজ বপন না করিয়া কেবল শ্রবণ-কীর্তনরূপ জল সেচন করিলে তাহা নিরর্থকই হইবে। অর্থাৎ জলসেচনের পূর্বে ক্ষেতে বীজ বপন করা একান্ত আবশ্যক। সেই কারণে শ্রবণ-কীর্তনরূপ জলসেচনের পূর্বে হৃদয়ক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিবিধানবাসনারূপ বীজ রোপণ করিতে শ্রীগৌরহরি উপদেশ দিলেন। ইহার দ্বারা তিনি শ্রবণ-কীর্তনকে গৌণ করেন নাই। শ্রীকৃষ্ণের সুখচিন্তারূপ বীজ বপনের পর শ্রবণ-কীর্তনরূপ জল সেচন করিতে বলিয়াছেন। বীজ বপন যতটুকু আবশ্যক জলসেচনও ততটুকুই আবশ্যক। তাই কোনটাই গৌণ নহে। শ্রবণ-কীর্তনরূপ জল ভক্তিলতাবৃদ্ধির সহায়ক। অতএব তাহা গৌণ হইল কিরূপে ? আর শ্রবণ-কীর্তনকে তুমি যে স্বরূপসিদ্ধা ভক্তি বলিলে সে বিচার তোমার ঠিক নহে। কারণ কেবল শ্রবণ-কীর্তন স্বরূপসিদ্ধা ভক্তি নহে। শ্রীকৃষ্ণের প্রীতির অনুকূলে যে শ্রবণ-কীর্তন, তাহাই স্বরূপসিদ্ধা ভক্তি। "ইতি পংসার্পিতা বিষ্ণৌ" বলার দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের সুখচিন্তাকে হৃদয়ে স্থান দিয়া ভক্তির অনুষ্ঠান করিতে বলা হইয়াছে।

কেশব – শ্রীগুরুদেবের কৃপায় যে এই ভক্তিবাসনারূপ ভক্তিলতাবীজ লাভ করিয়াছে তাহাকেই কী শুদ্ধভক্ত বলা যাইবে ?

শ্রীহরিদাস – না, তাহাকে প্রথমে শুদ্ধভক্ত বলা যাইবে না। তাহাকে ভক্তিসাধক বলা হইলেও সে শুদ্ধভক্তিসাধকপর্যায়ভুক্ত নহে। কারণ শ্রীগুরুদেব যখন তাহাকে ভক্তিলতাবীজ দেন তখন সে রজস্তমোগুণাক্রান্ত থাকে। সুতরাং সে অবস্থায় সে যে ভক্তি করে, তাহা কর্মমিশ্রাই হইয়া থাকে। অর্থাৎ তাহার শ্রবণ-কীর্তনাদি সে শ্রীকৃষ্ণের সুখের জন্য করিলেও শ্রীকৃষ্ণের এই যে সুখচিন্তা তাহা মুখ্যতঃ তাহার প্রাকৃত মনেই উদিত হইয়া থাকে। হ্লাদিনীশক্তির কৃপা এস্থানে আভাসস্থানীয়া। আভাসস্থানীয়া বলিবার অর্থ এই যে, শ্রীগুরুদেবের কৃপায় হ্লাদিনীশক্তির বৃত্তিরূপা শ্রীকৃষ্ণের সন্তোষচিন্তা তাহার হৃদয়ে উদিত হইলেও তাহার হৃদয়স্থ রজস্তমোগুণ উক্ত বাসনাকে হৃদয়ে স্থান দিতে ঘোর বাধা সৃষ্টি করে। তজ্জন্য তাহা আভাসরূপেই জীবহৃদয়ে অবস্থান করে। তখন ইহাকে সুখচিন্তা বা প্রীণন না বলিয়া 'প্রীণনাভাস'ই বলা যায় এবং

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

এই প্রীণনাভাস লইয়া যে শ্রবণ-কীর্তনাদির অনুষ্ঠান, তাহাকে সাধনভক্তি না বলিয়া সাধনক্রিয়া বা ভজনক্রিয়াই বলা হয়। ভক্তিসাধনের ক্রম বিষয়ে শ্রীল রূপপাদ শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে নিম্নমতে উল্লেখ করিয়াছেন –

"আদৌ শ্রদ্ধা ততঃ সাধুসঙ্গোঽথ ভজনক্রিয়া।
ততোঽনর্থনিবৃত্তিঃ স্যাত্ততো নিষ্ঠা রুচিস্ততঃ ॥" (১।৪।১৫)

"আদৌ শ্রদ্ধা" শ্লোকের দুর্গমসঙ্গমনী টীকায় শ্রীল জীবপাদ উল্লেখ করিয়াছেন – আদৌ সাধুসঙ্গ ও সাধু হইতে শাস্ত্রবাক্য শ্রবণদ্বারা তদর্থে বিশ্বাসের নামই শ্রদ্ধা। এই শ্রদ্ধাই হইল ভাগ্য। তারপর এই ভাগ্যবান্ জীব দ্বিতীয়বার সাধুসঙ্গ পায়। সাধু বা গুরু তাহাকে ভজনপ্রণালী শিক্ষা দেন। তারপর সে যে সাধন করে তাহা ভজনক্রিয়া বা সাধনক্রিয়া অর্থাৎ কর্মার্পণ। তারপর তাহার অনর্থনিবৃত্তি অর্থাৎ রজস্তমোগুণনিবৃত্তি হয়। তারপর নিষ্ঠা অর্থাৎ বিক্ষেপশূন্য হইয়া সতত ভক্ত্যনুষ্ঠান ও তারপর ভজনে স্বতঃ রুচির উদয় হয়। ভজনক্রিয়া পর্যন্ত কর্মাধিকার থাকায় তাহাতে চেষ্টার আবশ্যকতা থাকে। কিন্তু নিষ্ঠা ভূমিকায় রজস্তমোগুণ নিবৃত্ত হওয়ায় ভক্ত্যনুষ্ঠানে আর চেষ্টার আবশ্যকতা থাকে না। সেই ভূমিকায় হ্লাদিনীশক্তির কৃপার প্রাধান্যহেতু ভক্ত্যনুষ্ঠান স্বতঃস্ফূর্তই হইয়া থাকে। এই ভূমিকায়ই জীব শুদ্ধভক্তপর্যায়ভুক্ত হয়। ইহার পূর্বে সে যে ভক্তি করে তাহাকে ভক্তি আখ্যা না দিয়া শ্রীজীবপাদ শ্রীভক্তিসন্দর্ভে ভক্তির পূর্বাঙ্গ আখ্যা দিয়াছেন।

শ্রীগৌরহরির উক্তি হইতে জানা যায় যে, "উপজিয়া বাড়ে লতা ব্রহ্মাণ্ড ভেদি যায়। বিরজা-ব্রহ্মলোক ভেদি পরব্যোম পায় ॥" অর্থাৎ ভক্তিলতা ব্রহ্মাণ্ড ভেদ করিয়া যায়। তারপর বিরজা ও ব্রহ্মলোক ভেদ করিয়া পরব্যোমে বা বৈকুণ্ঠে যায়। 'ব্রহ্মাণ্ড ভেদ করিয়া যায়' – বলার অর্থ এই যে, সেপর্যন্ত সে ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যেই ছিল অর্থাৎ রজস্তমোগুণাক্রান্তই ছিল। ব্রহ্মাণ্ড ভেদ করিল অর্থাৎ রজস্তমোগুণ হইতে মুক্ত হইল বা তাহার অনর্থনিবৃত্তি হইল। এইস্থানে কর্মাধিকার লোপ হইল। তারপর 'নিষ্ঠা' ভূমিকা হইল শুদ্ধভক্তির ভূমিকা।

কেশব – 'উপজিয়া বাড়ে লতা' বলিয়া যাহা শ্রীগৌরহরি বলিলেন, এস্থানে কী বাড়ে ?

শ্রীহরিদাস – লতা অর্থ ভক্তিবাসনা। শ্রবণ-কীর্তনাদির অনুষ্ঠানদ্বারা প্রথমে হ্লাদিনীশক্তির বৃত্তিরূপা ভক্তিলাভের বাধক রজস্তমোগুণরূপ অনর্থনিবৃত্তি হয় ও তারপর সাধকের ইন্দ্রিয় হ্লাদিনীশক্তিতাদাত্ম্যপ্রাপ্ত হয়। সেই ইন্দ্রিয়ে ভক্তিবাসনাযুক্ত

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ভক্তিসাধন স্বতঃস্ফূর্ত হইয়া থাকে। শ্রবণ-কীর্তনাদি অনুষ্ঠান যতটুকু হইতে থাকে, ভক্তিবাসনা ততটুকুই পুষ্ট হইতে থাকে। পরিশেষে ইহা প্রেমে পরিণত হয়। প্রেমের অর্থ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি গাঢ় মমতা। তখন অনুক্ষণ শ্রীকৃষ্ণের স্ফূর্তি ব্যতীত তাহার হৃদয়ে অন্য কোন বাসনা থাকে না।

বৈষ্ণবাপরাধকে মত্তহস্তীর সঙ্গে তুলনা করিবার কারণ

কেশব – বৈষ্ণবাপরাধকে হাথীমাতা বলা হইল কেন ?

শ্রীহরিদাস – বৈষ্ণবাপরাধ হইতে অধিক ভক্তিবাধক কার্য আর কিছুই নাই। বৈষ্ণবের চরণে অপরাধ হইলে সাধক ভাবভূমিকায় উন্নীত হইয়া থাকিলেও তাহার পতন হইয়া যায়। অর্থাৎ তাহার ভাব লুপ্ত হইয়া যায়। এসম্বন্ধে শ্রীল রূপপাদ শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে যাহা উল্লেখ করিয়াছেন তাহা শোন।

"ভাবোঽপ্যভাবমায়াতি কৃষ্ণপ্রেষ্ঠাপরাধতঃ" (১।৩।৫৪)

অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তম পার্ষদাদির চরণে অপরাধ ঘটিলে জাতভাব পুরুষেরও ভাব সম্পূর্ণ নষ্ট হইয়া যায়। যেরূপ শ্রীরামচন্দ্রের পার্ষদ দ্বিবিদ বানর শ্রীলক্ষ্মণের চরণে গুরুতর অপরাধ করিয়া অধঃপতিত হইয়াছিল। এই কারণে শ্রীমন্মহাপ্রভু বৈষ্ণবাপরাধকে হাথীমাতা বলিয়াছেন। হাথীমাতা বলায় এখানে মত্তহস্তীকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে।

শ্রীহরিভক্তিবিলাসে বৈষ্ণবাপরাধ সম্বন্ধে স্কন্দপুরাণের উক্তি উদ্ধার করিয়া উল্লিখিত হইয়াছে –

"হন্তি নিন্দন্তি বৈ দ্বেষ্টি বৈষ্ণবান্নাভিনন্দতি।
ক্রুধ্যতে যাতি নো হর্ষং দর্শনে পতনানি ষট্॥" (১০।৩১২)

অর্থাৎ বৈষ্ণবকে হত্যা করা, তাঁহার নিন্দা করা, দ্বেষ করা, বৈষ্ণবকে দেখিয়া অভিনন্দন না করা, বৈষ্ণবের প্রতি ক্রোধ করা ও বৈষ্ণবের দর্শনমাত্রে হর্ষোৎফুল্ল না হওয়া – এই ছয়প্রকার বৈষ্ণবাপরাধ পতনের কারণ। মহৎকৃপা যেরূপ ভক্তিলাভের একমাত্র কারণ, মহতের চরণে অপরাধও সেইরূপ ভক্তিপথচ্যুত হইবার একমাত্র কারণ।

তজ্জন্য এইরূপ অপরাধ হইতে সর্বদা দূরে থাকিতে চেষ্টা করিবে। ইহা হইতে বর্তিবার একমাত্র উপায় অন্তর্যামিদৃষ্টিতে সর্বভূতাদর। ভগবদধিষ্ঠানজ্ঞানে সকলকে সম্মান দিতে অভ্যাস করিলে আর বৈষ্ণবাপরাধের সম্ভাবনা থাকে না।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

উপশাখা

কেশব – উপশাখার অর্থ কী ?

শ্রীহরিদাস – উপশাখার অর্থ পরগাছা। অর্থাৎ একটি গাছের গায়ে অন্য একটি গাছ উঠিয়া থাকে। সে গাছের গোড়ায় জল ইত্যাদি দিলে সেই পরগাছাই পুষ্ট হয়। মূল গাছটি বাড়িতে পারে না। এস্থানে ভক্তিবিপরীত বাসনা বা অন্যাভিলাষিতাকেই পরগাছার সঙ্গে তুলনা করা হইয়াছে। বীজ বপন না করিয়া জল দিলে যেরূপ উদ্দিষ্ট গাছ না উঠিয়া অবাঞ্ছিত ঘাস আদি উঠে, সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণপ্রীতিবাঞ্ছাকে হৃদয়ে স্থান না দিয়া অন্যাভিলাষিতা পোষণপূর্বক শ্রবণ-কীর্তনাদি ভক্তির অনুষ্ঠান করিলে তদ্দ্বারা অন্যাভিলাষিতাই পুষ্ট হয়। ঐহিক সুখবাসনা ও স্বর্গাদিলাভরূপ পারত্রিক সুখবাসনা, মুক্তিবাসনা, শাস্ত্রনিষিদ্ধ আচরণে প্রবৃত্তি, জীবহিংসাপ্রবৃত্তি ও প্রশংসা পাইবার বাসনা ইত্যাদি অন্যাভিলাষিতার মধ্যে গণ্য হয়। এইপ্রকার অন্যাভিলাষিতা হৃদয়ে পোষণ করিয়া ভক্তির অনুষ্ঠান করিলেও ভক্তিবাসনা স্তব্ধ হইয়া এইসব ভক্তিবিপরীত বাসনারই বৃদ্ধি হয়, যাহা চরমে জীবের পতনের কারণ হইয়া থাকে।

অন্যাভিলাষিতা ও অন্যাভিলাষের মধ্যে পার্থক্য আছে। অন্যাভিলাষীর হৃদয়ের ভাবকে 'অন্যাভিলাষিতা' বলা হয়। সাধন করিতে করিতে দুর্বলতাবশতঃ মধ্যে মধ্যে প্রতিষ্ঠাকামনাদি যেসব ইতর বাসনা জাগে, তাহাকে 'অন্যাভিলাষ' বলা হয়। সাধক এই অন্যাভিলাষকে ভক্তিবাধক বলিয়া উপলব্ধি করিয়া তাহাকে হৃদয়ে পোষণ করিতে চাহে না। সেজন্য এই অন্যাভিলাষের হাত হইতে উদ্ধারলাভের উদ্দেশ্যে সে শ্রীগুরুবৈষ্ণবের শ্রীচরণে সক্রন্দন ব্যাকুল প্রার্থনা জানায় এবং তাঁহাদের কৃপায় সে অন্যাভিলাষের হাত হইতে রক্ষা পায়। কিন্তু অন্যাভিলাষিতা একটি ব্যাধিস্বরূপ। প্রশংসা পাইবার লক্ষ্য রাখিয়া ভক্তির যে অনুষ্ঠান, ইহাই অন্যাভিলাষিতার একটি উদাহরণ। এই বাসনা যাহার হৃদয়ে বাসা বাঁধিয়াছে তাহা হইতে মুক্তিলাভের বাসনা কখনও তাহার হৃদয়ে জাগিবে না বরং নিজের অনুষ্ঠিত ভক্তির সাহায্যে কিরূপ অধিক হইতে অধিক প্রতিষ্ঠা লাভ করিবে, তজ্জন্য সে যত্নবান্ হইবে। এইরূপ ভক্তি শুদ্ধা বা নির্গুণা ভক্তি নহে। ইহা সগুণা সকামা রাজসী ভক্তিমাত্র। এইপ্রকার ভক্তিদ্বারা নিজের ভক্তি হইতেছে বলিয়া জ্ঞান উদয় হইয়া দম্ভবৃদ্ধি হইয়া থাকে। এই দম্ভহেতু সাধক নিজকে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করিয়া পরনিন্দায় প্রবৃত্ত হয়। পরনিন্দা করিতে করিতে বৈষ্ণবনিন্দাও হইয়া যায়, যাহার ফলে পতন অনিবার্য হইয়া পড়ে।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ভক্তিলতাবীজ লাভের পরও অন্যাভিলাষিতার উদয় সম্ভব

কেশব — শ্রীগুরুকৃপায় ভক্তিলতাবীজ লাভের পরও আবার কিরূপে অন্যাভিলাষিতারূপ উপশাখার উদয় হয় ?

শ্রীহরিদাস — পূর্বেই বলিয়াছি যে, পূর্ব যাদৃচ্ছিক মহৎকৃপাজনিত ভাগ্য আছে অনুমান করিয়াই শ্রীগুরুদেব শিষ্যকে হৃদয়ে ভক্তিবাসনা পোষণপূর্বক ভক্তি করিতে উপদেশ দেন। তখন শিষ্যের হৃদয় রজস্তমোগুণমুক্ত না হওয়ায় সে নানা অভিলাষের বশবর্তী হইয়া থাকে। সেই সময় সে যদি উক্ত অন্যাভিলাষের হাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণবের শ্রীচরণে ব্যাকুল প্রার্থনা জানায়, তাহা হইলে তাঁহাদের কৃপায় সে তাহা হইতে রক্ষা পায়। যে সাধক সেইরূপ সতর্ক না হইয়া অন্যাভিলাষকে হৃদয়ে পোষণ করে, ক্রমশঃ সে অন্যাভিলাষিতার দাস হইয়া ভক্তিপথচ্যুত হয়। সেইজন্য শ্রবণকীর্তনাদির অনুষ্ঠানের সঙ্গে সঙ্গে হৃদয় হইতে অন্যাভিলাষ দূর করিয়া তাহাতে ভক্তিবাসনা সঞ্চারের উদ্দেশ্যে সর্বদা শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণবের শ্রীচরণে সকাতর সক্রন্দন প্রার্থনা আবশ্যক। মহৎকৃপায় ভক্তিবাসনা যত পুষ্ট হইতে থাকিবে ভক্তিবিপরীত বাসনা বা অন্যাভিলাষ ততই দূর হইতে থাকিবে।

ভক্তিবাসনার এইরূপ প্রাধান্যসত্ত্বে শাস্ত্রে ভক্ত্যনুষ্ঠানের মহিমা বর্ণনার কারণ

কেশব — আপনার কথা হইতে বুঝিলাম যে, বাসনারই প্রাধান্য, অনুষ্ঠানের কোন প্রাধান্য নাই। এরূপ ক্ষেত্রে শাস্ত্রে ভক্ত্যনুষ্ঠানের এত মহিমা বলিবার কারণ কী ? কেবল ভক্তিবাসনার মাহাত্ম্য বলিলেই ত হইত ?

শ্রীহরিদাস — তোমাকে পূর্বেই বলিয়াছি যে, সাধকের বিভিন্ন অধিকারকে লক্ষ্য করিয়া শাস্ত্রে বিভিন্নপ্রকার উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। ভক্তিবাসনার প্রাধান্য সত্ত্বে শাস্ত্রে ভক্তির যেসব মাহাত্ম্য বলা হইয়াছে তাহাও যথার্থ। শ্রীমদ্ভাগবতে অজামিলের উপাখ্যানে পুত্রকে উপলক্ষ করিয়া 'নারায়ণ' নাম উচ্চারণের ফলে অজামিলের মুক্তি হইয়া গেল বলিয়া যাহা বর্ণিত হইয়াছে, তাহা সম্পূর্ণ ঠিক্। অজামিলের অসংখ্য পাপ ছিল, কিন্তু বৈষ্ণবাপরাধরূপ গর্হিত কার্য সে কখনও করে নাই। মৃত্যুর পূর্বে নারায়ণ নামক তাহার পুত্রকে আহ্বানের দ্বারাই তাহার মুক্তি হইয়া গেল। তখন তাহার শ্রীনারায়ণের প্রতি লক্ষ্য ছিল না কিংবা তাঁহার স্মৃতিও ছিল না। মৃত্যুসময়ে ভগবৎস্মৃতি হইলে মুক্তি হয় বলিয়া শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন —

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

"অন্তকালে চ মামেব স্মরন্ মুক্ত্বা কলেবরম্।
যঃ প্রয়াতি স মদ্ভাবং যাতি নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ ॥
যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম্।
তং তমেবৈতি কৌন্তেয় সদা তদ্ভাবভাবিতঃ ॥" (৮।৫-৬)

অর্থাৎ যে অন্তকালে (মৃত্যুসময়ে) আমাকে স্মরণ করিতে করিতে দেহ ত্যাগ করে, সে আমার ভাবই লাভ করে অর্থাৎ আমাকে পায়। মৃত্যুসময়ে যে যেভাবে স্মরণ করিয়া দেহত্যাগ করে সে জীবিতাবস্থায় সর্বদা সেই সেই ভাবে মগ্ন থাকায় সেই ভাব-ভাবিত তত্ত্বকেই পায়।

অজামিলের কথা কিন্তু ঠিক ইহার বিপরীত। সে সারাজীবন মদ্যপান, বেশ্যাসঙ্গ ও চৌর্যাদি অগণিত পাপে মগ্ন হইয়াছিল এবং মৃত্যুসময়ে যমদূতগণের ভয়ঙ্কর রূপ দর্শনে ভয়ভীত হইয়া কনিষ্ঠপুত্র নারায়ণকে ডাকিয়াছিল। তাহাতে তাহার বৈকুণ্ঠপতি শ্রীনারায়ণের স্মৃতি ছিল না কিংবা তাঁহাকে ডাকিবার উদ্দেশ্যও ছিল না। তথাপি কেবল 'নারায়ণ' নাম উচ্চারণের ফলে তাহার মুক্তি হইল। ইহা শ্রীহরিনামকীর্তনরূপ ভক্তির অদ্ভুত মাহাত্ম্য। অপরাধ না থাকিলে মৃত্যুসময়ে ভগবৎস্মৃতি না থাকিলেও যেকোনমতে শ্রীহরিনাম উচ্চারণের ফলে মুক্তি হইয়া যায়। কিন্তু যাহার অপরাধ আছে, তাহার এই মুক্তিরূপ ফল পাওয়া যাইবে না।

এইপ্রকার লোককে ভক্তির প্রতি আকৃষ্ট করিয়া ভগবদুন্মুখ করাইবার উদ্দেশ্যে ভক্তির অশেষ মাহাত্ম্য শাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে। অনাদিকাল হইতে ভগবদ্‌বিস্মৃত জীব সর্বদা স্বসুখচিন্তায় মগ্ন থাকিয়া স্বসুখসাধনের উদ্দেশ্যে নানাপ্রকার কর্ম করিতেছে, এরূপ কি সে গর্হিত পাপাচরণ করিতেও বিন্দুমাত্র পশ্চাৎপদ হয় না। পর জন্মে এই পাপের ফলস্বরূপ সে নানাপ্রকার দণ্ড ভোগ করে। ভগবদ্বিমুখতারই এই পরিণতি। এইপ্রকার ভগবদ্বিমুখ জীবকে শ্রীভগবানের প্রতি উন্মুখ করাইবার উদ্দেশ্যে শাস্ত্রে ভক্তির অশেষ মাহাত্ম্য কীর্তিত হইয়াছে। এই মাহাত্ম্য শুনিয়া বিমুখ জীব শ্রীভগবান্‌কে ভক্তি করিতে আগ্রহী হয়। বিমুখ জীবমাত্রে ফলকামী। সেজন্য প্রথমে স্বীয় কামনা পূরণের উদ্দেশ্যে সে ভক্তিতে প্রবৃত্ত হয় এবং ঠিকরূপে ভক্তি করিলে তার কামনাপূরণের সঙ্গে সঙ্গে সে মুক্তিও পায়, ইহা পূর্বেই বলিয়াছি। প্রাথমিক অবস্থায় সাধকের কামনা বা বাসনানুযায়ী এই ভক্তি কর্মমিশ্রা, জ্ঞানমিশ্রা বা যোগমিশ্রা হইয়া থাকে। ভক্তির অনুষ্ঠান সকলের সমান হইলেও সাধকের হৃদয়ের ভাবানুযায়ী ইহা কর্মমিশ্রা, জ্ঞানমিশ্রা ও যোগমিশ্রা আখ্যা প্রাপ্ত হয় এবং ফলও বাসনানুরূপই হয়। উক্ত তিনপ্রকার ভক্তিতে কর্ম, জ্ঞান ও যোগেরই প্রাধান্য থাকে এবং ভক্তি গৌণভাবে

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। সেই কারণে ইহারা সকলে ভক্তি করিলেও ইহাদিগকে ভক্ত না বলিয়া বাসনাভেদে কর্মী, জ্ঞানী ও যোগী বলা যাইবে। ভক্তির সাধন করিয়াও ইহারা সকলে ভক্তির মুখ্য ফল প্রেমলাভের আকাঙ্ক্ষা না রাখিয়া ইহার অবান্তর ফলস্বরূপ ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষলাভের জন্য তৎপর হয়। ইহা সগুণা ভক্তি। যাদৃচ্ছিক মহৎকৃপাজনিত শ্রদ্ধা না থাকায় ইহারা নির্গুণা ভক্তির অধিকারী হইতে পারিবে না এবং এইরূপ লোকের সংখ্যাও সর্বাধিক। সাধক যদি সরল ও নিষ্কপট হইয়া থাকে, তাহা হইলে এই সগুণা ভক্তি করিতে করিতে দৈবক্রমে বা ভগবদিচ্ছাক্রমে মহৎকৃপা লাভ করিলে নির্গুণা ভক্তির প্রতি আকৃষ্ট হইতে পারে। তখন সে নিজের সমস্ত স্বার্থকে জলাঞ্জলি দিয়া কেবল শ্রীভগবানের প্রীতির উদ্দেশ্যেই তাহার সমস্ত সাধন করিয়া থাকে। অবশ্য এই কৃপা সকলের ভাগ্যে জোটে না। কাহার ভাগ্যে জুটিবে তাহাও বলা যায় না। যাহার ভাগ্যে জোটে সে তৎক্ষণাৎই তাহার স্বসুখবাসনা পরিত্যাগ করিয়া ভক্তিতে উদ্বুদ্ধ হয়। তখন কেবল শ্রীভগবানের প্রীতির উদ্দেশ্যেই তাহার ভক্তিসাধন অনুষ্ঠিত হয়। বস্তুতঃ সেই শুদ্ধভক্ত। অতএব বিমুখ জীবকে ক্রমপন্থায় শ্রীবিষ্ণুর প্রতি আকৃষ্ট করিবার উদ্দেশ্যেই শাস্ত্রে ভক্ত্যনুষ্ঠানের অশেষ মহিমা বর্ণিত হইয়াছে। অবশ্য ইহা ঠিক যে, এইপ্রকার সগুণা ভক্তির অনুষ্ঠান কখনও মহৎকৃপালাভের কারণ হয় না। ভগবৎকৃপা বা মহতের স্বতন্ত্র ইচ্ছাই তাঁহার কৃপালাভের একমাত্র কারণ।

ভক্তির অনুষ্ঠান সকলের সমান হইলেও অনুষ্ঠাতার বাসনাভেদেই ফলভেদ হইয়া থাকে। ভক্তির অনুষ্ঠানসত্ত্বেও ঐহিক ও পারলৌকিক সুখকামীকে কর্মী, ব্রহ্মসাযুজ্যকামীকে জ্ঞানী ও পরমাত্মসাযুজ্যকামীকে যোগী আখ্যা দেওয়া হইয়া থাকে। অবশ্য ইহারা ভক্তির আশ্রয় না লইলে ইহাদের কেবল কর্ম, কেবল জ্ঞান ও কেবল যোগসাধন ইহাদের উদ্দিষ্ট ফল দিতে পারিবে না। সেইজন্য ইহারা সকলে ইহাদের স্বস্ব বাসনা পূরণের উদ্দেশ্যে ভক্তির আশ্রয় লইয়া থাকে। শাস্ত্রেও এইরূপ ব্যবস্থা আছে। যদি তুমি প্রশ্ন কর যে, ভক্তির এরূপ মাহাত্ম্য শুনিয়াও ইহারা শুদ্ধা বা নির্গুণা ভক্তির প্রতি আকৃষ্ট না হইয়া এই তুচ্ছ কামনাপূরণের উদ্দেশ্যে কেনই বা ভক্তিরূপ শ্রেষ্ঠ সাধনের আশ্রয় লয়? ইহার একমাত্র কারণ তাহাদের অধিকার। অতএব ভক্তি সর্বশ্রেষ্ঠ সাধন হইলেও যাহার ভক্ত্যধিকার নাই সে কদাপি তাহাতে প্রবৃত্ত হইতে পারিবে না। সেই কারণে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমদ্ভাগবত (১১।২০।৬-৮) শ্লোকে ত্রিবিধ অধিকারীর কথা বলিয়াছেন। ইহা পূর্বে বলিয়াছি।

অতএব বাসনাভেদেই সাধকের শ্রেণীবিভাগ হইয়া থাকে এবং ফলও বাসনানুযায়ীই হয়। অতএব বাসনা বা উদ্দেশ্যেরই প্রাধান্য, অনুষ্ঠান সর্বদা বাসনার অনুগামীই হয়। অধিকারানুযায়ীই এই বাসনার ভেদ দেখা যায়।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

এই বাসনা অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের সুখানুসন্ধান-বাসনাকে শ্রীগৌরহরি ভক্তিলতাবীজ বলিয়াছেন। শ্রবণ-কীর্তনরূপ জলদ্বারা ভক্তিলতাবীজ পুষ্ট হইয়া প্রেমে পরিণত হয়। অর্থাৎ শ্রবণ-কীর্তনরূপ ভক্ত্যনুষ্ঠানদ্বারা বাসনাই পুষ্ট হইয়া তদনুযায়ী ফললাভ হয়। অতএব ভক্তিবাসনার প্রাধান্যসত্ত্বেও ভক্ত্যনুষ্ঠান ব্যতীত যে তাহা পুষ্ট হইতে পারিবে না একথাও সত্য। সেইজন্য ভক্তিবাসনার সঙ্গে সঙ্গে ভক্ত্যনুষ্ঠানের আবশ্যকতাও অপরিহার্য।

কেশব – উদ্দেশ্যের প্রাধান্য বিষয়ে আপনি যাহা বলিলেন তাহা সম্পূর্ণ বিজ্ঞানভিত্তিক ও হৃদয়গ্রাহী। ইহা শুনিয়া আমার বহুদিনের ভ্রম দূর হইয়া গেল।

শ্রীহরিদাস – এই উদ্দেশ্যের প্রাধান্যের কথা বুঝিতে না পারিয়া প্রায় সকলেই অনুষ্ঠানেরই প্রাধান্য দিয়া থাকে। সেজন্য তাহারা পথভ্রষ্ট হয়। এ জগতেও উদ্দেশ্য না থাকিলে কেহ কোন কার্যে প্রবৃত্ত হয় না। জীব যাহা কিছু করে তাহা তাহার কামনা পূরণেরই চেষ্টাবিশেষ।

পাপ ও অপরাধ

কেশব – আপনি পাপ ও অপরাধ এই দুইপ্রকার কথা বলিলেন। পাপ ও অপরাধের মধ্যে পার্থক্য কী ?

শ্রীহরিদাস – পাপ ও অপরাধের মধ্যে বহু পার্থক্য। শাস্ত্রনিষিদ্ধ কার্যের আচরণ ও সাধারণ জীবের প্রতি যে অন্যায় আচরণ, তাহা পাপ। শ্রীভগবান্ ও তজ্জাতীয় বস্তু অর্থাৎ বৈষ্ণব, শ্রীগ্রন্থভাগবত, শ্রীহরিনাম, শ্রীতুলসী ও শ্রীগঙ্গা প্রভৃতির প্রতি অবজ্ঞাহেতু যে অনাদর ও তজ্জনিত অসদাচরণ, ইহা অপরাধপদবাচ্য। ইহাই পাপ ও অপরাধের পার্থক্য। পাপ অতি অল্প চেষ্টায় দূর হইবে। কিন্তু অপরাধ দূর হওয়া কঠিন। পাপ ভক্তিসাধনে বিশেষ বাধা সৃষ্টি করিতে পারে না, কিন্তু অপরাধ ভক্তির ঘোর প্রতিবন্ধক।

প্রায়শ্চিত্ত

কেশব – পাপের হাত হইতে নিষ্কৃতিলাভের জন্যই ত শাস্ত্রে প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা প্রদত্ত হইয়াছে। অপরাধের হাত হইতে রক্ষা পাইবার কী উপায় শাস্ত্রে বলা হইয়াছে ?

শ্রীহরিদাস – তোমাকে পূর্বেই বলিয়াছি যে, শাস্ত্রের সকল ব্যবস্থা জীবের অধিকারকে লক্ষ্য করিয়াই প্রদত্ত হইয়াছে। ভগবদ্‌বিমুখ জীবমাত্রে কর্মাধিকারী। এই কর্মাধিকারী জীবের পাপ হইতে উদ্ধারলাভের জন্য প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা প্রদত্ত হইয়াছে।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

কোন্ পাপের জন্য কি জাতীয় প্রায়শ্চিত্ত তাহাও শাস্ত্রে উল্লেখ করা হইয়াছে। পাপ দূর করিবার জন্য যে প্রায়শ্চিত্ত করা যায়, তাহার দ্বারা সেই নির্দিষ্ট পাপই দূর হয় সত্য কিন্তু পাপবীজ বা পাপবাসনা দূর হয় না। পরিণামে প্রায়শ্চিত্তদ্বারা পাপ দূর হইলেও পাপ-বাসনা থাকায় পুনঃ পাপে প্রবৃত্তি হয়। সেইজন্য প্রায়শ্চিত্ত পাপকে নির্মূল করিতে পারে না।

শ্রীপরীক্ষিৎ মহারাজ শ্রীশুকদেবকে প্রশ্ন করিতেছেন —

"দৃষ্টশ্রুতাভ্যাং যৎ পাপং জানন্নপ্যাত্মনোঽহিতম্।
করোতি ভূয়ো বিবশঃ প্রায়শ্চিত্তমথো কথম্॥
ক্বচিন্নিবর্ততেঽভদ্রাৎ ক্বচিচ্চরতি তৎ পুনঃ।
প্রায়শ্চিত্তমথোঽপার্থং মন্যে কুঞ্জরশৌচবৎ॥"
(শ্রীভা: ৬।১।৯-১০)

অর্থাৎ পাপ করিলে ইহলোকে রাজদণ্ড ও লোকনিন্দাদি ভয় এবং পরলোকে নরকপাতাদি ঘটে। ইহা জানিয়া পুরুষ পাপকে অহিতকর জ্ঞান করিলেও প্রায়শ্চিত্তের পর বিবশ হইয়া পুনঃ পুনঃ সেই পাপে প্রবৃত্ত হয়। অতএব এইরূপ প্রায়শ্চিত্ত প্রায়শ্চিত্তপদবাচ্য কী ? পুরুষ কখন পাপ হইতে নিবৃত্ত হয় ও আবার সেই পাপেই প্রবৃত্ত হয়। তজ্জন্য (কর্মকাণ্ডীয়) প্রায়শ্চিত্ত হস্তিস্নানতুল্য নিরর্থক মনে হয়।

ইহার উত্তরে শ্রীশুকদেব বলিলেন —

"কর্মণা কর্মনির্হারো নহ্যাত্যন্তিক ইষ্যতে।
অবিদ্বদধিকারিত্বাৎ প্রায়শ্চিত্তং বিমর্শনম্॥" (শ্রীভা: ৬।১।১১)

অর্থাৎ পাপাচরণসমূহ কর্ম, আবার চান্দ্রায়ণাদি প্রায়শ্চিত্তসমূহও কর্ম। অতএব একটি কর্মদ্বারা আর একটি কর্মের সমূলে উচ্ছেদ সম্ভব নহে। কারণ যে অবিদ্যাগ্রস্ত ব্যক্তি পাপ কর্ম করিতেছে, সেই অবিদ্যাগ্রস্ত ব্যক্তিই প্রায়শ্চিত্তরূপ কর্ম করিতেছে। প্রায়শ্চিত্তদ্বারা তাহার পাপ ক্ষয় হইলেও হৃদয় হইতে পাপবাসনা দূর না হওয়ায় সে পুনঃ পাপে প্রবৃত্ত হয়। অতএব কর্মকাণ্ডীয় প্রায়শ্চিত্ত ঠিক প্রায়শ্চিত্ত নহে। ভগবজ্জ্ঞানই একমাত্র প্রায়শ্চিত্ত। অর্থাৎ শ্রীভগবানের নামকীর্তনরূপ ভক্তিই শ্রেষ্ঠ প্রায়শ্চিত্ত। অবশ্য পাপক্ষয় শ্রীহরিনামকীর্তনের অবান্তর ফল। ইহা মুখ্য ফল নহে। এই অবান্তর ফললাভের উদ্দেশ্যে শ্রীহরিনামকীর্তনরূপ ভক্তির আশ্রয় লইলে তাহাকে শুদ্ধভক্তি বা ভক্তিযোগ বলা যাইবে না, কর্মমিশ্রা ভক্তিই বলা যাইবে।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

অপরাধের হাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্যও সেই শ্রীহরিনামকীর্তনই একমাত্র উপায়। শ্রীজীবপাদ শ্রীপদ্মপুরাণের উক্তি উদ্ধার করিয়া শ্রীভক্তিসন্দর্ভ ১৫৩তম অনুচ্ছেদে উল্লেখ করিয়াছেন –

"নামাপরাধযুক্তানাং নামান্যেব হরন্ত্যঘম্।
অবিশ্রান্তিপ্রযুক্তানি তান্যেবার্থকরাণি চ ॥"

অর্থাৎ নামাপরাধযুক্ত ব্যক্তির অপরাধ শ্রীনামই হরণ করেন এবং নিরন্তর কীর্তিত হইলে সেই নামসমূহই সেই ব্যক্তির প্রয়োজনসাধক হইয়া থাকেন।

এস্থানে সর্বক্ষণ নামকীর্তনের যে ব্যবস্থা প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা কেবল স্মৃতিহীন অনবধানতাযুক্ত নাম নহে। অনবধানতাযুক্ত নামকীর্তনদ্বারা নামকীর্তনের প্রতি অযত্নশীলতা প্রকাশ পাইতেছে বলিয়া তাহা অনাসঙ্গ নামকীর্তন। অতএব তাহা অপরাধবিশেষ। সতত আবেশযুক্ত নামকীর্তনই শাস্ত্রের বিধান। এসম্বন্ধে শ্রীহরিভক্তিবিলাসে (২।১১।৫২৫) উক্ত হইয়াছে –

"জাতে নামাপরাধেঽপি প্রমাদেন কথঞ্চন।
সদা সংকীর্তয়েন্নাম তদেকশরণো ভবেৎ ॥"

অর্থাৎ কখনও প্রমাদবশতঃ নামাপরাধ হইয়া গেলে শ্রীভগবানের শরণাগত হইয়া তাঁহার নাম সর্বক্ষণ কীর্তন করিবে। এস্থানে শরণাগত হইবার যে উপদেশ, তাহাতে মনে মনে তাঁহাকে পালকরূপে বরণ করিয়া তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে স্বীয় দুর্দৈবের কথা জ্ঞাপনপূর্বক নামকীর্তন করিতেই বলা হইয়াছে।

অতএব পাপ ও অপরাধ এ উভয়ের হাত হইতে রক্ষা পাইবার একমাত্র ও সর্বশ্রেষ্ঠ উপায় আবেশযুক্ত শ্রীহরিনাম কীর্তন।

ভক্তি ও ভক্তিযোগ

কেশব – আপনি কখন 'ভক্তি' শব্দ প্রয়োগ করিতেছেন। আবার কখন 'ভক্তিযোগ' শব্দও ব্যবহার করিতেছেন। এ দুইটির অর্থ সমান না তাহাতে কিছু পার্থক্য আছে ?

শ্রীহরিদাস – না, এ দুইটি শব্দের মধ্যে বহু পার্থক্য আছে। ভক্তিতে দুইটি লক্ষণ থাকে বলিয়া তোমাকে পূর্বেই বলিয়াছি। সে দুইটি লক্ষণ কি কি তাহা তোমার মনে আছে কী ?

কেশব – আজ্ঞে, হাঁ। একটি হইল অনুষ্ঠানরূপ ও আর একটি হইল অপ্রাকৃত মানসভাবরূপ।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

শ্রীহরিদাস – বাঃ, তুমি যাহা শুনিতেছ সবই ত মনে রাখিয়াছ। ইহা উত্তম শ্রোতারই একটি লক্ষণ। এই যে অনুষ্ঠানরূপা ভক্তি, ইহাতে অনুষ্ঠাতার হৃদয়ে কোন ভাব নাই। সে কেবল গতানুগতিক পন্থায় বা অভ্যাসবশতঃ ভক্তির অনুষ্ঠান করিতেছে। ভক্তির সংজ্ঞাবিষয়ে শ্রীপ্রহ্লাদ মহারাজ বলিয়াছেন –

"শ্রবণং কীর্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্।
অর্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্॥
ইতি পুংসার্পিতা বিষ্ণৌ ভক্তিশ্চেন্নবলক্ষণা।
ক্রিয়েত ভগবত্যদ্ধা তন্মন্যেঽধীতমুত্তমম্॥"
(শ্রীভা: ৭।৫।২৩-২৪)

ইহা পূর্বেও বলিয়াছি। এই শ্লোকের তৃতীয় পাদে "ইতি পুংসার্পিতা বিষ্ণৌ" – এই যে কথাটি আছে, ইহা হইল অপ্রাকৃত মানসভাব। শ্রবণ-কীর্তনাদি নববিধা ভক্তির কেবল অনুষ্ঠানের সঙ্গে এই অপ্রাকৃত মানসভাব যুক্ত হইলেই তাহাকে 'ভক্তিযোগ' বলা যাইবে। যেস্থানে এই মানসভাব না থাকিয়া কেবল ভক্তির বাহ্য অনুষ্ঠান, সেস্থানে তাহা 'ভক্তি'। যোগ(+) অর্থ ভক্তিসাধনের ফল নিজ স্বার্থসাধন উদ্দেশ্যে বিনিযোগ না করিয়া কেবল শ্রীবিষ্ণুর প্রীতির জন্য অর্পণ করা। যে ভক্ত্যনুষ্ঠানে শ্রীবিষ্ণুর উদ্দেশ্যে এইরূপ স্বার্থত্যাগ করা হয়, তাহা 'ভক্তিযোগ'পদবাচ্য। ভক্তিযোগদ্বারা অর্পণমাধ্যমে ভক্তির ফল শ্রীবিষ্ণুতে যুক্ত হইয়া থাকে। এস্থানে অর্পণটি কোন অনুষ্ঠান নহে, ইহা মনের চিন্তা বা ভাববিশেষ। এই ভাবকেই অপ্রাকৃত মানসভাব বলা যায়। অপ্রাকৃত বলিবার কারণ এই যে, শ্রীবিষ্ণুর উদ্দেশ্যে সমস্ত স্বার্থত্যাগের যে ভাবনা তাহা অপ্রাকৃত হ্লাদিনীশক্তিরই বৃত্তি, প্রাকৃত মনের কার্য নহে। জীবের প্রাকৃত রজস্তমোগুণাচ্ছাদিত মনে কদাপি শ্রীবিষ্ণুর প্রীতির উদ্দেশ্যে সমস্ত স্বার্থত্যাগের বাসনা জাগিতে পারিবে না। সেইজন্য প্রাকৃত মনদ্বারা চালিত হইয়া যাহা করা যায়, তাহা স্বসুখাত্মক হইবেই হইবে। অতএব যেস্থানে ভক্ত্যনুষ্ঠানের ফল নিজ স্বার্থসিদ্ধির জন্য উদ্দিষ্ট, সেস্থানে তাহা 'ভক্তি' ও যেস্থানে ইহা শ্রীবিষ্ণুর প্রীতিসম্পাদনের জন্য উদ্দিষ্ট, সেস্থানে তাহা 'ভক্তিযোগ'। এই ভক্তিযোগে ভক্ত্যনুষ্ঠানের সঙ্গে অপ্রাকৃত মানসভাবের সংযোগ থাকায় মনোগতি অবিচ্ছিন্না হইয়া থাকে। কেবল 'ভক্তি'তে অবিচ্ছিন্না মনোগতি থাকে না। একটি উদাহরণ দিলে বিষয়টি সহজবোধ্য হইবে; যথা – শ্রীহরিনামকীর্তন বা অর্চন হইল ভক্তির দুইটি অঙ্গ। খাইবার সময় বা শুইবার সময় হইয়া গিয়াছে, শ্রীহরিনামের সংখ্যা শেষ হয় নাই। এস্থানে কোনমতে অন্যমনস্কভাবে সংখ্যা শেষ করিবার যে চেষ্টা, তাহা ভক্তিযোগ নহে। মানসভাবদ্বারা তাহা শ্রীবিষ্ণুতে অর্পিত না

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

হওয়ায় কেবল ভক্ত্যনুষ্ঠান পুণ্যফলই প্রসব করিবে। সেইরূপ অর্চনও। অফিসের সময় হইয়া গিয়াছে, কোনমতে স্মৃতিহীন হইয়া যন্ত্রচালিতবৎ পূজাটা শেষ করিয়া দেওয়ার যে চেষ্টা, তাহা মানসভাবদ্বারা শ্রীবিষ্ণুতে অর্পিত না হওয়ায় পুণ্যফলই প্রসব করিবে। দণ্ডবৎপ্রণামও সেইরূপ। অতএব ইহা 'ভক্তি' হইলেও 'ভক্তিযোগ'পদবাচ্য নহে।

দণ্ডবৎপ্রণাম

কেশব – শ্রীবিষ্ণুকে কিরূপ প্রণাম করা উচিৎ ?

শ্রীহরিদাস – প্রণাম দুইপ্রকার; যথা – সাষ্টাঙ্গ ও পঞ্চাঙ্গ। সাষ্টাঙ্গ প্রণামই মুখ্য। এসম্বন্ধে আগমের উক্তি উদ্ধার করিয়া শ্রীহরিভক্তিবিলাসে এইরূপ বিবৃত হইয়াছে –

"দোর্ভ্যাং পদ্ভ্যাঞ্চ জানুভ্যামুরসা শিরসা দৃশা।
মনসা বচসা চেতি প্রণামোঽষ্টাঙ্গ ঈরিতঃ ॥" (১।৮।৩৬০)

অর্থাৎ দুই পদ, দুই জানু, বক্ষ, মস্তক, দুই চক্ষু, মন ও বাক্যদ্বারা যে প্রণাম, তাহাকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম বলা হয়। ইহা বস্ত্রাবৃত দেহে না করিয়া উন্মুক্ত দেহে করাই বিধান (হ:ভ:বি: ১।৮।৩৯০ শ্লোকে) প্রদত্ত হইয়াছে। এইরূপ প্রণামে দুই পদ, দুই জানু ও বক্ষ ভূমিকে স্পর্শ করিবে, চক্ষু ঈষৎ নিমীলনপূর্বক মস্তক তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে নত হইয়াছে, এইরূপ চিন্তা করিয়া বাক্যদ্বারা 'হে ভগবন্! রক্ষা করুন' কিংবা 'ভক্তি দিন' কিংবা 'শ্রীগুরুপাদপদ্মে দৃঢ়মতি দিন' – এইরূপ প্রার্থনা করিতে হইবে। ইহাই প্রণামের মুখ্য উদ্দেশ্য এবং ইহাই ভক্তিযোগপদবাচ্য। যে প্রণামে এইরূপ প্রার্থনা নাই, তাহা কেবল 'ভক্তি' – 'ভক্তিযোগ' নহে। কারণ তাহাতে দেহদ্বারা সাধনাঙ্গ অনুষ্ঠিত হইলেও চিত্ত প্রার্থনার মাধ্যমে শ্রীভগবৎপাদপদ্মে লগ্ন (যুক্ত) হয় না। এইরূপ প্রার্থনাহীন প্রণাম পুণ্যফলই প্রসব করিবে। সেইজন্য এইরূপ না করিয়া সর্বদা 'শ্রীগুরুপাদপদ্মে কিরূপে দৃঢ়মতি হইবে' ব্যাকুলহৃদয়ে এইরূপ প্রার্থনাপূর্বক প্রণামই সর্বোত্তম। প্রণাম বলিতে মুখ্যতঃ উন্মুক্তদেহে সাষ্টাঙ্গ প্রণামকেই বুঝায়।

এতদ্ব্যতীত পঞ্চাঙ্গ প্রণামেরও বিধান আছে। পঞ্চাঙ্গ প্রণাম সম্বন্ধে শ্রীহরিভক্তিবিলাসে (১।৮।৩৬১) এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে।

"জানুভ্যাঞ্চৈব বাহুভ্যাং শিরসা মনসা ধিয়া।
পঞ্চাঙ্গকঃ প্রণামঃ স্যাৎ পূজাসু প্রবরাবিমৌ ॥"

অর্থাৎ দুই জানু, দুই বাহু, মস্তক, মন ও বুদ্ধি বা ধ্যানদ্বারা যে প্রণাম তাহাকে পঞ্চাঙ্গ প্রণাম বলা হয়।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

এস্থানেও সেইরূপ দুই জানু, দুই বাহু ও মস্তক — এই পঞ্চাঙ্গের সঙ্গে মন ও বুদ্ধি যুক্ত হওয়া বিধেয়। অর্থাৎ যেরূপ প্রার্থনার কথা সাষ্টাঙ্গ প্রণামে উক্ত হইয়াছে সেইরূপ প্রার্থনাই পঞ্চাঙ্গ প্রণামেও করণীয়।

প্রণাম ভক্তির একটি বিশেষ অঙ্গ। দৈন্যভরা হৃদয়ে নিজের দুঃখ শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীগুরুদেব বা শ্রীবৈষ্ণববৃন্দের শ্রীচরণে জ্ঞাপন করিবার উদ্দেশ্যেই প্রণামের বিধান। সুতরাং প্রণামের সঙ্গে মানসভাব যুক্ত হওয়া একান্ত কাম্য।

কেবল ভক্তি কেন কর্ম, জ্ঞান ও যোগাদি সাধনের ফল মানসভাবদ্বারা শ্রীবিষ্ণুকে অর্পিত না হইলে বৃথাই হইবে।

শ্রীবিষ্ণুতে ফলার্পণপূর্বক কর্ম ও জ্ঞানের সাধনই শাস্ত্রোপদিষ্ট পন্থা

কেশব — আপনি বলিলেন যে, কর্ম ও জ্ঞানের ফল শ্রীবিষ্ণুকে অর্পিত না হইলে বৃথাই হয়। যদি ইহা ঠিক তবে কর্ম ও জ্ঞান সাধনের জন্য শাস্ত্রে এত উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে কেন ?

শ্রীহরিদাস — কর্ম ও জ্ঞান সাধনের জন্য যেস্থানে উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে, সেস্থানে তাহা শ্রীবিষ্ণুকে অর্পণ করিয়াই অনুষ্ঠান করিতে বলা হইয়াছে। কর্মার্পণের অর্থ অনুষ্ঠিত কর্মের ফল হইতে নিজের ঐহিক বা পারলৌকিক সুখরূপ কোন স্বার্থসাধনের চেষ্টা না করিয়া কেবল শ্রীবিষ্ণুর সন্তোষবিধান উদ্দেশ্যে তাহার অনুষ্ঠান। অত্যন্ত কামী সাধকের পক্ষে শ্রীবিষ্ণুর প্রীতির উদ্দেশ্যে স্বার্থত্যাগ সম্ভব হয় না। এইপ্রকার কর্মফল আত্মসাৎ করিতে ব্যগ্র ব্যক্তির উদ্দেশ্যে বেদ কর্মকাণ্ডের ব্যবস্থা দিয়াছেন। বহুদিন কর্মকাণ্ড অনুষ্ঠানের দ্বারা সাংসারিক সুখ ভোগ করিতে করিতে ক্রমশঃ তাহার প্রতি বিতৃষ্ণা আসে। তখন সেই ব্যক্তির শ্রীবিষ্ণুর আদেশজ্ঞানে কর্তব্যবুদ্ধিতে কর্মার্পণ করিতে প্রবৃত্তি হয়। ইহাতে তাহার সংসারমুক্তিকামনারূপ স্বার্থ জড়িত থাকায় ইহা নিকৃষ্ট ধরণের কর্মার্পণ। ইহাকে নৈষ্কর্ম্যকাম কর্মার্পণ বলা হয়। ইহার দ্বারা চিত্ত শুদ্ধ হয়। এই সময়ে দৈবক্রমে কোন ভক্তমহতের যাদৃচ্ছিক সঙ্গফলে তাঁহার কৃপায় শ্রীবিষ্ণুর সন্তোষ উদ্দেশ্যে কর্মার্পণ করিতে প্রবৃত্তি জাগে। এই কর্মার্পণকেই ভক্তিমাত্রকাম কর্মার্পণ বলা হয়। ইহা শুদ্ধভক্তির পূর্বাঙ্গ। এই বেদবিহিত ক্রমপন্থাকে আশ্রয় না করিলে পতন অনিবার্য। শাস্ত্র বিভিন্ন অধিকারীর জন্য বিভিন্ন উপদেশ দিয়াছেন। তাহা বুঝিতে না পারিয়া শাস্ত্রবাক্যকে অসঙ্গত বিচার করিয়া লোক ভ্রমে পতিত হয়। এই কর্মার্পণকে কর্মযোগও বলা হয়। এস্থানে যে 'যোগ'শব্দ তাহার

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

অর্থ বিষ্ণুস্মৃতি। এই বিষ্ণুস্মৃতিদ্বারা কর্মের অবশ্যম্ভাবী বিষদোষরূপ সংসারবন্ধন দূর হয়। কর্মের ফল শ্রীবিষ্ণুর উদ্দেশ্যে অর্পিত হওয়ায় কর্মীর হৃদয়ে শ্রীবিষ্ণুস্মৃতির উদয় হইয়া থাকে। এই বিষ্ণুস্মৃতিই তাহার সংসারবন্ধন মোচনের কারণ।

শ্রীবিষ্ণুভক্তির আশ্রয় ব্যতীত কর্ম, যোগ ও জ্ঞান যে নিষ্ফল হয়, সেসম্বন্ধে শ্রীল সনাতনগোস্বামিপ্রভুকে শ্রীগৌরহরি বলিয়াছেন –

"কৃষ্ণভক্তি হয় অভিধেয়-প্রধান।
ভক্তিমুখনিরীক্ষক কর্ম-যোগ-জ্ঞান॥
এইসব সাধনের অতি তুচ্ছ ফল।
কৃষ্ণভক্তিবিনে তাহা দিতে নারে বল॥
কেবল জ্ঞান মুক্তি দিতে নারে ভক্তিবিনে।
কৃষ্ণোন্মুখে সেই মুক্তি হয় বিনাজ্ঞানে॥"

(শ্রীচৈ:চ:মধ্য ২২।১৪-১৬)

"নৈষ্কর্ম্যমপ্যচ্যুতভাববর্জিতং ন শোভতে জ্ঞানমলং নিরঞ্জনম্।
কুতঃ পুনঃ শশ্বদভদ্রমীশ্বরে ন চার্পিতং কর্ম যদপ্যকারণম্॥"

(শ্রীভা: ১।৫।১২)

"তপস্বিনো দানপরা যশস্বিনো মনস্বিনো মন্ত্রবিদঃ সুমঙ্গলাঃ।
ক্ষেমং ন বিন্দন্তি বিনা যদর্পণং তস্মৈ সুভদ্রশ্রবসে নমো নমঃ॥"

(শ্রীভা: ২।৪।১৭)

অর্থাৎ অভিধেয় বা সাধনের মধ্যে কৃষ্ণভক্তিই সর্বশ্রেষ্ঠ। কর্ম, যোগ ও জ্ঞান — এইসব সাধন স্বীয় ফলদানবিষয়ে ভক্তিরই সহায়তাপ্রার্থী। কৃষ্ণভক্তির সহায়তা ব্যতীত এইসব সাধন তাঁহাদের তৎ তৎ ফল দিতে পারিবে না। ভক্তির সহায়তা ব্যতীত কেবল জ্ঞানও মুক্তি দিতে পারিবে না। পরন্তু জ্ঞানসাধন বিনা কেবল ভক্তিতে সাধক না চাহিলেও অনায়াসে সেই মুক্তি লাভ হয়।

নিরুপাধি ব্রহ্মজ্ঞানও ভগবদ্ভক্তিবর্জিত হইলে সম্যগ্রূপে শোভা পায় না অর্থাৎ মোক্ষ দিতে পারে না। সুতরাং সাধনকালে ও ফলভোগকালেও দুঃখপ্রদ কাম্য কর্ম, এরূপকি নিষ্কামকর্মও ঈশ্বরার্পিত না হইলে যে ব্যর্থ হয়, এ বিষয়ে আর সন্দেহ কি আছে? তপস্বিগণ অর্থাৎ জ্ঞানিগণ, দানশীল অর্থাৎ কর্মিগণ, যশস্বী অর্থাৎ অশ্বমেধাদি যজ্ঞকর্তৃগণ, মনস্বী অর্থাৎ যোগিগণ, মন্ত্রবিৎ অর্থাৎ আগমবেত্তাগণ ও সদাচার-পরায়ণগণ যে শ্রীভগবানে তাঁহাদের তপস্যাদি অর্পণ না করিলে মঙ্গল লাভ করিতে পারে না, সেই সুমঙ্গলযশশালী শ্রীভগবান্‌কে পুনঃ পুনঃ নমস্কার।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

শ্রীগীতায় শ্রীকৃষ্ণের উক্তি হইতে জানা যায় যে, সমস্ত কর্মের ফলদাতা হইলেন শ্রীবিষ্ণু। অতএব তাঁহার আশ্রয় ব্যতীত কর্মই হউক, জ্ঞানই হউক কিংবা যোগই হউক কোনই অনুষ্ঠানের ফল কেবল তৎ তৎ সাধন দিতে পারিবে না। সেইজন্য প্রত্যেক অনুষ্ঠানের উদ্দিষ্ট ফল লাভ করিতে হইলে শ্রীবিষ্ণুর আশ্রয় লইতেই হইবে। শ্রীপদ্মপুরাণ বৃহৎসহস্রনামস্তোত্রে বলা হইয়াছে –

"স্মর্তব্যঃ সততং বিষ্ণুর্বিস্মর্তব্যো ন জাতুচিৎ।
সর্বে বিধিনিষেধাঃ স্যুরেতয়োরেব কিঙ্করাঃ ॥"
(শ্রীভ:স: ৯৪ অনু:)

অর্থাৎ সর্বদা শ্রীবিষ্ণুকে স্মরণ করিবে – ইহা মূল বিধি এবং কখনও তাঁহাকে বিস্মৃত হইবে না – ইহাই মূল নিষেধ। অন্যসমস্ত বিধিনিষেধ এই মূল বিধি ও নিষেধেরই কিঙ্করস্বরূপ।

পূর্বে যে অর্পণের কথা বলা হইল, তাহার দ্বারা শ্রীবিষ্ণুর স্মৃতিলাভই মুখ্য উদ্দেশ্য। কর্ম হউক, জ্ঞান হউক, যোগ হউক কিংবা ভক্তিই হউক যেকোন সাধন করা যাউক না কেন বিষ্ণুস্মৃতিই সকল সাধনের একমাত্র লক্ষ্য। যে সাধনে শ্রীবিষ্ণুস্মৃতি নাই, তাহা বৃথা বলিয়া বুঝিতে হইবে। সাধনকালে সর্বক্ষণ এই শ্রীবিষ্ণুস্মৃতি থাকিলেই মৃত্যুসময়ে তাহা আসিবে বলিয়া শ্রীগীতায়(৮।৬)শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন –

"যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম্।
তং তমেবৈতি কৌন্তেয় সদা তদ্ভাবভাবিতঃ ॥"

কর্মকাণ্ডও শ্রীবিষ্ণুর নামকীর্তন ও স্মরণ ব্যতীত যে ত্রুটিশূন্য হইতে পারে না তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে।

শ্রীশুকদেব শ্রীপরীক্ষিৎ মহারাজকে বলিতেছেন –

"ক্রিয়মাণে কর্মণীদং দৈবে পিত্র্যেঽথ মানুষে।
যত্র যত্রানুকীর্ত্যেত তৎ তেষাং সুকৃতং বিদুঃ ॥"
(শ্রীভা: ৮।২৩।৩১)

অর্থাৎ দেবতা, পিতৃলোক কিংবা মনুষ্যগণের প্রীতির জন্য অনুষ্ঠিত কর্মে (অর্থাৎ পূজা, শ্রাদ্ধ বা দানাদিতে) যেসব স্থানে এই শ্রীহরির চরিত অনুকীর্তিত হয়, সেইসমস্ত কর্মীর অনুষ্ঠিত কর্ম নির্দোষরূপে সম্পন্ন হইয়া থাকে বলিয়া শাস্ত্রজ্ঞগণ জানেন।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

কর্ম, জ্ঞান ও ভক্তিযোগ সর্বত্র শ্রীবিষ্ণুস্মৃতিরই অপরিহার্যতা

কেশব – ভক্তির সাহায্য বিনা কর্ম, যোগ ও জ্ঞান উদ্দিষ্ট ফল দিতে পারে না বলিয়া এইসব সাধনে ভক্তির আশ্রয়ের অপরিহার্যতা হৃদ্‌বোধ হইল। তজ্জন্য এইসব সাধনে শ্রীবিষ্ণুস্মৃতির যে যথেষ্ট আবশ্যকতা আছে, ইহা অনস্বীকার্য। ভক্তি ত স্বতন্ত্রা। যেকোনভাবে অনুষ্ঠিত হইলেও ইহা ফল দিয়া থাকে বলিয়া অজামিলের উদাহরণ দিয়া আপনি বলিলেন। এরূপ অবস্থায় ভক্তিসাধনে বিষ্ণুস্মৃতির আবশ্যকতা কী ?

শ্রীহরিদাস – তোমাকে বলিলাম যে, যে কোন সাধন হউক না কেন, বিষ্ণুস্মৃতিলাভই সব সাধনের মূল মন্ত্র। বিষ্ণুস্মৃতি যদি লাভ না হইল, তবে সমস্ত সাধন ভস্মে ঘৃতাহুতির ন্যায় নিরর্থক। অর্থাৎ শ্রীবিষ্ণুস্মৃতিই আমাদের সর্বাবস্থায় কাম্য। ভক্তির অর্থ সেবা, সেবা ঠিকভাবে করিতে হইলে যাঁহার সেবা করা যায় তাঁহার সুখানুসন্ধানময়ী স্মৃতি যে অবশ্য থাকিবে, ইহা বলা অনাবশ্যক। সেব্যের সুখানুসন্ধানময়ী স্মৃতি না থাকিলে সেবা ত দূরের কথা সেবার প্রবৃত্তিও জাগিবে না। সেরূপ অবস্থায় যে সেবার অভিনয় করা যায়, তাহা সেবা ত নহে, বরং স্বসুখ চরিতার্থ করিবার জন্য সেবার ছলনামাত্র। বিষ্ণুস্মৃতিহীন ভক্তি কিরূপ ব্যর্থ সেসম্বন্ধে শ্রীরূপপাদ উল্লেখ করিয়াছেন –

"সাধনৌঘৈরনাসঙ্গৈরলভ্যা সুচিরাদপি।
হরিণা চাশ্বদেয়েতি দ্বিধা সা স্যাৎ সুদুর্লভা ॥"

(শ্রীভ:র:সি: ১।১।৩৫)

ভগবদ্‌বিষয়ে আসক্তিরহিত সাধনসমূহের অনুষ্ঠান দীর্ঘকাল করিলেও ভক্তি লাভ হয় না এবং সাধনে আসক্তি থাকিলেও শ্রীহরি শীঘ্র ভক্তি দেন না। ভক্তি এই দুইপ্রকারে সুদুর্লভা।

'অনাসঙ্গ' শব্দের অর্থ হইল আসঙ্গরহিত। আসঙ্গ অর্থ সাক্ষাৎ ভজনে প্রবৃত্তি। অর্থাৎ অভিনিবেশযুক্ত ভজন। 'শ্রীকৃষ্ণ প্রিয়শ্রবা, তাঁহার যশ শ্রবণকীর্তন করিলে তিনি খুব খুসী হইবেন' – এইরূপ চিন্তা প্রথমে হৃদয়ে পোষণ করিয়া এবং এই চিন্তাদ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া যে শ্রবণকীর্তনাদিরূপ ভক্ত্যনুষ্ঠান করা যায়, তাহাকে সাসঙ্গ সাধন বলা যায়। ভক্ত্যনুষ্ঠানে এইরূপ সাসঙ্গত্ব যে স্থানে নাই, সে স্থানে ইহাকে অনাসঙ্গ সাধন বলা হয়। অনাসঙ্গ সাধনে সাধন বিষয়ক স্মৃতি থাকে না। শ্রবণকীর্তনাদিতে এইরূপ স্মৃতিহীনতাকে অনবধানতা বলা যায়। এই অনবধানতাযুক্ত সাধন বহুজন্ম করিলেও প্রেমলাভ হইবে না।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীল কবিরাজগোস্বামিপাদ উল্লেখ করিয়াছেন –

"বহুজন্ম করে যদি শ্রবণ-কীর্তন।
তবু নাই পায় কৃষ্ণপদে প্রেমধন ॥" (আদি ৮।১৫)

তারপর "শ্রবণং কীর্তনং বিষ্ণোঃ" (শ্রীভা: ৭।৫।২৩-২৪) শ্লোকে যে "ইতি পুংসার্পিতা বিষ্ণৌ" কথাটি আছে তাহা কোন অনুষ্ঠান নহে, কেবল মানসিক চিন্তাবিশেষ। সুতরাং এস্থানেও স্মরণের প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়।

"মদ্‌গুণ শ্রুতিমাত্রেণ" (শ্রীভা: ৩।২৯।১১) শ্লোকে যে অবিচ্ছিন্না মনোগতির কথা বলা হইয়াছে, সেস্থানেও এই স্মরণের প্রাধান্যই বোধগম্য হয়।

শাস্ত্রে শ্রীবিষ্ণুস্মৃতির প্রতি গুরুত্ব দেওয়ার একটি বৈজ্ঞানিক কারণ আছে, তাহা শ্রীকৃষ্ণ শ্রীঅর্জুনকে এইরূপ বলিয়াছেন –

"অন্তকালে চ মামেব স্মরন্ মুক্ত্বা কলেবরম্।
যঃ প্রয়াতি স মদ্ভাবং যাতি নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ ॥
যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম্।
তং তমেবৈতি কৌন্তেয় সদা তদ্ভাবভাবিতঃ ॥"
(শ্রীগী: ৮।৫-৬)

অর্থাৎ অন্তকালে আমাকে স্মরণ করিয়া যে দেহত্যাগ করে, সে যে আমার ভাব প্রাপ্ত হয়, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। মৃত্যুসময়ে যে যে ভাব স্মরণ করিয়া দেহত্যাগ করে, সে সেই ভাব-ভাবিত তত্ত্বকেই পায়, যেহেতু জীবিতাবস্থায় সে সর্বদা সেই ভাবনায়ই মগ্ন থাকে।

শ্রীশুকদেব শ্রীপরীক্ষিৎ মহারাজকে বলিতেছেন –

"এতাবান্ সাংখ্যযোগাভ্যাং স্বধর্মপরিনিষ্ঠয়া।
জন্মলাভঃ পরঃ পুংসামন্তে নারায়ণস্মৃতিঃ ॥" (শ্রীভা: ২।১।৬)

অর্থাৎ স্বধর্মনিষ্ঠা, সাংখ্য ও যোগাদিদ্বারা দেহত্যাগকালে যে শ্রীনারায়ণস্মৃতি, তাহাই মনুষ্যজন্মের শ্রেষ্ঠলাভ। লোক যেকোন সাধন অবলম্বন করুক না কেন, দেহত্যাগকালে শ্রীনারায়ণের স্মৃতিলাভই তাহার শেষ ফল হওয়া উচিত।

শ্রীবিষ্ণুস্মৃতির এইরূপ প্রাধান্য দেওয়ার একমাত্র কারণ এই যে, জীবিতাবস্থায় সর্বদা এই স্মৃতিতে আবিষ্ট থাকিলে মৃত্যু সময়ে অবশ্য সেই স্মৃতির উদয় হইবে এবং সেই স্মৃতিযুক্ত হইয়া দেহত্যাগ করিলে সংসারমুক্তি অবশ্যম্ভাবী। আর সারাজীবন যে

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

শ্রীবিষ্ণুর প্রীতিবিধানে তৎপর থাকিবে সে মৃত্যুর পরে মুক্তি ত পাইবেই এবং তার সঙ্গে সঙ্গে তাহার প্রেমলাভের পথও সুগম হইয়া যাইবে।

এই শাস্ত্রবাক্যের বৈজ্ঞানিকত্ব সম্পর্কে এইরূপ উক্ত হইয়াছে –

"কীটঃ পেশস্কৃতং ধ্যায়ন্ কুড্যাং তেন প্রবেশিতঃ।
যাতি তৎসাত্মতাং রাজন্ পূর্বরূপমসন্ত্যজন্॥"
(শ্রীভা: ১১।৯।২৩)

হে রাজন্! পেশস্কারী ভ্রমরকর্তৃক কোন এক দুর্বল কীট স্বগৃহে আনীত ও আবদ্ধ হইয়া ভয়ে সর্বদা ঐ পেশস্কারীর ধ্যান করিতে করিতে নিজের পূর্ব শরীর পরিত্যাগ না করিয়াই পেশস্কারীর রূপ ধারণ করে।

সেইরূপ দেহান্তে যে ধ্যেয় বস্তুর সারূপ লাভ হইবে, এ বিষয়ে আর বক্তব্য কী?

পূর্বেও বলিয়াছি যে, ভক্তির দুইটি লক্ষণ; যথা – শ্রবণকীর্তনাদি অনুষ্ঠানরূপ ও অপ্রাকৃত মানসভাবরূপ। 'অপ্রাকৃত মানসভাবে' স্মরণেরই প্রাধান্য।

অতএব স্মৃতিহীন ভক্ত্যনুষ্ঠান ভক্তিযোগ নহে। আবার স্মৃতি বা অভিনিবেশযুক্ত (সাসঙ্গ)ভজনেও যদি শ্রীকৃষ্ণের সুখানুসন্ধান উদ্দেশ্য না থাকিয়া কেবল সাধকের ভোগ বা মোক্ষরূপ স্বার্থসাধনই উদ্দেশ্য থাকে, তবে তাহাও ভক্তিযোগপদবাচ্য নহে। এই শ্রীকৃষ্ণের সুখানুসন্ধানবাসনায় সাধকের স্বার্থত্যাগেরই প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়। সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ না হইলে কেহ নিজের ভোগমোক্ষাদি সমস্ত স্বার্থকে তিলে তিলে জলাঞ্জলি দিয়া কেবল শ্রীকৃষ্ণের সুখানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইতে পারে না। রজস্তমো-গুণাচ্ছন্ন জীবের পক্ষে এইরূপ স্বার্থত্যাগ সম্পূর্ণ অসম্ভব। এইরূপ অবস্থায় শ্রীকৃষ্ণের সুখবিধানের জন্য যদি চেষ্টা করা যায় তবে তাহা বিকৃতই হইয়া যাইবে। শ্রীকৃষ্ণকে সর্বক্ষণ সর্বতোভাবে সুখী করিবার প্রবৃত্তি যাহার স্বরূপভূত, সেই হ্লাদিনীশক্তির দূত ভক্তমহতের অহৈতুকী কৃপায়ই সেই প্রবৃত্তি জীবহৃদয়ে স্বতঃস্ফূর্ত হইয়া থাকে। তজ্জন্য কোনও চেষ্টার আবশ্যকতা থাকে না।

শ্রীকৃষ্ণের সুখানুসন্ধানরূপ ভক্তি কিরূপে লাভ করা যায়?

কেশব – আপনি বলিলেন যে, শ্রীকৃষ্ণের সুখানুসন্ধানরূপ ভক্তি জীবের চেষ্টাসাধ্য নহে। কেবল মহতের অহৈতুকী কৃপায়ই জীব ইহা লাভ করে। কিন্তু কোন বস্তু লাভের জন্য চেষ্টা না করিলে তাহা লাভ হইবে কিরূপে?

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

শ্রীহরিদাস – ভক্তি হ্লাদিনীশক্তির বৃত্তি। পরমাত্মবৈভব* জীবের সঙ্গে তাহার কোন সম্পর্ক নাই কিংবা ভক্তিসম্বন্ধে জীবের যথার্থ জ্ঞানও নাই। কারণ হ্লাদিনীশক্তির বৃত্তি হওয়ায় ইহা অপ্রাকৃত। কিন্তু জীবের ইন্দ্রিয় প্রাকৃত। ভক্তি প্রাকৃতেন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে বলিয়া শ্রীরূপপাদ উল্লেখ করিয়াছেন।

"অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেদ্গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ।
সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ ॥"
(শ্রীভ:র:সি: ১।২।২৩৪)

অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের নামাদি অপ্রাকৃত ও জীবের ইন্দ্রিয় প্রাকৃত। প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ে শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাকৃত নাম গ্রহণীয় নহে। জীবের ইন্দ্রিয় সেবোন্মুখ হইলেই অর্থাৎ মহৎকৃপায় শ্রীকৃষ্ণের সুখানুসন্ধানপ্রবৃত্তি জীবহৃদয়ে জাগ্রত হইলেই শ্রীকৃষ্ণনাম গ্রহণের জন্য তাহার স্বতঃ প্রবৃত্তি হয়। জীবের এই ভূমিকাকে জাতরতিভূমিকা বলা যায়। এই অবস্থায় ভক্তি করিতে কোন চেষ্টার আবশ্যকতা থাকে না। কারণ তখন অগ্নির দহনক্রিয়ার ন্যায় ইহা জীবে স্বতঃস্ফূর্ত হইয়া পড়ে।

প্রাকৃত ইন্দ্রিয় বলিতে রজস্তমোগুণাচ্ছাদিত ইন্দ্রিয়কেই বুঝায়। রজস্তমোগুণ হইল মায়িক। ইহা সর্বদা জীবকে স্বসুখচিন্তায় নিমগ্ন করায়। কিন্তু ভক্তি কেবল শ্রীকৃষ্ণের প্রীতির জন্যই অনুষ্ঠিত হওয়া উচিত। জীবের হৃদয়স্থ রজস্তমোগুণ কদাপি তাহাকে শ্রীকৃষ্ণের সুখানুসন্ধানের প্রতি আকৃষ্ট করাইবে না। এই অবস্থায় যদিও কোন সময়ে ভক্তিতে প্রবৃত্তি হয়, তবে তাহা স্বসুখসাধন উদ্দেশ্যেই অনুষ্ঠিত হইয়া সগুণা ভক্তি হইয়া থাকে, নির্গুণা ভক্তি বা ভক্তিযোগ হয় না।

এই রহস্যটি বুঝিতে না পারিয়া অনেকে নিজের রজস্তমোগুণাচ্ছন্ন জড়েন্দ্রিয়ের সাহায্যে ভক্তি করিতে চেষ্টা করে এবং ভ্রমবশতঃ তাহাকে শুদ্ধভক্তি বলিয়া মনে করে। ইহার দ্বারা তাহাদের অহঙ্কারেরই বৃদ্ধি হইয়া থাকে। পরিণামে এই অহঙ্কার তাহাদের পতনের কারণ হয়। সুতরাং ভক্তিসাধনের জন্য কোন চেষ্টার আবশ্যকতা নাই। অগ্নিতাদাত্ম্যপ্রাপ্ত লৌহের দহনশক্তিলাভের ন্যায় হ্লাদিনীশক্তির দূত মহতের কৃপায় ভক্তিবাসনা অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিয়া তাঁহাকে সুখী করিবার বাসনা জীবহৃদয়ে সঞ্চারিত হইয়া থাকে। সেই ভক্তিবাসনা লইয়া যে ভক্তি করা যায়, তাহাই শুদ্ধা বা নির্গুণা ভক্তি। সুতরাং রজস্তমোগুণাচ্ছন্ন জীব ভক্তি করিতে বৃথা চেষ্টা না

* পরমাত্মবৈভব – জীব শ্রীকৃষ্ণের জীবশক্তি হইতে পরমাত্মাদ্বারা সৃষ্ট হইয়াছে বলিয়া তাহার হৃদয়ে হ্লাদিনীশক্তির বিকাশ নাই। সেইজন্য হ্লাদিনীশক্তির বৃত্তিরূপা ভক্তিসম্বন্ধে জীবের যথার্থ জ্ঞান নাই।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

করিয়া মহৎকৃপালাভের জন্য ব্যাকুল হওয়া আবশ্যক। কারণ ভক্তিভাণ্ডারের চাবিকাঠি মহতেরই হাতে। মহৎ ইচ্ছা করিলে যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে ইহা দিতে পারেন। মহৎ স্বতন্ত্র এবং তাঁহার কৃপাও পরমস্বতন্ত্র। তিনি কখন কাহাকে কৃপা করিবেন তাহা বলা যায় না। সুতরাং সেই পরমস্বতন্ত্র মহতের কৃপাদৃষ্টি আকৃষ্ট করিবার জন্য সর্বক্ষণ সক্রন্দন ব্যাকুল প্রার্থনা আবশ্যক।

তুমি ভক্তিলাভের জন্য যে চেষ্টার কথা বলিলে সেই চেষ্টা মহৎকৃপালাভের জন্যই করিতে হইবে। যে ভক্তির স্বরূপ সম্বন্ধে আমাদের যর্থার্থ জ্ঞান নাই, তাহা লাভ করিতে চেষ্টা করা হাস্যাস্পদ নহে কী ? মহৎকৃপায়ই জীবের ভক্তির স্বরূপ সম্বন্ধে যথার্থ জ্ঞান হয়। অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণেন্দ্রিয়প্রীতিবিধানবাসনাই যে ভক্তি, ইহা সে বুঝিতে পারে। তখন তাহার হৃদয়স্থ রজস্তমোগুণ যে সম্পূর্ণরূপে ভক্তির পরিপন্থী এবং সেই কারণে সে ভক্তিসাধনে সম্পূর্ণ অসমর্থ, তাহা উপলব্ধি করিয়া কৃষ্ণভক্তিজন্মমূল সেই মহৎকৃপালাভের জন্য সর্বতোমুখী চেষ্টা করে।

মহৎকৃপা ব্যতীত যে ভক্তিসাধনে কোনমতেই প্রবৃত্তি হইবে না, এ বিষয় তোমার হৃদ্‌বোধ হওয়া দরকার। ইহা হৃদ্‌বোধ হইলে তুমি কর্মার্পণ করিবার সময়ে নিশ্চিতরূপে মহৎকৃপালাভের জন্য ব্যাকুল হইবে। বস্তুপ্রাপ্তির জন্য ব্যাকুলতা থাকিলে ভগবৎকৃপায় তাহা অবশ্য লাভ করিতে পারিবে।

শাস্ত্রোক্ত বিধিপালন মহৎকৃপার কারণ নহে

কেশব – মহৎকৃপাই যখন ভক্তিসাধনের মূল, যে মহৎকৃপা লাভ করে নাই তার পক্ষে সৎপথে থাকিয়া নীতিবান্ হইয়া শাস্ত্রোক্ত বিধি ও সদাচারাদি ঠিক ঠিক পালন করিলে কি সাধুসঙ্গ লাভ করিয়া তাঁহার কৃপায় ভক্তিবাসনা লাভ করিতে পারিবে না ?

শ্রীহরিদাস – না না, সাধুর কৃপা সম্পূর্ণ অহৈতুকী। সেই কারণে শ্রীমদ্ভাগবতে যেস্থানে সাধুকৃপার কথা বর্ণিত হইয়াছে, সেস্থানে 'যদৃচ্ছয়া'শব্দটি ব্যবহৃত হইয়াছে। জীবের কোন যোগ্যতা সাধুকৃপার কারণ নহে। নলকূবর-মণিগ্রীব ও ব্যাধ প্রভৃতির প্রতি শ্রীনারদের কৃপা, বেশ্যা প্রতি শ্রীহরিদাস ঠাকুরের কৃপা ও জগাই-মাধাইর প্রতি শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর কৃপা সম্পূর্ণ অহৈতুকী। নলকূবর-মণিগ্রীব, ব্যাধ, বেশ্যা কিংবা জগাই-মাধাই – ইহারা শাস্ত্রোক্তবিধি ত পালন করেনেই নাই বরং শাস্ত্রনিষিদ্ধ অসদাচরণেই মত্ত ছিলেন। কিন্তু ইহারা ত কৃপা পাইলেন ! ইহা হইতে জানা যায় যে, সাধুকৃপার কোন কারণ নাই। সেইজন্য ইহাকে অহৈতুকী বলা হয়।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

তুমি যে সদাচারপালনের কথা বলিলে, তাহাতে সাধকের উদ্দেশ্য কি আছে তাহা বিচার্য। কেবল সদাচারপালন কেন শ্রীহরিনাম-শ্রবণ-কীর্তনাদিরূপ ভক্তির আশ্রয় লইলেও যে সাধুকৃপা লাভ হইবে, তাহা নহে। উক্ত ভক্ত্যনুষ্ঠানে অনুষ্ঠাতার উদ্দেশ্য কি আছে, তাহা বিচার করিয়াই ফল স্থির করা যাইবে। পূর্বে বলিলাম যে, ফল অনুষ্ঠান হইতে লাভ হয় না, বাসনানুযায়ীই ফল লাভ হইয়া থাকে। সেই কারণে কোন সাধন মহৎকৃপার কারণ হইতে পারে না। মহৎ স্বতন্ত্র। তিনি তাঁহার স্বতন্ত্র ইচ্ছাপ্রভাবে যাহাকে কৃপা করিতে চাহিবেন, কেবল সেই ব্যক্তিই তাঁহার কৃপা লাভ করিয়া ধন্যাতিধন্য হইবে।

পিতৃসিংহাসনলাভের আশায় তপস্যা করিয়াও ধ্রুব ভক্তি পাইলেন কিরূপে ?

কেশব — ধ্রুব ত আবার পিতৃসিংহাসনলাভের আশায় শ্রীবিষ্ণুর উদ্দেশ্যে তপস্যা করিয়া শ্রীনারদের কৃপা পাইয়াছিলেন এবং তাঁহার কৃপা হইতেই তাঁহার(ধ্রুবের) পিতৃসিংহাসনলাভবাসনা দূর হইয়া হৃদয়ে ভক্তিবাসনার সঞ্চার হইয়াছিল। শ্রীবিষ্ণু তাঁহার তপস্যায় প্রসন্ন হইয়া যখন তাঁহাকে বর চাইতে বলিলেন তখন তিনি বলিলেন — "প্রভো ! কাঁচের সন্ধানে আসিয়া আমি দিব্যরত্ন পাইয়াছি আর কাঁচে আমার আবশ্যকতা নাই। তুচ্ছ পিতৃসিংহাসনলাভের জন্য তপস্যা করিয়াও যদি ধ্রুবের ভক্তিলাভ হইল সকলের পক্ষে ইহা সম্ভব হইবে না কেন ?

শ্রীহরিদাস — ধ্রুব অজ্ঞ শিশু ছিলেন। তজ্জন্য কোন্‌টা তাঁহার পক্ষে ভাল ও কোন্‌টা মন্দ, ইহা তাঁহার জানা ছিল না। কেবল মাতার উপদেশে তিনি পিতৃসিংহাসন লাভের উদ্দেশ্যে তপস্যা করিতে বনে গিয়াছিলেন। এত অল্প বয়সে তপস্যাতে তাঁহার অসাধারণ নিষ্ঠা তথা শ্রীবিষ্ণুর কৃপালাভের উদ্দেশ্যে সুতীব্র আর্তি দেখিয়া শ্রীবিষ্ণুর হৃদয় বিগলিত হইয়া গেল। তজ্জন্য তিনি কৃপা করিতে ব্যগ্র হইয়া উঠিলেন।

এস্থানে ধ্রুবের অজ্ঞতা, সরলতা ও আর্তিই শ্রীবিষ্ণুর কৃপাদৃষ্টি আকৃষ্ট করিয়াছিল। শ্রীভক্তিসন্দর্ভ ১৮০তম অনুচ্ছেদে শ্রীজীবপাদও দৈন্য ও আর্তি যে ভগবৎকৃপালাভের একমাত্র কারণ, তাহা উল্লেখ করিয়াছেন। কৃপার অপরিহার্যতা উপলব্ধি করিয়া যে ব্যাকুল হইয়া ক্রন্দন করিবে, তাহার প্রতি শ্রীবিষ্ণুর কৃপা অবশ্য হইবে। শ্রীবিষ্ণুর এই কৃপা সাধুর মাধ্যমেই জীবের নিকট পঁহুছায়। সেইরূপ যাহার প্রতি পূর্ব যাদৃচ্ছিক মহৎকৃপা থাকিবে, সে উপলব্ধি করিতে পারিবে যে, মহৎকৃপাই ভক্তিলাভের মূল। অতএব সে কিরূপে সেই মহৎকৃপা লাভ করিবে, তজ্জন্য ব্যাকুল

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ক্রন্দন করিবে। তাহার এই ক্রন্দনই মহতের কৃপাদৃষ্টি আকৃষ্ট করিতে পারে এবং সে মহৎকৃপা লাভ করিয়া ধন্যাতিধন্য হইতে পারে।

এতদ্ব্যতীত ধ্রুব ত সাধারণ বালক ছিলেন না। তিনি পূর্ব পূর্ব বহুজন্মে শুদ্ধভাবে বর্ণাশ্রমধর্ম পালন করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার কিছুটা চিত্তশুদ্ধি হইয়াছিল। সেইজন্য তিনি তাঁহার কামনাপূরণের জন্য অন্য দেবদেবীর উপাসনা না করিয়া কেবল শ্রীবিষ্ণুরই উপাসনায় ব্রতী হইলেন। তিনি অজ্ঞ ছিলেন বলিয়া শ্রীবিষ্ণু শ্রীনারদের সঙ্গে তাঁহার যোগাযোগ করাইয়া দিলেন এবং শ্রীনারদের কৃপায় ভক্তিবাসনা লাভ করিয়া তিনি ধন্যাতিধন্য হইলেন।

ভগবৎকৃপায় যে সাধুসঙ্গ লাভ হয়, শ্রীমদ্ভাগবতের নিম্ন শ্লোকই তাহার প্রমাণ। শ্রীধ্রুব প্রার্থনা করিয়াছেন –

"ভক্তিং মুহুঃ প্রবহতাং ত্বয়ি মে প্রসঙ্গো
ভূয়াদনন্তমহতামমলাশয়ানাম্।
যেনাঞ্জসোল্বণমুরুব্যসনং ভবাব্ধিং
নেষ্যে ভবৎগুণকথামৃতপানমত্তঃ ॥" (শ্রীভা: ৪।৯।১১)

অর্থাৎ হে অনন্ত! যেসব শুদ্ধাত্মপুরুষ নিরন্তর আপনাকে ভক্তি করিয়া থাকেন, সেইসব সাধুমহাত্মার প্রকৃষ্ট সঙ্গ যেন আমার লাভ হয়। এইরূপ মহৎসঙ্গবলে আমি ভবদীয় গুণকথামৃত-পানোন্মত্ত হইয়া অতিশয় দুঃখপরিপূর্ণ এই ভীষণ ভবসমুদ্র অনায়াসে উত্তীর্ণ হইতে পারিব।

শ্রীরুদ্রও শ্রীবিষ্ণুকে এইরূপ প্রার্থনা করিয়াছেন –

"অথানঘাঙ্ঘ্রেস্তব কীর্তিতীর্থয়োরন্তর্বহিঃস্নানবিধূতপাপ্মনাম্।
ভূতেষ্বনুক্রোশসুসত্ত্বশীলিনাং স্যাৎ সঙ্গমোঽনুগ্রহ এষ নস্তব ॥"
(শ্রীভা: ৪।২৪।৫৮)

অর্থাৎ আপনার শ্রীচরণযুগল যাবতীয় পাপ দূর করে। অন্তরে আপনার কীর্তিরূপ তীর্থে ও বাহ্যে গঙ্গাতীর্থে স্নান করিয়া যাঁহাদের পাপ দূর হইয়াছে অর্থাৎ যাঁহারা বাহ্যাভ্যন্তরে শুচি হইয়াছেন, যাঁহাদের রাগদ্বেষবিরহিত চিত্তে সরলতাদি সদ্গুণ বিদ্যমান এবং যাঁহারা জীবগণের প্রতি কৃপালু, আপনি কৃপা করুন যেরূপ সেই মহদ্গণের সঙ্গ আমার লাভ হয়। তাহা হইলে জানিব যে, আমাদের প্রতি আপনার যথেষ্ট অনুগ্রহ আছে।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামিপ্রভুও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে উল্লেখ করিয়াছেন —

"দুই ভই হৃদয়ের ক্ষালি অন্ধকার।
দুই ভাগবত-সঙ্গে করান সাক্ষাৎকার॥
এক ভাগবত বড় — ভাগবতশাস্ত্র।
আর ভাগবত — ভক্ত ভক্তিরসপাত্র॥
দুই ভাগবতদ্বারা দিয়া ভক্তিরস।
তাহার হৃদয়ে তা'র প্রেমে হয় বশ॥" (আদি ১।৫৬-৫৮)

ইহা হইতে জানা যায় যে, ভগবৎকৃপায়ই তাঁহার নিজজন সাধুগণের সঙ্গলাভ হয় কিংবা শ্রীভগবানের কৃপাই সাধুরূপে জগতে বিচরণ করিয়াথাকে। যাহার প্রতি শ্রীভগবানের কৃপা হইবে, তাহা এই সাধুগণের মাধ্যমেই জীবে সঞ্চারিত হইবে। ইহা শ্রীজীবপাদের সিদ্ধান্ত, যাহা পূর্বে বলা হইয়াছে।

সাধুকৃপালাভের জন্য কাহার নিকট প্রার্থনা করিতে হইবে ?

কেশব — সাধুকৃপালাভের জন্য কেবল শ্রীভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতে হইবে না সাধুর নিকটও প্রার্থনা করা যাইবে ?

শ্রীহরিদাস — সাধুকৃপালাভ করিবার জন্য কেবল শ্রীভগবানের নিকটই প্রার্থনা করিতে হইবে। কারণ সাধুর সঙ্গ পাইলেও প্রথমে কেহ তাঁহার স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারে না। আমরা বিচার করিয়া যখন সাধু নির্ণয় করিতে যাইব তখন জড়বুদ্ধিদ্বারা চালিত হইয়া সাধু হইতে আমাদের কি জাতীয় পার্থিব সুখ লাভ হইতে পারে, কেবল সেই দিকেই লক্ষ্য রাখিয়া সাধু স্থির করিতে যাইব। সাধুর দ্বারা আমাদের ভগবদুন্মুখতা কতদূর বৃদ্ধি হইবে সেদিকে লক্ষ্য করিয়া আমরা সাধু নির্ণয় করিতে পারিব না। কারণ আমাদের হৃদয় পরমার্থের পরিপন্থী রজস্তমোগুণে আচ্ছন্ন থাকায় আমরা পরমার্থের পরিবর্তে আমাদের পার্থিব লাভের প্রতিই অধিক আকৃষ্ট হওয়া স্বাভাবিক। অতএব সাধুকৃপালাভের জন্য শ্রীভগবানের নিকট প্রার্থনা করাই যথার্থ। ভগবৎকৃপায় যে সাধুসঙ্গ লাভ হইবে তাঁহার সঙ্গ ও কৃপায়ই আমাদের চিত্ত হইতে স্বসুখবাসনা বা অন্যাভিলাষ দূর হইয়া তাহাতে ভক্তিবাসনা সঞ্চারিত হইবে। আমাদের হৃদয় হইতে অন্যাভিলাষ যতই দূর হইতে থাকিবে সাধুর স্বরূপ ততই আমাদের উপলব্ধির বিষয় হইয়া তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা দৃঢ় হইবে এবং তখন তাঁহার উপদেশ পালনকে জীবনের ব্রতরূপে গ্রহণ করিতে পারিব। সে অবস্থায় তাঁহার কোন অসঙ্গত আচরণ দেখিলে তাঁহার প্রতি অশ্রদ্ধা জাত হইবে না।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

সাধুর অসঙ্গত আচরণ

কেশব – সাধুগণের কী অসঙ্গত আচরণ দেখা যায় ?

শ্রীহরিদাস – সাধুগণের অসঙ্গত আচরণের বহু উদাহরণ আছে সত্য, কিন্তু উক্ত আচরণে সতত শ্রীকৃষ্ণাবিষ্টচিত্ত সাধুগণের ভজনে কোন ক্ষতি হয় না। জগদ্‌গুরু শ্রীব্রহ্মা কামবিমোহিত হইয়া স্বীয় কন্যা বিলঙ্ঘন করিয়াছিলেন। অবশ্য ইহার দ্বারা তাঁহার কোন ক্ষতি হয় নাই, কিন্তু তাঁহার এই আচরণ দেখিয়া তাঁহার যে নাতিগণ উপহাস করিয়াছিলেন, তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের অগ্রজভাবে শ্রীদেবকীর গর্ভসম্ভূত হইয়া কংসদ্বারা নিহত হইয়াছিলেন। লোকগুরু শ্রীশিব মুনিগণের সভায় পার্বতীকে আলিঙ্গন করিয়া বসিয়াছিলেন। তাঁহার এই তথাকথিত অসঙ্গত আচরণ দেখিয়া চিত্রকেতু রাজা উপহাস করিয়াছিলেন। এই অপরাধের ফলে তিনি পার্বতীর অভিশাপে অসুরযোনি লাভ করিয়া বৃত্রাসুর হইয়াছিলেন। পরে ইন্দ্রের দ্বারা নিহত হইয়া শাপমুক্ত হইলেন।

ভৃগুমুনি শ্রীনারায়ণের ভগবত্তা পরীক্ষা করিতে বৈকুণ্ঠে গেলেন এবং শ্রীলক্ষ্মীর ক্রোড়ে শায়িত অবস্থায় শ্রীবিষ্ণুর বক্ষে পদাঘাত করিলেন। ভৃগুকে দেখিয়া শ্রীলক্ষ্মীর সহিত শ্রীনারায়ণ অবনতমস্তকে তাঁহাকে প্রণাম করিয়া তাঁহার কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। তারপর তাঁহাকে বসিতে আসন দিয়া যথাসময়ে তাঁহার অভিবাদন করিতে পারেন নাই বলিয়া তাঁহার নিকট ক্ষমাভিক্ষা করিয়া বলিলেন – "হে মুনিবর! আপনার পাদোদক প্রসিদ্ধ তীর্থসমূহকেও বিশুদ্ধ করেন। আপনি আপনার সেই পাদোদকদ্বারা আমাকে, এই বৈকুণ্ঠলোককে এবং আমার আশ্রিত লোকপালগণকে পবিত্র করুন। হে ভগবন্! আজ আমি লক্ষ্মীদেবীর একমাত্র আশ্রয় হইলাম। আপনার পদস্পর্শে আমার সমস্ত পাপ বিনষ্ট হওয়ায় লক্ষ্মীদেবী ইহার পর নিশ্চলা হইয়া আমার বক্ষস্থলে বাস করিবেন।"

শ্রীনারায়ণের এই বিনয়ভাবযুক্ত গম্ভীর বচন শুনিয়া শ্রীভৃগুমুনি অশ্রুপূর্ণ নয়নে ভক্তিবিহ্বলচিত্তে তথা হইতে প্রত্যাবর্তন করিলেন।

শ্রীভৃগুর কি শ্রীনারায়ণের বক্ষে পদাঘাত ব্যতীত তাঁহাকে পরীক্ষা করিবার অন্য কোন উপায় ছিল না ? বস্তুতঃ শ্রীনারায়ণই ভৃগুকে এইরূপ করিতে অন্তরে প্রেরণা দিয়াছিলেন এবং সেই প্রেরণার বশবর্তী হইয়াই তিনি এই গর্হিত কার্য করিয়াছিলেন।

এ প্রসঙ্গে শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের উক্তি –

"সিদ্ধ বৈষ্ণবের যেন বিষম ব্যভার।
কহিলাঙ, ইহা বুঝিবারে শক্তি কার॥

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

পরীক্ষিতে কর্ম কি না ছিল কিছু আর।
তার লাগি করিলেন চরণপ্রহার॥
'অবোধ অগম্য অধিকারীর ব্যবহার।'
ইহা বই সিদ্ধান্ত না দেখি কিছু আর॥
মূলে কৃষ্ণ প্রবেশিয়া ভৃগু-হৃদয়েতে।
করাইলা, ভক্তির মহিমা প্রকাশিতে॥
জ্ঞানপূর্ব ভৃগুর এ কর্ম কভু নয়।
কৃষ্ণ বাড়ায়েন অধিকারি-ভক্তজয়॥
বিরিঞ্চি-শঙ্কর বাড়াইতে কৃষ্ণ জয়।
ভৃগুরে হইলা ক্রুদ্ধ দেখাইয়া ভয়॥
অধিকারী বৈষ্ণবের না বুঝি ব্যভার।
যে জন নিন্দয়ে তার নাহিক নিস্তার॥
অধম জনের যে আচার যেন ধর্ম।
অধিকারি-বৈষ্ণবেও করে সেই কর্ম॥
কৃষ্ণ-কৃপায়ে সে ইহা জানিবারে পারে।
এসব সঙ্কটে কেহো মরে কেহো তরে॥
সভে ইথে দেখি এক মহাপ্রতিকার।
সভারে করিব স্তুতি বিনয়-ব্যভার॥
অজ্ঞ হই লইবেক কৃষ্ণের শরণ।
সাবধানে শুনিবেক মহান্ত-বচন॥
তবে কৃষ্ণ তারে দেন হেন দিব্য মতি।
সর্বত্র নিস্তার পায়, না ঠেকয় কতি॥"

(শ্রীচৈ:ভা:অন্ত্য ১০৷৩৮০-৩৯৩)

নিতান্ত অধম ব্যক্তি যেরূপ আচরণ করে এক জন অধিকারী বৈষ্ণবও সেইরূপ আচরণ করিতে পারেন। তাঁহার এই বাহ্য আচরণ দেখিয়া যে তাহাতে দোষদর্শন করে তাহার অধঃপাত সুনিশ্চিত। অতএব তাহাতে দোষদর্শন না করিয়া উক্ত অসঙ্গত আচরণ সম্বন্ধে স্বীয় সন্দেহ মোচনের জন্য শ্রীভগবানের শ্রীচরণে ব্যাকুল প্রার্থনা জানাইতে হইবে। ভগবৎকৃপায়ই অজ্ঞ জীব ভক্তমহতের এই অসঙ্গত আচরণ যে তাঁহার ভক্তিবিঘাতক নহে বরং ভক্তিসাধক, ইহা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবে।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

শ্রীগৌরহরির শ্রীনবদ্বীপ-লীলাসময়ে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু শ্রীশ্রীবাস পণ্ডিতকে 'পিতা' বলিয়া সম্বোধন করিতেন। তাঁহার দর্শনমাত্রে শ্রীবাস পণ্ডিতের পত্নী শ্রীমালিনী দেবীর বাৎসল্যভাব উদিত হইয়া তাঁহার স্তন ঝরিত। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুও বাৎসল্যভাবে বিভাবিত হইয়া তাঁহার স্তন্যপান করিতেন। ইহাতে শ্রীশ্রীবাস পণ্ডিত কিংবা মালিনী দেবী কাহারও নিত্যানন্দের বিমল চরিত্রে সন্দেহের লেশমাত্রও হয় নাই। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর প্রতি শ্রীবাস পণ্ডিতের এই দৃঢ়নিষ্ঠাহেতু শ্রীগৌরহরি তাঁহার প্রতি খুব প্রসন্ন হইয়াছিলেন। তারপর তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করিবার পরও বিবাহ করিয়াছিলেন। তাঁহার এই আচরণে কেহ কেহ তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা হারাইয়াছিলেন। এইরূপ তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধাহীন কোন এক ব্রাহ্মণ তাঁহার সম্বন্ধে পুরীতে শ্রীগৌরহরিকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন। শ্রীগৌরহরি তাঁহাকে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর মহিমা বুঝাইয়া দিলেন এবং উক্ত ব্রাহ্মণ নিজের ভুল বুঝিতে পারিয়া শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর প্রতি দৃঢ়শ্রদ্ধ ও প্রীতিমান্ হইয়াছিলেন।

কৃষ্ণাবিষ্টচিত্ত মহদ্‌গণের পক্ষে দুরাচার কিরূপ সম্ভব ?

কেশব – যে মহদ্‌গণ সর্বদা কৃষ্ণাবিষ্টচিত্ত তাঁহাদের আবার দুরাচার দেখা যায় কিরূপে ?

শ্রীহরিদাস – হাঁ, কদাচিৎ তদ্রূপ দুরাচার দেখা যাইতেও পারে। এ প্রসঙ্গে শ্রীরূপপাদ তাঁহার রচিত শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু ও শ্রীউপদেশামৃতে উল্লেখ করিয়াছেন –

"জনে চেজ্জাতভাবেঽপি বৈগুণ্যমিব দৃশ্যতে।
কার্যা তথাপি নাসূয়া কৃতার্থঃ সর্বথৈব সঃ ॥"

যথা নারসিংহে –

"ভগবতি চ হরাবনন্যচেতা ভৃশমলিনোঽপি বিরাজতে মনুষ্যঃ।
ন হি শশকলুষচ্ছবিঃ কদাচিত্তিমিরপরাভবতামুপৈতি চন্দ্রঃ॥" ইতি।

(শ্রীভ:র:সি: ১।৩।৫৯-৬০)

"দৃষ্টৈঃ স্বভাবজনিতৈর্বপুষশ্চ দোষৈর্ন প্রাকৃতত্বমিহ ভক্তজনস্য পশ্যেৎ।
গঙ্গাম্ভসাং ন খলু বুদ্‌বুদফেনপঙ্কৈর্ব্রহ্মদ্রবত্বমপগচ্ছতি নীরধর্মৈঃ॥"

(শ্রীউপদেশামৃত-৬)

অর্থাৎ জাতভাব ব্যক্তিতে যদি বাহ্যতঃ দুরাচারতার ন্যায় কিছু দেখাও যায়, তথাপি তাঁহার প্রতি অসূয়াপ্রকাশ কর্তব্য নহে; যেহেতু (শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ভাব জাত হওয়ায়) তিনি সর্বতোভাবে কৃতার্থ হইয়াছেন। শ্রীনৃসিংহপুরাণে উক্ত হইয়াছে যে, পূর্ণচন্দ্র শশচিহ্নদ্বারা কলঙ্কিত হইলেও যেরূপ কখনও অন্ধকারের নিকট পরাভবপ্রাপ্ত

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

হন না, তদ্রূপ ভগবান্ শ্রীহরিতে যাঁহার চিত্ত একনিষ্ঠ, সেই ব্যক্তি বাহ্যতঃ মালিন্যযুক্তবৎ (দুরাচারপরায়ণরূপে) দেখা গেলেও অন্তর্বিরাজমান ভক্তিবলে অন্যান্য লোকগণকে পরাভব করিয়াই শোভা বিস্তার করেন।

জলের বিকার — বুদ্বুদ, ফেণ ও পঙ্কের বিদ্যমানতাহেতু যেরূপ গঙ্গাজলের ব্রহ্মদ্রবত্ব (দ্রবীভূত ব্রহ্মভাব) কখনও লোপ পায় না, তদ্রূপ এই জগতে অবস্থিত শুদ্ধভক্তের স্বভাবে ও দেহে আপাতদৃষ্ট দোষসমূহ দেখিয়া তাঁহাতে মর্ত্যবুদ্ধি করা অনুচিত।

এ সম্বন্ধে শ্রীজীবপাদও উল্লেখ করিয়াছেন — "বৈষ্ণবপূজকৈস্তু বৈষ্ণবা-নামাচারোঽপি ন বিচারণীয়ঃ।" (শ্রীভক্তিসন্দর্ভ ২৪৭তম অনুঃ)

অর্থাৎ বৈষ্ণবগণের পূজক বা অনুসরণকারীর পক্ষে তাঁহাদের আচরণের বিষয়ে কোনরূপ বিচার করা অনুচিত।

শ্রীল রূপগোস্বামিপ্রভু ও শ্রীল জীবগোস্বামিপ্রভুর এই উক্তি হইতে জানা যায় যে, শ্রীহ্লাদিনীশক্তির দ্বারা চালিত মহতের বাহ্য আচরণে আপাতদোষ দেখা যাইতে পারে। বস্তুতঃ ইহা কর্মফলবাধ্য জীবের প্রারব্ধ কর্মফলভোগের ন্যায় নহে। শ্রীহ্লাদিনী-শক্তিই তাঁহার নিজজনগণকে কোন কোন সময়ে শ্রীভরত মহারাজের মৃগশিশুর প্রতি আসক্তিরূপ আপাতদোষপ্রতিম কার্যে প্রবৃত্ত করান। এইরূপ আচরণদ্বারা তাঁহাদের কোন ক্ষতি ত হয়ই না, বরং আর্তিবৃদ্ধি হইয়া থাকে এবং এই আর্তিই আর্তবন্ধু শ্রীকৃষ্ণকে তাঁহার প্রতি অধিক কৃপোন্মুখ করায়। সুতরাং হ্লাদিনীশক্তির ইচ্ছায় চালিত মহদ্গণের আপাতদোষপ্রতিম আচরণও কদাপি ভক্তিবিঘাতক নহে। যে স্থূলবুদ্ধি ব্যক্তি মহতের এতাদৃশ আচরণে দোষদর্শন করে, সে অপরাধপঙ্কে নিমজ্জিত হয়।

শ্রীভরত মহারাজও রাজ্য ত্যাগ করিয়া পুলহাশ্রমে ভগবান্ শ্রীবাসুদেবের আরাধনায় রত ছিলেন। এইরূপ উপাসনার ফলে শ্রীবাসুদেবে তাঁহার প্রেমোদয় হইয়াছিল। একদিন তিনি মহানদীতে নিত্যকর্ম ও স্নানাদি কৃত্য সমাপনান্তে নদীতীরে বসিয়া প্রণব জপ করিতেছিলেন। এমন সময়ে একটি হরিণী পিপাসাতুরা হইয়া নদীর জল পান করিতে আসিয়াছিল। সে জলপান করার সময়ে হঠাৎ একটি সিংহ গর্জন করিল। সিংহগর্জনশব্দে ভয়ভীতা হইয়া সে এক লম্ফে নদী পার হইয়াছিল। সে গর্ভবতী ছিল। সুতরাং সিংহগর্জনজনিত ভয় ও নদীপারজনিত কষ্টহেতু তাহার গর্ভপাত হইয়া গেল। তারপর সে অবসন্ন হইয়া একটি পর্বতগুহায় পড়িয়া রহিল এবং কিছুক্ষণ পরে তাহার মৃত্যু হইল। এদিকে শ্রীভরত মহারাজ দেখিলেন যে, হরিণী যে শিশুটিকে

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

প্রসব করিল সে নদীর স্রোতে ভাসিয়া যাইতেছে। ইহা দেখিয়া তাঁহার হৃদয়ে দয়ার উদ্রেক হইল। তিনি সেই অসহায় হরিণশিশুকে নদী হইতে লইয়া আসিলেন এবং তাহাকে নিজ আশ্রমে রাখিয়া তাহার লালন পালন করিতে লাগিলেন। ক্রমশঃ তিনি উক্ত হরিণশিশুর প্রতি আসক্ত হইয়া পড়ায় তাঁহার ভজনে শিথিলতা আসিয়া গেল। তিনি হরিণশিশুর প্রতি এরূপ আসক্ত হইয়া পড়িলেন যে, সব সময়ে তাহার চিন্তা তাঁহার হৃদয়কে কবলিত করিল এবং তাঁহার সাধনভজন সম্পূর্ণ লোপ হইয়া গেল। ইত্যবসরে তাঁহার অন্তিমকাল আসিয়া উপস্থিত হইল। মৃগশিশুর প্রতি আসক্তিহেতু তিনি সেই মৃগশিশুর চিন্তা করিতে করিতে দেহত্যাগ করিলেন ও পরজন্মে মৃগদেহ লাভ করিলেন। ভজনপ্রভাবে সেই হরিণজন্মেও তাঁহার পূর্বজন্মের স্মৃতি অক্ষুণ্ন ছিল। মৃগ-শিশুর প্রতি আসক্তিবশতঃ তিনি যে মৃগদেহ পাইয়াছেন, তাহা উপলব্ধি করিয়া নিজকে ধিক্কার করিতে লাগিলেন। তারপর তিনি তাঁহার মৃগীমাতাকে পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার পূর্বভজনস্থলী পুলহাশ্রমে গেলেন এবং সেই মৃগদেহেই ঘোর অনুতাপগ্রস্ত হইয়া ব্যাকুলভাবে ভজন করিতে করিতে মৃগদেহ ত্যাগ করিলেন।

শ্রীভরত জাতপ্রেম ভক্ত হইয়াও তাঁহাকে প্রারব্ধ কর্মের ফল ভোগ করিতে হইল। অবশ্য এই প্রারব্ধ সাধারণ কর্মফলবাধ্য জীবের প্রারব্ধের ন্যায় নহে। এসম্বন্ধে শ্রীল বিশ্বনাথচক্রবর্তিপাদ (শ্রীভা: ৫।৮।২৬) শ্লোকের টীকায় উল্লেখ করিয়াছেন যে, প্রারব্ধ দুইপ্রকার; যথা – শোভন ও অশোভন। শিশুর চক্ষুতে মাতার অঞ্জনলেপন আপাতকষ্টদায়ক হইলেও কেরূপ ভবিষ্যতে চক্ষুকে নীরোগ রাখিয়া তাহার দৃষ্টিশক্তি-বৃদ্ধিই তাহার উদ্দেশ্য, সেইরূপ পরমকরুণাময় আর্তবন্ধু শ্রীভগবান্ ভক্তের আর্তিবৃদ্ধি করাইয়া তাহাকে তাঁহার প্রতি অধিক হইতে অধিক অভিনিবিষ্ট করাইবার উদ্দেশ্যে স্বেচ্ছায় তাঁহার প্রতি প্রীতিযুক্ত(প্রেমিক) ভক্তের প্রারব্ধ সৃষ্টি করিয়া থাকেন। এইরূপ প্রারব্ধকে শোভন প্রারব্ধ বলা হয়। ইহা ভক্তিবৃদ্ধির সহায়ক। আর জীবের স্বীয় কর্মফলজনিত প্রারব্ধকে অশোভন প্রারব্ধ বলা হয়। ইহা জীবকে ভগবদিতর দেহ-গেহের প্রতি অধিক অভিনিবিষ্ট করাইয়া তাহার ভগবদ্‌বিমুখতা বৃদ্ধি করাইয়া থাকে। সেইজন্য ইহা ভক্তিবিঘাতক।

শ্রীজীবপাদ শ্রীভক্তিসন্দর্ভ ১৫৭-১৫৮তম অনুচ্ছেদে এবিষয়ে এইরূপ উল্লেখ করিয়াছেন – "সামান্য প্রারব্ধ কর্ম দুর্বল বলিয়া ভগবদ্ভক্তির বাধক হইতে পারে না। অতএব ইন্দ্রদ্যুম্নাদির ন্যায় এস্থলে শ্রীভরতেরও প্রাচীন অপরাধাত্মক প্রারব্ধ কর্মই ভক্তির বাধকরূপে উপলব্ধ হইতেছে। কেহ কেহ মনে করেন যে, তাদৃশ ভক্তগণের

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ভগবদ্‌বিষয়ে উৎকণ্ঠাবর্ধনের জন্য স্বয়ং শ্রীভগবান্‌ই তাঁহাদের সাধারণ প্রারব্ধ কর্মেরও প্রাবল্য জন্মাইয়া থাকেন। মৃগদেহপ্রাপ্ত শ্রীভরতের এইরূপ উৎকণ্ঠা শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত হইয়াছে।”

এস্থানে শ্রীজীবপাদ দুইটি বিষয়ের উপর রেখাপাত করিলেন। একটি হইল প্রাচীন দুরন্ত অপরাধাত্মক প্রারব্ধ আর অন্যটি হইল ভগবৎসৃষ্ট প্রারব্ধ, যাহাকে শ্রীল চক্রবর্তিপাদ শোভন প্রারব্ধ আখ্যা দিয়াছেন। এই উভয়প্রকার প্রারব্ধই ভক্তের উৎকণ্ঠাবৃদ্ধিতে সহায়ক হইয়া থাকে।

এইসব উদাহরণ হইতে জানা যায় যে, জাতপ্রেম ভক্তেরও বাহ্যদুরাচারপ্রতিম কার্য দেখা যাইতে পারে। কিন্তু ইহা ভক্তিবাধক না হইয়া ভক্তিসাধকই হইয়া থাকে। যে তাঁহার এই আচরণে দোষদৃষ্টি করে, সে নরকগামী হয়। সুতরাং এইরূপ আপাতদুরাচার দেখিয়া আমরা যদি কোন ভক্তের প্রতি অশ্রদ্ধালু হইব তবে আমাদের ভক্তিপথ চিরদিনের জন্য রুদ্ধ হইয়া যাইবে। সেই কারণে বলিলাম যে, আর্তিযুক্ত হইয়া শ্রীভগবান্‌কে প্রার্থনা করিলে তিনি তাঁহার নিজজনের আপাতদুরাচারপ্রতিম আচরণহেতু তাঁহার প্রতি আমাদের অশ্রদ্ধা জাত না করাইয়া তাঁহার যথার্থ স্বরূপ আমাদের হৃদয়ে স্ফূর্তি করাইবেন এবং আমরা তাঁহার প্রতি গভীর শ্রদ্ধাসহকারে তাঁহার উপদেশ পালনে ব্রতী হইয়া তাঁহার কৃপায় ভক্তিসাধনে অগ্রগতি করিতে পারিব।

শ্রীভগবানের প্রতি আর্তি জাগিবার কারণ

কেশব — শ্রীভগবানের প্রতি এইরূপ আর্তি জাত হইবে কিরূপে ?

শ্রীহরিদাস — অন্তর্যামিদৃষ্টিতে সর্বভূতাদরপূর্বক কর্মার্পণ করিলে হৃদয় হইতে রজস্তমোগুণ যে পরিমাণে দূর হইতে থাকিবে সেই পরিমাণে ভক্তি হইতেছে না বলিয়া নিজের অভাববোধ হইতে থাকিবে। স্বীয় অযোগ্যতার উপলব্ধি হইতে যে অভাববোধ, তাহা হইতেই হৃদয়ে আর্তি জাগিবে। তখন স্বতঃ চক্ষু হইতে অশ্রু নির্গত হইবে। ইহাকেই অকপট অশ্রু বলা হয়। এই অকপট অশ্রুর মূল্য অনির্বচনীয়। ইহা অজিত শ্রীভগবানের হৃদয়কে জয় করিতে পারে, যাহা শাস্ত্রোক্ত সদাচারপালন, তথাকথিত ভক্তিসাধন বা অন্য কোনরূপ সাধনদ্বারা সম্ভব নহে। সেই কারণে শ্রীগৌরহরি তৃণাদপি সুনীচ, তরোরপি সহিষ্ণু, অমানী ও মানদ হইয়া ব্যাকুল ক্রন্দনপূর্বক শ্রীহরিনাম গ্রহণ করিতে উপদেশ দিয়াছেন। অতএব অন্তর্যামিদৃষ্টিতে সর্বভূতাদরই হৃদয়ে আর্তি জাগিবার মুখ্য কারণ।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

অকপট অশ্রু কি ?

কেশব – অকপট অশ্রুর অর্থ কি আমি বুঝিতে পারিলাম না। দয়া করিয়া বুঝাইয়া দিলে কৃতার্থ হইব।

শ্রীহরিদাস – সত্য সত্য শ্রীভগবানের সন্তোষবিধানের উদ্দেশ্যে যে আর্তি, যে ব্যাকুলতা এবং তজ্জনিত হৃদয় বিগলিত হইয়া চক্ষু হইতে যে অশ্রুর উদ্‌গম, তাহাকেই অকপট অশ্রু বলা হয়। অনেকের স্বভাব তাহারা কথা বলিতে বলিতে কাঁদিয়া ফেলেন। অনেকে অভ্যাস করিয়াও কাঁদেন। সংসারাসক্ত ব্যক্তি নিজের দেহসুখের অভাব বোধ করিয়াও কাঁদে। সে অশ্রুর কথা এখানে বলা হইতেছে না। স্বীয় অযোগ্যতার তীব্র অনুভূতি অর্থাৎ "ভক্তি ত দূরের কথা, আমার যে সর্বভূতাদরই হইল না, পরদোষদর্শন দূর হইল না, সাধুসঙ্গ লাভ করিয়া ও তাঁহার জাড্যনাশকারিণী অমূল্য বাণী শ্রবণ করিয়াও অপরাধকঠিন হৃদয় ত বিগলিত হইল না। এই জন্মে যদি কর্মাধিকার হইতে মুক্ত হইতে না পারি, তবে পূর্বকর্মফলানুযায়ী আমার মনুষ্য কিংবা মনুষ্যেতর যে দেহ প্রাপ্তি হওয়ার কথা তাহা ত অবশ্যই হইবে। তখন আর কি এইসব অমূল্য মহদ্‌বাণী স্মৃতিপথে থাকিবে! এজন্ম কি সত্য সত্য বৃথায়ই যাইবে!" – এইভাবে নিজের দুর্দৈবের কথা চিন্তা করিতে করিতে যখন হৃদয় আন্দোলিত ও বিগলিত হইয়া যাইবে, তখন চক্ষু হইতে যে অশ্রুর উদ্‌গম হইবে, তাহাই ভগবদ্ভজনের সর্বশ্রেষ্ঠ অনবদ্য উপকরণ। পুষ্পচন্দনাদি উপকরণ অপেক্ষা ইহার মূল্য কোটি কোটি গুণ অধিক।

কে কতদূর অকপটভাবে নিজের কোন স্বার্থসিদ্ধিবাসনা না রাখিয়া ভগবদ্ভজনে নিযুক্ত হইয়াছে, তাহা জানিবার একমাত্র কষটিপাথর ভগবদ্ভজনে তাহার অযোগ্যতার অনুভূতিজাত এক বিন্দু অশ্রু। যাহার এই অযোগ্যতার অনুভূতি নাই, শ্রীগুরুদেব ও শ্রীহরিদেবের সুখানুসন্ধানময়ী স্মৃতি নাই, তাহার চক্ষু হইতে কদাপি অশ্রু নির্গত হইবে না। হৃদয় অপরাধমুক্ত না হইলে অকপট অশ্রুর উদ্‌গম সম্ভব নহে। অন্তর্যামিদৃষ্টিতে সর্বভূতাদরপূর্বক কর্মার্পণ করিতে করিতে হৃদয় হইতে রজস্তমোগুণ যে পরিমাণে দূর হইতে থাকিবে তাহাতে স্বীয় অযোগ্যতার অনুভূতি সেই পরিমাণেই জাত হইতে থাকিবে। সেই অযোগ্যতার তীব্র অনুভূতি যাহার যত বেশি, সাধনে অগ্রগতি তাহার ততই অধিক বলিয়া বুঝিতে হইবে। "শত শত সাধন, তপস্যা, জ্ঞান, বৈরাগ্য, স্বাধ্যায়, সদাচার, বর্ণাশ্রমধর্ম-পালন, তীর্থভ্রমণ, এরূপ কি নববিধভক্তিযাজনের অভিনয় করিয়াও হৃদয়বিগলিত একবিন্দু অকপট অশ্রুর অভাবে করুণাবারিধি শ্রীহরির কৃপা ও প্রীতি আকৃষ্ট হয় না। চক্ষুর জল ও 'আমার কিছুই হইল না' –

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

হৃদয়ের মর্মস্থল হইতে এই অনুভূতি – এই দুইটি প্রতিমুহূর্তে সাধকের হৃদয়ে সমুদিত হওয়া আবশ্যক। সাধকের স্বীয় অযোগ্যতার তীব্র অনুভূতি হইতে জাত অকপট অশ্রুই অজিত ভগবানের হৃদয়কে বিগলিত করিয়া তাঁহাকে কৃপোন্মুখ করায়।" – (শ্রীল পুরীদাসগোস্বামিঠাকুর)

এসম্বন্ধে শ্রীজীবপাদও শ্রীভক্তিসন্দর্ভ ১৮০তম অনুচ্ছেদে উল্লেখ করিয়াছেন – "ভক্তির্হি ভক্তকোটিপ্রবিষ্ট-তদার্দ্রীভাবয়িতৃ তচ্ছক্তিবিশেষঃ। দৈন্য-সম্বন্ধেন চ সাধিক-মুচ্ছলিতা ভবতীতি তত্র তদাধিক্যম্।" অর্থাৎ শ্রীভগবানের যে শক্তিবিশেষ ভক্তগণে প্রবিষ্ট হইয়া (সেই ভক্তগণের দৈন্যহেতু) তাঁহাদের প্রতি তাঁহার (শ্রীভগবানের) কৃপাভাব জাত করায়, তাহাকেই ভক্তি বলা হয়। দৈন্যসম্বন্ধহেতু সেই কৃপা অধিকভাবে উচ্ছলিতা হয়। অতএব যেস্থানে দৈন্যের আধিক্য সেই স্থানেই কৃপার আধিক্য দেখা যায়।

ভক্তিমাত্রকাম কর্মার্পণকারীর মৃত্যুর পরে কি গতি হইবে ?

কেশব – যে ভক্তিমাত্রকাম কর্মার্পণ করিতেছে, সে কি মৃত্যুর পরে তাহার পূর্ব কর্মফলানুযায়ী দেহ লাভ করিবে ?

শ্রীহরিদাস – কেবল 'আমি ভক্তিমাত্রকাম কর্মার্পণ করিতেছি' বলিয়া মনে মনে কল্পনা করিলে ত হইবে না, সত্য সত্য কর্মার্পণ হওয়া আবশ্যক। অর্থাৎ অনুষ্ঠিত কর্ম হইতে নিজের সমস্ত স্বার্থ শ্রীবিষ্ণুর প্রীতির উদ্দেশ্যে তিলে তিলে পরিত্যক্ত হইতেছে কিনা, সব সবয়ে তৎপ্রতি তীক্ষ্ণদৃষ্টি রাখা আবশ্যক। আবার কর্মার্পণের সঙ্গে সঙ্গে অন্তর্যামিদৃষ্টিযুক্ত হইয়া সর্বভূতাদর না করিলে কর্মার্পণ যে বৃথা, ইহাও জানা উচিত। এসম্বন্ধে শ্রীভক্তিসন্দর্ভ ১০৬তম অনুচ্ছেদে শ্রীজীবপাদ উল্লেখ করিয়াছেন –

"স্বধর্মপূর্বকমর্চনং কুর্বংশ্চ ভূতদয়াং বিনা ন সিদ্ধ্যতীত্যাহ –
আত্মনশ্চ পরস্যাপি যঃ করোত্যন্তরোদরম্।
তস্য ভিন্নদৃশো মৃত্যুর্বিদধে ভয়মুল্বণম্॥" (শ্রীভা: ৩।২৯।২৬)

স্বধর্মপালনপূর্বক অর্চন অর্থাৎ কর্মার্পণ করিলেও ভূতদয়া ব্যতীত সিদ্ধিলাভ হয় না। এসম্বন্ধে শ্রীকপিলদেব মাতা দেবহূতিকে বলিয়াছেন – যে নিজের ও পরের উদরের ভেদ থাকায় ভেদদৃষ্টি করে, কিন্তু আমার অধিষ্ঠানজ্ঞানে অন্যকে আত্মসম জ্ঞান করে না এবং সেই কারণে ক্ষুধিত প্রভৃতিকে দেখিয়াও তাহার ভোজনের প্রতি দৃষ্টি না দিয়া নিজের উদর পূরণের জন্য তৎপর হয়, তাদৃশ ভিন্নদর্শী ব্যক্তির প্রতি মৃত্যুরূপী আমি উৎকট ভয় অর্থাৎ সংসার বিধান করি।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ইহা হইল কর্মার্পণকারীর মাপকাঠি। কাহার কতদূর কর্মার্পণ সিদ্ধ হইয়াছে, এই মাপকাঠিকে ফেলিয়া দেখিলেই জানা যাইবে। সুতরাং ভূতাদর যাহার স্বভাবসিদ্ধ হয় নাই, তাহার কর্মার্পণও সিদ্ধ হয় নাই বলিয়া বুঝিতে হইবে। যাহার কর্মার্পণ সিদ্ধ হয় নাই, সে যে কর্মাধিকারী এবিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই। সে ক্ষেত্রে সে যে তাহার পূর্ব কর্মফলানুযায়ী জন্ম অবশ্যই লাভ করিবে, ইহাতে দ্বিমত হওয়ার কিছুই নাই।

অপরপক্ষে যে সত্য সত্য ভক্তিমাত্রকাম কর্মার্পণকারী সে অন্তর্যামিদৃষ্টিতে সর্বভূতাদর করিতে সতত চেষ্টাযুক্ত। অতএব তাহার রজস্তমোগুণ ক্রমশঃ প্রশমিত হইতে আরম্ভ করিয়াছে। ঐহিক বা পারলৌকিক সুখবাঞ্ছা এরূপ কি মুক্তিবাঞ্ছার প্রতিও তাহার বিন্দুমাত্র স্পৃহা নাই এবং তাহার অনুষ্ঠিত প্রত্যেকটি কার্য কতদূর ইষ্টদেবের প্রীতিবিধানের জন্য উদ্দিষ্ট হইতেছে, তৎপ্রতি তাহার সর্বদা তীক্ষ্ণদৃষ্টি আছে। এইরূপ ব্যক্তি এই জন্মেই কিরূপে জাতরতিভূমিকায় উন্নীত হইতে পারিবে, তজ্জন্য সর্বদা শ্রীগুরুদেব ও শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দের শ্রীপাদপদ্মে সক্রন্দন ব্যাকুল প্রার্থনা জানায় ও অন্যের দোষদর্শনকে অন্তরে ঘৃণা করে। দুর্বলতাবশতঃ কখনও অন্যের দোষদর্শন হইয়া গেলে তজ্জন্য নিজকে ধিক্কার করে এবং সেই পরদোষদর্শন হইতে কিরূপে রক্ষা পাইবে সেইজন্য ব্যাকুল প্রার্থনাও করে। সে কর্মাধিকারী হইয়া থাকিলেও তাহার এইসব চেষ্টা তাহাকে কর্মাধিকার হইতে ভক্ত্যধিকারে উন্নীত হইতে সাহায্য করিবে। এরূপ কর্মার্পণকারীর মৃত্যুসময়ে ভগবৎস্মৃতির উদয় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দৈন্যও জাত হইবে। এই দৈন্য শ্রীভগবানের অতিশয় কৃপালাভের দ্বারস্বরূপ বলিয়া শ্রীজীবপাদ শ্রীভক্তিসন্দর্ভ ১৬২তম অনুচ্ছেদে উল্লেখ করিয়াছেন। ইহার ফলে সে কর্মাধিকার হইতে উত্তীর্ণ হইয়া পরজন্মে সাধুসঙ্গে শুদ্ধভক্তিসাধনে প্রবৃত্ত হইবে।

সুতরাং যে নিষ্কপট ভক্তিমাত্রকাম কর্মার্পণকারী, সে এই জন্মেই যে কর্মবন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া পরজন্মে শুদ্ধভক্তিসাধনে ব্রতী হইবে, ইহা নিঃসন্দেহ। অনুষ্ঠাতার নিষ্ঠার উপরই তাহার অনুষ্ঠিত কর্মের ফল নির্ভর করে। আমাদের অযোগ্যতা থাকিতে পারে কিন্তু অন্তরনিষ্ঠা থাকিলে ইষ্টদেব আমাদের অযোগ্যতা দূর করিয়া আমাদিগকে তাঁহার সেবাযোগ্য করিয়া দিবেন। কারণ তিনি পরমকরুণাময়। আমরা বিন্দুমাত্র চেষ্টা করিলেও তিনি সিন্ধুপ্রমাণ কৃপা করিয়া আমাদিগকে তাঁহার সেবাযোগ্য করাইয়া দিবেন। তাঁহার কৃপার তুলনা নাই। শত অযোগ্য হইয়া থাকিলেও তাঁহার কৃপার জন্য যে সত্য সত্য কাঙ্গাল হইবে, সে নিশ্চিতরূপে তাঁহার কৃপা লাভ করিয়া ধন্যাতিধন্য হইবে। যে কপটী সে নিজকে ভক্ত বলিয়া অন্যের নিকট জাহির করিতে যাইবার দ্বারা যে নিজকেই ঠকিতেছে, তাহা সে উপলব্ধি করিতে পারে না; তজ্জন্য সে ইষ্টদেবের

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

কৃপা হইতে বঞ্চিত হয়। ভক্তি যে সাধনলভ্য নহে, একমাত্র মহৎকৃপালভ্য, ইহা উপলব্ধি করিয়া যে সেই মহৎকৃপার জন্য সর্বদা ব্যাকুল হইবে, সে নিশ্চিতরূপে কৃপা পাইবে। কারণ কৃপা করাই মহতের একমাত্র কার্য এবং পতিত জীবকে কৃপা করিতে তিনি সতত ব্যগ্র। এরূপ অবস্থায় যে সত্য সত্য কৃপা চাহিবে, সে যে অবশ্যই তাহা পাইবে, ইহা নিঃসন্দেহ। এস্থানে কৃপাদাতা হইতে কৃপাগ্রহীতার দায়িত্ব অধিক। দাতা দান দিতে প্রস্তুত হইয়াছেন। ভিকারি তাহার ব্যাকুল প্রার্থনা দ্বারা দাতার হৃদয়কে যত অধিক বিগলিত করিতে পারিবে, তত অধিক ধনই সে দাতা হইতে লাভ করিতে পারিবে। যে ভিকারি তাহার ব্যাকুল প্রার্থনাদ্বারা দাতার হৃদয়কে বিগলিত করিতে পারিবে না, সে তাহা হইতে কোন ধনই পাইতে পারিবে না। সুতরাং ইষ্টদেবের কৃপালাভের জন্য ব্যাকুল প্রার্থনাই আমাদের একমাত্র সম্বল। যে ভক্তিমাত্রকাম কর্মার্পণকারী তাহার হৃদয় অন্তর্যামিদৃষ্টিযুক্ত সর্বভূতাদরপ্রভাবে রজস্তমোগুণমুক্ত হওয়ায় তাহাতে স্বতঃ ভক্তিসাধন সম্বন্ধে স্বীয় অযোগ্যতার অনুভূতি জাত হইয়া তাহাকে আর্তিযুক্ত করাইবে এবং মৃত্যুসময়েও তাহার সেই আর্তি প্রকাশিত হইয়া সত্বর শ্রীভগবানের কৃপাদৃষ্টি আকর্ষণে সহায়ক হইবে।

আপ্তকাম স্বয়ংসম্পূর্ণ শ্রীভগবানের সুখচিন্তার আবশ্যকতা

কেশব – আপনি ত সব সময় শ্রীভগবানের সুখচিন্তার কথা বলিতেছেন। সে ত ষড়ৈশ্বর্যশালী, স্বয়ংসম্পূর্ণ ও আপ্তকাম। তাঁহার আবার সুখের অভাব হইল কিরূপে যে, তাঁহার সুখবিধানচিন্তা আমাদিগকে করিতে হইবে ?

শ্রীহরিদাস – শ্রীভগবান্ ষড়ৈশ্বর্যশালী, স্বয়ংসম্পূর্ণ ও আপ্তকাম বলিয়া যাহা বলিলে, তাহা সম্পূর্ণ ঠিক। কিন্তু তিনি পরমকরুণ ও রসিকশেখর। তাঁহার পরমকরুণত্ব হেতু তিনি রসিকশেখর হইয়াছেন। রসিকশেখরের অর্থ তিনি ভক্তের ভক্তিরস আস্বাদন করিয়া সর্বদা তাহাকে আনন্দ দান করিতে ব্যগ্র। ইহা তাঁহার ভক্তবাৎসল্যেরই নিদর্শন। এ বিষয়ে একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। এক জনের পুত্র বহুদিনের পর বিদেশ হইতে ঘরে আসিয়াছে। স্নেহময়ী মাতা তার জন্য তার প্রিয় খাদ্য প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন। সে ঘরে পঁহুছানমাত্র স্নানাদি শেষ করিয়া ভোজনে বসিল। মাতা খুব আদর যত্ন করিয়া তাহাকে খাওয়াইলেন। সে উঠিবার সময়ে মাতার মনে পড়িয়া গেল যে, সবচেয়ে তাহার যে প্রিয় খাদ্যটি তিনি গত রাত্রিতে নিদ্রা ত্যাগ করিয়া তাহার জন্য প্রস্তুত করিয়াছিলেন তাহা তাহাকে দিতে ভুলিয়া গিয়াছেন। তজ্জন্য সে উঠিবার সময় মাতা তাহাকে আর একটু বসিতে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু তাহার ভোজন

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

আকণ্ঠ হইয়াছে, আর কিছুই খাইতে পারিবে না বলিয়া সে মাতাকে বলিল। মাতা তাহার প্রিয় খাদ্যটি যাহা নিদ্রা ত্যাগ করিয়া গত রাত্রিতে তাহার জন্য প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছিলেন তাহা ঠিক সময়ে তাহাকে দিতে ভুলিয়া যাওয়ায় নিজকে ধিক্কার করিয়া কাঁদিলেন। মাতার ক্রন্দন শুনিয়া পুত্র সঙ্গে সঙ্গে হাত পাতিয়া মাতার নিকট উক্ত খাদ্য লইয়া খাইতে আরম্ভ করিল। সে কি তাহার ক্ষুধানিবৃত্তির জন্য তাহা খাইল, না মাতাকে খুসী করিবার জন্য খাইল ? তাহার সামান্যতম ক্ষুধা না থাকিলেও কেবল মাতাকে খুসী করিবার জন্যই সে উক্ত খাদ্য খাইল। সেইরূপ ভক্তবৎসল ভগবান্ ভক্তকে সুখী করিবার জন্যই তাহার প্রদত্ত দ্রব্য গ্রহণ করেন, তাঁহার অভাবপূরণের জন্য নহে। ভক্তও জানে যে, ভগবান্ আপ্তকাম হইলেও ভক্তের স্নেহের কাঙ্গাল। অতএব তজ্জন্য সে সেই ভগবানের ভোগের জন্য সর্বদা বিভিন্ন সম্ভার প্রস্তুত করিতে ব্যগ্র। ভক্ত ও ভগবানের এই খেল নিত্যকাল চলিতেছে। শ্রীকৃষ্ণ যখন ভক্ত বিদুরের ঘরে গিয়াছিলেন, তখন শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার কুটীরে পদার্পণ করিয়াছেন বলিয়া বিদুর আনন্দে এরূপ অধীর হইয়া পড়িলেন যে, কলা ছাড়াইয়া কলার বদলে খোসাই শ্রীকৃষ্ণকে দিতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণও মহানন্দে তাহা খাইতে লাগিলেন। তাঁহার যখন বাহ্যজ্ঞান হইল তখন তিনি নিজের মারাত্মক ভুলের কথা বুঝিতে পারিয়া ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। তখন শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন – "তোমার কি ভুল হইয়াছে যে, তুমি এরূপ ব্যস্ত হইতেছ ? আমি কি কাহার কোন স্থূল দ্রব্য গ্রহণ করি ? আমি স্নেহেরই কাঙ্গাল। সেইজন্য আমি 'ভাবগ্রাহী'। আমি কেবল ভক্তের আমার প্রতি প্রীতিযুক্তভাবে মুগ্ধ হইয়া সেই ভাবই গ্রহণ করিয়া থাকি। ভক্ত প্রদত্ত দ্রব্য গ্রহণ করিবার আমার একমাত্র উদ্দেশ্য ভক্তকে আনন্দ দেওয়া। আমাকে সুখী করিতে গিয়া যে ভক্ত জন্মজন্ম ধরিয়া আমার জন্য অভূতপূর্ব স্বার্থত্যাগ করিয়াছে, তাহার সেই স্বার্থত্যাগে অভিভূত হইয়া আমি তাহার অধীন ও নিত্যকাল তাঁহার নিকট অপরিশোধ্য ঋণে ঋণী বলিয়া নিজকে অনুভব করি। সেইজন্য আমি কিরূপে তাহাকে খুসী করিব সেই চিন্তায় সর্বদা ব্যগ্র থাকি। কেবল তাহাকে (ভক্তকে) সুখ দেওয়ার উদ্দেশ্যেই আমি তাহার প্রদত্ত দ্রব্য গ্রহণ করিয়া থাকি।"

শ্রীভগবানের প্রতি ভক্তের অভূতপূর্ব স্বার্থত্যাগের স্বরূপ

ভক্ত ও ভগবানের সম্পর্ক কেবল পরস্পরের প্রীতির উপরই আধারিত। শ্রীভগবান্ নিজেই প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন – "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।" (শ্রীগী: ৪।১১) অর্থাৎ যে আমাকে যেরূপ ভজন করে আমি তাহাকে

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ঠিক সেইরূপই ভজন করি। তাঁহার প্রীতিসর্বস্ব ভক্তের নিকট তাঁহার এই প্রতিজ্ঞা সম্পূর্ণ ভঙ্গ হইয়া যায়। কারণ ভক্ত সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ ও কেবল শ্রীকৃষ্ণপ্রীতিকাম হওয়ায় কখনও নিজসুখের জন্য কিছুই প্রার্থনা করে না। তাঁহার একমাত্র আন্তরিক প্রার্থনা – সে কিরূপে নিজের সর্বস্ব দিয়া প্রাণনাথ শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিবিধান করিবে। শ্রীকৃষ্ণ যখন তাহার এই প্রার্থনা পূর্ণ করিতে যান, তখন ভক্তের প্রতি তাঁহার কৃপার ফল ভক্তের নিকট না পঁহুছিয়া তাঁহার নিজের নিকটই পঁহুছে। তখন তাঁহার প্রীতির উদ্দেশ্যে ভক্তের এইরূপ অচিন্তনীয় স্বার্থত্যাগে অভিভূত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ নিজ প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিতে না পারিয়া অর্থাৎ তাঁহার প্রতি ভক্তের নিঃস্বার্থ সেবার কোন প্রতিদান দিতে না পারিয়া নিজকে তাহার নিকট নিত্যকাল অপরিশোধ্য ঋণে ঋণী বলিয়া মনে করেন। সে অবস্থায় তিনি তাঁহার হৃদ্গত ভাব এইরূপ প্রকাশ করিয়াছেন –

"অহং ভক্তপরাধীনো হ্যস্বতন্ত্র ইব দ্বিজ।
সাধুভির্গ্রস্তহৃদয়ো ভক্তৈর্ভক্তজনপ্রিয়ঃ ॥
যে দারাগারপুত্রাপ্ত-প্রাণান্ বিত্তমিমং পরম্।
হিত্বা মাং শরণং জাতাঃ কথং তাংস্ত্যক্তুমুৎসহে ॥
ময়ি নির্বদ্ধহৃদয়াঃ সাধবঃ সমদর্শনাঃ।
বশে কুর্বন্তি মাং ভক্ত্যা সৎস্ত্রিয়ঃ সৎপতিং যথা ॥"

(শ্রীভা: ৯।৪।৬৩, ৬৫, ৬৬)

শ্রীভগবান্ দুর্বাসাকে বলিতেছেন – হে দ্বিজ! আমি ভক্তের অধীন। এই কারণে সর্বময়কর্তা হইয়াও সত্য সত্য যেরূপ আমার কোন স্বতন্ত্রতা নাই। মুক্তিপর্যন্ত বাসনারহিত আমার ভক্তগণ আমার হৃদয়কে বশীভূত করিয়া রাখিয়াছেন। ভক্তের কথাই বা কি বলিব, ভক্তের প্রিয়জনগণও আমার প্রিয়। যেসব ভক্ত গৃহ, স্ত্রী, পুত্র, আত্মীয়স্বজন, ধন, প্রাণ ও ইহপরলোকের সুখবাসনা সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র আমাকেই আশ্রয় করিয়াছেন, আমি কিরূপে তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিব? সতী স্ত্রী যেরূপ (তাহার স্বার্থত্যাগদ্বারা) সৎপতিকে বশীভূত করে, আমাতে আসক্তচিত্ত সমদৃষ্টিসম্পন্ন সাধুগণও সেইরূপ (স্বার্থত্যাগজনিত) ভক্তির প্রভাবে আমাকে বশীভূত করিয়া থাকেন।

ভক্ত ও শ্রীভগবানের সম্পর্কের কথা বুঝিলে ত। এ সকলের মূলে আছে শ্রীভগবানের প্রীতিসম্পাদনের উদ্দেশ্যে ভক্তের অচিন্তনীয় স্বার্থত্যাগ। এইরূপ স্বার্থত্যাগ জীবের পক্ষে কখনও সম্ভব নহে। এই প্রবৃত্তি একমাত্র শ্রীকৃষ্ণপ্রীতিসর্বস্ব মহদ্গণের কৃপায়ই জীব লাভ করিয়া থাকে। মহৎকৃপা ব্যতীত রজস্তমোগুণাক্রান্ত

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

সততস্বসুখচিন্তাবিষ্ট জীব নিজের চেষ্টায় কখনও শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে তাহা সমস্ত স্বার্থকে তিলে তিলে জলাঞ্জলি দিতে পারে না।

ভক্ত যেরূপ নিজের স্বার্থকে তিলে তিলে জলাঞ্জলি দিয়া সর্বক্ষণ শ্রীভগবানের প্রীতিবিধানের জন্য ব্যাকুল, শ্রীভগবান্‌ও তাঁহার প্রতি ভক্তের এইরূপ অচিন্তনীয় স্বার্থত্যাগে অভিভূত হইয়া নিজকে তাহার অধীন ও নিত্যকাল তাহার নিকট অপরিশোধ্য ঋণে ঋণী বলিয়া অভিমান করিতেছেন। এসম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণ আরও কি বলিয়াছেন শোন।

"ন পারয়েঽহং নিরবদ্যসংযুজাং স্বসাধুকৃত্যং বিবুধায়ুষাপি বঃ।
যা মাভজন্ দুর্জরগেহশৃঙ্খলাঃ সংবৃশ্চ্য তদ্‌বঃ প্রতিযাতু সাধুনা॥"
(শ্রীভা: ১০।৩২।২২)

শ্রীকৃষ্ণ গোপীগণকে বলিতেছেন — আমার সহিত তোমাদের যে সংযোগ, তাহা বিশুদ্ধ প্রেমময়। যে গৃহশৃঙ্খল ছিন্ন করা অসম্ভব, তোমরা তাহাকে ছিন্ন করিয়া আমাকে ভজন করিতেছ। আমি দেবতাগণের ন্যায় দীর্ঘায়ু প্রাপ্ত হইলেও তোমাদের এই কার্যের প্রত্যুপকার সাধন করিতে সমর্থ হইতে পারিব না। অতএব তোমরা তোমাদের নিজ সাধুকৃত্যদ্বারাই প্রত্যুপকৃত হও।

গোপীগণের এই যে স্বার্থত্যাগ, তাহাতে তাঁহাদের নিজের কোন স্বার্থাভিসন্ধি নাই। ইহা কেবল শ্রীকৃষ্ণকে সর্বতোভাবে সুখী করিবার জন্যই উদ্দিষ্ট। তাহাদের যদি লেশমাত্রও স্বীয়স্বার্থসিদ্ধিবাসনা থাকিত, তাহা হইলে শ্রীকৃষ্ণ অবশ্য তাহা পূরণ করিয়া তাঁহাদের স্বার্থত্যাগের প্রতিদান দিতে পারিতেন; আর তাঁহাকে তাঁহাদের নিকট ঋণী হইতে হইত না। কিন্তু আত্মেন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছারূপ কামের লেশমাত্রও তাঁহাদের নাই। তজ্জন্য শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার প্রতি গোপীগণের স্বার্থত্যাগের প্রতিদান দিতে না পারিয়া নিত্যকাল তাঁহাদের নিকট অপরিশোধ্য ঋণে ঋণী হইয়া থাকিলেন।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ হইয়াও অনাদিবিমুখ স্বসুখবাসনাজ্বালাসন্তপ্ত জগজ্জীবকে তাঁহার প্রেমরসামৃত পান করাইবার উদ্দেশ্যে ভোক্তৃভাব ত্যাগ করিয়া শ্রীরাধারাণীর ভাব অঙ্গীকারপূর্বক নিজে আচরণ করিয়া রাগমার্গীয় ভক্তি শিক্ষা দেওয়ার জন্যই অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তাঁহার আচরণে স্বার্থত্যাগের যে জ্বলন্ত আদর্শ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা বিস্ময়কর।

শ্রীকৃষ্ণাবতারে ভোক্তারূপে তিনি গোপীগণের সঙ্গে বহুভাবে রাসাদি লীলা সম্পাদন করিয়া আস্বাদন করিয়াছেন, অথচ জীবশিক্ষক শ্রীগৌররূপে তিনি স্ত্রী দর্শন ত দূরের কথা স্ত্রীনাম পর্যন্ত শুনিলে সঙ্কুচিত হইতেন। পুরীতে শ্রীগম্ভীরায় (অধুনা

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

শ্রীরাধাকান্ত মঠে) অবস্থানকালে তিনি কলার শরলায় শয়ন করিতেন। স্বাভাবিক বৈরাগ্যহেতু তাঁহার শ্রীঅঙ্গ খুব শীর্ণ হইয়া গিয়াছিল, তাহাতে অস্থি ও চর্মমাত্রই ছিল। তাহাতে শয়ন করায় তাঁহার কষ্ট হইতেছে অনুভব করিয়া তাঁহার অন্তরঙ্গ ভক্ত শ্রীজগদানন্দ পণ্ডিত শিমলি তুলায় একটি তোষক ও একটি বালিশ তৈয়ার করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুকে তাহাতে শয়ন করাইবার উদ্দেশ্যে তাঁহার সেবক শ্রীগোবিন্দকে তাহা দিলেন। কিন্তু শ্রীগৌরহরি তাহাতে বিরক্তি প্রকাশ করিয়া তাহা ব্যবহার করিলেন না। তারপর শ্রীল স্বরূপ দামোদর গোস্বামিপ্রভু শুষ্ক কলাপাতাকে নখে সরু সরু করিয়া চিরিয়া তাহাকে শ্রীমন্মহাপ্রভুর বহির্বাসের মধ্যে ভর্তি করিয়া একটি তোষক ও একটি বালিশ করিলেন এবং তাহাকে শ্রীমন্মহাপ্রভু ব্যবহার করিলেন। লোকশিক্ষক শ্রীগৌরহরি ভক্তিসাধকের উদ্দেশ্যে স্বার্থত্যাগের এইরূপ যেসব অপূর্ব আদর্শ স্থাপন করিয়া গিয়াছেন, তাহা চিন্তা করিলে বিস্ময়াভিভূত হইতে হয়।

যাঁহার অচিন্তনীয় স্বার্থত্যাগে অভিভূত হইয়া স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ নিত্যকাল অপরিশোধ্য ঋণে তাঁহার নিকট ঋণী বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন, সেই মূর্তিমতী হ্লাদিনীশক্তি শ্রীরাধারাণীর শ্রীকৃষ্ণের প্রীতির উদ্দেশ্যে স্বার্থত্যাগের যে আদর্শ, তাহা যে নিত্যকাল রাগমার্গীয় সাধকের আলোকস্তম্ভ, ইহা বলা অনাবশ্যক। তাঁহার স্বার্থত্যাগের কয়েকটি উদাহরণ যাহা শ্রীগৌরসুন্দর সেই ভাবাবিষ্ট (শ্রীরাধাভাবাবিষ্ট) হইয়া তাঁহার প্রলাপোক্তিতে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা বলিতেছি শোন।

একবার শ্রীরাধার প্রেম পরীক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার প্রতি ঔদাসিন্য প্রকাশ করিলেন। তিনি শ্রীরাধার নিকট আসিতেন না; শ্রীরাধার কোন সখী তাঁহার নিকটে শ্রীরাধার বিরহকাতরতার কথা বলিলেও তিনি শুনিয়া না শোনার মতই অভিনয় করিতেন। তিনি নিজে যে শ্রীরাধার বিরহে কাতর হইয়া পড়িয়াছেন তাহাও প্রকাশ করিতেন না। শ্রীকৃষ্ণের এইরূপ ঔদাসীন্যে শ্রীরাধার বিরহ-কাতরতা আরও বাড়িতে লাগিল। তাঁহার এই দশা দেখিয়া সখীগণ তাঁহাকে বলিলেন – "রাধে! শ্রীকৃষ্ণ তোমার প্রতি যেরূপ উদাসীনভাব দেখাইতেছেন, তুমিও সেইরূপ তাঁহার প্রতি ঔদাসীন্য দেখাও। তুমি শ্রীকৃষ্ণের কোন খবর না নিয়া চুপ থাক এবং তিনি তোমার সঙ্গে মিলিত হইতে আসিলেও তুমি তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান কর।" সখীগণের এই পরামর্শ শুনিয়া শ্রীরাধা যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহার রচিত শিক্ষাষ্টকের অষ্টম শ্লোকে বর্ণনা করিয়াছেন –

"আশ্লিষ্য বা পাদরতাং পিনষ্টু মামদর্শনান্মর্মহতাং করোতু বা।
যথা তথা বা বিদধাতু লম্পটো মৎপ্রাণনাথস্তু স এব নাপরঃ॥"

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ইহার মর্ম শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু এইরূপ উল্লেখ করিয়াছেন –

"আমি কৃষ্ণপদদাসী, তেহোঁ রসসুখরাশি,
আলিঙ্গিয়া করে আত্মসাথ।
কিবা ন দেন দরশন, জারেন আমার তনুমন,
তভু তেঁহো মোর প্রাণনাথ॥
সখী হে! শুন মোর মনের নিশ্চয়।
কিবা অনুরাগ করে, কিবা দুঃখ দিয়া মারে,
মোর প্রাণেশ কৃষ্ণ, অন্য নয়॥
ছাড়ি অন্য নারীগণ, মোর বশ তনুমন,
মোর সৌভাগ্য প্রকট করিয়া।
তাসভারে দেন পীড়া, আমাসনে করে ক্রীড়া,
সেই নারীগণে দেখাইয়া॥
কিবা তেঁহো লম্পট, শঠ ধৃষ্ট সকপট,
অন্য নারীগণ করি সাথ।
মোরে দিতে মনঃপীড়া, মোর আগে করে ক্রীড়া,
তভু তেঁহো মোর প্রাণনাথ॥
না গণি আপন দুঃখ, সবে বাঞ্ছি তাঁ'র সুখ,
তাঁর সুখে আমার তাৎপর্য।
মোরে যদি দিলে দুঃখ, তাঁর হৈল মহাসুখ,
সেই দুঃখ মোর সুখবর্য॥
যে নারীকে বাঞ্ছে কৃষ্ণ, তার রূপে সতৃষ্ণ,
তারে না পায়া কাহে হয় দুঃখী ?
মুইঁ তার পায়ে পড়ি, লয়া যাউঁ হাথে ধরি,
ক্রীড়া করায়া করোঁ তাঁরে সুখী॥
কান্তা কৃষ্ণে করে রোষ, কৃষ্ণ পায় সন্তোষ,
সুখ পায় তাড়ন ভর্ৎসনে।
যথাযোগ্য করে মান, কৃষ্ণ তাতে সুখ পান,
ছাড়ে মান অলপ সাধনে॥
সেই নারী জীয়ে কেনে, কৃষ্ণের মর্মব্যথা জানে,
তভু কৃষ্ণে করে গাঢ় রোষ।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

নিজসুখে মানে কাজ, পড়ু তার শিরে বাজ,
কৃষ্ণের মাত্র চাহিয়ে সন্তোষ ॥
যে গোপী মোর করে দ্বেষে, কৃষ্ণের করে সন্তোষে,
কৃষ্ণ যারে করে অভিলাষ।
মুইঁ তার ঘরে যায়া, তারে সেবোঁ দাসী হয়া,
তবে মোর সুখের উল্লাস ॥
কুষ্ঠীবিপ্রের রমণী, পতিব্রতাশিরোমণি,
পতি লাগি কৈল বেশ্যার সেবা।
স্তম্ভিল সূর্যের গতি, জীয়াইল মৃত পতি,
তুষ্ট কৈল মুখ্য তিন দেবা ॥
কৃষ্ণ মোর জীবন, কৃষ্ণ মোর প্রাণধন,
কৃষ্ণ মোর প্রাণের পরাণ।
হৃদয় উপরে ধরোঁ, সেবা করি সুখী করোঁ,
এই মোর সদা রহে ধ্যান ॥
মোর সুখ সেবনে, কৃষ্ণের সুখ সঙ্গমে,
অতএব দেহ দেউঁ দান।
কৃষ্ণ মোরে 'কান্তা' করি, কহে 'তুমি প্রাণেশ্বরী',
মোর হয় 'দাসী' অভিমান ॥
কান্তসেবা সুখপুর, সঙ্গম হৈতে সুমধুর,
তাতে সাক্ষী লক্ষ্মীঠাকুরাণী।
নারায়ণের হৃদে স্থিতি, তভু পাদসেবায় মতি,
সেবা করে দাসী-অভিমানী ॥"

শ্রীমন্মহাপ্রভুর এই উক্তিতে যে গূঢ়তত্ত্ব নিহিত রহিয়াছে, তাহা কেবল মহৎকৃপাপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণই বুঝিতে পারিবেন। ইহাতে নিহিত গূঢ়তত্ত্বই শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষার সার কথা এবং তাঁহার প্রচারিত রাগমার্গীয় ভক্তিসাধনের ইহা প্রাণস্বরূপ। এই উক্তির মর্ম এইরূপ –

সখীগণ যখন শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ঔদাসীন্য প্রকাশ করিতে শ্রীরাধাকে পরামর্শ দিলেন তাহার উত্তরে শ্রীরাধা বলিলেন –

"আমি ত তাহা করিতে পারিব না। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি উদাসীনভাব দেখাইলে ত তাঁহার দুঃখ হইবে। আমি তাঁহার পদদাসী। তিনি আমাকে আলিঙ্গন করিয়া আত্মসাৎ

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

করুন কিংবা দর্শন না দিয়া মর্মাহতই করুন, তাঁহার যাহা ইচ্ছা তিনি তাহাই করুন না কেন তিনিই আমার প্রাণনাথ, অন্য কেহ নহেন। তিনি যদি অন্য গোপীগণকে দুঃখ দেওয়ার উদ্দেশ্যে তাঁহাদিগকে ত্যাগ করিয়া তাঁহাদের সম্মুখে আমার সঙ্গে ক্রীড়া করেন কিংবা সেই লম্পট, শঠ ও ধৃষ্ট যদি আমাকে দুঃখ দেওয়ার উদ্দেশ্যে আমার সম্মুখে অন্য গোপীগণের সঙ্গে ক্রীড়া করেন, তথাপি তিনিই আমার প্রাণনাথ। আমার কি দুঃখ হইল বা না হইল সেদিকে আমি কখনও দৃষ্টি দিব না। কেবলমাত্র তাঁহার সুখই আমার সর্বদা ধ্যেয় এবং তিনি সুখী হইতেছেন জানিলেই আমি সুখী হইব। আমাকে দুঃখ দিয়া যদি তিনি খুব সুখী হন, সেই দুঃখকে আমি আমার সর্বোত্তম সুখ বলিয়া জানিব। শ্রীকৃষ্ণ যে গোপীর রূপে মুগ্ধ হইয়া তাহার সঙ্গে মিলিত হইতে ইচ্ছা করেন, অথচ তাহাকে না পাইয়া তিনি দুঃখিত, আমি তাহার পাদতলে পড়িয়া হাত ধরিয়া লইয়া তাহাকে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে মিলিত করাইয়া শ্রীকৃষ্ণকে সুখী করিব। কান্তা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি রোষ করিয়া তাঁহাকে তাড়ন ও ভর্ৎসন করিলে তিনি সুখী হন। অবশ্য যতটুকু মান করিলে শ্রীকৃষ্ণের সুখ হইবে, ততটুকু মানই করিতে হইবে। তাহার অতিরিক্ত মান করিলে যদি তাঁহার দুঃখ হইবে, তবে সেইরূপ মান বর্জনীয়। শ্রীকৃষ্ণের দুঃখ হইতেছে অনুভব করিয়াও যে তাহার নিজ সুখের জন্য এইরূপ মান করে, তাহার মাথায় বজ্র পড়ুক। একমাত্র শ্রীকৃষ্ণের সন্তোষই কাম্য।

যে গোপী আমার সঙ্গে শত্রুতা করে কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের সন্তোষবিধান করে এবং শ্রীকৃষ্ণ যাহার সঙ্গে মিলিত হইতে চান, আমি তাহার ঘরে গিয়া দাসী হইয়া তাহার সেবা করিব ও তাহাকে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে মিলিত করাইয়া তাঁহাকেই (শ্রীকৃষ্ণকেই) সুখী করাইব; তবেই আমার উল্লাস হইবে।

কুষ্ঠী বিপ্রের পতিব্রতা স্ত্রী পতিকে সুখ দেওয়ার উদ্দেশ্যে বেশ্যার সেবা পর্যন্ত করিয়া তাহাকে সন্তুষ্ট করিয়াছিল। সে উপাখ্যানটি এইরূপ। একটি নিতান্ত দরিদ্র বিপ্র ছিলেন। তাঁহার স্ত্রী খুব পতিব্রতা ছিলেন। পতির সুখবিধান ব্যতীত তাঁহার অন্য কোন কামনা ছিল না। পতি যাহা ইচ্ছা করিত খুব কষ্ট হইলেও তিনি বিনাদ্বিধায় তাহা করিতেন। তাঁহাদের ঘরের নিকট একটি সুন্দরী বেশ্যা থাকিত। কুষ্ঠী বিপ্র তাহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়িলেন। তাহাকে অন্ততঃ একবারমাত্র চক্ষু ভরিয়া দেখিতে পারিলেই তাহার দুঃখ দূর হইয়া যাইবে। তাঁহার স্ত্রী তাহা জানিতে পারিলেন। কিন্তু তাঁহার ত ধন নাই। আবার এদিকে স্বামীও কুষ্ঠরোগগ্রস্ত। কিন্তু স্বামীকে যেকোনমতে সুখী করাই পতিব্রতার ধর্ম। এই চিন্তা করিয়া তিনি বেশ্যার বাড়িতে গিয়া তাহার সেবা করিয়া তাহাকে সন্তুষ্ট করিলেন। বেশ্যা সন্তুষ্ট হইবার পর তাহার স্বামীকে তাহার বাড়িতে

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

লইয়া আসিতে বলিল। তিনি বা যাইবেন কি করিয়া ? কুষ্ঠরোগহেতু পায়ে চলা সম্ভব নহে। সেজন্য তাঁহার স্ত্রী রাত্রিতে তাঁহাকে কাঁধে বসাইয়া বেশ্যার বাড়িতে লইতেছিলেন। রাস্তায় অণিমাণ্ডব্য ঋষি শূলেতে বসিয়া তপস্যা করিতেছিলেন। দৈবযোগে কুষ্ঠী বিপ্রের স্পর্শে তাঁহার সমাধি ভঙ্গ হইল এবং তিনি ক্রোধান্বিত হইয়া সঙ্গে সঙ্গে অভিশাপ দিলেন যে, যাহার স্পর্শহেতু তাঁহার সমাধি ভঙ্গ হইল, সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই তাহার মৃত্যু হইবে। তাঁহার স্ত্রী নিজ স্বামীর মৃত্যুর কথা চিন্তা করিয়া ব্যথিতা হইয়া পড়িলেন। তাঁহার ব্যথিতা হইবার কারণ এই যে তিনি তাঁহার স্বামীর বাসনা পূরণ করিয়া তাঁহাকে সুখী করার পূর্বেই তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হইবেন। তিনি দুঃখে ম্রিয়মাণা হইয়া চিন্তা করিলেন —"আমি যদি সত্য সত্যই পতিব্রতা হইয়া থাকি, তবে সূর্যোদয় হইবে না কিংবা রাত্রও শেষ হইবে না।" পতিব্রতার এই প্রতিজ্ঞা সঙ্গে সঙ্গেই কার্যকারী হইল। সূর্যোদয় না হওয়ায় পৃথিবীতে নানাপ্রকার অনর্থ উপস্থিত হইল। তখন শ্রীব্রহ্মা, শ্রীবিষ্ণু ও শ্রীশিব একসঙ্গে বিপ্রপত্নীর নিকট উপস্থিত হইয়া তাহাকে বুঝাইয়া বলিলেন যেন তিনি সূর্যোদয়ের জন্য সম্মতি দেন। অবশ্য সূর্যোদয় হইলে তাহার স্বামীর মৃত্যু হইবে, কিন্তু তাঁহারা সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহাকে জীবিত করাইবেন। তাঁহাদের কথায় আশ্বস্ত হইয়া বিপ্রপত্নী সূর্যোদয়ের সম্মতি দিলেন। সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার পতি মৃত্যুবরণ করিলেন; কিন্তু শ্রীব্রহ্মা, শ্রীবিষ্ণু ও শ্রীশিবের কৃপায় তিনি আবার জীবন লাভ করিলেন। কেবল যে জীবন লাভ করিলেন তাহা নহে, সম্পূর্ণ রোগমুক্ত হইয়া সুন্দর শরীরও পাইলেন এবং শ্রীবিষ্ণু প্রভৃতির দর্শনপ্রভাবে তাঁহার বেশ্যাসক্তিও সম্পূর্ণ দূর হইয়া গেল।

পতির সেবা করিয়া তাঁহাকে সুখী করা কিরূপে পতিব্রতার ধর্ম, ইহা বোঝাইবার উদ্দেশ্যে এস্থানে কুষ্ঠী বিপ্রের উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণ আমার জীবন ও আমার প্রাণধন। তাঁহার সেবা করিয়া সর্বতোভাবে সুখী করাই আমার একমাত্র লক্ষ্য। আমার সঙ্গে সঙ্গমে শ্রীকৃষ্ণ সুখী হন। ইহাকে আমি তাঁহার সুখবিধানরূপ সেবা জ্ঞান করিয়া দেহ দান করিয়া থাকি। শ্রীকৃষ্ণ কান্তাজ্ঞানে আমাকে 'প্রাণেশ্বরী' বলিয়া সম্বোধন করেন। কিন্তু আমি নিজকে তাঁহার দাসী অভিমান করি। কান্তার সঙ্গে সঙ্গম সুখ হইতে তাঁহার সেবাসুখ আমার পক্ষে বহুগুণে শ্রেষ্ঠ। শ্রীলক্ষ্মীদেবী ইহার সাক্ষী। তিনি শ্রীনারায়ণের বক্ষস্থিতা হইয়াও তাঁহার পাদসেবায়ই তাঁহার মতি।

শ্রীরাধাভাবাবিষ্ট শ্রীগৌরহরির এই প্রলাপোক্তিতে শ্রীরাধার হৃদয়ের ভাব সম্পূর্ণরূপে প্রস্ফুটিত হইয়াছে। কেবল প্রাণপ্রিয় শ্রীকৃষ্ণের সুখেই তাঁহার সুখের

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

পর্যবসান। স্বতন্ত্রভাবে নিজসুখের কোন চিন্তাই তাঁহার হৃদয়কে স্পর্শ করে নাই। ইহাই শ্রীগৌরহরির শিক্ষা ও এই বিচারই রাগমার্গীয় ভক্তিসাধনের প্রাণ। এইরূপ সম্পূর্ণরূপে স্বসুখবাসনারূপ স্বার্থশূন্য হইতে না পারিলে রাগমার্গীয় ভক্তি, নির্গুণা ভক্তি বা অকিঞ্চনা ভক্তির সাধনে অধিকার পাওয়া যাইবে না। অতএব শুদ্ধা, নির্গুণা বা রাগমার্গীয় ভক্তিতে স্বার্থত্যাগের প্রাধান্যই সর্বোপরি।

শ্রীকৃষ্ণপ্রেমপ্রদাতা শ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীচরণভৃঙ্গগণের তাঁহার কৃপাবরণ উদ্দেশ্যে যে অনন্যসাধারণ স্বার্থত্যাগ, তাহা শুনিলে তুমি বিস্মিত না হইয়া থাকিতে পারিবে না।

প্রথমে ভক্তপ্রবর শ্রীবাস পণ্ডিতের স্বার্থত্যাগের বিষয় বলিতেছি। তাঁহার ঘরে শ্রীগৌরসুন্দর তাঁহার অন্তরঙ্গ ভক্তগণকে লইয়া প্রত্যহ সারারাত্র সংকীর্তন করিতেন। একদিন মধ্যরাত্রে শ্রীবাস পণ্ডিতের একমাত্র পুত্রের বিয়োগ হইয়া গেল। সেজন্য ঘরে স্ত্রীগণ কাঁদিতে আরম্ভ করিলেন। সেই সময় শ্রীবাস পণ্ডিত সংকীর্তনস্থলীতে ছিলেন। স্ত্রীলোকগণের ক্রন্দনধ্বনি শুনিয়া তিনি কীর্তনস্থলী হইতে ঘরের ভিতরে গিয়া দেখিলেন যে, তাঁহার পুত্রের পরলোক হইয়া গিয়াছে। তাহা দেখিয়াও তিনি বিন্দুমাত্র বিচলিত না হইয়া স্ত্রীগণকে প্রবোধ দিয়া বলিলেন — "মৃত্যুসময়ে একবারমাত্র যাঁহার নাম শুনিলে মহাপাপীও বৈকুণ্ঠে যায়, সেই বৈকুণ্ঠনাথ শ্রীগৌরহরি সাক্ষাৎ আমাদের ঘরে সংকীর্তন ও নৃত্যে বিভোর হইয়া রহিয়াছেন। এই সময়ে যাহার পরলোক হইল তা'র মত ভাগ্যবান্ আর কে আছে? সুতরাং এই অবস্থায় তোমাদের ক্রন্দন করা কি উচিত? এই শিশুর ন্যায় ভাগ্য আমার কবে হইবে? তাহা হইলে আমি কৃতার্থ হইতাম। যদি সংসারধর্মবশতঃ তোমরা ক্রন্দন বন্ধ করিতে না পার, তবে সংকীর্তন শেষ হইবার পর ক্রন্দন করিবে। আর কাহারও কানে একথা লইও না। এ সংবাদ পাইয়া শ্রীগৌরহরির নৃত্যসুখ যেন ভঙ্গ না হয়। আমার কথা না শুনিয়া যদি তোমরা ক্রন্দন কর এবং তাহা শুনিয়া শ্রীগৌরহরির নৃত্যসুখ ভঙ্গ হয়, তাহা হইলে আমি গঙ্গায় ঝাঁপ দিব।" পণ্ডিতের এই কথা শুনিয়া সকলেই ক্রন্দন বন্ধ করিলেন এবং পণ্ডিত আবার গিয়া সংকীর্তনে যোগ দিলেন। ক্রমশঃ সংকীর্তনরসে তিনি নিজকে হারাইয়া ফেলিলেন। শ্রীবাস পণ্ডিতের শোকের কোন চিহ্ন না থাকিলেও লোকপরম্পরায় ভক্তগণ পুত্রবিয়োগের কথা জানিয়া দুঃখিত হইলেন সত্য কিন্তু কেহ কিছু প্রকাশ করিলেন না। কিছুক্ষণের পর অন্তর্যামী শ্রীগৌরহরি বলিলেন — "আজ কেন আমার মনটা ভাল লাগছে না! পণ্ডিতের ঘরে কোন অমঙ্গল হইয়াছে কী?" এই কথা শুনিয়া

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

শ্রীবাস পণ্ডিত বলিলেন – "আজ্ঞে, আপনি সাক্ষাৎ যেস্থানে উপস্থিত, সেস্থানে অমঙ্গলের প্রশ্ন আসিতে পারে কী ?" এই সময়ে ভক্তগণ ধৈর্য ধরিতে না পারিয়া বলিলেন – "আজ্ঞে, মধ্যরাত্রি হইতেই পণ্ডিতের পুত্রবিয়োগ হইয়া গিয়াছে, কিন্তু আপনার সংকীর্তনানন্দ-ভঙ্গভয়ে সেকথা তিনি কোথায়ও প্রকাশ করেন নাই। আপনি আজ্ঞা দিলে এখন তাঁহার সৎকার কার্য করা যাইবে।" একথা শুনিয়া শ্রীগৌরহরি বিস্মিত হইয়া 'গোবিন্দ গোবিন্দ' স্মরণ করিলেন এবং অঝোরনয়নে কাঁদিতে কাঁদিতে শ্রীবাস পণ্ডিতকে বলিলেন – "আমার প্রেমে পুত্রশোক পর্যন্ত যে ভুলিতে পারিল, সেইসব প্রণয়ী ভক্তের সঙ্গ আমি কিরূপে ছাড়িব ? হে শ্রীবাস ! আজ হইতে আমি ও নিত্যানন্দ তোমার নিত্যপুত্র হইয়া রহিলাম।"

দেখ কেশব, ভক্ত ও ভগবানের সম্পর্ক কত নিবিড় ! এরূপ সম্পর্ক কি কখনও ছিন্ন হইতে পারে ? পুত্রশোকের ন্যায় শোক এই জগতে আর নাই। ভক্ত শ্রীভগবানের সুখকামনায় এরূপ নিমগ্ন যে, পুত্রশোকের ন্যায় দারুণশোককেও সে অনায়াসে ভুলিয়া গেল। ভক্তবৎসল শ্রীভগবান্ এইপ্রকার স্বার্থত্যাগী ভক্তের অধীন হইবেন না ত হইবেন কাহার ?

শ্রীল রূপগোস্বামী ও শ্রীল সনাতন গোস্বামী শ্রীগৌরহরির ভক্তগণের মধ্যে অগ্রণী। যে রাজকার্য পাইবার আশায় লোকে ব্যাকুল, তাঁহারা অযাচিতভাবে উক্ত রাজকার্য লাভ করিয়াও বহু কৌশল করিয়া তাহাকে ত্যাগ করিলেন। শুধু ত্যাগ করেন নাই, ত্যাগ করিয়া কাঙ্গাল হইয়াছেন।

শ্রীল রামানন্দ রায় শ্রীগৌরহরির সেবার উদ্দেশ্যে অনতিবিলম্বে দক্ষিণোৎকলের শাসকপদবী ত্যাগ করিলেন। শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী ইন্দ্রসম ঐশ্বর্য ও অপ্সরাসম স্ত্রী ত্যাগ করিলেন। পরিশেষে অন্নজল পর্যন্ত ত্যাগ করিলেন। শ্রীল সার্বভৌম ভট্টাচার্য শ্রীগৌরহরির নিন্দাকারী তাঁহার জামাতা অমোঘের মৃত্যু কামনা করিয়াছিলেন ও তাঁহার পত্নী নিজ কন্যাকে রাণ্ডী হইবার জন্য অভিশাপ দিয়াছিলেন। গজপতি শ্রীপ্রতাপরুদ্রদেব রাজপদবীকে তুচ্ছ জ্ঞান করিয়াছিলেন। শ্রীগদাধর পণ্ডিত ক্ষেত্রসন্ন্যাসকে জলাঞ্জলি দিতে বিন্দুমাত্রও কুণ্ঠাবোধ করেন নাই। শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর বিপুল ঐশ্বর্যের অধিপতিত্ব ত্যাগ করিয়া ব্রজধামের ধূলিতে গড়াগড়ি দিতে ব্যাকুল হইয়াছিলেন।

শ্রীগৌরানুগ ভক্তগণের এই অভূতপূর্ব স্বার্থত্যাগে অভিভূত হইয়া কোটিমাতৃবাৎসল্যবিনিন্দি স্নেহভরা হৃদয়ে শ্রীগৌরহরি শ্রীল সনাতনগোস্বামিপ্রভুকে বলিয়াছিলেন –

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

"কাঁথা করঙ্গিয়া মোর কাঙ্গাল ভক্তগণ।
বৃন্দাবনে আইলে তাঁদের করিহ পালন॥"
(শ্রীচৈ:চ:ম: ২৫।১৩৬)

অর্থাৎ যে ভক্তগণ আমার প্রেমে পাগল হইয়া সমস্ত ত্যাগ করিয়া কেবল কাঁথা ও করঙ্গ মাত্র সম্বল করিয়া কাঙ্গাল হইয়াছেন, হে সনাতন! তাঁহারা ব্রজধামে আসিলে তুমি তাঁহাদের বাসস্থান ও অন্নসংস্থানের কথা একটু বুঝিবে।

হে ভক্তবৎসল শ্রীগৌরহরি! আপনার অনুচরগণের প্রতি আপনার এই যে কোটিমাতৃবাৎসল্যবিনিন্দি স্নেহ, ইহা বর্ণনা করিবার ভাষা কাহার আছে! এ অভাগা কবে আপনার প্রীতির উদ্দেশ্যে তাহার সমস্ত স্বার্থকে জলাঞ্জলি দিয়া আপনার সেই বিমল স্নেহের পাত্র হইতে পারিবে!

সেই শ্রীভগবানের উদ্দেশ্যে এইরূপ স্বার্থত্যাগ যে করিতে পারিবে, ভক্তবৎসল শ্রীভগবান্ অনায়াসেই তাহার বশীভূত হইয়া যাইবেন। অতএব ইষ্টদেবের প্রীতির উদ্দেশ্যে দুস্ত্যজ স্বার্থত্যাগই তাঁহার কৃপাদৃষ্টি আকৃষ্ট করিবার সর্বশ্রেষ্ঠ উপায়। এইরূপ ত্যাগদ্বারা শ্রীভগবান্ ভক্তের বশীভূত হইয়া নিত্যকাল অপরিশোধ্য ঋণে তাহার নিকট ঋণী বলিয়া নিজকে অভিমান করেন।

এই জগতেও দেখা যায় যে, প্রিয়জনের সুখবিধান করিতে হইলে তাঁহার জন্য স্বার্থত্যাগ একান্ত আবশ্যক। স্বার্থত্যাগদ্বারাই স্ত্রী স্বামীর, পুত্র পিতামাতার, বন্ধু বন্ধুর, রাজা বা শাসক প্রজার প্রীতিভাজন হইয়া থাকে। অতএব পরস্পর প্রিয়তাস্থাপনের মূলে আছে স্বার্থত্যাগ। সেইরূপ শ্রীভগবানের প্রীতির উদ্দেশ্যে নিজের সমস্ত স্বার্থকে জলাঞ্জলি দেওয়াই ভক্তিসাধকের কাম্য। তাহা হইলেই জীব তাঁহার প্রীতির পাত্র হইতে পারিবে এবং তাহার প্রীতিতে বশীভূত হইয়া ভক্তবৎসল, ভক্তপ্রেমাধীন শ্রীভগবান্ তাহার অধীন বলিয়া নিজকে মনে করিবেন। সামান্য স্বার্থত্যাগের কি মহান্ ফল চিন্তা করিতে পারিতেছ? শ্রীভগবানের উদ্দেশ্যে এই স্বার্থত্যাগই তাঁহার প্রতি প্রীতির দ্যোতক। পরমকরুণ শ্রীভগবান্ আপ্তকাম হইয়াও এইরূপ স্বার্থত্যাগী ভক্তের প্রীতির কাঙ্গাল।

কর্মাধিকারী জীবের শ্রীভগবানের উদ্দেশ্যে স্বার্থত্যাগ

কেশব – আপনি শ্রীভগবানের উদ্দেশ্যে ভক্তের যে অচিন্তনীয় স্বার্থত্যাগের বিষয় বর্ণনা করিলেন, তাহা শুনিয়া আমি স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছি। আপনি যাঁহাদের কথা

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

বলিলেন, তাঁহারা ত সকলেই নিত্যসিদ্ধ ভক্ত। আমার ন্যায় অনাদিভগবদ্বিমুখ সংসারী জীবের পক্ষে এইরূপ স্বার্থত্যাগ কি কখনও সম্ভব হইতে পারে ?

শ্রীহরিদাস — তুমি যাহা বলিলে তাহা সম্পূর্ণ ঠিক। এইরূপ স্বার্থত্যাগ রজস্তমোগুণাচ্ছন্ন বিমুখ জীবের পক্ষে যে সম্পূর্ণ অসম্ভব, ইহাতে দ্বিমত হইবার কিছুই নাই। কারণ ভগবৎসুখৈকসহায় স্বরূপশক্তি ব্যতীত শ্রীভগবানের প্রীতির উদ্দেশ্যে স্বার্থত্যাগের প্রেরণা জীবকে অন্য কেহ দিতে পারে না। জীবস্বরূপে স্বরূপশক্তির অবস্থান না থাকায় এই স্বার্থত্যাগের বাসনা তাহার হৃদয়ে জাগ্রত হওয়া অসম্ভব। অবশ্য জীব অনাদিকাল হইতে তাঁহার প্রতি বিমুখ হইলেও তিনি জীবের প্রতি বিমুখ নন; অধিকন্তু তাঁহার পরমকরুণ স্বভাববশতঃ তিনি সর্বক্ষণ জীবের মঙ্গলচিন্তারত। জীবস্বরূপে স্বরূপশক্তির অবস্থিতি না থাকায় সে যে কদাপি তাহার স্বার্থকে জলাঞ্জলি দিয়া তাঁহার প্রীতিবিধানে ব্রতী হইতে পারিবে না, এবং তাঁহার প্রতি প্রীতিযুক্ত হইতে না পারিলে সে যে অখণ্ড অপ্রাকৃত সেবানন্দের অধিকারী হইতে পারিবে না, ইহা অনুভব করিয়া তিনি তাঁহার স্বরূপশক্তি বা হ্লাদিনীর কোন এক সর্বানন্দাতিশায়িনী বৃত্তিতে সর্বক্ষণ ভক্তগণের হৃদয়ে নিক্ষেপ করিতেছেন। সেই বৃত্তি ভগবৎপ্রীতিরূপে সেই ভক্তজীবহৃদয়ে বিরাজমান রহিতেছে। ভক্তহৃদয়ের সেই প্রীতি অনুভব করিয়া তিনি তাঁহাদের প্রতি অতিশয় প্রীত হইতেছেন। এই প্রীতিহেতু ভক্ত ও ভগবান্ উভয়ের পরস্পরের প্রতি আবেশের কথা বলা হইয়াছে। এইকথা শ্রীজীবপাদ শ্রীপ্রীতিসন্দর্ভ ৬৫তম অনুচ্ছেদে এইরূপে উল্লেখ করিয়াছেন — "তস্যা হ্লাদিন্যা এব কাপি সর্বানন্দাতিশায়িনী বৃত্তির্নিত্যং ভক্তবৃন্দেষ্বেব নিক্ষিপ্যমাণা ভগবৎপ্রীত্যাখ্যয়া বর্ততে। অতস্তদনুভবেন শ্রীভগবানপি শ্রীমদ্ভক্তেষু প্রীত্যতিশয়ং ভজত ইতি। অতএব তৎসুখেন ভক্তভগবতোঃ পরস্পরমাবেশমাহ।"

এস্থানে শ্রীভগবান্ ভক্তগণের হৃদয়কে তাঁহার হ্লাদিনীশক্তির বৃত্তি নিক্ষেপ করিতেছেন বলিয়া শ্রীজীবপাদ যাহা বলিলেন, তাহা প্রত্যেক জীবহৃদয়কে নিক্ষেপ করিতেছেন বলিয়া বুঝিতে হইবে।

শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা হ্লাদিনীশক্তির বৃত্তি কাহার প্রতি নিক্ষিপ্তা হয় ?

কেশব — শ্রীজীবপাদ ত উল্লেখ করিয়াছেন যে "ভক্তবৃন্দেষ্বেব নিক্ষিপ্যমাণা" অর্থাৎ শ্রীভগবান্ হ্লাদিনীর কোন এক সর্বানন্দাতিশায়িনী বৃত্তিকে সর্বক্ষণ ভক্তগণকে নিক্ষেপ করিতেছেন। কিন্তু আপনি কিরূপে বলিতেছেন যে, তিনি জীবগণকে তাহা নিক্ষেপ করিতেছেন ?

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

শ্রীহরিদাস – হ্যাঁ, শ্রীজীবপাদের লেখা হইতে আপাততঃ তুমি যাহা বুঝিয়াছ তাহা ঠিক; কিন্তু তাঁহার উক্তিকে একটু বিশ্লেষণ করিলে তাহার যথার্থ মর্ম উপলব্ধির বিষয় হইবে। শ্রীভগবানের দ্বারা নিক্ষিপ্তা হ্লাদিনীশক্তি যাহার হৃদয়ে অবস্থান করিতেছেন সে ত ভক্তরূপে গণ্যই হইয়া গিয়াছে। এরূপ ভক্তহৃদয়কে শ্রীভগবান্ তাঁহার হ্লাদিনীশক্তিকে আবার নিক্ষেপ করিতেছেন বলা যে পিষ্টপেষণন্যায় নিরর্থক, ইহা সত্য। অতএব শ্রীজীবপাদের উক্তির মর্ম নিম্নরূপেই হইবে। অর্থাৎ শ্রীভগবান্ তাঁহার হ্লাদিনীশক্তির কোন এক সর্বানন্দাতিশায়িনী বৃত্তিকে সর্বদা সর্বজীবকে নিক্ষেপ করিতেছেন; কিন্তু জীবহৃদয় রজস্তমোগুণাবৃত থাকায় উক্ত বৃত্তি তাহাতে প্রবেশ করিতে পারিতেছে না। সেই কারণে জীবগণের হৃদয়কে হ্লাদিনীশক্তির প্রবেশযোগ্য করাইবার উদ্দেশ্যে তিনি তাঁহার নিজজনগণকে এ জগতে পাঠান। তাঁহারা শাস্ত্রবাণী শ্রবণ করাইয়া জীবগণকে শ্রীভগবানের প্রতি উন্মুখ করান। এই উন্মুখ জীবগণকে আবার তাহাদের জীবনযাত্রানির্বাহ হইতে আরম্ভ করিয়া ভক্তিসাধন পর্যন্ত যাবতীয় অনুষ্ঠান শ্রীভগবানের প্রীতির উদ্দেশ্যে সম্পাদন করিতে শিক্ষা দেন। তাঁহাদের উপদিষ্ট এই অনুষ্ঠানকে ভক্তিমাত্রকাম কর্মার্পণ বলিয়া পূর্বেই বলিয়াছি। এই কর্মার্পণকারী কনিষ্ঠভাগবতরূপে গণ্য হয়। কারণ সে কর্মাধিকারী হইলেও হ্লাদিনীশক্তির দূতরূপী মহতের কৃপায় শ্রীভগবানের প্রীতিবাসনা ব্যতীত অন্য কোন বাসনা তাহার হৃদয়ে থাকে না। অবশ্য তখনও হ্লাদিনীশক্তি তাহার হৃদয়ে সম্পূর্ণরূপে প্রবেশ না করায় ভগবৎপ্রীতির প্রকৃত স্বরূপ সে উপলব্ধি করিতে পারে না। সেইজন্য তাহার সেই ভগবৎসুখানুসন্ধিৎসাকে ভগবৎপ্রীতি বা প্রীণন না বলিয়া 'প্রীণনাভাস' বলিয়া শ্রীজীবপাদ উল্লেখ করিয়াছেন। মহৎকৃপাপ্রভাবে প্রথমে এই প্রীণনাভাস জীবের প্রাকৃত মনেই উদিত হইয়া থাকে। সর্বভূতাদরপূর্বক ভক্তিমাত্রকাম কর্মার্পণ করিলে জীবহৃদয় হইতে হ্লাদিনীশক্তিপ্রবেশের পরিপন্থী প্রাকৃত রজস্তমোগুণ যে পরিমাণে দূর হইতে থাকে, হ্লাদিনীশক্তি সেই পরিমাণেই তাহার হৃদয়ে প্রবেশ করিতে থাকেন। তাহার হৃদয় সম্পূর্ণ রজস্তমোগুণমুক্ত হইয়া গেলে হ্লাদিনীশক্তি পূর্ণরূপে তাহাতে প্রবেশ করিয়া তাহার ইন্দ্রিয়কে স্বীয় তাদাত্ম্যপ্রাপ্ত করাইয়া অপ্রাকৃত করিয়া দেন। সেই হ্লাদিনীশক্তি-তাদাত্ম্যপ্রাপ্ত অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয়ে শ্রীভগবানের যে সুখচিন্তা, তাহাই 'প্রীণন' – প্রীণনাভাস নহে। তখন ভক্ত ও ভগবান্ উভয়ের পরস্পরের প্রতি আবেশ সদা বিদ্যমান থাকে।

সুতরাং 'ভক্তবৃন্দেষ্বেব' বলিয়া শ্রীজীবপাদ যাহা উল্লেখ করিয়াছেন তাহা এই ভক্তিমাত্রকাম কর্মার্পণকারী জীবকেই লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন। এই ভক্তিমাত্রকাম কর্মার্পণকারীকে যে শ্রীভগবান্ ভক্ত বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন, শ্রীউদ্ধবের প্রতি তাঁহার নিজস্ব উক্তিই তাহার প্রমাণ।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

"বাধ্যমানোঽপি মদ্ভক্তো বিষয়ৈরজিতেন্দ্রিয়ঃ।
প্রায়ঃ প্রগল্ভয়া ভক্ত্যা বিষয়ৈর্নাভিভূয়তে॥
যথাগ্নিঃ সুসমৃদ্ধার্চিঃ করোত্যেধাংসি ভস্মসাৎ।
তথা মদ্বিষয়া ভক্তিরুদ্ধবৈনাংসি কৃৎস্নশঃ॥"

(শ্রীভা: ১১।১৪।১৮-১৯)

অর্থাৎ হে উদ্ধব! আমার অজিতেন্দ্রিয়ভক্ত বিষয়দ্বারা আকৃষ্ট হইলেও তাহার ভক্তিসামর্থ্যহেতু প্রায়শঃ তাহাতে অভিভূত হয় না। সুদীপ্ত শিখাযুক্ত অগ্নি যেরূপ কাষ্ঠরাশিকে ভস্মসাৎ করে, সেইরূপ মদ্বিষয়ক ভক্তি পাপসমূহকে সম্পূর্ণরূপে ভস্মসাৎ করিয়া থাকে।

এইরূপ অজিতেন্দ্রিয় রজস্তমোগুণাক্রান্ত প্রাকৃত ভক্ত (যাহার ভক্তিপ্রকৃতির আরম্ভ মাত্র হইয়াছে) বিষয়দ্বারা আকৃষ্ট হইলেও কোন্ গুণহেতু তাহাতে অভিভূত হয় না? সে ত কর্মাধিকারী, তাহার আবার ভক্তিসামর্থ্য আসিল কোথা হইতে? ইহার উত্তরে বলা যাইবে যে, শ্রীভগবানের প্রীতির উদ্দেশ্যে তাহার স্বার্থত্যাগের যে বাসনা তাহাই ভক্তিবীজ। সুতরাং তাহাই তাহার ভক্তিসামর্থ্য বলিয়া বুঝিতে হইবে। সে কর্মাধিকারী হইয়া না থাকিলে ভগবদ্বিষয়ক ভক্তি অর্থাৎ শ্রীভগবানের প্রীতির উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিতা ভক্তি (ভক্তিমাত্রকাম কর্মার্পণ) তাহার পাপরাশিকে সম্পূর্ণ ভস্মসাৎ করিয়া দেয় বলিয়া বলা যাইত না। ইহা হইতে জানা যায় যে, শ্রীজীবপাদ এই ভক্তিমাত্রকাম কর্মার্পণকারীকেই 'ভক্ত' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

হ্লাদিনীশক্তি যখন এইরূপ কর্মার্পণকারীর ইন্দ্রিয়কে স্বীয় তাদাত্ম্যপ্রাপ্ত করাইয়া দেন, তখন সে ভগবৎপ্রীতির প্রকৃত স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারে। কারণ হ্লাদিনীশক্তির তাদাত্ম্যপ্রাপ্তির প্রভাবে তাহার ইন্দ্রিয় অপ্রাকৃত হইয়া যায়। সেই ভূমিকাকে 'জাতরতি ভূমিকা' বলা যায়। এই ভূমিকা হইতেই শুদ্ধভক্তিসাধন আরম্ভ হয়। এই ভূমিকায়ই জীব শ্রীভগবানের প্রীতির উদ্দেশ্যে তাহার সমস্ত স্বার্থ সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করিতে প্রবৃত্ত হয়। ইহা জীবের প্রতি হ্লাদিনীশক্তির দূত মহতের কৃপারই ফল।

যে মহৎকৃপা লাভ করে নাই তাহার পক্ষে হ্লাদিনীশক্তির বৃত্তিলাভের উপায়

কেশব – মহৎকৃপায় যে ভক্তিমাত্রকাম কর্মার্পণ করিতে আরম্ভ করিয়াছে, শ্রীভগবানের দ্বারা নিক্ষিপ্তা হ্লাদিনীশক্তি তাহারই হৃদয়ে প্রবেশ করিবেন বলিয়া আপনার কথা হইতে জানিলাম। যে মহৎকৃপা লাভ করে নাই, সে কোন্ পথে গেলে হ্লাদিনীশক্তি তাহার হৃদয়ে প্রবেশ করিবেন?

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

শ্রীহরিদাস – তোমাকে ত পূর্বেই বলিয়াছি যে, ভক্তি বা শ্রীভগবান্‌কে সুখী করিবার যে বাসনা, তাহা একমাত্র মহৎকৃপালভ্য। মহৎকৃপা নির্গুণা হওয়ায় তাহা নির্গুণভক্তিলাভের একমাত্র কারণ। তাহার অন্য কোন কারণ নাই। তবে যে মহৎকৃপা লাভ করে নাই, নির্গুণা ভক্তি পাইতে হইলে তাহাকে প্রথমে শ্রীভগবানের আদেশ-জ্ঞানে কর্তব্যবুদ্ধিতে কর্মার্পণ করিতে হইবে। "স্বধর্মস্থো যজন্ যজ্ঞৈরনাশিঃকাম.... সমাচরেৎ" (শ্রীভা: ১১।২০।১০) শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীউদ্ধবকে এই উপদেশ দিয়াছেন। ইহা নৈষ্কর্ম্যকাম কর্মার্পণ। ইহার দ্বারাও চিত্তশুদ্ধি হইবে, কিন্তু সেই চিত্তশুদ্ধি ভক্তির সহায়ক নহে। ইহা জ্ঞানসাধনেরই সহায়ক এবং জ্ঞানসাধনের ফলে সাযুজ্যমুক্তি লাভ হইতে পারে। এই চিত্তশুদ্ধির পর যদি যদৃচ্ছাক্রমে ভক্তমহতের সঙ্গে যোগাযোগ হইয়া যায়, তাহা হইলে সাধকের সেই নৈষ্কর্ম্যকাম কর্মার্পণ ভক্তিমাত্রকাম কর্মার্পণে পরিণত হইয়া যাইবে।

নৈষ্কর্ম্যকাম কর্মার্পণ ভক্তিমাত্রকাম কর্মার্পণে প্রবৃত্তিলাভের কারণ নহে

কেশব – তাহা হইলে নৈষ্কর্ম্যকাম কর্মার্পণ করিতে করিতে কি মহৎকৃপা লাভ হইয়া ভক্তিমাত্রকাম কর্মার্পণে প্রবৃত্তি জাগিবে ?

শ্রীহরিদাস – না না, নৈষ্কর্ম্যকাম কর্মার্পণ কেবল চিত্তশুদ্ধির কারণ। ইহা মহৎকৃপালাভের কারণ নহে। মহৎকৃপার কোন কারণ নাই। ইহা অহৈতুকী। নিতান্ত দুষ্কর্মকারী ব্যক্তির প্রতিও মহৎকৃপা হইতে পারে; যথা – জগাই-মাধাই ও দস্যু ব্রাহ্মণের প্রতি শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর কৃপা এবং ব্যাধ ও নলকূবর-মণিগ্রীবের প্রতি শ্রীনারদের কৃপা। শ্রীভগবানের দ্বারা প্রেরিত হইয়া মহৎ এ জগৎকে আসেন কেবল কর্মাধিকারী জীবকে শ্রীভগবানের প্রতি উন্মুখ করাইতে। কিন্তু জীবহৃদয়ে রজস্তমোগুণের প্রাবল্য থাকায় সে উক্ত মহৎকৃপা বরণ করিতে পারে না। নৈষ্কর্ম্যকাম কর্মার্পণহেতু এই রজস্তমোগুণ কিছুটা প্রশমিত হওয়ায় জীবহৃদয় মহৎকৃপাবরণযোগ্য হইয়া থাকে। সেই সময়ে দৈবক্রমে তাহার প্রতি ভক্তমহতের কৃপাদৃষ্টি পতিত হইলে, সে তাঁহার কৃপা বরণ করিতে পারে। অতএব চিত্তশুদ্ধিদ্বারা কেবল মহৎকৃপা-বরণযোগ্যতা লাভ হয়। কিন্তু মহতের কৃপা হইলে ত জীব তাহা বরণ করিতে পারিবে। মহৎকৃপা স্বতন্ত্রা ও অহৈতুকী। ইহা জীবের কোনপ্রকার যোগ্যতার অপেক্ষা করে না। নৈষ্কর্ম্যকাম কর্মার্পণদ্বারা জীব নিষ্পাপ ও সংসারভোগস্পৃহাশূন্য হইয়া এ সংসারে ভ্রমণ করিতে থাকে। এই সময় তাহার উপর জ্ঞানিমহতের কৃপাদৃষ্টি পড়িয়া গেলে সে

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

জ্ঞানসাধনের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া সাযুজ্য মুক্তি লাভ করে ও দৈবক্রমে ভক্তমহতের কৃপাদৃষ্টি পড়িয়া গেলে সে শ্রীভগবানের সন্তোষবিধানে ব্রতী হয়। ইহা ভক্তমহতের যাদৃচ্ছিক কৃপারই ফল।

অজ্ঞ শিশুগণের ভক্ত্যনুষ্ঠানের ফল কী ?

কেশব – অজ্ঞ শিশুগণ অন্য হইতে দেখিয়া শ্রীবিগ্রহ দর্শন, শ্রীহরিনাম কীর্তন ও শ্রীতুলসীপরিক্রমা ইত্যাদি ভক্তির অঙ্গযাজন করিয়া থাকে। তাহারা ত অজ্ঞ এবং তাহাদের কোন বাসনাও থাকে না। অতএব তাহাদের সেই সাধন কি ভক্তিলাভের কারণ হইবে না ?

শ্রীহরিদাস – না, শিশুগণের এইপ্রকার ভক্তিসাধন নৈষ্কর্ম্যকামকর্মার্পণ-পর্যায়ভুক্ত হইবে। কারণ তাহাদের দ্বারা অনুষ্ঠিত কর্মের ফল তাহারা শ্রীভগবানের প্রীতির উদ্দেশ্যে অর্পণ করিতে জানে না কিংবা তাহার ফল নিজে আত্মসাৎ করিবার বাসনাও তাহাদের জন্মে নাই। এই অবস্থায় ইহা তাহাদের চিত্তশুদ্ধিরই কারণ হইবে। ইহা বস্তুশক্তিরই প্রভাব। বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের জ্ঞানলাভ হইবার পরও যদি তাহারা নিষ্কামভাবে বা কর্তব্যবোধে এইরূপ ভক্ত্যনুষ্ঠানে (নৈষ্কর্ম্যকাম কর্মার্পণে) প্রবৃত্ত থাকে এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে অন্তর্যামিদৃষ্টিতে ভূতাদর করে, তবে তাহাদের চিত্তশুদ্ধির মাত্রা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া তাহাদিগকে মুক্তির দিকে আকৃষ্ট করিতে পারে। কোনপ্রকারে ভক্তমহতের কৃপা না পাওয়া পর্যন্ত এই চিত্তশুদ্ধি ভক্তিলাভের কারণ হইতে পারে না। পিতামাতা যদি ভক্তিসাধক হইয়া থাকেন এবং তাহাদের সঙ্গপ্রভাবে কিংবা অন্য কোন কারণে তাহারা যদি প্রকট বা অপ্রকট কোন ভক্তমহতের প্রতি শ্রদ্ধাবান্ হয় ও তাঁহার উপদেশপালনে ব্রতী হয়, তবে ভক্তিমাত্রকাম কর্মার্পণে তাহাদের প্রবৃত্তি জন্মিতে পারে। নচেৎ তাহাদের চিত্তশুদ্ধি তাহাদিগকে জ্ঞানসাধনে প্রবৃত্ত করাইবে এবং সেই জ্ঞানসাধন তীব্র হইলে তাহারা ত্রিতাপজ্বালা হইতে মুক্তি পাইতে পারিবে।

ত্রিতাপ

কেশব – ত্রিতাপজ্বালা কাহাকে বলে ?

শ্রীহরিদাস – অনাদিভগবদ্বিস্মৃত জীবের দণ্ডস্বরূপ মায়া তাহাকে ত্রিতাপজ্বালায় দগ্ধীভূত করিতেছে। ত্রিতাপ বলিতে আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক তাপকেই বুঝায়। জ্বর ও বিভিন্ন রোগকে আধ্যাত্মিক তাপ বলা যায়। ভূত অর্থাৎ প্রাণিগণ হইতে যে ক্লেশ লাভ হয়; যথা – মনুষ্যের মনুষ্য প্রতি অত্যাচার; মশা, মাছি,

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ইন্দুর ইত্যাদির উৎপাত, সাপ ও বাঘ ইত্যাদি হিংস্রজন্তুর উৎপাত – এসব আধিভৌতিক তাপ বা ভূতজ ক্লেশরূপে গণ্য। অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টি, ভূমিকম্প, রেলদুর্ঘটনা ও ব্যোমযানদুর্ঘটনাদিকে আধিদৈবিক তাপ বলা যায়।

এই ত্রিতাপ ভগবদ্বিস্মৃতিজনিত শাস্তি। ইহা বিমুখ জীবমাত্রে সকলকেই অবশ্য ভোগ করিতে হইবে। জড়বিচারে লোক যত ক্ষমতাশালী, যত ধনশালী ও যত বলশালী হইয়া থাকিলেও ত্রিতাপজ্বালাকে এড়ানো কাহারও পক্ষে সম্ভব নহে।

ত্রিতাপজ্বালা হইতে মুক্তিলাভের উপায়

কেশব – এ ভয়ঙ্কর ত্রিতাপজ্বালা হইতে মুক্তিলাভের উপায় কী ?

শ্রীহরিদাস – এ প্রসঙ্গে শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীনারদ শ্রীবেদব্যাসকে বলিয়াছেন –

"এতৎ সংসূচিতং ব্রহ্মংস্তাপত্রয়চিকিৎসিতম্।
যদীশ্বরে ভগবতি কর্ম ব্রহ্মণি ভাবিতম্।।" (শ্রীভা: ১।৫।৩২)

হে ব্রহ্মজ্ঞ! সর্বনিয়ন্তা ঈশ্বর শ্রীভগবানে যে কর্ম সমর্পিত হয়, তাহাই আধ্যাত্মিকাদি ত্রিবিধ তাপনিবর্তক বলিয়া কথিত হইয়াছে।

ভগবদ্‌বিমুখ জীব সর্বদা স্বসুখকামী। নিজ সুখের জন্য সে যে কর্ম করে, সেই কর্মের ফল তাহার ভোগের জন্য সঞ্চিত হইয়া থাকে। সেই ফল ভোগ করিবার উদ্দেশ্যেই জীবের সংসারগমনাগমন। যখন এই কর্মের ফল তাহার ভোগের জন্য আর থাকিবে না, তখন সে সংসারবন্ধন হইতে মুক্ত হইল বলা যাইবে। কি করিলে এই কর্মের ফল আর জীবকে ভোগ করিতে হইবে না ? এই প্রশ্নের উত্তরে বলা যাইবে যে, কর্মের ফলকে নিজে ভোগ করিবার উদ্দেশ্যে কর্ম না করিয়া অর্থাৎ কর্মফল হইতে স্বীয় স্বার্থ ত্যাগ করিয়া ইহা শ্রীভগবানকে অর্পণ করিয়া দিলে তাহা জীবের জন্য আর সঞ্চিত হইয়া থাকে না। যখন জীবের ভোগের জন্য আর কোন কর্মের ফল থাকে না, তখন সে কর্মবন্ধন হইতে বা ত্রিতাপজ্বালা হইতে মুক্ত হইয়া যায়। ত্রিতাপজ্বালা হইতে মুক্তিলাভের ইহাই একমাত্র বৈজ্ঞানিক উপায়।

শাস্ত্রজ্ঞানের অভাবে লোকসকল নিজের অনুষ্ঠিত কর্ম হইতে স্বার্থত্যাগ করিয়া তাহার ফলকে শ্রীভগবানে অর্পণ করিবার পরিবর্তে নানাপ্রকার কপোলকল্পিত পন্থার আশ্রয়ে এই ত্রিতাপজ্বালা হইতে উদ্ধারলাভের চেষ্টা করেন। তাহাদের এইরূপ চেষ্টা যে ব্যর্থ, শ্রীমদ্ভাগবতাদি শাস্ত্রপ্রমাণ হইতে তাহা স্পষ্ট জানা যায়। অতএব শ্রীভগবান্‌কে সমস্ত কর্মের ফল অর্পণ ব্যতীত এই ত্রিতাপজ্বালা হইতে মুক্তিলাভের অন্য কোন উপায় নাই।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

শ্রদ্ধা

কেশব – আজ্ঞে, আপনি যাহা বলিলেন তাহা সম্পূর্ণ ঠিক। শাস্ত্রজ্ঞানের অভাবেই লোকের এই দুর্দশা হইতেছে। লোকসকল নিয়মিত শাস্ত্রপাঠ করিলে শাস্ত্রজ্ঞান লাভ করিয়া ঠিক রাস্তায় যাইতে পারেন। আমার মতে শাস্ত্রপাঠের জন্য সমাজে বিধিবদ্ধ ব্যবস্থা করা যাইতে পারিলে লোকে মুক্তিপথের সন্ধান পাইতে পারেন।

শ্রীহরিদাস – না না, তোমার এ বিচার সম্পূর্ণ ভুল। কারণ লোকসকল তাঁহাদের ভোগপ্রবণ চিন্তাদ্বারা চালিত হইয়া শাস্ত্র আলোচনা করিলে শাস্ত্রের যথার্থ মর্ম উপলব্ধি করিবার পরিবর্তে বিপরীত ধারণা পোষণ করিয়া বিপথগামীই হইবে। এসম্বন্ধে শ্রীপ্রহ্লাদ মহারাজের উক্তি প্রণিধানযোগ্য।

"মতির্ন কৃষ্ণে পরতঃ স্বতো বা মিথোঽভিপদ্যেত গৃহব্রতানাম্।
অদান্তগোভির্বিশতাং তমিস্রং পুনঃ পুনশ্চর্বিতচর্বণানাম্ ॥"
(শ্রীভা: ৭।৫।৩০)

অর্থাৎ যেসকল গৃহব্রত ব্যক্তি অসংযত ইন্দ্রিয়সমূহদ্বারা ঘোর অন্ধকারাচ্ছন্ন নরকে প্রবেশ ও সংসারের চর্বিত সুখদুঃখ বারম্বার চর্বণ করেন, তাহাদের মতি পরের অর্থাৎ সেইরূপ অসংযত ইন্দ্রিয়সম্পন্ন অন্য ব্যক্তির উপদেশে কিংবা নিজের চেষ্টায় অথবা পরস্পর আলোচনায় কোনরূপে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি উন্মুখ হইতে পারে না।

কেশব – তাহা হইলে কোন্ উপায়ে জীবের ভগবদ্বিষয়িণী মতি লাভ হইবে ?

শ্রীহরিদাস – যাদৃচ্ছিক সাধুসঙ্গই ভগবদ্বিষয়িণী মতিলাভের একমাত্র কারণ। এসম্পর্কে শ্রীউদ্ধবের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ বিশেষভাবে আলোচ্য।

"যদৃচ্ছয়া মৎকথাদৌ জাতশ্রদ্ধস্তু যঃ পুমান্।
ন নির্বিণ্ণো নাতিসক্তো ভক্তিযোগোঽস্য সিদ্ধিদঃ ॥"
(শ্রীভা: ১১।২০।৮)

অর্থাৎ সংসার ভ্রমণ করিতে করিতে দৈবক্রমে জীবের সাধুসংসর্গ ঘটিয়া থাকে এবং সাধুগণ সাধারণতঃ সর্বক্ষণ শাস্ত্রকথার আলোচনায়ই রত থাকেন। তাঁহাদের সংসর্গফলে তাঁহাদের নিকট হইতে শাস্ত্রকথা শুনিবার সৌভাগ্য লাভ হইয়া থাকে। উক্ত শাস্ত্রকথা শুনিয়া তাহাতে যে বিশ্বাস জন্মে, তাহাকে শ্রদ্ধা বলা যায়। এই শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তিই ভক্তিসম্বন্ধীয় উপদেশ শুনিতে যোগ্য। এতদ্ব্যতীত অন্য কাহাকেও ভক্তিসম্বন্ধীয় উপদেশ দিলে সে তাহা গ্রহণ করিতে পারিবে না, যদিও গ্রহণ করে তাহা

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

বিকৃতরূপেই গ্রহণ করিবে। সেই কারণে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু শ্রীল সনাতনগোস্বামিপ্রভুকে বলিয়াছেন –

"শ্রদ্ধাবান্ জন হয় ভক্ত্যে অধিকারী।"

(শ্রীচৈ:চ:মধ্য ২২।৩৮)

কেশব – এই শ্রদ্ধা কি একটি প্রকার না তাহার প্রকারভেদ আছে ?

শ্রীহরিদাস – অধিকারানুযায়ী এই শ্রদ্ধার তিনটি স্তরের কথা বর্ণিত হইয়াছে। এসম্বন্ধে শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে শ্রীরূপপাদ যাহা উল্লেখ করিয়াছেন তাহা এইরূপ –

"শাস্ত্রে যুক্তৌ চ নিপুণঃ সর্বথা দৃঢ়নিশ্চয়ঃ।
প্রৌঢ়শ্রদ্ধোঽধিকারী যঃ স ভক্তাবুত্তমো মতঃ॥
যঃ শাস্ত্রাদিষ্বনিপুণঃ শ্রদ্ধাবান্ স তু মধ্যমঃ।
যো ভবেৎ কোমলশ্রদ্ধঃ স কনিষ্ঠো নিগদ্যতে॥"

(শ্রীভ:র:সি: ১।২।১৭-১৯)

এসম্পর্কে শ্রীগৌরহরি শ্রীল সনাতনগোস্বামিপ্রভুকে শিক্ষা দিতে গিয়া এইরূপে বলিয়াছেন –

"শ্রদ্ধাশব্দে বিশ্বাস কহে সুদৃঢ় নিশ্চয়।
কৃষ্ণে ভক্তি কৈলে সর্বকর্ম কৃত হয়॥
শ্রদ্ধাবান্ জন হয় ভক্ত্যে অধিকারী।
উত্তম, মধ্যম, কনিষ্ঠ – শ্রদ্ধা অনুসারী॥
শাস্ত্রযুক্ত্যে সুনিপুণ দৃঢ়শ্রদ্ধা যার।
উত্তম অধিকারী সেই তরয়ে সংসার॥
শাস্ত্রযুক্তি নাহি জানে দৃঢ়, শ্রদ্ধাবান্।
'মধ্যম অধিকারী' সেই মহাভাগ্যবান্॥
যাহার কোমলশ্রদ্ধা সে 'কনিষ্ঠ জন'।
ক্রমে ক্রমে তেঁহো ভক্ত হইবে উত্তম॥"

(শ্রীচৈ:চ:মধ্য ২২।৩৭-৪১)

শ্রদ্ধার তারতম্যানুযায়ী এই তিনপ্রকার ভেদ করা হইয়াছে। শ্রদ্ধা আবার দুইপ্রকার; যথা – লৌকিকী ও শাস্ত্রীয়।

উপর্যুক্ত ত্রিবিধ অধিকারীর মধ্যে কনিষ্ঠ অধিকারীর শ্রদ্ধা কোমলা ও মধ্যম অধিকারীর শ্রদ্ধা কিঞ্চিৎ হইয়া থাকিলেও ইহার ভক্তির অনুষ্ঠান শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধাহেতু নহে।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

অতএব পূর্ব সংস্কারজনিত লৌকিকী শ্রদ্ধাই এ উভয়ের ভক্তিসাধনের প্রেরক। সেইজন্য ইহাদের শ্রদ্ধা কিংবা আচরিত ভক্তি নির্গুণা নহে। কেবল উত্তম অধিকারীর শ্রদ্ধাই শাস্ত্রবাক্যে বিশ্বাস হইতেই জাত। ইহাতে লৌকিকী শ্রদ্ধার কোনও প্রভাব নাই। মহৎকৃপাজনিত এই শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধা নির্গুণা। অতএব ইহা নির্গুণা ভক্তির একমাত্র কারণ।

এই ত্রিবিধ অধিকারীর সম্বন্ধে শ্রীজীবপাদ শ্রীভক্তিসন্দর্ভে ১৯০তম অনুচ্ছেদে যাহা উল্লেখ করিয়াছেন তাহার মর্ম বলিতেছি শোন।

"যে কেবল প্রতিমায় শ্রদ্ধাসহকারে শ্রীহরির পূজা করে পরন্তু তদীয় ভক্ত বা অন্য সকলের মধ্যে তাঁহার পূজা করে না অর্থাৎ তাঁহাদের আদর করে না, সে প্রাকৃত ভক্ত। তাদৃশ ব্যক্তির ভগবৎপ্রেমের অভাব, ভক্তের মাহাত্ম্যবিষয়ে অজ্ঞতা এবং সকলের প্রতি সমাদররূপ ভক্তগুণের অনুদয় অর্থাৎ অভাবই ইহার কারণ। তাহার ভক্তিসাধনে প্রবৃত্তির আরম্ভ হইয়াছে মাত্র। এইরূপ ভক্তের প্রতিমাপূজায় যে শ্রদ্ধা, তাহা শাস্ত্রার্থের অনুভবহেতু নহে। 'যাহাদের কফ-বাত-পিত্ত এই ত্রিধাতুময় শবতুল্য দেহে আত্মবুদ্ধি, স্ত্রীপ্রভৃতিকে আত্মীয়বুদ্ধি, মৃণ্ময়বিগ্রহাদিতে পূজ্যবুদ্ধি এবং গঙ্গাদিজলাশয়ে তীর্থবুদ্ধি রহিয়াছে, পরন্তু ভগবদ্ভক্তগণের প্রতি তাদৃশ বুদ্ধি নাই, সেই ব্যক্তি গো-গর্দভ'-ইত্যাদি শাস্ত্রজ্ঞান তাহার নাই। সেইজন্য তাহার শ্রদ্ধাকে লোকপরম্পরাপ্রাপ্তা বা লৌকিকী বলিয়া জানিতে হইবে। অতএব যাহার প্রেম জাত হয় নাই, অথচ যে শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধাযুক্ত, তাহাকে কনিষ্ঠ ভক্তগণের মধ্যে মুখ্য বুঝিতে হইবে।"

শ্রীজীবপাদের এই উক্তি হইতে জানা যায় যে, যাহার শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধা হইয়াছে, সে শ্রীবিষ্ণুর যে শ্রীবিগ্রহের পূজা করিতেছে, সেই শ্রীবিষ্ণুই যে অন্তর্যামিরূপে সর্বজীবহৃদয়ে অবস্থান করিতেছেন, এই জ্ঞান তাহার দৃঢ় হইয়াছে। এই জ্ঞান তাহাকে শ্রীবিষ্ণুর শরণাগত হইতে প্ররোচিত করিবে এবং সে ক্রমশঃ শুদ্ধভক্তি সাধন করিয়া প্রেমলাভের যোগ্য হইতে পারিবে।

লৌকিকী শ্রদ্ধা — পূর্বজন্মের কর্মসংস্কারানুযায়ী লোকাচার দেখিয়া শ্রীবিষ্ণু-ভজনে যে শ্রদ্ধার উদয় হয়, তাহাকে লৌকিকী শ্রদ্ধা বলা যায়। জীবের গুণময় সংস্কার হইতে জাত হওয়ায় ইহা 'সগুণা শ্রদ্ধা'পদবাচ্য। এই শ্রদ্ধাহেতু শ্রীবিষ্ণুর প্রতি যে ভক্তি করা হয় তাহা স্বসুখাত্মকই হইয়া থাকে। সেই কারণে এই ভক্তিকে সগুণা ভক্তি বলা হয়। মহতের সঙ্গ ও কৃপার ফলে সগুণা শ্রদ্ধাও নির্গুণা শ্রদ্ধায় পরিণত হইয়া যায় ও তখন নির্গুণা ভক্তিতে অধিকার জন্মে।

লৌকিকশ্রদ্ধাযুক্ত ব্যক্তির কিছু কিছু পাপাচরণ দেখা যাইতে পারে। অবশ্য পাপের প্রতি তাহার রুচি না থাকায় সে তজ্জন্য অনুতাপ করিয়া এই পাপপ্রবৃত্তির হাত

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

হইতে রক্ষা পাইবার জন্য ব্যাকুল হৃদয়ে মহৎকৃপা প্রার্থনা করে। মহৎকৃপার ফলে তাহার পাপপ্রবৃত্তি নষ্ট হইয়া শ্রদ্ধা ক্রমশঃ দৃঢ় হয়। লৌকিকশ্রদ্ধালুরও স্বসুখার্থ অন্য দেবতার ভজনে প্রবৃত্তি থাকে না। শ্রীবিষ্ণুই একমাত্র উপাস্য, এই জ্ঞান তাহার প্রবল থাকে। সেই কারণে লৌকিকশ্রদ্ধা ক্রমশঃ সত্ত্বগুণের উদয় করায়।

লৌকিকশ্রদ্ধালুর মনে ভক্ত্যঙ্গের মাহাত্ম্য সত্য কি মিথ্যা – এই বিচারের উদয় হয়। শ্রীবিষ্ণুর চরণামৃত বা শ্রীমহাপ্রসাদাদির মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া প্রথমে তাহার ইহাতে দৃঢ় বিশ্বাস থাকে না। কিন্তু সে মনে মনে নানা যুক্তি করিয়া এসকলেরও যে অদ্ভুত মাহাত্ম্য থাকিতে পারে, সে বিষয়ে নিজের মনকে নিজে বুঝায়। আদরযুক্ত হইয়া ভক্তমহতের অনুসরণ ও তাঁহার শ্রীমুখনিঃসৃত বাণীকে আচরণে পরিণত করিবার জন্য সর্বতোমুখী চেষ্টা করিলে মহতের কৃপায় ক্রমশঃ ভগবৎসম্বন্ধী বস্তুর প্রতি তাহার অবিশ্বাসের মাত্রা কমে ও বিশ্বাসের মাত্রা বাড়িতে থাকে। মহন্মুখনিঃসৃত বাণীতে তাহার বিশ্বাস দৃঢ় হইলে শ্রদ্ধা পূর্ণতা লাভ করে এবং মহৎকৃপায় সে শুদ্ধভক্তির আশ্রয় করিয়া প্রেমলাভে সমর্থ হয়।

শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধা – শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধার অর্থ শাস্ত্রার্থাবধারণজাতা শ্রদ্ধা। শাস্ত্রবাক্যে সুদৃঢ় বিশ্বাসহেতু ভক্তি করিতে যে সুদৃঢ়নিশ্চয়াত্মিকা প্রবৃত্তি জাত হয়, তাহাকে শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধা বলা যায়।

শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধার প্রধান লক্ষণ শ্রীবিষ্ণুতে শরণাগতি। এই শরণাগতির ফলে শ্রদ্ধালুব্যক্তি জাগতিক সুখদুঃখে বিহ্বল হয় না। কোন কার্যের সুফলপ্রাপ্তিতে 'আমি এইরূপ করিয়াছি' বলিয়া তাহার অহংকারের উদয় হয় না কিংবা সুফলপ্রাপ্তি না হইলেও তাহা ভগবদিচ্ছা জানিয়া তাহাতে দুঃখে মুহ্যমান হয় না।

শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধা ব্যতীত ভক্তি করিলে বিলম্বে মুক্তিরূপ ফল প্রাপ্তি হইতে পারে; কিন্তু প্রেমলাভেচ্ছুর পক্ষে শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধা অপরিহার্য। অর্থাৎ শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধা না থাকিয়া ভক্তি করিলে কদাপি প্রেমলাভ হইতে পারে না।

শ্রীরূপপাদ শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে (১।৪।১৫) সাধনের ক্রমবিষয়ে উল্লেখ করিতে গিয়া যে "আদৌ শ্রদ্ধা...." শ্লোকটি উল্লেখ করিয়াছেন, তাহার উদাহরণ দিয়া কেহ কেহ শ্রদ্ধাকে 'ভক্তিলতাবীজ' বলিয়া উল্লেখ করেন। কিন্তু এই সিদ্ধান্ত যুক্তিসঙ্গত নহে। 'শ্রদ্ধা' শব্দের অর্থে শ্রীমন্মহাপ্রভু যাহা বলিয়াছেন তাহা আলোচনা করিলে শ্রদ্ধা যে ভক্তির অঙ্গ নহে, তাহা জানা যাইবে। যাহা ভক্তির অঙ্গ নহে, তাহা ভক্তিলতাবীজ হইবে কিরূপে ? 'শ্রদ্ধা' শব্দের অর্থে শ্রীমন্মহাপ্রভুর উক্তি – "শ্রদ্ধাশব্দে বিশ্বাস কহে

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

সুদৃঢ় নিশ্চয়। কৃষ্ণে ভক্তি কৈলে সর্বকর্ম কৃত হয়।।" শ্রীমন্মহাপ্রভুর এই উক্তি হইতে স্পষ্ট জানা যায় যে, শ্রীকৃষ্ণকে ভক্তি করিলে বর্ণাশ্রমবিহিত সমস্ত কর্ম কৃত হইয়া থাকে – এইরূপ সুদৃঢ়নিশ্চয়াত্মক বিশ্বাসের নামই শ্রদ্ধা। বিশ্বাস হইল মানসিক গুণবিশেষ। ইহা ক্রিয়াময়ী ভক্তির অঙ্গ নহে।

শ্রীজীবপাদ এসম্বন্ধে শ্রীভক্তিসন্দর্ভ ১৭২তম অনুচ্ছেদে যাহা উল্লেখ করিয়াছেন তাহার মর্মানুবাদ এইরূপ – "শ্রদ্ধাব্যতীতও ভক্তি ফলদানে সমর্থ। 'সকৃদপি পরিগীতং শ্রদ্ধয়া হেলয়া বা' শ্লোকের উক্তি হইতে জানা যায় যে, শ্রদ্ধার উদয় হইবার পূর্বেও ভক্তি ফল দিয়া থাকে। অজামিল ইহার উদাহরণ। তিনি ম্রিয়মাণ অবস্থায় নারায়ণনামক নিজপুত্রকে ডাকিয়া বৈকুণ্ঠগতি লাভ করিয়াছিলেন। বস্তুতঃ তাঁহার শ্রীনারায়ণের প্রতি কিংবা তাঁহার নামের প্রতি শ্রদ্ধা ছিল না কিংবা তাঁহার স্মৃতিও ছিল না। শ্রীহরিনাম-কীর্তনরূপ ভক্তির এরূপ প্রভাব যে, শ্রদ্ধা বিনাও তাহা বৈকুণ্ঠপ্রাপ্তি করাইল। শ্রদ্ধা বা আদর মানসিক গুণবিশেষ। শ্রদ্ধার অর্থ শাস্ত্রার্থে বিশ্বাস। সুতরাং ইহা শাস্ত্রবোধেরই অঙ্গ, ক্রিয়াময়ী ভক্তির অঙ্গ নহে।"

উপর্যুক্ত আলোচনা হইতে শ্রদ্ধা যে ভক্তির অঙ্গ নহে, মানসিক গুণবিশেষ – ইহা স্পষ্ট জানা যায়। তজ্জন্য ইহাকে 'ভক্তিলতাবীজ' বলা সম্পূর্ণ অসঙ্গত।

শ্রদ্ধা না থাকিলেও যাহারা মূর্খ ও অকুটিল তাহারা ভক্তির আকারমাত্র অনুষ্ঠান করিয়াও মুক্তি লাভ করিতে পারে। অবশ্য শ্রদ্ধায় ও হেলায় সমান ফল হয় জানিয়া যে ইচ্ছাপূর্বক হেলা করে, তাহার মহাদৌরাত্ম্যই হইয়া যায় এবং সে অপরাধী হইয়া অধঃপতিত হইয়া থাকে। অজ্ঞাতভাবে হেলাপূর্বক ভক্তির অনুষ্ঠান করিলেও যদি অপরাধ না থাকে, তবে মুক্তি লাভ হইতে পারে; যথা – অজামিল। অজামিলের অসংখ্য পাপ ছিল কিন্তু অপরাধ ছিল না। তজ্জন্য তাঁহার শ্রীহরিনামে শ্রদ্ধার লেশমাত্র না থাকিলেও কেবল পুত্রকে লক্ষ্য করিয়া নারায়ণ নাম উচ্চারণের ফলে তিনি মুক্তিলাভ করিয়াছিলেন।

শরণাগতি

কেশব – শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধাযুক্ত ব্যক্তি শ্রীবিষ্ণুর শরণাগত হয় বলিয়া আপনি বলিলেন। এই শরণাগতি কী ?

শ্রীহরিদাস – পৃথিবীতে যত ধর্ম-সম্প্রদায় আছে, সে সকল ধর্মেই উপাস্যদেবের নিকট শরণাগতির কথা আছে। কি কর্মী, কি জ্ঞানী, কি যোগী, কি ভক্ত – সকলেই তাহাদের নিজ নিজ সাধনে সিদ্ধিলাভের জন্য উপাস্যদেবের শরণাগত

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

হইয়া থাকে। কারণ শরণাগতিদ্বারা ইষ্টদেবের কৃপাদৃষ্টি আকৃষ্ট করা হয়। যাহাদের মহৎকৃপাজনিত পূর্ব সংস্কার আছে, ভগবদিচ্ছায় তাহারা পরবর্তিকালে আবার মহৎসঙ্গ লাভ করে ও সেই মহতের উপদেশ হইতে শ্রীভগবানের প্রীতির উদ্দেশ্যে সমস্ত সাধন করা যে ভক্তিকামীর একমাত্র কর্তব্য, তাহা হৃদয়ঙ্গম করিয়া তদনুযায়ী সাধনে ব্রতী হইতে চেষ্টা করে। কিন্তু তাহাদের হৃদয়ে রজস্তমোগুণের প্রাবল্যহেতু তাহাদের এই চেষ্টা ফলবতী হইবার পরিবর্তে তাহাতে প্রবল বাধা সৃষ্টি হয়। নিজের কামক্রোধাদি রিপু ও পূর্বকর্মসংস্কার হইতে প্রাপ্ত দেহও সর্বদা ভক্তিসাধনে প্রতিবন্ধক হইয়া থাকে। সেই অবস্থায় ভক্তিসাধনে নিজের অযোগ্যতা তীব্রভাবে উপলব্ধি করিয়া জীব শ্রীভগবানের শরণাগত হয়। শরণাগতি মুখ্যতঃ মুক্তির কারণ হইলেও ভক্তিসাধনে যোগ্যতালাভ-নিমিত্ত শ্রীবিষ্ণুতে যে শরণাগতি তাহা প্রেমপ্রাপক।

শ্রীজীবপাদ শ্রীভক্তিসন্দর্ভে বিধিমার্গে যে একাদশ প্রকার ভক্ত্যঙ্গ (যথা— শরণাগতি, গুর্বাদিসৎসেবা ও নববিধা ভক্তি) বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাতে শরণাগতি একতম।

কামক্রোধাদিরিপুদ্বারা তাড়িত হইয়া মনুষ্য যখন নিজকে সম্পূর্ণ অসহায় মনে করে এবং ভক্তিসাধনবিষয়ে স্বীয় অযোগ্যতা তীব্রভাবে উপলব্ধি করে, তখন সে শ্রীভগবানের (অন্য দেবদেবীর নহে) শরণ গ্রহণ করিতে ব্যগ্র হইয়া পড়ে।

শরণাগতি ছয় প্রকার বলিয়া বৈষ্ণবতন্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে— (১) শ্রীহরির সুখানুসন্ধানে যাহা সহায়ক, তাহা গ্রহণ করিতে সংকল্প, (২) যাহা বাধক, তাহা বিশেষরূপে বর্জন, (৩) 'শ্রীহরি অবশ্য রক্ষা করিবেন', এইরূপ সুদৃঢ় বিশ্বাস (৪) তাঁহাকে পালকরূপে বরণ, (৫) তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে আত্মনিবেদন ও (৬) দৈন্য।

এই ছয়প্রকার শরণাগতির মধ্যে শ্রীহরিকে পালকরূপে বরণ বৃত্তিটি হইল অঙ্গী ও অন্যসব তাহার অঙ্গ। অতএব প্রথমে শ্রীহরিকে পালকরূপে বরণ করিয়া তারপর অন্য পাঁচটি অঙ্গ পালন করিলে তাহা যথার্থ শরণাগতিপদবাচ্য হইবে। শ্রীহরিকে পালকরূপে বরণই শরণাগতির মুখ্য অঙ্গ। অর্থাৎ শরণাগতি বলিতে শ্রীহরিকে পালকরূপে বরণকেই বুঝায়। বস্তুতঃ শরণাগতি ব্যতীত বৈষ্ণবত্ব সিদ্ধ হয় না।

শরণাগতি বৈধী ভক্তির অঙ্গবিশেষ হইলেও মস্তিষ্কদ্বারা বিচার করিয়া নিজ চেষ্টায় কেহ শরণাগত হইতে পারে না। শাস্ত্র অশরণাগতের ভয় ও শরণাগতের অভয়ের কথা বিমুখ জীবকে জানাইয়া শরণাগত হইতে প্ররোচিত করেন বটে কিন্তু স্বরূপশক্তির কৃপাবিশেষ ব্যতীত অর্থাৎ মহৎকৃপা ব্যতীত কেবল শাস্ত্র পড়িয়া কেহ

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

শরণাগত হইতে পারে না। মহৎকৃপায় বা শ্রীগুরুকৃপায় কায়মনোবাক্যে যাহার শরণাগতি পূর্ণতা লাভ করিয়াছে তাহার সিদ্ধিপ্রাপ্তি নিঃসন্দেহ।

শরণাগতিসম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীঅর্জুনকে বলিয়াছেন –

"সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ ॥"
(শ্রীগী: ১৮।৬৬)

অর্থাৎ হে অর্জুন! নিত্যধর্ম সন্ধ্যাবন্দনাদি ও নৈমিত্তিক ধর্ম প্রায়শ্চিত্তাদি স্বরূপতঃ পরিত্যাগ করিয়া অর্থাৎ আমাতে শরণাপত্তির বিঘ্নজনক বর্ণাশ্রমধর্ম সর্বতোভাবে পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র আমার শরণ গ্রহণ কর। আমার ভজন নিমিত্ত বর্ণাশ্রমধর্ম পরিত্যাগ করিলে তোমাকে প্রত্যবায়ভাগী হইতে হইবে না। আমি তোমাকে সমস্ত পাপ হইতে উদ্ধার করিব। তজ্জন্য চিন্তা করিও না। শ্রীকৃষ্ণের এই উপদেশে তাঁহার প্রতি শরণাপত্তির প্রাধান্যই পরিলক্ষিত হয়।

মুক্তি

কেশব – মুক্তি বলিতে কি বুঝায়?

শ্রীহরিদাস – শ্রীল জীবপাদ শ্রীবিষ্ণুপুরাণ ও তৈত্তিরীয় শ্রুতির বাক্য উদ্ধার করিয়া 'সাতিশয় আনন্দস্বরূপ ভগবৎপ্রাপ্তি'কেই মুক্তি বলিয়াছেন। মুক্তিনিরূপণ প্রসঙ্গে শ্রীপ্রীতিসন্দর্ভের প্রথম অনুচ্ছেদে তিনি যাহা উল্লেখ করিয়াছেন, তাহার মর্মানুবাদ এইরূপ –

"অন্যথারূপ অর্থাৎ বহির্মুখভাব পরিহারপূর্বক স্বরূপে অবস্থিতির নাম মুক্তি। শ্রীমদ্ভাগবতে (২।১০।৬) এই কথাই বলা হইয়াছে। এই শ্লোকোক্ত স্বরূপব্যবস্থিতির অর্থ স্বরূপসাক্ষাৎকার। সংসারদশায়ও জীবের স্বরূপে অবস্থিতি থাকে। জীব মায়াগ্রস্ত হইয়া সংসারযাতনা ভোগ করার সময়েও তাহার চিন্ময় সত্তার কোন ব্যভিচার ঘটে না। দেহসম্পর্কীয় মমতাবদ্ধ হইয়া মনুষ্য-পশ্বাদি যে অভিমান হইয়া থাকে, তাহা কেবল স্বীয় স্বরূপজ্ঞানাভাবেরই ফল। সাধনপ্রভাবে সেই অজ্ঞান দূর হইয়া গেলে নিজের চিৎস্বরূপ অনুভূতির বিষয় হয়। এস্থানে যে স্বরূপে অবস্থিতির কথা বলা হইয়াছে, তাহা 'পরমাত্মারূপ মুখ্য স্বরূপ' বলিয়া বুঝিতে হইবে। জীবাত্মার অণুচিৎ স্বরূপের কথা এখানে বলা হয় নাই। ব্রহ্মার প্রতি শ্রীগর্ভোদশায়ীর উক্তি – (শ্রীভা: ৩।৯।৩৩) – "যে সময়ে জীব পঞ্চভূত, ইন্দ্রিয়, গুণ ও অহঙ্কারসম্বন্ধরহিত আত্মাকে (জীবাত্মাকে) স্বরূপ অর্থাৎ পরম অংশীস্বরূপ আমার সহিত যুক্ত দর্শন করে, সেসময়ে সে মুক্তি লাভ করে।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

শ্রীল জীবপাদের এই উক্তি হইতে স্পষ্ট জানা যায় যে, জীবের স্রষ্টা ও প্রভু পরমাত্মার স্বরূপ অনুভব করিয়া তাঁহার সঙ্গে যোগযুক্ত হওয়াই যথার্থ মুক্তি। অর্থাৎ ভগবৎপ্রাপ্তিই যথার্থ মুক্তি।

ভগবৎপ্রাপ্তি দুইপ্রকার; যথা – জীবন্মুক্তি ও অন্তিমা মুক্তি। জীবদ্দশায় ভজনস্থানে যে ভগবৎপ্রাপ্তি বা ভগবৎসাক্ষাৎকার, তাহাকে জীবন্মুক্তি বলা যায়। জীবন্মুক্তির অর্থ পাঞ্চভৌতিক দেহে থাকা অবস্থায় মুক্তি। দেহত্যাগান্তে বৈকুণ্ঠে ভগবৎপ্রাপ্তিলক্ষণা মুক্তিকে অন্তিমা মুক্তি বলা যায়।

সাধন করিয়া অর্থাৎ অভ্যাসদ্বারা ইন্দ্রিয়কে বিষয়ভোগ হইতে নিবৃত্ত করিয়া মায়ার হাত হইতে মুক্তিলাভ সম্ভব নহে। শ্রীগীতায় "দৈবী হ্যেষা গুণময়ী....." (৭।১৪) শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ ইহা বলিয়াছেন। যে সর্বতোভাবে তাঁহার শরণাপন্ন হইবে অর্থাৎ তাঁহার ইচ্ছায় নিজের ইচ্ছাকে মিশাইতে পারিবে, কেবল সেই মায়ার কবল হইতে উদ্ধারলাভ করিবে।

পাঞ্চভৌতিক দেহত্যাগের পর যে মুক্তি পাওয়া যায়, তাহাকে অন্তিমা মুক্তি বা উৎক্রান্ত মুক্তি বলা যায়। এই অন্তিমা মুক্তি পাঁচপ্রকার; যথা – সাযুজ্য, সালোক্য, সার্ষ্টি, সারূপ্য ও সামীপ্য।

সাধনকালে সাধকের বাসনাভেদেই মুক্তির প্রকারভেদ হইয়া থাকে। ফল সাধন হইতে পাওয়া যায় না, বাসনানুসারেই ফলপ্রাপ্তি হইয়া থাকে।

জ্ঞানিসাধক ব্রহ্মসাযুজ্য কামনা করিয়া সাধনে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। তজ্জন্য সাধনের পরিপক্বতায় সে ব্রহ্মসাযুজ্য লাভ করে। যোগিসাধক পরমাত্মসাযুজ্য কামনা করিয়া যোগসাধন করিয়া থাকে এবং পরিণামে সে তাহাই লাভ করে। শ্রীভগবানের সঙ্গে শত্রুতা করিয়া যে দৈত্যগণ তাঁহার দ্বারা নিহত হয়, তাহারাও ঈশ্বরসাযুজ্য লাভ করে। স্বয়ং ভগবানের হস্তে নিহত হয় বলিয়া তাহাদের এইরূপ ফল লাভ হয়।

যোগীর অন্তিমা মুক্তি দুইপ্রকার; যথা – সদ্যোমুক্তি ও ক্রমমুক্তি। কর্মমিশ্র যোগমার্গের সাধকগণ তাঁহাদের ইচ্ছানুরূপ সদ্যোমুক্তি বা ক্রমমুক্তি লাভ করেন। দেহাবসানের অব্যবহিত পরে যে অন্তিমা মুক্তি পাওয়া যায় তাহাকে সদ্যোমুক্তি বলা যায়। যে যোগিগণ এই অন্তিমা মুক্তি কামনা না করিয়া ক্রমমুক্তি কামনা করেন, তাঁহারা ক্রমমুক্তি লাভ করেন। এই যোগিগণ দেহত্যাগের পর সূক্ষ্মদেহে ব্রহ্মাণ্ডের বিভিন্ন লোকে সুখভোগের পর ব্রহ্মাণ্ডের অষ্টম আবরণ প্রকৃতিতে প্রবেশ করেন এবং সেস্থানে তাহাদের সূক্ষ্মদেহরূপ উপাধি বিলুপ্ত হয়। পরিশেষে তাঁহারা শুদ্ধজীবস্বরূপে শান্ত

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

আনন্দস্বরূপ পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হন। যোগিগণের এই সুখভোগ তাঁহাদের যোগবলেই ঘটিয়া থাকে। ইহা তাঁহাদের সাধনকালীন বাসনারই ফল।

বৈধভক্তিসাধক তাহার বাসনানুযায়ী সালোক্য, সার্ষ্টি, সারূপ্য ও সামীপ্যাদি চতুর্বিধা মুক্তি হইতে কোন একটি লাভ করিয়া বৈকুণ্ঠে পার্ষদদেহে নিত্যকাল অবস্থান করে। এই চতুর্বিধা মুক্তি দুইপ্রকার; যথা — সুখৈশ্বর্যোত্তরা ও প্রেমসেবোত্তরা।

সুখৈশ্বর্যোত্তরা মুক্তি — বৈকুণ্ঠের স্বরূপগত ধর্মবশতঃ সেস্থানে যে চিৎসুখ ও চিদৈশ্বর্য নিত্য বর্তমান সাধনকালে যাঁহাদের চিত্তে তাহা লাভ করিবার বাসনা থাকে, তাঁহারা সাধনে সিদ্ধিলাভ করিবার পর ঐ সুখৈশ্বর্যোত্তরা মুক্তি লাভ করেন। ইহাদিগকে শান্তভক্ত বলা যায়। ইহাদের সম্বন্ধে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীল রূপগোস্বামিপ্রভুকে বলিয়াছেন —

"শান্তের স্বভাব-কৃষ্ণে মমতাগন্ধহীন।
পরংব্রহ্ম-পরমাত্মা-জ্ঞান প্রবীণ।।"

(শ্রীচৈ:চ:মধ্য ১৯।১৭৭)

শান্তভক্ত দুইশ্রেণীর; যথা — আত্মারাম ও তাপস। সনক ও সনাতনাদি আত্মারামগণ শান্তভক্তশ্রেণীভুক্ত। ভক্তিদ্বারা নির্বিঘ্নে মুক্তি পাওয়া যায়, এই বিচারে যাঁহারা ভক্তি করেন, অথচ মুক্তিবাসনা ত্যাগ করেন না, তাঁহাদিগকে তাপস বলা হয়। তাঁহারা এই শান্তভক্তশ্রেণীভুক্ত।

'শ্রীভগবান্ পরব্রহ্ম ও পরমাত্মা' — এই জ্ঞান শান্তভক্তেতে প্রাধান্য লাভ করিয়া থাকে। তিনি পরব্রহ্ম হওয়ায় তাঁহার কোন অভাববোধ নাই। সুতরাং অন্যের সেবাগ্রহণের প্রয়োজনীয়তাও তাঁহার নাই। 'তিনি ত ষড়ৈশ্বর্যশালী ও আমি ক্ষুদ্র জীব। আমি তাঁহার কি সেবা করিতে পারিব ?' — শান্তভক্তহৃদয়ে এই ভাব প্রবল থাকায় শ্রীভগবানের প্রতি তাহার মমতাগন্ধ থাকে না। তজ্জন্য তাঁহার সেবাবাসনাও তাহার থাকে না। সে শ্রীনারায়ণকে দর্শন করিয়া তাঁহার অপ্রাকৃত রূপে নিজে মুগ্ধ হইয়া তাহার দেহে পুলকাদি জাত হয়। ইহা তাহার স্বসুখাত্মক ভাব। এই ভাবযুক্ত হইয়া সাধনে প্রবৃত্ত হওয়ায় মুক্তির পরেও এই স্বসুখাত্মক ভাব মুক্ত জীবের হৃদয়ে থাকে।

প্রেমসেবোত্তরা মুক্তি — যে সাধকগণের চিত্তে সেবাবাসনা থাকে, তাহারা প্রেমসেবোত্তরা মুক্তি লাভ করে। অবশ্য সাধকের এই সেবাবাসনা ঐকান্তিকী নহে। ইহার সঙ্গে সঙ্গে মুক্তিবাসনাও থাকে। গোলোকে শুদ্ধভক্তের সেবাবাসনা ঐকান্তিকী অর্থাৎ সেবাদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের সুখবিধান ব্যতীত ভোগমোক্ষাদি কোনপ্রকার স্বসুখবাসনা

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

সাধনকালে ভক্ত চিত্তকে স্পর্শ করে না। "শ্রীকৃষ্ণ আমার সেবার অপেক্ষায় আছেন, আমি তাঁহার সেবা না করিলে আর কে করিবে ?" — এইরূপ প্রীতিযুক্ত ভাব এস্থানে বর্তমান। ইহাকে মদীয়তাময়ী সেবা বলা যায়। কিন্তু বৈকুণ্ঠের প্রেমসেবা হইল ঐশ্বর্যজ্ঞানময়ী। বৈকুণ্ঠের ভক্তগণের ভাব তদীয়তাময়। অর্থাৎ তাঁহারা শ্রীনারায়ণের অনুগ্রহের পাত্র, এই বিচার লইয়া তাঁহারা কর্তব্যবুদ্ধিতে সম্ভ্রমযুক্ত হইয়া তাঁহার সেবা করিয়া থাকেন।

বৈধভক্তগণের মধ্যে শ্রীহনুমান্ ও পাণ্ডবগণের সেবা প্রীতিময়ী। কিন্তু সেই প্রীতি ঐশ্বর্যদ্বারা বাধিত। ইহাদের মুক্তিবাসনা নাই। শ্রীনারদও এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। এই কারণে বৈধভক্তগণের মধ্যে ইঁহারা সর্বশ্রেষ্ঠ।

মুক্তিতে স্বসুখবাসনা আছে বলিয়া শুদ্ধভক্তগণ তাহা কামনা করেন না। এরূপ কি তাঁহাদিগকে মুক্তি প্রদত্ত হইলেও তাঁহারা তাহা গ্রহণ করেন না।

শুদ্ধভক্তির স্বরূপভেদ

কেশব — শুদ্ধভক্তিসাধনের স্বরূপ কী ?

শ্রীহরিদাস — শ্রীবিষ্ণুকে অর্পণপূর্বক তাহার নাম শ্রবণ-কীর্তনাদি নববিধ অনুষ্ঠানকে শুদ্ধভক্তি বলা যায়। সাধকের বাসনাভেদে এই ভক্তি দুইভাগে বিভক্ত হইয়া থাকে; যথা — বৈধী ও রাগানুগা। বৈধী ভক্তি শ্রদ্ধাহেতুকা ও রাগানুগা ভক্তি লোভহেতুকা। বৈধী ভক্তিতে ঐশ্বর্যজ্ঞানের প্রাধান্য ও রাগানুগা ভক্তিতে প্রীতিরই প্রাধান্য। প্রেম উভয় সাধনের ফল হইলেও বৈধী ভক্তিদ্বারা লব্ধ প্রেম হইতে রাগানুগা ভক্তিদ্বারা লব্ধ প্রেমে শ্রীকৃষ্ণের বশীভূততা অধিক।

বৈধী ভক্তি

কেশব — বৈধী ও রাগানুগার সাধন ও সিদ্ধির মধ্যে কি প্রভেদ আছে প্রাঞ্জলভাবে বুঝাইয়া দিলে কৃতার্থ হইব।

শ্রীহরিদাস — প্রথমে বৈধী ভক্তির কথা বলিতেছি। অধিকাংশ জীব এই বৈধী ভক্তিপ্রতিই আকৃষ্ট হইয়া থাকে। রাগানুগা ভক্তির গ্রাহক খুবই কম।

বৈধী ভক্তির সম্বন্ধে শ্রীরূপপাদ শ্রীভ:র:সি(১।২।৬)তে উল্লেখ করিয়াছেন —

"যত্র রাগানবাপ্তত্বাৎ প্রবৃত্তিরুপজায়তে।
শাসনেনৈব শাস্ত্রস্য সা বৈধী ভক্তিরুচ্যতে ॥"

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

অর্থাৎ যেস্থানে শ্রীভগবানের প্রতি স্বাভাবিক রাগ বা রুচির অভাব সেস্থানে কেবল শাস্ত্রশাসনদ্বারা চালিত হইয়া ভক্তি করিবার যে প্রবৃত্তি জাগে তাহাকে বৈধী ভক্তি বলা যায়।

এসম্বন্ধে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীল সনাতনগোস্বামিপ্রভুকে বলিয়াছেন –

"রাগহীন জন ভজে শাস্ত্রের আজ্ঞায়।
'বৈধী ভক্তি' বলি তারে সর্বশাস্ত্রে গায় ॥"

(শ্রীচৈ:চ:মধ্য ২২।৫৯)

অর্থাৎ শ্রীভগবানের প্রতি রাগ বা প্রীতির অভাব থাকা অবস্থায় সাধক শাস্ত্রশাসনদ্বারা চালিত হইয়া যে ভক্তি করে, তাহাকে সমস্ত শাস্ত্রে বৈধী ভক্তি বলা হইয়াছে।

শ্রীমদ্ভাগবতেও শ্রীশুকদেবগোস্বামী শ্রীপরীক্ষিৎ মহারাজকে বলিয়াছেন –

"তস্মাদ্ভারত সর্বাত্মা ভগবানীশ্বরো হরিঃ।
শ্রোতব্যঃ কীর্তিতব্যশ্চ স্মর্তব্যশ্চেচ্ছতাংভয়ম্ ॥"

(শ্রীভা: ২।১।৫)

হে ভরতবংশীয় পরীক্ষিৎ ! গৃহাসক্ত ব্যক্তিগণ সর্বদা ধন, স্ত্রী ও পুত্রাদির প্রতি আসক্ত হইয়া নিজের মায়াবন্ধন দৃঢ় করিয়া থাকেন। তাঁহাদের মধ্যে যাহারা অভয় অর্থাৎ মায়াবন্ধন হইতে মুক্তি কামনা করেন, সর্বাত্মা ভগবান্ ঈশ্বর শ্রীহরির গুণলীলাদির শ্রবণ, কীর্তন ও স্মরণ তাহাদের কর্তব্য। শ্রীমদ্ভাগবতের এই উক্তি হইতে জানা যায় যে, মায়াবন্ধনমোচন নিমিত্ত ভক্তি করা উচিত। ইহাকে বৈধী ভক্তি বলা যায়। কেহ কেহ ইহাকে 'মর্যাদা মার্গ'ও বলিয়া থাকেন।

শাস্ত্রকথিত বিধি দুইপ্রকার; যথা – (১) আদেশপালনরূপা ও (২) প্রণালী-নির্দেশরূপা।

(১) আদেশপালনরূপা – শাস্ত্রে যেসব বিধিব্যবস্থা প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা বিমুখ জীবকে ভজনে প্রবৃত্ত করাইবার জন্যই উদ্দিষ্ট। "জীবমাত্রেরই ভগবদ্ভজন কর্তব্য; না করিলে ক্লেশ, নরকভোগ ও ত্রিতাপজ্বালায় জর্জরিত হওয়া অনিবার্য।" সাধুমুখ হইতে এইসব শাস্ত্রবাণী শুনিয়া ভগবদ্ভজনের প্রতি জীবের শ্রদ্ধা জন্মে। তখন সে শাস্ত্রবিধিবাধিত হইয়া ভজনে প্রবৃত্ত হয়।

(২) প্রণালীনির্দেশরূপা – সাধুমুখ হইতে শাস্ত্রবাক্য শ্রবণ করিয়া তদনুযায়ী ভজনে প্রবৃত্ত হইতে হইলে কোন্ বিধি প্রথমে পালনীয় ও কোন্ বিধি পরে পালনীয়

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

এবং কিরূপে পালনীয়, সেসম্বন্ধে শাস্ত্রে যেসব ব্যবস্থা প্রদত্ত হইয়াছে তাহাকে প্রণালীনির্দেশরূপা বৈধী ভক্তি বলা যায়।

অবশ্য শাস্ত্রে এইসকল বিধিপালনের যে ব্যবস্থা প্রদত্ত হইয়াছে, তাহার মুখ্য উদ্দেশ্য হইল – "স্মর্তব্যঃ সততং বিষ্ণুর্বিস্মর্তব্যো ন জাতুচিৎ। সর্বে বিধিনিষেধাঃ স্যুরেতয়োরেব কিঙ্করাঃ ॥" (শ্রীভ:র:সি: ১।২।৮) অর্থাৎ শাস্ত্রপ্রদত্ত বিধির একমাত্র উদ্দেশ্য সর্বদা শ্রীবিষ্ণুকে স্মরণ করা এবং কখনও তাঁহাকে বিস্মৃত না হওয়া।

বিধিমার্গে এই যে স্মরণের ব্যবস্থা, ইহা কর্তব্যবোধেই করা হইয়া থাকে। প্রাথমিক অবস্থায় ইহাতে মায়া হইতে মুক্তিলাভের উদ্দেশ্য থাকিলেও নিরন্তর সাধুসঙ্গ ও সাধুমুখ হইতে শ্রীকৃষ্ণের ভক্তবাৎসল্যাদি অনন্ত গুণমহিমা শ্রবণ করিয়া ক্রমশঃ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি প্রীতি জাত হইয়া থাকে। কিন্তু এই প্রীতিতে মুক্তিবাসনা মিশ্রিত থাকে এবং ঐশ্বর্যজ্ঞানেরও প্রাধান্য থাকে। তজ্জন্য শাস্ত্রোক্ত বিধিপালন না করিলে শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মে অপরাধ হইবে, হৃদয়ে এই ভাব জাত হইয়া তাঁহার প্রতি প্রীতিকে শিথিল করিয়া দেয়। সেইজন্য বিধিমার্গে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি যে প্রীতি তাহা ঐশ্বর্যজ্ঞানদ্বারা শিথিল হইয়া থাকে, তাহার গাঢ়তা থাকে না। শ্রীকৃষ্ণ সর্বময় ভোক্তা বলিয়া এইরূপ প্রীতিও তাঁহার আস্বাদ্য হইয়া থাকে। সেই কারণে তিনি বৈধী ভক্তির ব্যবস্থা রাখিয়াছেন এবং অনন্ত বৈধভক্ত-পার্ষদের ঐশ্বর্যশিথিল ভক্তিরস আস্বাদন করিয়া তিনি আনন্দানুভবও করেন। ইহা সর্বোত্তম না হইলেও একপ্রকার রস এবং শ্রীকৃষ্ণেরও ইহা আস্বাদনীয়। অতএব বৈধভক্তগণও শুদ্ধভক্তের মধ্যে গণ্য হয়।

"আদৌ শ্রদ্ধা ততঃ সাধুসঙ্গোঽথ ভজনক্রিয়া।
ততোঽনর্থনিবৃত্তিঃ স্যাত্ততো নিষ্ঠা রুচিস্ততঃ ॥
অথাসক্তিস্ততো ভাবস্ততঃ প্রেমাভ্যুদঞ্চতি।
সাধকানাময়ং প্রেম্ণঃ প্রাদুর্ভাবে ভবেৎ ক্রমঃ ॥"
(শ্রীভ:র:সি: ১।৪।১৫, ১৬)

শ্রীরূপপাদ বৈধভক্তিসাধকগণের সাধনক্রম উল্লেখ করিতে গিয়া শ্রীভক্তি-রসামৃতসিন্ধুতে উপর্যুক্তমতে উল্লেখ করিয়াছেন। ইহার ভাবার্থ এইরূপ – প্রথমে সাধুসঙ্গ ও সাধুমুখ হইতে শাস্ত্রশ্রবণ করিয়া উক্ত শাস্ত্রবাক্যের প্রতি যে বিশ্বাস জন্মে, তাহাকে শ্রদ্ধা বলা যায়। এই শ্রদ্ধা জাত হইলে সাধুসঙ্গ করিবার প্রবৃত্তি জাগে এবং ভগবদিচ্ছায় দ্বিতীয়বার সাধুসঙ্গও পাওয়া যায়। তখন শ্রীকৃষ্ণের সন্তোষ নিমিত্ত তাঁহাকে কিরূপে ভক্তি করিতে হইবে সাধু সে বিষয়ে শিক্ষা দেন। জীব সাধুর উপদেশ শুনিয়া

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

তদনুযায়ী ভজনে প্রবৃত্ত হইলেও তাহাতে রজস্তমোগুণের প্রাবল্যহেতু তাহার অনুষ্ঠিত ভক্তি কর্মমিশ্রাই হইয়া থাকে। অর্থাৎ তাহা স্বরূপতঃ কর্ম কিন্তু তাহাতে ভক্তিত্ব আরোপিত হয় বলিয়া তাহা আরোপসিদ্ধা ভক্তি বা কর্মার্পণরূপে গণ্য হয়। সেইজন্য ইহাতে বাহ্যতঃ ভক্তির আকার থাকিলেও শ্রীরূপপাদ ইহাকে সাধনভক্তি না বলিয়া সাধনক্রিয়া বলিয়াছেন। নিরন্তর এইরূপ কর্মার্পণ করিবার ফলে ক্রমশঃ অনর্থনিবৃত্তি হয়। ইহার পর ভজনে নিষ্ঠা জাত হয়। নিষ্ঠা অর্থ বিক্ষেপহীন হইয়া অনুক্ষণ ভজনে নিযুক্ত হওয়া। নিষ্ঠার পর রুচির উদয় হয়। এই ভূমিকায় শ্রীকৃষ্ণের প্রতি রত্যঙ্কুর জাত হইয়া থাকে। এই স্থানে কর্মমিশ্র অধিকারের অন্ত হইয়া শুদ্ধভক্তিসাধক ভূমিকা আরম্ভ হয়। ইহার পর ভজন রুচিযুক্ত হয় অর্থাৎ সাধন কেবল আনুষ্ঠানিক না হইয়া আস্বাদনীয়ও হইয়া থাকে। তজ্জন্য তাহাতে বুদ্ধিপূর্বক উল্লাসাত্মক অভিলাষ জাত হয়। তারপর আসক্তি অর্থাৎ স্বারসিক আকর্ষণ। স্বারসিক আকর্ষণ বলিতে দাস্যসখ্যাদি স্বীয় রসোচিত আকর্ষণকেই বুঝায়। আসক্তির উদয়ের পর শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় প্রথমে অন্তঃসাক্ষাৎকাররূপা শ্রীকৃষ্ণরতি ও পরে তাহা গাঢ় হইলে বহিঃসাক্ষাৎকাররূপ শ্রীকৃষ্ণপ্রেম উদিত হয়। তখন আনুষঙ্গিকভাবে সংসারবন্ধন দূর হয়। সেই অবস্থাকে জীবন্মুক্তি বলা যায়। জীবন্মুক্ত পুরুষ তাহার পাঞ্চভৌতিক দেহ ধারণ করিয়া থাকিলেও দেহের অস্তিত্ব সম্পর্কে তাহার কোন জ্ঞান থাকে না। সে কেবল অভ্যাসবশতঃ দেহযাত্রা নির্বাহ করিতে থাকে। তারপর পাঞ্চভৌতিক দেহত্যাগান্তে সে বৈকুণ্ঠের পার্ষদত্ব লাভ করে।

বৈকুণ্ঠের পার্ষদত্ব

কেশব — বৈধভক্তিসাধক বৈকুণ্ঠে যে পার্ষদত্ব লাভ করে, তাহা কিরূপ দয়া করিয়া বুঝাইয়া দিন।

শ্রীহরিদাস — বৈধভক্তিসাধকের সাধন পরিপক্কাবস্থা প্রাপ্ত হইলে সে তাহার পাঞ্চভৌতিক দেহ ত্যাগ করিয়া তৎক্ষণাৎ বৈকুণ্ঠের পার্ষদত্ব লাভ করে। বৈকুণ্ঠের পার্ষদদেহ সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবতে এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে —

"বসন্তি যত্র পুরুষাঃ সর্বে বৈকুণ্ঠমূর্তয়ঃ।
যেঽনিমিত্তনিমিত্তেন ধর্মেণারাধয়ন্ হরিম্॥"

(শ্রীভা: ৩।১৫।১৪)

শ্রীব্রহ্মা বৈকুণ্ঠের মহিমা বর্ণন করিতে গিয়া বলিয়াছেন যে, নিষ্কামধর্মদ্বারা শ্রীহরির আরাধনা করিয়া (সাধনে সিদ্ধিলাভপূর্বক) যাঁহারা মায়াতীত বৈকুণ্ঠে বাস

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

করেন, তাঁহারা সকলেই বৈকুণ্ঠমূর্তি। 'বৈকুণ্ঠমূর্তি' অর্থাৎ শ্রীনারায়ণের সারূপ্যবন্ত। 'বৈকুণ্ঠমূর্তি' শব্দের টীকায় শ্রীজীবপাদ উল্লেখ করিয়াছেন যে, শ্রীনারায়ণের জ্যোতির অংশভূতা ও বৈকুণ্ঠের শোভারূপা যে অনন্তমূর্তি সেস্থানে নিত্যকাল বিরাজমান, তাহা হইতে একটির সহিত শ্রীভগবান্ একটি মুক্ত পুরুষকে সংযোজিত করিয়া পার্ষদত্ব দান করেন। ধ্রুবের ন্যায় কোন কোন স্থানে এই নিয়মের ব্যতিক্রমও ঘটিয়া থাকে। সব শ্রীভগবানেরই ইচ্ছা। ধ্রুব তাঁহার পাঞ্চভৌতিক দেহ ত্যাগ না করিয়া সেই দেহেই বৈকুণ্ঠে গমন করিয়াছেন। অর্থাৎ তাঁহার সেই দেহ ভগবদিচ্ছায় তাহার প্রাকৃতত্ব ত্যাগ করিয়া অপ্রাকৃতত্ব লাভ করিয়াছিল।

রাগানুগা ভক্তি

কেশব – রাগানুগা ভক্তি কী ?

শ্রীহরিদাস – রাগাত্মিকা ভক্তির অনুগত ভক্তিকে রাগানুগা ভক্তি বলা যায়। ইহাতে শাস্ত্রবিধিলঙ্ঘনজনিত প্রত্যবায়ের ভয় থাকে না। ভজনে স্বাভাবিক রুচিই রাগমার্গের মূল কথা। রাগ বা প্রীতি যে ভক্তির আত্মা, তাহাকে রাগাত্মিকা ভক্তি বলা যায়। এই ভক্তিতে ইষ্টদেবের যে সেবা, রাগই তাহার প্রবর্তক। শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপশক্তিই এই রাগাত্মিকা ভক্তির উৎস। প্রীতিযুক্ত সেবাদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের সুখসম্পাদন স্বরূপশক্তির একমাত্র কার্য। অগ্নির দাহিকা শক্তির ন্যায় এই ভক্তিবৃত্তি স্বরূপশক্তি হইতে অবিচ্ছেদ্যা। অতএব রাগাত্মিকা ভক্তি স্বরূপশক্তির বৃত্তি বা নিজস্ব সম্পত্তি। ইহা অন্যনিরপেক্ষ সর্বতন্ত্রস্বতন্ত্র শ্রীভগবান্‌কে বশীভূত ও অধীন করিয়া ফেলে। "ন পারয়েঽহং নিরবদ্যসংযুজাং...." শ্রীমদ্ভাগবতের (১০।৩২।২২) শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণের এই শ্রীমুখোক্তি তাহার প্রমাণ।

এই রাগাত্মিকা ভক্তির আধার হইল নিত্যসিদ্ধ ব্রজপরিকরগণ। এই ব্রজপরিকরগণ ব্যতীত অন্য কোন স্থানে এই রাগাত্মিকা ভক্তি দেখা যায় না। তাঁহারা স্বরূপশক্তির স্বাংশ বলিয়া এইরূপ ভক্তি কেবল তাঁহাদের দ্বারাই সম্ভব। কেবল শ্রীকৃষ্ণের সুখনিমিত্ত নিজের সকল সুখকে সম্পূর্ণরূপে জলাঞ্জলি দেওয়া তটস্থশক্তিপ্রসূত সাধারণ জীবের পক্ষে অসম্ভব। শ্রীনন্দ-যশোদা, শ্রীসুবল-সুদাম ও শ্রীরাধা-ললিতাদি পরিকর স্বরূপশক্তিরই অংশবিশেষ। সেই কারণে তাঁহাদের হৃদয়ে রাগাত্মিকা ভক্তির অবস্থান স্বাভাবিক; যেহেতু স্বরূপশক্তির স্বরূপশক্তি সঙ্গেই সজাতীয় সম্বন্ধ, জীবশক্তির সঙ্গে নহে। জীব স্বরূপতঃ শ্রীকৃষ্ণদাস হইলেও রাগাত্মিকা বা স্বাতন্ত্র্যময়ী সেবায় তাহার অধিকার নাই, কেবল আনুগত্যময়ী সেবায়ই তাহার

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

অধিকার। সুতরাং সে নিত্যসিদ্ধ রাগাত্মক ব্রজপরিকরগণের আনুগত্যে যে ভক্তি করে, তাহাকে রাগানুগা ভক্তি বলা হয়।

রাগাত্মক ভক্তগণের শ্রীকৃষ্ণের প্রতি যে প্রেমময়ী তৃষ্ণা, তাহা স্বরূপশক্তিরই বৃত্তি। সেই বৃত্তি স্বীয় ভাবানুসারে শ্রীকৃষ্ণের সেবাসুখ ও মাধুর্যের আস্বাদনকে প্রতিমুহূর্তে নিত্যনূতনরূপে অনুভূত করায়। সেবা করিবার সময় মনে হয়, সত্যই যেন প্রথমবারই তাঁহার সেবা করা হইতেছে; পূর্বে কখনও এইরূপ সেবা করা হয় নাই। প্রথমবার সেবায় যেরূপ পরিপূর্ণ আগ্রহ থাকার কথা, প্রত্যেকবার সেবাতেই সেইরূপ আগ্রহ পরিলক্ষিত হয় এবং তাহাতে কখনও তৃপ্তি আসে না। এই রাগাত্মক ভক্তের আনুগত্য ব্যতীত এইরূপ স্বাভাবিক ভক্তিবৃত্তি জীবহৃদয়ে কখনও জাগিতে পারে না।

রাগাত্মক ভক্তগণের শ্রীকৃষ্ণের সুখান্বেষণের যে প্রবৃত্তি তাহা অপ্রাকৃত এবং স্বাভাবিকও। সৌভাগ্যবশতঃ এই বৃত্তির প্রতি যদি কাহার লোভ উদিত হয়, তবে সে শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় উপযুক্ত মহতের মাধ্যমে সেই ভক্তি করিবার অধিকার পায়। সুতরাং লোভই রাগানুগা ভক্তিতে অধিকারপ্রাপ্তির একমাত্র হেতু। বৈধী ভক্তিতে শ্রদ্ধা যেরূপ প্রাথমিক মহৎকৃপাসাপেক্ষ, রাগানুগা ভক্তিতে লোভও সেইরূপ রাগানুগ মহতের প্রাথমিক কৃপাসাপেক্ষ।

কেশব – রাগানুগভক্তিসাধনের ক্রম কী ?

শ্রীহরিদাস – বৈধী ও রাগানুগা উভয়েতে সাধনের অঙ্গ সমান। নিত্যসিদ্ধ রাগাত্মক ভক্তগণের আনুগত্যে প্রীতিযুক্ত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের যে ভজন করা যায়, তাহাকে রাগানুগা ভক্তি বলা যায়। এইরূপ রাগানুগ ভক্তের অহৈতুকী কৃপায়ই তাঁহার ভজনমার্গের অনুসরণে কাহারও কাহারও লোভ জাত হইয়া থাকে। এইরূপ সাধক প্রাথমিক অবস্থায় রজস্তমোগুণাচ্ছন্ন থাকায় তাহার আচরিত ভক্তি কর্মমিশ্রাই হইয়া থাকে। তাহার সেইরূপ ভক্তিকে সাধনভক্তি না বলিয়া সাধনক্রিয়া বা কর্মার্পণ বলা যায়। সে যে মহতের অনুসরণ করিতেছে, শ্রীকৃষ্ণপ্রীতিবিধান তাঁহার একমাত্র লক্ষ্য বলিয়া তাঁহার শিক্ষায় শিক্ষিত ও তাঁহার কৃপাশক্তিসঞ্চারিত হইয়া তাহার হৃদয়েও ভোগ-মোক্ষবাঞ্ছাপ্রতি স্বতঃ স্পৃহা থাকে না এবং তাহার লক্ষ্য কেবল শ্রীকৃষ্ণের সুখবিধানদিকেই থাকে। সে কর্মাধিকারী হইলেও মহৎকৃপায় তাহার এই ভাগ্যোদয় হইয়া থাকে। সে ভগবদধিষ্ঠানজ্ঞানে সর্বভূতাদরপূর্বক কর্মার্পণ করিতে করিতে ক্রমশঃ তাহার অনর্থনিবৃত্তি হইয়া গেলে সে জাতরতি ভূমিকায় উন্নীত হয়। বৈধ ও রাগানুগ উভয় প্রকার ভক্তিসাধকের এইস্থানে কর্মাধিকার লোপ হয়। শ্রীরূপপাদ এই জাতরতি ভূমিকাকেই ভক্তিসাধকভূমিকা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

"উৎপন্নরতয়ঃ সম্যঙ্নৈর্বিঘ্ন্যমনুপাগতাঃ।
কৃষ্ণসাক্ষাৎকৃতৌ যোগ্যাঃ সাধকাঃ পরিকীর্তিতাঃ ॥"
(শ্রীভ:র:সি: ২।১।২৭৬)

যাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণে রতি অর্থাৎ রত্যঙ্কুর জাত হইয়াছে অথচ যাঁহারা সম্পূর্ণরূপে বিঘ্নমুক্ত (অনর্থমুক্ত) হন নাই এবং শ্রীকৃষ্ণসাক্ষাৎকারের যোগ্যতা যাঁহাদের হইয়াছে, তাঁহারা শুদ্ধভক্তিসাধক বলিয়া কথিত হন। ইহার পূর্বাবস্থা হইল কর্মমিশ্র অধিকার। **শাস্ত্রে শুদ্ধভক্তিসম্বন্ধে যতকিছু উপদেশ, তাহা এই শুদ্ধভক্তিসাধকের জন্যই উদ্দিষ্ট, কর্মমিশ্র অধিকারীর জন্য নহে।** এই কথা সব সময় মনে না রাখিলে ভক্তিসাধক বা ভক্ত্যধিকারীর জন্য প্রদত্ত উপদেশ কর্মাধিকারীর জন্য প্রযুজ্য বলিয়া ভ্রমে পড়িয়া বিচারবিভ্রাট সৃষ্টি হইবে। বস্তুতঃ এইরূপ বিচারবিভ্রাট অধুনা প্রায় সর্বত্রই পরিলক্ষিত হয়। পরিণামে শুদ্ধভক্তিসাধকের প্রতি প্রদত্ত শাস্ত্রোপদেশকে কর্মমিশ্র-ভক্তিযাজী কর্মাধিকারী তাহার নিজের জন্য প্রযুজ্য মনে করিয়া তদনুযায়ী আচরণে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। কিন্তু উপযুক্ত অধিকারী নহে বলিয়া সেইরূপ সাধন হইতে সে কোন সুফল না পাইয়া ক্রমশঃ ভক্তির প্রতি শ্রদ্ধা হারাইয়া থাকে।

বৈধভক্তিসাধকের রতি হইল ঐশ্বর্যজ্ঞানপ্রধান। সে প্রাথমিক অবস্থায় যে কর্মার্পণ করে, তাহা কর্তব্যবুদ্ধিতেই হইয়া থাকে এবং সংসারমুক্তিবাঞ্ছা তাহাতে থাকে। সে জাতরতি ভূমিকায় উন্নীত হইবার পর প্রেমপ্রাপ্তির বাসনা তাহার হৃদয়ে উদিত হইলেও মুক্তিবাসনাও তাহাতে মিশ্রিত থাকে। কোন কোন ভক্ত মুক্তিবাসনাকে হৃদয় হইতে সম্পূর্ণ দূর করিয়া কেবল প্রেমসেবাই কামনা করিয়া থাকেন। সেইরূপ ভক্ত বিরল। কেবল শ্রীনারদ, শ্রীহনুমান্ ও পাণ্ডবগণ এই শ্রেণীর অন্তর্গত। ইঁহাদের প্রেমসেবায় মুক্তিবাসনা না থাকিলেও ইহা ঐশ্বর্যজ্ঞানমিশ্রা।

রাগানুগভক্তিসাধকের রতি হইল কেবলা অর্থাৎ ঐশ্বর্যজ্ঞানশূন্যা। বৈধভক্তিসাধক ও রাগানুগভক্তিসাধকের মধ্যে এইমাত্র পার্থক্য। রাগানুগা ভক্তিতে কর্মার্পণভূমিকা হইতে প্রেমের(ঐকান্তিক ভগবৎপ্রীতিবাঞ্ছার)ই প্রাধান্য। কর্মার্পণ ভূমিকায় অহঙ্কার মিশ্রিত থাকায় এই প্রীতিবাঞ্ছা আভাসরূপে পরিলক্ষিত হয়, কিন্তু জাতরতি ভূমিকায় এই প্রীতিবাঞ্ছা শুদ্ধা বা নির্মলা।

রাগানুগভক্তিসাধকের এই জাতরতি ভূমিকায়ই স্বরূপশক্তি যুগপৎ শ্রীগৌরকৃষ্ণে জাতরতি শ্রীগুরুদেবের হৃদয়ে ও শিষ্যের হৃদয়ে তার সিদ্ধদেহের পরিচয় দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাহার সিদ্ধদেহের নাম, বয়স ও সেবার স্বরূপ সম্বন্ধে প্রেরণা দেন। স্বরূপশক্তির

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

প্রেরণায় শ্রীগুরুদেবও শিষ্যকে তাহার সিদ্ধদেহসম্বন্ধে জানাইয়া বাহ্য যথাবস্থিত দেহে* শ্রীহরিনাম শ্রবণ-কীর্তনের সঙ্গে সঙ্গে অষ্টকাল উক্ত সিদ্ধদেহে স্বীয় অবস্থিতি চিন্তা করিয়া সিদ্ধদেহানুরূপ শ্রীকৃষ্ণের সেবাচিন্তায় নিমগ্ন থাকিতে উপদেশ দেন। সাধকও তদনুযায়ী সাধন করিয়া সাধনের পরিপক্ক অবস্থায় একবারমাত্র মুহূর্তের জন্য শ্রীকৃষ্ণের দর্শন পায়। শ্রীকৃষ্ণ তখন তাহাকে তাহার অন্তশ্চিন্তিত সিদ্ধদেহের অনুরূপ নিত্যসেবাযোগ্য দেহপ্রাপ্তির কথা বলিয়া অন্তর্হিত হন। তারপরও সে কিছুদিন এই সংসারে তাহার যথাবস্থিত দেহেই অবস্থান করে। তাহার সেই অবস্থাকে জীবন্মুক্ত অবস্থা বলা যায়।

রাগমার্গীয় ভক্তিসাধকের পার্ষদত্বপ্রাপ্তি

কেশব – রাগমার্গীয় জীবন্মুক্ত ভক্ত তাহার দেহত্যাগের পর কি বৈকুণ্ঠে যায়?

শ্রীহরিদাস – না না, রাগমার্গীয় ভক্তের দেহত্যাগের পর বৈধ ভক্তের ন্যায় সঙ্গে সঙ্গে পার্ষদত্বপ্রাপ্তি হয় না। এই যথাবস্থিত দেহে অবস্থান করিয়া সে যে প্রেম লাভ করিয়া থাকে, তাহা পরিপূর্ণ প্রেম নহে। প্রেমের পরিপূর্ণতা অর্থাৎ স্নেহ, মান, প্রণয়াদি পরিপাক অবস্থাপ্রাপ্তির জন্য যে ব্রহ্মাণ্ডে শ্রীকৃষ্ণ লীলা প্রকট করিয়া থাকেন, সেই ব্রহ্মাণ্ডে যোগমায়া তাহাকে গোপীগর্ভ হইতে জাত করান। সে মধুররসাশ্রিত ভক্ত হইয়া থাকিলে তাহাকে গোপকন্যারূপে কিংবা সখ্য বা দাস্যাদি রসাশ্রিত ভক্ত হইয়া থাকিলে গোপকুমাররূপে জাত করান। সেস্থানে নিত্যসিদ্ধ (রাগাত্মক বা রাগাত্মিকা) ব্রজবাসিগণের সঙ্গপ্রভাবে তাহার প্রেম পরিপাক অবস্থা প্রাপ্ত হয়। তখন সে এক মুহূর্তের জন্য একবার সপরিকর শ্রীকৃষ্ণের দর্শন পাইয়া অপ্রাকৃত দেহে তৎক্ষণাৎই শ্রীকৃষ্ণের নিত্যলীলায় প্রবেশ করে এবং নিত্যকাল শ্রীকৃষ্ণসেবানন্দসমুদ্রে নিমগ্ন থাকে। ইহাই রাগমার্গীয় ভক্তের পার্ষদত্বপ্রাপ্তি।

শ্রীগৌরহরিই রাগমার্গীয় ভক্তির প্রবর্তক

কেশব – শ্রীকৃষ্ণ শ্রীগীতায় শ্রীঅর্জুনকে ত রাগমার্গীয় ভক্তির উপদেশ দেন নাই। তবে তিনি ইহা কখন ও কাহাকে উপদেশ দিয়াছেন?

শ্রীহরিদাস – শ্রীকৃষ্ণ ভোক্তাশিরোমণি। তিনি ভোক্তৃভাব লইয়া এই জগতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তজ্জন্য কেবল ঐশ্বর্যমার্গের ভক্তিই তিনি শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন। তাঁহার শিক্ষানুযায়ী ভক্তি করিলে মুক্তি পাওয়া যাইবে, প্রেম পাওয়া যাইবে না। শ্রীকৃষ্ণ

*পিতামাতা হইতে প্রাপ্ত দেহকে যথাবস্থিত দেহ বলা হয়।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

কাহাকেও প্রেম দেন নাই কিংবা দেওয়াও তাঁহার পক্ষে সম্ভব নহে। এসম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবতের (৫।৬।১৮) শ্লোক আলোচ্য।

"রাজন্ পতির্গুরুরলং ভবতাং যদূনাং
দৈবং প্রিয়ঃ কুলপতিঃ ক্ব চ কিঙ্করো বঃ।
অস্ত্বেবমঙ্গ ভগবান্ ভজতাং মুকুন্দো
মুক্তিং দদাতি কর্হিচিৎ স্ম ন ভক্তিযোগম্॥"

অর্থাৎ হে রাজন্! ভগবান্ মুকুন্দ আপনাদের (পাণ্ডবগণের) ও যদুগণের পালক, গুরু, উপাস্য, বন্ধু ও কুলের নিয়ামক হইয়াছিলেন। অধিক বা কি বলিব, তিনি কোন সময়ে (ভক্তবাৎসল্যহেতু) আপনাদের কিঙ্করের কার্যও করিয়াছিলেন। যাঁহারা তাঁহার ভজন করেন তিনি তাঁহাদিগকে মুক্তি প্রদান করেন। কিন্তু কাহাকেও ভক্তিযোগ বা প্রেম দেন না।

তিনি কেন প্রেম দেন না, তাহার কারণ এইরূপ – তিনি প্রেমরসের ভোক্তা বলিয়া প্রেমের স্বরূপ কি, তাহা তিনি জানেন না। আবার তিনি সর্বময় প্রভু বলিয়া প্রীতিময়ী সেবার (রাগমার্গীয় ভক্তির) স্বরূপ কি ও তাহা কিরূপে করা যায়, সে বিষয়েও তাঁহার জ্ঞান নাই। অতএব রাগমার্গীয় ভক্তিসম্বন্ধে শিক্ষা দেওয়া তাঁহার পক্ষে সম্ভব নহে। অবশ্য ইহা তাঁহার অযোগ্যতা নহে, লীলাপুষ্টির জন্য যোগমায়া তাঁহাতে এই অযোগ্যতার আভাস সৃষ্টি করিয়াছেন। সীতাকে কে হরণ করিল, সর্বজ্ঞ প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের সে বিষয়ে অজ্ঞতা, শাল্বের দ্বারা মায়া বসুদেবের ছিন্ন মস্তক দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণের মোহ ও শ্রীরাধার সঙ্গে মিলিত হইবার আশায় সারারাত্রি অপেক্ষা করিয়াও শ্রীকৃষ্ণের বিফলমনোরথ হইয়া প্রত্যাবর্তন ইত্যাদি সর্বময় ভোক্তা শ্রীরাম ও শ্রীকৃষ্ণকে লীলারস আস্বাদনের চমৎকারিতা উপলব্ধি করাইবার উদ্দেশ্যে তাঁহাদের ইচ্ছায় শ্রীযোগমায়ারই কার্য।

সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের রাগমার্গীয় ভক্তিসম্বন্ধে জ্ঞান না থাকায় তিনি তাঁহার ভজনকারীকে মুক্তিই দিয়াছেন, কাহাকেও প্রেম দেন নাই। তাঁহার সেই অভাব দূর করিবার উদ্দেশ্যে তিনি শ্রীরাধারাণীর ভাবে বিভাবিত হইয়া ও তাঁহার কান্তি ধারণ করিয়া শ্রীগৌররূপে অবতীর্ণ হইলেন কেবল লোককে রাগমার্গীয় ভক্তি নিজে আচরণপূর্বক শিক্ষা দিয়া প্রেম দেওয়ার নিমিত্ত। শ্রীকৃষ্ণস্বরূপে যদি তিনি প্রেম দিতে পারিতেন, তবে শ্রীগৌরহরিরূপে তাঁহার এ জগতে প্রকট হইবার কোন আবশ্যকতা থাকিত না।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

শ্রীকৃষ্ণ যে কাহাকেও প্রেম দেন নাই তাহা শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদ তাঁহার রচিত শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতে বিশদভাবে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা পরে বলিব।

শ্রীগৌর-অবতারের বৈশিষ্ট্য এই যে, তিনিই প্রথমে এ জগদ্বাসীকে শ্রীরাধার তত্ত্ব জানাইলেন এবং শ্রীরাধা ও শ্রীব্রজগোপীগণের শ্রীকৃষ্ণের প্রতি যে স্বসুখবাসনাশূন্য বিমল প্রেম, তাহা নিজে আচরণপূর্বক শিক্ষা দিলেন। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের সেই গৌরস্বরূপের আরাধনা না করিলে শ্রীরাধার স্বরূপ, রাগমার্গীয় ভক্তির স্বরূপ ও প্রেমের স্বরূপ উপলব্ধির বিষয় হইবে না। সে অবস্থায় প্রেমলাভের বাসনা বা জীবের উদিত হইবে কিরূপে? যাঁহাদের প্রতি এই শ্রীগৌরহরির উপাসক (শ্রীগৌরানুগ) মহতের কৃপাদৃষ্টি আছে, তাঁহারাই কেবল শ্রীগৌরোপদিষ্ট রাগমার্গীয় ভক্তির প্রতি আকৃষ্ট হইতে পারিবেন এবং তদনুযায়ী ভজন করিয়া নিজকে গোপীপ্রেমলাভের যোগ্য করিতে পারিবেন।

অনর্থ

কেশব – আপনি যে অনর্থের কথা পূর্বে বলিলেন তাহা কি সে বিষয়ে কৃপা করিয়া বুঝাইয়া বলুন।

শ্রীহরিদাস – যাহা অর্থ বা পরমার্থ নহে, অর্থাৎ যাহা ভোগমোক্ষস্পৃহাদি দুর্বাসনা বা শ্রীকৃষ্ণকামনা ও কৃষ্ণভক্তিকামনা ভিন্ন অন্য কামনা, তাহাই অনর্থপদবাচ্য। এই অনর্থ সর্বদা ভক্তিসাধনে বাধা সৃষ্টি করে। ইহা সাধকের চিন্তাধারাকে ভক্তি হইতে দূরে টানিয়া লয়। ফলতঃ ভক্তিতে মনোনিবেশ সম্ভবপর হয় না। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তিপাদ তাঁহার রচিত 'মাধুর্যকাদম্বিনী' গ্রন্থে চারপ্রকার অনর্থের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। যথা – (১) দুষ্কৃতজাত, (২) সুকৃতজাত, (৩) অপরাধজাত ও (৪) ভক্তিজাত।

(১) দুষ্কৃতজাত অনর্থ – পূর্বজন্মকৃত পাপের ফলে জীবে অসদ্বস্তুর প্রতি অভিনিবেশ, রাগ, দ্বেষ ও পরশ্রীকাতরতা প্রভৃতি দেখা যায়। এই সকলকে দুষ্কৃতজাত অনর্থ বলা যায়। ইহা ভক্তিসাধনে বাধা সৃষ্টি করে।

(২) সুকৃতজাত অনর্থ – ইহা পূর্বজন্মকৃত পুণ্যহেতু জাত হইয়া থাকে। ইহার ফলে বিষয়ভোগপ্রতি প্রবল আসক্তি জাত হয়। এই অনর্থের বশবর্তী হইয়া সাধক ঐহিক ও পারলৌকিক সুখভোগআশায় সকামকর্মে অভিনিবিষ্ট থাকে। ফলে ভক্তিসাধন শিথিল হইয়া যায়।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

(৩) অপরাধজাত অনর্থ — অপরাধজাত অনর্থ বলিতে মুখ্যতঃ নামাপরাধকেই বুঝায়। বৈষ্ণবাপরাধ ও নামে অর্থবাদকল্পনা প্রভৃতি এই নামাপরাধেরই অন্তর্ভুক্ত। অপরাধের ফলে চিত্ত কঠিন হইয়া ভক্ত্যনুষ্ঠানপ্রতি ক্রমশঃ অশ্রদ্ধা জাত হয়। যে সাধুর কৃপা কৃষ্ণভক্তিজননের মূল, সেই সাধুর প্রতি অনাদর হইলে ভক্তিপথ চিরকালের জন্য রুদ্ধ হইয়া যায়। এই অপরাধজাত অনর্থ সম্বন্ধে শ্রীজীবপাদ যাহা উল্লেখ করিয়াছেন তাহা পরে বলিব।

(৪) ভক্তিজাত অনর্থ — ভক্তি করিয়াও যাঁহার উদ্দেশ্যে ভক্তি করা হইতেছে, তাঁহার সুখচিন্তা না করিয়া লোকের নিকট হইতে প্রশংসালাভ, দানাদি লাভ ও খ্যাতি লাভাদি বাসনাকে ভক্তিজাত অনর্থ বলা যায়। এইসব হইল অন্যাভিলাষিতা। ভক্তিসাধন সময়ে এই অন্যাভিলাষিতা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে সাধককে ভক্তিপথচ্যুত করিয়া দেয়।

অপরাধজাত অনর্থসম্বন্ধে শ্রীল জীবপাদ ও শ্রীল চক্রবর্তিপাদ

জন্মজন্মান্তরের সঞ্চিত অপরাধহেতু জীব অনর্থগ্রস্ত হইয়া থাকে। বিমুখ জীবমাত্রে অল্পবহুতে অপরাধী। এই অপরাধের মধ্যে সাধুনিন্দা ও নামে অর্থবাদ অর্থাৎ নামমাহাত্ম্যকে অতিস্তুতিজ্ঞান — এই দুইটি প্রবল। এই অপরাধহেতু জীব অনর্থকবলে পতিত হইয়া ভক্তিপথচ্যুত হইয়া থাকে। এই অনর্থ পাঁচপ্রকার বলিয়া শ্রীজীবপাদ শ্রীভক্তিসন্দর্ভ ১৫৩তম অনুচ্ছেদে উল্লেখ করিয়াছেন। যথা — (ক) কৌটিল্য, (খ) অশ্রদ্ধা, (গ) ভগবন্নিষ্ঠাচ্যুতিকারক ভক্তীতর বস্তুতে অভিনিবেশ, (ঘ) ভজন-শৈথিল্য ও (ঙ) নিজে খুব ভক্তি করি বলিয়া দম্ভ।

(ক) কৌটিল্য — বাহিরে পূজার আড়ম্বর করিয়াও অন্তরে বিশ্বাসের অভাবজনিত অশ্রদ্ধাকে কৌটিল্য বলা হয়। এইরূপ কুটিল ব্যক্তি বাহিরে শ্রীশ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের পূজার আড়ম্বর দেখাইলেও অন্তরে অশ্রদ্ধাহেতু তাহার সেই পূজা বা ভক্তি ব্যর্থ হইয়া যায়। বস্তুতঃ ইহা ভক্তি নহে, নিজের কোন স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে ভক্তির অভিনয়মাত্র। এইপ্রকার কুটিল ব্যক্তি কখনও শ্রীশ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবের কৃপার পাত্র হইতে পারিবে না। পক্ষান্তরে যে অকুটিল অর্থাৎ সরল ও মূঢ় (বিবেকশূন্য), সে ভক্তির আভাসাদির দ্বারাও কৃতার্থ হইয়া থাকে। শ্রীবিষ্ণুমন্দিরে প্রদত্ত প্রদীপের তৈলভক্ষণকারী মূষিকের ভক্ত্যাভাসফলে বৈকুণ্ঠপ্রাপ্তিই ইহার উদাহরণ। সে তার মূঢ়তাহেতু আপাততঃ অপরাধপ্রতিম কার্য করিলেও দীনদয়াল শ্রীভগবানের কৃপায় ভক্ত্যাভাসের ফল লাভ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছিল।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

(খ) অশ্রদ্ধা – শ্রীভগবানের মহিমা দর্শন ও লোকমুখে শ্রবণ করিয়াও বিপরীত ভাবনাহেতু সে বিষয়ে বিশ্বাসের অভাব দেখা যায়, যেরূপ শ্রীকৃষ্ণের বিশ্বরূপ প্রভৃতি দর্শন করিয়াও দুর্যোধনের তৎপ্রতি বিশ্বাসের অভাব। পক্ষান্তরে শ্রীপ্রহ্লাদমহারাজের শ্রীভগবানের মাহাত্ম্যে সুদৃঢ় বিশ্বাসহেতু তিনি তাঁহার পিতা হিরণ্যকশিপুকৃত অকথনীয় দুঃসহ অত্যাচারসমূহপ্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া অনুক্ষণ অবিচলিত বিষ্ণুস্মৃতিতে নিমগ্ন ছিলেন এবং সেই অবিচলিত বিষ্ণুস্মৃতিহেতু তৎপ্রতি কৃত সমস্ত অত্যাচার তাঁহাকে সামান্যতম কষ্ট না দিয়া সম্পূর্ণ বিফল হইয়াছিল। তিনিও গাঢ়বিষ্ণুস্মৃতিজনিত আনন্দে অনুক্ষণ নিমগ্ন থাকায় উক্ত অত্যাচারের কথা কিছুই উপলব্ধি করিতে পারেন নাই।

(গ) ভগবন্নিষ্ঠাচ্যুতিকারক ইতরবস্তুর প্রতি অভিনিবেশ – দুরন্ত অপরাধ থাকিলে ভগবন্নিষ্ঠাচ্যুতিকারক ইতরবস্তুর প্রতি গাঢ় অভিনিবেশ জাত হইয়া সাধককে ভক্তিপথচ্যুত করিয়া দেয়। যাহারা অজাতরতি কর্মার্পণকারী, পূর্ব অপরাধহেতু তাহাদের রজোগুণের প্রাবল্য দেখা যায়। ভক্তিসাধনসময়ে এই রজোগুণ তাহাদের চিত্তকে বিক্ষিপ্ত করিয়া ভক্তীতরচিন্তায় অভিনিবিষ্ট করায়, যাহার ফলে তাহারা ভক্তিপথচ্যুত হইয়া যায়। শতচেষ্টাসত্ত্বেও তাহা হইতে নিজকে নিবৃত্ত করা সম্ভবপর হয় না। নিজের এই দুর্দৈবকথা উপলব্ধি করিয়া তাহা হইতে উদ্ধারলাভ নিমিত্ত শ্রীগুরুদেব, শ্রীবৈষ্ণববৃন্দ ও শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দের শ্রীপাদপদ্মে সক্রন্দন ব্যাকুল প্রার্থনাই একমাত্র উপায়।

ইহা হইল অজাতরতি কর্মার্পণকারীর কথা। শ্রীভরত মহারাজের ন্যায় জাতরতি ভক্তগণও তাঁহাদের অপরাধাত্মক প্রারব্ধ কর্মহেতু ভগবন্নিষ্ঠাচ্যুতিকারক ইতর বস্তুতে অভিনিবিষ্ট হইয়া ভজন হইতে চ্যুত হইয়া থাকেন। অবশ্য এই চ্যুতি তাহাদের সাময়িক। জাতরতি হওয়ায় তাহাদের সাধারণ প্রারব্ধ নাই। সেই কারণে তাহারা তীব্র আর্তিযুক্ত ভজনদ্বারা সিদ্ধিলাভ করিয়া থাকেন।

এ বিষয়ে শ্রীল জীবপাদ উল্লেখ করিয়াছেন যে, প্রাচীন অপরাধাত্মক পারব্ধ কর্মই শ্রীভরতের ন্যায় জাতরতি ভক্তগণকেও ভক্তিপথচ্যুত করিয়া দেয়। আবার বলিয়াছেন যে, শ্রীভগবানের ইচ্ছাতেই জাতরতি ভক্তের তাঁহার প্রতি উৎকণ্ঠাবৃদ্ধির উদ্দেশ্যে প্রারব্ধের সৃষ্টি হইয়া থাকে। মৃগদেহপ্রাপ্ত শ্রীভরতের এইরূপ উৎকণ্ঠার কথা শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত হইয়াছে। (শ্রীভ:স: ১৫৭-১৫৮ অনু:)

পূর্ব জন্মে শ্রীনারদের ভগবদ্বিষয়ে রতি উৎপন্ন হইয়া থাকিলেও তাঁহার উৎকণ্ঠাবর্ধন নিমিত্ত শ্রীভগবান্ তাঁহার হৃদয়ে কষায় অর্থাৎ কামাদি মলের সংসর্গ রাখিয়াছিলেন। শ্রীমদ্ভাগবতের (১।৬।২২) শ্লোক হইতে তাহা জানা যায়।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তিপাদ উল্লেখ করিয়াছেন যে, প্রারব্ধ দুইপ্রকার; যথা – শোভন ও অশোভন। সন্তানের দৃষ্টিশক্তিবৃদ্ধি উদ্দেশ্যে মাতা যেরূপ তা'র চক্ষুতে অঞ্জন লেপন করিয়া তাহাকে আপাততঃ দুঃখ দেয়, তদ্রূপ ভক্তবৎসল শ্রীভগবান্‌ও তাঁহার প্রতি জাতরতি ভক্তের উৎকণ্ঠাবৃদ্ধির উদ্দেশ্যে স্বয়ং তাহার প্রারব্ধ সৃষ্টি করিয়া থাকেন। এই প্রারব্ধ তাহার স্বীয় কর্মফলজনিত নহে। ইহার দ্বারা ভক্ত ইতর বস্তুতে অভিনিবিষ্ট হইয়া সাময়িকভাবে তাহার ভজন হইতে চ্যুতি ঘটিলেও শ্রীভগবানের প্রতি উৎকণ্ঠাবৃদ্ধিহেতু তাহার প্রেমপ্রাপ্তি ত্বরান্বিত হইয়া থাকে। আর অশোভন প্রারব্ধ হইল স্বীয় কর্মফলজনিত সাধারণ প্রারব্ধ।

শ্রীল জীবপাদ ও শ্রীল চক্রবর্তিপাদের উক্তি হইতে জানা যায় যে, জাতরতি ভক্তের সাধারণ প্রারব্ধ থাকে না। পূর্ব দুরন্ত অপরাধজনিত প্রারব্ধ আপাততঃ ভক্তকে ভক্তিপথচ্যুত করিয়া দিলেও পরবর্তিকালে আর্তিবৃদ্ধি হইয়া তাহার প্রেমপ্রাপ্তি ত্বরান্বিত হইয়া থাকে। ভগবৎসৃষ্ট প্রারব্ধ বা প্রারব্ধাভাসও সেইরূপ ভক্তের তীব্র উৎকণ্ঠাবৃদ্ধিতে সহায়কই হইয়া থাকে। জাতরতি ভক্ত, যাহার প্রারব্ধ নাই সেও যখন পূর্ব অপরাধাত্মক প্রারব্ধহেতু ভক্তিপথচ্যুত হইতেছে, অজাতরতি কর্মার্পণকারী যে পূর্ব অপরাধহেতু অবশ্যই ভক্তিপথচ্যুত হইবে, ইহা বলা নিষ্প্রয়োজন। সুতরাং সাধুনিন্দা ও শ্রীহরিনামে অর্থবাদরূপ অপরাধের প্রতি ভক্তিসাধকের সর্বদা সতর্ক থাকা উচিৎ। এই অপরাধের হাত হইতে উদ্ধারলাভের জন্য সর্বদা শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের শ্রীচরণে সক্রন্দন ব্যাকুল প্রার্থনা জানাইতে হইবে।

(ঘ) ভজনশৈথিল্য – এই ভজনশৈথিল্য বা ভক্তিশৈথিল্যহেতু জাগতিক সুখদুঃখে নিষ্ঠাহেতুক উল্লাস হয়। ইহার দ্বারা ভক্তিপ্রতি শিথিলতা জাত হইয়া সুখভোগপ্রতি চিত্ত অধিক আকৃষ্ট হইয়া থাকে। কোন কোন সৎসাধকের এই মনুষ্যদেহরক্ষার জন্য যে ইচ্ছা, তাহা উপাসনাবৃদ্ধিলোভেই হইয়া থাকে। ইহাতে কেবলমাত্র দেহরক্ষার জন্যই ইচ্ছা হইয়া থাকে। ইহার দ্বারা ভক্তিনিষ্ঠতার হানি হয় না। কিন্তু বিবেক ও সামর্থ্যযুক্ত ব্যক্তিরও যদি ভক্তিপ্রতি নিষ্ঠা দেখা না যায় তাহা হইলে তাহার ভক্তিশৈথিল্য আছে অনুমান করিতে হইবে। মধ্যে মধ্যে ভক্তিরুচিদ্বারাও এইরূপ ভক্তিশৈথিল্য যদি দূর না হয়, তাহা হইলে পূর্ব অপরাধই তাহার কারণ বলিয়া জানিতে হইবে। কিন্তু এইরূপ অপরাধ সম্বন্ধে যাহার কোন জ্ঞান নাই, সেইরূপ মূঢ় ও অসমর্থ ব্যক্তির প্রতি দীনদয়াল শ্রীভগবানের সমধিক কৃপাহেতু ভক্তির স্বল্প অনুষ্ঠানেই তাহার সিদ্ধি হইয়া থাকে। এইরূপ অবস্থায় বিবেক ও সামর্থ্যযুক্ত ব্যক্তির

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ভজনকালে যদি অপরাধ উপস্থিত হয়, তবে তাহা অত্যন্ত দৌরাত্ম্যমূলক বলিয়া বুঝিতে হইবে। কিন্তু মূঢ় ও অসমর্থ ব্যক্তির অতি দৌরাত্ম্য না থাকায় অপরাধ হয় না। অতি দৌরাত্ম্যহেতু বিদ্বান্ ও সমর্থ শতধনুর পরবর্তী সময়ে ভগবদুপাসনার অনুষ্ঠান সত্ত্বেও বিঘ্নসংঘটন সঙ্গত বলিয়া মনে হয়। পক্ষান্তরে মূঢ় মূষিক প্রভৃতির অপরাধসত্ত্বেও সিদ্ধিলাভ যুক্তিযুক্তই হয়। কারণ দৌরাত্ম্যের অভাবহেতু ভক্তির স্বাভাবিক প্রভাবই তাহার তৎকালীন তৈলপানজনিত অপরাধকে অতিক্রম করিয়া সিদ্ধিলাভ করাইল।

(৬) নিজে খুব ভক্তি করি বলিয়া দম্ভ – ভক্তির অনুষ্ঠানাদিকৃত অহঙ্কাররূপ দোষ অপরাধমূলকই হইয়া থাকে। কারণ তাহা বৈষ্ণব-অবমাননাদি অন্যান্য অপরাধ ঘটায়। যেরূপ দক্ষের পূর্বজন্ম। তিনি শিবের প্রতি যে অপরাধ করিয়াছিলেন তাহার ফলে প্রচেতসরূপে জন্মগ্রহণ পরেও শ্রীনারদের চরণে তাঁহার আবার অপরাধ হইয়াছিল। সুতরাং নিজে ভক্তি করি বলিয়া যে অহঙ্কার, ইহা পূর্ব অপরাধেরই ফল। ভক্তিসাধকের তৎপ্রতি সর্বদা সতর্ক থাকা উচিত। কারণ ইহা ঘোর ভক্তিবিঘাতক।

অনর্থ দূর হইবার উপায়

কেশব – অনর্থ দূর হইবে কিরূপে ?

শ্রীহরিদাস – অনর্থ হইল ভক্তিবিপরীত বাসনা। সর্বদা সাধুসঙ্গে থাকিয়া শ্রীকৃষ্ণের সুখানুসন্ধানাবেশ লাভ করিবার উদ্দেশ্যে সক্রন্দন প্রার্থনাপূর্বক শ্রদ্ধাসহকারে সমস্ত ভক্ত্যঙ্গ যাজন (কর্মার্পণ) করিতে হইবে। তাহা হইলে মহৎকৃপায় ক্রমশঃ শ্রীকৃষ্ণের সুখানুসন্ধানস্পৃহা যত বৃদ্ধি হইতে থাকিবে, অনর্থ ততই দূর হইতে থাকিবে। কর্মার্পণের সঙ্গে সঙ্গে ভগবদধিষ্ঠানজ্ঞানে সর্বভূতাদর অবশ্য কর্তব্য। সাধুকৃপা ব্যতীত নিজচেষ্টায় অনর্থের হাত হইতে রক্ষালাভ সম্পূর্ণ অসম্ভব।

এই অনর্থনিবৃত্তি পাঁচপ্রকার; যথা – (১) একদেশবর্তিনী, (২) বহুদেশবর্তিনী, (৩) প্রায়িকী, (৪) পূর্ণা ও (৫) আত্যন্তিকী।

অল্প পরিমাণে আংশিক অনর্থনিবৃত্তিকে একদেশবর্তিনী, বহুপরিমাণে আংশিক অনর্থনিবৃত্তিকে বহুদেশবর্তিনী, প্রায় সমস্ত অনর্থনিবৃত্তির পরও স্বল্পমাত্র অনর্থের বিদ্যমানতাকে প্রায়িকী এবং সম্পূর্ণ অনর্থনিবৃত্তিকে পূর্ণা বলা হয়। সম্পূর্ণ অনর্থনিবৃত্তির পরেও পুনঃ অনর্থোদয়ের সম্ভাবনা থাকে। যে অনর্থনিবৃত্তির পর পুনর্বার অনর্থোদ্গমের সম্ভাবনা না থাকে, তাহাকে আত্যন্তিকী অনর্থনিবৃত্তি বলা হয়। শ্রীল রূপপাদ শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু(১।৩।৫৪-৫৫)তে উল্লেখ করিয়াছেন যে, জাতভাব ব্যক্তিরও বৈষ্ণবাপরাধফলে ভাব সম্পূর্ণ নষ্ট হইয়া যায়। জাতভাব ভক্তের যখন

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

বৈষ্ণবাপরাধফলে এইরূপ অবস্থা হয়, তখন নিম্নাধিকারী সাধকের কথা বা কি বলিব ! অতএব ভক্তিসাধকের বৈষ্ণবাপরাধবিষয়ে সর্বদা সতর্ক থাকা উচিত। কাহার নিকট অপরাধ হইয়াছে যদি জানা যায়, তবে অনুতপ্ত হইয়া ক্ষমাভিক্ষা করিবে। আর যাহার নিকট অপরাধ হইয়াছে যদি জানা না থাকে কিংবা যাহার চরণে অপরাধ হইয়াছে তিনি যদি প্রকট না থাকেন, তবে উক্ত অপরাধ ক্ষালনের উদ্দেশ্যে অনুতপ্ত হইয়া সর্বদা ব্যাকুল ক্রন্দনপূর্বক শ্রীনামকীর্তন করিতে হইবে।

অপরাধজাত অনর্থের নিবৃত্তি — ভজনক্রিয়ার(কর্মার্পণের)পর একদেশবর্তিনী; ভজনক্রিয়ার পরিপাক অবস্থায় নিষ্ঠার উৎপত্তিতে বহুদেশবর্তিনী; রতির উদয়ের পর প্রায়িকী; প্রেমের উৎপত্তিতে পূর্ণা ও শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মলাভান্তে আত্যন্তিকী হইয়া থাকে।

দুষ্কৃতজাত অনর্থের নিবৃত্তি — ভজনক্রিয়ার পর প্রায়িকী, নিষ্ঠার উৎপত্তিতে পূর্ণা ও শ্রীভগবানে আসক্তির উদয়ের পর আত্যন্তিকী হইয়া থাকে।

ভক্তিজাত অনর্থের নিবৃত্তি — ভজনক্রিয়ার আরম্ভে একদেশবর্তিনী, নিষ্ঠার উদয়ে পূর্ণা এবং রুচি জাত হইলে আত্যন্তিকী হইয়া থাকে।

মাধুর্যকাদম্বিনীর এই বর্ণনা হইতে জানা যায় যে, অপরাধজাত অনর্থের প্রভাব সিদ্ধি পর্যন্ত থাকিবে। সেই কারণে সাধকের সর্বদা ব্যাকুল হৃদয়ে সক্রন্দন প্রার্থনা করিয়া এই অনর্থের হাত হইতে উদ্ধারলাভের চেষ্টা করা উচিত।

এই অনর্থ রজস্তমোগুণেরই কার্য। অনর্থ দূর হওয়ার অর্থ জীবহৃদয় হইতে রজস্তমোগুণ দূর হওয়া। বিক্ষেপ হইল রজোগুণের কার্য এবং লয় হইল তমোগুণের কার্য। রজোগুণ দূর হইলে ভক্তীতর চিন্তায় চিত্তবিক্ষেপ হয় না ও তমোগুণ দূর হইলে লয় অর্থাৎ ভজনসময়ে নিদ্রা আসে না। তারপর সাধক নিষ্ঠাযুক্ত হইয়া ভজন করে। 'নিষ্ঠা'র অর্থ 'অবিক্ষেপেণ সাতত্যম্' বলিয়া দুর্গমসঙ্গমনী টীকায় শ্রীজীবপাদ উল্লেখ করিয়াছেন। অর্থাৎ জাতরতি সাধক লয় ও বিক্ষেপশূন্য হইয়া অনুক্ষণ ভজনে নিযুক্ত থাকে।

কর্মাধিকারে লীলাস্মরণ

কেশব — আপনি ত বলিলেন যে, কোনমতে শ্রীবিষ্ণুস্মৃতিই সমস্ত সাধনের মূলমন্ত্র। মনে করুন মধুররসে ভজন করিতে আমার স্পৃহা হইয়াছে, কিন্তু আমি কর্মাধিকারী, জাতরতি ভূমিকায় উন্নীত হই নাই। সেইরূপ অবস্থায় ভক্তিসাধকের প্রতি উপদিষ্ট অষ্টকালীন লীলাস্মরণ ইত্যাদি করিলে কি. এইরূপ করিতে করিতে আমি

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ক্রমশঃ শুদ্ধ অধিকারে পঁহুছিতে পারিব না ? যেকোন প্রকারে আমার স্মরণ ত হইতেছে। সুতরাং কর্মাধিকারে এই লীলাস্মরণে ক্ষতি কী ?

শ্রীহরিদাস – তুমি এই যে প্রশ্ন করিলে ইহা কেবল তোমার প্রশ্ন নহে, প্রায় অধিকাংশ লোকেরই এই ভ্রান্তধারণা রহিয়াছে। সকলেই মনে করে যে, অভ্যাস করিতে করিতে ভক্তি হইয়া যাইবে। কিন্তু এই বিচার সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক। তুমি ত নিজেই স্বীকার করিতেছ যে তুমি কর্মাধিকারী। পূর্বেই বলিয়াছি যে, কর্মাধিকারীর অহঙ্কার থাকে বলিয়া সেই অহঙ্কার মিশ্রিত হইয়া তাহার অনুষ্ঠিত তথাকথিত ভক্তিও কর্মে পরিণত হইয়া যায়। তাহাতে ভক্তির আকারমাত্র থাকায় তাহাকে কর্মমিশ্রা ভক্তি বলা হয়। কিন্তু শ্রীজীবপাদ ইহাকে স্বরূপতঃ কর্ম বলিয়া শ্রীভক্তিসন্দর্ভ ২১৭তম অনুচ্ছেদে উল্লেখ করিয়াছেন। উক্ত কর্মের ফল শ্রীভগবান্‌কে অর্পণদ্বারা তাহা ভক্তি আখ্যা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। সুতরাং স্বরূপতঃ ইহা কর্মার্পণই।

কর্ম ও ভক্তি দুইটি সম্পূর্ণ পৃথগ্‌বস্তু। কর্ম করিতে করিতে ক্রমশঃ তাহা কিরূপে ভক্তিতে পরিণত হইয়া যাইবে ? পিতল অনেকাংশে সোনার মত দেখা যায়। তবে পিতলকে খুব ঘষিয়া চিক্‌কণ করিলেও কি তাহা কখনও সোনা হইতে পারে ? অতএব কর্ম করিতে করিতে ক্রমশঃ ভক্তি হইয়া যাইবে বলিয়া লোকের যে ভ্রান্তধারণা তাহা সম্পূর্ণরূপে তাহাদের অজ্ঞতাপ্রসূত বলিয়া বুঝিতে হইবে।

কেশব – শ্রীল রূপগোস্বামিপ্রভু তাঁহার রচিত 'উপদেশামৃতে'র সপ্তম শ্লোকে উল্লেখ করিয়াছেন –

"স্যাৎ কৃষ্ণনামচরিতাদি-সিতাপ্যবিদ্যা-
পিত্তোপতপ্তরসনস্য ন রোচিকা নু।
কিন্ত্বাদরাদনুদিনং খলু সৈব জুষ্টা
স্বাদ্বী ক্রমাদ্ভবতি তদ্‌গদমূলহন্ত্রী ॥"

অর্থাৎ হায় ! যে লোকের জিহ্বা অবিদ্যারূপ পিত্তদ্বারা অতিশয় তপ্ত, শ্রীকৃষ্ণের নাম-চরিতরূপ মিশ্রি তাহার রুচিকর হয় না। কিন্তু প্রত্যহ আদরসহকারে সেই শ্রীকৃষ্ণনামাদিরূপ মিশ্রি সেবন করিলে ক্রমশঃ তাহা স্বাদু হইয়া অবিদ্যারূপ পিত্তরোগ নির্মূল করিবার কারণ হয়।

পিত্তদোষদুষ্ট জিহ্বায় মিশ্রি তিক্ত বোধ হয়; কিন্তু তাহা নিয়ম করিয়া খাইলে যেরূপ ক্রমশঃ পিত্তরোগ নাশ হইয়া মিশ্রির মিষ্টত্ব অনুভূত হয়, সেইরূপ অবিদ্যারূপ পিত্তদোষ শ্রীহরিনামরূপ মিশ্রির পুনঃ পুনঃ সেবনে দূর হইলে শ্রীহরিনামের অপ্রাকৃতত্ব ক্রমশঃ অনুভূতির বিষয় হইয়া তাহাতে রুচি জাত হইবে। সুতরাং কর্মাধিকারে

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

রজস্তমোগুণজনিত বিক্ষেপ ও লয় থাকিতে থাকিতেও শ্রীকৃষ্ণনাম করিলেই ত তাহা ক্রমশঃ দূর হইয়া নামে রুচি হইবে। এই বিচার কী ভুল ?

শ্রীহরিদাস – অধিকার দুইপ্রকার; যথা – অজাতরতি ও জাতরতি। সাধক যেপর্যন্ত কর্মাধিকারী থাকিবে, সেপর্যন্ত সে অজাতরতি ও তাহার ভক্তিসাধন কর্মমিশ্র। আর কর্মাধিকার দূর হইলে সাধককে জাতরতি বলা যায়। সেই জাতরতি ভূমিকাই শুদ্ধভক্তিসাধনের উপযুক্ত ভূমিকা। শ্রীল রূপপাদ তাঁহার রচিত উপদেশামৃতে যেসব উপদেশ দিয়াছেন তাহা কেবল ভক্তিসাধকের জন্যই উদ্দিষ্ট। ইহা কর্মাধিকারীর জন্য উদ্দিষ্ট নহে। এই মূল কথাটি ভুলিয়াই সব বিচারবিভ্রাট হইতেছে। তাঁহার এইসব শ্লোক যে অজাতরতি কর্মাধিকারীর জন্য নহে, কেবল শুদ্ধভক্ত্যধিকারীর জন্যই উদ্দিষ্ট, ইহার পরশ্লোকটি অর্থাৎ অষ্টম শ্লোকটি আলোচনা করিলে তাহা বুঝিতে পারিবে। অষ্টম শ্লোকটি হইল –

"তন্নাম-রূপ-চরিতাদি-সুকীর্তনানু-
স্মৃত্যোঃ ক্রমেণ রসনামনসী নিযোজ্য।
তিষ্ঠন্ ব্রজে তদনুরাগি-জনানুগামী
কালং নয়েদখিলমিত্যুপদেশসারম্॥"

(সাধু-শাস্ত্রোপদিষ্ট) ক্রমানুসরণে শ্রীকৃষ্ণের নাম, রূপ, লীলা প্রভৃতির উত্তমরূপে কীর্তন ও অনুসরণদ্বারা জিহ্বা ও মনকে নিযুক্ত করিয়া এবং ব্রজে বাসপূর্বক শ্রীকৃষ্ণানুরাগী জনের অনুগত হইয়া নিখিল কাল যাপন করিবে। ইহাই উপদেশের সার।

শ্রীকৃষ্ণনাম যে মুক্তগণের উপাস্য তাহা সেই শ্রীরূপপাদই তাঁহার রচিত শ্রীনামাষ্টকের প্রথম শ্লোকে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তাহা এইরূপ –

"নিখিলশ্রুতিমৌলিরত্নমালাদ্যুতিনীরাজিতপাদপঙ্কজান্ত !
অয়ি মুক্তকুলৈরুপাস্যমানং পরিতস্ত্বাং হরিনাম সংশ্রয়ামি॥"

হে হরিনাম ! নিখিল শ্রুতিগণের শিরস্থিত রত্নমালার প্রভানিকরদ্বারা আপনার পাদপদ্মনখের শেষ সীমা নীরাজিত হইয়াছে এবং মুক্তকুল নিরন্তর আপনার উপাসনা করিতেছেন। আমি আপনার সর্বতোভাবে আশ্রয় করিতেছি।

আবার শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে তিনি উল্লেখ করিয়াছেন –

"অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেদ্গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ।
সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ॥"

(শ্রীভ:র:সি: ১।২।২৩৪)

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের নামাদি (নামরূপগুণলীলাদি) জীবের জড়েন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহেন। সেবোন্মুখজিহ্বাদিতে শ্রীনাম স্বতঃস্ফূর্ত হইয়া থাকেন।

এস্থানে 'সেবোন্মুখ' বলিতে জাতরতিকেই বুঝায়। ইহা পরে বলিব।

প্রাকৃত (রজস্তমোগুণাক্রান্ত) ইন্দ্রিয়ে যে শ্রীকৃষ্ণনাম গ্রহণযোগ্য নহে, তাহা সংকীর্তনৈকপিতা স্বয়ং শ্রীগৌরহরিও বলিয়াছেন –

"অতএব কৃষ্ণের নাম দেহ বিলাস।
প্রাকৃতেন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে হয় স্বপ্রকাশ॥"
(শ্রীচৈ:চ:মধ্য ১৭।১২৯)

এসম্বন্ধে শ্রীগৌরহরি আরও শ্রীল সনাতনগোস্বামীকে বলিয়াছেন –

" 'বাহ্য' 'অন্তর' ইহার দুই ত সাধন।
বাহ্য – সাধকদেহে করে শ্রবণ-কীর্তন॥
মনে – নিজ সিদ্ধদেহ করিয়া ভাবন।
রাত্রিদিনে করে ব্রজে কৃষ্ণের সেবন॥"
(শ্রীচৈ:চ:মধ্য ২২।৮৯-৯০)

অর্থাৎ শুদ্ধভক্তির সাধন হইল দুইপ্রকার; যথা – 'বাহ্য' ও 'অন্তর'। বাহ্যসাধন – যথাবস্থিত দেহে শ্রীহরিনাম শ্রবণকীর্তন। অন্তর – মনে মনে শ্রীগৌর-কৃষ্ণে জাতরতি শ্রীগুরুপ্রদত্ত সিদ্ধদেহে (অন্তশ্চিন্তিত সিদ্ধদেহে) নিজের অবস্থিতি চিন্তা করিয়া ব্রজবাসপূর্বক অষ্টকাল উক্ত সিদ্ধদেহানুরূপ শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের সেবায় নিমগ্ন থাকা।

রজস্তমোগুণাবিষ্ট কর্মাধিকারী জীবের পক্ষে যথাবস্থিত দেহে শ্রীহরিনাম কীর্তন করার সঙ্গে সঙ্গে অন্তশ্চিন্তিত সিদ্ধদেহে অষ্টকাল শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের সেবাচিন্তা (লীলাস্মরণ) সম্ভব কী ? অষ্টকাল বলিতে ইহাতে শয়নের সময় নাই। শ্রীল হরিদাস ঠাকুর দৈনিক তিন লক্ষ মহামন্ত্র জপ করিতেন। তজ্জন্য প্রায় চব্বিশ ঘণ্টা সময় লাগিয়া যাইত। তাহা হইতে নিজের স্নানভোজনাদি কৃত্যের জন্য নিহাৎ যতটুকু সময় আবশ্যক, কেবল সেইটুকু মাত্র সময় ব্যয় করিয়া বাকি সময় শ্রীনামজপে বিনিযোগ করিতেন। এ অবস্থায় তাঁহার শয়নের সময় ছিল কোথায় ? সুতরাং তাঁহারাই রাগানুগভক্তিসাধনের বাস্তব আদর্শ দেখাইয়া গিয়াছেন। অন্তর শুদ্ধ না করিয়া রজস্তমোগুণাবিষ্ট অবস্থায় তাহাদের বাহ্য অনুকরণ করিলে মঙ্গলের পরিবর্তে পতনই সার হইবে।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

কেবল জাতরতি সাধকই লীলাস্মরণের অধিকারী

কেশব – শ্রীমদ্ভাগবতের (১০।৩৩।৩৯) শ্লোকে ত শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বলিয়াছেন – যে শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া ব্রজবধূগণের সহিত অনুষ্ঠিত শ্রীকৃষ্ণের এই রাসাদি ক্রীড়ার কথা শ্রবণ করিবে কিংবা সেইভাবে ইহা বর্ণন করিবে, সেই ধীর ব্যক্তি সত্বর ভগবদ্বিষয়ে পরা ভক্তি লাভ করিয়া অতি শীঘ্র হৃদ্‌রোগ অর্থাৎ কাম পরিহার করিবে। শ্রীশুকদেবের এই উপদেশে আমরা কর্ম্মাধিকারী হইলেও আমাদের জন্য এইসব রাসাদি লীলাকথা আলোচনা ত নিষিদ্ধ হয় নাই ?

শ্রীহরিদাস – তুমি আবার সেই প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি করিলে। ইহা কেবল জাতরতি ভক্ত্যধিকারীর নিমিত্তই উদ্দিষ্ট, সাধারণ কর্ম্মাধিকারীর নিমিত্ত নহে। এই শ্লোকের টীকায় শ্রীজীবপাদ শ্রীভক্তিসন্দর্ভ ৩৩৮তম অনুচ্ছেদে যাহা উল্লেখ করিয়াছেন তাহা বলিতেছি – "অত্র সামান্যতোঽপি পরমাত্বসিদ্ধে তত্রাপি পরমপ্রেষ্ঠ-শ্রীরাধাসম্বলিত-লীলাময় তদ্ভজনন্তু পরমতমমেবেতি স্বতঃ সিধ্যতি। কিন্তু রহস্যলীলা তু পৌরুষ-বিকারবদিন্দ্রিয়ৈঃ পিতৃপুত্রদাসভাবৈশ্চ নোপাস্যা – স্বীয়ভাববিরোধাৎ।" অর্থাৎ এস্থলে সাধারণভাবে শ্রীকৃষ্ণভক্তি পরমারূপে সিদ্ধ হইলেও তন্মধ্যে পরমপ্রেষ্ঠ শ্রীরাধাসম্বলিত লীলাময় তদীয় ভজন যে পরমতম, ইহা স্বতঃসিদ্ধই হইতেছে। পরন্তু এই রহস্যলীলা মানবসুলভ ইন্দ্রিয়বিকারযুক্ত এবং পিতা, পুত্র ও দাসভাবাশ্রিত ব্যক্তি(সাধক)গণের ভাবের বিরোধী বলিয়া তাহাদের উপাসনার যোগ্য নহে।

মানবসুলভ ইন্দ্রিয়বিকারগ্রস্ত সাধকগণ হইলেন অজাতরতি কর্ম্মাধিকারী। জাতরতিসাধক এই দোষ হইতে প্রায় মুক্ত। সেই কারণে গোপীগণের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের যে রাসাদি লীলা তাহা যে কেবল জাতরতি সাধকগণের শ্রবণীয়, কীর্তনীয় ও স্মরণীয়, শ্রীজীবপাদের সিদ্ধান্তে ইহা সুস্পষ্ট হইয়াছে। ইহাতে আর বিতর্কের প্রয়োজন নাই।

অপক্ক অবস্থায় গৃহত্যাগের কুফল

কেশব – যাহারা গৃহত্যাগ করিয়া বেশাশ্রয়ী হইয়াছেন এবং বৈষ্ণবসদাচার পালনপূর্বক নিয়ম করিয়া দৈনিক এক লক্ষ কিংবা দুই লক্ষ মহামন্ত্র জপ করিবার সঙ্গে সঙ্গে লীলাস্মরণও করিতেছেন, তাহাদের কি কিছুই ফল হইবে না ?

শ্রীহরিদাস – ইহা একটি খুব জটিল প্রশ্ন করিলে। ইহাতে পরদোষদর্শনের যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে। সেইজন্য প্রথমে অনন্তকোটি বৈষ্ণববৃন্দের শ্রীচরণে ক্ষমাভিক্ষা করিয়া তোমার প্রশ্নের উত্তর দিতেছি। কাহারও নিন্দা করা সম্পূর্ণ ভক্তিবিরুদ্ধ ও শ্রীগৌরহরির শিক্ষার বিরুদ্ধ। আমি কাহারও নিন্দা করিয়া তোমার প্রশ্নের উত্তর

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

দিতেছি না। কারণ উচ্চ-নীচ সর্বজীব আমার নমস্য। কেবল শাস্ত্রোপদেশ ও মহাজনগণের আচরণ ও শিক্ষাভিত্তিক উপদেশকে আধার করিয়া তোমার প্রশ্নের যাহা উত্তর হইবে, তাহাই বলিতেছি।

তোমার প্রশ্নে পাঁচটি বিষয় আছে; যথা – (১) গৃহত্যাগ, (২) বেশাশ্রয়, (৩) বৈষ্ণবসদাচার পালন, (৪) শ্রীমহামন্ত্র কীর্তন ও (৫) লীলাস্মরণ। এই পাঁচটি কার্যের যথার্থতার বিষয় আমি তোমাকে বুঝাইয়া বলিতেছি।

প্রত্যেক কার্যের জন্য অধিকার আবশ্যক। অধিকার না থাকিয়া যে কার্য করা যায়, তাহা সুফলের পরিবর্তে কুফলই দিয়া থাকে। বেদে চারটি আশ্রমের ব্যবস্থা আছে; যথা – ব্রহ্মচর্য, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস। প্রথমে হইল ব্রহ্মচর্যাশ্রম। যাহারা আকুমার ব্রহ্মচারী থাকেন তাহাদিগকে বৃহদ্‌ব্রতী ও ব্রহ্মচারী হইবার পর যাহারা দারপরিগ্রহ করিয়া গৃহস্থ হন, তাহাদিগকে উপকুর্বাণ বলা যায়। তারপর পরিণত বয়সে গৃহস্থ স্ত্রী-পুত্র ত্যাগ করিয়া বনে গমন করে। কেহ কেহ স্ত্রীকেও সঙ্গে লইয়া বনবাস করেন। ইহা হইল বানপ্রস্থাশ্রম। চতুর্থাশ্রম হইল সন্ন্যাসাশ্রম। যাঁহারা বৃহদ্‌ব্রতী, তাঁহারা ব্রহ্মচর্যের পর সন্ন্যাসাশ্রমে প্রবেশ করেন। এই চারি আশ্রম বৈদিক বিধান। বর্ণাশ্রমধর্মে ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চারিটি পুরুষার্থ। কিন্তু শুদ্ধভক্তিতে এই চারি পুরুষার্থকে তুচ্ছ করিয়া শ্রীকৃষ্ণপ্রেমকেই একমাত্র পুরুষার্থরূপে স্বীকার করা হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণপ্রেমের অর্থ শ্রীকৃষ্ণের প্রীত্যর্থে নিজের সমস্ত স্বার্থকে তিলে তিলে জলাঞ্জলি দেওয়ার বাসনা। মহৎকৃপায় এই বাসনা যাহার লাভ হইয়াছে, তাহার পক্ষে গৃহবাস বা গৃহত্যাগ সবই সমান। গৃহবাস যদি তা'র উক্ত সাধনের প্রতিকূল হয় এবং সে গৃহত্যাগের উপযুক্ত অধিকারী হইয়া থাকে, তবে সে গৃহত্যাগ করিয়া নিষ্কিঞ্চনবেশে ভজন করিতে পারে। কিন্তু যাহার এই বাসনা নাই, তা'র পক্ষে গৃহত্যাগ, বেশগ্রহণ, বৈষ্ণবসদাচারপালন, মহামন্ত্রকীর্তন ও লীলাস্মরণ সকলই নিরর্থক। কেবল নিরর্থক নহে, ইহা জগজ্জঞ্জালেরই কারণ হইয়া থাকে। কারণ এইরূপ অনধিকারী ব্যক্তি ত্যাগীর বেশে রহিয়াও রিপুচাঞ্চল্যহেতু নানা পাপকার্যে লিপ্ত হয়। ইহার দ্বারা তাহার ভক্ত্যুত্থ দৈন্যদ্বারা হৃদয় বিগলিত হইবার পরিবর্তে কঠিন হইয়া যায় এবং পরিশেষে ভক্তিপ্রতি শ্রদ্ধা হারাইয়া সে সমাজের সাধারণ লোক হইতেও নিম্নস্তরে চলিয়া যায়। আবার তাহার এইরূপ আচরণ দেখিয়া সমাজের অজ্ঞলোকসকলও ভক্ত ও ভক্তির প্রতি শ্রদ্ধা হারায়।

কেবল গৃহত্যাগ করিয়া বেশাশ্রয়ী হইলেই ভক্তি হইয়া গেল বলিয়া অনেকে মনে করেন। কিন্তু এইরূপ বিচার সম্পূর্ণ নির্বোধতা ব্যতীত আর কিছুই নহে। অনুষ্ঠান

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

হইতে ত বাসনা লাভ হয় না, বাসনা হইতেই অনুষ্ঠান বা সাধনের প্রেরণা পাওয়া যায়। এই জ্ঞানের অভাবে ভক্তিবাসনা না থাকিয়া সকলে কেবল ভক্তির বাহ্য অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইতেছে। ইহাদের হৃদয়ে ভক্তিবাসনা না থাকায় ইহারা কেবল গৃহজঞ্জাল হইতে মুক্ত হইয়া শান্তিলাভের আশায়ই এইরূপ করিয়া থাকে।

গৃহত্যাগের অধিকারী কে ?

কেশব — আপনি বলিলেন যে, গৃহত্যাগের অধিকার হইলেই গৃহ ত্যাগ করা যায়। এই গৃহত্যাগের অধিকার কী ?

শ্রীহরিদাস — আদৌ স্ত্রীসঙ্গস্পৃহাশূন্যতা, সর্বজীবে পূর্ণ দয়া, অর্থব্যবহারে তুচ্ছজ্ঞান ও মানাপমানে সমবুদ্ধি — এই চারটি গৃহত্যাগের মুখ্য লক্ষণ। এতদ্ব্যতীত আরও কয়েকটি লক্ষণ আছে। মুখ্যতঃ এই চারটি লক্ষণ যাহাতে দেখা যাইবে, সে গৃহত্যাগের অধিকারী।

গৃহত্যাগ নিমিত্ত যেরূপ উপর্যুক্ত অধিকার একান্ত আবশ্যক, ভক্তিসাধননিমিত্তও সেইরূপ প্রাথমিক অবস্থায় (কর্মমিশ্র অধিকারে) যাদৃচ্ছিক মহৎকৃপাজনিত ভাগ্য থাকা একান্ত আবশ্যক। যাহার এই মহৎকৃপাজনিত ভাগ্য ও গৃহত্যাগের অধিকার — এই দুইটি আছে, সে গৃহত্যাগ করিয়া ভক্তিসাধনে প্রবৃত্ত হইতে পারে। যাহার গৃহত্যাগের উপযুক্ত অধিকার নাই, তাহার মহৎকৃপাজনিত ভাগ্য থাকিলেও সে গৃহত্যাগ না করিয়া গৃহে থাকিয়াই ভগবদধিষ্ঠানজ্ঞানে সর্বভূতাদরপূর্বক কর্মার্পণ করাই তাহার অধিকারোচিত সাধন। এইরূপ করিতে করিতে তাহার সংসারপ্রতি বিরক্তি আসিলে সে গৃহত্যাগ করিতে পারে কিংবা গৃহে থাকিয়াও এইরূপ সাধনে প্রবৃত্ত হইতে পারে।

ভক্তি একটি রস। অতএব ইহা অনুভবসাপেক্ষ এবং সেই অনুভব অধিকারসাপেক্ষ। কর্মাধিকারে কর্মার্পণ করিবার সময় সেই অনুভূতি জীবের থাকে না। কারণ তখন সাধকের হৃদয় রজস্তমোগুণমুক্ত না হওয়ায় সে অজাতরতিই থাকে। অতএব সে মস্তিষ্কের বিচারদ্বারা চালিত হইয়া ভক্তিতে প্রবৃত্ত হয়। ইহা স্বরূপতঃ কর্ম বলিয়া ইহাতে তৃপ্তি আসিয়া যায় এবং পরিণামে তা'র ভক্তি হইতেছে বলিয়া জ্ঞান হইয়া দম্ভবৃদ্ধিই সার হয়। সুতরাং অনধিকারী ব্যক্তির পক্ষে অপক্ক অবস্থায় গৃহত্যাগ করিয়া এইরূপ ভক্তিসাধনে প্রবৃত্ত হওয়া আদৌ মঙ্গলজনক নহে। কর্মার্পণফলে চিত্ত হইতে রজস্তমোগুণ দূর হইয়া গেলে ইন্দ্রিয় স্বরূপশক্তিতাদাত্ম্যপ্রাপ্ত হয় এবং তখন শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মে রত্যঙ্কুর জাত হয়। সেই ভূমিকায় ভক্তিরস অনুভূত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের প্রতি মমতাবোধের বৃদ্ধি হয়। ইহাই হইল ভক্তিসাধনের অধিকার।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

একটি আট বছরের বালককে একটি পাঁচ বছরের বালিকার সঙ্গে বিবাহ করাইয়া দিলে স্বামী-স্ত্রী সম্পর্ক কি তাহারা উপলব্ধি করিতে পারিবে কী ? কিন্তু উভয়ে পরিণত বয়সে উপনীত হওয়া মাত্রই তাহাদের পরস্পরের সম্পর্ক স্বতঃস্ফূর্ত হইয়া পড়ে এবং পরস্পর মিলিত হইবার জন্য উৎকণ্ঠিত হইয়া পড়ে। সেই মিলনচিন্তা তাঁহাদের হৃদয়কে এরূপ আলোড়িত করে যে, সর্বদা সেই চিন্তা ব্যতীত তাঁহাদের হৃদয়ে অন্য কোন চিন্তাই থাকে না। ইহাই হইল অধিকারের লক্ষণ। সেইরূপ জাতরতি ভূমিকায় ভক্তি স্বতঃস্ফূর্ত হইয়া থাকে। তখন গৃহপ্রতি বিরক্তিও স্বতঃ আসিয়া যায়। সেই অবস্থায় গৃহত্যাগ করা যাইতে পারে কিংবা অনাসক্তভাবে গৃহে থাকিয়াও ভজন করা যাইতে পারে।

সাধন বাঞ্ছিত ফললাভের সহায়ক হইয়া থাকে

কেশব – আপনি ত সব সময়ে বাসনার প্রাধান্যের কথাই বলিতেছেন। তাহা হইলে সাধনের কি কোন মূল্য নাই ?

শ্রীহরিদাস – পূর্বেই বলিয়াছি যে, বাসনার সঙ্গে সঙ্গে সাধনেরও যথেষ্ট আবশ্যকতা আছে। কারণ সাধন বাসনানুরূপ ফলপ্রাপ্তির পরম সহায়কই হইয়া থাকে। সাধন বাসনাকে পুষ্ট করে। বাসনা হইল উদ্দেশ্য। উদ্দেশ্য না থাকিয়া কোন কার্য করা যায় না। শ্রীল জীবপাদ শ্রীভক্তিসন্দর্ভের ২২৪তম অনুচ্ছেদে উল্লেখ করিয়াছেন যে, "যদ্ যদ্ধি কুরুতে জন্তুস্তত্তৎ কামস্য চেষ্টিতম্" অর্থাৎ লোকসকল যাহা করে তাহা তাহাদের কামনা পূরণেরই চেষ্টা বিশেষ। উদাহরণস্বরূপ – এক সঙ্গে বহুলোক যজ্ঞ করিতেছেন। তাহারা সকলেই কি সমান ফল পাইবেন ? না, ফল কেবল অনুষ্ঠানের উপর নির্ভরশীল নহে। বাসনানুযায়ীই ফলপ্রাপ্তি হইয়া থাকে। অনুষ্ঠান সমান হইলেও বাসনাভেদে ফলভেদ হইয়া যায়। সুতরাং বাসনারই প্রাধান্য এবং বাসনার পূর্তিনিমিত্ত সাধনের প্রবৃত্তি স্বতঃ উদিত হইয়া থাকে। বাসনা যে পরিমাণে পুষ্ট হইতে থাকে, কাম্য ফললাভনিমিত্ত উৎকণ্ঠা সেই পরিমাণেই বর্ধিত হইয়া থাকে এবং উৎকণ্ঠা যে পরিমাণে বর্ধিত হয়, বস্তুপ্রাপ্তির অভাববোধও সেই পরিমাণেই তীব্র হইতে তীব্রতর হইতে থাকে। এই অভাববোধই নিরন্তর সাধনে প্রবৃত্ত করায় এবং পরিণামে বাসনানুরূপ ফললাভ অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়ে।

ভক্তি ও ভক্তিবাসনা

কেশব – সমস্ত কার্যে যেরূপ বাসনার প্রাধান্য, ভক্তিতেও কি সেইরূপ বাসনারই প্রাধান্য ? যদি তাহাই হয় তবে ভক্ত্যনুষ্ঠানের এত মাহাত্ম্য শাস্ত্রে বর্ণিত হইবার কারণ কী ?

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

শ্রীহরিদাস – পূর্বেই বলিয়াছি যে, হৃদয়ে প্রথমে কোন কার্য করিবার বাসনা জাত না হইলে সে কার্য করিবার প্রবৃত্তি কদাপি উদিত হইবে না। সেইরূপ ভক্তির অনুষ্ঠানের পূর্বে হৃদয়ে ভক্তি করিবার বাসনা উদিত হওয়া আবশ্যক। এই ভক্তিবাসনা সম্বন্ধে শ্রীল রায় রামানন্দ শ্রীগৌরহরিকে যে শ্লোকটি বলিয়াছিলেন তাহা বলিতেছি –

"কৃষ্ণভক্তিরসভাবিতা মতিঃ ক্রীয়তাং যদি কুতোঽপি লভ্যতে।
তত্র লৌল্যমপি মূল্যমেকলং জন্মকোটিসুকৃতৈর্ন লভ্যতে ॥"
(শ্রীচৈ:চ:মধ্য ৮।১১)

কৃষ্ণভক্তিরসভাবিতা মতি যদি কোন স্থানে পাওয়া যায় তাহা হইলে লোভরূপ মূল্য দিয়া তাহা (তৎক্ষণাৎ) কিনিয়া ফেল। কারণ কোটিজন্মের সুকৃতিফলেও তাহা পাওয়া যাইবে না।

ভক্তিবাসনা বলিতে এই কৃষ্ণভক্তিরসভাবিতা মতিকেই বুঝায়। ইহা কোথা হইতে পাওয়া যাইবে ? ভক্তমহতের নিকট হইতেই পাওয়া যাইবে। ইহা তাঁহার হৃদয়ের একমাত্র ধন। যাহার প্রতি তাঁহার কৃপাদৃষ্টি পতিত হইবে, তাহাকে তিনি অতি সত্বর তাঁহার এই হৃদয়ের ধনকে দিয়া দিবেন। এই জগতে যেরূপ লোকসকল পুত্র ইত্যাদি নিজের প্রিয়জনকেই নিজের সমস্ত সম্পত্তি দিয়া দেন, সেইরূপ যে তাহার সমস্ত স্বার্থকে তিলে তিলে জলাঞ্জলি দিয়া সর্বদা মহৎকৃপালাভের জন্য ব্যাকুল, মহৎ তাহাকে কৃষ্ণভক্তিরসভাবিতা মতিরূপ তাঁহার হৃদয়ের ধনকে অকাতরে দান করেন।

তোমাকে ভক্তিবাসনার কথা বলিবার সময় মহতের হৃদয়ের ধন সেই কৃষ্ণভক্তিরসভাবিতা মতির কথা স্মৃতিপথগত হইয়া আমার হৃদয়কে আনন্দে অধীর করিতেছে।

কেশব – 'কৃষ্ণভক্তিরসভাবিতা মতি'র কি অর্থ অনুগ্রহপূর্বক বুঝাইয়া বলুন।

শ্রীহরিদাস – কেশব, বাস্তবিক তুমি কত ভাগ্যবান্ ! তোমার ভাগ্যফলে তুমি ত কৃতার্থ হইতেছ এবং তার সঙ্গে সঙ্গে আমাকেও কৃতার্থ করিতেছ। তুমি বলিতে পার যে আমি কিরূপে কৃতার্থ হইতেছি। তার কারণ বলিতেছি শোন। এই কৃষ্ণভক্তিরসভাবিতা মতির কথা মনে আসামাত্রই মন আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিতেছে। হে শ্রীগুরুদেব ! হে হীনার্থাধিকসাধক ! হে বাঞ্ছাতীতফলপ্রদ ! আপনি কবে অহৈতুকী কৃপা করিয়া আপনার এই অযোগ্য দীনাতিদীন সেবককে আপনার হৃদয়ের সম্পত্তিরূপ সেই কৃষ্ণভক্তিরসভাবিতা মতি দিয়া কৃতার্থ করিবেন ? এইরূপ বলিতে বলিতে শ্রীহরিদাসের কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া গেল এবং গঙ্গাধারের ন্যায় দুই চক্ষু হইতে

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

অশ্রুধারা ছুটিতে লাগিল। প্রেমানন্দে তাঁহার বাক্‌রুদ্ধ হইয়া গেল। তিনি আর কিছু বলিতে না পারিয়া কেশবকে বক্ষে আলিঙ্গনপূর্বক কান্দিতে লাগিলেন। এইরূপভাবে কত যে সময় অতিবাহিত হইয়া গেল তাহা কাহারও জানা নাই। কেশবও তাহার অবারিত অশ্রুবারিধারাতে উভয়ের বক্ষকে সিক্ত করিতেছিল।

কিছুক্ষণের পর শ্রীহরিদাস বলিলেন – "কেশব, তুমি আজ যাও। কাল আসিও এবিষয়ে আলোচনা করিব। কেশব শ্রীহরিদাসের পদতলে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত হইয়া সাশ্রুনয়নে তাঁহা হইতে বিদায় লইল।

কেবল অভ্যাসবশতঃ কিছু খাঁইয়া কেশব শুইতে গেল। কিন্তু সারারাত্রি তার নিদ্রা নাই। শ্রীহরিদাসের সেই আবেগময় ভাব ও লোতকপূর্ণ চক্ষু সর্বদা তার স্মৃতিপটে উদিত হইয়া তাহাকে অধীর করিতে থাকে। কেন যে সে অধীর হইতেছে সে বিষয় সে নিজেও কিছু জানিতে পারিতেছে না। শেষরাত্রে শয্যা ত্যাগ করিয়া স্নানাদি নিত্যকৃত্য সমাপনান্তে সে শ্রীহরিদাসের আশ্রমে ছুটিল। তথায় উপস্থিত হইয়া তাঁহার পদতলে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত জানাইল। শ্রীহরিদাস তাহাকে বসিতে আসন দিলেন। সে বসিবার পর শ্রীহরিদাস বলিলেন – "তুমি না গতকাল 'কৃষ্ণভক্তিরসভাবিতা মতি' বিষয়ে জানিতে চেয়েছিলে ? সে বিষয়ে বলিতেছি শোন।" কৃষ্ণভক্তিকে রস বলা হইয়াছে। রসের স্বরূপ ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না। ইহা কেবল আস্বাদনীয়। যে রসকে যে আস্বাদন করিয়াছে সে সেই রসের স্বরূপ উপলব্ধি করিয়াছে। আস্বাদন ব্যতীত রস উপলব্ধির বিষয় হইবে না। যেরূপ পাকা আম। ইহাকে যে আস্বাদন করিয়াছে কেবল সেই ইহার স্বাদ উপলব্ধি করিয়াছে। ইহা ভাষায় ব্যক্ত করা সম্ভব নহে। আবার আমের স্বাদ কেবল আম হইতেই পাওয়া যাইবে, পৃথিবীর অন্য কোন বস্তু হইতে ইহার স্বাদ পাওয়া যাইবে না।

সেইরূপ অজাতরতি ভূমিকা হইল কর্মমিশ্র ভূমিকা। এই ভূমিকায় শুদ্ধভক্তির বিষয় ধারণা করা সম্ভব নহে। এই রহস্যটি বুঝিতে না পারিয়া কর্ম, জ্ঞান ও যোগের ন্যায় ভক্তিও ইন্দ্রিয়চেষ্টাসাধ্য ব্যাপারবিশেষ বলিয়া লোকে মনে করে। এই বিচার সম্পূর্ণ অজ্ঞতাপ্রসূত। এ বিষয়ে শ্রীরূপপাদের উক্তি প্রণিধানযোগ্য –

"অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেদ্‌গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ।
সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ॥"
(শ্রীভ:র:সি: ১।২।২৩৪)

শ্রীকৃষ্ণনামাদি শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপের সঙ্গে সমান। অতএব ইহা অপ্রাকৃত। কিন্তু জীবের ইন্দ্রিয় প্রাকৃত। প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ে অপ্রাকৃত শ্রীকৃষ্ণনাম-শ্রবণ-কীর্তনাদি সম্ভব

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

নহে। মহৎকৃপায় যাহার ইন্দ্রিয় হ্লাদিনীশক্তিতাদাত্ম্যপ্রাপ্ত হইয়া অপ্রাকৃত হইয়াছে, কেবল সেই ইন্দ্রিয়েই শ্রীকৃষ্ণকে সুখী করিবার বাসনার উদয় সম্ভব। সেই কারণে সেই ইন্দ্রিয়কে সেবোন্মুখ বলা হয়। সেই সেবোন্মুখ ইন্দ্রিয়েই শ্রীকৃষ্ণনামাদি গ্রহণীয়। এই ভূমিকা হইল জাতরতি ভূমিকা। এই জাতরতি ভূমিকায় না পঁহুছিলে 'কৃষ্ণভক্তি-রসভাবিতা মতি' কি তাহা অনুভূতির বিষয় হইবে না। অতএব সে বিষয়ে আলোচনা কিরূপে সম্ভব ? কেবল শাখাচন্দ্রন্যায় একটি দিগ্‌দর্শন মাত্র দেওয়ার জন্য তোমাকে সে বিষয় বলিতেছি।

কৃষ্ণভক্তিরসে যাহার মতি ভাবিত হইয়াছে, সেই মতিকেই কৃষ্ণভক্তিরসভাবিতা মতি বলা যায়। 'ভাবিতা'র অর্থ কি সে বিষয় ভালভাবে শোন। আয়ুর্বেদশাস্ত্রে 'ভাবনা' বলিয়া একটি কথা আছে। কোন একটি বস্তুকে ঔষধীয় গুণ দেওয়ার জন্য ইহাকে শুষ্ক করিয়া চূর্ণ করা হয় এবং ইহার সঙ্গে পানের রস কিংবা মধু ইত্যাদির ভাবনা দেওয়া হয়। ভাবনার অর্থ উক্ত দ্রব্যকে ভালভাবে চূর্ণ করিয়া সূর্যতাপে সম্পূর্ণ শুষ্ক করিবার পর তাহাতে পানের রস কিংবা মধুকে মিশাইয়া আবার চূর্ণ করা হয় এবং আবার শুষ্ক করিয়া সেইরূপ মধু কিংবা পানের রস মিশাইয়া শুষ্ক করা হয়। এইরূপ পুনঃ পুনঃ মিশ্রণদ্বারা মধু কিংবা পানের রস উক্ত দ্রব্যের প্রত্যেক অণুপরমাণুতে মিশিয়া যায়। ইহারই নাম ভাবনা। সেইরূপ কৃষ্ণভক্তিরসে যে মতি ভাবিত হইয়াছে, সেই মতির প্রতি অণুপরমাণুতে কৃষ্ণভক্তিরসের অনুভূতি পরিপূর্ণভাবে রহিয়াছে। সেইরূপ মতি হইল 'কৃষ্ণপ্রীতির বসতি-নগরী'। তাহাতে শ্রীকৃষ্ণসুখচিন্তা ব্যতীত অন্য কোন ইতর চিন্তা স্থান লাভ করা সম্ভব নহে। এইরূপ মতির প্রতি যাহার লোভ হইবে, সে কিরূপে এই মতি লাভ করিবে, তজ্জন্য তাহার সমস্ত স্বার্থকে জলাঞ্জলি দিয়া অনুক্ষণ ব্যাকুল হৃদয়ে চক্ষুজলে বক্ষ সিক্ত করিয়া সেই মতির অধিকারী মহতের কৃপাপ্রার্থনায় রত থাকিবে। এতদ্ব্যতীত অন্য কোন ভাবনার স্থান তার হৃদয়ে থাকিবে না। শ্রীকৃষ্ণভক্তি-রসভাবিতা মতি লাভ করিবার ইহাই একমাত্র উপায়। ব্যাকুল ক্রন্দন ব্যতীত অন্য কোন সাধন, ত্যাগ, তপস্যা ও সদাচারপালনাদি, এরূপ কি লক্ষ লক্ষ নামকীর্তনও ইহা লাভ করিবার উপায় নহে। অতএব এবিষয়ে লোভই ইহা লাভ করিবার একমাত্র মূল্য বলা হইয়াছে।

মহৎকৃপা ব্যতীত এই কৃষ্ণভক্তিরসভাবিতা মতিলাভের অন্য কোন উপায় নাই। কৃষ্ণভক্তিরসভাবিতা মতিলাভ না হওয়া পর্যন্ত শুদ্ধভক্তিতে অধিকার লাভও হইবে না। সেইজন্য ভক্তির অনুষ্ঠান অপেক্ষা ভক্তিবাসনারই প্রাধান্যের কথা শাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

এই কৃষ্ণভক্তিরসভাবিতা মতির অন্য নাম হইল শ্রীকৃষ্ণের প্রতি প্রেমসঙ্গতা মমতা। এই মমতা লইয়া যে ভক্তির অনুষ্ঠান করা হয়, তাহাই রাগানুগা ভক্তি। রাগানুগা ভক্তিতে প্রেম প্রথম, তারপর প্রেমযুক্তা ভক্তি ও চরমফল হইল গাঢ় প্রেম। হৃদয়ে প্রেম না থাকিলে ভক্তিযাজন সম্ভব হইবে না। এই জগতেও দেখা যায় যে, কোন লোকের প্রতি প্রীতি না থাকিলে তাহার সেবা করিতে প্রবৃত্তি হয় না। যাহার প্রতি প্রীতি থাকে, তাহারই সেবাপ্রবৃত্তি স্বতঃ হৃদয়ে জাগ্রত হয়। সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি মমতা থাকিলেই তাঁহার সেবাপ্রবৃত্তি হৃদয়ে জাগ্রত হইবে এবং সেই সেবাও প্রীতিযুক্তা হইবে। সেবার চরমফল সদৃশ তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে প্রীতি বা প্রেম গাঢ়তর হইবে। হৃদয়ে গাঢ় প্রেম থাকিলেই প্রেমিক ভক্তের সেবা গ্রহণ করিতে শ্রীকৃষ্ণ ব্যগ্র হইয়া পড়েন।

এসম্বন্ধে শ্রীল রামানন্দ রায় আর একটি শ্লোক বলিয়াছেন, তাহা এইরূপ –

"নানোপচারকৃত-পূজনমার্তবন্ধোঃ
প্রেম্ণৈব ভক্ত হৃদয়ং সুখবিদ্রুতং স্যাৎ।
যাবৎ ক্ষুদস্তি জঠরে জরঠা পিপাসা
তাবৎ সুখায় ভবতো ননু ভক্ষ্যপেয়ে ॥"

(শ্রীচৈ:চ:মধ্য ৮।১০)

হে ভক্ত ! উদরে বলবতী ক্ষুধা ও পিপাসা থাকিলে অন্নজল যেরূপ তৃপ্তিদায়ক হয়, সেইরূপ বিবিধ উপচারদ্বারা প্রেমের সহিত পূজিত হইলেই আর্তবন্ধু শ্রীকৃষ্ণের হৃদয় সহজে বিগলিত হইয়া যায়।

ইহার তাৎপর্য এই যে, বলবতী ক্ষুধা ও পিপাসা না থাকিলে যেরূপ সুস্বাদু, সুগন্ধি, সুদৃশ্য খাদ্য ও পানীয় গ্রহণ করিতে প্রবৃত্তি হয় না, সেইরূপ হৃদয়ে প্রেম না থাকিলে বহুবিধ উপচারদ্বারা পূজা করিলেও শ্রীকৃষ্ণ তাহাতে সন্তুষ্ট হন না। পরন্তু বলবতী ক্ষুধা ও পিপাসা থাকিলে অতি সাধারণ দ্রব্য ও পানীয় যেরূপ তৃপ্তিদায়ক হয় সেইরূপ ভক্তের হৃদয়ে প্রেম থাকিলে তাহার প্রদত্ত সামান্য দ্রব্যেও শ্রীকৃষ্ণ অত্যন্ত প্রীত হন। ইহা হইতে স্পষ্ট সূচিত হয় যে, বাহ্য উপচার নহে, ভক্তহৃদয়ের প্রেম বা ভক্তিবাসনাই শ্রীকৃষ্ণকে সুখী করিবার একমাত্র কারণ। পূজার দ্রব্য প্রীতিমিশ্রিত হইলেই শ্রীকৃষ্ণ তাহা গ্রহণ করেন, নচেৎ নহেন। যেহেতু তিনি নিজলাভপূর্ণ, সেহেতু ভক্তের নিকট হইতে কোন দ্রব্যলাভের আশা তাঁহার নাই। যে অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডের অধিপতি এবং স্বয়ং শ্রীলক্ষ্মীদেবী যাঁহার শ্রীচরণসেবায় অনুক্ষণ নিরত, তাঁহার আবার অভাব আসিল কোথা হইতে ? কিন্তু তাঁহার স্বরূপগত ধর্মবশতঃ তিনি সর্বদা প্রীতিরই

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

কাঙ্গাল। বিশুদ্ধ প্রীতিতেই তিনি বাঁধা। সেই কারণে দুর্যোধনের ষোড়শোপচার পূজা গ্রহণ না করিয়া তিনি বিদুরের শাকান্ন ভোজন করিয়াছিলেন। ইহার দ্বারা তিনি প্রমাণ করিয়া দিলেন যে, তিনি দ্রব্যের কাঙ্গাল নহেন, প্রেমের বা প্রীতিরই কাঙ্গাল।

মাতা বিদেশাগত পুত্রের জন্য তাহার প্রিয় খাদ্য প্রস্তুত করিয়াও যথাসময়ে তাহা তাহাকে দিতে ভুলিয়া যাওয়ায় তজ্জনিত তাঁহার অনুতাপ, ক্রন্দন ও নিজকে ধিক্কারের কথা দেখিয়া পুত্রের প্রতি মাতার স্নেহাধিক্য অনুভব করিয়া পুত্রের হৃদয় কিরূপ বিগলিত হইল এবং তাহার সামান্যতম ক্ষুধা না থাকিলেও সে কিরূপে হাত পাতিয়া উক্ত দ্রব্য মাতার নিকট হইতে লইয়া খাইল, ইহা পূর্বেই বলিয়াছি।

সেইরূপ ভক্তহৃদয়ের শ্রীকৃষ্ণপ্রীতিমূলা সেবাবাসনা বলবত্তর হইয়া শ্রীকৃষ্ণের সেবানিমিত্ত যখন তাহাকে তীব্র আর্তিযুক্ত করায়, তখন আর্তবন্ধু শ্রীকৃষ্ণের চিত্তে তাহার সেবাগ্রহণের তীব্র বাসনা জাত হয়। এই সেবাগ্রহণবাসনা শ্রীকৃষ্ণের নিজের সুখের জন্য নহে, প্রেমবান্ ও আর্ত ভক্তকে সুখী করিবার উদ্দেশ্যেই শ্রীকৃষ্ণের এই সেবাগ্রহণবাসনা। এই কারণে তাঁহাকে 'আর্তবন্ধু' বলা হয়।

অতএব ভক্তহৃদয়ের প্রেম ও আর্তিই আর্তবন্ধুর হৃদয়ে তাহার সেবাগ্রহণের বাসনা জাত করায়। প্রেম ও আর্তিহীন ভক্তির অনুষ্ঠান তাঁহার হৃদয়ে সাধকের সেবাগ্রহণের বাসনা জাত করাইতে পারিবে না। তজ্জন্য তাহা বৃথা।

শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন—"নাহি কৃষ্ণপ্রেমধন, দরিদ্র মোর এ জীবন, দেহেন্দ্রিয় ব্যর্থ মোর সব।" (শ্রীচৈ:চ:মধ্য ২।৩৬)

এই প্রেম হইতেই রাগানুগা ভক্তির আরম্ভ এবং এই প্রেমেই শেষ। সুতরাং কৃষ্ণভক্তিরসভাবিতা মতি বা প্রেম হইতেই ভক্তিসাধন আরম্ভ। প্রেমও সাধনের প্রাণ এবং পরিণামে পরিপুষ্ট প্রেমই সাধনের প্রাপ্য ফল।

তোমার প্রশ্ন ছিল বাসনারই যদি এত প্রাধান্য তাহা হইলে শাস্ত্রে সাধনের এত মাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে কেন ?

তাহার উত্তরে বলা যাইবে যে, গাছ বাঁচাইতে হইলে যেরূপ জলসেচন অপরিহার্য, সেইরূপ ভক্তিবাসনা বা ভক্তিলতাবীজ হৃদয়ে রোপণ করিবার পর তাহাকে বাঁচাইবার নিমিত্ত ও ক্রমশঃ তাহার বৃদ্ধির নিমিত্ত শ্রবণকীর্তনরূপ জলসেচনও অপরিহার্য। ইহা শ্রীগৌরহরি শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভুকে বলিয়াছেন। শ্রবণকীর্তনরূপ জলই মহৎকৃপালব্ধ ভক্তিলতার (ভক্তিবাসনার) বৃদ্ধিতে পরম সহায়ক হইয়া থাকে। যেস্থানে শ্রবণকীর্তনরূপ সাধন ভক্তিবাসনার পুষ্টিতে সহায়ক না হইয়া স্বসুখবাসনা

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

চরিতার্থনিমিত্ত অনুষ্ঠিত হয়, সেস্থানে তাহা ভক্তি হইলেও ভক্তিযোগপদবাচ্য হইবে না এবং গাঢ় শ্রীকৃষ্ণপ্রেমরূপ ভক্তিবাসনার পরিপুষ্ট ফল এইরূপ সাধনদ্বারা কদাপি লাভ হইবে না।

ভক্তিবাসনাই ভক্তিকে রূপ দান করে

কেশব — শ্রীকৃষ্ণকে সেবা করিবার ত প্রকারভেদ আছে; যেরূপ কেহ প্রভুরূপে, কেহ সখারূপে, কেহ পুত্ররূপে এবং কেহ পতিরূপে তাঁহাকে ভাল বাসিয়া তাঁহার সেবা করে। আমি সেইরূপ পতিরূপে তাঁহাকে ভাল বাসিয়া মধুর রসে তাঁহার সেবা করিতে চাই। কারণ রসবিচারে মধুর রসই সর্বশ্রেষ্ঠ এবং এই রসে সেবাদ্বারা তাঁহার পরম প্রীতি হইয়া থাকে। আমার এই সেবাবাসনা কিরূপে পূর্ণ হইবে কৃপা করিয়া বলুন।

শ্রীহরিদাস — (একটু হাসিয়া বলিলেন) কেশব! সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে ভালবাসা জীবের অধিকারভুক্ত নহে। ইহা যে হ্লাদিনীরই একচেটিয়া সম্পত্তি, ইহা পূর্বেই তোমাকে ভালভাবে বুঝাইয়া বলিয়ছি। শ্রীকৃষ্ণকে পতিরূপে ভালবাসিবার জন্য তোমার যে বাসনা, তাহা তোমার জড় মন হইতে জাত। অতএব এই বাসনাকে ভক্তিবাসনা বলা যাইবে না এবং এই বাসনাদ্বারা চালিত হইয়া তুমি যাহা করিবে, তাহা ভক্তিযোগের পরিবর্তে মহাদৌরাত্ম্যই হইয়া যাইবে। এই প্রাকৃত ভাবনা লইয়া অনেকে মাথায় লম্বা চুল রাখিয়া, শাড়ী ও শাঁখা পরিয়া এবং মাথায় সিন্দূর ও চক্ষে কাজল ইত্যাদি লাগাইয়া নিজকে স্ত্রীবেশে সাজাইয়া সখীরূপে শ্রীকৃষ্ণভজনের কল্পনা করে। ইহা তাহাদের রজস্তমোগুণাবিষ্ট প্রাকৃত মনের কল্পনাবিলাসমাত্র। ইহার পারমার্থিক মূল্য কিছুই নাই, যেহেতু ইহা বস্তুতঃ ভক্তিযোগ নহে। যতদিন পর্যন্ত তোমার মন মহৎকৃপায় রজস্তমোগুণমুক্ত হইয়া হ্লাদিনীশক্তিতাদাত্ম্যপ্রাপ্ত না হইয়াছে, ততদিন পর্যন্ত এই জড় মন হইতে জাত যাবতীয় বাসনাই জড়। তাহা ভক্তিবাসনা আকারে হউক বা যেকোন আকারেই হউক না কেন কদাপি শুদ্ধ নহে বা হওয়া সম্ভবপরও নহে। জীবহৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণ ভক্তিজননের একমাত্র কারণ হইল সাধুসঙ্গ ও তাঁহার কৃপা। সেই কারণে শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন — "কৃষ্ণভক্তি-জন্মমূল হয় সাধুসঙ্গ। কৃষ্ণ প্রেম জন্মে তেঁহো পুন মুখ্য অঙ্গ।" (শ্রীচৈ:চ:মধ্য ২২।৪৮) অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণকে সেবা করিয়া সর্বতোভাবে সুখী করিবার শুদ্ধ বাসনা মহৎকৃপা হইতেই জীবহৃদয়ে সঞ্চারিত হইবে। মহতের সঙ্গ ও তাঁহার কৃপায় জীব প্রথমে ভক্তিমাত্রকাম কর্মার্পণে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। ইহাতেও তাহার শুদ্ধভক্তিবাসনা থাকে কিন্তু প্রাথমিক অবস্থায় তাহা তাহার হৃদয়স্থ রজস্তমোগুণদ্বারা আবৃত হইয়া তাহার শুদ্ধত্বকে হারাইয়া

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

থাকে। এই কারণে ভক্তিবাসনা তাহার হৃদয়ে আভাসরূপে থাকিয়া তাহাকে ভক্তিমাত্রকাম কর্মার্পণে প্রবৃত্ত করায়। ভক্তিমাত্রকাম কর্মার্পণদ্বারা চিত্ত হইতে রজস্তমোগুণ যে পরিমাণে দূর হইতে থাকে, শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা নিক্ষিপ্তা হ্লাদিনীশক্তির বৃত্তি সেই পরিমাণেই ক্রমশঃ তাহাতে প্রবেশ করিয়া সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থভাবে শ্রীকৃষ্ণকে ভাল বাসিবার বৃত্তি তাহার হৃদয়ে সঞ্চার করে। সুতরাং জীবহৃদয়ে হ্লাদিনীশক্তি প্রবেশের মুখ্য কারণ হইল মহৎকৃপা। মহৎ যে জাতীয় হইয়া থাকিবেন, জীবহৃদয়ে সেই জাতীয় সেবাবাসনাই সঞ্চার করিয়া দিবেন। তিনি মধুররসাশ্রিত হইয়া থাকিলে পতিরূপে শ্রীকৃষ্ণকে ভাল বাসিবার বাসনা ও সখ্য কিংবা বাৎসল্য রসাশ্রিত হইয়া থাকিলে শ্রীকৃষ্ণকে সখা কিংবা পুত্ররূপে ভাল বাসিবার বাসনা জীবহৃদয়ে সঞ্চার করিয়া দিবেন। শ্রীগৌরকৃষ্ণে জাতরতি সেই মহৎ হইতে প্রাপ্ত বাসনাতে উদ্‌বুদ্ধ হইয়া তাঁহার উপদিষ্ট পন্থায় ভজন করিলে প্রেমলাভের পথ সুগম হইবে। এইরূপ ভজনে মহতের পূর্ণ আনুগত্য ব্যতীত প্রাকৃত মনের কল্পনার কোন স্থানই নাই।

সুতরাং তোমার প্রাকৃত মনে শ্রীকৃষ্ণকে পতিরূপে ভাল বাসিয়া তাঁহার সেবা করিবার যে বাসনা সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা ভক্তিযোগ ত নহে বরং ভক্তিযোগের ঘোর পরিপন্থী। সেইরূপ বাসনাকে মনে স্থান না দিয়া সর্বদা মহৎকৃপালাভের জন্য ব্যাকুল ক্রন্দন কর। কিরূপ মহতের সঙ্গে তোমার যোগাযোগ হইবে এবং কোন রসে সেবা করিবার বাসনা তিনি তোমার হৃদয়ে সঞ্চার করিয়া দিবেন, ইহা তোমার চিন্তার অতীত।

তুমি বলিতে পার যে, মধুর রস যখন সর্বশ্রেষ্ঠ তখন সেই মধুররসে সেবা করিতে পারিলেই ভাল হয়। তোমার বিচারে মধুর রসের যে সর্বশ্রেষ্ঠত্ব তাহা ঠিক নহে। কারণ তোমার প্রাকৃত মনে অপ্রাকৃত মধুর রসের সম্বন্ধে কোন ধারণাই নাই। সুতরাং যে বস্তু বিষয়ে তোমার কোন ধারণা নাই, সেই বস্তুলাভের আশা করা নিরর্থক নহে কী ?

মনে রাখ, শ্রীকৃষ্ণ হইলেন সর্বময় ভোক্তা। দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর এই চার রসই তাঁহার উপভোগ্য। অতএব যে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি গাঢ় প্রীতিযুক্ত হইয়া যে জাতীয় সেবারস তাঁহাকে আস্বাদন করাইতে ব্যাকুল হইতেছে, তাহার ব্যাকুলতা ও গাঢ় প্রীতিতে বশীভূত শ্রীকৃষ্ণের হৃদয়ে সেইভাবে (প্রভু, সখা, পুত্র কিংবা কান্তভাবে) তাহার সেবা গ্রহণ করিবার বাসনা জাগ্রত হইতেছে। এস্থানে শ্রীকৃষ্ণের সেবাগ্রহণ গৌণ ও ভক্তের সেবা করিবার বাসনা হইল মুখ্য। কারণ ভক্তের সেবাবাসনার অনুরূপ সেবাগ্রহণপিপাসাই শ্রীকৃষ্ণের হৃদয়ে জাত হইয়া থাকে। সেই কারণে বলা যায় যে,

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

সেবাবাসনাই সেবাকে রূপ দান করে। অবশ্য সেবাতে ছোট বড় বিচার নাই, যেহেতু চার রসের মধ্যে প্রত্যেকটি রসোচিত সেবা শ্রীকৃষ্ণের সমানভাবেই আস্বাদনীয় এবং সেই সেই ভক্তের সেবার বাসনা বা সেবা করিবার উৎকণ্ঠাও সমান। সব সেবায় শ্রীকৃষ্ণের বশীভূততা আছে। তবে এই বশীভূততা মধুররসে সর্বাধিক।

যাহারা ভাগ্যক্রমে গৌরানুগ মহতের সঙ্গ ও কৃপা পাইয়াছেন, কেবল তাহারাই গোপীভাবে মধুররসে ভজন করিবার সৌভাগ্য পাইতে পারেন। কারণ শ্রীগৌর হইলেন শ্রীরাধাভাবাবিষ্ট শ্রীকৃষ্ণ। কেবল জগদ্‌বাসীকে গোপীপ্রেম দিয়া কৃতার্থ করিবার উদ্দেশ্যেই তিনি এই কলিযুগে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তোমার ভাগ্যে যদি সেই গৌরানুগ মহতের সন্ধান পাওয়া যায়, তাহা হইলে তাঁহার কৃপায় তুমিও গোপীভাব লইয়া মধুররসে শ্রীকৃষ্ণভজনে প্রবৃত্ত হইতে পারিবে।

বাসনাভেদে ভক্তিসাধনের ফলভেদ

কেশব — শ্রীচৈতন্যভাগবত হইতে শুনিয়াছি —

"যে-তে-মতে গঙ্গাস্নান হরিনাম কৈলে।
দ্রব্যের প্রভাবে ভক্তি হইবেক হেলে॥"

(শ্রীচৈ:ভা:মধ্য ১৯।৬৭)

ইহা হইতে বুঝা যায় যে, যেকোনপ্রকারে শ্রীগঙ্গাস্নান ও শ্রীহরিনাম করিলে বস্তুশক্তির প্রভাবে জীব অনায়াসে ভক্তি লাভ করিতে পারে। তাহা হইলে কেবল ভক্তির অনুষ্ঠান হইতেই ত ফললাভের কথা শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের এই উক্তি হইতে জানা যায়। ইহার সঙ্গে ত ভক্তিবাসনার কোন সম্পর্ক নাই। কিন্তু আপনি ত সর্বদা ভক্তিবাসনাযুক্ত ভক্তিকেই সর্বশ্রেষ্ঠ সাধন বলিতেছেন। তবে শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের এই উক্তির মর্ম কী ?

শ্রীহরিদাস — তুমি যে প্রশ্ন করিলে তাহার উত্তর আমি পূর্বেই তোমাকে দিয়াছি। এখন তোমার সন্দেহমোচনের জন্য আর একবার বলিতেছি। "যে-তে-মতে গঙ্গাস্নান হরিনাম কৈলে" — শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের এই উক্তিতে বাসনা বা উদ্দেশ্যের কোন উল্লেখ নাই কিন্তু পূর্বেই আমি বলিয়াছি যে, ফল অনুষ্ঠান হইতে হয় না, বাসনানুযায়ীই হইয়া থাকে। তবে যেস্থানে সাধক নিরপরাধ, সেস্থানে তাহার ভক্তিবাসনা না থাকিলেও ভক্তির অদ্ভুতশক্তি প্রভাবে যেকোনপ্রকারে কেবল ভক্তির অনুষ্ঠানদ্বারা তাহার ভক্ত্যাভাস বা নামাভাস হইয়া থাকে এবং সংসারমুক্তিই ইহার ফল। যেরূপ অজামিল সারাজীবন বেশ্যাসঙ্গ, মদ্যপান ও চৌর্য ইত্যাদিতে লিপ্ত থাকিয়াও মৃত্যুসময়ে

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

যমদূতগণের বিকটাকার রূপদর্শনে ভয়ভীত হইয়া তাঁহার অতিপ্রিয় কনিষ্ঠ পুত্র নারায়ণকে ডাকিলেন। তাহাতে তাঁহার ভগবান্ শ্রীনারায়ণের স্মৃতির উদয় হয় নাই। তথাপি পুত্রকে উপলক্ষ করিয়া শ্রীনারায়ণরূপ শ্রীভগবানের নামের কেবল উচ্চারণফলে যে ভক্তি হইয়াছিল, তাহাতে ভক্তিবাসনা ছিল না। তাঁহার অপরাধ ছিল না বলিয়া তাহা ভক্ত্যাভাসে পরিণত হইয়া গেল। ইহার ফলে তাঁহার সংসারমুক্তি হইল এবং পরবর্তিকালে শ্রীবিষ্ণুদূতগণের মুখে শ্রীহরিনামের অশেষ মাহাত্ম্য শুনিয়া তাঁহাদের কৃপায় তাঁহার হৃদয়ে ভক্তিবাসনার সঞ্চার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আত্মধিক্কারও জাত হইয়াছিল। ইহা বিষ্ণুদূতরূপী মহদ্‌গণের কৃপারই ফল। সুতরাং মহৎকৃপা হইতেই অজামিলের ভক্তিবাসনার উদয় হইয়াছিল, তাঁহার উচ্চারিত 'নারায়ণ' নাম হইতে নহে। তাঁহার সাধুনিন্দা বা শ্রীহরিনামের মাহাত্ম্যকে অতিস্তুতিজ্ঞানরূপ কোন গর্হিত অপরাধ ছিল না। তজ্জন্য সে পুত্রকে উপলক্ষ করিয়াও 'নারায়ণ' নাম উচ্চারণ করিয়া মুক্তি পাইল। ইহা তাঁহার নামাভাসেরই ফল। বাহ্যতঃ ইহা ভক্তির ন্যায় প্রতীত হইলেও ইহাতে ভক্তিবাসনা না থাকায় ইহা ভক্তিপর্যায়ভুক্ত নহে — ভক্ত্যাভাস-পর্যায়ভুক্ত।

অতএব "যে-তে-মতে গঙ্গাস্নান হরিনাম কৈলে" বলিয়া শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর যাহা উল্লেখ করিয়াছেন, সেস্থানে যে ভক্তির কথা বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা যে শুদ্ধভক্তি নহে — ভক্ত্যাভাসমাত্র, শুদ্ধভক্তির স্বরূপ সম্বন্ধে আলোচনা করিলে তাহা জানা যাইবে। শুদ্ধভক্তির স্বরূপ সম্বন্ধে শ্রীল জীবপাদ শ্রীভক্তিসন্দর্ভে "শ্রবণং কীর্তনং বিষ্ণোঃ" (শ্রীভা: ৭।৫।২৩-২৪) শ্লোকের টীকায় যাহা উল্লেখ করিয়াছেন তাহার মর্ম এইরূপ — "প্রথমে নিজের রুচি অনুযায়ী কর্ম করিয়া পরে ধর্মার্থাদির প্রাপ্তি উদ্দেশ্যে ইহা শ্রীভগবানকে অর্পণ করিবার পরিবর্তে 'এই নয়প্রকার ভক্তি শ্রীভগবানের সুখকর কার্য এবং ইহার অনুষ্ঠানদ্বারা তিনি সাক্ষাদ্ভাবে সুখী হইবেন' — প্রথমে হৃদয়ে এইরূপ চিন্তা পোষণ করিয়া এবং এই চিন্তার দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া পরে যে ভক্তি করা হয় তাহাই শুদ্ধভক্তিপদবাচ্য। শ্রীগোপালতাপনী শ্রুতিতে (পূ: ১৫) উক্ত হইয়াছে — 'ভক্তি হইতেছে শ্রীভগবানের ভজন। ভক্তীতর ঐহিক ও পারলৌকিক সুখবাসনা হৃদয়ে না রাখিয়া শ্রীভগবানে মনোনিবেশই ভজন এবং ইহাই নৈষ্কর্ম্য'।"

শ্রীজীবপাদের এই উক্তি হইতে জানা যায় যে, ভক্তির অনুষ্ঠানের পূর্বে অনুষ্ঠাতার হৃদয়ে শ্রীভগবানের সন্তোষবিধানরূপ উদ্দেশ্য অবশ্য থাকিবে। এই উদ্দেশ্য যেস্থানে নাই, তাহা নিশ্চিতরূপে শুদ্ধভক্তি নহে। সুতরাং শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর যে ভক্তির কথা উল্লেখ করিয়াছেন, সেস্থানে অনুষ্ঠাতার হৃদয়ে কোন চিন্তা নাই কিংবা তজ্জন্য তাহার কোন যত্নও নাই। তাহার যদি অপরাধ না থাকে, তবে সে এইরূপ

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ভক্তির অনুষ্ঠান হইতে মুক্তিরূপ ফল পাইবে। অপরাধ থাকিলে ভক্তির ফল পাওয়া যাইবে না বলিয়া তিনি নিজেই "কোটি গঙ্গাস্নানে তার নাহিক নিস্তার" বাক্যে উল্লেখ করিয়াছেন। এইরূপ অপরাধশূন্য ভক্তিকে ভক্ত্যাভাস ও নামকে নামাভাস বলা যায়। সংসারমুক্তিই ইহার অবশ্যম্ভাবী ফল। শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর সাধারণ জীবের কথাই বলিয়াছেন। সংসারী জীবমাত্রে সকলেই কর্মাধিকারী। অতএব সাধারণতঃ ধর্মার্থ-কামমোক্ষবাঞ্ছা লইয়া তাহারা গঙ্গাস্নান ও শ্রীহরিনামাদি করিয়া থাকে। অপরাধ থাকিলে ইহার ফল হইবে পুণ্য ও নিরপরাধ হইয়া থাকিলে ইহার ফল হইবে মুক্তি। মহৎকৃপায় ভক্তিবাসনা লাভ না হওয়া পর্যন্ত ইহা কদাপি শুদ্ধভক্তিপর্যায়ভুক্ত হইতে পারিবে না। অতএব গঙ্গাস্নান ও শ্রীহরিনাম করিবার পূর্বে মহৎকৃপা লাভ করিয়া থাকিলেই ইহা শুদ্ধভক্তি হইবে, নচেৎ নহে।

স্কন্দপুরাণে প্রভাসখণ্ডে বলিয়াছেন – "সকৃদপি পরিগীতং শ্রদ্ধয়া হেলয়া বা ভৃগুবর নরমাত্রং তারয়েৎ কৃষ্ণনাম।" অর্থাৎ শ্রদ্ধাসহকারে হউক বা হেলাপূর্বকই হউক একবার মাত্র শ্রীকৃষ্ণনাম উচ্চারিত হইলে নরমাত্রকে ত্রাণ করিয়া থাকে। এস্থানে ত্রাণ করিয়া থাকে অর্থ মুক্তি দিয়া থাকে। সুতরাং যাহার অপরাধ নাই, তাহার যেকোনপ্রকারে অনুষ্ঠিত ভক্তির আকারমাত্র সংসারমুক্তিরূপ ফল দিয়া থাকে।

যাহার সাধুনিন্দারূপ অপরাধ আছে, উক্ত গঙ্গাস্নান ও শ্রীহরিনামদ্বারা তাহার ভক্তি হইবার পরিবর্তে সংহারই হইয়া থাকে বলিয়া স্বয়ং শ্রীগৌরহরি বলিয়াছেন –

"ঠাকুর চৈতন্য বোলে শুন সর্বগণ।
সকৃত মুরারিনিন্দা করে যেই জন॥
কোটি গঙ্গাস্নানে তার নাহিক নিস্তার।
গঙ্গা-হরিনামে তার করিব সংহার॥"

(শ্রীচৈ:ভা:মধ্য ৯।৩০-৩১)

অর্থাৎ মুরারিগুপ্তের ন্যায় বৈষ্ণবের যে নিন্দা করিবে সে কোটি কোটি বার গঙ্গাস্নান ও হরিনাম করিলেও তাহার কোন সুফল ত হইবেই না বরং এই সাধুনিন্দারূপ অপরাধহেতু তাহাকে নরকেই যাইতে হইবে।

যাহারা সুবিধাবাদী, তাহারা "যে-তে-মতে গঙ্গাস্নান হরিনাম কৈলে" উক্তির উদাহরণ দিয়া ভক্তির প্রতি তাহাদের অন্তরস্থ অশ্রদ্ধাকে বজায় রাখিতে বদ্ধপরিকর। যেস্থানে শ্রদ্ধা থাকিবে সেস্থানে নিশ্চিতরূপে যত্নসহকারে স্মৃতিযুক্ত হইয়া ভক্তি করিতে প্রবৃত্তি হইবে। ভক্তির অদ্ভুত মহিমা এবং শ্রীভগবান্ ও তাঁহার প্রতি প্রীতিযুক্ত ভক্তের

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

অপার করুণার কথা যাহার হৃদয়ে স্ফূর্তিপ্রাপ্ত হইবে, সে এই সুবিধাবাদকে হৃদয়ে পোষণ না করিয়া অনুক্ষণ স্মৃতিযুক্ত হইয়া তাঁহার কৃপালাভের আশায় ব্যাকুল ক্রন্দনপূর্বক শ্রীহরিনামকীর্তনাদি ভক্ত্যঙ্গের অনুষ্ঠান করিবে।

হেলা ও শ্রদ্ধা উভয়প্রকার ভক্তিতে সমান ফল হয় বলিয়া যে জানিয়া শুনিয়া হেলা করিবে, তাহার মহাদৌরাত্ম্যহেতু সে ভক্তির ফললাভ হইতে বঞ্চিত হইবে।

বস্তুতঃ শুদ্ধভক্তিতে প্রবৃত্তি বা ভক্তিবাসনা লাভ মহৎকৃপারই অবশ্যম্ভাবী ফল। ইহাতে চেষ্টার কোন আবশ্যকতাই নাই। তবে মহৎকৃপার মাহাত্ম্য যে উপলব্ধি করিবে সে অনুক্ষণ মহৎকৃপালাভের জন্য ব্যাকুল ক্রন্দন না করিয়া থাকিতে পারিবে না। যেস্থানে মহৎকৃপালাভের জন্য ব্যাকুল ক্রন্দন, সেস্থানে এরূপ সুবিধাবাদের প্রশ্নই নাই।

সুতরাং "যে-তে-মতে গঙ্গাস্নান হরিনাম কৈলে" বলিয়া শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর যাহা উল্লেখ করিয়াছেন, তাহার দ্বারা ভক্ত্যনুষ্ঠানের অদ্ভুত মহিমাই তিনি প্রকাশ করিয়াছেন। ধর্মার্থকামকামী কর্মী, মোক্ষ(ব্রহ্মসাযুজ্য)কামী জ্ঞানী ও পরমাত্ম-সাযুজ্যকামী যোগী – সকলের পক্ষে তাহাদের তত্তৎ সাধনের সঙ্গে ভক্তির সংযোগ একান্ত আবশ্যক। কারণ ভক্তি ব্যতীত কর্ম, জ্ঞান ও যোগাদি সাধন সাধককে তাহার উদ্দিষ্ট ফল দিতে পারিবে না। সেইজন্য ভক্তিকে সর্বাভীষ্টপ্রদা বলা হইয়াছে। তিনি যে ভক্তির কথা উল্লেখ করিয়াছেন, সাধক নিরপরাধ হইয়া থাকিলে এইপ্রকার ভক্তির (ভক্ত্যাভাসের) ফলে তাহার সংসারমুক্তি হইবে, নচেৎ ইহা পুণ্যকর্মের ফলই প্রসব করিবে।

শ্রীগৌরানুগ গুরুলাভের উপায়

কেশব – (কাঁদিয়া কাঁদিয়া শ্রীহরিদাসের পদতলে নিপতিত হইয়া বলিল) আজ্ঞে, আপনি নিশ্চয় সেই শ্রীগৌরানুগ মহৎ। কারণ ভক্তির যেসব গূঢ়াতিগূঢ় তত্ত্ব আপনি আজ পর্যন্ত আমাকে শুনাইলেন, আমি তাহা হইতে স্পষ্ট উপলব্ধি করিতে পারিতেছি যে, আপনি যদি শ্রীগৌরানুগ মহৎ না হইতেন তবে সব সময় সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থভাবে শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিবার কথা বলিতেন না। এ অজ্ঞ, জন্মজন্মান্তরের দুরন্ত অপরাধী, রজস্তমোগুণাবিষ্ট পশুকে শিষ্যরূপে অঙ্গীকার করিয়া তাহার জীবনকে সার্থক করুন।

শ্রীহরিদাস – (কেশবকে ভূমি হইতে উঠাইয়া সাশ্রু নয়নে আলিঙ্গনপূর্বক বলিলেন) কেশব! তুমি যে তোমাকে শিষ্য করিতে আমাকে অনুরোধ করিতেছ, তাহা

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ভাল কথা; কিন্তু এ জগতে কি গুরুর অভাব আছে না শিষ্যের অভাব আছে ? কিন্তু উপযুক্ত গুরু কয় জন পাওয়া যাইবে ? হয় ত দুই একজন পাওয়া যাইতে পারে, কিন্তু উপযুক্ত শিষ্য দুর্লভ। অর্থাৎ উপযুক্ত গুরুর অভাব হইলেও কখনও কখনও তাঁহারা এ জগতে আসিয়া থাকেন, কিন্তু তাঁহার শিষ্য হইবার মত উপযুক্ত ব্যক্তি পাওয়া কষ্টকর। অতএব বাহ্য গুরু-শিষ্য সম্পর্কের জন্য আকাংক্ষা না করিয়া প্রথমে নিজকে উপযুক্ত শিষ্যরূপে গড়িতে চেষ্টা কর। তাহা হইলে শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দ অবশ্যই তোমার নিকট উপযুক্ত গুরুকে পাঠাইবেন এবং সেই গুরুই শিষ্যরূপে তোমাকে অঙ্গীকার করিবেন। তুমি নিজে চিনিয়া কাহাকেও গুরু করিতে চেষ্টা কর না। করিলে তাহার ফল বিপরীত হইবে। যেহেতু তুমি লঘু, গুরুকে চিনিবার অধিকার তোমার নাই। তুমি নিজকে উপযুক্ত শিষ্যরূপে গড়িতে পারিলে এবং গুরুলাভের জন্য কাঁদিয়া কাঁদিয়া শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দকে ডাকিতে পারিলে তাঁহারা নিশ্চিতরূপে উপযুক্ত গুরুকে তোমার নিকট পাঠাইবেন এবং তখন তুমি শিষ্য হইবার উপযুক্ত বলিয়া উপলব্ধি করিয়া তিনি তোমাকে শিষ্যরূপে অঙ্গীকার করিবেন। এই গুরুশিষ্য-সম্পর্ক এক দিনের জন্য নহে। ইহা নিত্য। সেই কারণে শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় বলিলেন – "চক্ষুদান দিলা যেই, জন্মে জন্মে প্রভু সেই।" এবিষয়ে পরে বিশদভাবে বুঝাইয়া বলিব। রাত অধিক হইয়াছে, বাড়িতে যাও।

কেশব আর একবার শ্রীহরিদাসের পদতলে সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবন্নতি করিয়া বাড়িতে ফিরিল। কিরূপে শ্রীগৌরানুগ মহতের পাদাশ্রয় পাইবে, সেই চিন্তায় ব্যাকুল হইয়া সে বিনিদ্র রজনী যাপন করিল। তার পরের দিন প্রাতে শ্রীহরিদাসের নিকট আসিয়া তাঁহার পদতলে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিল। শ্রীহরিদাস তাহাকে বসিতে আসন দিলেন। তারপর সে প্রশ্ন করিল।

শ্রীগৌরহরির স্বরূপ ও তাঁহার কৃপার বৈশিষ্ট্য

কেশব – আপনি এপর্যন্ত শ্রীকৃষ্ণভজনের কথা বলিতেছিলেন, কিন্তু বর্তমান শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দের ভজনের কথা বলিতেছেন। তাহা হইলে কি শ্রীকৃষ্ণের ভজন বাদ দিয়া শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দের ভজন করিতে হইবে ?

শ্রীহরিদাস – ওঃ ! কতবড় ভুল কথা তুমি বলিলে ! শ্রীগৌর ও শ্রীকৃষ্ণ একই ব্যক্তি, দুইজন নহেন। গত দ্বাপরযুগে শ্রীকৃষ্ণ এই ব্রহ্মাণ্ডে তাঁহার লীলা প্রকট করিয়াছিলেন। ব্রজবাসিগণের তাঁহার প্রতি যে স্বসুখবাসনাশূন্য সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ প্রেম, তাহা আস্বাদনপূর্বক তাহাতে বশীভূত হইয়া তিনি নিজকে নিত্যকাল তাঁহাদের নিকট

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

অপরিশোধ্য ঋণে ঋণী বলিয়া অভিমান করিলেন। তাঁহার প্রীতির উদ্দেশ্যে ব্রজবাসিগণের যে অভূতপূর্ব স্বার্থত্যাগ, তাহা পূর্বেই তোমাকে বলিয়াছি। তাহার লীলাসংগোপনের পর তিনি চিন্তা করিলেন যে, জগদ্‌বাসী জীবগণ সাধারণতঃ বিধিমার্গেই তাঁহাকে ভজন করিয়া থাকে। ব্রজবাসিগণের তাঁহার প্রতি যে অমল প্রেম, যাহাকে রাগমার্গ বলা হয়, তাহা ত তাহারা জানে না। আবার ভাবিলেন যে, সে ত স্বয়ংরূপ ভগবান্। তিনি যদি জগজ্জীবকে এই প্রেম না দেন, আর বা দিবে কে? এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে তিনি প্রেমদানবিষয়ে স্বীয় অসামর্থ্য উপলব্ধি করিলেন। কারণ তিনি ত ব্রজগোপীগণের প্রেমের ভোক্তা, তজ্জন্য ব্রজগোপীগণের বিশেষতঃ শ্রীরাধারাণীর তাঁহার প্রতি যে প্রেম তাহার স্বরূপ কি, আবার তাঁহার যে প্রেম শ্রীরাধারাণী আস্বাদন করিতেছেন, তাহা কিরূপ এবং সেই প্রেম আস্বাদন করিয়া শ্রীরাধারাণী কি জাতীয় সুখ পাইতেছেন — এই তিনটি বিষয়ে তিনি নিজের অজ্ঞতা উপলব্ধি করিবার সঙ্গে সঙ্গে শ্রীরাধারাণীর তাঁহার প্রতি যে স্বসুখবাসনাগন্ধলেশশূন্য বিমল অনুরাগ সেই বিষয় তাঁহার স্মৃতিপথগত হইল। সেই চিন্তায় তিনি এরূপ বিভোর হইয়া গেলেন যে, তিনি যে স্বয়ং ভোক্তা শ্রীকৃষ্ণ, তাহা সম্পূর্ণ ভুলিয়া নিজকে সেই শ্রীরাধারাণী বলিয়া বিচার করিলেন। স্বয়ংরূপা শ্রীরাধারাণীর অমলপ্রেমের বশ সম্পূর্ণরূপে তাঁহার ভাবে বিভাবিত, স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণের সেই স্বরূপটি হইল শ্রীগৌরস্বরূপ। অতএব শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীগৌর একজনই, দুইজন নহেন। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণকে বাদ দিয়া শ্রীগৌরাঙ্গকে আরাধনা করিবার কথা যাহা বলিলে তাহা সম্পূর্ণ অবান্তর।

শ্রীকৃষ্ণ সর্বময় ভোক্তা বলিয়া ভক্তি বা সেবার স্বরূপ কি, সে বিষয়ে তাঁহার কোন ধারণাই নাই এবং না থাকাও স্বাভাবিক। অতএব তাঁহার প্রতি রাগমার্গীয় ভক্তির স্বরূপ কি, এইরূপ ভক্তের তাঁহার প্রতি কি প্রকার ভাব এবং ভক্তি করিয়া সে কিরূপ আনন্দ পায় — এবিষয়ে সম্যক্ ধারণা লাভ করা এবং নিজে সেই ভক্তিরস আস্বাদন করিয়া জগদ্‌বাসীকে শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার সর্বশ্রেষ্ঠ আরাধিকা শ্রীরাধারাণীর ভাবাবেশ লইয়া শ্রীগৌররূপে এ জগতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। অতএব শ্রীগৌর হইলেন ভক্তিরসজ্ঞ, ভক্তিশিক্ষক ও ভক্তিদাতা শ্রীকৃষ্ণ। তাঁহার আরাধনা ব্যতীত রাগমার্গীয় ভক্তি কি, প্রেম কি ও ভক্তিবাসনা কি ইহা জানা সম্পূর্ণ অসম্ভব। প্রেম কি বস্তু, সে সম্বন্ধে সম্যক্ জ্ঞান হইলে ত তাহার লাভনিমিত্ত লোভ জন্মিবে এবং লোভ হইলে সাধনে প্রবৃত্তি আপনা হইতেই জাগিবে। সেইজন্য রাগমার্গীয় ভক্তিকামীর পক্ষে শ্রীগৌর-আরাধনা অপরিহার্য। শ্রীগৌর-আরাধনাদ্বারা

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

প্রেমসম্বন্ধে যথার্থ জ্ঞানলাভের সঙ্গে সঙ্গে তাহা পাইবার বাসনা(ভক্তিবাসনা)র সম্যক্ উদয় হইবে এবং এই ভক্তিবাসনাই জীবকে ভক্তিসাধনের প্রেরণা দিবে। এস্থানে সাধননিমিত্ত চেষ্টার আবশ্যকতা থাকে না, ইহা স্বতঃস্ফূর্ত। ইহা হইল শ্রীগৌরস্বরূপের অপূর্ব মহিমা। শ্রীগৌর-আরাধনা না করিয়া কেবল শ্রীকৃষ্ণ-আরাধনা করিলে এবং আরাধনা অপরাধশূন্য হইলে মুক্তি লাভ হইতে পারে, কিন্তু প্রেম লাভ হইবে না। কারণ প্রেমের স্বরূপ কি তাহা ত শ্রীকৃষ্ণ জানেন না। সে অবস্থায় তিনি প্রেম দিবেন বা কি করিয়া ? সেই কারণে শ্রীকৃষ্ণলীলায় তিনি কাহাকেও প্রেম দেন নাই। যাহাকে অনুগ্রহ করিয়াছেন তাহাকে মুক্তি পর্যন্ত দিয়াছেন। এ বিষয়ে শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদ তাঁহার রচিত 'শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্' গ্রন্থে বিশদভাবে বর্ণনা করিয়াছেন।

শ্রীকৃষ্ণ যে এই কলিযুগে শ্রীরাধারাণীর ভাব ও কান্তি অঙ্গীকার করিয়া শ্রীগৌররূপে অবতীর্ণ হইবেন, ইহা কাহারও কল্পনাপ্রসূত নহে। শ্রীমহাভারত ও শ্রীমদ্ভাগবতে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়।

শ্রীমহাভারতের দানধর্মস্থ বিষ্ণুসহস্রনামস্তোত্রে বর্ণিত হইয়াছে –

"সুবর্ণবর্ণো হেমাঙ্গো বরাঙ্গশ্চন্দনাঙ্গদী।
সন্ন্যাসকৃচ্ছমঃ শান্তো নিষ্ঠাশান্তিপরায়ণঃ ॥"

শ্রীহরিনাম-প্রচারনিমিত্ত 'কৃষ্ণ' এই উত্তম বর্ণদ্বয় সর্বদা বর্ণনা করেন বলিয়া তাঁহার নাম 'সুবর্ণবর্ণ'; অঙ্গ স্বর্ণের ন্যায় উজ্জ্বল বলিয়া তাঁহার নাম 'হেমাঙ্গ'; সাধারণ মনুষ্য হইতে তাঁহার অঙ্গসমূহ সর্বতোভাবে শ্রেষ্ঠ বলিয়া তিনি 'বরাঙ্গ'; চন্দনের অঙ্গদ পরিধান করিয়া থাকেন বলিয়া তিনি 'চন্দনাঙ্গদী'; সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া থাকেন বলিয়া 'সন্ন্যাসকৃৎ'; ভগবন্নিষ্ঠতাহেতু 'শম'; অচঞ্চলচিত্ততাহেতু 'শান্ত' এবং কৃষ্ণভক্তিতে নিষ্ঠাযুক্ত ও নিবৃত্তিপরায়ণ বলিয়া তিনি 'নিষ্ঠাশান্তিপরায়ণ'।

উপর্যুক্ত সমস্ত লক্ষণ একসঙ্গে শ্রীগৌরহরিতে বিদ্যমান থাকায় তিনিই যে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাহা প্রতিপাদিত হইতেছে।

শ্রীকৃষ্ণের নামকরণ সময়ে শ্রীগর্গ শ্রীনন্দমহারাজকে বলিয়াছিলেন –

"আসন্ বর্ণাস্ত্রয়ো হ্যস্য গৃহ্ণতোঽনুযুগং তনূঃ।
শুক্লো রক্তস্তথা পীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ ॥"

(শ্রীভা: ১০।৮।১৩)

অর্থাৎ আপনার এই পুত্র প্রতিযুগেই স্বীয় মূর্তি প্রকট করিয়া থাকেন। তিনি পূর্বে অর্থাৎ সত্যযুগে শুক্ল, ত্রেতাযুগে রক্ত ও কলিযুগে পীত – এই তিনবর্ণ ধারণ করিয়া অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। বর্তমান কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করিয়া অবতীর্ণ হইয়াছেন।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

শ্রীনিমি মহারাজকে শ্রীকরভাজন বলিয়াছিলেন —

"কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাঽকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্র-পার্ষদম্।
যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ ॥"

(শ্রীভা: ১১।৫।৩২)

অর্থাৎ যাঁহার মুখে 'কৃষ্ণ' এই দুইটি বর্ণ সর্বদা বিদ্যমান, যিনি কান্তিতে 'অকৃষ্ণ' অর্থাৎ গৌরবর্ণ, সেই অঙ্গ, উপাঙ্গ, অস্ত্র ও পার্ষদ পরিবেষ্টিত মহাপুরুষকে সুবুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ সংকীর্তনপ্রধান যজ্ঞসমূহদ্বারা যজন করিয়া থাকেন। শ্রীমদ্ভাগবতের এই উক্তিও শ্রীগৌরহরির প্রতিই উদ্দিষ্ট।

এই শ্লোকে দুইটি পরস্পরবিরোধাত্মক শব্দ আছে; যথা — একটি হইল 'অকৃষ্ণ কান্তি' ও আর একটি হইল 'কৃষ্ণবর্ণ'। এই দুইটি শব্দের অর্থ নিম্নরূপে হওয়াই সঙ্গত। কান্তিতে অকৃষ্ণ অর্থাৎ গৌরবর্ণ ও শ্রীকৃষ্ণকে যিনি সর্বদা বর্ণন করেন অর্থাৎ 'কৃষ্ণ' এই দুইটি বর্ণ যাঁহার মুখে সতত বিদ্যমান তিনি কৃষ্ণবর্ণ। 'কৃষ্ণবর্ণ' শব্দের এই অর্থ করিলেই পূর্বাপর সঙ্গতি থাকিবে; নচেৎ দ্বিরুক্তিজনিত দোষ আসিয়া যাইবে। 'সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্র-পার্ষদম্' — ইহার অর্থ নিম্নমতেই হইবে। হস্তপদাদিকে 'অঙ্গ' ও অঙ্গুলি আদিকে 'উপাঙ্গ' বলা যায়। ভূষণাদি যেরূপ অঙ্গের শোভা বর্ধন করে শ্রীমন্মহাপ্রভুর পরমমনোহর উপাঙ্গাদিও সেইরূপ তাঁহার অঙ্গের শোভা বর্ধন করে। অতএব তাঁহার উপাঙ্গাদি তাঁহার ভূষণরূপেই বর্তমান। (ক্রমসন্দর্ভ)। অস্ত্র অর্থ চক্রাদি অস্ত্র ও পার্ষদ অর্থ পরিকর। চক্রাদি অস্ত্রদ্বারা সাধারণতঃ শ্রীভগবান্ অসুরসংহারাদি করিয়া থাকেন। তাঁহার পার্ষদগণও অসুরসংহারাদির আনুকূল্য করিয়া থাকেন। কিন্তু কলিযুগাবতার শ্রীগৌরসুন্দরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদির এরূপ অদ্ভুত প্রভাব ছিল যে, তাহার দর্শনমাত্রেই অসুরগণের অসুরত্ব চিরকালের জন্য বিনষ্ট হইয়া যাইত; কেবল অসুরত্ব বিনষ্ট হইত না, তাহার সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের হৃদয়ে স্বসুখবাসনাগন্ধলেশশূন্য শ্রীভগবৎপ্রেমের উদয় হইয়া তাহাদিগকে প্রমত্ত করিত। তিনি শ্রীরামাদি অবতারে ক্রোধে নানা অস্ত্র ধারণ করিয়া অসুরসংহারাদি করিয়াছিলেন, কিন্তু শ্রীগৌর অবতারে তিনি চক্রাদি অস্ত্র ধারণ করেন নাই এবং কাহাকেও প্রাণে বধ করেন নাই। কেবল আসুরস্বভাববিশিষ্ট ব্যক্তিগণের চিত্ত শোধন করিয়া তাহাতে প্রেমের সঞ্চার করিয়াছেন। শ্রীগৌরসুন্দরের এই যে করুণা, তাহা অন্য কোন অবতারে প্রকাশিত হয় নাই। সেই কারণে তাঁহাকে মহাবদান্য বলিয়া শ্রীরূপপাদ বর্ণনা করিয়াছেন।

"নমো মহাবদান্যায় কৃষ্ণপ্রেমপ্রদায় তে।
কৃষ্ণায় কৃষ্ণচৈতন্যনাম্নে গৌরত্বিষে নমঃ ॥"

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণপ্রেমপ্রদানকারী মহাবদান্য শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যনামধারী গৌরকান্তি শ্রীকৃষ্ণ আপনাকে নমস্কার।

এই শ্লোকটি উচ্চারণ করিয়া শ্রীরূপ ও শ্রীঅনুপম (শ্রীরূপের কনিষ্ঠ ভ্রাতা) শ্রীগৌরসুন্দরকে স্তুতি করিয়াছিলেন। এই শ্লোকে তাঁহাকে গৌরকান্তি কৃষ্ণ বলা হইয়াছে। তিনি অন্তরে কৃষ্ণ ও বাহিরে তাঁহার বর্ণ গৌর। কারণ তিনি শ্রীরাধার অঙ্গকান্তিদ্বারা আচ্ছাদিত হইয়াছেন। তিনি আবার মহাবদান্য; অর্থাৎ তাঁহার ন্যায় দাতা আর কেহ নাই। তিনি কি দেন ? কেবল মনুষ্য নহেন, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ ও বৃক্ষলতাদি পর্যন্ত সকলকে তিনি গোপীপ্রেম দান করেন। হরিণ ও ব্যাঘ্র যাহাদের খাদ্য-খাদক সম্পর্ক, তাহারাও শ্রীগৌরকৃপায় কৃষ্ণপ্রেমোন্মত্ত হইয়া পরস্পরকে আলিঙ্গন-পূর্বক 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' নাম কীর্তন করিয়াছিলেন। জগাই-মাধাইর ন্যায় মহাপাপী, যাঁহারা এরূপ পাপ নাই যাহা না করিয়াছিলেন, তাঁহারাও আহারনিদ্রা ভুলিয়া অনুক্ষণ চক্ষুজলে বক্ষ সিক্ত করিয়া ঘোর অনুতাপগ্রস্ত হইয়া শ্রীকৃষ্ণকীর্তন করিতেছিলেন এবং মাধাই প্রত্যহ গঙ্গাঘাট পরিষ্কার করিয়া যত লোক গঙ্গাস্নান করিতে আসিত সকলকে প্রণাম করিয়া জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে তাঁহাদের নিকট কোন অপরাধ হইয়া থাকিলে তাহা ক্ষমা করিতে প্রার্থনা করিতেন।

উদ্ধারলাভ করিবার পর জগাই-মাধাই স্তব করিয়া বলিয়াছিলেন – "হে প্রভো ! আপনি আপনার এইসব মহিমা গোপন করিয়া রাখিয়াছিলেন। এখন তাহা ব্যক্ত করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ অবতারে আপনি যে অসুরগণকে বধ করিয়াছিলেন তাহারা দেহত্যাগান্তে মুক্তি লাভ করিয়াছিল; কিন্তু এই অবতারে আমরা যে হস্তে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর অঙ্গে রক্তপাত করিলাম, সেই অঙ্গকে আজ মহাভাগবতগণ স্পর্শ করিলেন এবং আপনি সেই দেহেই (বধ না করিয়া) আমাদিগকে প্রেম দিলেন।" এইসব হইল শ্রীগৌর অবতারের অদ্ভুত মহিমা। শ্রীগৌর হইলেন স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীনিত্যানন্দ হইলেন শ্রীবলদেব আর শ্রীঅদ্বৈতাচার্য হইলেন শ্রীমহাবিষ্ণুর অবতার। শ্রীঅদ্বৈতাচার্য গঙ্গাজল ও তুলসীর দ্বারা শালগ্রাম পূজা করিয়া শ্রীগৌরসুন্দরকে এ জগতে প্রকট করাইলেন। সেই কারণে তিনি হইলেন শ্রীগৌরআনা ঠাকুর। শ্রীল অদ্বৈতাচার্যের পত্নীর নাম শ্রীসীতাদেবী। তজ্জন্য তাঁহাকে 'সীতানাথ' বলা যায়। শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু শ্রীগৌরকে ভজন করিতে জগদ্‌বাসীকে প্রবর্তাইয়াছিলেন ও তিনি যাহাকে কৃপা করিতেন সে সত্বর শ্রীগৌরহরির কৃপা লাভ করিয়া কৃতার্থ হইত। সেই কারণে তাঁহাকে 'শ্রীগৌরদাতাঠাকুর' বলা যায়।

শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দের দর্শনেই জীবগণ বিনাসাধনে প্রেমলাভ করিয়া জীবনকে সার্থক করিয়াছেন। এইরূপ দয়াল অবতারের কথা কেহ কখনও শুনিয়াছে কি ?

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

"শ্রীশ্রীনিতাই-গৌর-সীতানাথ" — এই তিন ঠাকুরের কৃপা হইলে এই জন্মেই বিনাসাধনে প্রেমলাভ হইতে পারিবে। তাঁহাদের অপার করুণার কথা বর্ণনা করিবার ভাষা নাই। শ্রীচৈতন্যভাগবত ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ করিলে তাঁহাদের ও তাঁহাদের কৃপাপাত্র ভক্তগণের মাহাত্ম্য উপলব্ধির বিষয় হইবে।

ক্রন্দনই শ্রীগৌরহরির আচরিত ভজনপদ্ধতি

শ্রীগৌরহরি যে ভজনপদ্ধতি শিক্ষা দিয়াছেন তাহা হইল বিরহাত্মক ভজন। "কবে তাঁহার কৃপা পাইব ?" — এই চিন্তায় ব্যথিত হইয়া সতত চক্ষুজলে বক্ষ সিক্ত করিয়া তাঁহাকে ব্যাকুলভাবে আহ্বান করাই হইল শ্রীগৌরোপদিষ্ট নামকীর্তনপ্রণালী। বর্তমান প্রশ্ন হইতেছে যে, এই ক্রন্দন আসিবে কিরূপে ? ইহার উত্তরে বলা যাইবে যে, হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিবিধানবাসনা জাগ্রত না হওয়া পর্যন্ত অন্য কোনও উপায়ে ভক্তিসাধন সম্ভব নহে এবং শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দ ও তাঁহাদের নিজজনগণের কৃপা ব্যতীত জীবহৃদয়ে এই শ্রীকৃষ্ণপ্রীতিবাসনা জাগ্রত হওয়ার অন্য কোন উপায়ও নাই — ইহা যখন তোমার উপলব্ধির বিষয় হইবে, তখন সেই কৃপার তীব্র অভাববোধ তোমার হৃদয়ে জাত হইয়া তাহাকে মথিত করিবে। সেই সময়ে স্বতঃ তোমার চক্ষু হইতে অশ্রু নির্গত হইবেই হইবে। কলিহত ও ভক্তিসাধনবিষয়ে সম্পূর্ণ অযোগ্য জীবের আশু প্রেমলাভের উদ্দেশ্যে পরমকরুণ শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দই এই ক্রন্দনের পথ আবিষ্কার করিয়াছেন। এই ক্রন্দনই অতিসত্বর ইষ্টদেবকে জীবের প্রতি কৃপোন্মুখ করাইবে, যাহা অন্য কোন সাধনদ্বারা সম্ভব নহে।

শ্রীগৌরহরির আচরণ ও উপদেশ

কেশব — আমি আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে যাহা জানিয়াছি, শ্রীগৌরহরি সকলকে শ্রীমহামন্ত্র কীর্তন করিতে উপদেশ দিয়াছেন। সেই কারণে এ নরাধমকে শিষ্যরূপে অঙ্গীকার করিয়া মহামন্ত্র প্রদান করিতে গত কল্য আপনার শ্রীচরণে নিবেদন করিয়াছিলাম।

শ্রীহরিদাস — তোমার প্রার্থনার উত্তরে আমি তোমাকে কি বলিয়াছিলাম তোমার মনে আছে ?

কেশব — আজ্ঞে হাঁ, গুরু খুঁজিতে বা গুরু করিতে চেষ্টা না করিয়া নিজকে উপযুক্ত শিষ্যরূপে গড়িবার নিমিত্ত চেষ্টা করিতে বলিয়াছিলেন।

শ্রীহরিদাস — শ্রীগৌরহরির শিক্ষার অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য যথার্থরূপে উপলব্ধি না করিয়া সে সম্বন্ধে অনেকের ভ্রান্ত ধারণা জাত হইয়াছে। দেখিতেছি তুমিও সেই ভ্রান্ত

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ধারণার বশবর্তী হইয়াছ। তাঁহার আচরণ ও শিক্ষার সারমর্ম কি, তাহা তোমাকে বুঝাইয়া বলিতেছি। তাহা ঠিক ঠিক জানিতে পারিলেই তোমার সাধনপদ্ধতি কি হইবে তাহা তুমি উপলব্ধি করিতে পারিবে। শ্রীগৌরহরি স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ হইয়াও তাঁহার সর্বশ্রেষ্ঠ আরাধিকা হ্লাদিনীর মূর্তিমান্ প্রকাশ শ্রীরাধারাণীর ভাব ও কান্তি অঙ্গীকার করিয়া ও তাঁহার ভাবে বিভাবিত হইয়া তাঁহাকে নিজকে (শ্রীকৃষ্ণকে) কিরূপে ভক্তি করিতে হইবে, তাহা স্বয়ং আচরণ করিয়া শিক্ষা দিয়াছেন। তাঁহাকে স্তব করিতে গিয়া তাঁহার অন্তরঙ্গ ভক্ত শ্রীল সার্বভৌম ভট্টাচার্য এই শ্লোক রচনা করিয়াছেন –

"বৈরাগ্যবিদ্যানিজভক্তিযোগ-শিক্ষার্থমেকঃ পুরুষঃ পুরাণঃ।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যশরীরধারী কৃপাম্বুধির্যস্তমহং প্রপদ্যে ॥
কালান্নষ্টং ভক্তিযোগং নিজং যঃ প্রাদুষ্কর্তুং কৃষ্ণচৈতন্যনামা।
আবির্ভূতস্তস্য পাদারবিন্দে গাঢ়ং গাঢ়ং লীলতাং চিত্তভৃঙ্গঃ ॥"

বৈরাগ্যের বিধানাদি ও স্ববিষয়ক ভক্তিযোগ শিক্ষা দেওয়ার নিমিত্ত যে করুণাসিন্ধু এক পুরাণপুরুষ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন, আমি তাঁহার শরণ গ্রহণ করিতেছি। কালপ্রভাবে বিনষ্টপ্রায় (অপ্রচারিত) স্ববিষয়ক ভক্তিযোগ পুনর্বার প্রচার করিবার নিমিত্ত যিনি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নাম ধারণ করিয়া অবতীর্ণ হইয়াছেন, তাঁহার চরণকমলে আমার চিত্তভৃঙ্গ গাঢ়রূপে লীন হউক।

শ্রীগৌরহরির শিক্ষা ও আচরণ বিষয়ে অবগত হইয়া তাহাতে অনুপ্রাণিত হইতে পারিলে এই জন্মেই যে প্রেমলাভ অবশ্যম্ভাবী, ইহা বলা অনাবশ্যক।

ইষ্টদেবের উদ্দেশ্যে স্বার্থত্যাগবিষয়ে শিক্ষা – শ্রীপুরুষোত্তমধামস্থ শ্রীগম্ভীরায় অবস্থানসময়ে রাগমার্গীয় জাতরতি সাধক তাহার সমস্ত স্বার্থকে শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে তিলে তিলে জলাঞ্জলি দিয়া কিরূপে তাঁহার সুখান্বেষণে সর্বদা তৎপর হইবে, তাহা শ্রীগৌরহরি নিজে আচরণ করিয়া শিক্ষা দিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণলীলায় যিনি ভোক্তারূপে ব্রজরমণীগণের প্রেমরস পর্যাপ্তরূপে উপভোগ করিয়াছিলেন, সেই শ্রীকৃষ্ণ জগজ্জীবকে নিজ ভক্তিযোগ শিক্ষা দিতে গিয়া স্ত্রীদর্শন ত দূরের কথা স্ত্রীনাম পর্যন্ত শুনিলে সঙ্কুচিত হইয়া যাইতেন ও সমস্ত ভোগ ত্যাগ করিয়া কলার শরলাতে শয়ন করিতেন।

শ্রীকৃষ্ণবিরহজনিত তীব্র ব্যাকুলতা প্রকাশ – শ্রীরাধারাণীর ন্যায় তিনি শ্রীকৃষ্ণবিরহে ব্যাকুল হইয়া শ্রীরামানন্দ রায়ের কণ্ঠ ধারণ করিয়াছিলেন। উৎকণ্ঠায় গম্ভীরাভিত্তিতে নিজের মুখ ও নাক ইত্যাদি ঘষিয়া রক্তজর্জরিত করিয়াছিলেন। মহারাস হইতে শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্হিত হইলে মহাবিপ্রলম্ভহেতু শ্রীরাধারাণী যেরূপ কূর্মাকৃতি ধারণ

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

করিতেন, শ্রীরাধাভাবাবিষ্ট শ্রীগৌরহরিও সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণবিরহের উন্মাদনায় কূর্মরূপ ধারণ করিয়া শ্রীজগন্নাথের মন্দিরের সন্নিকটে গাভীগণের মধ্যে পড়িয়া থাকিতেন। আবার ভাবাবেশে কখনও কখনও দীর্ঘহস্তপদযুক্ত হইয়া সমুদ্রের মধ্যে পড়িয়া থাকিতেন। এই বিরহবোধহেতু ইষ্টদেবের প্রতি যে অবিচলিত আবেশ, তাহাই রাগমার্গীয় ভক্তির প্রাণসদৃশ। সর্বক্ষণ ইষ্টদেবের সেবাসুখবিধানের অভাববোধহেতু জাত তীব্র ব্যাকুলতা ভক্তিসাধককে কিরূপে জর্জরিত করে শ্রীগৌরহরির আচরণে তাহা পরিস্ফুরিত হইয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণপ্রীতিকামী ভক্তিসাধকের পক্ষে ব্যাকুল ক্রন্দনের অপরিহার্যতা বিষয়ে শিক্ষা – তাঁহার এইসব আচরণ হইতে সূচিত হয় যে, তিনি যে ভক্তি শিক্ষা দিয়া গেলেন, তাহা বিরহবিভাবিত হৃদয়েরই অভিব্যক্তি। এই বিরহবোধটি কোন নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নহে। অনুক্ষণ এই ভাব ভক্তিসাধকের হৃদয়কে বিগলিত করিয়া চক্ষু হইতে বর্ষাজলের ন্যায় অশ্রুনির্গত করাইতে থাকিবে। শ্রীগৌরসুন্দরের আচরণ হইতে এই শিক্ষা সুস্পষ্ট হইয়াছে।

তাঁহার দ্বারা প্রচারিত রাগমার্গীয় ভক্তিসাধনের আচরণ বিষয়ে তিনি তাঁহার রচিত শিক্ষাষ্টকের ষষ্ঠ ও সপ্তম শ্লোকে এইরূপ নির্দেশ দিয়াছেন –

"নয়নং গলদশ্রুধারয়া বদনং গদ্গদরুদ্ধয়া গিরা।
পুলকৈর্নিচিতং বপুঃ কদা তব নামগ্রহণে ভবিষ্যতি ॥
যুগায়িতং নিমেষেণ চক্ষুষা প্রাবৃষায়িতম্।
শূন্যায়িতং জগৎসর্বং গোবিন্দবিরহেণ মে ॥"

অর্থাৎ হে ভগবন্! কবে তোমার নাম গ্রহণ করিতে করিতে বিগলিত অশ্রুধারায় আমার নয়ন পরিব্যাপ্ত হইবে ?

শ্রীগোবিন্দের বিরহে আমার একটি নিমিষও একটি যুগের ন্যায় বোধ হইতেছে, বর্ষাজলের ন্যায় প্রবল বেগে আমার চক্ষু হইতে অশ্রু নির্গত হইতেছে ও সমস্ত জগৎ শূন্যবোধ হইতেছে।

শিক্ষাষ্টকের উপর্যুক্ত দুইটি শ্লোকে হৃদয়ে কি ভাব রাখিয়া শ্রীহরিনামগ্রহণরূপ ভক্তিসাধনে প্রবৃত্ত হইতে হইবে, তাহা শ্রীগৌরহরি প্রাঞ্জলভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন এবং নিজেও তদনুরূপ আচরণ করিয়া শিক্ষা দিয়াছেন। শ্রীগম্ভীরায় অবস্থান-সময়ে তিনি কিরূপ সর্বক্ষণ বিরহবিধুর হইয়া চক্ষুজলে বক্ষ সিক্ত করিতেন, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে তাহা বর্ণিত হইয়াছে। অতএব ইষ্টদেবের সেবালাভ হইল না – এই তীব্র অভাববোধ

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

হইতে হৃদয় বিগলিত হইয়া চক্ষু হইতে যে অশ্রুর উদ্‌গম হয়, তাহাই শ্রীগৌরোপদিষ্ট শ্রীনামকীর্তনপ্রধান ভক্তিসাধনের একমাত্র অনবদ্য উপকরণ। এই অশ্রুহীন শতসহস্র সাধনচেষ্টা ব্যর্থ এবং বহুজন্ম এইরূপ অশ্রুহীন সাধন করিলেও কদাপি প্রেমলাভ হইবে না।

বস্তুতঃ যাঁহারা সত্য সত্য তাঁহার শিক্ষার অনুসরণকারী, তাঁহারা এই বিরহাত্মক ভজনের পন্থাকেই নিজস্ব করিয়া লইয়াছেন। ইহা হইল তাঁহার আচরণের কথা। এখন তাঁহার শিক্ষার কথা আলোচনা করিব।

সংখ্যাপূর্বক শ্রীমহামন্ত্র জপের বিষয়ে আচরণপূর্বক শিক্ষা – শ্রীগৌরহরি সংখ্যাপূর্বক শ্রীমহামন্ত্র জপ করিতেই উপদেশ দিয়াছেন। তিনি শ্রীনবদ্বীপবাসী সজ্জনগণকে শ্রীমহামন্ত্রজপ ও অন্য নাম কীর্তনের যে উপদেশ দিয়াছেন তাহা এইরূপ –

"প্রভু বোলে, কহিলাঙ এই মহামন্ত্র।
ইহা জপ গিয়া সবে করিয়া নির্বন্ধ॥
ইহা হৈতে সর্বসিদ্ধি হইবে সভার।
সর্বক্ষণ বোল, ইথে বিধি নাহি আর॥"
(শ্রীচৈ:ভা:মধ্য ২১।৭৮-৭৯)

"ইহা জপ গিয়া সবে করিয়া নির্বন্ধ" – এইরূপ বলার দ্বারা শ্রীগৌরহরি নির্বন্ধ অর্থাৎ সংখ্যাপূর্বক শ্রীমহামন্ত্রজপকেই একমাত্র বিধিরূপে স্বীকার করিয়াছেন। কারণ অসংখ্যাত মন্ত্রজপ নিষ্ফল হয় বলিয়া শ্রীহরিভক্তিবিলাসে "অসংখ্যাতঞ্চ যজ্জপ্তং তৎ সর্বং নিষ্ফলং ভবেৎ।" (২।১৭।১৩৫) শ্লোকে বিবৃত হইয়াছে।

শ্রীগৌরহরির এই উপদেশ হইতে স্পষ্ট জানা যায় যে, নির্বন্ধসহকারে শ্রীমহামন্ত্র জপ করিতেই তিনি শিক্ষা দিয়াছেন। এই জপ উচ্চস্বরেও করা যাইতে পারে। শ্রীগৌরহরি ও শ্রীল হরিদাস ঠাকুর প্রভৃতির আচরণ হইতে ইহা জানা যায়। 'নির্বন্ধ' অর্থ নিয়ম। অধ্যবসায় অর্থ নিষ্ঠা, যাহাকি সংখ্যাদ্বারা সাধ্য। ইহা হইতে স্পষ্ট সূচিত হয় যে, নামসাধক প্রত্যহ নিয়ম করিয়া নির্দিষ্টসংখ্যক মহামন্ত্র জপ করিবে। শ্রীচৈতন্যভাগবত ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত আলোচনা করিলে শ্রীগৌরহরি কিরূপে সর্বক্ষণ সংখ্যাপূর্বক শ্রীমহামন্ত্র জপ করিতেন, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। তিনি কখনও অসংখ্যাত মহামন্ত্র জপ বা কীর্তন করেন নাই। তাঁহার অনুগত আচার্যগণও সর্বতোভাবে তাঁহার অনুসরণ করিয়াছেন।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

'সর্বক্ষণ বোল' – এই উক্তির অর্থ করিতে গিয়া লোকসকল ভ্রমে পতিত হয়। এই স্থানে 'সর্বক্ষণ' বলিতে নিজের আহারনিদ্রাদির জন্য যতটুকু সময় আবশ্যক, তাহা বাদ দিয়া বাকি সময়কেই বুঝিতে হইবে। অবশ্য উন্নত অধিকারে নিদ্রা এরূপ কি আহারও ত্যাগ করিয়া শ্রীহরিনাম মহামন্ত্র জপ করিবার প্রমাণ আছে; যথা – শ্রীল হরিদাস ঠাকুর, জগাই-মাধাই ও ষড়্গোস্বামী প্রভৃতি।

'বিধি নাহি আর' – মন্ত্রজপে যেসব বিধি পালনীয় তাহা শ্রীহরিভক্তিবিলাসের সপ্তদশবিলাসে বিশদভাবে বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীগৌরহরির উপদিষ্ট মহামন্ত্র সেইসব বিধির ঊর্ধ্বে অবস্থিত। সেই কারণে 'ইহা জপ গিয়া সবে করিয়া নির্বন্ধ' – এই উক্তির দ্বারা তিনি কেবল সংখ্যারক্ষণকেই একমাত্র বিধিরূপে স্বীকার করিয়া তাহার উপরই গুরুত্ব দিয়াছেন। অন্য কোন বিধির উপর গুরুত্ব দেন নাই।

প্রতি কলিযুগে মহামন্ত্রজপের ফল মুক্তি – মন্ত্র হইল তারক অর্থাৎ ইহার জপের দ্বারা মনুষ্য মুক্তিলাভ করিতে পারে। কিন্তু মহামন্ত্র তারক ও পারক উভয়। অর্থাৎ যে প্রেমপ্রাপ্তির উদ্দেশ্য লইয়া ইহা জপ করিবে, সে প্রেমলাভ করিতে পারিবে এবং যে কেবল মুক্তিপ্রাপ্তির উদ্দেশ্যে ইহা জপ করিবে, সে কেবল মুক্তিই লাভ করিবে, প্রেম লাভ করিবে না। মহামন্ত্রকে মুখ্যতঃ তারক ব্রহ্মনাম বলা হইয়াছে। এই তারক ব্রহ্মনাম প্রতি কলিযুগের যুগধর্ম ও যুগাবতারগণের দ্বারা ইহা প্রবর্তিত হইয়া থাকে। ইহার ফল মুক্তি।

শ্রীগৌরহরির কৃপায় এই কলিতে মহামন্ত্র জপের দ্বারা প্রেমলাভ হইয়া থাকে – যে কলিযুগে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ শ্রীগৌরহরিরূপে অবতীর্ণ হন, সেই কলিযুগের জীবগণের হৃদয়ে তিনি ভক্তিবাসনা বা প্রেম সঞ্চার করিয়া থাকেন। সেই প্রেমযুক্ত হৃদয় লইয়া মহামন্ত্র কীর্তন করিলে পরিপুষ্ট প্রেম লাভ হইয়া থাকে। কারণ "যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী।" অর্থাৎ যে যেরূপ বাসনা লইয়া কার্য করে, সে তাহার বাসনানুরূপ ফলই লাভ করে। অতএব যাহারা শ্রীগৌরকৃপায় প্রেমলাভের বাসনা হৃদয়ে রাখিয়া শ্রীমহামন্ত্র জপ করেন, কেবল তাহারাই প্রেম লাভ করিয়া থাকেন।

কেশব – শ্রীগৌরহরি ত সর্বক্ষণ মহামন্ত্র জপ করিতে বলিয়াছেন। দন্তধাবন, শৌচ ও ভোজনাদির সময়ে ত দক্ষিণ হস্ত বন্দ থাকে, তখন কিরূপে মহামন্ত্র জপ করিবে ?

শ্রীহরিদাস – তখন শ্রীমহামন্ত্র জপ না করিয়া অন্য নাম কীর্তন করিতে শ্রীগৌরহরি আদেশ দিয়াছেন; যথা –

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

"দশ-পাঁচে মিলি, নিজ দুয়ারে বসিয়া।
কীর্তন করিহ সভে হাথে তালি দিয়া॥
'হরে হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ।
গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন॥'
কীর্তন কহিলুঁ এই তোমা সভাকারে।
স্ত্রী-পুত্র-বাপে মিলি কর গিয়া ঘরে॥"
(শ্রীচৈ:ভা:মধ্য ২১।৮০-৮২)

শ্রীনবদ্বীপবাসী ভক্তগণ শ্রীগৌরহরির নিকট হইতে শ্রীমহামন্ত্র পাইবার পর যেরূপ আচরণ করিয়াছিলেন, তাহা সকলেরই অনুসরণীয়।

"প্রভুমুখে মন্ত্র পায়া সভার উল্লাস।
দণ্ডবৎ করি সভে গেলা নিজবাস॥
নিরবধি সভেই জপেন কৃষ্ণনাম।
প্রভুর চরণ কায়মনে করি ধ্যান॥
সন্ধ্যা হৈলে আপন দুয়ারে সভে মিলি।
কীর্তন করেন সভে দিয়া করতালি॥"
(শ্রীচৈ:ভা:মধ্য ২১।৮৩-৮৫)

শ্রীগৌরহরির নিকট হইতে শ্রীমহামন্ত্র পাইবার পর শ্রীনবদ্বীপবাসী ভক্তগণ সর্বদা মনে মনে তাঁহার পাদপদ্ম চিন্তা করিয়া সংখ্যাপূর্বক মহামন্ত্র জপ করিতেন এবং সন্ধ্যার সময় একত্র মিলিয়া দুয়ারে করতালি দিয়া "হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ" ইত্যাদি কীর্তন করিতেন বলিয়া জানা যায়। ইহা হইতে স্পষ্ট সূচিত হয় যে, শ্রীমহামন্ত্র ধীরে ধীরে হউক কিংবা উচ্চস্বরেই হউক ইষ্টদেবের স্মৃতি হৃদয়ে রাখিয়া তাঁহার কৃপালাভের উদ্দেশ্যে ব্যাকুল ক্রন্দন সহকারে সংখ্যাপূর্বক জপনীয় বা কীর্তনীয়। আর অন্য সময়ে শ্রীভগবানের অসংখ্য নাম হইতে অন্য যে কোন একটি নাম বহুলোক সমাবেশে খোলকরতালসহযোগে কিংবা হাতে তালি দিয়া কীর্তন করা যাইতে পারে। কিন্তু শ্রীমহামন্ত্র খোল-করতাল সহযোগে অসংখ্যাতভাবে কীর্তন করা অনুচিত। কারণ এইরূপ আচরণ স্বয়ং শ্রীমহাপ্রভু কিংবা তদনুগ আচার্যবর্গ কেহই করিয়া যান নাই। অতএব মহাজনানুমোদিত পন্থাই অনুসরণীয়। এসম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণী জানিতে চাহিলে শ্রীচৈতন্যভাগবত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ও শ্রীভাগবতধর্ম পাঠ করিতে পার।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

শ্রীমহামন্ত্র গ্রহণের অধিকারী কে ?

কেশব – শ্রীগৌরহরি মহামন্ত্রজপের জন্য যখন অন্য কোন বিধি রাখেন নাই, তখন আমরা ত তাহা জপ করিতে পারিব ?

শ্রীহরিদাস – পূর্বেই বলিয়াছি যে, এই মহামন্ত্র তারক ও পারক উভয়। ইহা কলিযুগের যুগধর্ম এবং সব কলিযুগে এই মহামন্ত্র জপেরই ব্যবস্থা। সব কলিতে এই মহামন্ত্রজপ মুক্তি দিয়া থাকে। কিন্তু এই বিশেষ কলিতে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ জীবহৃদয়ে তাঁহার প্রতি প্রেম সঞ্চার করিবার উদ্দেশ্যেই শ্রীগৌরহরিরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। যেহেতু জীবহৃদয়ে প্রেম(কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতিবাঞ্ছা)সঞ্চারই তাহার একমাত্র উদ্দেশ্য, সেই কারণে যে তাঁহার দৃষ্টিপথারূঢ় হইয়াছে, সে তাঁহা হইতে প্রেমলাভ করিয়া অশ্রু-কম্প-পুলকাদি সাত্ত্বিক বিকারে ভূষিত হইয়াছে। তারপর তিনি তাহাকে মহামন্ত্র জপ করিতে উপদেশ দিয়াছেন। অর্থাৎ শ্রীগৌরহরি যাঁহাদিগকে শ্রীমহামন্ত্র-জপের উপদেশ দিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই তাঁহার কৃপায় প্রথমে জাতরতি হইয়াছেন। সুতরাং কেবল জাতরতিকেই তিনি শ্রীহরিনাম-মহামন্ত্র জপ করিতে উপদেশ দিয়াছেন।

শ্রীগৌরহরির সকলকে দর্শনমাত্রে প্রেমদান

শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দের দর্শনেই সকললোক কিরূপে প্রেম লাভ করিতেন সেসম্বন্ধে কয়েকটি উদাহরণ দিতেছি।

শ্রীতপন মিশ্র – শ্রীগৌরহরি যখন পূর্ববঙ্গে গিয়াছিলেন তখন তপন মিশ্রের প্রতি তাঁহার কৃপার কথা শ্রীচৈতন্যভাগবতে এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে –

"এত বলি' প্রভু তারে দিলা আলিঙ্গন।
প্রেমে পুলকিত অঙ্গ হইল ব্রাহ্মণ ॥"

(শ্রীচৈ:ভা:আদি ১১।১৫২)

শ্রীগৌরহরি তপন মিশ্রকে আলিঙ্গন করিবামাত্রে শ্রীকৃষ্ণপ্রেমে তাঁহার হৃদয় পুলকিত হইয়াছিল।

শ্রীবাস পণ্ডিতের ভ্রাতৃসুতা নারায়ণী – শ্রীবাস পণ্ডিতের ভ্রাতৃসুতা চার বৎসরের অজ্ঞান বালিকাকে শ্রীগৌরহরি যেরূপ প্রেমদান করিয়াছিলেন, তাহা শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন –

"সম্মুখে দেখেন এক বালিকা আপনি।
শ্রীবাসের ভ্রাতৃসুতা নাম 'নারায়ণী' ॥

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

অদ্যাপিহ বৈষ্ণবসমাজে যা'র ধ্বনি।
'চৈতন্যের অবশেষপাত্র নারায়ণী' ॥
সর্বভূত অন্তর্যামি প্রভু গৌরচান্দ্।
আজ্ঞা কৈলা 'নারায়ণী! কৃষ্ণ বলি' কান্দ্' ॥
চারি বৎসরের সেই উন্মত্ত চরিত।
'হা কৃষ্ণ!' বলিয়া কান্দে নাহিক সম্বিত ॥"

(শ্রীচৈ:ভা:মধ্য ২।৩২১-২৪)

জগাই-মাধাই — জগাই-মাধাইর উদ্ধারের পর তাঁহাদের যে অবস্থা হইয়াছিল শ্রীচৈতন্যভাগবতে তাহা বর্ণিত হইয়াছে —

"লোমহর্ষ, মহা অশ্রু, কম্প সর্ব গায়।
জগাই-মাধাই দুই গড়াগড়ি যায় ॥
কা'র শক্তি বুঝিতে চৈতন্য-অভিমত।
দুইদস্যু করে দুই মহাভাগবত ॥"

(শ্রীচৈ:ভা:মধ্য ১২।২৪৩-৪৪)

শ্রীল রায় রামানন্দের সহযাত্রী স্নানার্থী ব্রাহ্মণগণ — শ্রীগৌরহরি যখন দক্ষিণ-ভারতভ্রমণে গিয়াছিলেন তখন শ্রীগোদাবরীনদীতীরে শ্রীল রামানন্দ রায়ের সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। শ্রীরামানন্দ রায় বহু বৈদিক ব্রাহ্মণকে সঙ্গে লইয়া শ্রীগোদাবরী স্নান করিতে আসিয়াছিলেন। স্নানান্তে তিনি একজন সন্ন্যাসীকে (শ্রীগৌরহরিকে) দেখিয়া তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। উভয়ে উভয়কে আলিঙ্গন করিয়া প্রেমাবিষ্ট হইলেন। ইহা দেখিয়া ব্রাহ্মণগণ চমৎকৃত হইয়া গেলেন। তাঁহাদের যেরূপ অবস্থা হইয়াছিল তাহা শ্রীল রামানন্দ রায় শ্রীগৌরহরিকে বলিতেছেন —

"আমার সঙ্গে ব্রাহ্মণাদি সহস্রেক জন।
তোমার দর্শনে সবার দ্রবীভূত মন ॥
'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' নাম শুনি সভার বদনে।
সভার অঙ্গ পুলকিত অশ্রু নয়নে ॥"

(শ্রীচৈ:চ:মধ্য ৮।৩৮-৩৯)

অমোঘ — একদিন শ্রীল সার্বভৌম ভট্টাচার্য শ্রীগৌরহরিকে তাঁহার গৃহে ভোজন করিতে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। তিনি ভোজন করিবার সময় শ্রীসার্বভৌমের জামাতা অমোঘ আসিয়া বলিল — "সন্ন্যাসী হইয়া এত খায় !" এই নিন্দারূপ অপরাধের ফলে

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

সে বিসূচিকা ব্যাধিতে পীড়িত হইয়া প্রাণান্ত অবস্থায় পড়িয়াছিল। শ্রীগৌরহরি ইহা শ্রবণ করিয়া তৎক্ষণাৎ অমোঘের নিকট গিয়া স্নেহেতে তাহার বুকে হাত দিয়া বলিলেন — "অমোঘ ! তুমি ব্রাহ্মণ ও তোমার হৃদয় শ্রীকৃষ্ণের বসতিস্থল। এইরূপ পবিত্র হৃদয়ে তুমি মাৎসর্যচণ্ডালীকে কেন বসাইলে ? যাহা হউক সার্বভৌমের সম্বন্ধহেতু তোমার অপরাধ দূর হইল। তুমি বর্তমান কৃষ্ণনাম কর। অচিরে শ্রীকৃষ্ণ তোমাকে কৃপা করিবেন। ইহার পর অমোঘের যে অবস্থা হইয়াছিল তাহা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে —

"শুনি 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' কহি অমোঘ উঠিলা।
প্রেমোন্মাদে মত্ত হয়া নাচিতে লাগিলা॥
কম্পাশ্রু পুলক স্বেদ স্তম্ভ স্বরভঙ্গ।
প্রভু হাসে দেখি তার প্রেমের তরঙ্গ॥"

(শ্রীচৈ:চ:মধ্য ১৫।২৭২-৭৩)

ঝারিখণ্ডের বন্যপশু প্রভৃতি — শ্রীগৌরহরি শ্রীবলভদ্র ভট্টাচার্যকে সঙ্গে লইয়া শ্রীবৃন্দাবন যাওয়ার সময় রাস্তায় ঝারিখণ্ড বনে যে অলৌকিক লীলা প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহা শুনিলে আশ্চর্য না হইয়া থাকিতে পারিবে না। সেই লীলাকথা বলিতেছি শোন।

"একদিন পথে ব্যাঘ্র করিয়াছে শয়ন।
আবেশে তার গায়ে প্রভুর লাগিল চরণ॥
প্রভু কহে-'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' ব্যাঘ্র উঠিল।
'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' কহি ব্যাঘ্র নাচিতে লাগিল॥
আরদিনে মহাপ্রভু করে নদীস্নান।
মত্তহস্তীযূথ আইল করিতে জলপান॥
প্রভু জলকৃত্য করে, আগে হস্তী আইলা।
'কৃষ্ণ কহ' বলি প্রভু জল ফেলি মাইলা॥
সেই জলবিন্দুকণা লাগে যার গায়।
সেই 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' কহে প্রেমে নাচে গায়॥
কেহো ভূমে পড়ে কেহো করয়ে চিৎকার।
দেখি ভট্টাচার্যের মনে হয় চমৎকার॥
পথে যাইতে করে প্রভু উচ্চ সঙ্কীর্তন।
মধুর কণ্ঠধ্বনি শুনি আইসে মৃগীগণ॥

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ডাহিনে-বামে ধ্বনি শুনি যায় প্রভু-সঙ্গে।
প্রভু তার অঙ্গ মুছে, শ্লোক পড়ে রঙ্গে ॥
হেনকালে ব্যাঘ্র তথা আইল পাঁচ-সাত।
ব্যাঘ্র মৃগী মিলি চলে মহাপ্রভুর সাথ ॥
দেখি মহাপ্রভুর বৃন্দাবন-স্মৃতি হৈল।
বৃন্দাবনগুণবর্ণন-শ্লোক পড়িল ॥
'কৃষ্ণ কৃষ্ণ কহ' করি প্রভু যবে বৈল।
'কৃষ্ণ' কহি ব্যাঘ্র-মৃগ নাচিতে লাগিল ॥
ব্যাঘ্র-মৃগ অন্যোন্যে করে আলিঙ্গন।
মুখে মুখ দিয়া করে অন্যোন্যে চুম্বন ॥"

(শ্রীচৈ:চ:মধ্য ১৭।২৭-৩৯)

শ্রীমন্মহাপ্রভুর দর্শনে হস্তী, মৃগ ও ব্যাঘ্র প্রভৃতির কিরূপ প্রেমোদয় হইয়াছিল, ইহা তাহার প্রমাণ।

দাক্ষিণাত্যবাসী — দক্ষিণভারতযাত্রাকালে শ্রীগৌরহরির দর্শনমাত্রেই লোক-সকল প্রেমলাভ করিয়াছিল। ঐ প্রেমিক ব্যক্তির সংস্পর্শে যে আসিত সেও প্রেমলাভ করিত এবং তার দর্শনে যে আসিত সেও প্রেমলাভ করিত। এসম্বন্ধে শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের বর্ণনা এইরূপ —

"লোক দেখি পথে কহে বোল 'হরি হরি' ॥
সেই লোক প্রেমে মত্ত বোলে 'হরি কৃষ্ণ'।
প্রভুর পাছে সঙ্গে যায় — দর্শনে সতৃষ্ণ ॥
কথোদূর রহি প্রভু তারে আলিঙ্গিয়া।
বিদায় করেন তারে শক্তি সঞ্চারিয়া ॥
সেইজন নিজগ্রামে করিয়া গমন।
'কৃষ্ণ' বোলে হাসে কান্দে নাচে অনুক্ষণ ॥
যারে দেখে তারে কহে কহ কৃষ্ণ নাম।
এইমত বৈষ্ণব হৈল সব নিজগ্রাম ॥
গ্রামান্তর হৈতে দৈবে আইসে যত জন।
তাঁহার দর্শন কৃপায় হয় তাঁর সম ॥
সেই যাই নিজগ্রাম বৈষ্ণব করয়।
অন্যগ্রামী আসি তাঁরে দেখি বৈষ্ণব হয় ॥

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

সেই যাই আর গ্রামে করে উপদেশ।
এইমত বৈষ্ণব হৈল সব দক্ষিণদেশ ॥"
(শ্রীচৈ:চ:মধ্য ৭।৯৪-১০১)

শ্রীপ্রতাপরুদ্রের মহিষীবৃন্দ — শ্রীবৃন্দাবনগমনছলে যখন শ্রীগৌরহরি শ্রীগৌড়-দেশে যাত্রা করিলেন তখন চিত্রোৎপলা নদীতে স্নানার্থে যাওয়ার সময় শ্রীপ্রতাপরুদ্রের মহিষীগণ হাতীর উপর তাম্বুগৃহে বসিয়া দূর হইতে তাঁহাকে দর্শন করিয়া প্রণাম করিয়াছিলেন। সে সময়ে তাঁহাদের যে অবস্থা হইয়াছিল, শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী তাহা এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন —

"চিত্রোৎপলা নদী আসি ঘাটে কৈল স্নান।
মহিষীসকল দেখি করয়ে প্রণাম ॥
প্রভুর দর্শনে সভে হৈলা প্রেমময়।
'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' কহে, নেত্রে অশ্রু বরিষয় ॥
এমন দয়ালু নাহি শুনি ত্রিভুবনে।
কৃষ্ণপ্রেমা হয় যার দূরদরশনে ॥"
(শ্রীচৈ:চ:মধ্য ১৬।১১৮-২০)

মদ্যপ যবনরাজা — শ্রীগৌরহরি যখন উৎকল এবং বঙ্গের সীমায় পঁহুছিলেন তখন সেখানকার অধিকারী শ্রীগৌরহরিকে উৎকলের পর মদ্যপ ও অত্যাচারী মুসলমান রাজার রাজ্য পার হইয়া যাইতে হইবে বলিলেন। তাহার অত্যাচার হইতে রক্ষার নিমিত্ত তাহার সঙ্গে সন্ধি করিবার প্রস্তাবও দিলেন এবং সন্ধি হইয়া গেলে শ্রীগৌরহরি স্বচ্ছন্দে যাইতে পারিবেন বলিয়া মত ব্যক্ত করিলেন। এই সময়ে উক্ত যবনরাজার একজন হিন্দু গুপ্তচর সীমা পার হইয়া উৎকলে আসিল। শ্রীগৌরহরির অদ্ভুত চরিত্র দেখিয়া সেই চর গিয়া যবন রাজাকে বলিল — "শ্রীজগন্নাথধাম পুরী হইতে একজন সন্ন্যাসী আসিয়াছেন। তাঁহার সঙ্গে অনেক সিদ্ধপুরুষ আছেন। সকলেই সর্বক্ষণ শ্রীকৃষ্ণ সংকীর্তন করিতেছেন। কীর্তন করিবার সময়ে তাঁহাদের মধ্যে কেহ হাসিতেছে, কেহ কাঁদিতেছে ও কেহ নাচিতেছে। লক্ষ লক্ষ লোক তাঁহাদিগকে দেখিতে আসিতেছে। যে একবার তাঁহাদিগকে দেখিতেছে সে আর ঘরে ফিরিতে ইচ্ছা করে না এবং সেইসব লোক কৃষ্ণকীর্তন করিয়া পাগলের মত নৃত্য ও গান করিতেছে, কাঁদিতেছে এবং ভূমিতে গড়াগড়ি দিচ্ছে। সে অবস্থা ভাষায় বর্ণন করা সম্ভব নহে, প্রত্যক্ষভাবে দেখিলেই জানা যাইবে। ঐ সন্ন্যাসীর এইসব লক্ষণ দেখিয়া লোকসকল তাঁহাকে

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

সাক্ষাৎ ঈশ্বর বলিতেছে।" এইরূপ বলিতে বলিতে সে চরও 'হরি কৃষ্ণ' বলিয়া কখন হাসিতেছে, কখন কাঁদিতেছে ও কখন পাগলের ন্যায় নাচিতেছে। চর হইতে এইসমস্ত বৃত্তান্ত শুনিয়া ও তাঁহার আচরণ দেখিয়া যবনরাজ বিস্মিত হইয়া গেল। সে সঙ্গে সঙ্গে তাহার একজন বিশ্বস্ত কর্মচারীকে শ্রীগৌরহরির নিকট পাঠাইল। উক্ত কর্মচারী গিয়া শ্রীগৌরহরিকে প্রণাম কবা মাত্রেই 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' কহিয়া প্রেমে বিহ্বল হইয়া গেল। কিছুক্ষণ পরে ধৈর্য ধরিয়া উৎকলের রাজ-অধিকারীকে বলিল —"যবনরাজা আপনার নিকট আমাকে পাঠাইয়াছেন। আপনি যদি আজ্ঞা দেন, তাহা হইলে তিনি আসিয়া শ্রীগৌরহরির দর্শন করিয়া যাইবেন। তিনি বহুত উৎকণ্ঠিত হইয়া বিনয়সহকারে আমার হাতে এই খবর দিয়াছেন। ইহাই আপনার সঙ্গে সন্ধি। অতএব যুদ্ধভয়ের আর কোন কারণ নাই।" যবনরাজার কর্মচারী হইতে এইসব কথা শুনিয়া মহাপাত্র (উৎকলের রাজকর্মচারী) বিস্মিত হইয়া গেলেন। তিনি মনে মনে শ্রীগৌরহরির অসীম করুণার কথা চিন্তা করিতে করিতে ভাবিলেন যে, যে শ্রীগৌরহরির দর্শন ও নামশ্রবণে জগদ্বাসী উদ্ধারলাভ করিল, সেই শ্রীগৌরহরির অহৈতুকী কৃপায়ই যবনরাজার মনের এইরূপ অদ্ভুত পরিবর্তন হইয়াছে। এইকথা চিন্তা করিয়া তিনি যবন রাজার কর্মচারীকে বলিলেন — "যবনরাজা যে শ্রীগৌরহরির দর্শন করিতে আগ্রহী, ইহা তাঁহার মহাসৌভাগ্য। তিনি নিরস্ত্র হইয়া কেবল পাঁচ সাতজন ভৃত্য সঙ্গে লইয়া শ্রীগৌরহরির দর্শন করিতে আসিতে পারেন।" উক্ত কর্মচারী ফিরিয়া গিয়া যবনরাজাকে সব কথা বলিল। সে হিন্দুবেশ ধরিয়া শ্রীগৌরহরিকে দর্শন করিতে আসিল। শ্রীগৌরহরিকে দূর হইতে দেখিয়া সে সাশ্রুনয়নে ও পুলকিত অঙ্গে দণ্ডবৎপ্রণাম করিল। মহাপাত্র সম্মানসহকারে তাঁহাকে শ্রীগৌরহরির নিকট লইয়া গেলেন। তিনি হাত যোড় করিয়া শ্রীগৌরহরির সম্মুখে কৃষ্ণনাম কীর্তন করিতে লাগিলেন। তারপর অনুতাপগ্রস্ত হইয়া বলিলেন — "অধম যবনকুলে কেন আমার জন্ম হইল ? বিধাতা আমাকে হিন্দুকুলে কেন জন্মাইলেন না ? হিন্দু হইয়া থাকিলে আপনার পাদপদ্মে স্থান পাইতাম। এ দেহ আমার বৃথা। এ প্রাণ থাকা অপেক্ষা চলিয়া যাওয়া ভাল।" যবনরাজার এই খেদোক্তি শুনিয়া মহাপাত্র আবিষ্ট হইয়া শ্রীগৌরহরির চরণধারণপূর্বক স্তুতি করিতে লাগিলেন — "হে প্রভো ! যাহার নাম শ্রবণে চণ্ডালও পবিত্র হয়, এতাদৃশ তোমার দর্শন লাভ করিয়া এ যবনরাজ ধন্য হইল। অশ্রুপুলকাদি ইঁহার যেসব লক্ষণ প্রকাশিত হইয়াছে, ইহা তোমার দর্শনেরই অদ্ভুত ফল।" তারপর শ্রীগৌরহরি উক্ত যবনরাজাকে আশ্বাসদানপূর্বক কৃপা করিয়া তাঁহাকে 'শ্রীকৃষ্ণ-হরি' কীর্তন করিতে আদেশ দিলেন। তখন যবনরাজা বলিলেন — "যদি আমায় কৃপা করিলেন তবে আমাকে কিছু সেবা দিয়া

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ধন্য করুন। আমি বহু গো-ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবের হিংসা করিয়াছি। সেই পাপ হইতে আমাকে উদ্ধার করুন।" তারপর শ্রীমুকুন্দ দত্ত বলিলেন যে, গঙ্গাদর্শনে যাইতে শ্রীগৌরহরির খুব ইচ্ছা। তিনি কিরূপে নিরাপদে যাইতে পারিবেন, সেই ব্যবস্থা করুন। ইহাই আপনার বড় সেবা। তারপর সেই যবনরাজা শ্রীগৌরহরির পাদপদ্ম বন্দনা করিয়া ফিরিয়া যাইতে উদ্যত হইলেন। মহাপাত্র তাঁহাকে প্রেমে আলিঙ্গন করিলেন এবং বহুদ্রব্য ভেটি দিয়া তাঁহার সঙ্গে মিত্রতা স্থাপন করিলেন। পরদিন সকালে তিনি বহু নৌকা সাজাইয়া শ্রীগৌরহরিকে নিতে তাঁহার একজন বিশ্বস্ত কর্মচারীকে পাঠাইলেন। মহাপাত্র শ্রীগৌরহরিকে নৌকাতে বিজয় করিতে প্রার্থনা করিলেন। যবনরাজা আসিয়া শ্রীগৌরহরির পদবন্দনা করিল। একটি নূতন নৌকা ও তাহার মধ্যে ঘর হইয়াছিল। সেই নৌকায় শ্রীগৌরহরি নিজগণ সহিত বসিলেন। মহাপাত্রকে শ্রীগৌরহরি বিদায় দিলেন। তিনি কাঁদিতে কাঁদিতে তথায় রহিলেন। উক্ত যবনরাজা জলদস্যুর ভয়ে দশটি নৌকা ভরিয়া সৈন্য সঙ্গে লইয়াছিলেন। পিছলদায় শ্রীগৌরহরিকে পঁহুছাইয়া দেওয়ার পর শ্রীগৌরহরি তাঁহাকে বিদায় দিলেন। সে সময়ে যবনরাজার যে প্রেমপূর্ণ ব্যবহার তাহা বর্ণনাতীত। শ্রীগৌরহরির দর্শনমাত্রে অত্যাচারী মদ্যপ যবনরাজাও কিরূপ প্রেমলাভ করিয়া ধন্যাতিধন্য হইয়াছিল, তাহা শুনিলে ত।

শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু সেইরূপ তাঁহার অলঙ্কার অপহরণপ্রয়াসী দস্যুগণকে উদ্ধার করিয়া প্রেম দিয়াছিলেন। সে বিষয় পরে বলিব।

শ্রীল্ হরিদাস ঠাকুর তাঁহার চরিত্রসংহার উদ্দেশ্যে আগত বেশ্যাকে উদ্ধার করিয়াছেন। শ্রীল গদাধরদাস প্রভু বলপূর্বক মুসলমান কাজীকে শ্রীকৃষ্ণনাম কীর্তন করাইয়া প্রেম দিয়াছিলেন। এইরূপ আরও বহু উদাহরণ আছে।

শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দ ও তাঁহাদের নিজজনগণের আচরণ হইতে দেখা যায় যে, তাঁহাদের অহৈতুকী কৃপাদৃষ্টি যাহার উপর পতিত হইয়াছে, সে বিনা সাধনে তৎক্ষণাৎই প্রেমলাভ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছে।

ইহা হইতে স্পষ্ট জানা যায় যে, শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দ ও তাঁহাদের নিজজনগণের অহৈতুকী কৃপাই শ্রীকৃষ্ণপ্রেম বা ঐকান্তিকভাবে শ্রীকৃষ্ণের সুখবিধানবাসনালাভের একমাত্র কারণ। ইহা অন্য কোন সাধনসাপেক্ষ নহে। সুতরাং কর্মাধিকারী প্রাথমিক ভক্তিসাধক সর্বদা ব্যাকুল ক্রন্দনপূর্বক তাঁহাদের কৃপাভিক্ষা করাই তাহার পক্ষে আশুপ্রেমলাভের একমাত্র সাধন।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

শ্রীগৌরহরির শিক্ষার কদর্থ

কেশব — শ্রীগৌরহরি শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভুকে ত এইরূপ শিক্ষা দিয়াছেন —

"ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান্ জীব।
গুরু-কৃষ্ণ-প্রসাদে পায় ভক্তিলতাবীজ ॥
মালী হৈয়া সেই বীজ করে আরোপণ।
শ্রবণ-কীর্তন-জলে করয়ে সেচন ॥
উপজিয়া বাড়ে লতা ব্রহ্মাণ্ড ভেদি যায়।
বিরজা-ব্রহ্মলোক ভেদি পরব্যোম পায় ॥
তবে যায় তদুপরি গোলোক বৃন্দাবন।
কৃষ্ণচরণ-কল্পবৃক্ষে করে আরোহণ ॥
তাহাঁ বিস্তারিত হয়া ফলে প্রেমফল।
ইহাঁ মালী সেচে নিত্য শ্রবণাদি জল ॥"

(শ্রীচৈ:চ:মধ্য ১৯।১৩৩-১৩৭)

শ্রীগৌরহরি যখন সর্বদা শ্রীকৃষ্ণনাম শ্রবণ-কীর্তনের উপদেশ দিয়াছেন, এস্থানে যে শ্রবণ-কীর্তন-জলের কথা বলিলেন তাহা ত নিশ্চিতরূপে সেই শ্রীকৃষ্ণনাম শ্রবণ-কীর্তনকেই লক্ষ্য করিয়া তিনি বলিয়াছেন। সুতরাং প্রাথমিক অবস্থায়ও ভক্তিসাধক শ্রীকৃষ্ণনাম শ্রবণ-কীর্তন করিলেই যে তাহার প্রেমপ্রাপ্তি হইবে, ইহা তাঁহার শিক্ষা হইতে সূচিত হয় না কী ?

শ্রীহরিদাস — কেশব ! শ্রীল রূপ গোস্বামী প্রভুকে শ্রীগৌরহরি যে শিক্ষা দিয়াছেন, তাহা ভাগ্যবান্ জীবের জন্য উদ্দিষ্ট। ভাগ্যবান্ জীব পরবর্তিকালে শ্রীগুরুকৃপায় শ্রীকৃষ্ণের সুখানুসন্ধানস্মৃতি লইয়া তাঁহার নাম শ্রবণ-কীর্তন করে। নিরপরাধ হইয়া এইরূপ শ্রবণ-কীর্তন করিলে কালক্রমে প্রেমলাভ হইয়াথাকে। ভাগ্যবান্ বলিতে যাদৃচ্ছিক মহৎকৃপায় ভগবৎকথায় জাতশ্রদ্ধ ব্যক্তিকেই বুঝায়। এইরূপ ব্যক্তির শ্রদ্ধা অতি কোমলা। এই কোমলশ্রদ্ধ ব্যক্তির পক্ষে নামাপরাধ ত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণনাম কীর্তন করা খুব কষ্টসাধ্য ও বহু সময়সাপেক্ষ। এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে সে যদি আবার বৈষ্ণব অপরাধ করিয়া ফেলে, তবে তাহার ভক্তিপ্রবৃত্তি সম্পূর্ণ লোপ হইয়া যায় বলিয়া শ্রীগৌরহরি "যদি বৈষ্ণব অপরাধ উঠে হাথীমাতা। উপাড়ে বা ছিণ্ডে তার শুখি যায় পাতা ॥" — এই পয়ারে বলিয়াছেন। জাতভাব ব্যক্তিরও বৈষ্ণবাপরাধহেতু ভাব লুপ্ত হইয়া যায় বলিয়া শ্রীরূপপাদ শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

(১।৩।৫৪) উল্লেখ করিয়াছেন। অবশ্য যাহার প্রতি গুরু বা মহতের বিশেষ কৃপা থাকিবে, সে কোমলশ্রদ্ধ হইলেও অপরাধ ত্যাগ করিয়া অভিনিবেশসহকারে প্রেমলাভের উদ্দেশ্যে আর্তিযুক্ত হইয়া শ্রীমহামন্ত্র কীর্তন করিতে পারে। ইহা সাধারণ নিয়ম নহে। শ্রীগৌরহরির পরবর্তী শিক্ষা হইতে ইহা জানা যায়।

কেশব –

"অজ্ঞানাদথবা জ্ঞানাদুত্তমঃশ্লোকনাম যৎ।
সঙ্কীর্তিতং অঘং পুংসো দহেদেধো যথানলঃ ॥"

(শ্রীভা: ৬।২।১৮)

এই শ্লোকে শ্রীবিষ্ণুদূতগণ বলিলেন যে, অগ্নি যেরূপ কাষ্ঠকে পোড়াইয়া ভস্ম করিয়া দেয় সেইরূপ জ্ঞাতসারে হউক কিংবা অজ্ঞাতসারেই হউক, উত্তমঃশ্লোক শ্রীভগবানের নামকীর্তন করিলে সমস্ত পাপ ভস্ম হইয়া যায়।

এরূপ অবস্থায় অপরাধ থাকিলে শ্রীহরিনাম কীর্তনের ফল পাওয়া যায় না বলিয়া আপনি যাহা বলিলেন তাহা আমার হৃদ্‌বোধ হইতেছে না। শ্রীহরিনামকীর্তনের ফলপ্রাপ্তি কিরূপে সহজে হইবে, তাহা কৃপা করিয়া আমাকে বলুন।

শ্রীহরিদাস – "অজ্ঞানাদথবা জ্ঞানাৎ...." শ্লোকে শ্রীহরিনামকে অগ্নির সঙ্গে ও পাপকে কাষ্ঠের সঙ্গে তুলনা করা হইয়াছে। শ্রীহরিনাম যেকোনরূপে উচ্চারিত হইলেই পাপ নাশ হয় সত্য, কিন্তু যদি সাধকের নামাপরাধ থাকে, তখন সে বহুবার শ্রীকৃষ্ণনাম উচ্চারণ করিলেও তাহার পাপনাশরূপ ফলপ্রাপ্তি হইবে না। ইহা নামের অযোগ্যতা নহে, অপরাধরূপ প্রতিবন্ধকহেতু শ্রীহরিনামের ফলপ্রাপ্তি হয় না। যেরূপ কাষ্ঠ শুষ্ক থাকিলে অগ্নিসংযোগমাত্রে পুড়িয়া ভস্ম হইয়া যায়। কিন্তু যদি আর্দ্র থাকে তাহা হইলে যতই অগ্নিসংযোগ করা যাউক না কেন তাহা কিছুতেই পুড়িবে না। সেইরূপ অপরাধ থাকিলে বহুবার শ্রীহরিনাম কীর্তন করিলেও পাপনাশ হইবে না।

আবার পূর্বোক্ত "অজ্ঞানাদথবা জ্ঞানাৎ...." শ্লোকে শ্রীহরিনাম কীর্তনের যে ফলের কথা বলা হইয়াছে তাহা পাপনাশমাত্র – প্রেম নহে। 'অজ্ঞানাৎ' অর্থাৎ স্মৃতিহীন হইয়া শ্রীহরিনাম করিলে কদাপি প্রেমলাভ হইবে না। কারণ ইষ্টদেবের প্রতি প্রেমসঙ্গতা মমতাকেই প্রেম বলা হয়। যাহার প্রতি মমতা থাকিবে, তাহার স্মৃতি যে অনুক্ষণ হৃদয়ে জাগ্রত থাকিবে, ইহা বলা নিষ্প্রয়োজন। গাঢ় স্মৃতিযুক্ত হইয়া শ্রীহরিনাম কীর্তন করা যে উচিত ইহা শ্রীগৌরহরির শিক্ষাষ্টক আলোচনা করিলে স্পষ্ট জানা যায়। গাঢ়স্মৃতি না থাকিলে কিছুতেই ক্রন্দন আসিবে না এবং ইষ্টদেবের সেবাপ্রাপ্তির অভাববোধজনিত ক্রন্দনের উদয় না হওয়া পর্যন্ত প্রেমপ্রাপ্তিও অসম্ভব।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

এবিষয়ে শ্রীগৌরহরি স্বয়ং বলিয়াছেন – "প্রেমধন আর্তিবিনে না পাই কৃষ্ণেরে।" (শ্রীচৈ:ভা:মধ্য ১০।৯৮) সুতরাং শ্রীনাম-কীর্তনকারীর শ্রীকৃষ্ণের প্রতি মমতা ও তাঁহার সেবাপ্রাপ্তির অভাববোধজনিত আর্তি থাকা সর্বাদৌ প্রয়োজন।

অপরাধ না থাকিলে স্মৃতিহীন হইয়া শ্রীহরিনাম কীর্তন করিলেও পাপনাশ অর্থাৎ সংসারমুক্তি হইতে পারে। ইহা নামাভাসের(অপরাধশূন্য নামের)ই ফল – শুদ্ধ নামের ফল নহে। অপরাধ থাকিলে যখন নামাভাসও হয় না, সে অবস্থায় অপরাধযুক্ত নাম হইতে প্রেমলাভের আশা বিড়ম্বনামাত্র নহে কী ? সেই কারণে অপরাধ ত্যাগ করিয়া শ্রীহরিনাম কীর্তন করিতে শ্রীগৌরহরি শ্রীবল্লভ ভট্টকে উপদেশ দিয়াছেন।

"অপরাধ ছাড়ি কর কৃষ্ণ-সঙ্কীর্তন।
অচিরাতে পাবে তবে কৃষ্ণের চরণ ॥"
(শ্রীচৈ:চ:অন্ত্য ৭।১২১)

আবার এ সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর উক্তিও প্রণিধানযোগ্য।

"কৃষ্ণনাম করে অপরাধের বিচার।
'কৃষ্ণ' বলিলে অপরাধীর না হয় বিকার ॥
তথা হি (শ্রীভা: ২।৩।২৪)
'তদশ্মসারং হৃদয়ং বতেদং যদ্গৃহ্যমাণৈর্হরিনামধেয়ৈঃ।
ন বিক্রিয়েতাথ যদা বিকারো নেত্রে জলং গাত্ররুহেষু হর্ষঃ ॥'
এক কৃষ্ণনামে করে সর্বপাপ নাশ।
প্রেমের কারণ ভক্তি করেন প্রকাশ ॥
প্রেমের উদয়ে হয় প্রেমের বিকার।
স্বেদ-কম্প-পুলকাদি গদ্গদাশ্রুধার ॥
অনায়াসে ভবক্ষয়, কৃষ্ণের সেবন।
এক কৃষ্ণনামের ফলে পাই এত ধন ॥
হেন কৃষ্ণনাম যদি লয় বহুবার।
তবে যদি নহে প্রেম নহে অশ্রুধার ॥
তাতে জানি অপরাধ তাহাতে প্রচুর।
কৃষ্ণনামবীজ তাহে না হয় অঙ্কুর ॥"
(আদি ৮।২১-২৬)

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণনামে অপরাধের বিচার আছে। 'কৃষ্ণ' বলিয়া উচ্চারণ করিলে অপরাধীর অশ্রুপুলকাদি জাত হয় না। শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত হইয়াছে যে, শ্রীহরিনাম-গ্রহণসত্ত্বেও যাহার হৃদয় দ্রবীভূত হয় না এবং আনন্দের আতিশয্যহেতু দেহে পুলকের উদয় হয় না, তাহার হৃদয় (অপরাধহেতু) পাষাণসদৃশ কঠিন। একটি শ্রীকৃষ্ণনাম উচ্চারণের ফলে অনায়াসে সমস্ত পাপনাশ অর্থাৎ সংসারমুক্তি হইয়া প্রেম লাভ হয় এবং প্রেমের লক্ষণস্বরূপ অশ্রু, কম্প ও পুলকাদির চিহ্ন দেহে প্রকাশ পায়। কিন্তু এই নাম বহুবার উচ্চারণ করিলেও যদি প্রেম জাত হইয়া চক্ষু হইতে অশ্রু নির্গত না হইল, তবে জানিতে হইবে যে, নামোচ্চারণকারীর হৃদয় অপরাধের ফলে পাষাণ সদৃশ কঠিন হইয়া গিয়াছে, যাহার ফলে শ্রীকৃষ্ণনামবীজ তাহাতে অঙ্কুরিত হইতে পারিতেছে না।

সেই কারণে পরবর্তিকালে শ্রীকৃষ্ণনাম প্রাকৃতেন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে বলিয়া শ্রীগৌরহরি বলিয়াছেন। তাহা পরে বলিব।

প্রাথমিক অবস্থায় কর্মাধিকারী সাধক রজস্তমোগুণাবিষ্ট থাকে। রজোগুণের কার্য চিত্তবিক্ষেপ ও তমোগুণের কার্য লয় অর্থাৎ নিদ্রাভিভূত করা। এই লয়-বিক্ষেপযুক্ত চিত্তে শ্রীকৃষ্ণনাম গ্রহণ করিলে তাহাতে গাঢ় অভিনিবেশ থাকিবে না। অতএব তাহার দ্বারা অনবধানতারূপ নামাপরাধই হইবে। এইরূপ নামগ্রহণদ্বারা পুণ্যফল লাভ হইতে পারে, কিন্তু কদাপি প্রেমলাভ হইবে না। অতএব রজস্তমোগুণাবিষ্ট কর্মাধিকারী সাধক কখনও শুদ্ধভাবে শ্রীকৃষ্ণনাম মহামন্ত্র গ্রহণের অধিকারী হইতে পারে না। কেশব! তুমি রজোগুণ ও তমোগুণের দৌরাত্ম্য কখনও উপলব্ধি করিয়াছ কী ?

কেশব – আজ্ঞে, করিয়াছি। আমি অনেক সময় প্রার্থনা করি ও শ্রীমহামন্ত্রও সংখ্যা না রাখিয়া কীর্তন করি। কিন্তু আমার অজ্ঞাতসারে মন কোথায় যে চলিয়া যায় এবং কতই যে অবাঞ্ছিত চিন্তায় লিপ্ত হইয়া যায়, তাহা আমি কিছুতেই জানিতে পারি না। অনেক সময়ের পর অনুভব করিতে পারি যে, আমি প্রার্থনা কিংবা শ্রীহরিনামগ্রহণে সম্পূর্ণ অমনযোগী হইয়া গিয়াছি। অমনযোগী থাকা অবস্থায় আমি যে প্রার্থনা বা যে শ্রীহরিনাম করি, তাহা আমার চিত্তকে আদৌ স্পর্শ করে না। কারণ তখন চিত্ত হইতে শ্রীভগবানের স্মৃতি সম্পূর্ণ লোপ হইয়া থাকে। আবার কোন কোন সময়ে নিদ্রাও আসিয়া যায়। তাহাতেও সেইরূপ তাঁহার স্মৃতি বিলুপ্ত হইয়া যায়। আমি প্রত্যেক দিন প্রার্থনা করিবার পূর্বে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া থাকি যে, আজ অভিনিবেশসহকারে শ্রীহরিনাম করিব। কিন্তু এক ক্ষণের মধ্যেই আমার সেই দৃঢ়সংকল্প সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইয়া যায়। আমি দৈনিক ইহা উপলব্ধি করিতেছি। এইরূপ অবস্থায় আপনার কথানুযায়ী

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

আমার মত কর্মাধিকারী সাধকের যে মহামন্ত্র করিবার অধিকার নাই, তাহা আমি মর্মে মর্মে উপলব্ধি করিতেছি।

শ্রীহরিদাস – সাধু সাধু ! তুমি ঠিকই বলিয়াছ। আর একটি কথা তোমাকে পূর্বেই বলিয়াছি যে, সাধনের মূলমন্ত্র হইল শ্রীবিষ্ণুস্মৃতি। যে সাধনে সেই বিষ্ণুস্মৃতি নাই, তাহা কদাপি সাধনপদবাচ্য হইতে পারে না। শ্রীরূপপাদ শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে উল্লেখ করিয়াছেন –

"সাধনৌঘৈরনাসঙ্গৈরলভ্যা সুচিরাদপি।
হরিণা চাশ্বদেয়েতি দ্বিধা সা স্যাৎ সুদুর্লভা॥"

(১।১।৩৫)

অর্থাৎ শতসহস্র অনাসঙ্গ সাধনদ্বারা সুচিরকাল পর্যন্ত অলভ্যা এবং সাসঙ্গ সাধনেও শ্রীহরির দ্বারা সহসা অদেয়া – হরিভক্তি এই দুইপ্রকারে সুদুর্লভা।

"সাসঙ্গ" শব্দের টীকায় শ্রীজীবপাদ উল্লেখ করিয়াছেন – "নিপুণতার সহিত অনুষ্ঠিত হইলেই সাধনকে সাসঙ্গ বলা যায়। শ্রীহরির সাক্ষাদ্ভজনে প্রবৃত্তিই সেই নিপুণতা।" ইহা হইতে জানা যায় যে, "আমি শ্রীহরির সাক্ষাতে উপস্থিত থাকিয়া তাঁহাকে সুখী করিবার নিমিত্ত তাঁহার নাম শ্রবণ-কীর্তনাদি করিতেছি।" – এইরূপ অনুভূতি অনুক্ষণ যে ভজনে আছে, তাহাই 'সাসঙ্গ ভজন'পদবাচ্য। যেস্থানে ভজনে এইরূপ অনুভূতি নাই অর্থাৎ ভক্ত্যনুষ্ঠান সময়ে মন শ্রীহরির পাদপদ্মে নিবিষ্ট না থাকিয়া দেহাসক্তিবশতঃ অন্যান্য বিষয়চিন্তায় আবিষ্ট থাকে, তাহাকে 'অনাসঙ্গ' সাধন বলা যায়। এইরূপ অনাসঙ্গ সাধন বহুজন্ম করিলেও প্রেমলাভ হইবে না। এসম্বন্ধে শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর উক্তিও বিশেষ প্রণিধানযোগ্য –

"বহু জন্ম করে যদি শ্রবণ-কীর্তন।
তবু নাহি পায় কৃষ্ণপদে প্রেমধন॥"

(শ্রীচৈ:চ:আদি ৮।১৫)

অর্থাৎ ইষ্টদেবের স্মৃতি হৃদয়ে না রাখিয়া বহুজন্ম শ্রবণ-কীর্তন করিলেও প্রেমলাভ হইবে না।

শ্রীহরিনামকীর্তনাদির সময়ে শ্রীহরির স্মৃতি যদি জাগ্রত না হইল, তবে তাহাকে সাধন বলা যাইবে কী ? এইরূপ অনুষ্ঠানে সাধনের প্রতি সাধকের অযত্নশীলতা প্রকাশ পায় না কী ? এই অযত্নশীলতাই 'অনবধানতা'রূপ নামাপরাধ। যতদিন এই নামাপরাধ দূর না হয়, ততদিন ভক্তি করিলেও তাহা নিরর্থক হইবে। অর্থাৎ সেইরূপ স্মৃতিহীন ভক্তি হইতে কস্মিন্‌কালেও প্রেম লাভ হইবে না।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

শ্রীগৌরহরি এইরূপ ইষ্টস্মৃতিহীন হইয়া শ্রীমহামন্ত্র গ্রহণ করিতে কখনও উপদেশ দেন নাই। শ্রীহরিনামগ্রহণ সম্বন্ধে শ্রীশচীমাতাকে তিনি যে উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহা এইরূপ —

"এতেকে ভজহ কৃষ্ণ সাধুসঙ্গ করি।
মনে চিন্ত 'কৃষ্ণে', মাতা! মুখে বল 'হরি'॥"
(শ্রীচৈ:ভা:মধ্য ১।২৩৯)

অর্থাৎ হে মাতা! সাধুসঙ্গ করিয়া শ্রীকৃষ্ণভজন কর। মনে মনে শ্রীকৃষ্ণের চিন্তা করিয়া মুখে 'শ্রীহরি' বল।

সন্ন্যাসগ্রহণের অব্যবহিত পূর্বে দর্শনার্থী নবদ্বীপবাসিগণের প্রতি তাঁহার উপদেশ —

"কি শয়নে, কি ভোজনে, কিবা জাগরণে।
অহর্নিশ চিন্ত কৃষ্ণ বোলহ বদনে॥"
(শ্রীচৈ:ভা:মধ্য ২৫।৭৭)

সুতরাং শ্রীগৌরহরি, তাঁহার পার্ষদ শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভু ও শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রভু প্রভৃতির উপদেশ হইতে সর্বক্ষণ ইষ্টদেবের স্মৃতি হৃদয়ে রাখিয়া ভুক্তি-মুক্তিকামনারূপ অন্যাভিলাষিতাকে হৃদয়ে স্থান না দিয়া কেবল শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অহৈতুকী প্রীতিলাভ উদ্দেশ্যে সর্বদা ব্যাকুল হইয়া চক্ষুজলে বক্ষ সিক্ত করিয়া শ্রীকৃষ্ণনাম মহামন্ত্র কীর্তন করা যে উচিত, ইহা স্পষ্ট সূচিত হয়।

শ্রীগৌরহরি শ্রীকৃষ্ণ-বিরহবিভাবিত হৃদয়ে কিরূপ অনুক্ষণ শ্রীকৃষ্ণস্মৃতিতে বিভোর থাকিতেন তাহা বলিতেছি।

শ্রীল ঈশ্বরপুরীপাদ হইতে দীক্ষালাভের পর লোকশিক্ষক শ্রীগৌরহরি যেরূপ আচরণ করিয়াছিলেন তাহা শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন —

"ধ্যানানন্দে মহাপ্রভু বাহ্য প্রকাশিয়া।
করিতে লাগিলা প্রভু রোদন ডাকিয়া॥
'কৃষ্ণ রে বাপ রে! মোর জীবন শ্রীহরি!
কোন্ দিকে গেলা মোর প্রাণ করি' চুরি?
পাইনু ঈশ্বর মোর কোন্ দিকে গেলা?'
শ্লোক পঢ়ি' প্রভু পুন কান্দিতে লাগিলা॥
প্রেমভক্তিরসে মগ্ন হইলা ঈশ্বর।
সকল শ্রীঅঙ্গ হৈল ধূলায় ধূসর॥

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

আর্তনাদ করি’ প্রভু ডাকে উচ্চ স্বরে।
কোথা গেলা বাপ কৃষ্ণ ! ছাড়িয়া আমারে ?”
(শ্রীচৈ:ভা:আদি ১৪।১১৫-১৯)

তারপর শিক্ষাষ্টকের “নয়নং গলদশ্রুধারয়া .... গোবিন্দবিরহেণ মে ॥” — ষষ্ঠ ও সপ্তম শ্লোকে শ্রীগৌরহরি শ্রীনাম-কীর্তনকারীর যে ভাবাবেশের কথা উল্লেখ করিয়াছেন তাহা পূর্বেই বলিয়াছি।

শ্রীকৃষ্ণবিরহকাতরা শ্রীরাধারাণীর ভাবে বিভাবিত শ্রীগৌরহরির এই প্রলাপোক্তি নিত্যকাল ভক্তিসাধকের আলোকস্তম্ভ হইয়া থাকিবে।

এইরূপভাবে গাঢ় অভিনিবেশ ও তীব্র আর্তিযুক্ত হইয়া শ্রীমহামন্ত্রকীর্তনই যে শ্রীগৌরহরির শিক্ষা, তাঁহার আচরণ ও উপদেশই ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। নামকীর্তনে গাঢ় অভিনিবেশের পরিবর্তে অন্যমনস্কতা থাকিলে এইরূপ আর্তি হৃদয়ে জাগিবে না এবং হৃদয়ে তীব্র আর্তি না জাগিলে আর্তবন্ধু শ্রীকৃষ্ণের কৃপাদৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়া সম্ভব নহে। রজস্তমোগুণাবিষ্ট কর্মাধিকারী জীব কস্মিন্‌কালে গাঢ় অভিনিবেশযুক্ত হইয়া শ্রীকৃষ্ণনাম গ্রহণ করিতে পারিবে না। কারণ রজোগুণ সর্বক্ষণ চিত্তবিক্ষেপ সৃষ্টি করিয়া তাহার মনকে ভগবদিতর চিন্তায় অভিনিবিষ্ট করাইবে এবং তমোগুণ লয় অর্থাৎ নিদ্রাভিভূত করাইয়া তাহাকে ভগবৎস্মৃতি হইতে চ্যুত করিয়া দিবে।

নামকীর্তনের অর্থ শ্রীভগবান্‌কে আহ্বান করা। এই জগতেও দেখা যায় যে, স্ত্রী যখন স্বামীকে সম্বোধন করিয়া ডাকে, সেই ডাকের মধ্যে স্বামীর প্রতি তাহার প্রীতি মিশ্রিত থাকে এবং সেই প্রীতিহেতু সে স্বামীকে ডাকিবার সময় আহ্লাদিতা হইবার সঙ্গে সঙ্গে তাহার মনও স্বামীর চিন্তায় আবিষ্ট থাকে। সেইরূপ মাতা পুত্রকে ডাকিবার সময় পুত্রের প্রতি স্নেহাধিক্যবশতঃ সে আহ্লাদিতা হইবার সঙ্গে সঙ্গে পুত্রের চিন্তায় আবিষ্ট থাকে। এইরূপ আবেশও স্বাভাবিক। যেহেতু যেস্থানে প্রীতি, সেই স্থানেই প্রীতির পাত্রকে আহ্বান করিলে তাহার কথা স্মৃতিপথে উদিত হইয়া আহ্বানকারীকে আহ্লাদিত করিবেই করিবে। সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণনামকীর্তনকারীর হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি প্রেমসঙ্গতা মমতার বিদ্যমানতাহেতু তাঁহার নামকীর্তনের সময়ে তাহার হৃদয়ের সেই মমতা শ্রীকৃষ্ণনামের সঙ্গে মিশ্রিত রহিয়া তাহার আনন্দসমুদ্রকে বর্ধন করে ও তাহাকে প্রতিপদে পূর্ণ অমৃতের আস্বাদন করায়। সেই কারণে শ্রীগৌরহরি শিক্ষাষ্টকের প্রথম শ্লোকে “আনন্দাম্বুধিবর্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনম্” কথাটি উল্লেখ করিয়াছেন। এসব অপ্রাকৃত অনুভূতির কথা। এইসব কারণে ভক্তিকে একটি বিজ্ঞান বলা হইয়াছে।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

শ্রীকৃষ্ণনাম অপ্রাকৃত এবং শ্রীকৃষ্ণের প্রতি জাতরতি ভক্তের যে মমতা তাহা তাহার হ্লাদিনীশক্তিতাদাত্ম্যপ্রাপ্ত হৃদয় হইতে জাত হওয়ায় তাহাও অপ্রাকৃত। অতএব সেইরূপ নামকীর্তনকারীর যে আনন্দাম্বুধিবর্ধন ও প্রতিপদে যে পূর্ণ অমৃতের আস্বাদন, তাহাতে গাঢ় অভিনিবেশ থাকা স্বাভাবিক।

ইহা হইল শ্রীকৃষ্ণনামকীর্তনে গাঢ় অভিনিবেশের কথা। প্রীতিহেতু ত গাঢ় অভিনিবেশ হইল। এঅবস্থায় আর্তি কিরূপে আসিবে তাহা বলিতেছি। এই জগতেও দেখা যায় যে, যে অর্থপিপাসু সে যতই অর্থ আয় করুক না কেন তাহার পিপাসা মিটে না। কিরূপে আরও অধিক আয় করিবে, সেই চিন্তায় সে সর্বক্ষণ ব্যাকুল থাকে। অপ্রাকৃত জগতেও ঠিক সেইরূপ। জাতরতি ভক্ত যতই প্রীতিযুক্ত হইয়া শ্রীহরিনাম কীর্তন করুক না কেন হ্লাদিনীশক্তির প্রেরণায় তাহার শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মে প্রীতির লেশমাত্র হইল না বলিয়া অভাববোধে সর্বক্ষণ চিত্ত জর্জরিত হইতে থাকে। কবে তাঁহার প্রতি প্রীতি জাত হইবে, এই চিন্তা এরূপ তীব্র হয় যে, তজ্জন্য সে ব্যথিত হইয়া সর্বক্ষণ আর্তস্বরে শ্রীকৃষ্ণকে আহ্বান করিতে থাকে। শ্রীগৌরহরিরও ঠিক এই অবস্থাই হইয়াছিল। তিনি সেই ভাবাবিষ্ট হইয়া বলিয়াছেন – "নাহি কৃষ্ণপ্রেমধন, দরিদ্র মোর এ জীবন, দেহেন্দ্রিয় ব্যর্থ মোর সব।" (শ্রীচৈ:চ:মধ্য ২।৩৬)। মূর্তিমতী হ্লাদিনী শ্রীরাধারাণী তাঁহার সর্বস্ব দিয়া সর্বক্ষণ এরূপ নিঃস্বার্থভাবে শ্রীকৃষ্ণেন্দ্রিয়প্রীতিবিধান করেন যে, শ্রীকৃষ্ণ নিত্যকাল অপরিশোধ্য ঋণে তাঁহার নিকট নিজকে ঋণী বলিয়া অভিমান করিয়াছেন, সেই শ্রীরাধারাণীর ভাবে আবিষ্ট হইয়া শ্রীগৌরহরির যে কি অবস্থা তাহা শুনিলে ত ! শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মে প্রীতির লেশমাত্র নাই বলিয়া তিনি কিরূপ ব্যথিত হইয়াছেন ! এসব হ্লাদিনীরই কার্য। অতএব যাহার ইন্দ্রিয় হ্লাদিনীশক্তিতাদাত্ম্যপ্রাপ্ত হইবে, তাহার হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি প্রেমসঙ্গতা মমতাহেতু তাঁহার নামকীর্তনে যেরূপ গাঢ় অভিনিবেশ জাত হইবে, সেইরূপ তাঁহার প্রতি প্রীতির লেশমাত্র হইল না বলিয়া অভাববোধে চিত্ত জর্জরিত হইয়া সর্বক্ষণ তাহাকে তীব্র আর্তিযুক্ত করাইবে।

তারপর "তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা ....।।" শ্লোকে শ্রীগৌরহরি যে উপদেশ দিয়াছেন তাহার মর্ম শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে –

"উত্তম হয়া আপনাকে মানে 'তৃণাধম'।
দুইপ্রকারে সহিষ্ণুতা করে বৃক্ষসম।।
বৃক্ষ যেন কাটিলেহ কিছু না বোলয়।
শুখাইয়া মৈলে কারে পানী না মাগয়।।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

যেই যে মাগয়ে, তারে দেয় আপন ধন।
ঘর্ম-বৃষ্টি সহে, আনের করয়ে রক্ষণ ॥
উত্তম হয়া বৈষ্ণব হবে নিরভিমান।
জীবে সম্মান দিবে জানি কৃষ্ণ-অধিষ্ঠান ॥
এইমত হয়া যেই কৃষ্ণনাম লয়।
কৃষ্ণের চরণে তার প্রেম উপজয় ॥"

ইহা হইতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, শ্রীমহামন্ত্র জপকর্তাকে প্রথমে ভগবদধিষ্ঠানজ্ঞানে আব্রহ্মস্তম্ব প্রত্যেক জীবকে যথাযথ সম্মান দিতেই হইবে। নিজে কষ্ট সহ্য করিয়াও বৃক্ষের ন্যায় অন্যের উপকার করিতে হইবে। নিজের কোন কষ্ট হইলে যেরূপ দুঃখানুভূতি হয়, সেইরূপ দুঃখানুভূতি সকলেরই হইয়া থাকে, এই বিচারে কাহাকেও কষ্ট দিবে না। "প্রাণিমাত্রে মনোবাক্যে উদ্বেগ না দিবে।" – ইহাই শ্রীগৌরহরির শিক্ষা। তারপর "মৃগোষ্ট্র-খর-মর্কাখু ...." (শ্রীভা: ৭।১৪।৯) শ্লোকে উদরভেদবুদ্ধি না করিয়া নিজের পুত্রগণকে যেরূপ ভোজ্যবস্তু সমানভাবে বণ্টন করিয়া দেওয়া হয় সেইরূপ মৃগ, উষ্ট্র, গর্দভ, মর্কট, মূষিক, সর্প ও মক্ষিকা ইত্যাদিকে ভগবদধিষ্ঠানজ্ঞানে ভোজ্যবস্তু সমানভাবে বণ্টন করিয়া দিতে শ্রীনারদ শ্রীযুধিষ্ঠির মহারাজকে বলিয়াছেন। কারণ বাহিরে দেহ বা উদরভেদ থাকিলেও আত্মা সকলেরই সমান এবং পরমাত্মাও সকলের হৃদয়ে অন্তর্যামিরূপে অবস্থান করিতেছেন। সেই অন্তর্যামীর সন্তোষের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া উদরভেদবুদ্ধি পরিত্যাগপূর্বক সকলকে ভোজ্যবস্তু সমানভাবে বাঁটিয়া দিবে। এই উপদেশ বর্ণাশ্রমধর্মান্তর্গত গৃহস্থগণের জন্যই উদ্দিষ্ট। কর্মার্পণকারী এইরূপ করিলেই রজস্তমোগুণমুক্ত হইয়া শ্রীহরিনামকীর্তনের অধিকারী হইতে পারিবে। সেই কারণে শ্রীগৌরহরি ভক্তিসাধককে প্রথমে তৃণাদপি সুনীচ ও তরোরপি সহিষ্ণু হইতে উপদেশ দিয়াছেন। কারণ এইরূপ আচরণ শ্রীহরিনামকীর্তনকারীর যোগ্যতাসম্পাদক।

শ্রীল জীবপাদও শ্রীভক্তিসন্দর্ভ ১০৬তম অনুচ্ছেদে উল্লেখ করিয়াছেন – "স্বধর্মপূর্বকমর্চনং কুর্বংশ্চ ভূতদয়াং বিনা ন সিধ্যতি।" অর্থাৎ স্বধর্ম(বর্ণাশ্রমধর্ম) পালনপূর্বক অর্চন(কর্মার্পণ)করিলেও ভূতাদর ব্যতীত সিদ্ধিলাভ হয় না। প্রাথমিক অবস্থায় অর্থাৎ প্রাকৃত ভূমিকায় শ্রীহরিনামগ্রহণাদি যে ভক্ত্যঙ্গযাজন, তাহা কর্মমিশ্রা ভক্তি। ইহা স্বরূপতঃ কর্ম কিন্তু ইহাতে ভক্তিত্ব আরোপ করা হইয়া থাকে বলিয়া ইহাকে শ্রীজীবপাদ আরোপসিদ্ধা ভক্তি আখ্যা দিয়াছেন। ভূতাদর ব্যতীত ইহা সিদ্ধ হইবে না বলিয়া তিনি উল্লেখ করিয়াছেন। এই ভূতাদরই কর্মাধিকার হইতে ভক্ত্যধিকারে উন্নীত হইতে সহায়ক হয়। সুতরাং ইহা ব্যতীত জীব কদাপি ভক্ত্যধিকারে উন্নীত হইতে

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

পারিবে না। সেই কারণে শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু "তৃণাদপি সুনীচেন" শ্লোক উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন – "ঊর্দ্ধবাহু করি কহি শুন সর্বলোক। নামসূত্রে গাঁথি পর কণ্ঠে এই শ্লোক ॥ প্রভুর আজ্ঞায় কর এই শ্লোক আচরণ। অবশ্য পাইবে তবে শ্রীকৃষ্ণ-চরণ ॥" (শ্রীচৈ:চ:আদি ১৭।২৮-২৯)। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামীর জগদ্বাসীকে এই উপদেশ হইতে জানা যায় যে, শ্রীকৃষ্ণনামকীর্তনের আশ্রয় লইলেও 'তৃণাদপি' শ্লোকোক্ত আচরণ না করিলে প্রেম লাভ হইবে না।

শ্রীহরিনামসাধকের যোগ্যতাসম্পর্কে আরও উল্লিখিত হইয়াছে –

"এইমত বৈষ্ণব কারে কিছু না মাগিব।
অযাচিতবৃত্তি কিংবা শাক-ফল খাইব ॥
সদা নাম লইব যথালাভেতে সন্তোষ।
এই ত আচার করে ভক্তিধর্মপোষ ॥"

(শ্রীচৈ:চ:আদি ১৭।২৬-২৭)

শ্রীহরিনামকীর্তনকারী সাধক তাহার ভজনানুকূল দেহের রক্ষণনিমিত্ত নেহাৎ যতটুকু না হইলে না চলে ততটুকু দ্রব্যই গ্রহণ করিবে। কাহারও দ্বারে ভিক্ষা করিতে না গিয়া অযাচিতভাবে যাহাই পাওয়া যায়, তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকিবে কিংবা শাক ও ফল আদি অনায়াসলব্ধ বস্তু ভোজন করিয়া দেহ রক্ষা করিবে। ভক্তিসাধনের অনুকূল এইসব আচরণ করিয়া সর্বক্ষণ শ্রীহরিনাম কীর্তন করিবে।

শ্রীগৌরহরির প্রিয় পার্ষদ নামাচার্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুর তাঁহার দর্শনার্থী বন্দিগণকে এই উপদেশ দিয়াছিলেন –

"এবে নিত্য কৃষ্ণনাম কৃষ্ণের চিন্তন।
সভে মিলি করিতে থাকহ অনুক্ষণ ॥
এবে হিংসা নাহি, নাহি প্রজার পীড়ন।
'কৃষ্ণ' বলি' কাকুবাদে করহ চিন্তন ॥"

(শ্রীচৈ:ভা:আদি ১৩।৬১-৬২)

শ্রীনামাচার্যের এই উপদেশে বন্দিগণকে বলা হইয়াছে – তাহারা যেরূপ বন্দী অবস্থায় কাহারও হিংসা না করিয়া কাহাকেও পীড়া না দিয়া গাঢ় অভিনিবেশ সহকারে তীব্র আর্তিযুক্ত হইয়া শ্রীকৃষ্ণনাম কীর্তন করিতেছেন, বন্ধনমুক্ত হইবার পরও যেরূপ বিষয়চিন্তায় মগ্ন না হইয়া সেইরূপভাবে শ্রীকৃষ্ণনাম কীর্তন করেন।

শ্রীগৌরহরির শিক্ষা ও নামাচার্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের শিক্ষা সমতাৎপর্যপর। শ্রীগৌরহরির অনুগত গোস্বামিগণও এইরূপ আচরণ করিয়া গিয়াছেন। অতএব

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

শ্রীহরিনামসাধকের আচরণ উপর্যুক্তমতে হওয়াই যে বাঞ্ছনীয়, ইহাতে দ্বিমত হইবার কিছুই নাই।

সুতরাং সর্বাবস্থায় অধিকারবিচার একান্ত প্রয়োজন। অধিকার বিচার না করিয়া এবং সংকীর্তনৈকপিতা শ্রীগৌরহরি ও তদনুগ আচার্যবর্গের আদর্শের অনুসরণ না করিয়া খেয়াল বা গতানুগতিক পন্থার বশবর্তী হইয়া কোন কার্য করিলে তাহা সুফলের পরিবর্তে কুফলই প্রসব করিবে। শ্রীগৌরহরি ও তদনুগ আচার্যগণ যেসব গুণে ভূষিত হইয়া শ্রীমহামন্ত্র কীর্তন করিতে উপদেশ দিয়াছেন, সর্বপ্রথমে সেইসব গুণে ভূষিত হইতে চেষ্টা না করিয়া তার পরবর্তী সাধনরূপ শ্রীমহামন্ত্র কীর্তন করিতে যে চেষ্টা তদ্দ্বারা শ্রীগৌরহরির আদেশ উল্লঙ্ঘনরূপ অপরাধ হয় না কী ? এইরূপ কার্যের দ্বারা তাঁহার প্রতি অবজ্ঞা করা হয় না কী ? যিনি বিমুখ জীবকে প্রেম দান করিয়া কৃতার্থ করিতে এ জগতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তাঁহার আদেশপালনে এইরূপ অবহেলা করিয়া অর্থাৎ তাঁহার প্রতি এইরূপ অবজ্ঞা প্রদর্শন করিয়া কোটি কোটি জন্ম শ্রীমহামন্ত্র কীর্তনের ছলনা করিলে কি কেহ কখনও প্রেম লাভ করিতে পারিবে ? সুতরাং গাঢ় অভিনিবেশ ও তীব্র আর্তিযুক্ত হইয়া শ্রীমহামন্ত্র কীর্তনের যে শিক্ষা সংকীর্তনৈকপিতা শ্রীগৌরহরি ও তদনুগ আচার্যবৃন্দ দিয়া গেলেন, তাহা কদাপি রজস্তমোগুণাবিষ্ট অজাতরতি কর্মাধিকারী নিমিত্ত উদ্দিষ্ট নহে, কেবল রজস্তমোগুণমুক্ত জাতরতি ভক্তিসাধকের নিমিত্তই তাঁহাদের এই উপদেশ। তাঁহাদের এই আদেশ অমান্য করিলে মঙ্গলের পরিবর্তে অমঙ্গলই অনিবার্য হইয়া পড়িবে।

তারপর রাগানুগা ভক্তির স্বরূপলক্ষণ ও তটস্থলক্ষণ বিষয়ে স্বয়ং শ্রীগৌরহরি শ্রীল সনাতনগোস্বামীকে এইরূপ বলিয়াছেন –

"ইষ্টে গাঢ় তৃষ্ণা রাগের স্বরূপলক্ষণ।
ইষ্টে আবিষ্টতা তার তটস্থলক্ষণ ॥"

(শ্রীচৈ:চ:মধ্য ২২।৮৬)

ইষ্টদেবের প্রতি যে গাঢ় তৃষ্ণা বা বলবতী লালসা, তাহাই রাগের স্বরূপলক্ষণ। অর্থাৎ বলবতী লালসাকেই 'রাগ' বলা যায়। আরও এস্থানে রাগকে তৃষ্ণা বলা হইয়াছে। তৃষ্ণার স্বরূপ কি তাহা জানিতে পারিলে রাগের স্বরূপসম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা জাত হইবে। জলপানের ইচ্ছাকে তৃষ্ণা বলা যায়। দেহে জলীয় অংশের অভাব হইলেই তৃষ্ণার উৎপত্তি হয়। তৃষ্ণা হইলে জলপাননিমিত্ত একটি উৎকণ্ঠার উদয় হয়। তৃষ্ণা যত গাঢ় হইতে থাকে জলপানের উৎকণ্ঠা ততই প্রবল হইতে থাকে। পরিশেষে এরূপ অবস্থা হয় যে, জল বিনা প্রাণধারণ অসম্ভব হইয়া পড়ে। এই অবস্থাকে গাঢ়তৃষ্ণা বলা

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

হয় এবং বলবতী আকাংক্ষাকেও গাঢ়তৃষ্ণা বলা হয়। মহৎকৃপায় ইষ্টদেবের সেবা করিয়া তাঁহাকে সুখী করিবার যে বাসনা লাভ হয়, সেবা লাভের জন্য যত বিলম্ব হয়, তজ্জনিত অভাববোধ সেবাপ্রাপ্তির উৎকণ্ঠাকে ততই বৃদ্ধি করিতে থাকে। জল নিমিত্ত তৃষ্ণা জলপানের দ্বারা নিবৃত্ত হইয়া যায়। কিন্তু ইষ্টদেবের সেবার এরূপ স্বভাব যে, তাঁহার প্রতি গাঢ় প্রীতিহেতু সর্বতোমুখী সেবাদ্বারা তাঁহাকে সুখী করিয়াও কিঞ্চিন্মাত্র সেবা হইল না বলিয়া সর্বক্ষণ তীব্র অভাববোধ জাত হইয়া সেবালাভ নিমিত্ত প্রবল উৎকণ্ঠা জন্মে। ইহাকেই ইষ্টদেবের প্রতি গাঢ়তৃষ্ণা বলা হয়। ইহা রাগের স্বরূপলক্ষণ। তখন গাঢ় প্রীতিময় আবেশ হেতু চিত্ত কেবল ইষ্টদেবের চিন্তায়ই নিমগ্ন থাকে। অর্থাৎ চিত্ত ইষ্টদেবে তন্ময়তাপ্রাপ্ত হইয়া তাঁহার তাদাত্ম্য লাভ করে। সেই অবস্থাকে "কৈবল্যেকপ্রয়োজনম্" বলিয়া শ্রীসূতগোস্বামী উল্লেখ করিয়াছেন। সে অবস্থায় নিজের স্বতন্ত্র সত্তা আছে বলিয়া অনুভূতিই থাকে না। ইষ্টদেবের স্মৃতি গাঢ় হইয়া ক্রমশঃ তাঁহার প্রতি এরূপ তন্ময়তা জাত হয় যে, সর্বদা কেবল তাঁহার চিন্তা ব্যতীত অন্য কোন চিন্তা এরূপ কি স্বীয় সত্তার চিন্তাও থাকে না।

ইহা হইতে স্পষ্ট সূচিত হয় যে, স্মৃতিই সাধনের মূলমন্ত্র। যে সাধনে স্মৃতি নাই, তাহা কদাপি সাধনপদবাচ্য হইতে পারে না। সুতরাং কর্মাধিকারী অজাতরতি সাধকের যে অনবধানতাযুক্ত শ্রীমহামন্ত্রগ্রহণ, তাহা যে ভক্তি নহে, পুণ্যকর্মমাত্র, ইহা বলা নিষ্প্রয়োজন এবং এই পুণ্য ভক্তিসাধক ত নয়ই, বরং ভক্তিবাধকই হইয়া থাকে।

এইরূপ শ্রীমহামন্ত্রগ্রহণ যে কস্মিন্‌কালেও শ্রীগৌরহরির উপদিষ্ট মহামন্ত্রগ্রহণ নহে, তাঁহার পরবর্তী শিক্ষাই তাহার প্রমাণ। তাঁহার পরবর্তী শিক্ষার বিষয় বলার পূর্বে শ্রীকৃষ্ণনাম গ্রহণ করিলে সাধকের কিরূপ অবস্থা হয় তাহা বলিতেছি।

শ্রীকৃষ্ণনামগ্রহণমাত্রে অশ্রু, কম্প ও পুলকাদি বিকার দেখা যায়। অবশ্য কেহ কেহ অভ্যাস করিয়া এইরূপ করিয়া থাকেন। কিন্তু তাহা আত্মবঞ্চনা ব্যতীত আর কিছুই নহে। ইষ্টদেবের প্রতি মমতার আধিক্যহেতু তাঁহার নামকীর্তনমাত্রে ভাবোদয়ক্রমে স্বাভাবিকভাবে অশ্রুকম্পাদি বিকার দেহে প্রকাশ পায়, যেরূপ আচার দেখিলে স্বতঃ জিভ হইতে লালা আসে। যুবতীর প্রতি যুবকের আকর্ষণ স্বাভাবিকই হইয়া থাকে। সদ্যবিবাহিত স্বামী কি স্ত্রীকে বলে — "তোমাকে কিরূপ ভাল বাসিতে হয় তাহা ত আমি জানি না। কিছু দিন অভ্যাস করিবার পর তোমাকে ভাল বাসিতে পারিব কিংবা সেসম্বন্ধীয় পুস্তকাদি পাঠ করিয়া কিরূপে স্ত্রীকে ভাল বাসিতে হয় তাহা শিক্ষা করিবার পর তোমাকে ভাল বাসিব।" ইহা হাস্যাস্পদ কথা নহে কী ? ভালবাসা হৃদয়ের বৃত্তি।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ইহা স্বাভাবিক বা স্বতঃস্ফূর্ত। অভ্যাস করিয়া কাহাকে ভালবাসার কথা সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক আর হাস্যাস্পদও। অতএব যে অবস্থায় শ্রীকৃষ্ণের প্রতি স্বাভাবিক প্রীতি নাই সে অবস্থায় অভ্যাস করিয়া শ্রীমহামন্ত্র গ্রহণ করিতে করিতে ক্রমশঃ শুদ্ধ নামকীর্তনের অধিকার জন্মিবে ও তজ্জনিত অশ্রুকম্পপুলকাদি জাত হইবে বলিয়া বিচার চরম নির্বোধতা ব্যতীত আর কিছুই নহে।

সেইরূপ যে শ্রীকৃষ্ণনাম কীর্তনমাত্রে অশ্রু, কম্প ও পুলকাদি বিকার স্বতঃ প্রকাশিত হইয়া থাকে, সেই শ্রীকৃষ্ণনাম কীর্তন করিয়াও যদি স্বাভাবিকভাবে অশ্রুকম্পাদি বিকার জাত না হয়, তবে জানিতে হইবে যে শ্রীকৃষ্ণনাম কীর্তন ঠিক হইতেছে না। আবার শ্রীগৌরহরি শিক্ষাষ্টকে বলিলেন "প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনম্"। যেস্থানে শ্রীকৃষ্ণনাম কীর্তনমাত্রে প্রতিপদে পূর্ণ অমৃতের আস্বাদন হইতেছে, সেস্থানে চিত্তবিক্ষেপ বা লয়ের সম্ভাবনা থাকিতে পারে কী ? যেস্থানে শ্রীমহামন্ত্র গ্রহণকালে সাধকের লয়, বিক্ষেপ ও নামগ্রহণে পূর্ণ অরুচি দেখা যায়, সেস্থানে এইরূপ নামগ্রহণকে কি শ্রীগৌরহরির উপদিষ্ট শ্রীকৃষ্ণনাম মহামন্ত্র গ্রহণ বলা যাইবে ? সুতরাং অবস্তুতে বস্তুজ্ঞান করিয়া সমাজে অধিকাংশ লোকই বিপথগামী হইতেছে। তুমি সেরূপ না করিয়া তোমার অধিকারের প্রতি সচেতন থাক এবং অধিকারোচিত সাধনে প্রবৃত্ত হও। শ্রীকৃষ্ণনাম কীর্তন সম্বন্ধে শ্রীগৌরহরির পরবর্তী শিক্ষার কথা বলিতেছি।

প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ে শ্রীমহামন্ত্রগ্রহণ শ্রীগৌরহরির শিক্ষা নহে

অপ্রাকৃত শ্রীকৃষ্ণনাম যে জীবের প্রাকৃতেন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে, তাহা শ্রীগৌরহরি স্বয়ং শিক্ষা দিয়াছেন। তিনি যখন কাশী গিয়াছিলেন, তখন তাঁহার বিষয়ে একজন ভক্ত ব্রাহ্মণ প্রকাশানন্দ সরস্বতী নামক একজন মায়াবাদী (যাঁহারা শ্রীভগবানের অপ্রাকৃত বিগ্রহ স্বীকার না করিয়া নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনা করেন) সন্ন্যাসীকে বলিয়াছিলেন –

"এক সন্ন্যাসী আইল জগন্নাথ হৈতে।
তাঁহার মহিমা প্রভাব না পারি বর্ণিতে॥
প্রকাণ্ড শরীর শুদ্ধ কাঞ্চনবরণ।
আজানুলম্বিত ভুজ কমলনয়ন॥
যত কিছু ঈশ্বরের সর্ব সল্লক্ষণ।
সকল দেখিয়ে তাতে অদ্ভুত কথন॥
তাঁহা দেখি জ্ঞান হয় – এই নারায়ণ।
যেই তাঁরে দেখে করে কৃষ্ণ-সংকীর্তন॥

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

মহাভাগবত-লক্ষণ শুনি ভাগবতে।
সেসব লক্ষণ প্রকট দেখিয়ে তাঁহাতে॥
নিরন্তর 'কৃষ্ণনাম' জিহ্বা তাঁর গায়।
দুইনেত্রে অশ্রু বহে গঙ্গাধারপ্রায়॥"

(শ্রীচৈ:চ:মধ্য ১৭।১০২-১০৭)

ব্রাহ্মণের এইকথা শুনিয়া প্রকাশানন্দ সরস্বতী শ্রীগৌরহরির নিন্দা করিয়া নানা কথা বলিলেন। তাহা শুনিয়া সে ব্রাহ্মণ খুব দুঃখিত হইয়া সেখান হইতে গিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুকে সব বিষয় বলিলেন। তাহাকে শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছিলেন –

"কৃষ্ণনাম, কৃষ্ণস্বরূপ – দুই ত সমান॥
নাম, বিগ্রহ, স্বরূপ – তিন একরূপ।
তিনে ভেদ নাহি, তিন চিদানন্দস্বরূপ॥
দেহ-দেহীর নাম-নামীর কৃষ্ণে নাহি ভেদ।
জীবের ধর্ম-নাম-দেহ-স্বরূপ বিভেদ॥
অতএব কৃষ্ণের নাম দেহ বিলাস।
প্রাকৃতেন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে, হয় স্বপ্রকাশ॥
কৃষ্ণনাম কৃষ্ণগুণ কৃষ্ণলীলাবৃন্দ।
কৃষ্ণের স্বরূপ সম সব চিদানন্দ॥"

(শ্রীচৈ:চ:মধ্য ১৭।১২৬-১৩০)

যে শ্রীগৌরহরি শ্রীমহামন্ত্রগ্রহণ সম্বন্ধে উপদেশ দিতে গিয়া বলিয়াছেন – "সর্বক্ষণ বল ইথে বিধি নাহি আর" সেই শ্রীগৌরহরির উপর্যুক্ত উপদেশ হইতে জানা যায় যে, শ্রীকৃষ্ণনাম জীবের প্রাকৃতেন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে। অর্থাৎ যাহাদের ইন্দ্রিয় প্রাকৃত (রজস্তমোগুণাক্রান্ত) তাহাদের জন্য শ্রীকৃষ্ণনাম মহামন্ত্রের উপদেশ প্রদত্ত হয় নাই। সেইজন্য শ্রীগৌরহরি যাহাকে শ্রীকৃষ্ণনাম মহামন্ত্র উপদেশ দিয়াছেন, তাহাকে প্রথমে তাঁহার দর্শনপ্রভাবে প্রেম দান করিয়া অর্থাৎ তাহাকে জাতরতি করিয়া তারপর শ্রীমহামন্ত্র গ্রহণের উপদেশ দিয়াছেন।

তুমি বলিতে পার 'কৃষ্ণ' শব্দ বা মহামন্ত্র কি জীব উচ্চারণ করিতে পারিবে না ? তাহার উত্তরে বলা যাইবে যে, জীব ইহা উচ্চারণ করিতে পারিবে, কিন্তু সে যে শ্রীকৃষ্ণনাম উচ্চারণ করিবে, তাহা শুদ্ধ শ্রীকৃষ্ণনাম নহে। সেইহেতু নাম উচ্চারণের ফলস্বরূপ অশ্রু, কম্প ও পুলাকাদি জাত হইবে না। তাহার উচ্চারিত শ্রীকৃষ্ণনাম তাহার হৃদয়স্থ রজস্তমোগুণাচ্ছাদিত হওয়ায় কৃষ্ণনাম কীর্তনের যথার্থ ফল সে পাইতে পারিবে

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

না। যেরূপ সূর্য স্বরূপে অবিকৃত থাকিলেও যখন মেঘের দ্বারা আবৃত হয়, তখন তাহার আলোক তথা উত্তাপলাভ হইতে জগদ্বাসী বঞ্চিত হন। ইহা সূর্যের দোষ নহে, তাহার আবরণরূপ মেঘেরই প্রভাব। অতএব প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ে শ্রীকৃষ্ণনাম গ্রহণীয় নহে বলিয়া শ্রীরূপপাদও উল্লেখ করিয়াছেন –

"অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেদ্গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ।
সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ॥"
(শ্রীভ:র:সি: ১।২।২৩৪)

অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণনামাদি জীবের জড়েন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহেন। সেবোন্মুখ জিহ্বাদিতে শ্রীনাম স্বতঃস্ফূর্ত হইয়া থাকেন।

'সেবোন্মুখ' শব্দের তাৎপর্য

সেবোন্মুখ শব্দের অর্থ কি তাহা বলিতেছি। যাহার যাহা প্রতি প্রীতি থাকে, তাহার সেবা করিতে তাহার স্বতঃই প্রবৃত্তি জাগে। সুতরাং সেবাপ্রবৃত্তির মূল হইল সেব্যের প্রতি প্রীতি। কোন ব্যক্তির প্রতি প্রীতি না থাকিলে তাহার সেবার প্রবৃত্তি কদাপি জাত হইবে না। অতএব শ্রীকৃষ্ণের প্রতি প্রীতি থাকিলেই তাঁহার নামগ্রহণরূপ ভক্তিতে অর্থাৎ সেবায় প্রবৃত্তি জাগিবে। তোমাকে পূর্বেই বলিয়াছি যে, শ্রীকৃষ্ণের জীবশক্তি হইতে জীবের সৃষ্টি বলিয়া তাহার হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপশক্তি বা হ্লাদিনীশক্তির অবস্থিতি নাই। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি প্রীতিযোগ এই হ্লাদিনীশক্তিরই একচেটিয়া সম্পত্তি। তিনি যাহার প্রতি প্রসন্ন হইবেন, তাহাকেই এই প্রীতিযোগ দান করিবেন। এই কারণে পরমকরুণ শ্রীকৃষ্ণ সর্বক্ষণ তাঁহার হ্লাদিনীশক্তির কোন এক সর্বানন্দাতিশায়িনী বৃত্তিকে সর্বজীবহৃদয়ে নিক্ষেপ করিতেছেন এবং ভক্তিমাত্রকাম কর্মার্পণের ফলে যাহার চিত্ত শুদ্ধ হইয়াছে, হ্লাদিনীশক্তি সেই ভক্তহৃদয়ে প্রবেশ করিয়া তাহাতে প্রেমরূপে অবস্থান করিতেছেন অর্থাৎ তাহাকে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি প্রীতিযুক্ত হইতে প্ররোচিত করিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণনাম ও হ্লাদিনীশক্তি সমজাতীয়। অতএব যে সাধকের ইন্দ্রিয় হ্লাদিনীশক্তি-তাদাত্ম্যপ্রাপ্ত হইয়াছে, সেই ইন্দ্রিয়ই অপ্রাকৃত ও সেবোন্মুখ এবং তাহাই অপ্রাকৃত শ্রীকৃষ্ণনাম গ্রহণের যোগ্য।

প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ে শ্রীকৃষ্ণনাম উচ্চারণের ফল

কেশব – শ্রীকৃষ্ণ ত স্বয়ং ভগবান্ ও সর্বময় কর্তা। অতএব প্রাকৃত ইন্দ্রিয় হইলেও জীব যখন তাঁহার নাম উচ্চারণ করিতেছে তাহার কি কিছুই ফল হইবে না?

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

শ্রীহরিদাস – হাঁ, হইবে। সে নিরপরাধ হইয়া থাকিলে তাহার নামাভাস হইবে। তাহার ফলে সে মুক্তি পাইবে। আর অপরাধ থাকিলে তাহার ক্ষয়িষ্ণু পুণ্যফল লাভ হইবে। মুক্তি ও পুণ্য – এই দুইটির মধ্যে কোনটিই শুদ্ধভক্তের কাম্য নহে।

জীবের ইন্দ্রিয় হ্লাদিনীশক্তিতাদাত্ম্যপ্রাপ্ত হইয়া গেলে তাহাতে আর জীবের কোন কর্তৃত্ব থাকে না। রজস্তমোগুণই জীবের কর্তৃত্বের উৎস। কর্মার্পণফলে জীবের কর্তৃত্বের উৎসস্বরূপ রজস্তমোগুণ হৃদয় হইতে দূর হইয়া যায় এবং সেই স্থানে হ্লাদিনীর বৃত্তি প্রবেশ করিয়া জীবের হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি মমত্ববোধ সৃষ্টি করে। তখন শ্রীকৃষ্ণের প্রতি প্রীতি তাহার পক্ষে স্বাভাবিকই হইয়া যায়। এই অবস্থায়ই জীব শ্রীকৃষ্ণনাম কীর্তনের প্রকৃষ্ট অধিকার পায়।

শ্রীকৃষ্ণনাম মুক্তগণের উপাস্য

কেশব – তখন কি তাহার চিত্তবিক্ষেপ ও লয় তাহাকে এই শ্রীকৃষ্ণনামকীর্তনে বাধা দেয় না ?

শ্রীহরিদাস – না, চিত্তবিক্ষেপ ও লয় ত রজস্তমোগুণের কার্য। তাহার হৃদয় তখন রজস্তমোগুণমুক্ত হইয়া সাধনের প্রতি তাহার রুচি জাত হইয়া থাকে। অতএব সে হৃদয়ে চিত্তবিক্ষেপ বা লয়ের প্রাদুর্ভাব থাকে না। তখন সে বিক্ষেপশূন্যভাবে সতত শ্রীকৃষ্ণের সুখানুসন্ধানময়ী স্মৃতি বিজড়িত হইয়া তাঁহার নাম কীর্তন করে এবং সে যে তাঁহার প্রাণপ্রিয় প্রভুর নাম কীর্তন করিতেছে এই স্মৃতিতে তাহার অশ্রু, কম্প ও পুলকাদি জাত হইয়া থাকে। এই অধিকারই শ্রীকৃষ্ণনামগ্রহণের প্রকৃত অধিকার। এই অবস্থায় শ্রীকৃষ্ণনাম স্বতঃস্ফূর্ত হইয়া থাকে। সেই কারণে শ্রীরূপপাদ তাহার রচিত নামাষ্টকের প্রথম শ্লোকে উল্লেখ করিয়াছেন – "অয়ি মুক্তকুলৈরুপাস্যমানং পরিতস্ত্বাং হরিনাম সংশ্রয়ামি।" হে হরিনাম ! তুমি মুক্তপুরুষগণের উপাস্য। আমি সর্বতোভাবে তোমার আশ্রয় গ্রহণ করিতেছি।

সুতরাং শ্রীকৃষ্ণনাম মুক্তগণেরই উপাস্য। জাতরতি সাধকও রজস্তমোগুণ হইতে মুক্তি বা অবিদ্যামুক্তি লাভ করিয়া থাকে। তজ্জন্য সে শ্রীকৃষ্ণনাম কীর্তন করিতে যোগ্য। জাতরতি ভূমিকায় না গিয়া যে শ্রীকৃষ্ণনাম গ্রহণ করিবে সে প্রেমলাভ করিতে ত পারিবেই না বরং তাহাতে রজস্তমোগুণের প্রাবল্যহেতু সে ঠিকভাবে শ্রীকৃষ্ণনাম গ্রহণ করিতেছে বলিয়া বৃথা দম্ভ জাত হইয়া তাহাকে পতনোন্মুখ করিয়া দিবে।

শাস্ত্রোপদেশ ও শ্রীগৌরহরির উপদেশের সঙ্গতি

কেশব – শ্রীকৃষ্ণনামকীর্তন প্রতি কলিযুগের যুগধর্ম বলিয়া শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত হইয়াছে।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

"কলের্দ্দোষনিধে রাজন্নস্তি হ্যেকো মহান্ গুণঃ।
কীর্তনাদেব কৃষ্ণস্য মুক্তসঙ্গঃ পরং ব্রজেৎ॥
কৃতে যদ্ধ্যায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতো মখৈঃ।
দ্বাপরে পরিচর্যায়াং কলৌ তদ্ধরিকীর্তনাৎ॥"
(শ্রীভা: ১২।৩।৫১-৫২)

কলিযুগের অশেষ দোষ থাকিলেও একটি মহদ্গুণ আছে; তাহা এই – কলিযুগে একমাত্র শ্রীকৃষ্ণকীর্তনদ্বারাই জীব মায়াবন্ধনমুক্ত হইয়া পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্ম লাভ করে। সত্যযুগে শ্রীবিষ্ণুর ধ্যান, ত্রেতাযুগে যজ্ঞের দ্বারা শ্রীবিষ্ণুর যজন ও দ্বাপরযুগে পরিচর্যা বা শ্রীবিষ্ণুর অর্চনদ্বারা যাহা লাভ হয়, কলিযুগে কেবল শ্রীহরিকীর্তনদ্বারাই তাহা লাভ হইয়া থাকে।

শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণনামকীর্তনের এইসব বলিষ্ঠ উপদেশ থাকিতে থাকিতে শ্রীগৌরহরি ও শ্রীল রূপগোস্বামিপ্রভুর উপদেশ উদ্ধার করিয়া শ্রীকৃষ্ণনাম প্রাকৃতেন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে বলিয়া আপনি বলিতেছেন। এ দুই পলা ত ভারি। একটি পলায় শ্রীমদ্ভাগবতের উপদেশ ও আর একটি পলায় স্বয়ং শ্রীগৌরহরি ও তাঁহার প্রিয় পার্ষদ শ্রীরূপপাদের উপদেশ। কাহাকেও কম বেশি করিতে আমার সাহস নাই। অথচ শ্রীমদ্ভাগবতের উপদেশের সঙ্গে ইঁহাদের উপদেশের সামঞ্জস্য করিতে না পারিয়া আমি বড় দ্বন্দ্বে পড়িয়াছি। অতএব এবিষয়ের সমাধান কি কৃপা করিয়া বুঝাইয়া দিলে এ অধম কৃতার্থ হইবে।

শ্রীহরিদাস – কেশব ! এ একটি অতি চমৎকার প্রশ্ন তুমি করিয়াছ এবং প্রত্যেক সাধনানুরাগী ব্যক্তির এই প্রশ্নের উত্তর জানাও একান্ত আবশ্যক। ইহার উত্তর বলিতেছি। খুব মনোযোগসহকারে শোন।

শ্রীগৌরহরি ও শ্রীরূপপাদের উক্তি উদ্ধার করিয়া শ্রীকৃষ্ণনাম জীবের জড়েন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে বলিয়া তোমাকে যাহা বলিলাম, তাহা তোমার সহজবোধ্য হওয়ার মত আর একটু বিশ্লেষণ করিয়া বলিতেছি।

শ্রীকৃষ্ণের নাম, তাঁহার বিগ্রহ ও তাঁহার স্বরূপ – সবই অপ্রাকৃত। অতএব তাহাতে কোনই ভেদ নাই। আবার শ্রীকৃষ্ণের দেহ ও নামের সঙ্গে তাঁহার স্বরূপেরও কোন ভেদ নাই – সব চিদানন্দ। কিন্তু জীবের ধর্ম (স্বভাব), নাম ও দেহ হইল জড় ও তাহার স্বরূপ (আত্মা) হইল চিৎকণ অর্থাৎ সচ্চিদানন্দময় শ্রীকৃষ্ণের অণুচিৎ অংশ। তজ্জন্য জীবের চেতনময় স্বরূপ হইতে তাহার জড়দেহেন্দ্রিয়াদি সম্পূর্ণ পৃথক্ অর্থাৎ

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

বিপরীতধর্মী। এইরূপ অবস্থায় শ্রীকৃষ্ণনাম জীবের প্রাকৃত বা জড় জিহ্বায় উচ্চারিত হইতে পারে না।

শ্রীকৃষ্ণনাম কেবল সেবোন্মুখ জিহ্বাদিতে স্বতঃস্ফূর্ত হইয়া থাকে। সেবোন্মুখ অর্থ সেব্যের প্রতি প্রীতিমান্। সেব্যের প্রতি প্রীতি না থাকিলে তাঁহার সুখচিন্তার উদয় হইবে না। আবার যাহার সুখচিন্তা হৃদয়ে জাগ্রত হয়, তাহার প্রীতির উদ্দেশ্যে নিজের সমস্ত স্বার্থকে তিলে তিলে জলাঞ্জলি দেওয়ার প্রবৃত্তিও বলবত্তর হইয়া থাকে। সুতরাং সেবোন্মুখ বলিতে যে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি প্রীতিযুক্ত হইয়া তাঁহার সুখের জন্য নিজের সমস্ত স্বার্থকে তিলে তিলে জলাঞ্জলি দিতে ব্যগ্র, তাহাকেই বুঝায়। ইহা পূর্বেই বলিয়াছি। এইরূপ সেবোন্মুখ হওয়া অনাদিভগবদ্‌বিমুখ জীবের পক্ষে কতদূর সম্ভব তাহা আলোচনা করিব।

জীব ও শ্রীকৃষ্ণের সম্বন্ধ সম্পর্কে শ্রীবিষ্ণুপুরাণে (১।১২।৬৯) এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে –

"হ্লাদিনী সন্ধিনী সংবিৎ ত্বয্যেকা সর্বসংস্থিতৌ।
হ্লাদতাপকরী মিশ্রা ত্বয়ি নো গুণবর্জিতে॥"

অর্থাৎ হে ভগবন্! আপনার স্বরূপভূতা হ্লাদিনী, সন্ধিনী ও সম্বিৎ – এই ত্রিবিধ শক্তি সর্বাধিষ্ঠানভূত আপনাতেই অবস্থিত (কিন্তু জীবের মধ্যে অবস্থিত নহে)। আবার হ্লাদকরী অর্থাৎ মনের প্রসন্নতাবিধায়িনী সাত্ত্বিকী, তাপকরী অর্থাৎ বিষয়-বিয়োগাদিজনিত মানসিক তাপদায়িনী তামসী এবং সুখজনিত প্রসন্নতা ও দুঃখজনিত তাপ এই উভয় মিশ্রা রাজসী – এই তিনটি প্রাকৃত(মায়িক)গুণ জীবেতে আছে; কিন্তু আপনি প্রাকৃতগুণবর্জিত বলিয়া এই তিনটি গুণ আপনাতে নাই।

সর্বশক্তিমান্ শ্রীকৃষ্ণের তিনটি শক্তি, যথা – চিচ্ছক্তি, মায়াশক্তি ও জীবশক্তি। এই চিচ্ছক্তি শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপভূতা। অতএব ইহাকে স্বরূপশক্তিও বলা যায়। ইহার তিনটি বৃত্তি যথা – সন্ধিনী, সম্বিৎ ও হ্লাদিনী। সন্ধিনীর কার্য হইল শ্রীকৃষ্ণের লীলার যাবতীয় উপকরণের সৃষ্টি, সম্বিতের কার্য হইল শ্রীকৃষ্ণের পিতা, মাতা, দাস, সখা ও প্রেয়সী ইত্যাদির হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণের সহিত সম্বন্ধজ্ঞানের সৃষ্টি এবং শ্রীকৃষ্ণের হৃদয়েও ভক্তগণের প্রতি সেইরূপ সম্বন্ধজ্ঞানের সৃষ্টি। এই জ্ঞান অনাদিসিদ্ধ অর্থাৎ অনাদিকাল হইতে তাঁহার পার্ষদগণের হৃদয়ে বিদ্যমান থাকিয়া সেই সেই রসোচিত ভাব অনুক্ষণ তাঁহাদের হৃদয়ে উদয় করাইতেছে। হ্লাদিনীর কার্য হইল সর্বক্ষণ সর্বতোভাবে শ্রীকৃষ্ণের সেবা সম্পাদন করিয়া তাঁহার প্রীতিবিধান করা। সুতরাং স্বরূপশক্তি শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপে

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

থাকিয়াই তাঁহার যাবতীয় লীলা সম্পাদন করাইয়া নিত্যকাল নবনবায়মানভাবে তাঁহার প্রীতিবিধান করিতেছেন।

তারপর মায়াশক্তি হইল বহিরঙ্গা শক্তি। সাপের খোলস সাপ হইতে নির্গত হইলেও আর সাপের সঙ্গে যেরূপ তাহার কোন সম্বন্ধ থাকে না, সেইরূপ মায়াশক্তি শ্রীকৃষ্ণের শক্তি হইলেও তাঁহার অচিন্ত্যশক্তি প্রভাবে বিলজ্জমানা হইয়া তাঁহা হইতে বহু দূরে অবস্থিত। যেস্থানে শ্রীকৃষ্ণ সেস্থানে মায়া নাই এবং যেস্থানে মায়া সেস্থানে শ্রীকৃষ্ণও নাই।

তৃতীয় হইল জীবশক্তি। ইহা চিৎকণ হইলেও শ্রীল জীবপাদের ভাষায় ইহা শুদ্ধ শ্রীকৃষ্ণের অংশ নহে, মায়ার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত অর্থাৎ মায়াদ্বারা সৃষ্ট্যাদি কার্যের সম্পাদক পরমাত্মার অংশবিশেষ। শ্রীল জীবপাদ শ্রীপরমাত্মসন্দর্ভে শ্রীকৃষ্ণকে স্বরূপশক্তিযুক্ত শুদ্ধ কৃষ্ণ ও পরমাত্মাকে জীবশক্তিবিশিষ্ট কৃষ্ণ বলিয়াছেন। জীব এই জীবশক্তিবিশিষ্ট কৃষ্ণের(পরমাত্মার)ই অংশ, স্বরূপশক্তিযুক্ত শুদ্ধ কৃষ্ণের অংশ নহে। অতএব তাহার হৃদয়ে স্বরূপশক্তির অবস্থিতি নাই, যাহার ফলে সে সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ – এই ত্রিগুণযুক্ত হইয়া মায়াগ্রস্ত হইয়াছে। সে স্বরূপতঃ অণুচিৎ হইলেও তাহাতে এই মায়িক গুণত্রয় থাকায় তাহাকে বিভিন্নাংশ অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ হইতে বিশেষরূপে ভিন্ন অংশ বলিয়া বলা হইয়াছে।

এই সত্ত্ব, রজঃ ও তমোরূপ মায়িক গুণত্রয় জীবকে সর্বক্ষণ স্বসুখচিন্তায় মগ্ন করাইয়া রাখিয়াছে। ইহাই জীবের বন্ধন। যে জীব সর্বক্ষণ স্বসুখচিন্তামগ্ন, শ্রীকৃষ্ণের প্রতি সেবোন্মুখ হওয়া অর্থাৎ তাঁহার প্রীতির উদ্দেশ্যে নিজের সমস্ত স্বার্থকে তিলে তিলে জলাঞ্জলি দেওয়া কিরূপে তাহার পক্ষে সম্ভব হইবে ? অতএব নির্গুণা ভক্তিতে সাধারণ জীবের অধিকার নাই। সগুণা ভক্তিতেই তাহার অধিকার। সগুণা ভক্তিতে জীবের ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষরূপ নিজ স্বার্থসিদ্ধিবাঞ্ছা থাকে। অতএব জীবের এই সগুণা ভক্তিতে প্রবৃত্ত হওয়া স্বাভাবিক। শ্রীকৃষ্ণও "চতুর্বিধা ভজন্তে মাং..... জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ" শ্রীগীতার (৭।১৬) শ্লোকে এই সগুণা ভক্তির কথাই উপদেশ দিয়াছেন। কারণ সাধারণ জীবের পক্ষে ইহা সহজসাধ্য। এই সগুণা ভক্তিতে যে শ্রীকৃষ্ণনাম-কীর্তন, তাহা রজস্তমোগুণাক্রান্ত জীবদ্বারা অনুষ্ঠিত হয় বলিয়া তাহাতে স্বরূপশক্তির সাক্ষাৎ সম্পর্ক থাকে না। অতএব তাহা স্বরূপশক্তিযুক্ত শুদ্ধ শ্রীকৃষ্ণের কৃপাদৃষ্টি আকৃষ্ট করিতে পারে না।

শ্রীকৃষ্ণ সর্বেশ্বরেশ্বর। তাঁহার বহু অংশাবতার আছেন। তাঁহারা সকলেই তাঁহার স্বাংশ (নিজস্ব অংশ)। অতএব তাঁহাদের মধ্যে স্বরূপশক্তির অবস্থিতি আছে। কিন্তু

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপস্থ স্বরূপশক্তি যেরূপ সম্পূর্ণ ক্রিয়াশীলা, তাঁহার অংশাবতারগণের স্বরূপস্থিতা স্বরূপশক্তি সেরূপ সম্পূর্ণ ক্রিয়াশীলা নহেন — আংশিক ক্রিয়াশীলা। শ্রীকৃষ্ণের তিন পুরুষাবতার; যথা — কারণার্ণবশায়ী, গর্ভোদশায়ী ও ক্ষীরোদশায়ী। কারণার্ণবশায়ীর অংশ হইলেন গর্ভোদশায়ী এবং গর্ভোদশায়ীর অংশ হইলেন ক্ষীরোদশায়ী। এই ক্ষীরোদশায়ী বিষ্ণুই তাঁহার সৃষ্ট প্রত্যেক জীবহৃদয়ে অন্তর্যামিরূপে অবস্থান করিতেছেন। শ্রীল জীবপাদ "বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং...." (শ্রীভা: ১।২।১১) শ্লোকের টীকায় শ্রীক্রমসন্দর্ভে উল্লেখ করিয়াছেন — "অন্তর্যামিত্বময়-মায়াশক্তিপ্রচুর-চিচ্ছক্ত্যংশবিশিষ্টং পরমাত্মেতি; পরিপূর্ণ সর্বশক্তিবিশিষ্ট ভগবানিতি।" অর্থাৎ মায়াশক্তিপ্রচুর (মায়াশক্তির নিয়ামক), চিচ্ছক্তির অংশস্বরূপ, জীবের সহিত সম্বন্ধযুক্ত, অন্তর্যামিস্বরূপ অদ্বয়জ্ঞানই পরমাত্মা। অর্থাৎ মায়াশক্তি ও জীবশক্তিবিশিষ্ট অন্তর্যামী ঈশ্বরই পরমাত্মা। আর পরিপূর্ণ সর্বশক্তিবিশিষ্ট হইলেন শ্রীভগবান্। এই তিন পুরুষাবতার মূল নারায়ণের অংশ হইলেও তাঁহাদিগকেও নারায়ণ বলা হয়। তাঁহারা মায়াদ্বারা সৃষ্ট্যাদি কার্য করিয়া থাকেন। সেই কারণে তাঁহাদিগকে 'মায়ী' অর্থাৎ মায়াসঙ্গী বলা হইয়াছে।

"কারণাব্ধি-গর্ভোদক-ক্ষীরোদকশায়ী।
মায়াদ্বারে সৃষ্টি করে, তাতে সব মায়ী।।"

(শ্রীচৈ:চ:আদি ২।৪০)

শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে স্বরূপশক্তি পরিপূর্ণরূপে থাকায় মায়া তাঁহা হইতে বহুদূরে বিলজ্জমানা হইয়া অবস্থান করে। তাঁহাতে মায়ার কোন সংস্পর্শ নাই বলিয়া তাঁহাকে **'তুরীয়'** বলা হয়।

"এ সভার দর্শনেতে আছে মায়াগন্ধ।
তুরীয় কৃষ্ণের নাহি মায়ার সম্বন্ধ।।"

(শ্রীচৈ:চ:আদি ২।৪৩)

এই তিন পুরুষাবতার মায়াদ্বারা সৃষ্ট্যাদি কার্য করিলেও পদ্মপত্রস্থ জলের ন্যায় মায়া তাঁহাদিগকে স্পর্শ করিতে পারে না। মায়াবদ্ধ জীব ত্রিগুণাক্রান্ত থাকা অবস্থায় যে সগুণা ভক্তির অনুষ্ঠান করে, তাহা তুরীয় কৃষ্ণের নিকট না পঁহুছিয়া এই মহাপুরুষ(পুরুষাবতার)গণের নিকটই পঁহুছে। তজ্জন্য বেদে পুরুষসূক্ত মন্ত্রের দ্বারা এই পুরুষাবতারগণের (নারায়ণের) উপাসনার কথাই বলা হইয়াছে। সগুণা ভক্তির ফল ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ ইঁহারাই দিয়া থাকেন।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

জগতে কোন বিপদ পড়িলে ব্রহ্মা ও অন্য লোকপাল দেবতাগণ যখন শ্রীকৃষ্ণকে জগতের বিপদের কথা জানাইয়া জগতের উদ্ধার কামনা করিতে চাহেন, তখন তাঁহারা ক্ষীরোদশায়ী বিষ্ণুর নিকটই তাঁহাদের প্রার্থনা জানান এবং তিনি তাহা শুনিয়া তদনুযায়ী ব্যবস্থা করিয়া থাকেন।

তুরীয় শ্রীকৃষ্ণ হইলেন লীলাপুরুষোত্তম। অনুক্ষণ তাঁহার প্রীতিসর্বস্ব ভক্তগণের সঙ্গে বিবিধ অলৌকিক লীলাবিলাস করিয়া নিজে লীলারস আস্বাদন করার সঙ্গে সঙ্গে ভক্তগণকেও অপার আনন্দ দান করা তাঁহার কার্য। "পরিত্রাণায় সাধূনাং .... সম্ভবামি যুগে যুগে।" (শ্রীগী: ৪।৮) শ্লোকানুযায়ী লোকপরিত্রাণ, অসুরসংহার ও সৃষ্ট্যাদি কার্য তাঁহার অংশাবতারগণই করিয়া থাকেন। তুরীয় শ্রীকৃষ্ণের এইসব কার্যে কোন প্রত্যক্ষ সম্পর্ক থাকে না।

তিনি কেবল নির্গুণা ভক্তিদ্বারাই উপাস্য এবং নির্গুণভক্তিযাজীকে তিনি প্রেম দিয়া থাকেন। অবশ্য রজস্তমোগুণাবিষ্ট সাধারণ জীবের পক্ষে এইরূপ শুদ্ধ উপাসনা সম্ভব নহে। এই অসম্ভবকে সম্ভব করিবার উদ্দেশ্যে পরমকরুণ শ্রীকৃষ্ণ হ্লাদিনীশক্তির মূর্তিমান্ প্রকাশ শ্রীরাধারাণীর ভাব অঙ্গীকার করিয়া শ্রীগৌরহরিরূপে এই কলিযুগে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তিনিই প্রথমে এই জগতে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শ্রীরাধার অদ্ভুত স্বার্থত্যাগের কথা প্রচার করিলেন। শ্রীরাধারাণী যেরূপভাবে তাঁহার সমস্ত স্বার্থকে তিলে তিলে জলাঞ্জলি দিয়া শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিবিধানে তৎপরা, শ্রীগৌরহরি নিজে আচরণ করিয়া জগৎকে তাহা শিক্ষা দিলেন। ইহারই নাম নির্গুণা ভক্তি। কর্ম, জ্ঞান ও যোগের ন্যায় ইহা জীবের প্রাকৃতেন্দ্রিয়সাধ্য নহে। ইহা স্বচ্ছ হৃদয়ের বৃত্তি। ইহারই ফল হইল প্রেম অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি গাঢ় মমতালাভ। রজস্তমোগুণাবিষ্ট বিমুখ জীবের ইন্দ্রিয় যতদিন পর্যন্ত মহৎকৃপায় হ্লাদিনীশক্তিতাদাত্ম্যপ্রাপ্ত হইয়া সেবোন্মুখ না হইয়াছে, ততদিন পর্যন্ত এই প্রেমলাভ তাহার পক্ষে সম্ভব নহে।

শ্রীহরিনাম সর্বাভীষ্টপ্রদ। শ্রীমদ্ভাগবতের এই শ্লোকটি তাহার প্রমাণ —

"এতন্নির্বিদ্যমানানামিচ্ছতামকুতোভয়ম্।
যোগিনাং নৃপ নির্ণীতং হরের্নামানুকীর্তনম্॥"
(শ্রীভা: ২।১।১১)

অর্থাৎ হে রাজন্, যাহারা সংসারের প্রতি বিরক্ত মোক্ষকামী, যাহারা ভোগকামী, যাহারা আত্মারাম যোগী, সকলের পক্ষে শ্রীহরিনামকীর্তনই একমাত্র সাধনরূপে নির্ণীত হইয়াছে। ইহাদের শ্রীহরিনাম কীর্তন প্রাকৃতেন্দ্রিয়দ্বারাই হইয়া থাকে এবং ইহাতে বাহ্যতঃ ভক্তির আকার থাকিলেও ইহা শুদ্ধভক্তি নহে, কর্মমিশ্রা,

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

জ্ঞানমিশ্রা বা যোগমিশ্রা ভক্তি। এই মিশ্রা ভক্তি স্বরূপতঃ কর্ম কিন্তু তাহাতে ভক্তিত্ব আরোপ করা হয় বলিয়া তাহা আরোপসিদ্ধা ভক্তি বা কর্মার্পণপদবাচ্য হয়। ইহার ফল ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষলাভ। কিন্তু শ্রীগৌরহরি কেবল নির্গুণা ভক্তিরই উপদেশ দিয়াছেন। তাঁহার উপদিষ্ট শ্রীহরিনামকীর্তন জাতরতি ভক্তের মহৎকৃপাপ্রাপ্ত অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয়দ্বারাই অনুষ্ঠেয় এবং ইহার ফল শ্রীকৃষ্ণপ্রেমলাভ।

সুতরাং শাস্ত্রে কোন সাধনের কথা উপদিষ্ট হইলেও তাহা সর্বত্র সমান ফল দেয় না। আবার সাধন সমান হইলেও সাধকের বাসনাভেদে ফলভেদ হইয়া থাকে বলিয়া উপর্যুক্ত শ্লোক হইতে জানা যায়। অজাতরতি সাধকের ইন্দ্রিয় ত্রিগুণাক্রান্ত। তজ্জন্য স্বসুখ চরিতার্থ নিমিত্ত ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষলাভের বাসনা তাহার পক্ষে স্বাভাবিক হইয়া থাকে। ভক্তির আশ্রয় ব্যতীত কেবল কর্ম, কেবল জ্ঞান ও কেবল যোগ তাহার উপর্যুক্ত ফল দিতে পারিবে না জানিয়া সে ভক্তির আশ্রয় লইয়া থাকে সত্য কিন্তু সে নিঃস্বার্থ নহে বলিয়া শুদ্ধভক্তিসাধন তাহার পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব হইয়া থাকে। কেবল শ্রীগৌরানুগ মহতের বিশেষ কৃপাপ্রাপ্ত জাতরতি ভক্তের অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয়েই ইহা সম্ভব। অজাতরতি কর্মাধিকারীর জন্য শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের ভজন উপদিষ্ট হয় নাই। অজাতরতি ভূমিকায় রজস্তমোগুণাবিষ্ট কর্মাধিকারী জীবের প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ে শ্রীকৃষ্ণনামকীর্তন বা শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের অর্চনের যে ব্যবস্থা তাহা শ্রীশ্রীলক্ষ্মীনারায়ণের নামকীর্তন বা তাঁহাদেরই অর্চনরূপ কর্মমিশ্রা ভক্তি বা কর্মার্পণই হইয়া থাকে। তাহা শুদ্ধভক্তি-পদবাচ্য নহে। ভক্তমহতের সঙ্গলাভ না হইলে উক্ত কর্মার্পণে জীবের সংসারমুক্তিবাসনা অবশ্য থাকিবে। সে নিরপরাধ হইয়া কর্তব্যবুদ্ধিতে এইপ্রকার শ্রীকৃষ্ণনামকীর্তন বা কর্মমিশ্র অর্চন করিলে বৈকুণ্ঠের সুখৈশ্বর্যোত্তরা চতুর্বিধা মুক্তি হইতে একটি পাইতে পারে। অবশ্য নিরপরাধ হইয়া শ্রীকৃষ্ণনাম কীর্তন করা খুবই কষ্টসাধ্য। এই কর্মমিশ্র অধিকার হইতে কিরূপে জীব ক্রমশঃ শুদ্ধভক্ত্যধিকারে উন্নীত হইবে তাহা "যদৃচ্ছয়া মৎকথাদৌ" ইত্যাদি (শ্রীভা:১১।২০।৮-১১) শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে। বস্তুতঃ যাদৃচ্ছিক মহৎকৃপাপ্রাপ্ত শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তিকেই এস্থানে শুদ্ধভক্তিসাধনের অধিকারী বলা হইয়াছে। এই শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তিই ভগবদিচ্ছায় পরবর্তিকালে দ্বিতীয় বার সৎসঙ্গ লাভ করে এবং সে রজস্তমোগুণাবিষ্ট অজাতরতি কর্মাধিকারী হইলেও মহৎকৃপায় তাহার শ্রীভগবানের প্রীতির উদ্দেশ্যে নিজের সমস্ত স্বার্থকে তিলে তিলে জলাঞ্জলি দেওয়ার বাসনা উদিত হইয়া থাকে। তাহার এই ভগবৎ সুখচিন্তা প্রাথমিক অবস্থায় তাহার ইন্দ্রিয়ের প্রাকৃতত্ব হেতু প্রীণনাভাস হইলেও তাহাকে ভক্ত বলিয়া স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ "অপি চেৎ সুদুরাচারঃ" (শ্রীগী: ৯।৩০।৩১) ও "বাধ্যমানোঽপি মদ্ভক্তঃ" (শ্রীভা: ১১।১৪।১৮) শ্লোকে

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

বলিয়াছেন। সে অজাতরতি কর্মাধিকারী হইলেও তাহার প্রতি মহতের কৃপাহেতু শ্রীভগবানের সুখানুসন্ধানবাসনা তাহার হৃদয়ে সঞ্চারিত হইয়া থাকে। ইহা স্বরূপশক্তির বৃত্তি বলিয়া দুরন্ত বৈষ্ণবাপরাধ না করিলে এই বাসনা কদাপি তাঁহার হৃদয় হইতে দূর হইবে না। নামকীর্তনাদি সাধনপ্রভাবে কালক্রমে তাহার এই ইষ্টসুখবাসনা পরিপুষ্ট হয় ও সে শুদ্ধভক্তিসাধনের যোগ্য হইয়া প্রেম লাভ করে।

তুমি শ্রীমদ্ভাগবতের (১২।৩।৫১-৫২) এই দুই শ্লোকে শ্রীহরিনামকীর্তন সম্বন্ধীয় যে উপদেশের কথা বলিলে, ইহা মুখ্যতঃ উপর্যুক্ত ভাগ্যবান্ সাধকের জন্য উদ্দিষ্ট হইলেও ইহা সর্বসাধনশ্রেষ্ঠ ও সর্বাভীষ্টপ্রদ বলিয়া সকলশ্রেণীর সাধকের নিমিত্তও ইহা উপদিষ্ট হইয়াছে। কারণ ভক্তির আশ্রয় ব্যতীত অন্য কোন সাধন তাহার উদ্দিষ্ট ফল দিতে পারিবে না। ধর্মার্থকামমোক্ষকামী সাধকের বাসনা স্বসুখাত্মক। তজ্জন্য তাহার প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ে যে শ্রীকৃষ্ণনামকীর্তন, তাহা ধর্মার্থকামমোক্ষপ্রদ। কিন্তু শ্রীগৌরহরির উপদিষ্ট শ্রীকৃষ্ণনামকীর্তন হ্লাদিনীশক্তিতাদাত্ম্যপ্রাপ্ত অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয়সাধ্য ও তাহার ফল শ্রীকৃষ্ণপ্রেমপ্রাপ্তি। সেই কারণে শ্রীগৌরহরি ও তদনুগ শ্রীরূপপাদ প্রভৃতি গোস্বামিগণ প্রেমলিপ্সুর কীর্তিত শ্রীকৃষ্ণনাম প্রাকৃতেন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে বলিয়া যাহা বলিলেন তাহা যথার্থই। অতএব শ্রীমদ্ভাগবতের উপদেশ ও শ্রীগৌরহরির উপদেশ সমতাৎপর্যপর।

কর্মাধিকারী অজাতরতি সাধকের প্রেমলাভের উপায়

কেশব — আমি যে সম্পূর্ণরূপে রজস্তমোগুণাবিষ্ট, তাহা আমার উপলব্ধির বিষয় হইয়াছে। এরূপ অবস্থায় কোন্ পথে গেলে আমি প্রেমলাভের যোগ্য হইতে পারিব কৃপা করিয়া বলুন।

শ্রীহরিদাস — তোমাকে ত শ্রীকৃষ্ণের পরমকরুণত্বের কথা বলিয়াছি। তিনি কিরূপে স্বীয় প্রেমসম্পত্তি জগদ্বাসী জীবগণকে দিয়া কৃতার্থ করিবেন, তজ্জন্য তাঁহার সর্বশ্রেষ্ঠ আরাধিকা শ্রীরাধারাণীর ভাব ও কান্তি গ্রহণ করিয়া এই কলিযুগে শ্রীগৌররূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। কেবল প্রেমদানই তাঁহার শ্রীগৌরস্বরূপের একমাত্র কার্য ছিল। সেই কারণে তিনি পাত্রাপাত্র বিচার না করিয়া আচণ্ডাল সকলকে এরূপ কি পশুপক্ষী-বৃক্ষলতাদিতে পর্যন্ত নির্বিচারে প্রেম দিয়া গেলেন। যে প্রেম আমাদের কাম্য, সেই প্রেম তিনি শাস্ত্রোক্ত সদাচারপালন ও ভক্ত্যঙ্গযাজনাদি কোনও যোগ্যতার অপেক্ষা না করিয়া বিনাসাধনে সকলকে দিয়া গেলেন।

সুতরাং যে প্রেমের মূর্তি এবং কেবল প্রেমদানই যাঁহার অবতারের একমাত্র উদ্দেশ্য, তাঁহার উপাসনায়ই প্রেমলাভ সহজসাধ্য হইতে পারে। কিন্তু সাবধান !

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

একথা ভুলিবে না যে, যিনি শ্রীকৃষ্ণ তিনিই শ্রীগৌর। শ্রীকৃষ্ণস্বরূপে ব্রজগোপীগণের যে স্বসুখবাসনাগন্ধলেশশূন্য অমল প্রেম তিনি বিপুলভাবে আস্বাদন করিয়া গেলেন, তাঁহার পরমকরুণত্বহেতু সেই প্রেম জগদ্বাসীকে বিতরণনিমিত্ত গোপীশিরোমণি শ্রীরাধারাণীর ভাব অঙ্গীকার করিয়া তিনি শ্রীগৌররূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। যেরূপ আচরণ করিলে প্রেমলাভের পন্থা সুগম হইবে, তাহা তিনি নিজে করিয়া শিক্ষা দিলেন।

শ্রীগৌরহরি যেসব আচরণ করিয়া গিয়াছেন সর্বতোভাবে সেইরূপ আচরণে প্রবৃত্ত হওয়া কোন জীবের পক্ষে কখনও সম্ভব নহে। শ্রীগৌরহরি কৃষ্ণৈকপ্রাণা হ্লাদিনীশক্তির মূর্তি শ্রীরাধারাণীর ভাবে সম্পূর্ণরূপে আবিষ্ট ছিলেন বলিয়া তাঁহার পক্ষে সেইরূপ আচরণ সহজসাধ্য হইয়াছে। ক্ষুদ্র জীব কিরূপেই বা সেইরূপ আচরণে প্রবৃত্ত হইতে পারিবে ? অবশ্য প্রেম লাভ করিতে হইলে সেইরূপ আচরণ ব্যতীত অন্য পন্থাও নাই। অতএব সর্বদা ব্যাকুল হৃদয়ে শ্রীগৌরহরির কৃপাভিক্ষা করিয়া যতদূর সম্ভব সেই আচরণে ব্রতী হইতে হইবে। তাঁহার আচরণের মধ্যে কয়েকটি প্রধান প্রধান আচরণের বিষয় বলিতেছি, যাহার অনুসরণ করা প্রেমলিপ্সু জীবের একান্ত কাম্য।

(১) তীব্র আর্তিজনিত ব্যাকুল ক্রন্দন – শ্রীল ঈশ্বর পুরীপাদ হইতে দীক্ষা লাভের পর লীলাসঙ্গোপন পর্যন্ত তিনি শ্রীরাধাভাবে বিভাবিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাঁহার প্রীতির লেশমাত্র নাই বলিয়া সর্বক্ষণ উপলব্ধি করিতেন এবং এই অভাববোধহেতু তিনি অধিকাংশ সময়ে তীব্র আর্তিযুক্ত হইয়া ব্যাকুল ক্রন্দন করিতেন।

শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের লেখনীতে তাঁহার ব্যাকুল ক্রন্দনের বিষয় এইরূপে ব্যক্ত হইয়াছে –

"বসিয়া ক্রন্দন প্রভু করে অতিশয়।
যে যেমত জানে সেইমত প্রবোধয় ॥
একদিনে তাম্বূল লয়া শ্রীগদাধর।
সন্তোষে হইলা আসি প্রভুর গোচর ॥
গদাধরে দেখি প্রভু করেন জিজ্ঞাসা।
'কোথা কৃষ্ণ আছেন শ্যামল পীতবাসা ॥'
সে আর্তি দেখিতে সর্বহৃদয় বিদরে।
কি বোল বলিব হেন বচন না স্ফুরে ॥
সম্ভ্রমে সে বোলে গদাধর মহাশয়।
'নিরবধি আছে কৃষ্ণ তোমার হৃদয়ে ॥'

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

'হৃদয়ে আছেন কৃষ্ণ' বচন শুনিয়া।
আপন হৃদয় প্রভু চিরে নখ দিয়া॥
আথেব্যথে গদাধর দুই হস্ত ধরি।
নানামতে প্রবোধি রাখিলা স্থির করি॥"
(শ্রীচৈ:ভা:মধ্য ২।২০১-২০৭)

শ্রীপুরুষোত্তমধামস্থ শ্রীগম্ভীরায় আঠার বৎসরকাল অবস্থানসময়ে তিনি সর্বক্ষণ কিরূপে শ্রীকৃষ্ণবিরহে ব্যথিত হইয়া ব্যাকুল ক্রন্দন করিতেন এবং শ্রীল স্বরূপ দামোদর গোস্বামিপ্রভু ও শ্রীল রায় রামানন্দ প্রভু কিরূপে তাঁহাকে সান্ত্বনা দিতেন, ইহা শ্রীল কবিরাজগোস্বামিপ্রভু শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের অন্ত্য খণ্ডে বিশদভাবে বর্ণনা করিয়াছেন।

(২) সকলকে সম্মানদান – তাঁহার নিজ ব্যতীত এই আর্তি অন্য সকলের আছে বলিয়া তিনি সর্বদা উপলব্ধি করিয়া সকলকে সম্মান করিতেন। তিনি কিরূপে নিজকে অতি হীন জ্ঞান করিয়া অন্যসকলকে সম্মান করিতেন, তাঁহার একদিনের আচরণের বিষয় শুনিলে তুমি তাহা বেশ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবে।

প্রত্যহ তিনি শ্রীগরুড়স্তম্ভের পশ্চাৎ দাঁড়াইয়া শ্রীজগন্নাথদর্শন করিতেন। এইরূপ দর্শন করিবার সময় একদিন লোকের ভিড়ে একটি স্ত্রীলোক শ্রীজগন্নাথের দর্শন করিতে না পারিয়া অস্তব্যস্ত হইয়া একটি পা গরুড়স্তম্ভের উপর রাখিয়া আর একটি পা তাহার অজ্ঞাতসারে শ্রীগৌরহরির কাঁধের উপর রাখিয়া শ্রীজগন্নাথের দর্শন করিতেছিল। শ্রীগৌরহরির সেবক শ্রীগোবিন্দ ইহা দেখিয়া সঙ্গে সঙ্গেই উক্ত স্ত্রীলোকটিকে নীচে নামিতে বলিল। কিন্তু শ্রীগৌরহরি উক্ত স্ত্রীলোকটিকে এইরূপ বারণ করিয়া তাহার শ্রীজগন্নাথদর্শনে বাধা দিতে শ্রীগোবিন্দকে নিষেধ করিয়া বলিলেন –

"আদিবশ্যা এই স্ত্রীকে না কর বর্জন।
করুক যথেষ্ট জগন্নাথ দরশন॥"
(শ্রীচৈ:চ:অন্ত্য ১৪।২৪)

উক্ত স্ত্রীলোকটি তাহার ভুল বুঝিতে পারিয়া সঙ্গে সঙ্গেই নীচে নামিয়া শ্রীগৌরহরির পদবন্দনা করিল। তাহার আর্তি দেখিয়া শ্রীগৌরহরি বলিলেন –

"এত আর্তি জগন্নাথ মোরে নাহি দিলা॥
জগন্নাথে আবিষ্ট ইহার তনু-মন-প্রাণে।
মোর স্কন্ধে পদ দিয়াছে তাহা নাহি জানে॥

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

অহো ভাগ্যবতী এই, বন্দোঁ ইহার পায়।
ইহার প্রসাদে ঐছে আর্তি আমার বা হয়॥"
(শ্রীচৈ:চ:অ: ১৪।২৬-২৮)

(৩) তীব্র আর্তিহেতু ইষ্টদেবের প্রতি অবিচলিত আবেশ – শ্রীগৌরহরি শ্রীরাধাভাবে বিভাবিত ছিলেন বলিয়া নিজকে শ্রীকৃষ্ণ জ্ঞান না করিয়া শ্রীরাধারূপেই জ্ঞান করিতেন। তজ্জন্য শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাঁহার প্রীতির লেশমাত্র নাই বলিয়া উপলব্ধি করিয়া তিনি সর্বক্ষণ তীব্র আর্তিযুক্ত থাকিতেন এবং সেই আর্তিহেতু তাঁহাতে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অবিচলিত আবেশ সর্বক্ষণ দৃষ্টিগোচর হইত। সেই আবেশহেতু তিনি শ্রীজগন্নাথদেবের দর্শনের সময় তাঁহাকে সাক্ষাৎ মুরলীবদন শ্রীকৃষ্ণরূপে দর্শন করিয়া তাঁহাতে আবিষ্ট থাকিতেন। এই দর্শনজনিত ভাবাবেশহেতু তিনি উক্ত স্ত্রীলোকের দোষদর্শনের পরিবর্তে শ্রীজগন্নাথের প্রতি তাহার আর্তির প্রশংসা করিলেন এবং উক্ত স্ত্রীলোকটিকে নীচে নামিবার জন্য বলিতে শ্রীগোবিন্দকে বারণ করিলেন। উক্ত স্ত্রীলোকটি তাহার ভুল বুঝিতে পারিয়া তৎক্ষণাৎ নীচে নামিয়া শ্রীগৌরহরির পদবন্দনা করিবার সময় তিনি তাহার শ্রীজগন্নাথের প্রতি আর্তির প্রশংসা করিয়াছিলেন এবং নিজের সেইরূপ আর্তি নাই উপলব্ধি করিয়া নিজকে ধিক্কার করার সঙ্গে সঙ্গে মনে মনে তাহার পদবন্দনা করিলেন।

কেশব ! লোকশিক্ষক শ্রীগৌরহরির আচরণের কথা শুনিলে ত ! যিনি প্রেম ও আর্তির ঘনীভূত মূর্তি, সেই শ্রীরাধারাণীর ভাব অঙ্গীকারকারী শ্রীগৌরসুন্দরের কি অদ্ভুত দর্শন ! তিনি নিজকে কিরূপ হীন জ্ঞান করিয়াছেন এবং উক্ত স্ত্রীলোকটির শ্রীজগন্নাথের প্রতি গাঢ় আবেশ ও আর্তির কথা উপলব্ধি করিয়া তাহার কৃপায় সেইরূপ গাঢ় আবেশ ও আর্তিলাভের উদ্দেশ্যে কিরূপ মনে মনে তাহার পদবন্দনা করিয়াছেন ! তাঁহার এই আচরণে নিজকে অতিশয় হীন জ্ঞান করার সঙ্গে সঙ্গে অন্য সকলের শ্রীভগবানের প্রতি প্রীতি আছে উপলব্ধি করিয়া সকলকে সম্মান করিতে শিক্ষা দিয়াছেন। তাঁহার এই শিক্ষা শুদ্ধভক্তিসাধকের যে অবশ্য অনুসরণীয়, ইহা বলা অনাবশ্যক। শিক্ষাষ্টকের "তৃণাদপি সুনীচেন...." শ্লোকেও তাঁহার এই শিক্ষা প্রতিফলিত হইয়াছে।

(৪) শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে স্বার্থত্যাগ – তিনি স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণ হইয়াও শ্রীরাধাভাবে বিভাবিত ছিলেন বলিয়া শ্রীকৃষ্ণের প্রীতির উদ্দেশ্যে যে অভূতপূর্ব স্বার্থত্যাগ করিয়াছেন, তাহা পূর্বেই বলিয়াছি।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

(৫) অন্যাভিলাষিতা ত্যাগ – শ্রীকৃষ্ণপ্রীতিবাঞ্ছা ব্যতীত অন্য সমস্ত বাঞ্ছাকে হৃদয় হইতে নির্মূল করিবার নিমিত্ত তিনি তাঁহার রচিত শিক্ষাষ্টকে শিক্ষা দিয়াছেন। তাঁহার এইসব আচরণ ভক্তিসাধকের আলোকস্তম্ভসদৃশ। সুতরাং প্রেমলিপ্‌সু সাধকের পক্ষে এইরূপ আচরণে ব্রতী হওয়া একান্ত প্রয়োজন।

শ্রীগৌর ও তাঁহার নাম অভিন্ন। তাঁহার হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণবিরহাত্মক যে ভাব সর্বক্ষণ বিদ্যমান, তাঁহার নামেও তাহা থাকা স্বাভাবিক। সুতরাং সেই শ্রীগৌরহরির নাম সতত ব্যাকুল হইয়া কীর্তন করিলে শ্রীকৃষ্ণবিরহাত্মক ভাব সর্বক্ষণ হৃদয়ে জাত হইয়া অশ্রুর উদ্‌গম হইবার সঙ্গে সঙ্গে এই জন্মেই যে প্রেমলাভের পথ সুগম হইবে, ইহা নিঃসন্দেহ।

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর কীর্তিত শ্রীগৌরমহিমা

ইহা আমার কথা নহে, শ্রীল কবিরাজ গোস্বামীরই উপদেশ। তিনি তাঁহার রচিত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দের মহিমা এইরূপভাবে উল্লেখ করিয়াছেন –

"কৃষ্ণ যদি ছুটে ভক্তে ভুক্তি মুক্তি দিয়া।
কভু প্রেমভক্তি না দেয় রাখে লুকাইয়া॥

তথা হি (শ্রীভা: ৫।৬।১৮)

'রাজন্ পতির্গুরুরলং ভবতাং যদূনাং
দৈবং প্রিয়ঃ কুলপতিঃ ক্ব চ কিঙ্করো বঃ।
অস্ত্বেবমঙ্গ ভগবান্ ভজতাং মুকুন্দো
মুক্তিং দদাতি কর্হিচিৎ স্ম ন ভক্তিযোগম্॥'

হেন প্রেম শ্রীচৈতন্য দিল যথাতথা।
জগাই-মাধাই পর্যন্ত অন্যের কা কথা॥
স্বতন্ত্র ঈশ্বর-প্রেম-নিগূঢ়-ভাণ্ডার।
বিলাইল যারে তারে, না কৈল বিচার॥
অদ্যাপিহ দেখ 'চৈতন্য' নাম যেই লয়।
কৃষ্ণপ্রেমে পুলকাশ্রু-বিহ্বল সে হয়॥
'নিত্যানন্দ' বলিতে হয় কৃষ্ণপ্রেমোদয়।
আউলায় সর্ব অঙ্গ, অশ্রুগঙ্গা বয়॥
কৃষ্ণনাম করে অপরাধের বিচার।
'কৃষ্ণ' বলিলে অপরাধীর না হয় বিকার॥

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

এক কৃষ্ণনামে করে সর্বপাপনাশ।
প্রেমের কারণ ভক্তি করেন প্রকাশ ॥
প্রেমের উদয়ে হয় প্রেমের বিকার।
স্বেদ-কম্প-পুলকাদি গদ্‌গদাশ্রুধার ॥
অনায়াসে ভবক্ষয় কৃষ্ণের সেবন।
এক কৃষ্ণনামের ফলে পাই এত ধন ॥
হেন কৃষ্ণনাম যদি লয় বহুবার।
তবে যদি প্রেম নহে, নহে অশ্রুধার ॥
তবে জানি অপরাধ তাহাতে প্রচুর।
কৃষ্ণনামবীজ তাহে না হয় অঙ্কুর ॥
চৈতন্য-নিত্যানন্দে নাহি এসব বিচার।
নাম লৈতে প্রেম দেন, বহে অশ্রুধার ॥
স্বতন্ত্র ঈশ্বর প্রভু অত্যন্ত উদার।
তাঁরে না ভজিলে কভু না হয় নিস্তার ॥”
(শ্রীচৈ:চ:আদি ৮।১৬-২৮)

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামীর উক্তির মর্ম এইরূপ –

(১) শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার ভজনকারীকে প্রেম দেন না, সাধকের বাসনানুরূপ ভুক্তি কিংবা মুক্তি দিয়া তাহা হইতে বিদায় নেন। শ্রীমদ্ভাগবতের (৫।৬।১৮) শ্লোকই তাহার প্রমাণ। উক্ত শ্লোকের মর্ম এইরূপ – হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ আপনাদের (পাণ্ডবগণের) ও যদুগণের পালনকর্তা, উপাস্য, সুহৃৎ ও কুলপতি (কুলের নিয়ন্তা); কখনও কখনও দূতরূপে আপনাদের (পাণ্ডবগণের) আজ্ঞানুবর্তী ভৃত্য; এইরূপ হইলেও ভজনকারিগণকে তিনি মুক্তিই দেন; কিন্তু কদাপি প্রেমভক্তি দেন না।

(২) শ্রীগৌরস্বরূপেই তিনি জগাই-মাধাইর ন্যায় মহাপাপী হইতে আরম্ভ করিয়া আচণ্ডাল সকলকে প্রেমদান করিয়া কৃতার্থ করিলেন। কারণ প্রেমদান করিবার উদ্দেশ্যেই শ্রীকৃষ্ণ শ্রীগৌররূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। এই প্রেমদান জীবের প্রতি তাঁহার স্বতন্ত্র কৃপা।

(৩) ‘শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দ’নামকীর্তনে অনর্থনিবৃত্তি ও অর্থপ্রবৃত্তি একসঙ্গেই হইয়া থাকে। সুতরাং এই নাম নিরন্তর কীর্তনের ফলে জীব প্রেম লাভ করিয়া থাকে এবং প্রেমের লক্ষণস্বরূপ অশ্রু-পুলকাদি চিহ্ন তাহাতে প্রকাশ পায়।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

(৪) শ্রীকৃষ্ণনামে অপরাধের বিচার আছে। অর্থাৎ নামাপরাধ থাকিলে শ্রীকৃষ্ণনামকীর্তনদ্বারা অশ্রুকম্পাদির উদ্‌গম হইবে না। একটি কৃষ্ণনাম সমস্ত পাপ নাশ করিয়া প্রেমোদয় করাইতে পারে; কিন্তু অপরাধ থাকিলে একবার কেন বহুবার এই কৃষ্ণনাম গ্রহণ করিলেও প্রেমলাভ হইবে না।

(৫) শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দের নামে অপরাধের বিচার নাই। নামগ্রহণমাত্রেই প্রেম লাভ হইয়া থাকে এবং তাঁহাদের অপার করুণা ও সাধকের পরমশোচ্যতমতার কথা যুগপৎ হৃদয়ে উদিত হইয়া হৃদয়কে বিগলিত করায় ও নয়ন হইতে অশ্রু নির্গত করায়।

(৬) শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দের করুণার অন্ত নাই। কলিযুগের জীব আমরা মহা ভাগ্যবান্। কারণ যে কলিতে আমরা মনুষ্য জন্ম পাইয়াছি, সেই কলিতেই তাঁহারা দুইজন মাদৃশ জন্মজন্মান্তরের দুরন্ত অপরাধী, মহাপাপী ও অনভীপ্সুকেও তাহার হৃদয়ের ভক্তিবিপরীত বাসনা দূর করিয়া প্রেমদান করিতে সংকল্পবদ্ধ। অজ্ঞ শিশুপুত্র যখন মাটি খাইতে থাকে তখন করুণাময়ী মা' যেরূপ তাহার মুখ হইতে মাটি কাড়িয়া তাহাকে মিষ্টদ্রব্যাদি খাইতে দেন, সেইরূপ মহাবদান্যশিরোমণি শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দ বিনাসাধনে অনাদিবিমুখ জীবহৃদয়স্থ ভক্তিবিপরীত বাসনা দূর করিয়া তাহাতে ভক্তিবাসনা সঞ্চার করিয়া দেন এবং তৎ সঙ্গে সঙ্গে তাহার হৃদয়কে প্রেমপরিপ্লুত করিয়া তাহাকে অশ্রু-কম্প-পুলকাদিতে ভূষিত করেন। এইরূপ পরমউদার প্রভুদ্বয়কে ভজন না করিলে জীবের নিস্তার নাই।

নিজের দুর্দৈবকথা চিন্তা করিয়া এবং সাধনবিষয়ে নিজের অযোগ্যতা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করিয়া যে সতত চক্ষুর জলে বক্ষ সিক্ত করিয়া ব্যাকুল হৃদয়ে এই মহাবদান্য প্রভুদ্বয়কে আহ্বান করিবে, সে যে এই জন্মেই প্রেম লাভ করিয়া ধন্যাতিধন্য হইবে, ইহাতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহের অবকাশ নাই। গতানুগতিক পন্থায় মাতিয়া কতবড় সুযোগ আমরা হাতছাড়া করিতেছি! অতএব এই মুহূর্ত হইতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইতে হইবে যেরূপ সর্বদা ব্যাকুল অন্তঃকরণ লইয়া সাশ্রুনয়নে তাহার কৃপাভিক্ষা করিয়া জীবন সার্থক করিব। এ জন্ম চলিয়া গেলে আর কি এইরূপ অপূর্ব সুযোগ পাওয়া যাইবে ? কারণ ইহার পরে যে আমরা মনুষ্যজন্ম পাইব, তাহা কে বলিতে পারে ? মনুষ্যজন্ম পাইলেও শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দের অপার করুণার কথা যে আমাদের শ্রুতিপথগত হইবে, সে কথা বা কে বলিতে পারিবে ? অতএব সাধু সাবধান !

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরের কীর্তিত শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দের মহিমা

শ্রীগৌরভজনের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরও উল্লেখ করিয়াছেন –

“গৌরাঙ্গের দুটি পদ যার ধন-সম্পদ
সে জানে ভকতিরস-সার।
গৌরাঙ্গের মধুরলীলা যার কর্ণে প্রবেশিলা
হৃদয় নির্মল ভেল তার ॥
যে গৌরাঙ্গের নাম লয় তার হয় প্রেমোদয়
তারে মুইঁ যাই বলিহারি।
গৌরাঙ্গ-গুণেতে ঝুরে নিত্যলীলা তারে স্ফুরে
সে জন ভকতি-অধিকারী ॥
গৌরাঙ্গের সঙ্গিগণে নিত্যসিদ্ধ করি মানে
সে যায় ব্রজেন্দ্রসুত পাশ।
শ্রীগৌড়মণ্ডলভূমি যেবা জানে চিন্তামণি
তার হয় ব্রজভূমে বাস ॥
গৌরপ্রেমরসার্ণবে সে তরঙ্গে যেবা ডুবে
সে রাধামাধব-অন্তরঙ্গ।
গৃহে বা বনেতে থাকে ‘হা গৌরাঙ্গ’ বলে ডাকে
নরোত্তম মাগে তার সঙ্গ ॥”

আরও গাহিয়াছেন –

“গোরা দ্বিজ নটরাজে বান্ধহ হৃদয়মাঝে
কি করিবে সংসার-শমন
নরোত্তম দাসে কয় গোরাসম কেহ নহে
না ভজিতে দেয় প্রেমধন ॥”

তিনি শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর মহিমাও এইরূপ উল্লেখ করিয়াছেন –

“নিতাই-পদকমল কোটিচন্দ্র-সুশীতল
যে ছায়ায় জগত জুড়ায়।
হেন নিতাই বিনে ভাই রাধাকৃষ্ণ পাইতে নাই
দৃঢ় করি ধর নিতাইর পায় ॥
সে সম্বন্ধ নাহি যার বৃথা জন্ম গেল তার
সেই পশু বড় দুরাচার।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

নিতাই না বলিল মুখে মজিল সংসার-সুখে
বিদ্যা-কুলে কি করিবে তার ॥
অহঙ্কারে মত্ত হয়া নিতাইপদ পাসরিয়া
অসত্যেরে সত্য করি মানি ।
নিতাইর করুণা হবে ব্রজে রাধাকৃষ্ণ পাবে
ধর নিতাই-চরণ দু'খানি ॥
নিতাই-চরণ সত্য তাঁহার সেবক নিত্য
নিতাই-পদ সদা কর আশ ।
নরোত্তম বড় দুঃখী নিতাই মোরে কর সুখী
রাখ রাঙ্গা-চরণের পাশ ॥"

শ্রীগৌরপার্ষদ ও শ্রীল জীবপাদের শিক্ষাশিষ্য শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের বর্ণনা হইতে নিম্নলিখিত বিষয় জানা যায় –

(১) শ্রীগৌরপাদপদ্মে যাহার দৃঢ়নিষ্ঠা আছে, ভক্তিতত্ত্বসম্বন্ধে যথার্থ জ্ঞান তাহার আছে।

(২) শ্রীগৌরলীলা শ্রবণ করিলে চিত্ত হইতে অন্যাভিলাষ দূর হইয়া তাহাতে ভক্তিবাসনা সঞ্চারিত হয় অর্থাৎ শ্রোতা তাহার সমস্ত স্বার্থকে তিলে তিলে জলাঞ্জলি দিয়া তাঁহার প্রীতিবিধানে ব্রতী হয়।

(৩) শ্রীগৌরনাম কীর্তন করিলেই প্রেমোদয় হয়।

(৪) যে সর্বদা শ্রীগৌরগুণস্মরণে মগ্ন, শ্রীকৃষ্ণের নিত্যলীলা (অপ্রকট লীলা) তাহার স্ফূর্তিপ্রাপ্ত হয়। অতএব সে শুদ্ধা(রাগানুগা)ভক্তির অধিকারী হইয়া থাকে।

(৫) শ্রীগৌরপার্ষদগণকে যে নিত্যসিদ্ধ জ্ঞান করে, সে শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্ম লাভ করে।

(৬) শ্রীগৌড়মণ্ডলভূমিকে যে চিন্তামণি জ্ঞান করে সে ব্রজবাসের অধিকারী হয়।

(৭) শ্রীগৌরপ্রেমরসার্ণবে যে নিমজ্জিত, সে শ্রীরাধামাধবের অন্তরঙ্গ।

(৮) এইরূপ ব্যক্তি গৃহস্থ হউক কিংবা ত্যক্তাশ্রমীই হউক, যদি 'হা গৌরাঙ্গ' বলিয়া দৈন্যপরিপ্লুত হৃদয়ে ডাকিতে পারে, তবে সে সকলের পথপ্রদর্শক হইয়া থাকে।

শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরের এই উক্তি হইতে জানা যায় যে, শ্রীগৌরভজন করিলে শ্রীকৃষ্ণের সন্তোষ হয়। তাঁহার যদি সন্তোষ না হইত শ্রীগৌরনাম করিলে শ্রীকৃষ্ণপ্রেম লাভ হয় বলিয়া তিনি বলিলেন কিরূপে ? আবার শ্রীগৌরগুণ স্মরণ করিলে শ্রীকৃষ্ণের

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

নিত্যলীলা স্ফূর্তিপ্রাপ্ত হয় বলিয়া বা বলিলেন কিরূপে ? তাঁহার এইরূপ বলিবার একমাত্র কারণ এই বলিয়া অনুমিত হয় — শ্রীগৌরলীলা হইল শ্রীকৃষ্ণলীলার পরিশিষ্ট । শ্রীকৃষ্ণের সমস্ত অপূর্ণ বাসনা শ্রীগৌরলীলায়ই পূর্ণ হইয়াছে । অতএব তাঁহার শ্রীগৌরস্বরূপের আরাধনা করিলে শ্রীগৌরস্বরূপে তিনি যেসব চিত্তাকর্ষক লীলা করিয়া গিয়াছেন, তাহা তাঁহার স্মৃতিপটে উদিত হইয়া তাঁহাকে অসীম আনন্দ দান করে, যাহার ফলে তিনি খুব আহ্লাদিত হইয়া শ্রীগৌরের আবেশে শ্রীগৌর-ভজনকারীকে প্রেম দান করেন, তাঁহার নিত্যলীলার স্ফূর্তি করান এবং তাহাকে নিজের অন্তরঙ্গ বলিয়া জ্ঞান করেন ।

শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদের লেখনীতে শ্রীগৌরমহিমা

শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদ তাঁহার বিরচিত 'শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্' গ্রন্থে শ্রীগৌরসুন্দরের মহিমা যেরূপভাবে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা একবার শুনিলে তুমি কদাপি গৌরভজন না করিয়া থাকিতে পারিবে না ।

কেশব — আজ্ঞে, সে বিষয়ে কিছু শুনাইলে কৃতার্থ হইতাম ।

শ্রীহরিদাস — পরিশিষ্ট মিশাইয়া ১৪২টি শ্লোকে তিনি শ্রীগৌরহরির মহিমা যেরূপ বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা শুনিলে অতি পাষণ্ডীরও তাঁহার ভজনে লোভ জাত হইবে । তাহা হইতে কয়েকটি বলিতেছি শোন ।

"পাষাণং পরিষিঞ্চতামৃতরসৈর্নৈবাঙ্কুরঃ সম্ভবেৎ
লাঙ্গূলং সরমাপতের্বিবৃণুত স্যাদস্য নৈবার্জবম্ ।
হস্তাবুন্নয়তা বুধাঃ কথমহো ধার্যং বিধোর্মণ্ডলং
সর্বং সাধনমস্তু গৌরকরুণাভাবে ন ভাবোৎসবঃ ।।১০।।

পাষাণকে অমৃতরসদ্বারা সিক্ত করিলেও তাহা হইতে কদাপি অঙ্কুরোদ্‌গম হইবে না, কুক্কুরের লাঙ্গুলকে সরলভাবে যতই বিস্তার কর না কেন, কোনরূপেই তাহা সরল হইবে না, হস্তদ্বয় উপরে তুলিয়া কিরূপেই বা চন্দ্রমণ্ডলকে ধরা সম্ভব হইবে ? হে বুধগণ ! আপনাদের সকলপ্রকার সাধন থাকিলেও শ্রীগৌরাঙ্গের করুণা ব্যতীত প্রেমানন্দ লাভের কোন সম্ভাবনাই নাই ।

প্রেমা নামাদ্ভুতার্থঃ শ্রবণপথগতঃ কস্য নাম্নো মহিম্নাং
কো বেত্তা কস্য বৃন্দাবনবিপিন-মহামাধুরীষু প্রবেশঃ ।
কো বা জানাতি রাধাং পরমরসচমৎকারমাধুর্যসীমা-
মেকশ্চৈতন্যচন্দ্রঃ পরমকরুণয়া সর্বমাবিশ্চকার ।।১২।।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

প্রেম নামক বিচিত্র বস্তু কাহারই বা পূর্বে শ্রুতিগোচর হইয়াছিল, কেই বা নামের অসীম মাহাত্ম্য জানিত, কেই বা বৃন্দাবনের পরম মধুর ভাবের তত্ত্ব জানিত আর কেই বা উজ্জ্বল রসের বিচিত্র মাধুর্যের পরাকাষ্ঠাস্বরূপিণী শ্রীরাধাতত্ত্ব জানিত, পরন্তু একমাত্র শ্রীচৈতন্যচন্দ্রই পরমকরুণাবশতঃ এইসব তত্ত্ব আবিষ্কার করিলেন।

যস্যৈব পাদাম্বুজভক্তিলভ্যঃ প্রেমাভিধানঃ পরমঃ পুমর্থঃ।
তস্মৈ জগন্মঙ্গলমঙ্গলায় চৈতন্যচন্দ্রায় নমো নমস্তে ॥১৪॥

প্রেমনামক পরমপুরুষার্থ একমাত্র যাঁহার পাদপদ্মের ভজনদ্বারাই লভ্য হয়, জগতের পরমমঙ্গলদাতা সেই শ্রীচৈতন্যচন্দ্ররূপী আপনাকে অসংখ্য প্রণতি জানাইতেছি।

ভ্রান্তং যত্র মুনীশ্বরৈরপি পুরা যস্মিন্ ক্ষমামণ্ডলে
কস্যাপি প্রবিবেশ নৈব ধিষণা যদ্বেদ নো বা শুকঃ।
যচ্চ ক্বাপি কৃপাময়েন ন নিজেঽপ্যুদ্‌ঘাটিতং শৌরিণা
তস্মিন্নুজ্জ্বলভক্তিবর্ত্মনি সুখং খেলন্তি গৌরপ্রিয়াঃ ॥২৪॥

পুরাকালে মহামুনিগণেরও যে বিষয়ে ভ্রম হইয়াছিল, পৃথিবীপৃষ্ঠে কাহারও বুদ্ধি যাহাতে কিঞ্চিন্মাত্র প্রবেশ করিতে পারে নাই, স্বয়ং শ্রীশুকদেবও যাহা জানিতে পারেন নাই, এমন কি পরমকরুণাময় শ্রীকৃষ্ণ কোনকালে নিজজনগণের প্রতিও যাহা প্রকাশ করেন নাই, শ্রীগৌরাঙ্গের প্রিয়জনগণ সেই উজ্জ্বলভক্তিমার্গে আনন্দের সহিত বিহার করিতেছেন।

ভ্রাতঃ কীর্তয় নাম গোকুলপতেরুদ্দামনামাবলীং
যদ্বা ভাবয় তস্য দিব্যমধুরং রূপং জগন্মোহনম্।
হন্ত প্রেমমহারসোজ্জ্বলপদে নাশাপি তে সম্ভবেৎ
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্যদি কৃপাদৃষ্টিঃ পতেন্ন ত্বয়ি ॥২৭॥

হে ভ্রাতঃ! তুমি যদি শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের উল্লাসময় নামসমূহের কীর্তন কর, অথবা তাঁহার বিশ্বমোহন অলৌকিক সুমধুর সৌন্দর্যের ধ্যান কর, কিন্তু হায়! তাহা হইলেও যদি তোমার প্রতি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কৃপাদৃষ্টিপাত হয় নাই, তবে তোমার প্রেমরূপ পরম উজ্জ্বলরসের আস্বাদনের কোন আশাই নাই।

ভূতো বা ভবিতাপি বা ভবতি বা কস্যাপি যঃ কোঽপি বা
সম্বন্ধো ভগবৎ-পদাম্বুজরসেনাস্মিন্ জগন্মণ্ডলে।
তৎ সর্বং নিজভক্তিরূপ-পরমৈশ্বর্যেণ বিক্রীড়তো
গৌরস্যৈব কৃপাবিজৃম্ভিততয়া জানন্তি নির্মৎসরাঃ ॥২৮॥

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

এই ভূমণ্ডলে যেকোন ব্যক্তির শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মস্থিত মধুর রসের সহিত যেকোনরূপ সম্পর্ক হইয়াছে, হইবে বা বর্তমান রহিয়াছে, মাৎসর্যহীন সজ্জনগণ এই সমুদয়কে নিজ ভক্তিরূপ পরম ঐশ্বর্যদ্বারা বিহারশীল শ্রীগৌরচন্দ্রের পরম করুণার বিলাসরূপেই অবগত হন।

বিনা বীজং কিং নাঙ্কুরজননমন্ধোঽপি ন কথং
প্রপশ্যেন্নো পঙ্গুর্গিরিশিখরমারোহতি কথম্।
যদি শ্রীচৈতন্যে হরিরসময়াশ্চর্যবিভবেহ-
প্যভক্তানাং ভাবী কথমপি পরপ্রেমরভসঃ ॥৩২॥

শ্রীকৃষ্ণপ্রেমরূপ বিচিত্র বৈভবশালী শ্রীচৈতন্যদেবের ভজনরহিত ব্যক্তিগণের যদি কোনরূপে পরম প্রেমাবেশ সম্ভবপর হয়, তাহা হইলে বীজ ব্যতীতও অঙ্কুরোৎপত্তি হইবে না কেন, অন্ধ রূপ দর্শন করিবে না কেন এবং পঙ্গু পর্বতশৃঙ্গ আরোহণ করিবে না কেন ?

হা হন্ত চিত্তভুবি মে পরমোষরায়াং
সদ্ভক্তিকল্পলতিকাঙ্কুরিতা কথং স্যাৎ।
হৃদ্যেকমেব পরমাশ্বসনীয়মস্তি
চৈতন্যনাম কলয়ন্ন ভবামি শোচ্যঃ ॥৪৮॥

হায় হায় ! আমার এই অতিশয় অনুর্বর হৃদয়ক্ষেত্রে প্রেমভক্তিলতা কিরূপে অঙ্কুরিত হইবে ? তবে আমার একটিমাত্র পরম আশ্বাসের কারণ এই যে, আমি শ্রীচৈতন্যের নামের সেবা করিলে দুর্দশাগ্রস্ত হইব না।

রক্ষোদৈত্যকুলং হতং কিয়দিদং যোগাদিবর্ত্মক্রিয়া-
মার্গো বা প্রকটীকৃতঃ কিয়দিদং সৃষ্ট্যাদিকং বা কিয়ৎ।
মেদিন্যুদ্ধরণাদিকং কিয়দিদং প্রেমোজ্জ্বলায়া মহা-
ভক্তের্বর্ত্মকরীং পরাং ভগবতশ্চৈতন্যমূর্তিং স্তুমঃ ॥৫৬॥

শ্রীভগবানের অন্যান্য অবতারগণ রাক্ষস ও দৈত্যকুল বিনষ্ট করিয়াছেন, ইহা বা অধিক কি ! যোগপ্রভৃতি মার্গ বা কর্মমার্গের প্রকাশ করিয়াছেন, ইহা বা অধিক কি ! সৃষ্টিপ্রভৃতি কার্যও তাঁহাদের পক্ষে অধিক কিছু নহে, পৃথিবীর উদ্ধারপ্রভৃতি কার্য বা আর বেশী কি ! পরন্তু প্রেমোজ্জ্বলা ভক্তির মার্গপ্রদর্শক বলিয়া ভগবান্ শ্রীচৈতন্যরূপ উত্তম বিগ্রহকেই আমরা বন্দনা করি।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

আচর্য ধর্মং পরিচর্য বিষ্ণুং বিচর্য তীর্থানি বিচার্য বেদান্।
বিনা ন গৌরপ্রিয়পাদসেবাং বেদাদি-দুষ্প্রাপ্যপদং বিদন্তি ॥৬০॥

শ্রীগৌরাঙ্গের প্রিয়জনগণের পাদসেবা ব্যতীত মানবগণ ধর্মাচরণ, শ্রীবিষ্ণুর পরিচর্যা, তীর্থপর্যটন ও বেদসমূহের অর্থ বিচার করিয়াও বেদপ্রভৃতির দুর্লভ পরমবস্তুকে জানিতে পারেন নাই।

মৃগ্যাপি সা শিব-শুকোদ্ধব-নারদাদ্যৈরাশ্চর্যভক্তিপদবী ন দবীয়সী নঃ।
দুর্বোধ-বৈভবপতে ময়ি পামরেঽপি চৈতন্যচন্দ্র যদি তে করুণাকটাক্ষঃ ॥৬২॥

হে দুর্জ্ঞেয় বৈভবসমূহের অধীশ্বর শ্রীচৈতন্যচন্দ্র! মাদৃশ এই পামর ব্যক্তির প্রতি যদি আপনার কৃপাদৃষ্টি হয়, তাহা হইলে শিব, শুকদেব, উদ্ধব ও নারদ প্রভৃতির প্রার্থনীয় সেই সুপ্রসিদ্ধ আশ্চর্যময় ভক্তিপদও আমাদের দূরবর্তী বলিয়া মনে হয় না।

পাত্রাপাত্রবিচারণং ন কুরুতে ন স্বং পরং বীক্ষতে
দেয়াদেয়-বিমর্শকো ন হি ন বা কালপ্রতীক্ষঃ প্রভুঃ।
সদ্যো যঃ শ্রবণেক্ষণ-প্রণমন-ধ্যানাদিনা দুর্লভং
দত্তে ভক্তিরসং স এব ভগবান্ গৌরঃ পরং মে গতিঃ ॥১১২॥

যে প্রভু পাত্র ও অপাত্র বিচার করেন না, নিজ বা পর বলিয়া কাহাকেও দেখেন না, দেয় বা অদেয় বিচার করেন না কিংবা কোন কালবিশেষেরও অপেক্ষা করেন না, পরন্তু যিনি সদ্যই শ্রবণ, দর্শন, প্রণতি ও ধ্যানাদিদ্বারাও দুর্লভ প্রেম প্রদান করেন, সেই ভগবান্ শ্রীগৌরাঙ্গদেবই আমার একমাত্র আশ্রয়।

দন্তে নিধায় তৃণকং পদয়োর্নিপত্য
কৃত্বা চ কাকুশতমেতদহং ব্রবীমি।
হে সাধবঃ সকলমেব বিহায় দূরাদ্-
গৌরাঙ্গচন্দ্রচরণে কুরুতানুরাগম্ ॥১২০॥

হে সজ্জনগণ! আমি দন্তে তৃণধারণপূর্বক পদযুগলে পতিত হইয়া শত শত কাতর বচন উচ্চারণপূর্বক ইহাই বলিতেছি যে, অপর সকল বিষয় দূরে পরিত্যাগ করিয়া শ্রীগৌরপাদপদ্মে আসক্ত হউন।

অহো ন দুর্লভা মুক্তির্ন চ ভক্তিঃ সুদুর্লভা।
গৌরচন্দ্রপ্রসাদস্তু বৈকুণ্ঠেঽপি সুদুর্লভঃ ॥১২২॥

অহো মানবগণের পক্ষে মুক্তি দুর্লভ নহে, ভক্তিও সুদুর্লভ নহে, কিন্তু শ্রীগৌরচন্দ্রের অনুগ্রহ বৈকুণ্ঠধামেও পরমদুর্লভ।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের বর্ণিত শ্রীগৌরমহিমা

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দের ভজনের মহিমা যেরূপ কীর্তন করিয়াছেন তাহা বলিতেছি –

"গৌরনাম না লইয়া, যেই কৃষ্ণ ভজে গিয়া,
সেই কৃষ্ণ বহুকালে পায়।
গৌরনাম লয় যেই, সদ্য কৃষ্ণ পায় সেই,
অপরাধ নাহি রহে তায় ॥"

অর্থাৎ শ্রীগৌরনাম কীর্তন না করিয়া যে শ্রীকৃষ্ণনাম কীর্তন করে, সে বহুকালে শ্রীকৃষ্ণকে পায়, কিন্তু যে শ্রীগৌরনাম কীর্তন করে, সে অপরাধশূন্য হইয়া সদ্যই শ্রীকৃষ্ণকে পায়।

এস্থানে 'বহুকালে পায়' বলিবার অভিপ্রায় এই যে, পাওয়া অনিশ্চিত। অর্থাৎ কেবল শ্রীকৃষ্ণভজনে শ্রীকৃষ্ণকে পাওয়া অনিশ্চিত। কিন্তু শ্রীগৌরভজন করিলে সদ্যই শ্রীকৃষ্ণপ্রাপ্তি নিশ্চিত। ইহাই শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের উক্তির মর্ম।

আবার তিনি তাঁহার রচিত পদাবলীতে এইরূপ উল্লেখ করিয়াছেন –

'দয়াল নিতাই চৈতন্য' বলে নাচ্‌রে আমার মন
নাচ্‌রে আমার মন নাচ্‌রে আমার মন ॥১॥
(এমন দয়াল তো নাই হে, মার খেয়ে প্রেম দেয়)
(ওরে) অপরাধ দূরে যাবে পাবে প্রেমধন।
(ও নামে অপরাধের বিচার তো নাই হে)
(তখন) কৃষ্ণনামে রুচি হ'বে ঘুচিবে বন্ধন ॥২॥
(কৃষ্ণনামে অনুরাগ তো হবে হে)
(তখন) অনায়াসে সফল হ'বে জীবের জীবন।
(কৃষ্ণরতি বিনা জীবন তো মিছে হে)
(শেষে) বৃন্দাবনে রাধাশ্যামের পাবে দরশন ॥৩॥
(গৌর-কৃপা হলে হে)

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের রচিত পদাবলীর মর্ম এইরূপ – শ্রীগৌরনাম কীর্তন করিলেই অপরাধ দূর হইয়া শ্রীকৃষ্ণনামে রুচি হইবে। পরিশেষে বৃন্দাবনে শ্রীশ্রীরাধা-শ্যামের দর্শন পাওয়া যাইবে অর্থাৎ প্রেমসেবা লাভ হইবে।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

শ্রীগৌরভজনের বৈশিষ্ট্যসম্বন্ধে শ্রীল পুরীদাস গোস্বামী ঠাকুরের উক্তি

শ্রীল পুরীদাস গোস্বামী ঠাকুরও কর্মাধিকারী জীবকে শ্রীগৌরভজনেরই উপদেশ দিয়াছেন। তাঁহার শেষ জীবনে অধিকাংশ সময় তিনি নানা সুমধুর স্বরে পরমাবিষ্ট হৃদয়ে শ্রীগৌরহরির লীলার সহিত সংযুক্ত করিয়া "শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শচীসুত গৌরগুণধাম" নাম চক্ষুজলে বক্ষ সিক্ত করিয়া কীর্তন করিতেন। তিনি তাঁহার অনুগত সকলকে এই শ্রীগৌরনাম সর্বক্ষণ কীর্তন করিতে উপদেশ দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, শ্রীগৌরনামকীর্তনদ্বারা অনর্থনিবৃত্তি ও অর্থপ্রবৃত্তি এক সঙ্গেই হইবে।

তাঁহার অপ্রকট সময়ে তাঁহার অনুগতগণের প্রতি তাঁহার এই অন্তিম উপদেশ — "সকলের সঙ্গে ত দেখা হইল না। সকলকে বলিয়া দিবে 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শচীসুত গৌরগুণধাম' ও 'শ্রীশ্রীনিতাই-গৌর-সীতানাথ' এই নাম সর্বক্ষণ চক্ষুজলে বক্ষ সিক্ত করিয়া কীর্তন করিবে। তাঁহারা অবশ্যই কৃপা করিবেন।" — এইমাত্র বলার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি তাঁহার প্রকটলীলা সাঙ্গ করিলেন। তাঁহার কীর্তিত লীলাসূচক শ্রীগৌরনাম একটি স্বতন্ত্র পুস্তিকায় প্রকাশিত হইয়াছেন।

শ্রীগৌর আরাধনায় আশু ফলপ্রাপ্তি

কেশব ! শ্রীগৌরচন্দ্রের অপার করুণার কথা যাহা শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রভু, শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদ, শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ও শ্রীল পুরীদাস গোস্বামী ঠাকুর উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন, তাহা শুনিলে ত ! কি অপূর্ব তাঁ'র মহিমা ! তিনি সাধকের কোনই যোগ্যতার অপেক্ষা করেন না। সর্বসাধনহীন, সর্ববিষয়ে অযোগ্য, মহাপাপীও যদি ব্যাকুল হৃদয়ে তাঁহাকে ডাকিবে, তিনি এই জন্মেই ব্রহ্মাদির দুর্লভ শ্রীকৃষ্ণপ্রেম তাহাকে দিয়া দিবেন। এতদ্ব্যতীত নাম-নামী অভিন্ন হওয়ায় শ্রীগৌরচন্দ্র শ্রীরাধাভাবে বিভাবিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণপ্রেম লাভ হইল না বলিয়া যে ব্যাকুল ভাব প্রকাশ করিতেন, সেই ব্যাকুলতা তাঁহার নামের মধ্যেও আছে। অতএব তাঁহার নাম কীর্তন করিলে সেই নামের প্রভাবে সেই বিরহাত্মক ভাব তোমার হৃদয়েও সঞ্চারিত হইবে। যে ভক্তিবাসনা মহৎকৃপায় লাভ হয়, তাহা শ্রীগৌরনাম হইতেও লাভ হইবে। সুতরাং শ্রীগৌরনামকীর্তনের উপাদেয়তা যে কত অধিক, তাহা বর্ণনা করিবার ভাষা নাই।

কেশব ! শ্রীগৌরসুন্দর যে স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণ, ইহা নিঃসন্দেহ। তিনি কেবল স্বয়ংরূপ নহেন, সেই স্বয়ংরূপ আবার যাঁহার অমল প্রেমে নিত্যবশীভূত, সেই ঘনীভূত

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

প্রেমের মূর্তি শ্রীরাধার ভাবে বিভাবিত স্বয়ংরূপ। সেই শ্রীরাধাভাবে বিভাবিত বলিয়াই তিনি নির্বিচারে বিনাসাধনে যথেচ্ছ প্রেম দান করিয়া গেলেন। তাঁহার অংশাবতার শ্রীরামচন্দ্র ও শ্রীনৃসিংহ ইত্যাদির উপাসনা করিয়া যদি জীবের অভীষ্ট সিদ্ধ হইতে পারে, তবে প্রেমলাভের বাসনা লইয়া কেবল সেই প্রেমদাতা শ্রীগৌরহরিকে আরাধনা করিলে কি জীব প্রেম লাভ করিতে পারিবে না ? ইহার উত্তরে বলিব যে, যে শ্রীগৌর শ্রীরাধাভাববিভাবিত শ্রীকৃষ্ণ, তাঁহার ভজন করিলে শ্রীকৃষ্ণভজন অপেক্ষা অতি অল্পসময়ে ও সহজে প্রেমলাভ নিশ্চিত। তাঁহার ভজন অর্থ ষোড়শোপচারে তাঁহার পূজা নহে, কেবল তাঁহার ও তাঁহার নিজজনগণের কৃপালাভনিমিত্ত ব্যাকুল হইয়া অনুক্ষণ "হা গৌর-নিতাই" বলিয়া বুকফাটা ক্রন্দন। "বালানাং রোদনং বলম্" অর্থাৎ শিশু সর্বতোভাবে অসমর্থ। ঈপ্সিত বস্তুপ্রাপ্তি সম্বন্ধে তাহার এই অসামর্থ্য বা অযোগ্যতা তীব্রভাবে উপলব্ধি করিয়া সে কেবল ক্রন্দনই করে এবং তাহার ক্রন্দনধ্বনি স্নেহশীলা মাতার কর্ণপথগত হইলে তিনি তৎক্ষণাৎ শিশুর নিকট আসিয়া তা'র ঈপ্সিত বস্তু দান করিয়া তাহাকে শান্ত করান। সেইরূপ হ্লাদিনীশক্তির বৃত্তিরূপা ভক্তিবাসনা যে তটস্থশক্তিপ্রসূত জীবহৃদয়ে জাগ্রত হওয়া অসম্ভব, ইহা উপলব্ধি করিয়া যে ভক্তিলাভবিষয়ে স্বীয় অযোগ্যতা মর্মে মর্মে অনুভব করিবে, তাহার ক্রন্দন ব্যতীত আর কি উপায় আছে ? বস্তুতঃ শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দ এই ক্রন্দনরূপ আরাধনার পথই জগদ্বাসীকে দেখাইয়া দিলেন কারণ তাঁহারা দেখিলেন যে, কলিহত জীব জড়াভিমান জড়াভিনিবেশ ও জন্মজন্মান্তরের অপরাধপুঞ্জ হইতে মুক্ত হইয়া যে ভজন করিবে, সে আশা নাই। অতএব অযোগ্যের পক্ষে যাহা উপলব্ধি করা একান্ত স্বাভাবিক, সেই অযোগ্যতার অনুভূতি ও তাহার অভীষ্টদেবের ঔদার্যগুণের স্মৃতিতে পুলক ও অশ্রুর উদ্‌গমরূপ পরম মঙ্গল লাভের পথই তাঁহারা আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন। বস্তুতঃ শিশুর ক্রন্দন মাতার হৃদয়কে বিগলিত করার ন্যায় সাধকের স্বীয় অযোগ্যতার তীব্র অনুভূতি হইতে যে অশ্রুর উদ্‌গম হয়, তাহা অজিতকে জয় করে, সর্বতন্ত্রস্বতন্ত্রকে হৃদয়ে অবরুদ্ধ করে, পূর্ণতম নিরপেক্ষকেও সাপেক্ষতম অর্থাৎ দীনবৎসল করিয়া দেয়। অশ্রুর এরূপ প্রভাব যে, স্বয়ং ভগবান্ নিজকে পূর্ণভাবে দিয়াও আবার তাহার নিকট ঋণী বলিয়া অভিমান করেন। ক্রন্দনের কি অদ্ভুত প্রভাব বুঝিলে ত! এই ক্রন্দনরূপ সাধনের পথ শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দেরই আবিষ্কার এবং এই ক্রন্দনদ্বারাই অনায়াসে তাঁহাদিগকে লাভ করা যায়।

কেশব — শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দের মহিমা আপনি যেরূপ ভাবাবিষ্ট হইয়া বলিয়া গেলেন, আমি ত চিত্রপুত্তলিবৎ সেসব শুনিয়া স্তব্ধ হইয়া গিয়াছি। বাস্তবিক কি অপূর্ব

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

সে মহিমা! আপনি যাহা বলিলেন, সে মহিমা বর্ণনা করিবার ভাষা নাই, ইহা অক্ষরে অক্ষরে সত্য। আমার মত জন্মজন্মান্তরের দুরন্ত অপরাধী, নানাদুর্বাসনাগ্রস্ত হতভাগা কি কবে তাঁহার কৃপার পাত্র হইতে পারিবে? চিত্ত ত জন্মজন্মান্তরের অপরাধফলে বজ্রসম কঠিন হইয়া গিয়াছে। সামান্যতম ভক্তিসাধনের অভিনয় করিয়াও অভাববোধের পরিবর্তে তৃপ্তি আসিয়া যাইতেছে। এরূপ অবস্থায় অযোগ্যতার তীব্র অনুভূতি বা আসিবে কিরূপে? স্বীয় অযোগ্যতা তীব্রভাবে অনুভূত না হইলে চক্ষুতে অশ্রু বা আসিবে কিরূপে? সুতরাং শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দের ভজন আমার মত কঠিনহৃদয় জীবের পক্ষে সম্ভব বলিয়া আমি উপলব্ধি করিতে পারিতেছি না।

শ্রীহরিদাস — কেশব! তুমি হতাশ হইও না। রজস্তমোগুণাবিষ্ট কর্মাধিকারী জীবের জন্য শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রভু যে অপূর্ব সন্দেশ দিয়া গিয়াছেন, তাহা শুনিলে তোমার নিরাশ হৃদয়েও অসীম আশার সঞ্চার হইবে।

কেশব — (উৎকণ্ঠিত হইয়া) আজ্ঞে, তাহা কি দয়া করিয়া আমাকে বলিয়া আমার তাপিত প্রাণকে শীতল করুন।

শ্রীহরিদাস — শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দ পতিত দুরিত জীবকে কিভাবে কৃপা করেন, সে বিষয় শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রভু তাঁহার লেখনীতে এইভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন —

"দুই ভাই হৃদয়ের ক্ষালি অন্ধকার।
দুই ভাগবত-সঙ্গে করান সাক্ষাৎকার॥
এক ভাগবত বড় — ভাগবতশাস্ত্র।
আর ভাগবত — ভক্ত ভক্তিরসপাত্র॥
দুই ভাগবতদ্বারা দিয়া ভক্তিরস।
তাহার হৃদয়ে তা'র প্রেমে হয় বশ॥"

(শ্রীচৈ:চ:আদি ১।৫৬-৫৮)

অর্থাৎ শ্রীগৌর ও শ্রীনিত্যানন্দ, এই দুই ভাই বিমুখ জীবের কৃষ্ণবিস্মৃতিরূপ অজ্ঞানান্ধকার দূর করিয়া ভক্তিপ্রতিপাদক শ্রীমদ্ভাগবতাদি শাস্ত্র ও ভক্তিরসের আধার ভক্তভাগবতের সঙ্গে তাহার সাক্ষাৎকার করান। এই ভক্তভাগবতের সঙ্গ ও কৃপা এবং তাঁহার শ্রীমুখ হইতে শ্রীমদ্ভাগবতাদি শাস্ত্র-শ্রবণফলে শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিয়া তাঁহাকে সুখী করিবার বাসনা অর্থাৎ প্রেম জীবহৃদয়ে জাত হয়। প্রীতিরসলোলুপ শ্রীকৃষ্ণাভিন্ন শ্রীগৌরসুন্দর ও শ্রীগৌরদাতা শ্রীমন্নিত্যানন্দপ্রভু তাহার হৃদয়ের সেই প্রেমরস আস্বাদন

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

করিতে গিয়া তাহাতে বন্দী হইয়া যান। তাঁহাদের এই পরমোদারতার মহিমাজ্ঞান যাহার হৃদয়ে স্ফূর্তিপ্রাপ্ত হইবে, সে অবশ্যই তাঁহাদের কৃপালাভ বিষয়ে স্বীয় অযোগ্যতা উপলব্ধি করিবে এবং তখন তাহার চক্ষুতে অশ্রু না আসিয়া থাকিতে পারিবে না। যাহার এইটুকু হয় নাই, সে নিশ্চিতরূপে শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দকে ইষ্টদেবরূপে বরণ করিতে চায় নাই; কেবল নিজের কোন স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যেই তাঁহাদের ভজনের অভিনয়মাত্র করিতেছে।

শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দের মহিমা কি অপার! তাঁহাদের কি বদান্যতা! তাঁহারা পতিত দুরিত জীবের সঙ্গে তাঁহাদের নিজজনের সাক্ষাৎকার করাইয়া দেন। আবার তাঁহাদের দ্বারা তাহার হৃদয়ের ভক্তিবিপরীতবাসনা দূর করিয়া তাহাতে ভক্তিবাসনা সঞ্চার করেন এবং ভক্তহৃদয়ের সেই ভক্তিবাসনা বা প্রেম আস্বাদন করিতে গিয়া নিজে তাহাতে বন্দী হইয়া যান। কি অপূর্ব তাঁহাদের দান! তাঁহাদের সর্বস্ব জীবকে দান করিয়া আবার তাহার নিকট হাত পাতেন! এইরূপ দাতা আর কোন অবতারে হইয়াছেন কি? ইহাতে সাধনের প্রশ্নই আসে না। "হে প্রভো! আমার সাধন ভজন কিছুই নাই কিংবা চেষ্টা করিয়া কখনও নিজকে সাধনের যোগ্য করিতে পারিব, তাহাও অসম্ভব। কারণ রজস্তমোগুণ-নিগড়ে বদ্ধ হওয়ায় আমি অনুক্ষণ স্বসুখচিন্তায় মগ্ন। এরূপ অবস্থায় আমি অনন্যোপায়। আপনি যদি কৃপা করিয়া আপনার নিজজনের সঙ্গে এ দুর্ভাগার সাক্ষাৎকার করাইয়া দেন তাহা হইলে তাঁহারই কৃপায় এ নরপশু স্বসুখবাসনারূপ রাক্ষসের কবল হইতে উদ্ধার লাভ করিয়া আপনার সুখচিন্তায় তৎপর হইতে পারিবে।" এইরূপ প্রার্থনা করিয়া শ্রীগৌরনিজজনের কৃপালাভ নিমিত্ত ব্যাকুল হইয়া সতত কাঁদিতে কাঁদিতে শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দকে ডাকিলে তাঁহারা অচিরেই তাঁহাদের নিজজনের সঙ্গে তোমার সাক্ষাৎকার করাইয়া দিবেন এবং সেই শ্রীগৌরনিজজনের সঙ্গ ও কৃপার ফলে তোমার হৃদয়ের স্বসুখবাসনা চিরতরে দূর হইয়া তাঁহাদের প্রীতিসম্পাদন উদ্দেশ্যে স্বীয় সমস্ত স্বার্থকে তিলে তিলে জলাঞ্জলি দেওয়ার প্রেরণা লাভ হইবে। শ্রীগৌরানুগ মহতের কৃপা ব্যতীত এইরূপ স্বার্থত্যাগের বাসনা অন্য কোনও সাধনের দ্বারা জীবহৃদয়ে সঞ্চারিত হইতে পারিবে না।

সুতরাং তুমি সেই শ্রীগৌরনিজজনের কৃপালাভের বাসনা লইয়া অনুক্ষণ কাঁদিতে কাঁদিতে শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দকে ডাক এবং ইহার সঙ্গে সঙ্গে তোমার দেহযাত্রা হইতে আরম্ভ করিয়া ভক্তিসাধন পর্যন্ত যাবতীয় কার্য শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দের প্রীতির উদ্দেশ্যে সম্পাদন করিয়া ভগবদধিষ্ঠানজ্ঞানে প্রত্যেক জীবকে যথাযথ সম্মান দিতে চেষ্টা কর। "জীবে সম্মান দিবে জানি কৃষ্ণ-অধিষ্ঠান" (শ্রীচৈ:চ:অন্ত্য ২০।২০) — ইহা

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা। এইরূপ করিতে পারিলে তুমি এই জন্মেই শ্রীগৌরনিজজনের সন্ধান পাইয়া তাঁহার কৃপায় প্রেমলাভের যোগ্য হইতে পারিবে। ইহা হইতে সহজ সাধন আর কি হইতে পারে ? মোট কথা "দিনের পরে দিন চলিয়া যাইতেছে, কত বড় বস্তুর সন্ধান ভাগ্যফলে পেয়েছিলাম। এই জন্মেই যদি শ্রীগৌরনিজজনের কৃপায় অভিষিক্ত হইতে না পারি আর কি এরূপ সুযোগ পাওয়া যাইবে ? সুতরাং এই জন্মেই কিরূপে তাঁহার কৃপা লাভ করিয়া জীবনকে সার্থক করিব; হে প্রভো ! কৃপা করিয়া এ নরাধমকে সেই সৌভাগ্যের অধিকারী করুন।" — এই চিন্তা সর্বক্ষণ যাহার হৃদয়কে ব্যথিত করিতে থাকে, ভক্তিবিপরীত পথে যাইতে কদাপি তাহার বাসনা জাগিবে না এবং যে পথে চলিলে এই জন্মেই লক্ষ্যস্থলে পঁহুছিতে পারিবে, তৎপ্রতি তাহার আগ্রহ বাড়িবে। ইহাই উপযুক্ত শিষ্য হইবার প্রকৃষ্ট যোগ্যতা। তোমাকে পূর্বেই বলিয়াছি যে, গুরুকরণ নিমিত্ত ব্যগ্র না হইয়া নিজে কিরূপে উপযুক্ত শিষ্য হইবার যোগ্য হইবে সর্বক্ষণ তজ্জন্য যত্নবান্ হও। তাহা হইলে শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দ উপযুক্ত গুরুর নিকট তোমাকে পাঠাইয়া দিবেন এবং তিনি তোমাকে উপযুক্ত শিক্ষা দিয়া প্রেমলাভের যোগ্য করাইবেন। সুতরাং তোমার সাধন বিষয়ে চিন্তা করিবার কোন আবশ্যকতাই তোমার নাই। তোমার মঙ্গলের ভার শ্রীগৌরনিজজন শ্রীগুরুদেবেরই।

জাতরতি ভক্তের সাধন হ্লাদিনীশক্তিই স্থির করিয়া দিবেন

কেশব — শ্রীগৌরহরি যখন স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ এবং তাঁহার আরাধনায়ই যদি শ্রীকৃষ্ণপ্রেম লাভ হইতে পারে, তবে তিনি শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় তাঁহার নিজ ভজন করিতে শিক্ষা না দিয়া সর্বক্ষণ শ্রীকৃষ্ণভজন করিতে বলিলেন কেন ?

শ্রীহরিদাস — কেশব, তোমাকে পূর্বেই বলিয়াছি যে, শ্রীগৌর হইলেন শ্রীরাধাভাববিভাবিত শ্রীকৃষ্ণ। অতএব তিনি শ্রীরাধার প্রাণপ্রিয় শ্রীকৃষ্ণের ভজন শিক্ষা না দিয়া নিজ ভজনবিষয়ে শিক্ষা দিবেন কিরূপে ? শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভোক্তা বলিয়া নিজ ভজন নিজে শিক্ষা দিলেন। ইহাই শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীগৌরের উপদেশের পার্থক্য। অবশ্য এ কথা ঠিক যে, শ্রীগৌর যাহাকে শ্রীকৃষ্ণভজন উপদেশ দিয়াছেন, তাহাকে তাঁহার দর্শনপ্রভাবে প্রথমে জাতরতি করাইয়া তারপর শ্রীকৃষ্ণভজন করিতে উপদেশ দিয়াছেন। কারণ অজাতরতি কর্মাধিকারী সাধকের শ্রীকৃষ্ণভজনের অধিকার নাই। অতএব জাতরতি ভূমিকাকে না গিয়া শ্রীকৃষ্ণভজনে প্রবৃত্ত হইলে অধিকার-উল্লঙ্ঘনজনিত দোষ অনিবার্য হইয়া পড়িবে। সুতরাং অধিকার-বিচার সর্বাদৌ প্রয়োজন। তুমি নিজে স্বীকার করিয়াছ যে, শ্রীমহামন্ত্র গ্রহণ সময়ে চিত্তবিক্ষেপ ও নিদ্রা আসিয়া তোমাকে স্মৃতিভ্রষ্ট করিয়া দেয়। ইহা রজস্তমোগুণেরই কার্য। সুতরাং তুমি যে

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

অজাতরতি কর্মাধিকারী তোমার হৃদয়স্থ রজস্তমোগুণই তাহার প্রমাণ। এরূপ অবস্থায় তোমার পক্ষে জাতরতি সাধকের কৃত্য শ্রীমহামন্ত্র কীর্তনের প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করা উচিত নহে। কেবল জাতরতি সাধকই যে ভক্তিসাধকরূপে গণ্য, শ্রীরূপপাদ তাঁহার রচিত শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে তাহা বর্ণনা করিয়াছেন –

"উৎপন্নরতয়ঃ সম্যঙ্‌নৈর্বিঘ্ন্যমনুপাগতাঃ।
কৃষ্ণসাক্ষাৎকৃতৌ যোগ্যাঃ সাধকাঃ পরিকীর্তিতাঃ ॥"
(২।১।২৭৬)

অর্থাৎ যাঁহারা জাতরতি অথচ যাঁহাদের অনর্থ সম্পূর্ণ দূর হয় নাই ও যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণ সাক্ষাৎকার নিমিত্ত যোগ্য, তাঁহারাই সাধক বলিয়া কথিত হন।

ইহা হইতে স্পষ্ট জানা যায় যে, জাতরতি ব্যক্তিই শুদ্ধভক্তিসাধনের অধিকারী। যেহেতু শ্রীকৃষ্ণের প্রতি প্রীতিহেতু তাঁহার প্রতি তাহার ভক্তি স্বতঃস্ফূর্তই হইয়া থাকে। সেইজন্য শুদ্ধভক্তিসাধন নিমিত্ত যাবতীয় উপদেশ কেবল সেই জাতরতি ব্যক্তির জন্যই উদ্দিষ্ট। কর্মাধিকারীর প্রতিও শুদ্ধভক্তিসাধনের উপদেশ প্রযুজ্য বিচার করিয়া লোকে ভ্রমে পতিত হন এবং তদনুযায়ী সাধনেও প্রবৃত্ত হন। অধিকার উল্লঙ্ঘন করিয়া সাধন করিতে চেষ্টা করিলে মঙ্গলের পরিবর্তে অমঙ্গলই সার হইবে, ইহা পূর্বেই বলিয়াছি।

অতএব কর্মাধিকারীর পক্ষে শ্রীগৌরনামকীর্তনই ক্রমপন্থায় জাতরতি ভূমিকায় উন্নীত হইবার একমাত্র উপায়। জাতরতি-ভূমিকায় উন্নীত হইলে তুমি শ্রীগৌরনাম কীর্তন করিবে কি শ্রীকৃষ্ণনাম কীর্তন করিবে, সে বিষয়ে তোমার চিন্তার আবশ্যকতা নাই। তুমি বর্তমান রজস্তমোগুণাবিষ্ট বলিয়া সাধন করিতে চেষ্টা করিতেছ। কিন্তু জাতরতিভূমিকায় উন্নীত হইলে তোমার ইন্দ্রিয় হ্লাদিনীশক্তি-তাদাত্ম্যপ্রাপ্ত হইয়া থাকিবে। তখন হ্লাদিনীশক্তিই তোমাকে যেরূপ প্রেরণা দিবেন, তুমি সেইরূপই করিবে। রজস্তমোগুণাবিষ্ট জড় মন তখন তাহার জড়ত্ব পরিহার করিয়া থাকে বলিয়া স্বতন্ত্র চেষ্টা না করিয়া সর্বদা হ্লাদিনীশক্তির প্রেরণায়ই চালিত হইয়া থাকে। সুতরাং জাতরতি ভূমিকায় কিপ্রকার সাধন করা যাইবে কর্মাধিকারে থাকিয়া সে বিষয়ে চিন্তা করা নিরর্থক। উপযুক্ত অধিকারে পঁহুছিলে অধিকারোচিত সাধনে প্রবৃত্তি স্বতঃই উদিত হইবে।

শ্রীগৌরানুগ মহদ্‌গণের শ্রীগৌর-আরাধনা

কেশব – শ্রীগৌরহরির অনুগত ভক্তগণ কি শ্রীগৌর-আরাধনা করিয়াছিলেন ?

শ্রীহরিদাস – হাঁ, করিয়াছেন। শ্রীমন্নিত্যানন্দপ্রভু, শ্রীল অদ্বৈতাচার্যপ্রভু ও শ্রীগদাধর পণ্ডিতের গৌর-আরাধনার কথা শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর শ্রীচৈতন্যভাগবতে এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন –

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

"নিত্যানন্দ মহাপ্রভু পরম উদ্দাম।
সর্ব নীলাচলে ভ্রমে মহাজ্যোতির্ধাম॥
নিরবধি পরানন্দরসে মহামত্ত।
লখিতে না পারে কেহো — অবিজ্ঞাততত্ত্ব॥
সদাই জপেন নাম — 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য'।
স্বপ্নেহো নাহিক নিত্যানন্দমুখে অন্য॥"

(শ্রীচৈ:ভা:অন্ত্য ৫।২১৭-১৯)

"নিত্যানন্দ-প্রসাদে সে সকল সংসার।
অদ্যাপিহ গায় শ্রীচৈতন্য-অবতার॥"

(শ্রীচৈ:ভা:অন্ত্য ৫।২২১)

"চৈতন্য সেব, চৈতন্য গাও, লও চৈতন্য নাম।
চৈতন্যে যে ভক্তি করে, সেই মোর প্রাণ॥
এইমত লোকে চৈতন্য-ভক্তি লওয়াইল।
দীন-হীন-নিন্দকাদি সভারে নিস্তারিল॥"

(শ্রীচৈ:চ:মধ্য ১।২৪-২৫)

শ্রীনীলাচলে শ্রীটোটাগোপীনাথের অঙ্গনে শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু ও শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামী প্রভু এক সঙ্গে শ্রীগৌরনাম কীর্তন করিয়াছিলেন।

"নিত্যানন্দ-বিজয় জানিয়া গদাধর।
ভাগবত-পাঠ ছাড়ি' আইলা সত্বর॥
তবে দুই প্রভু স্থির হয়া এক স্থানে।
বসিলেন চৈতন্যমঙ্গল-সংকীর্তনে॥"

(শ্রীচৈ:ভা:অন্ত্য ৮।১১৭, ১২৬)

শ্রীনীলাচলে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর অভীষ্টানুসারে ভক্তগণ শ্রীগৌরনাম সংকীর্তন করিয়াছিলেন।

"একদিন অদ্বৈত সকল ভক্ত-প্রতি।
বলিলেন পরানন্দে মত্ত হয়া অতি॥
শুন ভাইসব! এক কর সমবায়।
মুখ ভরি গাই আজ শ্রীচৈতন্যরায়॥
আজি আর কোন অবতার গাওয়া নাই।
সর্ব-অবতারময় চৈতন্যগোসাঁই॥

(শ্রীচৈ:ভা:অন্ত্য ১০।১৫৭-১৫৯)

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

* *   * *   * *   * *

আপনে অদ্বৈত চৈতন্যের গীত করি'।
বোলাইয়া নাচে প্রভু জগত নিস্তারি' ॥
'শ্রীচৈতন্য-নারায়ণ করুণাসাগর।
দীন-দুঃখিতের বন্ধু ! মোরে দয়া কর ॥'
অদ্বৈত-সিংহের শ্রীমুখের এই পদ।
ইহার কীর্তনে বাড়ে সকল সম্পদ্ ॥
কেহো বোলে, 'জয় জয় শ্রীশচীনন্দন'।
কেহো বোলে, — 'জয় গৌরচন্দ্র-নারায়ণ ॥
জয় সংকীর্তনপ্রিয় শ্রীগৌরগোপাল।
জয় ভক্তজনপ্রিয় পাষণ্ডীর কাল' ॥
নাচেন অদ্বৈতসিংহ পরম উদ্দাম।
গায় সবে চৈতন্যের গুণ-কর্ম-নাম ॥
(শ্রীচৈ:ভা:অন্ত্য ১০।১৬৭-১৭২)

'জয় জয় গৌরইন্দু সুন্দর করুণাসিন্ধু,
জয় জয় বৃন্দাবনরায়া রে।
জয় জয় সম্প্রতিক, নবদ্বীপপুরন্দর,
চরণকমলে দেহ ছায়া রে' ॥"

এইসব কীর্তন করেন ভক্তগণ।
নাচেন অদ্বৈত ভাবি' চৈতন্য-চরণ ॥
(শ্রীচৈ:ভা:অন্ত্য ১০।১৭৫, ১৭৭)

"কেহো ত্রিপুরার, কেহো চাটীগ্রামবাসী।
শ্রীহট্টিয়া লোক কেহো, কেহো বঙ্গদেশী ॥
সহস্র সহস্র লোক করেন কীর্তন।
শ্রীচৈতন্য-অবতার করিয়া বর্ণন ॥
'জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-বনমালী।
জয় জয় নিজভক্তিরস-কুতূহলী ॥
জয় জয় পরমসন্ন্যাসি-রূপধারী।
জয় জয় সংকীর্তন-রসিক-মুরারি ॥

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

জয় জয় দ্বিজরাজ বৈকুণ্ঠবিহারী।
জয় জয় সর্বজগতের উপকারী ॥
জয় জয় শ্রীচৈতন্য শ্রীশচীনন্দন।'
এইমত গায় নাচে শতসংখ্য জন ॥"
(শ্রীচৈ:ভা:অন্ত্য ১০।২১৫-২২০)

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীও শ্রীগৌর-আরাধনার কথা এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

"তাঁর প্রিয় শিষ্য ইঁহো পণ্ডিত হরিদাস ॥
চৈতন্য-নিত্যানন্দে তাঁর পরম বিশ্বাস।
চৈতন্যচরিতে তাঁর পরম উল্লাস ॥
বৈষ্ণবের গুণগ্রাহী না দেখয়ে দোষ।
কায়মনোবাক্যে করে বৈষ্ণবে সন্তোষ ॥
নিরন্তর শুনেন তেঁহো চৈতন্যমঙ্গল।
তাঁহার প্রসাদে শুনেন বৈষ্ণবসকল ॥
(শ্রীচৈ:চ:আদি ৮।৫৫-৫৮)
পণ্ডিত গোসাইঁর শিষ্য ভূগর্ভ গোসাইঁ।
গৌরকথা বিনা আর মুখে অন্য নাই ॥
(শ্রীচৈ:চ:আদি ৮।৬৩)
আচার্যগোসাইঁর শিষ্য চক্রবর্তী শিবানন্দ।
নিরবধি তাঁর চিত্তে শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ ॥"
(শ্রীচৈ:চ:আদি ৮।৬৫)

শ্রীল হরিদাস ঠাকুর সারাজীবন দৈনিক তিনলক্ষ মহামন্ত্র জপ করিতেন, কিন্তু তাঁহার নির্যাণের পূর্বে তিনি শ্রীগৌরহরির শ্রীপাদপদ্মে এইরূপ প্রার্থনা করিয়াছিলেন –

"হৃদয়ে ধরিমু তোমার কমলচরণ।
নয়নে দেখিমু তোমার চান্দবদন ॥
জিহ্বায় উচ্চারিমু তোমার কৃষ্ণচৈতন্যনাম।
এইমত মোর ইচ্ছা ছাড়িমু পরাণ ॥"
(শ্রীচৈ:চ:অন্ত্য ১১।৩২-৩৩)

ভক্তবৎসল শ্রীগৌরহরি তাঁহার ভক্তের প্রার্থনা পূর্ণ করিলেন। তাঁহার নির্যাণের পূর্বে শ্রীগৌরহরি ভক্তগণের সঙ্গে অঙ্গনে সংকীর্তন আরম্ভ করিলেন। তারপর

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

শ্রীল হরিদাস ঠাকুর তাঁহার নির্যাণসময়ে যেরূপ করিয়াছিলেন, তাহা শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন –

"হরিদাস নিজাগ্রেতে প্রভুরে বসাইল।
নিজ নেত্র দুই ভৃঙ্গ মুখপদ্মে দিল ॥
স্বহৃদয়ে আনি ধরিল প্রভুর চরণ।
সব ভক্তের পদরেণু মস্তকে ভূষণ ॥
'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য'-শব্দ বোলে বার বার।
প্রভু-মুখ-মাধুরী পিয়ে নেত্রে জলধার ॥
'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য' শব্দ করিতে উচ্চারণ।
নামের সহিত প্রাণ কৈল উৎক্রমণ ॥"
(শ্রীচৈ:চ:অন্ত্য ১১।৫২-৫৫)

যে শ্রীহরিদাস ঠাকুর সারা জীবন দৈনিক তিনলক্ষ মহামন্ত্র জপ করিতেন, তাঁহার অন্তিমকালে তিনি কিরূপে শ্রীগৌর-আরাধনা করিয়া তাহার প্রকটলীলা সাঙ্গ করিলেন, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত আলোচনা করিলে তাহা জানা যায়। শ্রীগৌর ও শ্রীকৃষ্ণে যদি তাঁহার ভেদবুদ্ধি থাকিত, তবে তিনি তাঁহার অন্তিমকালে শ্রীকৃষ্ণনামের পরিবর্তে কেবল শ্রীগৌরনাম কীর্তন করিয়া প্রকটলীলা সাঙ্গ করিতেন কি ? তাঁহার এই আচরণ হইতে স্পষ্ট সূচিত হয় যে, শ্রীরাধাভাববিভাবিত প্রেমের মূর্তি শ্রীগৌরহরির আরাধনা করিলেই প্রেম অনায়াসলব্ধ হইয়া থাকে। অবশ্য তিনি প্রেমিক, ভক্ত ও নিত্যসিদ্ধপার্ষদ। অতএব তাঁহার পক্ষে শ্রীকৃষ্ণনামকীর্তন ও শ্রীগৌরনামকীর্তন, সব সমান। কিন্তু শ্রীগৌর-আরাধনার মাহাত্ম্য জগতে প্রকাশ করিয়া জগদ্বাসী জীবগণকে তৎপ্রতি আকৃষ্ট করাইবার উদ্দেশ্যেই যে তাঁহার এতাদৃশ আচরণ, ইহা সুস্পষ্ট।

এইরূপ আরও বহু উদাহরণ আছে। শ্রীচৈতন্যভাগবত ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত আলোচনা করিলে তাহা জানা যাইবে।

শ্রীমহামন্ত্র কীর্তনের ফল

কেশব – অজাতরতি ভূমিকায় শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দের আরাধনাই অধিকারোচিত সাধন বলিয়া আপনি বলিলেন। বর্তমান দেখা যায় যে, কেবল ভারতবর্ষ কেন সারা পৃথিবীতে লক্ষ লক্ষ লোক বৈষ্ণবসদাচার পালন করিয়া শ্রীমহামন্ত্র কীর্তন করিতেছেন। তাহাদের কি কিছুই ফল হইবে না ?

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

শ্রীহরিদাস — ইহার উত্তর ত আমি পূর্বেই তোমাকে বলিয়াছি। আবার একবার বলিতেছি শোন। অজাতরতি ভূমিকায় সাধকের রজস্তমোগুণের প্রাবল্য থাকে। অতএব সে ভূমিকায় সে যাহা করে তাহা স্বসুখাত্মক হইবেই হইবে। যে স্থানে স্বসুখবাসনারূপ অন্যাভিলাষ বর্তমান, সে স্থানে শ্রীকৃষ্ণের সুখানুসন্ধানময়ী স্মৃতি জীবহৃদয়ে জাত হওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব। যে শ্রীমহামন্ত্রকীর্তনরূপ সাধনে তাহার প্রাণস্বরূপ ইষ্টদেবের সুখানুসন্ধানময়ী স্মৃতি সাধকের চিত্তে নাই, সে অবস্থায় শ্রীগৌরহরির উপদিষ্ট পন্থায় তাহাতে ব্রতী হওয়া সম্ভব কি ? শ্রীল রূপপাদ উল্লেখ করিয়াছেন যে, "অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্মাদ্যনাবৃতম্। আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা ॥" (শ্রীভ:র:সি: ১।১।১১) অর্থাৎ অন্যাভিলাষিতাশূন্য, জ্ঞানকর্মাদিদ্বারা অনাবৃত ও শ্রীকৃষ্ণের সুখের অনুকূলভাবে যে শ্রীকৃষ্ণানুশীলন, তাহাই উত্তমা ভক্তিরূপে পরিগণিত। শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীকৃষ্ণভক্তিবাসনা ব্যতীত অন্য যাবতীয় বাসনা স্বসুখাত্মক। ইহাকে অন্যাভিলাষিতা বলা হয়। এই অন্যাভিলাষিতা শুদ্ধভক্তির ঘোর পরিপন্থী। যাহার প্রতি মহৎকৃপা নাই, তাহার হৃদয় যে স্বসুখবাসনার ক্রীড়াভূমি, ইহা ধ্রুবসত্য। এইরূপ অবস্থায় শ্রীমহামন্ত্র গ্রহণের ফল কি হইবে সে বিষয়ে শ্রীল জীবপাদের সিদ্ধান্ত আলোচ্য।

"এতাবানেব লোকেঽস্মিন্ পুংসাং ধর্মঃ পরঃ স্মৃতঃ।
ভক্তিযোগো ভগবতি তন্নামগ্রহণাদিভিঃ ॥"

(শ্রীভা: ৬।৩।২২)

অর্থাৎ শ্রীভগবন্নামগ্রহণাদি দ্বারা ভক্তিযোগের অনুষ্ঠানই এই জগতে জীবের পরমধর্ম বলিয়া কথিত।

এই শ্লোকের শ্রীক্রমসন্দর্ভ টীকায় শ্রীজীবপাদ যাহা উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা এইরূপ — "তন্নামগ্রহণাদিভির্যো ভক্তিযোগো সাক্ষাদ্ভক্তিরিতি। এব-কারেণান্য-ব্যাবৃত্তত্বং স্পষ্টয়তি-ভগবতীতি। নামগ্রহণাদীন্যপি যদি কর্মাদৌ তৎসাদ্গুণ্যাদ্যর্থং প্রযুজ্যন্তে, তদা তস্য ধর্মস্য পরত্বং নাস্তি, — তুচ্ছফলার্থং প্রযুক্তত্বেন তদপরাধাদিত্যর্থঃ; তথৈব ক্ষয়িষ্ণুফলদাতৃত্বঞ্চ ভবতীতি ভাবঃ।"

অর্থাৎ শ্রীভগবানের নামগ্রহণই সাক্ষাদ্ভক্তি। 'এব' শব্দ প্রয়োগদ্বারা সাধনের অন্য মার্গ যে নিবারিত হইয়াছে, ইহা সুস্পষ্ট; অধিকন্তু, এই ভক্তি কেবলমাত্র শ্রীভগবানের সন্তোষবিধান নিমিত্তই অনুষ্ঠিত হইবে। নামগ্রহণাদি যদি স্বীয় কামনাপূরণ নিমিত্ত অনুষ্ঠিত হয়, তবে ইহা পরমধর্ম হইবে না। কারণ তুচ্ছকামনাপূরণ উদ্দেশ্যে

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

অনুষ্ঠিত হওয়ায় ইহা নামাপরাধবিশেষ হইয়া থাকে এবং ক্ষয়িষ্ণু পুণ্যফললাভেই ইহার পরিসমাপ্তি ঘটে।

শ্রীল জীবপাদের এই টীকার মর্ম খুব গম্ভীর। বিশেষ সতর্কতা অবলম্বনপূর্বক ইহার আলোচনা করা উচিত। শ্রীল জীবপাদের মতে শ্রীনামগ্রহণই জীবের সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম। এই নামগ্রহণ কিরূপ তাহা বলিতে গিয়া বলিলেন যে, ইহা কেবল শ্রীভগবানের প্রীতির উদ্দেশ্যেই অনুষ্ঠিত হওয়া উচিত। যদি তাহা না হইয়া কোন কামনাপূরণরূপ স্বসুখসাধন উদ্দেশ্যে এই শ্রীনাম গ্রহণ করা যায়, তবে ইহা নাম না হইয়া নামাপরাধ হইয়া যাইবে এবং পুণ্যলাভই এই নামাপরাধের অন্তিম ফল হইবে।

যাহার প্রতি মহৎকৃপা নাই, তাহার হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণের সুখানুসন্ধানরূপ ভক্তিবাসনাও নাই। এই ভক্তিবাসনাহীন হইয়া যে শ্রীনামগ্রহণাদিরূপ ভক্তির অনুষ্ঠান, তাহা প্রেমের পরিবর্তে পুণ্যফলই যে প্রসব করিবে, ইহা বলা নিষ্প্রয়োজন।

দেখ, উদ্দেশ্য বা বাসনাভেদে কিরূপ ফলভেদ হইয়া যাইতেছে! সেই কারণে তোমাকে পূর্বেই বারম্বার বলিয়াছি যে, কেবল ভক্তি কেন প্রত্যেক অনুষ্ঠানে উদ্দেশ্যেরই প্রাধান্য। ফল উদ্দেশ্যের অনুগামী, অনুষ্ঠানের অনুগামী নহে।

শ্রীল জীবপাদ শ্রীভক্তিসন্দর্ভ ২২৪তম অনুচ্ছেদে উল্লেখ করিয়াছেন যে, "ভক্তৌ পুনঃ প্রীণনমেব, ভক্তেস্তদেকজীবনত্বাৎ।" অর্থাৎ ভগবৎপ্রীণনই ভক্তির একমাত্র জীবনস্বরূপ। সুতরাং প্রাণহীন দেহ যেরূপ শবের সঙ্গে সমান সেইরূপ ভগবৎসুখানুসন্ধানরহিত ভক্তির অনুষ্ঠান পুণ্যকর্মের সঙ্গেই সমান।

অতএব বৈষ্ণবসদাচারপালন হউক বা মহামন্ত্রগ্রহণ হউক, তাহাতে যদি ভগবৎপ্রীণনরূপ ভক্তির প্রাণ নাই, তবে তাহা পুণ্যফল প্রসব করিয়া ভক্তিতে প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করিবে। আবার মহৎকৃপা ব্যতীত অন্য কোন উপায়ে জীবহৃদয়ে ভগবৎপ্রীণন জাগিতে পারে না। জীবহৃদয়ে এই প্রীণন বা ভগবৎপ্রেম সঞ্চার করিয়া তাহাকে নিজভজনের যোগ্য করাইবার উদ্দেশ্যেই শ্রীকৃষ্ণ শ্রীগৌরহরিরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। জীব যদি নিজচেষ্টায় শ্রীকৃষ্ণভজন করিয়া প্রেমলাভ করিতে পারিত তবে শ্রীকৃষ্ণের শ্রীগৌর-অবতার গ্রহণের কোন আবশ্যকতা হইত না। তুমি যে লক্ষ লক্ষ লোকের কথা বলিলে তাহারা যদি জাতরতি হইয়া থাকেন, তবে শ্রীমহামন্ত্রগ্রহণের যোগ্য এবং পরিণামে তাহাদের প্রেমপ্রাপ্তি অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু জাতরতি ভক্তের সংখ্যা বিরল। একসঙ্গে লক্ষ লক্ষ লোক জাতরতি হওয়া অসম্ভব। আর যদি তাহারা অজাতরতি কর্মাধিকারী হইয়া থাকেন তবে শ্রীগৌরহরির উপদিষ্ট "নয়নং গলদশ্রুধারয়া" অর্থাৎ স্বীয় অযোগ্যতার তীব্র অনুভূতিজনিত ক্রন্দনের পরিবর্তে

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

তাহাদের রজোগুণের প্রাবল্যহেতু ভজনে তৃপ্তি জাত হইয়া দম্ভবৃদ্ধিই সার হইবে, যাহার ফলে তাহারা নিজকে ভক্ত জ্ঞান করিয়া অপরকে হেয় জ্ঞান করিবে, এই বিচার প্রেমলাভের পরিপন্থী। "উত্তম হয়া বৈষ্ণব হবে নিরভিমান। জীবে সম্মান দিবে জানি কৃষ্ণ-অধিষ্ঠান ॥" শ্রীগৌরহরির এই শিক্ষা নামগ্রহণের যোগ্যতাসম্পাদক। যে এই শিক্ষা হইতে চ্যুত হইবে, সে যে শ্রীমহামন্ত্রগ্রহণের অধিকারী নহে, বিনাদ্বিধায় ইহা বলা যাইতে পারে। সকলকার্যে অধিকারবিচার সর্বাদৌ প্রয়োজন। এই অধিকারকে লক্ষ্য রাখিয়াই শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রভু, শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী গোস্বামিপাদ, শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ও শ্রীল পুরীদাস গোস্বামী ঠাকুর প্রমুখ গৌরপ্রণয়ী বৈষ্ণববৃন্দ প্রেমলিপ্সু কর্মাধিকারী সাধককে নির্বিচারে শ্রীগৌরভজনেরই উপদেশ দিয়া গেলেন। কেবল উপদেশ দেন নাই, শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দ ও তাঁহাদের নিজজনের অহৈতুকী কৃপা ব্যতীত প্রেমলাভের যে অন্য কোন পথ নাই, তাহাও নির্ভীক কণ্ঠে ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন। অতএব অজাতরতি সাধকের পক্ষে শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দের ভজন যে পরম শ্রেয়ঃ, ইহা নিঃসন্দেহ। প্রেমলাভ বিষয়ে স্বীয় অযোগ্যতা তীব্রভাবে উপলব্ধি করিয়া প্রেমদাতা মহাবদান্যশিরোমণি শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দকে ব্যাকুল হৃদয়ে ডাকিলে বিনাসাধনেই তাহারা প্রেম দিবেন। শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দ যখন এই ব্রহ্মাণ্ডে লীলা প্রকট করিয়াছিলেন, তখন প্রেমলাভের জন্য কাহাকেও কোন সাধন করিতে হয় নাই। তাঁহাদের অহৈতুকী কৃপায় কেবল তাঁহাদের দর্শন ও শুভচিন্তা প্রভাবেই যে সকলে বিনাসাধনে তৎক্ষণাৎ প্রেমলাভ করিয়াছেন, ইহা পূর্বেই বলিয়াছি। এরূপ দয়াল দাতার ভজন না করিয়া কলিহত রজস্তমোগুণাবিষ্ট অযোগ্য জীব আর কাহার ভজন করিবে? সুতরাং কর্মাধিকারী জীবের পক্ষে শ্রীকৃষ্ণভজন অপেক্ষা শ্রীগৌরভজন যে বহুগুণে শ্রেয়ঃ ও আশুফলপ্রদ ইহা বলা নিষ্প্রয়োজন।

মহৎকৃপাপ্রাপ্ত ব্যক্তির লক্ষণ

কেশব – যাহার প্রতি মহৎকৃপা হইয়াছে তাহার কি বাহ্য লক্ষণ কিছু প্রকাশ পায়?

শ্রীহরিদাস – হাঁ, মহৎকৃপা হইলে জীবের অন্তর্লক্ষণ ও বহির্লক্ষণ উভয় প্রকাশ পায়। অন্তর্লক্ষণস্বরূপ হৃদয় হইতে ভক্তিবিপরীত স্বসুখবাসনা দূর হইয়া তাহাতে ভক্তিবাসনা প্রাধান্য লাভ করে এবং বাহ্য লক্ষণস্বরূপ প্রবল দৈন্য, আর্তি ও স্বদোষদর্শনজনিত আত্মধিক্কার প্রকাশ পায়। সে সম্বন্ধে কয়েকটি উদাহরণ দিতেছি।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

(১) অজামিল — শ্রীবিষ্ণুদূতগণের দর্শন ও তাঁহাদের শ্রীমুখ হইতে শ্রীহরিনামের মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া অজামিলের কিরূপ আত্মধিক্কার জাত হইয়াছিল ও তাহার সঙ্গে সঙ্গে চিত্ত হইতে ভক্তিবিপরীত বাসনা দূর হইয়া তাহাতে ভক্তিবাসনার সঞ্চার হইয়াছিল, তাহা শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত হইয়াছে।

"ক্ব চাহং কিতবঃ পাপো ব্রহ্মঘ্নো নিরপত্রপঃ।
ক্ব চ নারায়ণেত্যেতদ্ভগবন্নামমঙ্গলম্ ॥"

(শ্রীভা: ৬।২।৩৪)

কোথায় আমি বঞ্চক, পাপী, ব্রাহ্মণত্বনাশক, নির্লজ্জ আর কোথায় এই মঙ্গলস্বরূপ শ্রীভগবানের 'নারায়ণ'নাম !

"সোঽহং তথা যতিষ্যামি যতচিত্তেন্দ্রিয়ানিলঃ।
যথা ন ভূয় আত্মানমন্ধে তমসি মজ্জয়ে ॥
বিমুচ্য তমিমং বন্ধমবিদ্যাকামকর্মজম্।
সর্বভূতসুহৃচ্ছান্তো মৈত্রঃ করুণ আত্মবান্ ॥
মোচয়ে গ্রস্তমাত্মানং যোষিন্ময্যাত্মমায়য়া।
বিক্রীড়িতো যয়ৈবাহং ক্রীড়ামৃগ ইবাধমঃ ॥
মমাহমিতি দেহাদৌ হিত্বা মিথ্যার্থধীর্মতিম্।
ধাস্যে মনো ভগবতি শুদ্ধং তৎকীর্তনাদিভিঃ ॥
ইতি জাতসুনির্বেদঃ ক্ষণসঙ্গেন সাধুষু।
'গঙ্গাদ্বারমুপেয়ায় মুক্তসর্বানুবন্ধনঃ ॥"

(শ্রীভা: ৬।২।৩৫-৩৯)

অর্থাৎ সেই মহাপাপী আমি বর্তমান মন, প্রাণ ও ইন্দ্রিয়সমূহকে সঞ্জত করিয়া যেরূপ আর এই মহামোহান্ধকারময় সংসারে মগ্ন হইতে না হয় সে বিষয়ে যত্ন করিব। দেহাদিতে আত্মবুদ্ধি হইতেই বিষয়ভোগবাসনা, আর এই ভোগবাসনা হইতেই মায়িক শুভাশুভ কর্মে আসক্তি — ইহাই জীবের বন্ধন। আমি এ বন্ধন মোচন করিব। শ্রীহরির মায়াই রমণীরূপে আমাকে বশীভূত করিয়াছে। নরাধম আমি তাহারই হাতে যথেচ্ছ পরিচালিত হইয়া বশীভূত পশুবৎ নৃত্য করিতেছি। এই মায়ার কবল হইতেও আমি মুক্ত হইব। সমস্ত ভোগাভিলাষ ত্যাগ করিব, সর্বজীবপ্রতি সুহৃৎ, হিতকারী ও করুণ হইব, আর সর্বদা ভগবচ্চিন্তায় রত থাকিব।

শ্রীভগবানের নামকীর্তন ও তদীয় জনের সংসর্গপ্রভাবে আমার চিত্ত শুদ্ধ হইয়াছে। আমি আর মিথ্যার প্রলোভনে মুগ্ধ নহি। সত্যবস্তুতে অর্থাৎ শ্রীভগবানে

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

আমার বুদ্ধি স্থির হইয়াছে। বর্তমান আমি দেহাদিতে 'আমি ও আমার' বুদ্ধি ত্যাগ করিয়া তাঁহার (শ্রীভগবানের) শ্রীচরণে চিত্ত নিবিষ্ট করিব।

ক্ষণমাত্র সাধুসঙ্গপ্রভাবে অজামিলের এইরূপ সুদৃঢ় বৈরাগ্য উদিত হইয়াছিল। তিনি সর্ববন্ধনবিমুক্ত হইয়া হরিদ্বারে প্রস্থান করিয়াছিলেন।

অজামিলের নামাপরাধ ছিল না। তজ্জন্য তিনি পুত্রকে উপলক্ষ করিয়াও 'নারায়ণ' শ্রীভগবানের এই নাম উচ্চারণ করিয়া মুক্তি লাভ করিয়াছিলেন। তারপর বিষ্ণুদূতরূপী মহদ্‌গণের সঙ্গ ও তাঁহাদের কৃপার প্রভাবে তাঁহার আত্মধিক্কার জাত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হৃদয় হইতে ভক্তিবিপরীত স্বসুখবাসনা দূর হইয়া তাহাতে ভক্তিবাসনার সঞ্চার হইয়াছিল। ফলতঃ তিনি হরিদ্বারে গিয়া ভগবদ্ভজনে নিমজ্জিত হইয়া বৈকুণ্ঠে গমন করিলেন।

(২) জগাই-মাধাই – শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দের কৃপালাভের পর জগাই-মাধাইর ন্যায় মহাপাপী ও মহামদ্যপেরও হৃদয়বিদারক দৈন্যের উদ্রেক হইবার সঙ্গে সঙ্গে শ্রীহরিনামকীর্তনে প্রগাঢ় নিষ্ঠা জাত হইয়াছিল। তাহারা আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া যেরূপ তীব্র অনুতাপসহকারে অনুক্ষণ ব্যাকুল হৃদয়ে শ্রীহরিনাম গ্রহণ করিতেন, তাহা শ্রীচৈতন্যভাগবতে এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে –

"জগাই-মাধাই দুই চৈতন্যকৃপায়।
পরম-ধার্মিকরূপে বৈসে নদীয়ায়॥
উষঃকালে গঙ্গাস্নান করিয়া নির্জনে।
দুইলক্ষ কৃষ্ণনাম লয় প্রতিদিনে॥
আপনারে ধিক্কার করয়ে অনুক্ষণ।
নিরবধি 'কৃষ্ণ' বলি করয়ে ক্রন্দন॥
পাইয়া কৃষ্ণের রস পরম উদার।
'কৃষ্ণের দয়িত' দেখে সকল সংসার॥
পূর্বে যে করিল হিংসা, তাহা সঙরিয়া।
কান্দিয়া ভূমিতে পড়ে মূর্ছিত হইয়া॥
'গৌরচন্দ্র আরে বাপ পতিতপাবন।'
সঙরি সঙরি পুনঃ করয়ে ক্রন্দন॥
আহারের চিন্তা গেল কৃষ্ণের আনন্দে।
সঙরি চৈতন্যকৃপা দুইজন কান্দে॥

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

সর্বজন সহিত ঠাকুর বিশ্বম্ভর।
অনুগ্রহ আশ্বাস করয়ে নিরন্তর॥
আপনে বসিয়া প্রভু ভোজন করায়।
তথাপিহ দুহেঁ চিত্তে সোয়াস্তি না পায়॥
বিশেষে মাধাই নিত্যানন্দেরে লঙ্ঘিয়া।
পুনঃ পুনঃ কান্দে বিপ্র তাহা সঙরিয়া॥
নিত্যানন্দ ছাড়িল সকল অপরাধ।
তথাপি মাধাই চিত্তে না পায় প্রসাদ॥
'নিত্যানন্দ অঙ্গে মুইঁ কৈলুঁ রক্তপাত।'
ইহা বলি' নিরন্তর করে আত্মঘাত॥
'যে অঙ্গে চৈতন্যচন্দ্র করয়ে বিহার।
হেন অঙ্গে মুঁই পাপী করিনু প্রহার॥'
মূর্ছাগত হয় ইহা সঙরি মাধাই।
অহর্নিশ কান্দে, আর কিছু চিন্তা নাই॥"

(শ্রীচৈ:ভা:মধ্য ১৩।৬১-৭৪)

জগাই-মাধাইর এই যে হৃদয়বিদারক দৈন্য, যে আত্মধিক্কার ও তৎ সঙ্গে সঙ্গে আহার ও নিদ্রা ত্যাগপূর্বক শ্রীনামভজনে যে সুদৃঢ় নিষ্ঠা তাহা উপর্যুক্ত বিবরণী হইতে স্পষ্ট জানা যায়। তাহাদের এরূপ অবস্থা হইয়াছিল যে, শ্রীগৌরসুন্দর অন্যান্য ভক্তগণের সঙ্গে তাহাদের নিকট গিয়া তাহাদিগকে নানাপ্রকার প্রবোধ দিয়া ভোজন করাইতেন।

(৩) দুগ্ধপায়ী ব্রহ্মচারী — শ্রীগৌরসুন্দর যখন নবদ্বীপে লীলা করিতেন, তখন একজন ব্রহ্মচারী শ্রীনবদ্বীপে বাস করিতেন। তিনি খুব সরল ছিলেন এবং কেবল দুগ্ধপান করিয়া থাকিতেন; অন্নাদি কিছুই ভোজন করিতেন না। শ্রীগৌরসুন্দর প্রত্যহ রাত্রিতে শ্রীবাস পণ্ডিতের ঘরে দরজা বন্দ করিয়া নৃত্য কীর্তন করিতেন। সেই কীর্তন দেখিবার জন্য উক্ত দুগ্ধপায়ী ব্রহ্মচারীর খুব আগ্রহ হইল। তজ্জন্য তিনি শ্রীবাস পণ্ডিতকে তাঁহার ইচ্ছা জানাইয়া শ্রীগৌরসুন্দরের নৃত্যকীর্তন দর্শনের সুযোগ করিয়া দিতে পুনঃ পুনঃ নিবেদন করিলেন। শ্রীবাস পণ্ডিতও জানিতেন যে, উক্ত ব্রহ্মচারী সম্পূর্ণ নিষ্পাপ ও অত্যন্ত সরল। সেই কারণে তিনি একদিন তাঁহাকে বলিলেন, "শ্রীগৌরহরির আদেশ বিনা ত কেহ সেই নৃত্যকীর্তন দর্শন করিতে পারিবে না, কিন্তু তুমি যেহেতু নিষ্পাপ ও অত্যন্ত সরল, তোমার সেই কীর্তন দর্শনের অধিকার আছে

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

বলিয়া আমি অনুভব করিতেছি। এ বিষয়ে আমি আর শ্রীগৌরহরিকে না জানাইয়া তোমাকে গোপনে সেই নৃত্যকীর্তন দর্শন করিবার ব্যবস্থা করিয়া দিব।" ইহা বলিয়া তিনি উক্ত ব্রহ্মচারীকে লইয়া কীর্তন স্থানে আড়ালে একটি জায়গায় বসাইয়া দিলেন। সর্বজ্ঞ শ্রীমন্মহাপ্রভু ত সব কথাই জানেন। তিনি কীর্তনের মধ্যে বলিতে লাগিলেন – "আজ কেন কীর্তনে আমার প্রেম হয় না, বহিরঙ্গ কোন লোক এ ঘরের মধ্যে আছে কি ?" শ্রীগৌরসুন্দরের এই কথায় ভীত হইয়া শ্রীশ্রীবাস পণ্ডিত বলিলেন – "আজ্ঞে, কোন পাষণ্ড এস্থানে আসে নাই, একজন দুগ্ধপায়ী, নিষ্কপট, নিষ্পাপ ব্রহ্মচারী সুব্রাহ্মণের আপনার নৃত্যকীর্তন দর্শনের খুব আগ্রহ হইয়াছিল। আমি তাহাকে আনিয়া এস্থানে আড়ালে বসাইয়াছি। আপনি ত সবই জানেন, আর বা কি বলিব ?" একথা শুনিয়া শ্রীগৌরসুন্দর ক্রোধাবিষ্ট হইলেন এবং শীঘ্র তাহাকে কীর্তনস্থলী হইতে বাহির করিয়া দিতে আদেশ দিলেন। বাহির করিতে আদেশ দিয়া বলিলেন – "কেবল দুগ্ধপায়ী হইলে কি আমাতে ভক্তি হইবে ? কেবল দুগ্ধাহার করিয়া থাকিলেও কেহ আমাকে পাইতে পারে না। চণ্ডালও যদি আমার শরণাপন্ন হয়, তবে সে আমার ও আমি তা'র। সন্ন্যাসীও যদি আমার শরণাপন্ন না হয় তবে সে আমার নহে, একথা সত্য। গজেন্দ্র, বানর, গোপ – ইহারা কি তপস্যা করিয়াছিল ? তাহারা আমাকে কিরূপে পাইল বল দেখি। অসুরগণও কম তপস্যা করে নাই। কিন্তু আমাতে শরণাগতি ব্যতীত কেবল তপস্যায় কি কেহ আমাকে পাইতে পারে ?"

শ্রীগৌরসুন্দরের এই কথা শুনিয়া উক্ত ব্রহ্মচারী খুব ভীতত্রস্ত হইয়া ধীরে ধীরে কীর্তনস্থল হইতে চলিয়া গেলেন সত্য কিন্তু তিনি নিজকে অপমানিত বোধ করিবার পরিবর্তে শ্রীগৌরসুন্দরের নৃত্যকীর্তন দর্শনের সুযোগ লাভ করায় ইহা তাঁহার পরমসৌভাগ্য বলিয়া মনে মনে বিচার করিলেন এবং শ্রীগৌরসুন্দরের তাঁহার প্রতি কটূক্তি যে তাঁহার অপরাধের সমুচিত ফল তাহাও তিনি উপলব্ধি করিলেন। তাঁহার হৃদয়ের এই ভাব সর্বান্তর্যামী শ্রীগৌরহরি জানিতে পারিয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে ডাকাইয়া তাঁহার মস্তকে স্বীয় পাদপদ্ম ধারণ করিলেন। তারপর তাহার প্রতি স্নেহপরবশ হইয়া তাঁহাকে উপদেশ দিলেন – "দেখ বিপ্র ! দুগ্ধপানাদিরূপ তপস্যাদ্বারা ভগবৎপ্রাপ্তি হয় না, ভক্তিই ভগবৎপ্রাপ্তির একমাত্র কারণ।" দুগ্ধপায়ী ব্রহ্মচারীর প্রতি শ্রীগৌরসুন্দরের এইরূপ কৃপা দেখিয়া ভক্তগণ মহানন্দে 'হরিবোল' ধ্বনি করিয়াছিলেন।

শ্রীগৌরসুন্দরের এই লীলায় অনেক শিক্ষণীয় বিষয় আছে। প্রথম কথা হইল ব্রহ্মচারীর সরলতা দেখিয়া শ্রীবাস পণ্ডিতের তাঁহার প্রতি কৃপা ও দ্বিতীয় কথা হইল শ্রীগৌরসুন্দরের তাঁহার প্রতি কটূক্তিতে তাঁহার ক্রোধের উদ্রেক না হইয়া আত্মধিক্কার

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

জাত হওয়া। তাঁহার এই আত্মধিক্কারই সর্বান্তর্যামী শ্রীগৌরহরির কৃপাদৃষ্টি আকৃষ্ট করিল এবং তিনি তাঁহার কৃপালাভ করিয়া তাঁহার ভক্তগণের মধ্যে গণ্য হইলেন।

(৪) **দস্যু ব্রাহ্মণ** – শ্রীনবদ্বীপে একজন ব্রাহ্মণ ছিল। সে একটি দুর্দান্ত দস্যু। একটি দস্যুদলের সেনাপতিও সে ছিল। শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু শ্রীঅঙ্গে বহু মূল্যবান্ অলঙ্কার পরিয়াছিলেন। তাহা জানিতে পারিয়া উক্ত ব্রাহ্মণের সেইসব অলঙ্কার অপহরণের বাসনা জন্মিল। শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু তাহা জানিতে পারিয়া হিরণ্য পণ্ডিত নামক একজন ভক্তের বাড়িতে একাকী রহিলেন। একদিন গভীর রাত্রে উক্ত দস্যু ব্রাহ্মণ চুরি করিবার উদ্দেশ্যে অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া সদলবলে শ্রীহিরণ্য পণ্ডিতের ঘরের নিকট আসিল। সকলেই কিছু দূরে একটি স্থানে থাকিয়া শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু যে স্থানে অবস্থান করিতেছেন, সেখানকার অবস্থা জানিয়া আসিতে একটি চরকে পাঠাইল। চর আসিয়া দেখিল যে, শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু ভোজন করিতেছেন এবং চতুর্দিকে ভক্তগণ প্রেমানন্দে মত্ত হইয়া কীর্তন করিতেছেন। চর আসিয়া একথা বলায় দস্যুগণ বিচারিল যে, নিত্যানন্দপ্রভু ভোজন শেষ করিয়া শয়ন করিবার পর সকলে সেখানে চুরি করিতে যাইবে। এই বিচার করিয়া সেখানে বসিতে বসিতে শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর মায়ায় সকলেই ঘোরনিদ্রাভিভূত হইয়া পড়িল। প্রাতঃকালে কাকের রব শুনিয়া সকলের নিদ্রা ভঙ্গ হইল এবং সকাল হইয়াছে দেখিয়া সকলেই অতিশীঘ্র অস্ত্রশস্ত্র নিকটস্থ বনের মধ্যে ফেলিয়া ঘরে ফিরিয়া গেল। আর একদিন সকলেই নানা অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া আবার চুরি করিবার উদ্দেশ্যে বাহির হইল। শ্রীহিরণ্য পণ্ডিতের ঘরের নিকট আসিয়া দেখিল যে, শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু শয়ন করিয়াছেন এবং অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া পাইকগণ ঘরের চারিদিকে পাহারা দিতেছেন। সকলের গলায় তুলসীর মালা ও সর্বাঙ্গে চন্দন এবং সকলেই শ্রীহরিনাম কীর্তন করিতেছেন। তাঁহাদের প্রকাণ্ড মূর্তি দেখিয়া দস্যুগণ ভীতত্রস্ত হইয়া পড়িল। কারণ তাহাদের একজন শতজন দস্যুকেও অনায়াসে মারিতে পারিবে। এ ঘটনা দেখিয়া দস্যুগণ তথা হইতে কিছু দূরে চলিয়া গিয়া চিন্তা করিল যে, আমরা চুরি করিব বলিয়া অবধূত (শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু) কিরূপে জানিলেন ? সেইজন্য তিনি ঘরে পাহারা দেওয়ার নিমিত্ত কোথা হইতে এইসব পাইক আনাইয়াছেন। তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ বলিল যে অবধূত বড় জ্ঞানী বলিয়া তাহারা অনেক লোকের মুখে শুনিয়াছে। অতএব বোধ হয় তিনি নিজের রক্ষা নিজেই করিতেছেন। নচেৎ এ যেসব পদাতিক দেখিলাম, ইহারা ত মানুষের মত দেখা যায় না। বোধ হয় তাঁহার এইসব শক্তি দেখিয়াই লোকসকল তাঁহাকে 'গোসাঈঁ' বলিতেছে। তার মধ্যে আর একজন বলিল – "তুই ত এক বোকা; যে খায়, পরে, সে আবার কি গোসাঈঁ রে ?"

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

দস্যু সেনাপতি ব্রাহ্মণ বলিল – "বহু দিক্ হইতে বহু লোক অবধূতের সঙ্গে দেখা করিতে আসে, বোধ হয় কোন স্থান হইতে কোন এক ভক্ত রাজকর্মচারী তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছেন, হয় ত তাঁহারই সঙ্গে এই পদাতিকগণ আসিয়াছেন। রাজকর্মচারী ভক্ত বলিয়া পদাতিকগণও সকলেই ভক্ত। অতএব সকলেই হরিনাম করিতেছেন। যদি তা নহে, কোন স্থান হইতে যদি এই পাইকগণকে আনাইয়া থাকেন, তবে কিছুদিন অপেক্ষা করি।" দস্যু সেনাপতির এই কথা শুনিয়া সকলেই বাড়িতে ফিরিয়া গেল।

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে যাঁহারা ভজন করেন, তাঁহাদের স্মরণেই জীবের সংসারবন্ধন দূর হইয়া যায়, জগৎসংহারকর্তা রুদ্র যাঁহার অংশ এবং যাঁহার অংশ শেষনাগ একটু নড়িলেই ভূমিকম্প হয়, সেই শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর আবার ভয় কাহাকে ?

তৃতীয়বার দস্যুগণ বিচার করিয়া শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর অলঙ্কার চুরি করিবার উদ্দেশ্যে গভীর রাত্রে বাহির হইল। মহামেঘে এরূপ ঘন অন্ধকার হইয়াছে যে, লোকের মুখ দেখা যায় না। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু যে ঘরে বিশ্রাম করিতেছিলেন, সে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিতে উদ্যত হওয়া মাত্রই একসঙ্গে সকলেই অন্ধ হইয়া গেল। কে ঘরের চতুঃপার্শ্বস্থ গড়খাইর মধ্যে পড়িল ত কে গিয়া উচ্ছিষ্টগর্তে পড়িল এবং সেখানে সকলেই নানা জোঁকপোকার কামড়ে অস্থির হইয়া পড়িল। আবার কে গিয়া কাঁটার মধ্যে পড়িল ও তার গায়ে ও পায়ে কাঁটা ফুটিয়া যাওয়ায় সে ব্যাকুল হইল। কেহ কেহ গর্তের মধ্যে পড়িয়া যাওয়ায় তাহাদের হাতপা ভাঙ্গিয়া গেল। এই সঙ্গে কাহারও কাহারও জ্বর আসিয়া গেল। এক সময়ে সকলের এই দুর্দশার কথা চিন্তা করিয়া দস্যুগণ ব্যথিত হইয়া পড়িল। ঠিক এই সময়ে প্রবল বৃষ্টির সঙ্গে ঝড় ও শিলাবৃষ্টি হইতে লাগিল। মধ্যে মধ্যে এরূপ ঝন্ঝনা হইল যে, দস্যুগণ প্রাণভয়ে মূর্ছিত হইয়া পড়িল। ঘোর বর্ষাহেতু শীতে সকলেই কাঁপিতেছিল।

এই সময়ে দস্যুসেনাপতি ব্রাহ্মণ মনে মনে চিন্তা করিল – "শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু সাধারণ মনুষ্য নহেন। লোকে যে তাঁহাকে ঈশ্বর বলিতেছে, একথা সত্য। কারণ তিনি প্রথম দিন সকলকে নিদ্রায় মোহিত করিলেন ও তার পরের দিন অদ্ভুত পাইকগণকে দেখাইলেন। এসব দেখিয়াও আমার জ্ঞানোদয় হইল না। সুতরাং আমার ন্যায় পাপিষ্ঠ যে এসব দণ্ডের উপযুক্ত পাত্র, এ বিষয়ে আর বলিবার কি আছে ? এরূপ করুণাময় প্রভুর ধন হরণ করিতে আমার মতি হইল ! হে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভো ! আপনি ছাড়া আমার অন্য গতি নাই।" – এই ভাবিয়া উক্ত দস্যু ব্রাহ্মণ শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর শরণাপন্ন হইল এবং এক সঙ্গে সকল দস্যুর মনেও সেই ভাবই জাগিল এবং সকলেই নিজকে

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

শত ধিক্কার করিয়া শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর শরণাপন্ন হইল। তারপর সকলের অন্ধত্ব দূর হইয়া গেল। সকলেই সেখান হইতে ঘরে গিয়া গঙ্গাস্নান করিল। দস্যুসেনাপতি ব্রাহ্মণ গঙ্গাস্নানান্তে কাঁদিতে কাঁদিতে শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর নিকট আসিল। ভক্তগণের মধ্যে শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু বসিয়াছেন, এমন সময়ে উক্ত ব্রাহ্মণ 'ত্রাহি ত্রাহি' বলিয়া দণ্ডবৎ করিল। তখন তার দেহে রোমাঞ্চ, কম্প ও চক্ষুতে অশ্রু। সে প্রেমেতে হুঙ্কার ও গর্জন করিতেছিল। "হে প্রভু নিত্যানন্দ ! এ অধমকে পরিত্রাণ কর।" এই প্রার্থনা করিয়া সে ভূমিতে দণ্ডবৎ পতিত হইল।

দস্যু ব্রাহ্মণের এই দশা দেখিয়া ভক্তগণ বিস্মিত হইয়া ভাবিলেন যে, এমন দস্যুর এ দশা কিরূপে হইল ? কেহ কেহ ভাবিলেন – এ কি পরে চুরি করিবে, এই উদ্দেশ্যে ছলনা করিয়া এইরূপ করিতেছে ! আর কেহ কেহ ভাবিলেন যে, শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু ত অত্যন্ত করুণাময়, তাঁহার কৃপায় হয় ত এ দস্যুর এরূপ পরিবর্তন হইতে পারে।

দস্যু ব্রাহ্মণের এইসব প্রেমবিকার দেখিয়া শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু ঈষৎ হাসিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন – "হে ব্রাহ্মণ ! তোমার এরূপ অবস্থা কিরূপে হইল, অকপটে সব কথা বল ত।" শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর এই কথা শুনিয়া দস্যু ব্রাহ্মণ কিছু বলিতে ইচ্ছা করিলেও বলিতে পারিল না, সে ব্যাকুল ক্রন্দন করিতে লাগিল এবং প্রেমাধিক্যবশতঃ তাহার নানাপ্রকার ভাব প্রকাশিত হইল। কিছু সময়ের পর সে স্থির হইয়া সমস্ত বৃত্তান্ত বলিল। গত রাত্রির কথা বর্ণনা করিতে গিয়া বলিল – "আপনার অলঙ্কার চুরি করিবার উদ্দেশ্যে আপনার গৃহে প্রবেশ করিতে উদ্যত হওয়া মাত্রই একসঙ্গে সকলে অন্ধ হইয়া গেলাম এবং দুঃখ যন্ত্রণায় অস্থির হইবার পর আপনার কৃপায় একসঙ্গে সকলেরই আপনার মহিমা স্মৃতিপথগত হইল এবং সকলেই আপনার শরণাপন্ন হইলাম। কি আশ্চর্য ! তৎক্ষণাৎই সকলের অন্ধত্ব দূর হইবার সঙ্গে সঙ্গে সব দুঃখও দূর হইয়া গেল। প্রভো ! আপনার স্মরণে এ সামান্য দুঃখ দূর হওয়া কিছু বড় কথা নহে। যাহার স্মরণে অবিদ্যা-বন্ধন দূর হইয়া লোক বৈকুণ্ঠে যায়, এ সামান্য দুঃখ দূর হওয়া তাহার তুলনায় অতি তুচ্ছ।" এই কথা বলিয়া দস্যু ব্রাহ্মণ ব্যাকুল হইয়া কাঁদিতে লাগিল। দস্যু ব্রাহ্মণের প্রতি শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর এই অপার করুণার কথা শুনিয়া ভক্তগণ আশ্চর্যান্বিত হইলেন এবং তাহাকে প্রণাম করিতে লাগিলেন।

তারপর ব্রাহ্মণ বলিল – "প্রভো ! বিদায় দিন। আমি আপনার চরণে যেরূপ জঘন্য অপরাধ করিয়াছি, গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়া মৃত্যুবরণ করাই তাহার উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত।

স্বীয় অপরাধের কথা অনুভব করিয়া ব্রাহ্মণের এই যে অন্তর্দাহ তাহা জানিয়া ও তজ্জন্য তাহার এই দেহ না রাখিতে যে অকপট নিষ্পত্তি, তাহা শুনিয়া পরমকরুণাময়

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর হৃদয় বিগলিত হইয়া গেল। তিনি স্নেহপূর্ণ বাণীতে বলিলেন – "হে বিপ্র ! তুমি মহাভাগ্যবান্, জন্মে জন্মে তুমি শ্রীকৃষ্ণের সেবক। তুমি এই মুহূর্ত হইতে যদি আর পাপ করিবে না বলিয়া প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হও, তাহা হইলে কেবল এই জন্মের নহে, তুমি অনাদিকাল হইতে যত পাপ করিয়াছ, আমি সেসকল নিব। যাও, সর্বক্ষণ শ্রীহরিনাম কর ও পরহিংসা, চুরি, অনাচার ইত্যাদি আর কখনও করিও না। তাহা হইলে তুমি কেবল নিজকে নহে, অন্যকেও পরিত্রাণ করিতে পারিবে। তোমার সঙ্গের দস্যুগণকেও এই পথের পথিক কর।" ইহা বলিয়া পরমকরুণাময় শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু নিজের গলার মালা উক্ত ব্রাহ্মণের গলায় পরাইয়া দিলেন। তখন ভক্তগণ আনন্দে 'জয় জয়' ধ্বনি করিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণ শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর চরণ ধারণ করিয়া ব্যাকুল ক্রন্দনপূর্বক বলিতে লাগিল – "হে পতিতপাবন শ্রীনিত্যানন্দপ্রভো ! আমার ন্যায় পাতকীকে শ্রীচরণে স্থান দিন। আপনার ন্যায় পতিতপাবন প্রভুর হিংসায় আমার মতি হইল ! আমার ন্যায় পাপিষ্ঠের কি গতি হইবে !"

করুণাসাগর শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু তাহার মস্তকে পাদপদ্ম ধারণ করিলেন। ব্রাহ্মণের সমস্ত অপরাধ দূর হইল। তাহার উদ্যমে তাহার সঙ্গী সকল দস্যু চুরি ও অনাচার ছাড়িয়া ধর্মপথে থাকিয়া লক্ষ লক্ষ হরিনাম মহামন্ত্র জপ করিতে লাগিলেন।

কেশব ! এইরূপ করুণাময় অবতারের কথা আর কোথায় শুনিয়াছ কী ? শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দের কি অদোষদর্শিতা ! কি অপার করুণা ! যে দস্যু তাঁহার দ্রব্য অপহরণ করিতে গিয়াছিল, তাহাকে অযাচিতভাবে প্রেম দিলেন ! ধন্য সে করুণাময় প্রভু ! এরূপ প্রভুর অপার করুণার কথা ও নিজের পরমশোচ্যতমতার কথা উপলব্ধি করিয়া ব্যাকুলভাবে চক্ষুজলে বক্ষ সিক্ত করিয়া তাঁহাকে ডাকিলে শত অপরাধী, শত দোষদুষ্ট হইয়া থাকিলেও এই জন্মেই কি তিনি প্রেম দিবেন না !

হাঁ, বলিতে বলিতে অন্য দিকে চলিয়া গেলাম। শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দের অপার করুণার মহিমা যে শুনিবে তাহার হৃদয় পাষাণ হইয়া থাকিলেও বিগলিত হইয়া যাইবে। শুনিলে ত শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর কৃপার প্রভাব ! মার খাইয়াও মাধাইকে যেরূপ প্রেম দিয়াছিলেন, সেইরূপ তাঁহার ধনহরণপ্রয়াসী দস্যু ব্রাহ্মণকেও তিনি বিনা দ্বিধায় প্রেম দিলেন। সেই মহাভাগ্যবান্ দস্যু বিনা সাধনে প্রেম পাইল। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর কৃপায় দস্যুর কিরূপ আত্মধিক্কার জাত হইল ও সে কিরূপে ব্যাকুল হৃদয়ে ক্রন্দন করিয়া শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর শরণাপন্ন হইল, তাহা ত শুনিলে।

সুতরাং স্বীয় পূর্বদোষের অনুভূতিহেতু ঘোর অনুতাপজনিত অন্তর্দাহ ও হৃদয়ে ভক্তিবাসনার সঞ্চারই মহৎকৃপার অপরিমেয় ফল।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

মহৎকৃপা ও শ্রীভগবৎকৃপার মধ্যে কোন্‌টি মুখ্য ?

কেশব – আপনি ত সর্বক্ষণ কেবল মহৎকৃপার কথাই বলিতেছেন, শ্রীভগবানের কৃপার কি কোন স্বতন্ত্র প্রভাব নাই ?

শ্রীহরিদাস – হাঁ, শ্রীমদ্ভাগবতে 'মৎসঙ্গ' অর্থাৎ শ্রীভগবানের সঙ্গ ও 'সৎসঙ্গ' অর্থাৎ সাধুগণের সঙ্গ – এই উভয় কথাই আছে। এসম্বন্ধে শ্রীল জীবপাদ শ্রীভক্তিসন্দর্ভে (২৩৯-৪০তম অনুচ্ছেদে) যাহা উল্লেখ করিয়াছেন, তাহার মর্ম তোমাকে বলিতেছি।

"ভগবদ্‌বশীকরণ দুইপ্রকার – মুখ্য ও গৌণ। মুখ্য বশীকরণদ্বারা শ্রীভগবানের প্রতি প্রেম লাভ হইয়া থাকে। "অস্ত্বেবমঙ্গ ভগবান্ ভজতাং মুকুন্দো মুক্তিং দদাতি কর্হিচিৎ স্ম ন ভক্তিযোগম্।" অর্থাৎ হে মহারাজ! এরূপ হইলেও ভগবান্ মুকুন্দ তাঁহার ভজনকারিগণকে মুক্তিই দিয়া থাকেন, কদাপি ভক্তিযোগ (প্রেমভক্তি) দেন না, এইরূপ বলা হইয়াছে। সুতরাং গৌণবশীকরণদ্বারা (প্রেম ব্যতীত) অন্য ফল লাভ হয়। মুখ্য বশীকরণ গোপী প্রভৃতির মধ্যে এবং গৌণ বশীকরণ বাণ প্রভৃতির মধ্যে দেখা যায়। দ্বিতীয়স্থলে বাস্তব বশীকরণ না থাকিলেও ফলদান নিমিত্ত তাহারা শ্রীভগবান্‌কে তাহাদের প্রতি উন্মুখ করেন বলিয়া তাহাদের প্রতি শ্রীভগবানের গৌণবশীকরণত্ব স্বীকৃত হইয়াছে।

"তে নাধীতশ্রুতিগণা.... মৎসঙ্গান্মামুপাগতাঃ ॥" (শ্রীভা: ১১।১২।৭) শ্লোকের টীকায় শ্রীজীবপাদ উল্লেখ করিয়াছেন যে, 'মৎসঙ্গ' আমার সঙ্গ এবং আমার সহিত সম্বন্ধযুক্ত ভক্তগণের সঙ্গ – এই অর্থই জানা যায়। কারণ উভয় সঙ্গের সহিতই আমার সম্বন্ধ রহিয়াছে। শ্রীভগবান্ স্বয়ং সৎ বলিয়া সৎসঙ্গ প্রসঙ্গে নিজ সঙ্গকেও অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন। পূর্বে অর্থাৎ ১৮০তম অনুচ্ছেদে ভাগবতপুরুষগণের সঙ্গহেতুই শ্রীভগবানের কৃপা হইয়া থাকে বলিয়া যাহা বলা হইয়াছে, তাহা শ্রীভগবানের প্রতি উন্মুখতা লাভ বিষয়ে বলিয়া বুঝিতে হইবে। আর এস্থানে সেই ভগবৎসঙ্গ সাধনবিশেষরূপে বলা হইয়াছে। যদি কাহার সম্বন্ধে ভগবৎসঙ্গই তাঁহার প্রতি উন্মুখতার কারণ হইয়া থাকে, তাহা হইলে সেস্থানেও সাধুগণেরই প্রাধান্য বুঝিতে হইবে। কারণ সাধুগণের রক্ষণাদিনিমিত্তই ত শ্রীভগবান্ এ জগতে অবতীর্ণ হন এবং তখন (এ জগতে তাঁহার প্রকটকালে) তিনি সকলকে কৃপা করিয়া থাকেন।

সর্বসাধারণের প্রতি তাঁহার এই কৃপা সাধুর সম্বন্ধহেতুই হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত সাধারণ-জীবের প্রতি শ্রীভগবানের সাক্ষাৎকৃপা কেবল এ জগতে তাঁহার

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

প্রকটকালেই হইয়া থাকে, অন্য সময়ে নহে। কিন্তু সাধুগণের কৃপা সবসময়ে হইয়া থাকে। অতএব সাধুকৃপাই মুখ্য এবং শ্রীভগবানের কৃপা গৌণ। ইহা শ্রীজীবপাদ শ্রীভক্তিসন্দর্ভে (১৮০তম অনুচ্ছেদে) উল্লেখ করিয়াছেন।

সাধুসঙ্গহেতু কিরূপে জীবের ভগবদ্‌বিষয়িণী মতি হয়, তাহা স্বয়ং ভগবান্ শ্রীনারদকে বলিয়াছেন।

"সৎসেবয়াদীর্ঘয়াপি জাতা ময়ি দৃঢ়া মতিঃ।
হিত্বাবদ্যমিমং লোকং গন্তা মজ্জনতামসি ॥" (শ্রীভা: ১।৬।২৪)

অর্থাৎ অতি অল্প সময়ের জন্য হইলেও তুমি যে সাধুসেবা করিয়াছ, তাহার দ্বারা আমার প্রতি তোমার দৃঢ়মতির উদয় হইয়াছে। সেই কারণে তুমি দাসীগর্ভজাত তোমার এই নিন্দ্য দেহ পরিত্যাগ করিয়া আমার নিজজনত্ব অর্থাৎ পার্ষদত্ব প্রাপ্ত হইবে।

শ্রীভগবানের শ্রীনারদের প্রতি এই উক্তি হইতে জানা যায় যে, সাধুসেবাদ্বারাই জীবের ভগবদ্বিষয়িণী মতি বা শ্রীভগবানের সেবাবাসনা লাভ হইয়া থাকে। আবার "অতি অল্প সময়ের জন্য হইলেও তুমি যে সাধুসেবা করিয়াছ" – এইরূপ বলায় ভগবদ্‌বশীকরণবিষয়ে সাধুর সেবাই যে একমাত্র কারণ, তাহা বুঝা যায়।

শ্রীমৈত্রেয়ীর প্রতি শ্রীবিদুরের উক্তিতেও সাধুসেবার মাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে।

"যৎসেবয়া ভগবতঃ কূটস্থস্য মধুদ্বিষঃ।
রতিরাসো ভবেত্তীব্রঃ পাদয়োর্ব্যসনার্দনঃ ॥"
(শ্রীভা: ৩।৭।১৯)

যাঁহাদের অর্থাৎ আপনাদের ন্যায় মহাভাগবতগণের সেবা অর্থাৎ পরিচর্যাহেতু কূটস্থ অর্থাৎ নিত্যস্বরূপ ভগবান্ শ্রীমধুসূদনের পদযুগলে তীব্র রতিরাসের উদয় হয় এবং আনুষঙ্গিকভাবে সংসার মুক্তিও হইয়া থাকে।

পদ্মপুরাণেও উক্ত হইয়াছে –

"আরাধনানাং সর্বেষাং বিষ্ণোরারাধনং পরম্।
তস্মাৎ পরতরং দেবি তদীয়ানাং সমর্চনম্ ॥"

হে দেবি ! সকল দেবতার আরাধনার মধ্যে শ্রীবিষ্ণুর আরাধনা শ্রেষ্ঠ। আবার তাঁহার ভক্তগণের আরাধনা তাঁহার আরাধনা হইতেও শ্রেষ্ঠতর।

সুতরাং ভগবদ্‌বশীকরণবিষয়ে সাধুর সেবা বা সাধুর কৃপাই মুখ্য কারণ।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

সাধুকৃপার মুখ্যত্বের একটি প্রধান কারণ এই যে, তাঁহাদের হৃদয়ে শ্রীভগবানের প্রতি যে আর্তি সতত বিদ্যমান, তাঁহাদের কৃপায় জীব তাহা লাভ করিয়া থাকে এবং জীবের সেই আর্তি আর্তবন্ধু শ্রীভগবানের হৃদয়কে বিগলিত করাইয়া তাঁহাকে তাহার প্রতি কৃপোন্মুখ করায়।

অতএব সাধুকৃপা বা ভক্তকৃপারই প্রাধান্য। ভক্তকৃপার প্রাধান্যের কথা বলিবার দ্বারা শ্রীভগবানের মহিমাকে খর্ব করা হয় না। কারণ ভক্ত সর্বদা শ্রীভগবানের শরণাগত বলিয়া এবং তাঁহার সমস্ত স্বার্থকে তাঁহার প্রীতির উদ্দেশ্যে বলি দেয় বলিয়া শ্রীভগবান্ সর্বদা তাহার বশীভূত। অতএব তাঁহার একান্ত প্রিয় ভক্তের গুণদ্বারা তিনি নিজেই মহিমান্বিত হন বলিয়া অনুভব করেন এবং অনেক স্থানে তিনি নিজের অপকর্ষ স্বীকার করিয়াও ভক্তের মহিমা বাড়াইয়া থাকেন। যেরূপ শ্রীগীতায় (৯।৩০-৩১) শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন — "অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্। সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্‌ব্যবসিতো হি সঃ।। ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্মাত্মা শশ্বচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি। কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি।।" অর্থাৎ কেবলমাত্র আমার প্রীতিবিধান নিমিত্ত একান্তভাবে আমাকে যে ভজন করে সে ব্যক্তি সুদুরাচার হইলেও তাহাকে সাধু বলিয়া মনে করিবে; কারণ সে যথার্থ বিষয়েই নিশ্চিতচেষ্টাসম্পন্ন। সে অতি শীঘ্রই ধর্মাত্মা হইয়া যায় এবং চিরকাল পরমশান্তি পায়। হে অর্জুন! তুমি প্রতিজ্ঞা করিয়া বল যে, আমার ভক্ত কখনও নষ্ট হয় না।

এস্থানে শ্রীকৃষ্ণ নিজে প্রতিজ্ঞা না করিয়া শ্রীঅর্জুনকে প্রতিজ্ঞা করিবার নিমিত্ত বলিবার দ্বারা নিজ অপকর্ষ স্বীকার করিয়া নিজভক্তের মহিমাই বাড়াইলেন। কারণ ভক্তবশ্যতাহেতু ভক্তবৎসল শ্রীভগবান্ ভক্তের মহিমা বাড়াইবার উদ্দেশ্যে অনেক সময়ে নিজের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিতে বাধ্য হইয়া থাকেন। ইহা তাঁহার ভক্তের প্রতি স্নেহাধিক্যেরই নিদর্শন। অতএব যেস্থানে স্নেহসম্পর্ক, সেস্থানে উচ্চনীচ প্রশ্ন উঠিতে পারে না। শ্রীগোকুলে বাল্যলীলাকালে শ্রীগোপালের শ্রীনন্দমহারাজের পাদুকাকে মস্তকে ধারণ করিয়া তাঁহার নিকট গমন, শ্রীযশোদামাতাদ্বারা বন্ধন এবং শ্রীগোপীগণের দ্বারা ভর্ৎসিত হইবার দ্বারা কি তাঁহার অপকর্ষ প্রমাণিত হইতেছে না ভক্তবশ্যতা প্রমাণিত হইয়া তাঁহাকে আরও মহিমান্বিত করিতেছে?

শ্রীভগবানের ভক্তবশ্যতা বিষয়ে তিনি নিজে শ্রীউদ্ধবকে বলিয়াছেন —

"আদরঃ পরিচর্যায়াং সর্বাঙ্গৈরভিবন্দনম্।
মদ্ভক্তপূজাভ্যধিকা সর্বভূতেষু মন্মতিঃ।।"

(শ্রীভা: ১১।১৯।২১)

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

অর্থাৎ আমার বিষয়ে আদর, সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত, অধিকভাবে আমার ভক্তগণের পূজা ও সর্বভূতে আমার ভাবনাদ্বারা আমার প্রতি ভক্তি জন্মিয়া থাকে।

এসম্বন্ধে শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর উল্লেখ করিয়াছেন –

"আমার ভক্তের পূজা আমা হৈতে বড়।
সেই প্রভু বেদে ভাগবতে কৈলা দঢ়॥"
(শ্রীচৈ:ভা:আ: ১।৭)

সুতরাং ভক্তকৃপাকে মুখ্য বলিবার দ্বারা শ্রীভগবানের মহিমা বাড়িলই বটে কিন্তু কমিল না।

ভজনে অগ্রগতি জানা যাইবে কিরূপে ?

কেশব – কাহার ভজনে কতদূর অগ্রগতি হইল তাহা জানিবার উপায় কি ?

শ্রীহরিদাস – মৃত্যুসময়ে যাহার বিষ্ণুস্মৃতি হইয়া থাকে, তাহারই ভজনে সিদ্ধি হইয়াছে বুঝিতে হইবে। মৃত্যুসময়ে শ্রীবিষ্ণুস্মৃতি উদয়ের একমাত্র কারণ হইল জীবিতাবস্থায় সর্বক্ষণ শ্রীবিষ্ণুস্মৃতিতে নিমগ্ন থাকা।

এসম্বন্ধে শ্রীভগবদ্গীতায় শ্রীকৃষ্ণের বাক্য –

"যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম্।
তং তমেবৈতি কৌন্তেয় সদা তদ্ভাবভাবিতঃ॥" (৮।৬)

হে কুন্তীপুত্র অর্জুন ! মনুষ্য মৃত্যুকালে যে যে ভাব স্মরণ করিয়া দেহ ত্যাগ করে সে সেই ভাবই পায়। যেহেতু সে (জীবিতাবস্থায়) সর্বদা সেই ভাবনাই করিতে থাকে।

"এতাবান্ সাংখ্যযোগাভ্যাং স্বধর্মপরিনিষ্ঠয়া।
জন্মলাভঃ পরঃ পুংসামন্তে নারায়ণস্মৃতিঃ॥"
(শ্রীভা: ২।১।৬)

সাংখ্য, যোগ ও স্বধর্মনিষ্ঠাদ্বারা পুরুষগণের মরণকালে যে শ্রীনারায়ণের স্মরণ ঘটিয়া থাকে, তাহাই জন্মের পরমলাভ। সাংখ্য অর্থাৎ আত্ম ও অনাত্ম বস্তুর পার্থক্য জ্ঞান; যোগ অর্থাৎ অষ্টাঙ্গ যোগ; স্বধর্মপরিনিষ্ঠয়া অর্থাৎ বর্ণাশ্রমধর্মপ্রতি নিষ্ঠাদ্বারা।

মরণকালে শ্রীবিষ্ণুস্মৃতির এইরূপ মাহাত্ম্য বলিবার কারণ এই যে, জীবিতাবস্থায় একবার মাত্র শ্রীহরিনাম শ্রবণ বা কীর্তন করিবার পর আবার অপরাধের সম্ভাবনা থাকে, কিন্তু মৃত্যুসময়ে সেই সুযোগ না হওয়ায় একবার মাত্র ভজনে অক্ষয় ফল লাভ হয়। অবশ্য যে পূর্বজন্মে বা ইহজন্মে ভগবদ্ভজন করিয়া থাকে, তাহার সেই ভজনের

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

প্রভাব মৃত্যুসময়ে পরিলক্ষিত হয় এবং দেহত্যাগের পর ভগবৎসাক্ষাৎকারও ঘটিয়া থাকে। কিন্তু যাহার পূর্বজন্মে বা ইহজন্মে কোন ভজন নাই, সে মৃত্যুসময়ে কখনও শ্রীহরিনাম উচ্চারণ করিতে পারিবে না।

জীবিতাবস্থায় যে অনুক্ষণ ভগবচ্চিন্তায় আবিষ্ট থাকে, মৃত্যুসময়ে তাহার সমস্ত ইন্দ্রিয় অপটু হইয়া গেলেও ভগবান্ স্বয়ং তাহার হৃদয়ে তাঁহার স্মৃতি জাগ্রত করাইয়া দেন। তারসারোপনিষদে আছে — "অত্র হি জন্তোঃ প্রাণেষূৎক্রমমাণেষু রুদ্রস্তারকং ব্রহ্ম ব্যাচষ্টে। ওঁ নমো নারায়ণায়েতি তারকম্।" অর্থাৎ এই কুরুক্ষেত্রে প্রাণিগণের প্রাণবিয়োগ সময়ে শ্রীরুদ্র "ওঁ নমো নারায়ণায়" এই তারক ব্রহ্মমন্ত্র তাঁহাদের কর্ণে উপদেশ করেন।

অতএব যে মহৎকৃপাপ্রাপ্ত জীব জীবিতাবস্থায় যত্নসহকারে অপরাধ ত্যাগ করিয়া শ্রীহরিনাম কীর্তন করিয়া থাকে, মৃত্যুসময়ে শ্রীভগবান্ স্বয়ং কিংবা তাঁহার নিজজনের দ্বারা তারকব্রহ্মনাম তাহার কর্ণগোচর করান। জীবিতাবস্থায় হৃদয় সর্বদা ভগবচ্চিন্তায় আবিষ্ট থাকিলে ভগবৎকৃপায় তাহার প্রভাব যে মৃত্যুসময়ে অবশ্যই দেখা দিবে, ইহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। শ্রীভক্তিসন্দর্ভে ১৬২তম অনুচ্ছেদে শ্রীজীবপাদ উল্লেখ করিয়াছেন যে, মরণকালে মনুষ্যগণের যে দৈন্যের উদয় হয়, ইহা শ্রীভগবানের অতিশয় কৃপালাভের দ্বারস্বরূপ বলিয়া জানিতে হইবে। অর্থাৎ এই দৈন্যকে দ্বাররূপে অবলম্বন করিয়াই তাহাদের প্রতি শ্রীভগবানের কৃপার উদয় হইয়া থাকে।

অতএব জীবিতাবস্থায় সর্বক্ষণ শ্রীবিষ্ণুস্মৃতিতে আবিষ্ট থাকাই সমস্ত সাধনের মূলমন্ত্র। নিজের দুর্দৈব কথা চিন্তা করিয়া তাহা দূর করিবার উদ্দেশ্যে সর্বদা চক্ষুজলে বক্ষ সিক্ত করিয়া ব্যাকুলভাবে বিনা সাধনে গোপীপ্রেমদাতা শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দের নাম কীর্তন করিলে এই জন্মেই যে সিদ্ধিলাভ অবশ্যই হইবে ইহা বলা নিষ্প্রয়োজন। দৈন্যের দ্বারা শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দের কৃপাদৃষ্টি আকৃষ্ট হইবে এবং তাঁহারা দুরিত জীবের অজ্ঞানান্ধকার দূর করিয়া তাহাকে প্রেম দান করিবেন।

পূর্বেই বলিয়াছি যে, শ্রীজীবপাদ শ্রীভক্তিসন্দর্ভ ১৮০তম অনুচ্ছেদে উল্লেখ করিয়াছেন — "ভক্তির্হি ভক্তকোটিপ্রবিষ্ট-তদাদ্রীভাবয়িতৃ-তচ্ছক্তিবিশেষঃ। দৈন্য-সম্বন্ধেন চ সাধিকমুচ্ছলিতা ভবতীতি তত্র তদাধিক্যম্।" অর্থাৎ ভক্তগণের চিত্তে প্রবিষ্ট ভগবচ্ছক্তিবিশেষই ভক্তি। ইহা ভক্তের দৈন্যহেতু কৃপাভাবদ্বারা শ্রীভগবানের চিত্তকেও বিগলিত করে। এই দৈন্যসম্বন্ধবশতঃ ভক্তি অধিক উচ্ছলিত হয় বলিয়া দৈন্যযুক্ত ভক্তের মধ্যেই ভক্তির আধিক্য দেখা যায়।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

সুতরাং সাধনের মধ্যে দৈন্যযুক্ত শ্রীনামকীর্তনাদি ভক্তিই প্রশস্ত। জীবিতাবস্থায় যাহার হৃদয় সর্বদা শ্রীশ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের কৃপালাভের আশায় দৈন্যবিগলিত হইতে থাকে, মৃত্যুসময়ে তার সেই ভাব অবশ্যই উদিত হইবে এবং তার এই দৈন্য দীনদয়াল শ্রীভগবানের হৃদয়কে বিগলিত করাইয়া তাঁহাকে যে তাহার প্রতি কৃপোন্মুখ করাইবে, ইহা নিঃসন্দেহ।

সাধুর শ্রেণীবিভাগ

কেশব — ভক্তিসাধনের আরম্ভ হইতে সিদ্ধিপর্যন্ত প্রত্যেক ভক্তকে একটি পর্যায়ভুক্ত করা গিয়াছে না তাহাদের শ্রেণীবিভাগ আছে?

শ্রীহরিদাস — সাধনের স্তর অনুযায়ী ভক্তগণের বিভিন্ন শ্রেণীবিভাগ করা হইয়াছে। ভক্তিসাধন বস্তুতঃ কর্মাধিকার হইতে আরম্ভ হইয়া প্রেমপ্রাপ্তিতে শেষ হইয়া থাকে।

শ্রীল জীবপাদের মতে যাহারা সাধক তাহাদিগকে 'সৎ' ও যাঁহারা সিদ্ধ তাহাদিগকে 'মহৎ' বলা যায়। এই সৎ ও মহৎ দুইপ্রকার। যথা জ্ঞানমার্গের সাধককে 'জ্ঞানিসৎ' ও সিদ্ধকে 'জ্ঞানিমহৎ' বলা যায়। সেইরূপ ভক্তিমার্গের সাধককে 'ভক্তসৎ' ও সিদ্ধকে 'ভক্তমহৎ' বলা যায়।

জ্ঞানিমহৎ ও ভক্তমহৎ এ উভয়ের মহত্ত্ব স্বীকার করা হইলেও এ উভয়ে সমান নহেন। জ্ঞানমার্গে যে ব্রহ্মানুভবী সে মহৎ আর ভক্তিমার্গে যে ভগবৎপ্রেমী সেও মহৎ। উভয়ে মুক্তপুরুষ হইলেও জ্ঞানিমহৎ বা মহাজ্ঞানী হইতে ভক্তমহৎ বা মহাভাগবত শ্রেষ্ঠ। এসম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবতে বলা হইয়াছে —

"মুক্তানামপি সিদ্ধানাং নারায়ণপরায়ণঃ।
সুদুর্লভঃ প্রশান্তাত্মা কোটিষ্বপি মহামুনে॥" (৬।১৪।৫)

অর্থাৎ হে মহামুনে! কোটি কোটি মুক্ত ও সিদ্ধগণের মধ্যে শ্রীনারায়ণপরায়ণ প্রশান্তাত্মা পুরুষ অত্যন্ত দুর্লভ। অতএব জ্ঞানিসিদ্ধ হইতে ভক্তসিদ্ধ শ্রেষ্ঠ।

জ্ঞানিসিদ্ধগণের নিজের শরীর সম্বন্ধে কোন অনুভূতি নাই। তিনি সর্বদা ব্রহ্মসুখে মগ্ন। ভক্তসিদ্ধের একমাত্র শ্রীবাসুদেবের প্রতি প্রেমই পরমপুরুষার্থ। সেই কারণে বিষয়বার্তানিষ্ঠ ব্যক্তিগণের প্রতি এবং স্ত্রী, পুত্র ও বন্ধুবর্গযুক্ত গৃহের প্রতি তিনি প্রীতিযুক্ত নহেন। কেবল ভগবদ্ভজনের অনুকূল দেহ ধারণ নিমিত্ত যে পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন সেই পরিমাণ অর্থ মাত্র তিনি স্বীকার করেন।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

জ্ঞানিসৎ

যাঁহারা শ্রীভগবানের উপাসনা করিয়া নির্বিশেষ ব্রহ্মলোকে লীন হইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদিগকে জ্ঞানিসৎ বা জ্ঞানিসাধক বলা যায়। তাঁহারা তিন শ্রেণীতে বিভক্ত।

(১) প্রথম শ্রেণীর সাধক পরব্রহ্মের সাকার স্বরূপকে স্বীকার করেন এবং সেই সাকার স্বরূপকে সচ্চিদানন্দময় মনে করিয়া তাঁহার শ্রীচরণে ভক্তি করেন ও নির্বিশেষ-ব্রহ্মসাযুজ্য কামনা করেন। পরব্রহ্মের স্বরূপশক্তির কৃপায় তাঁহারা তাঁহাদের ঈপ্সিত ব্রহ্মসাযুজ্য লাভ করেন। এইরূপ ব্রহ্মস্বরূপপ্রাপ্ত ও সর্বভূতে সমবুদ্ধিসম্পন্ন পুরুষ শোক ও আকাংক্ষা হইতে দূরে থাকেন। ইঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ পরা অর্থাৎ নির্গুণা ভক্তিও লাভ করেন বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ শ্রীগীতায় বলিয়াছেন —

"ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
সমঃ সর্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্ ॥"
(শ্রীগী: ১৮।৫৪)

অর্থাৎ ব্রহ্মভূত প্রশন্নাত্মা ব্যক্তি নষ্ট বস্তুর জন্য শোক করেন না কিংবা কিছু পাইবার জন্য আকাংক্ষাও করেন না। এইরূপ সমস্ত প্রাণীতে সমভাবাপন্ন যোগী আমার পরা ভক্তি প্রাপ্ত হন।

অবশ্য প্রত্যেক ব্রহ্মভূত প্রসন্নাত্মা ব্যক্তির এই সুযোগ লাভ হয় না। অবস্থাবিশেষে কেহ কেহ ইহা লাভ করিয়া থাকেন। তখন তিনি ব্রহ্মনিষ্ঠা ত্যাগ করিয়া শ্রীভগবন্নিষ্ঠ হন। অর্থাৎ শ্রীভগবান্‌কে ভক্তি করিয়া থাকেন। সেই অবস্থায় তিনি জ্ঞানী পরিবর্তে ভক্তরূপেই পরিগণিত হন। এইরূপ সৌভাগ্যলাভের অধিকারী ব্যক্তির সংখ্যা অতি নগণ্য। যদি প্রত্যেক জ্ঞানী পরা ভক্তি লাভ করিতেন, তবে পরা ভক্তি লাভ করিবার উদ্দেশ্যে সকলকে জ্ঞানসাধন করিতেই শাস্ত্রে উপদিষ্ট হইত, কিন্তু তাহা ত হয় নাই বরং জ্ঞানসাধনকে ভক্তিলাভের পরিপন্থী বলা হইয়াছে।

(২) দ্বিতীয় প্রকার সাধক পরব্রহ্মের সাকার স্বরূপকে আদৌ স্বীকার না করিয়া নির্বিশেষ স্বরূপের উপাসনা করেন। নির্বিশেষ ব্রহ্ম নিঃশক্তিক বলিয়া তাঁহাতে কৃপাশক্তির অভিব্যক্তি নাই। সেই কারণে নির্বিশেষ ব্রহ্ম হইতে কৃপালাভের আশা বৃথা। অতএব এই শ্রেণীর সাধকের সাধন বৃথা শ্রমেই পরিণত হয় অর্থাৎ সে কখনও ঈপ্সিত ব্রহ্মসাযুজ্য লাভ করিতে পারে না।

(৩) তৃতীয় শ্রেণীর সাধক পরব্রহ্মের সাকার স্বরূপকে স্বীকার করিলেও ইহাকে অপ্রাকৃত পরিবর্তে প্রাকৃত জ্ঞান করে। ভক্তিসাধন ব্যতীত মুক্তিলাভ অসম্ভব, ইহা

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

শাস্ত্রাদি হইতে অবগত হইয়া ইহারা মুক্তিলাভের আশায় ইহাদের কল্পিত মায়িক সাকার স্বরূপের প্রতি ভক্তি করে। শ্রীভগবানের স্বরূপশক্তির কৃপায়ই জীব তাহার ঈপ্‌সিত মুক্তি পায়। কিন্তু এস্থানে যে কাল্পনিক সাকার স্বরূপের প্রতি ভক্তি করা হয়, সেই স্বরূপ মায়িক বলিয়া তাহাতে স্বরূপশক্তির অবস্থিতি নাই। তজ্জন্য স্বরূপশক্তির কৃপা হইতে মুক্তিলাভের প্রশ্ন সেখানে থাকে না। অতএব এইরূপ সাধনও ব্যর্থ।

উপর্যুক্ত বিশ্লেষণ হইতে জানা যায় যে, উক্ত তিন শ্রেণীর সাধকগণের মধ্যে কেবল প্রথম শ্রেণীর সাধকই সাধনে সিদ্ধিলাভ করিয়া জ্ঞানিসিদ্ধ হইয়া থাকেন ও অন্য দুই শ্রেণীর সাধক সাধন হইতে ভ্রষ্ট হন।

জ্ঞানিমহৎ

চতুঃসন প্রভৃতি মহাপুরুষগণ জ্ঞানিসিদ্ধ বা জ্ঞানিমহৎ। শ্রীশুকদেব পূর্বে আত্মারাম জ্ঞানী ছিলেন কিন্তু মধুররস পর্যন্ত আস্বাদন করিয়াছেন। দুর্বাসা জ্ঞানিভক্ত। জ্ঞানী শান্তরসপর্যন্ত অনুভব করিতে পারে। জ্ঞানিমহৎকে মহাজ্ঞানীও বলা যায়। জ্ঞানিসিদ্ধের নিজের শরীর সম্পর্কে অনুভূতি থাকে না। সে সর্বদা ব্রহ্মসুখে মগ্ন থাকে। সে সমদর্শী, প্রশান্ত, অক্রোধ ও সকলের সুহৃদ্।

ভক্তসৎ

"আদৌ শ্রদ্ধা ততঃ সাধুসঙ্গোঽথ ভজনক্রিয়া ....” (শ্রীভ:র:সি: ১।৪।১৫) শ্লোক ও "যদৃচ্ছয়া মৎকথাদৌ ....” (শ্রীভা: ১১।২০।৮) শ্লোকে শ্রদ্ধাকেই ভক্ত্যধিকারলাভের প্রথম কারণ বলা হইয়াছে। কি বৈধ কি রাগানুগ প্রত্যেক সাধক প্রথমে শ্রদ্ধাকে ভিত্তি করিয়াই ভক্তিসাধন আরম্ভ করেন। শাস্ত্রবিধিপালনপূর্বক বৈধী ভক্তি করিতে করিতে দৈবক্রমে কোন রাগমার্গীয় ভক্তের সংসর্গ ঘটিলে তাঁহার কৃপায় রাগমার্গীয় ভক্তির প্রতি রুচি জাত হইয়া থাকে। রাগমার্গীয় ভক্তের আচরণ দেখিয়া তাহার প্রতি যে লোভ জাত হয়, তাহাই রাগমার্গীয় ভক্তিতে প্রবৃত্তি-লাভের মুখ্য কারণ। সেস্থানে শাস্ত্রবিধি-অপালনজনিত প্রত্যবায়ের ভয় থাকে না।

বৈধী ও রাগানুগা উভয়প্রকার ভক্তিতে ভক্ত্যঙ্গযাজন পদ্ধতি প্রায় সমান। তফাৎ হইল বিচারে। বৈধী ভক্তিতে শাস্ত্রবিধিকে কড়াকড়িভাবে পালন করিবার প্রবৃত্তি প্রবল থাকে। না করিলে নরকের ভয় থাকে এবং সেই ভয়ের বশবর্তী হইয়া সাধক শাস্ত্রবিধিপালনে ব্রতী হয়।

রাগানুগা ভক্তিতে কেবল শ্রীভগবানের প্রীতিবিধান নিমিত্তই ভক্তির অনুষ্ঠান করা যায়। তাহাতে শাস্ত্রবিধিপালনকে প্রাধান্য দেওয়া না হইলেও তাহা উল্লঙ্ঘন না

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

করিয়া ভগবৎপ্রীতিকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়। সাধক যে মহতের সংসর্গে আসিয়া থাকে, তাঁহারই হৃদয়ের ভাব তাহাতে সঞ্চারিত হয়। তিনি বৈধভক্ত হইয়া থাকিলে শাস্ত্রবিধিচালিত হইয়া ভক্তি করিবার বাসনা তাহার হৃদয়ে জাগ্রত হয় এবং রাগমার্গীয় ভক্ত হইয়া থাকিলে শাস্ত্রবিধিকে প্রাধান্য না দিয়া কেবল ভগবৎ প্রীতি উদ্দেশ্যেই ভক্তি করিবার প্রবৃত্তি তাহার বলবত্তর হয়। ইহাই বৈধী ও রাগানুগা ভক্তির পার্থক্য।

শ্রদ্ধার গাঢ়তাকে ভিত্তি করিয়া শ্রীগৌরহরি ভক্তসতের শ্রেণীবিভাগ করিয়াছেন। এ বিষয়ে তিনি শ্রীল সনাতনগোস্বামিপ্রভুকে বলিয়াছেন –

"শ্রদ্ধাবান্ জন হয় ভক্ত্যে অধিকারী।
উত্তম, মধ্যম, কনিষ্ঠ – শ্রদ্ধা-অনুসারী॥"

(শ্রীচৈ:চ:মধ্য ২২।৩৮)

শ্রদ্ধার তারতম্য অনুসারে সাধককে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছে। ইহারা সকলেই কনিষ্ঠ ভাগবতরূপে গণ্য। যাহার শ্রদ্ধা কোমলা সে কনিষ্ঠ শ্রেণীর কনিষ্ঠ-ভাগবত বা কনিষ্ঠাধিকারী।

কনিষ্ঠাধিকারী – পূর্বসংস্কারহেতু ইহার কেবল শ্রীবিষ্ণুর উপাসনায় আগ্রহ জাত হইয়াছে। যাদৃচ্ছিক মহৎকৃপাজনিত শাস্ত্রজ্ঞানহেতু ইহার ভক্তির প্রতি কিঞ্চিৎ শ্রদ্ধার উদয় হইয়া থাকিলেও ইহা অতি কোমলা। জন্মজন্মান্তরের অপরাধহেতু ইহাতে মহৎ-কৃপাবরণযোগ্যতার একান্ত অভাব পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। অতএব মহৎকৃপাজনিত শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধা অপেক্ষা পূর্ব জন্মের সংস্কারজনিত লৌকিকী শ্রদ্ধারই প্রাধান্য ইহাতে পরিলক্ষিত হয়। ইহার ভক্তিপ্রকৃতি আরম্ভ হইয়াছে মাত্র। ইহার সম্বন্ধে শ্রীগৌরহরির উক্তি –

"যাহার কোমলশ্রদ্ধা সে কনিষ্ঠ জন।
ক্রমে ক্রমে তেঁহো ভক্ত হইবে উত্তম॥"

(শ্রীচৈ:চ:মধ্য ২২।৪১)

অর্থাৎ ইহার শ্রদ্ধা অতি কোমলা। অন্যের প্রতিকূল যুক্তিতে ইহার শ্রদ্ধা বিচলিত হইয়া যাইতে পারে। এ কনিষ্ঠাধিকারী। নিরপরাধ হইয়া সাধুসঙ্গে ভক্তি করিতে করিতে সাধুর কৃপায় এ ক্রমশঃ উত্তমাধিকারী হইতে পারে। ইহার সম্বন্ধে শ্রীল রূপপাদ উল্লেখ করিয়াছেন – "যো ভবেৎ কোমলশ্রদ্ধঃ স কনিষ্ঠো নিগদ্যতে।" (শ্রীভ:র:সি: ১।২।১৯) অর্থাৎ যাহার (মহৎকৃপাজনিত শাস্ত্রজ্ঞানহেতু) শ্রদ্ধা কোমলা সে কনিষ্ঠ-পদবাচ্য। অর্থাৎ সে কনিষ্ঠ শ্রেণীর কনিষ্ঠভাগবত বা কনিষ্ঠাধিকারী। ইহার সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবতে (১১।২।৪৮) উক্ত হইয়াছে –

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

"অর্চায়ামেব হরয়ে পূজাং যঃ শ্রদ্ধয়েহতে।
ন তদ্ভক্তেষু চান্যেষু স ভক্তঃ প্রাকৃতঃ স্মৃতঃ ॥"

অন্তরে শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধার প্রভাব বিশেষ না থাকায় ইহার পূর্বসংস্কারজনিত লৌকিকী শ্রদ্ধাদ্বারা চালিত হইয়া এ অর্চার মধ্যে শ্রীবিষ্ণুর অর্চন করে। কিন্তু ভক্তকে আদর করে না কিংবা সেই শ্রীবিষ্ণুই অন্তর্যামিরূপে সর্বজীবহৃদয়ে অবস্থান করিতেছেন, এ বিচারে সকল জীবকেও সম্মান দেয় না। এ প্রাকৃত ভক্ত অর্থাৎ ইহার ভক্তিপ্রকৃতি আরম্ভ হইয়াছে মাত্র। ইহার পাপপ্রবৃত্তি না থাকিলেও ইহাতে পাপ দেখা যাইতে পারে। অতএব এ সঙ্গযোগ্য নহে।

মধ্যমাধিকারী — ইহার শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধা অল্প পরিমাণে হইয়াছে, শ্রীগুরুবৈষ্ণবের প্রতি কিঞ্চিৎ আদরও জাত হইয়াছে। মহৎকৃপাজনিত শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধা ইহার কিছু কিছু হইয়া থাকিলেও হৃদয় অপরাধনির্মুক্ত নহে বলিয়া এ সম্পূর্ণরূপে মহৎকৃপাবরণযোগ্য হইতে পারে নাই। এই কারণে মহৎকৃপাজনিত শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধা ইহার দৃঢ় হয় নাই। এ শ্রীবিষ্ণুর যে কর্মমিশ্র অর্চন করে, তাহাতে শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধা অপেক্ষা লৌকিকী শ্রদ্ধারই প্রাধান্য থাকে। নিজকে মহৎকৃপাবরণযোগ্য করিবার উদ্দেশ্যে নিষ্কপটভাবে আর্তিযুক্ত হইয়া সাধুসঙ্গে অবস্থানপূর্বক ভক্তিসাধন করিলে মহৎকৃপায় ক্রমশঃ হৃদয় অপরাধমুক্ত হইয়া শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধা দৃঢ় হয়। এসম্বন্ধে শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন —

"শাস্ত্রযুক্তি নাহি জানে দৃঢ়, শ্রদ্ধাবান্।
মধ্যমাধিকারী সেই মহাভাগ্যবান্ ॥" (শ্রীচৈ:চ:ম: ৪০)

শ্রীল রূপগোস্বামিপ্রভুও ইহার সম্বন্ধে বলিয়াছেন — "যঃ শাস্ত্রাদিষ্বনিপুণঃ শ্রদ্ধাবান্ স তু মধ্যমঃ।" (শ্রীভ:র:সি: ১।২।১৮)।

অর্থাৎ যে শাস্ত্রজ্ঞানে নিপুণ (দৃঢ়) নহে কিন্তু শ্রদ্ধাবান্ অর্থাৎ যাহার কনিষ্ঠাধিকারী অপেক্ষা অধিক শ্রদ্ধা হইয়াছে, সে মধ্যমশ্রেণীর কনিষ্ঠভাগবত বা মধ্যমাধিকারী। ভক্তিযাজনে ইহার অধিকার মধ্যম। এ কনিষ্ঠাধিকারী অপেক্ষা কিছু উন্নত।

উত্তমাধিকারী বা উত্তমশ্রেণীর কনিষ্ঠ ভাগবত — ইনি শ্রীবিষ্ণুর অর্চনে দৃঢ় শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধাযুক্ত; সম্পূর্ণ শরণাগত; অতএব নিজের ভরণপোষণের প্রতি উদাসীন। ইঁহার বর্ণাশ্রমাতীত অবস্থা লাভ হইয়াছে। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণে ইঁহার রতির উদয় হয় নাই। ইঁহার শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণবের প্রতি আদর জন্মিয়াছে এবং শ্রীভগবান্ অন্তর্যামিরূপে সর্বজীবহৃদয়ে অবস্থান করিতেছেন, এই বিচারে সকল জীবের প্রতি আদর করিবার প্রবৃত্তিও ইঁহার দৃঢ় হইয়াছে। ইঁহার সম্বন্ধে শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন —

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

"শাস্ত্রযুক্ত্যে সুনিপুণ, দৃঢ়শ্রদ্ধা যার।
উত্তম অধিকারী সেই তরয়ে সংসার ॥"
(শ্রীচৈ:চ:ম: ২২।৩৯)

অর্থাৎ যিনি শাস্ত্রযুক্তিতে সুনিপুণ, কোন প্রতিকূল যুক্তিতে বিচলিত না হইয়া নিজের মতে দৃঢ় থাকিতে পারেন এবং বিষ্ণুভক্তির প্রতি যাঁহার দৃঢ় শ্রদ্ধা জাত হইয়াছে, তিনি ভক্তিযাজনের উত্তমাধিকারী। তিনিই সংসার হইতে মুক্তিলাভের যোগ্য।

"শাস্ত্রে যুক্তৌ চ নিপুণঃ সর্বথা দৃঢ়নিশ্চয়ঃ।
প্রৌঢ়শ্রদ্ধোঽধিকারী যঃ স ভক্তাবুত্তমো মতঃ ॥"
(শ্রীভ:র:সি: ১।২।১৭)

অর্থাৎ যিনি শাস্ত্রে ও যুক্তিতে সর্বতোভাবে নিপুণ, যাঁহার নিশ্চয় (বিশ্বাস) ও শ্রদ্ধা সুদৃঢ়, সে ভক্তিযাজনের উত্তম অধিকারী।

প্রৌঢ়শ্রদ্ধার অর্থ সুদৃঢ়নিশ্চয়াত্মক বিশ্বাস। "শ্রদ্ধা শব্দে বিশ্বাস কহে সুদৃঢ় নিশ্চয়। কৃষ্ণে ভক্তি কৈলে সর্ব কর্ম কৃত হয় ॥" (শ্রীচৈ:চ:মধ্য ২২।৩৭)

ভক্তি করিলে সকল (বৈদিক) কর্ম কৃত হইয়া যায় বলিয়া মনে যে সুদৃঢ় বিশ্বাস তাহাই শ্রদ্ধাপদবাচ্য। এই শ্রদ্ধা একটি মানসিক গুণ। ইহা ক্রিয়াময়ী ভক্তির অঙ্গ নহে।

কনিষ্ঠাধিকারী, মধ্যমাধিকারী ও উত্তমাধিকারী – ইহারা সকলেই কনিষ্ঠভাগবত পদবাচ্য হইলেও কনিষ্ঠাধিকারী ও মধ্যমাধিকারীতে রজস্তমোগুণের প্রাবল্যহেতু ইঁহাদের অনুষ্ঠিত ভক্তি স্বরূপতঃ কর্ম, কিন্তু শ্রীভগবানে অর্পণরূপ ভক্তিত্ব তাহাতে আরোপ করা হয় বলিয়া তাহাকে আরোপসিদ্ধা ভক্তি বলা যায়। ইহা পূর্বেই বলিয়াছি। সর্বভূতে ভগবদধিষ্ঠানজ্ঞান ইঁহাদের দৃঢ় নহে বলিয়া ইঁহারা সংসারমুক্তির যোগ্যতা হাসিল করিতে পারে নাই। একমাত্র উত্তমাধিকারীই দৃঢ়শ্রদ্ধ, সম্পূর্ণ শরণাগত ও কর্মার্পণের শেষ ফলস্বরূপ সর্বভূতে ভগবদধিষ্ঠানজ্ঞান দৃঢ় হইয়া ইহার কর্মাধিকার লোপ হইয়াছে। শুদ্ধভক্তিসাধনের প্রতিবন্ধকস্বরূপ রজস্তমোগুণোত্থ অনর্থ ইঁহার অনেকাংশে দূর হইয়াছে। ইনি সংসারমুক্তির জন্য যোগ্য হইলেও মহৎকৃপায় ইঁহার শ্রীকৃষ্ণে রত্যঙ্কুর জাত হয় নাই বলিয়া ইনি শুদ্ধভক্তিসাধনের যোগ্য নহেন। ইহারা সকলেই ভক্তসৎশ্রেণীভুক্ত। কনিষ্ঠ ভাগবত বলিতে মুখ্যতঃ এই উত্তমাধিকারীকেই বুঝায়। ইহার পর মহৎকৃপায় শ্রীকৃষ্ণে রত্যঙ্কুর জাত হইবামাত্রে ইনি শুদ্ধভক্তিসাধনের যোগ্য হইতে পারিবেন।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

কনিষ্ঠ সোপানাশ্রিত মধ্যম মহাভাগবত – পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, উপর্যুক্ত উত্তমাধিকারী সম্পূর্ণ শরণাগত ও ইঁহার বর্ণাশ্রমাতীত অবস্থা লাভ হইয়াছে। পরবর্তিকালে মহৎকৃপায় ইঁহার শ্রীকৃষ্ণে রত্যঙ্কুর জাত হইয়া থাকে। সর্বভূতে ভগবদধিষ্ঠানজ্ঞান দৃঢ় হওয়ায় ইঁহার উদরভেদবুদ্ধি থাকে না। সকলেই আমার প্রভুর সংসারের জীব, এই উপলব্ধিতে ইনি সকল প্রাণীকে আত্মীয় বুদ্ধি করেন। অতএব ইঁহার স্বপরবুদ্ধি নাই। ইনি কেবল শ্রীহরির সেবার আনুকূল্যে দেহরক্ষার নিমিত্ত যতটুকু বিষয় গ্রহণ করা আবশ্যক ততটুকুমাত্র গ্রহণ করিয়া বিক্ষেপশূন্য হইয়া সতত শ্রবণকীর্তনরূপ শুদ্ধভক্তিসাধনে ব্রতী হন। বস্তুতঃ ইঁহাকেই শুদ্ধভক্তির সাধক বলা যায়। "উৎপন্নরতয়ঃ সম্যঙ্ নৈর্বিঘ্ন্যমনুপাগতাঃ। কৃষ্ণসাক্ষাৎকৃতৌ যোগ্যাঃ সাধকাঃ পরিকীর্তিতাঃ ॥" (শ্রীভ:র:সি: ২।১।২৭৬) শ্লোক ইঁহার প্রতিই প্রযুজ্য।

বৈধী ও রাগানুগা উভয় ক্ষেত্রে জাতরতি ব্যক্তিকেই ভক্তিসাধক বলা হয়। তফাৎ এই যে, বৈধী ভক্তিতে যে রতি তাহাতে ঐশ্বর্যজ্ঞানের প্রাধান্য আছে কিন্তু রাগানুগভক্তিমার্গে যে রতি তাহাতে ঐশ্বর্য জ্ঞানহীন কেবলা প্রীতি। সাধক যে জাতীয় মহতের কৃপা পাইবে, তাহার রতি সেই জাতীয়ই হইবে। রাগানুগ মার্গে এই ভূমিকা হইতেই গৌড়ীয় সাধকের জীবন আরম্ভ হইয়া থাকে।

কনিষ্ঠ ভাগবতের ভক্তি কর্ম ও জ্ঞানমিশ্রা, শুদ্ধা নহে। সেই কারণে শ্রীজীবপাদ তাহার অনুষ্ঠিত ভক্তিকে ভক্তি না বলিয়া ভক্তির পূর্বাঙ্গ বলিয়াছেন। অবশ্য কনিষ্ঠ ভাগবতকেও ভক্ত বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং "ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্মাত্মা..." (শ্রীগী: ৯।৩১) ও "বাধ্যমানোঽপি মদ্ভক্তঃ..." (শ্রীভা: ১১।১৪।১৮) শ্লোকে স্বীকার করিয়াছেন। ইহার একমাত্র কারণ তাঁহার ভক্তিসাধনের প্রতি দৃঢ় নিষ্ঠা। সে নানা অনর্থগ্রস্ত হইলেও তাহার প্রগল্‌ভা ভক্তিহেতু অর্থাৎ মহৎকৃপালব্ধ শ্রীকৃষ্ণের সুখানুসন্ধানবাসনা তাহার বলবত্তর হইয়াছে বলিয়া সে তার দুর্বলতাবশতঃ কোন সময়ে বিষয়ের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া গেলেও এইরূপ কার্যদ্বারা শ্রীভগবান্ তাহার প্রতি অসন্তুষ্ট হইবেন এবং সে তাঁহার কৃপা হইতে বঞ্চিত হইবে – এইরূপ বিচার করিয়া সে তাহাতে অভিভূত না হইয়া ভক্তিসাধনে কিরূপে অগ্রগতি করিবে তৎপ্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়া থাকে। এই জন্যই সে শ্রীভগবানের কৃপাদৃষ্টি আকৃষ্ট করিয়া ক্রমশঃ শুদ্ধভক্তিসাধনের যোগ্য হয়।

ভক্তমহৎ

মধ্যম সোপানাশ্রিত মধ্যম মহাভাগবত – ইঁহার সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবতে এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে –

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

"দেহেন্দ্রিয়প্রাণমনোধিয়াং যো জন্মাপ্যয়ক্ষুদ্ভয়তর্ষকৃচ্ছ্রৈঃ।
সংসারধর্মৈরবিমুহ্যমানঃ স্মৃত্যা হরের্ভাগবতপ্রধানঃ ॥"
(শ্রীভা: ১১।২।৪৯)

শ্রীহরির স্মৃতিহেতু যিনি দেহ, ইন্দ্রিয়, প্রাণ, মন ও বুদ্ধির উৎপত্তি, বিনাশ, ক্ষুধা, ভয়, তৃষ্ণা এবং শ্রমবহুল সংসার ধর্মে মোহগ্রস্ত হন না, তিনি উত্তমভাগবতরূপে কথিত হন। ইঁহার বাসনানুরূপ সংস্কার রহিয়াছে। কিন্তু ইনি ভজনপ্রভাবে তাহাতে বিমোহিত হন না। এই কারণে ইঁহাকে মূর্ছিতসংস্কার বা মূর্ছিতকষায় সিদ্ধ ভক্ত বলা হয়। ইনি একবার এক মুহূর্তের জন্য শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া জীবন্মুক্ত হইয়াছেন। ইঁহার নবীন প্রেমাঙ্কুর উদিত হইয়াছে এবং ইহার হৃদয়ে সর্বদা শ্রীহরির স্মৃতি বিরাজমান। ইনি গুরু হইবার যোগ্য।

উত্তম সোপানাশ্রিত মধ্যম মহাভাগবত—উপর্যুক্ত মূর্ছিত কষায় সিদ্ধ ভক্ত হইতেও উন্নত অবস্থার কথা শ্রীমদ্ভাগবত ১১।২।৫০, ১১।২।৫৩, ১১।২।৫৪ ও ১১।২।৪৬ শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে। এইসব শ্লোকের মর্মানুবাদ বলিতেছি শোন।

যাঁহার হৃদয়ে কাম, কর্ম ও বীজ অর্থাৎ বাসনার উদয় হয় না এবং শ্রীবাসুদেবই যাঁহার একমাত্র আশ্রয়, তিনি শ্রীহরির প্রিয়। ত্রৈলোক্যরাজ্যলাভনিমিত্ত যিনি মুহূর্তের জন্যও ভগবৎপাদপদ্ম হইতে বিচলিত হন না এবং শ্রীহরিগতচিত্ত ব্রহ্মাদি দেবতাগণের অন্বেষণীয় দুর্লভ ভগবৎপাদপদ্ম হইতে অন্য কোন সারবস্তু নাই—এই ভাবনায় যাঁহার স্মৃতি তাঁহা হইতে অপগত হয় না, তিনি বৈষ্ণবাগ্রগণ্য। চন্দ্র উদিত হইলে যেরূপ সূর্যতাপের প্রভাব থাকে না, সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণের মহাবিক্রমশালী শ্রীচরণযুগলস্থ অঙ্গুলি-নখমণিসমূহের সুশীতল কিরণদ্বারা ভক্তগণের হৃদয় কামসন্তাপশূন্য হইবার পর তাহাতে পুনর্বার কামনার উদয় হইবে কিরূপে? ইনি নিজের উপাস্য শ্রীভগবানে প্রেমসূত্রে আবদ্ধ হন, ভগবদ্ভক্তের প্রতি বন্ধুভাব প্রদর্শন করেন, ভক্তিবিষয়ে অনভিজ্ঞগণের প্রতি কৃপা করেন এবং স্বীয় বিদ্বেষীকে দেখিলে কদাপি ক্ষুব্ধ হন না; আর শ্রীশ্রীহরিগুরুবৈষ্ণববিদ্বেষীর প্রতি অসহিষ্ণুতা প্রকাশ করিলেও তাহাতে অভিনিবিষ্ট হন না। মধ্যম মহাভাগবতে বন্ধুত্ব, কৃপা ও উপেক্ষা দেখা যায় সত্য, কিন্তু তাঁহাতে উত্তম মহাভাগবতের ন্যায় সর্বত্র শ্রীভগবানের বা ভগবৎপ্রেমের স্ফূর্তি হয় না। এই কারণে ইঁহার মধ্যমত্ব স্বীকার্য।

ইঁহার প্রেমাঙ্কুর সম্পূর্ণরূপে উদ্গত হইয়াছে এবং বাসনারূপ সংস্কারও সম্পূর্ণ লুপ্ত হইয়াছে। এইজন্য ইঁহাকে নির্ধূতকষায় সিদ্ধভক্ত বলা যায়। ইনিও গুরু হইবার যোগ্য।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

উত্তম মহাভাগবত – ইঁহারা সকলেই নির্ধূতকষায়। ইঁহাদের হৃদয়ে সর্বদা ধ্রুবানুস্মৃতিময়ী ভক্তি বিরাজমান। উত্তম, মধ্যম ও কনিষ্ঠ ভেদে ইঁহাদের ত্রিবিধ শ্রেণীবিভাগ রহিয়াছে। আবেশ ও স্মৃতির গাঢ়তার তারতম্যানুসারেই এই শ্রেণীবিভাগ হইয়া থাকে।

ইঁহাদের মানস লক্ষণ সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবতে যাহা বর্ণিত হইয়াছে, তাহার সারমর্ম এইরূপ –

যিনি সমস্ত প্রাণী ও পদার্থের মধ্যে নিজের ভগবদ্ভাব দর্শন করেন অর্থাৎ সকল বস্তুতে নিজ ইষ্টদেবের সত্তা অনুভব করেন এবং শ্রীভগবান্ ও নিজের মধ্যে সর্বভূতের সত্তা দর্শন করেন, তিনি ভাগবতোত্তম।

উত্তম মহাভাগবতের নিজ শত্রুতে এরূপ কি ভক্ত ও ভগবদ্বিদ্বেষী উভয়ের মধ্যে ইষ্টদেবের স্ফূর্তি হয়। মহাভাগবত শ্রীউদ্ধবের পাণ্ডববিদ্বেষী ধৃতরাষ্ট্র ও দুর্যোধনাদিকে বন্দনা ইহার প্রমাণ।

শ্রীব্রজগোপীগণ ব্রজের বনলতা ও বৃক্ষাদিকে তত্তৎরূপে দর্শন করেন নাই। শ্রীকৃষ্ণপ্রীতিতে তাঁহাদের চিত্ত এরূপ তন্ময় ছিল যে, তাহারা বনলতা ও বৃক্ষাদিকে শ্রীকৃষ্ণরূপে ও শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধী বস্তুরূপেই দর্শন করিয়াছেন। তাঁহাদের নিজের শ্রীকৃষ্ণে যেরূপ প্রেম, বনলতা ও তরুপ্রভৃতিরও সেইরূপ প্রেম আছে জানিয়া তাহাদিগকে সেইরূপভাবেই সম্ভাষণ করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাঁহাদের তন্ময়তা যে কিরূপ গাঢ়, তাঁহাদের এই আচরণেই তাহা প্রমাণিত হইতেছে। তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণবিরহবিধুরা হইয়া শ্রীকৃষ্ণে তাঁহাদের যেরূপ গাঢ় প্রেম, সেইরূপ গাঢ় প্রেম বনলতাতরুর মধ্যেও আছে, ইহা অনুভব করিয়া বলিতেছেন – "হে সখীগণ! শ্রীকৃষ্ণ যখন গিরিতটে ভ্রমণশীলা গাভীগণকে বেণুরবদ্বারা পৃথক্ পৃথক্ নাম উচ্চারণ করিয়া ডাকিতেন, তখন পুষ্পফলযুক্ত বনলতা ও বৃক্ষগণ নিজের মধ্যে বিরাজমান শ্রীহরিকে সত্যই যেন প্রকাশিত করিতে করিতে ভারভূত শাখাদ্বারা প্রণত হইয়া অশ্রুতুল্য মধুধারা বৃষ্টি করিতেছিলেন। তাঁহারা শ্রীবিষ্ণুকে প্রকাশ করিবার উদ্দেশ্যেই ফুলফল ধারণ করিয়াছেন।"

কেশব! কি অচিন্ত্য এ ভাবাবেশ! যে ভক্তের শ্রীকৃষ্ণের প্রতি এইরূপ গাঢ় ভাবাবেশ আছে, তাহার কি আর নিজ দেহের চিন্তা থাকিতে পারে? সে ইষ্টদেবের প্রীতিবিধানচিন্তায় এরূপ বিভোর যে, সর্বতোভাবে তাঁহার প্রীতিবিধানে রত থাকিয়াও বিন্দুমাত্র তাঁহার প্রীতিবিধান করিতে পারিল না বলিয়া অভাববোধে জর্জরিত। ইহাই প্রেমের অদ্ভুত স্বভাব।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ভক্তমহতের শ্রেণীবিভাগ – ভক্তমহৎ তিনপ্রকার; যথা – (১) মূর্ছিতকষায়, (২) নির্ধূতকষায় ও (৩) প্রাপ্তপার্ষদদেহ।

(১) মূর্ছিতকষায় – পূর্বকল্পের শ্রীনারদ মূর্ছিতকষায় মহতের উদাহরণ। তিনি এক দাসীপুত্র ছিলেন। এক সময়ে চাতুর্মাস্যব্রত উপলক্ষে বহু বেদজ্ঞ মুনি একটি স্থানে একত্রিত হইয়াছিলেন। তখন শ্রীনারদের মাতা তাঁহাদের সেবা করিতেন। শ্রীনারদও মাতার সঙ্গে যাইতেন এবং তাঁহার সঙ্গে উক্ত ঋষিগণের শুশ্রূষা ও উচ্ছিষ্টভোজনের সৌভাগ্য অর্জন করিয়াছিলেন। তাঁহাদের শুশ্রূষা ও তাঁহাদের শ্রীমুখ হইতে শ্রীহরিকথা শ্রবণফলে ক্রমশঃ শ্রীনারদের শ্রীহরির প্রতি প্রীতির উদয় হইয়াছিল। সাধুগণের কৃপায় তিনি গুহ্যতম জ্ঞানও লাভ করিয়াছিলেন। কালক্রমে তাঁহার মাতা সর্পাঘাতে মৃত্যুবরণ করিলেন। মাতা ব্যতীত তাহার আর কেহ আত্মীয় ছিলেন না। অতএব মাতৃবিয়োগকে শ্রীভগবানের কৃপা মনে করিয়া তিনি একটি নির্জন স্থানে ভগবৎচিন্তায় নিমগ্ন হইলেন। একদিন তিনি হঠাৎ ক্ষণকালের জন্য শ্রীবিষ্ণুর দর্শন লাভ করিলেন। শ্রীবিষ্ণু তাঁহাকে দর্শন দিয়া তৎক্ষণাৎই অন্তর্হিত হইয়া গেলেন। তখন শ্রীনারদ খুব ব্যথিত হইয়া পুনর্বার তাঁহার দর্শনের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। কিন্তু শ্রীবিষ্ণু তাঁহাকে আর দর্শন না দিয়া বাক্যের(আকাশবাণীর)দ্বারা জানাইলেন – "হে বৎস! তুমি এই জন্মে আর আমার দর্শন পাইবে না। কারণ যাহাদের কষায় বা বাসনারূপ মল সম্পূর্ণ দূর হয় নাই, তাহারা সহজে আমার দর্শন পায় না। হে নিস্পাপ! তথাপি আমি তোমাকে যে একবার দর্শন দিলাম ইহা আমার প্রতি তোমার অনুরাগবৃদ্ধির নিমিত্তই। কারণ আমার প্রতি অনুরাগী হইতে পারিলে সাধুগণ তাঁহাদের হৃদয়ের কষায়সমূহ ক্রমশঃ পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হইবেন। অতি অল্প সময়ের জন্য হইলেও তুমি যে সাধুগণের সেবা করিতে পারিয়াছ, তাহার দ্বারা আমার প্রতি তোমার নিশ্চলা ভক্তির উদয় হইয়াছে। অতএব তুমি এই দাসীগর্ভজাত নিন্দিত দেহ পরিত্যাগ করিয়া খুব শীঘ্রই আমার পার্ষদত্ব লাভ করিবে।"

শ্রীনারদের দাসীগর্ভজাত দেহে তিনি একবারমাত্র ভগবদ্দর্শন লাভ করিয়া ছিলেন। ইহাই মূর্ছিতকষায় অবস্থার উদাহরণ। সেই জন্মে তিনি শ্রীভগবানের এই উপদেশ শুনিবার পর অনুক্ষণ তাঁহার নামকীর্তন ও তাঁহার রহস্যময় লীলাসকল স্মরণ করিতে করিতে সমস্ত বাসনা পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার প্রতি প্রীতিযুক্ত হইয়াছিলেন। কালক্রমে দেহত্যাগের সময় উপস্থিত হইলে তিনি এই পাঞ্চভৌতিক দেহ ত্যাগ করিয়া শ্রীভগবানের কৃপায় তাহার প্রতিশ্রুত শুদ্ধসত্ত্বময় বৈকুণ্ঠের ভগবৎপার্ষদোচিত দেহ লাভ করিয়াছিলেন।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

শ্রীভরত মহারাজও রাজ্য ত্যাগ করিয়া তপস্যা করিতে বনে গিয়াছিলেন। সে স্থানেও একটি হরিণ শিশুর প্রতি আসক্ত হইয়া স্বীয় সাধনভজনের ক্ষতি ঘটাইয়া কিরূপে তাহার লালনপালনে মগ্ন রহিলেন এবং অন্তিম সময়ে তাহারই চিন্তা করিতে করিতে দেহত্যাগ করিয়া হরিণজন্ম পাইলেন, ইহা পূর্বে বলিয়াছি। তিনি প্রেম পর্যন্ত লাভ করিয়াও সামান্য হরিণ শিশুর প্রতি আসক্তিবশতঃ কিছুকালের জন্য তাঁহার ভক্তি বাধাপ্রাপ্ত হইয়াছিল। কিন্তু পরে তিনি উক্ত বাধাকে অতিক্রম করিয়া প্রেম লাভ করিয়াছিলেন। তিনিও মূর্ছিতকষায় মহতের উদাহরণ।

কেশব – আজ্ঞে ! মায়ার কি এত শক্তি ! ভগবদারাধনা করিয়া যিনি একবার শ্রীভগবানের দর্শন লাভ করিয়া জীবন্মুক্ত হইয়াছেন ও প্রেমলাভ করিয়াছেন, এইরূপ ভক্তকে কি মায়া আবার কবলিত করিতে পারে ?

শ্রীহরিদাস – না না, সাধনপ্রভাবে একবার ভগবৎদর্শন লাভ করিয়া যিনি জীবন্মুক্ত হইয়াছেন তিনি তাঁহার মায়িক দেহ ধারণ করিয়া থাকিলেও উক্ত দেহে তাঁহার আসক্তি থাকে না। মদমত্ত ব্যক্তি বস্ত্র পরিধান করিয়া থাকিলেও তিনি তাহা পরিধান করিয়াছেন কিনা সে জ্ঞান তাহার থাকে না। সেইরূপ জীবন্মুক্ত পুরুষ দেহ ধারণ করিয়া থাকিলেও তাঁহার দেহ আছে কিনা, সে জ্ঞান তাঁহার থাকে না। যাহার নিঁজ পার্থিব দেহের প্রতি বিন্দুমাত্র আসক্তি নাই, তাহার আবার মায়া কবলিত হইবার প্রশ্ন উঠিতে পারে কি ? তবে এইরূপ ব্যক্তিও যে সাধন হইতে ভ্রষ্ট হইতেছেন তাহার রহস্য কি বলিতেছি শোন।

জীবের চিত্তশুদ্ধি দুইপ্রকারে হইয়া থাকে। শ্রীমদ্ভাগবতের ৪।২৪।৫৯ শ্লোকানুযায়ী ভক্তমহতের সঙ্গ ও তাঁহার কৃপায় প্রাপ্ত ভক্তিবাসনা লইয়া জীব ভক্তির অনুষ্ঠান করিলে তাহার চিত্ত বিশুদ্ধ হইবার ফলে বাহ্য বিষয়ে বিক্ষিপ্ত হয় না কিংবা তমোগুহায় প্রবেশ করে না। সেইরূপ নির্মলচিত্ত মুনিগণই শ্রীভগবানের তত্ত্ব-সাক্ষাৎকার করেন। এই শ্লোকের মর্ম হইতে জানা যায় যে, মহৎকৃপাপ্রাপ্ত ভক্তিবাসনা লইয়া যে প্রাথমিক ভক্ত্যনুষ্ঠান বা ভক্তিমাত্রকাম কর্মার্পণ করা যায়, তাহার ফলে চিত্ত রজোগুণের প্রভাব হইতে মুক্ত হইয়া বাহ্য বিষয়ে বিক্ষিপ্ত হয় না ও তমোগুণের প্রভাব হইতে মুক্ত হইয়া তমোগুহায় প্রবেশ করে না অর্থাৎ নিদ্রাভিভূত হয় না। সুতরাং এই চিত্তশুদ্ধি বা অবিদ্যামুক্তির ফলে জীব ভক্তিবিঘ্নকারক লয়-বিক্ষেপ হইতে মুক্ত হইয়া মহৎকৃপার ফলে স্বীয় ইন্দ্রিয়কে হ্লাদিনীশক্তিতাদাত্ম্যপ্রাপ্তির যোগ্য করায়। তখন হ্লাদিনীশক্তি তাহার ইন্দ্রিয়কে স্বীয় তাদাত্ম্যপ্রাপ্ত করাইয়া তাহার হৃদয়স্থ ভক্তিবাসনাকে

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

যথার্থ রূপ দেন। ইহাই শুদ্ধভক্তিসাধনের যথার্থ ভূমিকা। এই ভূমিকায় জীবহৃদয়ে রজস্তমোগুণের প্রভাব না থাকিলেও সত্ত্বগুণের প্রভাব সম্পূর্ণরূপে থাকে। সত্ত্বগুণ মায়িক হইলেও তাহা স্বচ্ছ। তজ্জন্য শ্রীল জীবপাদ তাহাকে স্বরূপশক্তির বৃত্তিভূতা বিদ্যার আবির্ভাবদ্বারস্বরূপ বলিয়াছেন। কারণ জীবের হ্লাদিনীশক্তিতাদাত্ম্যপ্রাপ্ত চিত্তে সত্ত্বগুণের অবস্থান থাকিলেও ভজনপ্রভাবে সে একবারমাত্র শ্রীভগবানের দর্শন লাভ করে। তাহার ফলে তাহার চিত্ত সম্যগ্‌ভাবে শুদ্ধ হয় এবং তাহার এই অবস্থাকে জীবন্মুক্ত অবস্থা বলা যায়। ইহার পূর্বে কর্মার্পণদ্বারা যে চিত্তশুদ্ধি (অবিদ্যামুক্তি) হইয়া থাকে, তাহা আংশিক শুদ্ধি। সম্যগ্‌শুদ্ধির ফলে চিত্ত সত্ত্বগুণপ্রভাব হইতেও মুক্ত হয়। ইহাকে বিদ্যামুক্তি বলা হয়। বিদ্যামুক্তি বা সম্যক্‌ চিত্তশুদ্ধির পরও ভক্তের উৎকণ্ঠা বৃদ্ধি নিমিত্ত ভগবদিচ্ছায় মায়িক সত্ত্বগুণের আভাস তাহার হৃদয়ে থাকিয়া যায়। অবশ্য এই সত্ত্বগুণের আভাস ভজনে কোন বাধা সৃষ্টি না করিয়া ভক্তের আর্তি বা উৎকণ্ঠাবৃদ্ধির সহায়ক হইয়া ভজনের আনুকূল্যই বিধান করিয়া থাকে। সুতরাং ভগবদিচ্ছায় জীবন্মুক্ত পুরুষের হৃদয়ে সত্ত্বগুণের আভাসের যে স্থিতি, তাহা সম্পূর্ণরূপে তাহার ভক্তিবৃদ্ধিরই সহায়ক হয়।

একবার শ্রীভগবানের দর্শনের পর যে জীবন্মুক্তি লাভ করিল সে সিদ্ধভক্ত। কারণ তাহার প্রেমাঙ্কুর লাভ হইয়াছে। এইরূপ ভক্তের যে কষায় বা বাসনা তাহা ভক্তিবাধক না হইয়া ভক্তিসাধকই হয়। এসম্বন্ধে শ্রীল জীবপাদ শ্রীভা: ৫।৮।২৬ শ্লোকের টীকায় শ্রীক্রমসন্দর্ভে যাহা উল্লেখ করিয়াছেন, তাহার মর্ম এইরূপ —"সাধারণ প্রারব্ধ কর্মের শক্তি অত্যন্ত দুর্বল বলিয়া তাহা ভক্তিতে বিঘ্ন করিতে পারে না। কোন প্রাচীন অপরাধাত্মক প্রারব্ধের ফলভোগহেতু ভক্তিতে এইরূপ বিঘ্ন দেখা যাইতে পারে কিংবা ভক্তের উৎকণ্ঠাবৃদ্ধি নিমিত্ত স্বয়ং ভগবানের ইচ্ছায় এইরূপ প্রারব্ধেরও সৃষ্টি হইয়া থাকে।" শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর অপরাধাত্মক প্রারব্ধের কথা উল্লেখ না করিয়া কেবল ভগবদিচ্ছাসৃষ্ট প্রারব্ধের কথাই বলিয়াছেন। তাঁহার মতে প্রারব্ধ দুইপ্রকার; যথা – শোভন ও অশোভন। শোভন প্রারব্ধ সম্পূর্ণরূপে ভক্তের উৎকণ্ঠাবৃদ্ধি নিমিত্ত ভগবদিচ্ছায়ই হইয়া থাকে। চক্ষুর দৃষ্টিশক্তিবৃদ্ধি নিমিত্ত সন্তানকে আপাততঃ কষ্ট দিয়া মাতা তার চক্ষুতে অঞ্জন লেপন করার ন্যায় ভক্তবৎসল শ্রীভগবান্‌ স্বীয় ভক্তের তাঁহার প্রতি উৎকণ্ঠাবৃদ্ধি নিমিত্তই তাঁহার এই শোভন প্রারব্ধ সৃষ্টি করিয়া থাকেন। সুতরাং ইহা ভক্তির সহায়ক, কিন্তু অশোভন প্রারব্ধ জীবের স্বীয় পূর্ব জন্মের কর্মের ফল এবং ইহা ভক্তিতে অন্তরায় সৃষ্টি করে। জীবন্মুক্ত পুরুষের যখন কর্মসংস্কার লোপ হইয়াছে, তখন তাহার আর অশোভন প্রারব্ধ আসিবে কোথা হইতে ? অতএব

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

কেবল ভগবদিচ্ছায় সৃষ্ট শোভন প্রারব্ধই আপাততঃ বাধাদানছলে ভক্তের উৎকণ্ঠাবৃদ্ধিতে সহায়ক হইয়া থাকে। কোন কোন স্থানে প্রাচীন অপরাধাত্মক প্রারব্ধও আপাততঃ ভক্তিতে বাধাদান করিয়া জীবন্মুক্ত পুরুষের আর্তি ও উৎকণ্ঠাবৃদ্ধিতে সহায়ক হইয়া থাকে। অতএব জীবন্মুক্ত পুরুষ যে আবার একবার মায়াকবলিত হইবে, এরূপ বিচার সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক।

(২) নির্ধূতকষায় – নির্ধূতকষায় মহতের নৈষ্ঠিকী ভক্তি ও ধ্রুবানুস্মৃতি থাকে অর্থাৎ অবিচ্ছিন্ন অমৃতধারাবৎ ইষ্টদেবের সুখানুসন্ধানময়ী স্মৃতি থাকে। শ্রীশুকদেব গোস্বামী নির্ধূতকষায় মহতের উদাহরণ। আবির্ভাব কাল হইতেই ইঁহাতে কোনরূপ কষায় বা বাসনা দেখা যায় নাই।

(৩) প্রাপ্তপার্ষদদেহ – সাধকভক্ত সিদ্ধিলাভান্তে শ্রীভগবানের পার্ষদত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এই পার্ষদদেহ অপ্রাকৃত চিন্ময়। সাধকদেহ প্রাকৃত। এই প্রাকৃতদেহে অপ্রাকৃত ভগবৎসেবা সম্পাদিত হইতে পারে না। অতএব যাঁহারা সাধনে সিদ্ধিলাভ করেন, তাঁহারা অপ্রাকৃত পার্ষদদেহ লাভ করিয়া নিত্যকাল শ্রীভগবানের সেবায় নিমগ্ন হন। এই পার্ষদদেহ সম্বন্ধে শ্রীব্রহ্মার উক্তি –

"বসন্তি যত্র পুরুষাঃ সর্বে বৈকুণ্ঠমূর্তয়ঃ।
যেঽনিমিত্তনিমিত্তেন ধর্মেণারাধয়ন্ হরিম্ ॥"
(শ্রীভা: ৩।১৫।১৪)

অর্থাৎ সেই শ্রীবৈকুণ্ঠধামে যাঁহারা বাস করেন, তাঁহারা সকলেই শ্রীহরির ন্যায় মূর্তিবিশিষ্ট (ভগবৎসারূপ্যবান্), তাঁহারা নিষ্কাম ধর্মের দ্বারা শ্রীহরির সেবা করিয়া তথায় বিরাজমান আছেন। 'বৈকুণ্ঠমূর্তয়ঃ' শব্দের টীকায় শ্রীধরস্বামিপাদ লিখিয়াছেন – "বৈকুণ্ঠস্য হরেরিব মূর্তির্যেষাং তে।" যাঁহাদের মূর্তি শ্রীহরির মূর্তির ন্যায় অর্থাৎ সচ্চিদানন্দ। শ্রীল জীবপাদ লিখিলেন – "বৈকুণ্ঠস্য ইব নিত্যানন্দরূপা মূর্তির্যেষাং তে" যাঁহাদের বৈকুণ্ঠ অর্থাৎ শ্রীহরির ন্যায় নিত্যানন্দরূপা মূর্তি তাঁহার। যাঁহার কোন কারণ নাই তিনি অনিমিত্ত; সেই অনিমিত্ত হইলেন শ্রীভগবান্। তিনি সর্বকারণ কারণ বলিয়া তাঁহার কোন কারণ নাই। সেই অনিমিত্ত শ্রীভগবান্ যে ধর্মের নিমিত্ত অর্থাৎ ফল তাহাই ভাগবতধর্ম। সেই ভাগবতধর্মদ্বারা যাঁহারা শ্রীহরির আরাধনা করেন, তাঁহারা বৈকুণ্ঠমূর্তি হইয়া বৈকুণ্ঠে বাস করেন। ইহা শ্রীল জীবপাদের ব্যাখ্যা। 'বৈকুণ্ঠমূর্তয়ঃ' শব্দের টীকায় শ্রীল বিশ্বনাথ চর্কবর্তী ঠাকুর লিখিয়াছেন – "ভগবৎসারূপ্যবন্তঃ' অর্থাৎ শ্রীভগবানের সারূপ্যপ্রাপ্ত মুক্তপুরুষগণ। শ্রীল জীবগোস্বামিপাদ আবার তাঁহার রচিত

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

শ্রীপ্রীতিসন্দর্ভের ১০ম অনুচ্ছেদে উক্ত শ্লোকের টীকায় যাহা উল্লেখ করিয়াছেন তাহার মর্ম এইরূপ — শ্রীভগবানের জ্যোতির অংশভূতা এবং বৈকুণ্ঠলোকের শোভারূপা অনন্তমূর্তি বৈকুণ্ঠে নিত্য বিরাজমান। সেইসব মূর্তির মধ্য হইতে কোন একটি মূর্তিতে শ্রীভগবান্ মুক্ত পুরুষকে প্রবেশ করান। ইহাই তাহার পার্ষদদেহ।

ইহা হইল বৈধভক্তিসাধকের পার্ষদদেহ। শ্রীনারদাদি বৈকুণ্ঠপার্ষদগণের প্রেম ঐশ্বর্যভাবাত্মক। এই ব্রহ্মাণ্ডও ঐশ্বর্যভাবপূর্ণ। তজ্জন্য এই মায়িক ব্রহ্মাণ্ডেই বৈকুণ্ঠ-প্রাপ্তির নিমিত্ত সাধকের সাধন পূর্ণতা লাভ করিতে পারে এবং সে দেহত্যাগের সঙ্গে সঙ্গেই পার্ষদত্ব লাভ করে। অজামিল ও ধ্রুবের সম্বন্ধে সেইরূপ বলা হইয়াছে।

যাঁহারা রাগমার্গে শ্রীকৃষ্ণের ভজন করেন, তাঁহাদের পার্ষদত্বলাভ ভিন্ন প্রকার। ভক্তিসাধক সাধনপ্রভাবে প্রথমে চিত্তশুদ্ধি, তারপর শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মে রতি ও পরিশেষে প্রেমলাভ করিয়া থাকে। সাধক দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য কিংবা মধুর ভাব হইতে যে ভাবাত্মক মহতের সংসর্গে প্রথমে আসে, তাঁহার সান্নিধ্য ও কৃপার ফলে সেই জাতীয় ভাব তাহাতে সঞ্চারিত হয়। সেই ভাবে বিভাবিত হইয়া সে সাধন করে এবং সাধনের পরিপক্ক অবস্থায় সেই জাতীয় প্রেম লাভ করে। জাতপ্রেম ভক্তের প্রেম গাঢ়তা প্রাপ্ত হইয়া স্নেহ, মান, প্রণয়াদি স্তরে উন্নীত হইবার নিমিত্ত ঐশ্বর্যজ্ঞানহীন শুদ্ধমাধুর্যভাবাত্মক পরিবেশের প্রয়োজন, কিন্তু সেই পরিবেশ এই মায়িক ব্রহ্মাণ্ডে নাই। তজ্জন্য যে ব্রহ্মাণ্ডে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার লীলা প্রকট করিয়া থাকেন, সেই ব্রহ্মাণ্ডে যোগমায়া তাহাকে তাহার ভাবোচিত দেহ (সাধক সখ্যরসের উপাসক হইয়া থাকিলে গোপকুমার দেহ ও মধুররসের উপাসক হইয়া থাকিলে গোপকন্যা দেহ) দিয়া গোপীগর্ভে জাত করান। সেস্থানে নিত্যসিদ্ধ শ্রীকৃষ্ণপরিকরগণের সংস্পর্শে তাহার প্রেম গাঢ়তা প্রাপ্ত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের সেবাযোগ্য স্তরে উন্নীত হয়। তখন মৃত্যু না হইলেও ধ্রুবাদির ন্যায় তাহার সেই দেহ সচ্চিদানন্দত্ব প্রাপ্ত হয় এবং সে শ্রীকৃষ্ণের নিত্যলীলায় প্রবেশ করে। ইহাই রাগমার্গীয় সাধকের পার্ষদত্বপ্রাপ্তি।

কোন ভক্তিসাধকের দেহত্যাগের পর অনেকে তাহাকে নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট বলেন, কিন্তু এইরূপ বিচার শাস্ত্র বা মহাজনানুমোদিত নহে। কারণ রাগমার্গীয় সাধকের দেহত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে পার্ষদত্বপ্রাপ্তি হয় না, আর যে একটি জন্ম অপেক্ষা করিতে হয়, তাহা উপর্যুক্ত বিচার হইতে জানা যায়। শ্রীউজ্জ্বলনীলমণির হরিপ্রিয়া প্রকরণস্থ ৪৯-৫১ শ্লোকের শ্রীমদানন্দচন্দ্রিকা টীকায় শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের বর্ণনাকে আধার করিয়া আমি তোমাকে একথা বলিলাম। ইহা আমার মনঃকল্পিত নহে।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

প্রেমের পুরুষার্থতা কি শাস্ত্রে আছে ?

কেশব – আজ্ঞে, সনাতনধর্মশাস্ত্রে ত কেবল ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ – এই চারটি পুরুষার্থের কথা আছে। প্রেমের কথা ত কোন স্থানে নাই। আপনি এই প্রেমের কথা পাইলেন কোথা হইতে ?

শ্রীহরিদাস – ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ – এই চারটি পুরুষার্থের কথা পুরাণে বর্ণিত হইয়াছে। "ধর্মার্থকামমোক্ষাশ্চ পুরুষার্থা উদাহৃতাঃ।" (অগ্নিপুরাণ)। এই চারি পুরুষার্থ জীবের স্বীয় স্বার্থসিদ্ধিনিমিত্তই উদ্দিষ্ট। অতএব ইহা শ্রেষ্ঠ পুরুষার্থ নহে। যে পুরুষার্থের ফল সর্বতোভাবে সেব্য শ্রীভগবানের প্রীতিনিমিত্ত উদ্দিষ্ট, তাহাই শ্রেষ্ঠ পুরুষার্থ। এই শ্রেষ্ঠ পুরুষার্থের নাম হইল প্রেম। এই প্রেমের কথা শ্রীমদ্ভাগবতে উল্লিখিত আছে। শ্রীরূপপাদও শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে (১।৪।২-৩) এই প্রেমের স্বরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

শ্রীকৃষ্ণকে ভাল বাসিলে তিনি কত খুসী হইবেন, এই ভাব হৃদয়ে পোষণ করিয়া তাঁহার প্রীতিবিধানের যে বাসনা, তাহাই প্রেম। শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রভুও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে (আদি ৪।১৪১) উল্লেখ করিয়াছেন – "আত্মেন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছা তারে বলি 'কাম'। কৃষ্ণেন্দ্রিয়প্রীতি ইচ্ছা ধরে 'প্রেম' নাম ॥" অর্থাৎ নিজ সুখসাধন-নিমিত্ত যে বাসনা তাহা 'কাম' ও শ্রীকৃষ্ণের সুখসাধননিমিত্ত যে বাসনা তাহা 'প্রেম'। অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণসুখৈকতাৎপর্যময়ী সেবাবাসনার নাম হইল প্রেম।

আমার মনে হয় প্রেম জিনিষটা কি তুমি বর্তমান ভালভাবে বুঝিতে পারিলে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুই প্রথমে এই জগতে প্রেমের বিষয় প্রচার করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ শ্রীভগবদ্গীতায় যেসব শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন তাহার ফল জীবের মোক্ষরূপ স্বার্থসিদ্ধিনিমিত্তই উদ্দিষ্ট। প্রেমের কথা তিনি শ্রীভগবদ্গীতায় বলেন নাই। কেবল শ্রীমদ্ভাগবত হইতে জানা যায় যে, শ্রীকৃষ্ণ ব্রজগোপীগণের তাঁহার প্রতি স্বসুখবাসনা-গন্ধলেশশূন্য বিমল প্রেম আস্বাদন করিয়া তাঁহাদের নিকট নিত্যকাল অপরিশোধ্য ঋণে ঋণী বলিয়া নিজকে অভিমান করিয়াছেন।

ইহা হইতে স্পষ্ট সূচিত হয় যে, প্রেমের মূলে রহিল স্বার্থত্যাগ। প্রেমিক ভক্ত শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিনিমিত্ত স্বীয় স্বার্থকে কিরূপে জলাঞ্জলি দিতে পারে, ইহা পূর্বেই বলিয়াছি। এই স্বার্থত্যাগহেতুই ভক্ত শ্রীকৃষ্ণের প্রতি গাঢ় মমতাযুক্ত হইয়া তাঁহার খুব নিকটবর্তী হইয়া থাকে এবং শ্রীকৃষ্ণও ভক্তের তাঁহার প্রতি অচিন্তনীয় স্বার্থত্যাগে অভিভূত হইয়া তাহার অধীন হইয়া যান।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

শ্রীগৌরহরিই আচণ্ডাল সকলকে এরূপ কি বন্য পশুপক্ষী ও বৃক্ষলতা প্রভৃতিকেও নির্বিচারে বিনাসাধনে প্রেম দিয়া গেলেন। তাঁহার কৃপায় আজ জগদ্‌বাসী প্রেম কি বস্তু তাহা উপলব্ধি করিতে পারিল। সুতরাং এই প্রেমই সর্বপুরুষার্থসার এবং ইহা শ্রীগৌরহরিরই ঐ জগৎকে অপূর্ব দান।

ভজনরহস্য

কেশব! শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দ ও তাঁহার নিজজনগণ কিরূপ বিনাসাধনে সকলকে প্রেম দিয়া গেলেন, সেই কথা সর্বক্ষণ তোমার স্মৃতিপথে রাখিতে হইলে প্রত্যহ শ্রীচৈতন্যভাগবত ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মনোযোগ সহকারে পাঠ কর। মনোযোগ সহকারে পাঠ করিলে তাঁহাদের চরিত ও গুণাবলী আস্বাদনীয় হইবে। তখন তাঁহাদের অপার করুণার কথা তোমার স্মৃতিপথে বিরাজমান রহিয়া সেই কৃপাকণালাভআশায় তোমার হৃদয়কে বিগলিত করিবে এবং ব্যাকুল হৃদয়ে তাঁহাদিগকে ডাকিতে স্বতঃ প্রবৃত্তি জাগিবে। চক্ষুজলে বক্ষ সিক্ত করিয়া সতত ব্যাকুল হৃদয়ে তাঁহাদিগকে ডাকিলে তাঁহাদের হৃদয় বিগলিত হইয়া যাইবে এবং তাঁহারা স্বতঃ তোমার মঙ্গল চিন্তা করিবেন। যখন তুমি তোমার আর্তিযুক্ত প্রার্থনাদ্বারা তাঁহাদের হৃদয়ে তোমার মঙ্গলচিন্তা জাত করাইতে পারিবে, তখন জানা যাইবে যে, তোমার সাধন ঠিক রাস্তায় আছে এবং তোমার মঙ্গললাভ অর্থাৎ প্রেমলাভ অবশ্যম্ভাবী। ইহাই ভজনরহস্য।

শুদ্ধভক্তির প্রচার

কেশব – শুদ্ধভক্তিবিষয়ে যেসব অমূল্য সিদ্ধান্ত আপনি বলিতেছেন, সেবিষয়ে ত সকলে জানেন না। আমার বিচারে একটি সংঘ গঠন করিয়া সে বিষয় রীতিমত প্রচার করিলে লোকে শুদ্ধভক্তিসম্বন্ধে জানিয়া তৎপ্রতি আগ্রহী হইবেন।

শ্রীহরিদাস – শুদ্ধভক্তি হ্লাদিনীশক্তির বৃত্তি। ইহা শ্রীহ্লাদিনীদেবী কিংবা তাঁহার নিজজনের কৃপায় ভাগ্যবান্ জীবের হৃদয়ে সঞ্চারিত হইয়া থাকে। সুতরাং কেবল ভাগ্যবান্ জীবই শুদ্ধভক্তিসম্বন্ধে শুনিলে তাহা গ্রহণ করিতে পারে এবং তদনুযায়ী আচরণে প্রবৃত্ত হইতে পারে। অতএব যে ভাগ্যবান্ নহে তাহার নিকট শুদ্ধভক্তির কথা বলিলেও তাহার হৃদয়রূপ আধার তাহা গ্রহণ করিতে উপযুক্ত নহে বলিয়া সে তাহা গ্রহণ করিতে পারে না এবং যদিও গ্রহণ করে, বিকৃতরূপেই করিয়া থাকে। ভাগ্যবান্ বলিতে যাদৃচ্ছিক মহৎসঙ্গহেতু ভগবৎকথায় জাতশ্রদ্ধ ব্যক্তিকেই বুঝায়। এই কথা শ্রীকৃষ্ণ "যদৃচ্ছয়া মৎকথাদৌ" (শ্রীভা: ১১।২০।৮)

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

শ্লোকে শ্রীউদ্ধবকে বলিয়াছেন। শ্রীল রূপপাদও শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে (১।৪।১৫) শ্রীভক্তিসাধনের ক্রম উল্লেখ করিতে গিয়া বলিয়াছেন – "আদৌ শ্রদ্ধা ততঃ সাধুসঙ্গোঽথ ভজনক্রিয়া। ততোঽনর্থনিবৃত্তিঃ স্যাত্ততো নিষ্ঠারুচিস্ততঃ ॥" ইহার দুর্গমসঙ্গমনী টীকায় "আদৌ শ্রদ্ধা"র অর্থ শ্রীজীবপাদ এইরূপ উল্লেখ করিয়াছেন – "আদৌ প্রথমে সাধুসঙ্গ-শাস্ত্রশ্রবণদ্বারা শ্রদ্ধা তদর্থবিশ্বাসঃ। ততঃ প্রথমানন্তরং দ্বিতীয়ঃ সাধুসঙ্গো ভজনরীতি-শিক্ষানিবন্ধনঃ। নিষ্ঠা তত্রাবিক্ষেপেণ সাতত্যম্।" অর্থাৎ প্রথমে সাধুসঙ্গ ও সাধুর শ্রীমুখ হইতে শাস্ত্রশ্রবণদ্বারা তদর্থে যে বিশ্বাস, তাহাকেই শ্রদ্ধা বলা যায়। তারপর দ্বিতীয়বার যে সাধুসঙ্গ হয়, তাহা হইতে ভজনের প্রণালী সম্বন্ধে শিক্ষালাভ হয়। ভজনপ্রণালী বলিতে নিঃস্বার্থ হইয়া কেবল শ্রীবিষ্ণুর প্রীতিনিমিত্ত দেহযাত্রা-নির্বাহ হইতে আরম্ভ করিয়া ভক্ত্যঙ্গ যাজন পর্যন্ত যাবতীয় অনুষ্ঠানকে বুঝায়। কিন্তু তখন জীবের ইন্দ্রিয় প্রাকৃত (রজস্তমোগুণাবৃত) থাকায় ভগবৎসুখচিন্তা বা প্রীণনের স্বরূপ ঠিক ঠিক উপলব্ধির বিষয় হয় না। তজ্জন্য তাহার সেই প্রীণন প্রীণনাভাস বা ভক্ত্যাভাসে পরিণত হইয়া যায়। তাহাকেই কর্মার্পণ বা সাধনক্রিয়া বলা হয়। ভগবদধিষ্ঠানজ্ঞানে সকল প্রাণীকে সম্মান দিয়া এই কর্মার্পণ করিলে ক্রমশঃ রজস্তমোগুণ দূর হয়। তখন অনর্থনিবৃত্তি অর্থাৎ ভক্তির প্রতিবন্ধক যাবতীয় বাসনার নিবৃত্তি হইয়া যায়। সেই অবস্থায় নিরন্তর বিক্ষেপশূন্য হইয়া ভগবৎ সুখচিন্তায় মনোনিবেশ সম্ভব হয়। ইহাকেই শুদ্ধভক্তির সাধন বলা হয়।

কেবল ভক্তি কেন, সকল অনুষ্ঠানের মূলই হইল বাসনা। কোন কার্য করিবার পূর্বে সেই কার্যের বাসনা প্রথমে উদিত হয় এবং সেই বাসনাই পরবর্তিকালে জীবকে কর্মে প্রবৃত্ত করায়। তুমি যে শুদ্ধভক্তি প্রচারের কথা বলিলে এই প্রচারের একমাত্র ফল হইবে প্রচার্য বস্তু সম্বন্ধে জীবহৃদয়ে বাসনার সৃষ্টি। বক্তার উচ্চারিত শব্দের মাধ্যমেই তাহার হৃদয়ের ভাব শ্রোতার হৃদয়ে সঞ্চারিত হইয়া থাকে। বক্তা যদি সরাগ হইয়া থাকে অর্থাৎ যদি অনর্থমুক্ত না হইয়া থাকে, তবে তাহার হৃদয়ে কদাপি ভগবৎসুখচিন্তার উদয় সম্ভব নহে। অতএব তাহা হইতে ভগবৎ কথা শুনিলে শ্রোতার হৃদয়ে নির্গুণা ভক্তির প্রাণস্বরূপ ভগবৎসুখচিন্তার উদয় হইবে কিরূপে ? সে তামসী, রাজসী কিংবা খুব বেশী হইলে সাত্ত্বিকীরূপা সগুণা ভক্তির প্রতি আকৃষ্ট হইতে পারে। এদিকে বক্তা যদি নীরাগ অর্থাৎ অনর্থমুক্ত বা জাতরতি হইয়া থাকে, তবে তাহার হৃদয়ে শুদ্ধভক্তিবাসনা থাকিলেও শ্রোতা যদি ভাগ্যবান্ (যাদৃচ্ছিক মহৎকৃপাহেতু ভগবৎকথায় শ্রদ্ধাবান্) না হয় তাহা হইলে উক্ত নীরাগ বক্তার কথাও সে ঠিক ঠিক গ্রহণ করিতে

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

পারিবে না। অবশ্য কোন কোন ক্ষেত্রে মহতের উপদেশ গ্রহণের যোগ্যতা না থাকিলেও তাঁহার বিশেষ কৃপায় জীব তাহা গ্রহণ করিতে পারে। যেরূপ ব্যাধ, নলকূবর ও মণিগ্রীব প্রভৃতির প্রতি শ্রীনারদের বিশেষ কৃপা। তিনি দেবর্ষি হইলেও তাঁহার এই বিশেষ কৃপা দেবতাগণের প্রতি ছিল না বলিয়া তাহারা তাঁহার কৃপার পাত্র হইতে পারিলেন না। পক্ষান্তরে কঠিনহৃদয় ব্যাধ এবং বেশ্যাসক্ত ও মদমত্ত নলকূবর ও মণিগ্রীব তাঁহার কৃপার পাত্র হইতে পারিলেন। এস্থানে তিনি তাহাদিগকে ভগবৎকথা বলেন নাই। কেবল তাঁহার শুভদৃষ্টিপাতহেতুই তাহাদের হৃদয়ে ভক্তিবাসনা জাগ্রত হইল। ইহা সাধারণ নিয়ম নহে। সাধারণতঃ নীরাগবক্তার কথা ভাগ্যবান্ জীবহৃদয়ে প্রবেশ করিয়া তাহাতে ভক্তিবাসনা সৃষ্টি করিয়া থাকে।

সুতরাং যে নীরাগ অর্থাৎ শ্রীবিষ্ণুকে সেবা করিয়া সর্বতোভাবে সুখী করিবার বাসনা বা ভক্তিবাসনা যাহার হৃদয়ের একমাত্র সম্পত্তি, কেবল সেই তাহার উচ্চারিত হরিকথার মাধ্যমে সেই বাসনা শ্রোতার হৃদয়ে সঞ্চার করিতে পারে। এ সম্বন্ধে শ্রীগৌরহরি শ্রীরূপপাদকে এইরূপ উপদেশ দিয়াছেন—

"ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান্ জীব।
গুরু-কৃষ্ণ-প্রসাদে পায় ভক্তিলতাবীজ॥"
(শ্রীচৈ:চ:মধ্য ১৯।১৩৩)

অর্থাৎ ভাগ্যবান্ জীবই মহৎকৃপা হইতে ভক্তিলতাবীজ অর্থাৎ ভক্তিবাসনা লাভ করে।

তুমি যে সংঘ গঠনের কথা বলিলে, তাহাতে সকলেই নীরাগবক্তা রহিলে ত হইবে, কিন্তু নীরাগবক্তার সংখ্যা জগতে বিরল। আবার ভগবদিচ্ছায় কোন সময়ে নীরাগবক্তা এ জগতে আসিলেও নীরাগশ্রোতা অর্থাৎ ভাগ্যবান্ শ্রোতা তাঁহা হইতেও বিরল।

এই উদ্দেশ্যে এ জগতে যত সঙ্ঘের সৃষ্টি হইয়াছে, তুমি একটু বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে জানিতে পারিবে যে, সে সকলের মধ্যে অধিকাংশই সরাগ অর্থাৎ তাহাদের প্রচারের মাধ্যমে ধন, জন কিংবা প্রতিষ্ঠাদি যেকোন আকারেই হউক নিজের জন্য কিছু সংগ্রহ করিতে তাহারা ব্যগ্র। শ্রীভগবানের সুখচিন্তা তাহাদের হৃদয়ে নাই কিংবা থাকাও সম্ভব নহে। শ্রীভগবানের সুখচিন্তাকেই ভক্তির প্রাণ বলিয়া শ্রীজীবপাদ শ্রীভক্তিসন্দর্ভে (২২৪তম অনু:) উল্লেখ করিয়াছেন। সুতরাং যে অনুষ্ঠানে ভক্তির প্রাণস্বরূপ ভগবৎসুখচিন্তা নাই, তাহা কদাপি ভক্তি হইতে পারে না কিংবা এইরূপ ভক্তিহীন সঙ্ঘদ্বারা প্রচারিত ভগবৎকথা কখনও কাহাকে ভক্তিপ্রতি আকৃষ্ট করিতে পারে না।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

কেশব – শ্রীগৌরহরির প্রচারিত নামসঙ্কীর্তনধর্ম পূর্বে কেবল ভারতবর্ষে সীমাবদ্ধ ছিল। বর্তমান ত পৃথিবীর অধিকাংশ দেশে এই নামসঙ্কীর্তনের বন্যা প্রবাহিত হইতেছে। যাহারা মদ্যমাংস ভক্ষণ ও বিলাসব্যসনে ডুবিয়া থাকিতেন তাহারা ত সেসব সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করিয়া বৈষ্ণবসদাচারপালনপূর্বক খুব সরল ও নিরাড়ম্বর জীবন যাপন করিয়া শ্রীহরিনামগ্রহণে ব্রতী হইয়াছেন। কোন লোক হইতে শুনিবার পর ত তাহাদের এই পরিবর্তন হইয়াছে এবং তাহারা মদ্যমাংসভক্ষণ ও বিলাসব্যসন হইতে নিজকে বহুদূরে রাখিতে পারিয়াছেন। ইহা কি শ্রীহরিকথা শ্রবণের প্রভাব নহে ?

শ্রীহরিদাস – (হাসিয়া হাসিয়া বলিলেন) কেশব ! তুমি যাহা বলিলে তাহা কেবল বাহিরের চাকচিক্যকে লক্ষ্য রাখিয়াই বলিয়াছ, কিন্তু ভক্তির প্রাণস্বরূপ ভগবৎ-সুখচিন্তা যাহার হৃদয়ে নাই, তাহার তথাকথিত ত্যাগ, তপস্যা, সদাচারপালন ও ভক্তির অনুষ্ঠান যে নিরর্থক ইহা পূর্বেই বলিয়াছি। অবশ্য অন্তরে তাহাদের ভগবৎসুখচিন্তা আছে কিনা তাহা ত বাহিরে জানা সম্ভব নহে। তাহাদের ভগবৎসুখচিন্তা নাই বলিয়া আমি বলিতেছি না। যদি থাকে তাহা প্রমাণিত হইবে শ্রীভগবানের প্রীতিনিমিত্ত তাহাদের যাবতীয় স্বার্থত্যাগ হইতে। ইহাই ভক্তির মাপকাঠি। আর যদি না থাকে, তবে এইসব সঙ্ঘ জীবকে স্থায়ী ও বাস্তব মঙ্গলের পথ প্রদর্শন করিতে পারিবে না বলিয়া শ্রীল পুরীদাস গোস্বামী ঠাকুর বহুপূর্বে (১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দে) ভবিষ্যৎবাণী শুনাইয়া বলিয়াছেন – "কৃষ্ণশক্তি ব্যতীত, স্বরূপশক্তির নিজজন বা হ্লাদিনীশক্তির দূত ব্যতীত অন্য কেহ প্রচারক বা গুরুপদবাচ্য হইতে পারে না। প্রভুত্বপিপাসায় প্রমত্ত হইয়া কেহ কেহ হাউইবাজির ন্যায় তাহাদের তথাকথিত ভক্তিকথা প্রচারদ্বারা সাময়িকভাবে লোকের চক্ষু ঝলসাইয়া দিতে পারে এবং কিছু সময়ের জন্য লোকসমাজকে চমৎকৃত ও ঐশ্বর্যদ্বারা অভিভূত করিয়া দলপুষ্টি করিতে পারে, কিন্তু সেই দল ও সেই ঐশ্বর্যের চাকচিক্য কর্পূরের ন্যায় অচিরেই লয়প্রাপ্ত হইবে। প্রভুত্বপিপাসামূলে যে প্রচারের জয়যাত্রা বা অভিযান, তাহা কখনও জীবকে স্থায়ী বা বাস্তব মঙ্গলের পথ প্রদর্শন করিতে পারে না। সেই প্রচারের অভিযানের মধ্যে শ্রীবিষ্ণুর সুখচিন্তা ব্যতীত কেবল পরের মত খণ্ডন করিয়া নিজমতবাদ স্থাপনের চেষ্টা, অশাস্ত্রীয় সিদ্ধান্তকে শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্তরূপে স্থাপনের প্রয়াস এবং লোকের হৃদয়কে জয় করিবার পরিবর্তে মস্তিষ্কের যুক্তিদ্বারা অন্যের মুখ বন্ধ করিবার কৌশল, ভগবদধিষ্ঠানজ্ঞানে সর্বভূতাদরের পরিবর্তে পরের অভ্যুদয়ের প্রতি নিরর্থক হিংসা ও অন্যসকলকে হেয় জ্ঞান করিয়া নিজকে ও নিজের সঙ্ঘকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া স্থাপন করিবার মনোবৃত্তিই পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। হাউইবাজি যেরূপ ফস্ করিয়া উপরে উঠিয়া গিয়া সঙ্গে সঙ্গে আকাশকে ঝলসাইয়া দেয় এবং

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

তারপর সব অন্ধকার, সেইরূপ এই প্রচারের স্থিতি খুব ক্ষণস্থায়ী। রজোগুণের প্রচারকে 'শুদ্ধভক্তিপ্রচার' নাম দিয়া বহির্মুখ লোকবঞ্চনা ও তৎ সঙ্গে সঙ্গে অনেক অনভিজ্ঞ সত্যপিপাসু ব্যক্তিকে বিপথগামী করার পরিবর্তে এইরূপ প্রচার হইতে বিরত থাকাই অধিকতর মঙ্গলকর।" শ্রীল পুরীদাস গোস্বামী ঠাকুরের এই বাণী হইতে রজস্তমোগুণাবিষ্ট অন্যাভিলাষী ব্যক্তিগণের দ্বারা গঠিত সঙ্ঘ যে কখনও তাহার তথাকথিত ভক্তিপ্রচারদ্বারা কাহারও হৃদয়ে ভগবৎসুখচিন্তার উদয় করাইতে পারিবে না, ইহা উপলব্ধ হয়। অতএব এইরূপ সঙ্ঘদ্বারা জগতের মঙ্গলের পরিবর্তে অধিক অমঙ্গলই হইবে।

শ্রীল পুরীদাস গোস্বামী ঠাকুরের এই উক্তির সহিত শ্রীল রূপপাদের "উৎপন্নরতয়ঃ .... সাধকাঃ পরিকীর্তিতাঃ।" (শ্রীভ:র:সি: ২।১।২৭৬) উক্তির যথেষ্ট সামঞ্জস্য রহিয়াছে। অর্থাৎ কেবল জাতরতি ব্যক্তিই ভক্তিসাধকরূপে গণ্য। সুতরাং সেই জাতরতি ব্যক্তিই গুরু হইবার যোগ্য। এইপ্রকার ব্যক্তির শুদ্ধভক্তিসম্বন্ধীয় উপদেশ অবশ্য ভাগ্যবান্ শ্রোতার হৃদয়গ্রাহী হইবে অর্থাৎ তাহার উপদেশমাধ্যমে তাহার হৃদয়ের ভগবৎসুখানুসন্ধানসম্বন্ধীয় অনুভূতি ভাগ্যবান্ শ্রোতাহৃদয়ে সঞ্চারিত হইবে। তখন সে শ্রীভগবানের প্রীতিনিমিত্ত তাহার যাবতীয় স্বার্থকে তিলে তিলে জলাঞ্জলি দেওয়ার বাসনা লাভ করিয়া দৃঢ়ভাবে ভক্তিসাধনে প্রবৃত্ত হইবে। ইহাকেই যথার্থ শুদ্ধভক্তির প্রচার বলা যায়।

শুদ্ধভক্তিসম্বন্ধে শ্রীল জীবপাদ "শ্রবণং কীর্তনং বিষ্ণোঃ .... তন্মন্যেঽধীত-মুত্তমম্॥" (শ্রীভা: ৭।৫।২৩-২৪) শ্লোকের টীকায় শ্রীক্রমসন্দর্ভে ও শ্রীভক্তিসন্দর্ভের ১৬৯তম অনুচ্ছেদে যাহা উল্লেখ করিয়াছেন তাহার মর্ম এইরূপ – "ভক্তি হইতেছে শ্রীভগবানের ভজন। ভক্তীতর কোন ঐহিক বা পারলৌকিক সুখবাসনা হৃদয়ে না রাখিয়া শ্রীভগবানে মনোনিবেশই এই ভজন।"

শ্রীরূপপাদও শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে (১।১।১১) উল্লেখ করিয়াছেন – "আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা।" আবার শ্রীমদ্ভাগবতে (৩।২৯।১১-১৪) শ্রীকপিলদেবের উক্তিতে 'অবিচ্ছিন্না মনোগতি' ও 'অহৈতুকী' শব্দের উল্লেখদ্বারা শ্রীভগবানের সুখানুসন্ধান নিমিত্ত তাঁহার প্রতি যে অবিচ্ছিন্না মনোগতি, তাহাকেই নির্গুণা ভক্তির প্রাণ বলা হইয়াছে।

যে সঙ্ঘের সভ্যগণের শ্রীবিষ্ণুর সুখানুসন্ধান নিমিত্ত তাঁহার প্রতি অবিচ্ছিন্না মনোগতি নাই, তাঁহার সুখের আনুকূল্যে সমস্ত অনুষ্ঠান করিবার প্রবৃত্তি নাই, তাহাদের

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

হৃদয় যে স্বস্বার্থসিদ্ধিচিন্তায় পরিপূর্ণ, ইহা বলা নিষ্প্রয়োজন। অতএব তাহাদের প্রচারিত তথাকথিত ভক্তিবিষয়ক কথাদ্বারা তাহাদের হৃদয়ের এই অন্যাভিলাষ যে শ্রোতার হৃদয়ে সঞ্চারিত হইয়া তাহাকে শুদ্ধভক্তিপ্রতি আকৃষ্ট করিবার পরিবর্তে ভক্তিপথচ্যুত করিয়া দিবে, ইহাতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই। ইহা এক বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত। প্রাকৃত মেধাদ্বারা ইহা বোধগম্য নহে।

প্রিয়শ্রবা শ্রীবিষ্ণুর কর্ণেন্দ্রিয়ের সুখবিধান নিমিত্ত যে কীর্তন, তাঁহার পরিপূর্ণ স্বার্থসাধন নিমিত্ত যে কীর্তন, অদ্বিতীয় শ্রবণেন্দ্রিয়লম্পট যেভাবে যাহা শ্রবণ করিয়া সুখী হইবেন, সেই ভাবে যে কীর্তন, তাহাই যথার্থ কীর্তনপদবাচ্য। সেইরূপ কীর্তনকারীই যথার্থ শুদ্ধভক্তির প্রচারক এবং তাঁহার কথাই শ্রোতার হৃদয়ে রেখাপাত করিয়া শ্রীবিষ্ণুর প্রীতির উদ্দেশ্যে তাহার সমস্ত স্বার্থকে তিলে তিলে জলাঞ্জলি দিতে প্ররোচিত করিবে। এতদ্ব্যতীত সাময়িক স্বার্থসিদ্ধি, অনর্থনিবৃত্তি, শান্তি, সুকৃতি, মুক্তি কিংবা অন্য কোন উদ্দেশ্য অর্থাৎ অন্যাভিলাষের বশবর্তী হইয়া যে কীর্তন, তাহা ভক্তিযোগপদবাচ্য নহে। সেইরূপ যে সঙ্গ শ্রীবিষ্ণুর নয়নোৎসব, তাঁহার কর্ণোৎসব, ঘ্রাণোৎসব, রসনোৎসব ও স্পর্শনোৎসব উৎপন্ন না করে এবং অনুক্ষণ তাঁহার সুখচিন্তায় আবিষ্ট ও অভিনিবিষ্ট না থাকে, সেইরূপ সঙ্গ নৈষ্ঠিক চরিত্রবানের সঙ্গ, আত্মানাত্মবিচারপরায়ণ ব্যক্তিগণের সঙ্গ ও অনর্থনিবৃত্তিনিমিত্ত সচেষ্ট সাধকগণের সঙ্গ হইলেও তাহা শুদ্ধভক্তিসঙ্গ নহে কিংবা এইরূপ সঙ্গ অন্যের হৃদয়ে কখনও শ্রীবিষ্ণুর প্রীতিনিমিত্ত নিজের সমস্ত স্বার্থকে জলাঞ্জলি দেওয়ার প্রেরণা সঞ্চার করিতে পারে না। শ্রীভগবানের অবতারকালেই তাঁহার সঙ্গে তাঁহার পরিকরগণ এ জগতে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। তখন জগদ্বাসীর সেই ভগবৎপরিকররূপী শুদ্ধভক্তগণের সঙ্গলাভের সৌভাগ্য হইয়া থাকে। অভিন্নব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীগৌরহরি যখন এই ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তখন তাঁহার পরিকরসঙ্গও এ জগতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন এবং জগদ্বাসী শুদ্ধভক্তসঙ্গ দর্শনের সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন। পরবর্তিকালে যখন শ্রীশ্রীনিবাসাচার্য প্রভু, শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর ও শ্রীশ্যামানন্দ প্রভু প্রমুখ ব্রজপরিকরগণ এ জগতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তখনও জগদ্বাসী শুদ্ধভক্তসঙ্গ দর্শনের সৌভাগ্য পাইয়াছিলেন এবং তাঁহাদের সংসর্গে আসিয়া প্রেমলাভ করিয়াছিলেন। এইরূপ সঙ্গ শ্রীকৃষ্ণের নয়নোৎসব, কর্ণোৎসব, ঘ্রাণোৎসব, রসনোৎসব ও স্পর্শনোৎসবের অনুসন্ধানে সতত আবিষ্ট থাকিত। ইঁহাদের সংস্পর্শে যে আসিত বা ইঁহারা যাহার মঙ্গল কামনা করিতেন, ইঁহাদের সেই ইষ্টসুখানুসন্ধানাবেশ তাহার হৃদয়েও তৎক্ষণাৎ সঞ্চারিত হইয়া যাইত। সেখানে আর প্রচারের আবশ্যকতা ছিল না।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

অতএব শুদ্ধভক্তির বিষয় অন্যান্য জাগতিক বিষয়ের ন্যায় সাধারণ লোক বা তথাকথিত মেধাবী লোকের দ্বারা প্রচার্য নহে। ইহার প্রচারধারা সম্পূর্ণ ভিন্ন। মহৎকৃপায় এই বিষয়ক অনুভূতি যাহার হৃদয়ে সঞ্চারিত হইয়াছে, কেবল সেই ব্যক্তিই তাহার কথাদ্বারা তাহার হৃদয়ের সেই অনুভূতি ভাগ্যবান্ জীবহৃদয়ে সঞ্চার করিতে পারে।

প্রতিশোধ

কেশব – আমার একজন বন্ধু বৃন্দাবনে গিয়াছিলেন। তিনি সেখান হইতে ফিরিয়া যেসব স্থান দর্শন করিলেন তাহা বলিতে বলিতে কথাপ্রসঙ্গে মুসলমান রাজত্বসময়ে তাহাদের দ্বারা যেরূপভাবে সেখানকার মন্দিরসব ভাঙ্গা হইয়াছে খুব বিষণ্ন হৃদয়ে তাহা বর্ণনা করিলেন। এইরূপ হীন কার্যের প্রতিরোধ করিতে কি কেহ ছিলেন না ? তাহারা কিরূপে এই নারকীয় কাণ্ড ঘটাইলেন ? তাঁহা হইতে এই কথা শোনামাত্রই মুসলমানদের প্রতি আমার হৃদয়ে ভীষণ ঘৃণা ও বিদ্বেষ ভাব জাগ্রত হইয়াছে। আমাদের দেশের ধর্মসংস্থাসকল এইরূপ কার্যের তীব্র প্রতিবাদ করার সঙ্গে সঙ্গে ইহার প্রতিকারের একটি ব্যবস্থা করা উচিত বলিয়া আমি মনে করিতেছি। এ বিষয়ে আপনার মত কি কৃপা করিয়া জানাইলে কৃতার্থ হইব।

শ্রীহরিদাস – এ বিষয়ে কি প্রতিকার করা যাইতে পারে বলিয়া তুমি মনে করিতেছ ?

কেশব – তাঁহারা যেরূপ আমাদের মন্দির ভাঙ্গিলেন আমরাও সেইরূপ সুযোগ পাইলে তাহাদের মস্‌জিদ্ ভাঙ্গিব নচেৎ অন্য উপায়ে তাহাদিগকে দণ্ডিত করিয়া তাহাদের ঘৃণ্য কার্যের প্রতিশোধ লইব।

শ্রীহরিদাস – এই প্রতিশোধদ্বারা তুমি তাহাদের কিছু মঙ্গল করিবে না তোমার হৃদয়স্থ তমোগুণের দাসত্ববন্ধন দৃঢ় করিবে ?

কেশব – তাঁহারা যখন দোষী, তখন অবশ্যই দণ্ডযোগ্য। এরূপ অবস্থায় তাহাদের মঙ্গলচিন্তার আবশ্যকতা আসিল কোথা হইতে ?

শ্রীহরিদাস – মনে কর তোমার পুত্র একটি গর্হিত কার্য করিয়াছে, তজ্জন্য তুমি কি কেবল তাহাকে দণ্ড দিবে না তাহার মঙ্গল কামনাও করিবে ?

কেশব – সে যখন আমার পুত্র, তখন তাকে দণ্ড না দিয়া তাহার মঙ্গল কামনা করাই আমার কর্তব্য।

শ্রীহরিদাস – তুমি বোধ হয় তোমার পুত্রের দেহকেই তোমার পুত্র বলিয়া বিচার করিতেছ। এই ভ্রমাত্মক বিচারই সকল ভ্রষ্টাচারের মূল কারণ। যে দেহ জড় অর্থাৎ

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

বিনাশশীল, তাহার সঙ্গে কি কোন সম্পর্ক স্থাপন করা যাইতে পারে? আত্মা(শ্রীভগবানের অণুচিৎ অংশ)ই আমার প্রকৃত স্বরূপ। দেহ তাহার একটি পোষাক মাত্র। কি হিন্দু, কি মুসলমান, কি খ্রীষ্টিয়ান, কি বৌদ্ধ, কি জৈন, কি পশুপক্ষী-কীটপতঙ্গ — আত্মাই সকলের স্বরূপ এবং ইহা এক ও অভিন্ন। পরমাত্মা সাক্ষিরূপে প্রত্যেক জীবহৃদয়ে অবস্থান করিতেছেন। জীবাত্মা বিভিন্নপ্রকার কর্ম করিয়া তাহার ফল ভোগ করিতে আবার কর্মানুরূপ একটি দেহ ধারণ করিয়া জন্ম লইতেছে। পরমাত্মা কিন্তু নির্লিপ্তভাবে কেবল জীবের প্রত্যেক কর্মের সাক্ষিরূপে বিদ্যমান রহিয়াছেন এবং তাহার কর্মানুরূপ ফলভোগের ব্যবস্থাও করিতেছেন।

তোমার বিচারে মুসলমানগণের আত্মা ও হিন্দুগণের আত্মা কি পৃথক্? মুসলমানগণের হৃদয়ে কি তাহাদের প্রত্যেক কর্মের সাক্ষিরূপে পরমাত্মা অবস্থান করিতেছেন না? যদি হিন্দু ও মুসলমান উভয়ের আত্মা এক এবং তাহাদের হৃদয়স্থ পরমাত্মাও এক, তবে এ ভেদবিচার কেন? তোমার পুত্রের প্রতি কেন কোমল মনোভাব এবং মুসলমানগণের প্রতি কেন কঠোর মনোভাব? ইহা কি বিজ্ঞতা না অজ্ঞতা?

তোমাকে পূর্বেই বলিয়াছি যে, অনাদি ভগবদ্বিমুখতাহেতু অনিত্যবস্তু দেহে আত্মবোধই জীবের মায়াগ্রস্ত হইবার একমাত্র কারণ। যে শ্রীভগবান্‌কে ভুলিয়া আমার দেহাত্মবোধহেতু হিন্দু-মুসলমান ইত্যাদি ভেদভাব জাত হইয়াছে, আবার সেই শ্রীভগবান্‌কে অনুক্ষণ স্মরণ করিলেই আমরা আমাদের যথার্থ স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারিব এবং সমস্ত ভেদভাব পরিত্যাগপূর্বক প্রত্যেক জীবহৃদয়ে অন্তর্যামী পরমাত্মার স্থিতি উপলব্ধি করিয়া সকলকে যথাযথ সম্মান দিতে পারিব। "জীবে সম্মান দিবে জানি কৃষ্ণ অধিষ্ঠান" — ইহা শ্রীগৌরহরির শিক্ষা। সুতরাং ইহাই সহাবস্থানের পথ এবং ইহাই মুক্তির পথ। আর তুমি আক্রমণকারীর যে প্রতিরোধ করার কথা বলিলে, তাহা চরমদুঃখেরই কারণ। যেহেতু তাহাতে তমোগুণাবিষ্ট হইয়া তুমি নিজেই অকথনীয় দুঃখ ভোগ করিবে।

আর একটি বিশেষ কথা এই যে, কোন কোন মুসলমান শাসক মন্দির ভাঙ্গিয়াছিলেন, সকলে ত ভাঙ্গেন নাই? সব শাসক ও সব মুসলমান যদি মন্দির ভাঙ্গেন নাই, তবে তাহাদিগকে ঘৃণা করা বা তাহাদের প্রতি বিদ্বেষভাব পোষণ করা ঘোর অন্যায় নহে কি? এতদ্‌ব্যতীত শ্রীভগবান্ যখন অন্তর্যামিরূপে প্রত্যেক জীবহৃদয়ে অবস্থান করিতেছেন এবং তিনি প্রত্যেক জীবের ইচ্ছাশক্তি ও ক্রিয়াশক্তির চালকও, সেই অবস্থায় হিন্দু-মুসলমান ভেদবিচার আসিল কোথা হইতে? প্রত্যেক জীব যখন

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

যাহা করে, তাহা উচিত হউক বা অনুচিতই হউক, তাহার পিছনে যে হৃদয়স্থ অন্তর্যামীর প্রেরণা অবশ্য আছে, ইহা স্বীকার করিতেই হইবে। তাঁহার প্রেরণা ব্যতীত জীব কোন কার্যে প্রবৃত্ত হইতে পারে না। আবার তাঁহার প্রেরণার পিছনে যে কোন যথার্থ কারণ আছে, ইহাও ধ্রুবসত্য। কর্মভূমিকায় দাঁড়াইয়া আমরা দেখিতেছি যে, একজন আর একজনের প্রতি অন্যায় করিতেছে। আমরা তাহার প্রতিবাদও করিতেছি। সাপকে দেখিলে পাছে কামড়ায় এই আশঙ্কায় তাহাকে মারিয়া ফেলি। এই বিচার আমাদের সম্পূর্ণ ভুল। কারণ অন্তর্যামীর প্রেরণা ব্যতীত কেহ কোন কার্যে প্রবৃত্ত হইতে পারিবে না। আমরা বর্তমান মনুষ্য দেহ ধারণ করিয়াছি বলিয়া দেহাশক্তিবশতঃ সর্পদেহধারী জীব হইতে বৃথা ভীত হইতেছি এবং বিনা দোষে তাহাকে হত্যাও করিতেছি। অন্তর্যামী সাক্ষিরূপে ইহা দেখিতেছেন এবং তিনি আমাদের পরজন্মে এই দোষের দণ্ডভোগের ব্যবস্থাও করিতেছেন। অজ্ঞতাবশতঃ আমরা তাহা বুঝিতে না পারিয়া অন্যের দোষ দেখিতেছি ও বিনা দোষে সাপ ও কাঁকড়া বিছা ইত্যাদি প্রাণিগণকে দেখামাত্র হত্যা করিতেছি। এরূপ করা সম্পূর্ণ নির্বোধতা। আমরা যে মৃত্যুর পরে সাপ হইব না কি মুসলমানকুলে জন্ম লইব না, তাহা কে বলিতে পারে ? অতএব যে যাহা করিতেছে, তাহার পিছনে যে পরমাত্মার অদৃশ্য হাত রহিয়াছে, এ বিষয় সকল শাস্ত্র তারস্বরে কীর্তন করিয়াছেন। অতএব কাহারো দোষদর্শন করা সম্পূর্ণ অনুচিত কিংবা তাহা হইতে নিজের ক্ষতি আশঙ্কা করাও অনুচিত।

"পরাত্তু তৎ শ্রুতেঃ।" (ব্রহ্মসূত্র ২।৩।৪১)

অর্থাৎ পরব্রহ্মই জীবের কর্তৃত্বের হেতু। ইহা ব্রহ্মসূত্রে শ্রীবেদব্যাস উল্লেখ করিয়াছে।

কৌষীতকি শ্রুতি(৩।৮)তে উক্ত হইয়াছে – "এষ হি এব সাধুকর্ম কারয়তি তং যম্ এভ্যঃ লোকেভ্যঃ উন্নিনীষতে, এষ হি অসাধুকর্ম কারয়তি তং যম্ এভ্যঃ লোকেভ্যঃ অধো নিনীষতে ॥" অর্থাৎ এই ভগবান্ পরব্রহ্ম (জীবের কর্মফল অনুযায়ী) যাহাকে এইসব লোকের ঊর্ধ্বে লইতে চান, তাহার দ্বারা সাধু কর্ম করান এবং যাহাকে এইসব লোকের নিম্নে লইতে চান, তাহার দ্বারা অসাধু কর্ম করান।

আবার শ্রীকৃষ্ণ শ্রীগীতায় বলিয়াছেন –

"ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া ॥" (১৮।৬১)

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

অর্থাৎ হে অর্জুন ! শরীররূপ যন্ত্রে আরূঢ় সমস্ত প্রাণীকে অন্তর্যামী পরমেশ্বর নিজ মায়ায় ঘুরাইতেছেন অর্থাৎ তাহাদের পূর্ব কর্মের ফল ভোগ করাইবার উদ্দেশ্যে তাহাদিগকে তদনুরূপ কর্মে (তাহা উচিত হউক বা অনুচিত হউক) নিযুক্ত করাইতেছেন। এইরূপ কর্মফলবাধ্য জীব অনাদিকাল হইতে সংসারচক্রে ঘুরিয়া ঘুরিয়া নানা দুঃখ ভোগ করিতেছে। সুতরাং জীব যাহা করিতেছে, তাহাতে তাহার কোন কর্তৃত্ব নাই।

কঠ উপনিষদে উক্ত হইয়াছে – "একো বশী সর্বভূতান্তরাত্মা একং রূপং বহুধা যঃ করোতি। তমাত্মস্থং যেঽনুপশ্যন্তি ধীরাস্তেষাং সুখং শাশ্বতং নেতরেষাম্।।" (২।২।১২) অর্থাৎ যিনি এক, যিনি সকলের নিয়ন্তা, যিনি সকল প্রাণীর অন্তরাত্মা, যিনি একটি রূপকে বহু রূপে প্রকাশ করিয়াছেন, সেই পরমাত্মাকে যেসকল জ্ঞানী ব্যক্তি নিজের হৃদয়ে দর্শন করেন, তাহারাই শাশ্বত সুখের অধিকারী, অন্য কেহ নহেন।

শ্রীনারদের উপদেশে রাজা প্রাচীনবর্হি সংসারপ্রতি বিরক্ত হইয়া রাজ্য ত্যাগ করিয়া বনে গমন করিয়াছিলেন। তাহার ফলে ভূমণ্ডল অরাজক হইয়া গেল এবং কৃষিকার্যাদি না হওয়ায় ভূমণ্ডল বৃক্ষদ্বারা পূর্ণ হইয়া গেল। প্রাচীনবর্হির দশ পুত্র দশজন প্রচেতা সমুদ্র হইতে উত্থিত হইয়া পৃথিবীকে বৃক্ষপরিপূর্ণ দেখিলেন। তখন তপস্যাজনিত ক্লেশহেতু তাহাদের ক্রোধ জাত হইল এবং তাহারা মুখ হইতে বায়ু ও অগ্নি সৃষ্টি করিয়া বৃক্ষসমূহকে নাশ করিতে উদ্যত হইলেন। ইহা দেখিয়া বনস্পতিগণের রাজা সোম প্রচেতাগণের ক্রোধ প্রশমন নিমিত্ত তাহাদিগকে এইরূপ উপদেশ দিয়াছিলেন –

"অন্তর্দেহেষু ভূতানামাত্মাস্তে হরিরীশ্বরঃ।
সর্বং তদ্ধিষ্ণ্যমীক্ষধ্বমেবং বস্তোষিতো হ্যসৌ।।"
(শ্রীভা: ৬।৪।১৩)

অর্থাৎ এই স্থাবরজঙ্গমাত্মক প্রাণিগণের দেহের মধ্যে জগদীশ্বর শ্রীহরি আত্মরূপে বিরাজমান। অতএব আপনারা এই স্থাবরজঙ্গমাত্মক বিশ্বকে তাঁহারই অধিষ্ঠানভূমি বলিয়া দর্শন করুন। এইরূপ দর্শনদ্বারা আপনারা শ্রীহরিকে সন্তুষ্ট করিয়াছিলেন। অতএব আপনাদের পক্ষে ভূতদ্রোহ অনুচিত।

এইরূপ ভূতাদর সম্পর্কে আরও বহু শাস্ত্রবাক্য আছে। এইসব শাস্ত্রবাক্য হইতে স্পষ্ট সূচিত হয় যে, জীব যাহা করে, তাহা তাহার হৃদয়স্থিত অন্তর্যামী পরমাত্মার প্রেরণায়ই করিয়া থাকে। তাহাতে তাহার নিজের কোন কর্তৃত্ব থাকে না।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

সেই কারণে প্রাণিমাত্রে কাহারও দোষদর্শন না করিতে শ্রীমদ্‌ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণ নিজেই বলিয়াছেন –

"পরস্বভাবকর্মাণি ন প্রশংসেন্ন গর্হয়েৎ।
বিশ্বমেকাত্মকং পশ্যন্ প্রকৃত্যা পুরুষেণ চ ॥"
(১১।২৮।১)

অর্থাৎ প্রকৃতি ও পুরুষের সহিত এই নিখিল বিশ্বকে এক অন্তর্যামী পুরুষের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত জানিয়া অন্যের স্বভাব ও কর্মসমূহের প্রশংসা বা নিন্দা করিবে না।

এই শ্লেকোক্ত উপদেশের বাস্তব আচরণকারীর মধ্যে ঠাকুর হরিদাস একতম। তিনি যবনকুলে আবির্ভূত হইয়াও শ্রীহরিনাম মহামন্ত্রের প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় নিষ্ঠা ছিল এবং তিনি দৈনিক তিন লক্ষ মহামন্ত্র জপ করিতেন। তখন বঙ্গদেশ মুসলমানদের শাসনাধীন ছিল। উক্ত মুসলমান শাসক তাঁহাকে শ্রীহরিনামকীর্তনরূপ হিন্দুর ধর্ম আচরণ না করিতে বহুত বুঝাইলেন এবং বহুত ধমকও দিলেন; কিন্তু তিনি তাহাতে বিন্দুমাত্রও বিচলিত না হইয়া বলিয়াছিলেন –

"খণ্ড খণ্ড হয় দেহ যায় যদি প্রাণ।
তভু আমি বদনে না ছাড়ি হরিনাম ॥"
(শ্রীচৈ:ভা:আ: ১৩।৯৯)

অর্থাৎ আমার দেহ খণ্ড খণ্ড হইয়া যদি প্রাণও চলিয়া যায় তথাপি আমি শ্রীহরিনামকীর্তন ছাড়িতে পারিব না। তাঁহার এইরূপ উত্তরে মুসলমান রাজকর্মচারী ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে গৌড়দেশের বাইশ বাজারে মৃত্যু পর্যন্ত মারিতে আদেশ করিলেন। তাঁহার আদেশানুযায়ী তাঁহাকে বাইশ বাজারে ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া মার দেওয়া হইল। তাহাতে তিনি বিন্দুমাত্রও ক্রুদ্ধ না হইয়া তাঁহাকে যাহারা মার দিতেছিলেন মনে মনে তাহাদের মঙ্গলের জন্য শ্রীভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতেছিলেন। বাইশ বাজারে নিষ্ঠুরভাবে মার খেয়েও তাঁহার মৃত্যু হইল না বরং তিনি আরও প্রফুল্লিত হইতে ছিলেন। তাঁহার এই অবস্থা দেখিয়া তাঁহাকে যাহারা মার দিতেছিলেন তাহারা ভীতত্রস্ত হইয়া বলিলেন – "আজ্ঞে! আমরা আপনাকে এত মার দিলাম; কিন্তু মৃত্যু ত পরের কথা, আপনার মুখে একটু বিষন্ন ভাবও দেখা যায় না। এই অবস্থায় আমরা আপনাকে এইরূপ মার দিয়াছি বলিয়া বাদ্‌শাহ কদাপি বিশ্বাস করিবেন না। আপনার জন্য শেষকালে আমাদের প্রাণদণ্ডই সার হইবে।" তাহাদের এই কথা শুনিয়া শ্রীল হরিদাস ঠাকুর বলিলেন – "আমি বাঁচিয়া থাকিলে যদি তোমাদের প্রাণদণ্ড হইবে তবে আমি মরিতেছি।" ইহা বলিয়া তিনি সমাধিস্থ হইলেন। বাদ্‌শাহের আদেশে তাঁহাকে গঙ্গায়

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

নিক্ষেপ করা হইল। কিছুক্ষণের পর তাঁহার সমাধি ভঙ্গ হইলে তিনি আবার কূলে আসিলেন। বাদ্‌শাহ এ সম্বাদ পাইয়া তাঁহার নিকট গিয়া ক্ষমাভিক্ষা করিল এবং নির্ভয়ে শ্রীহরিনামকীর্তন করিতে তাঁহাকে আদেশ দিল।

দেখ কেশব! বৈষ্ণবগণের কি অদ্ভুত আচরণ, কি সুদৃঢ় শরণাগতি! শ্রীল হরিদাস ঠাকুর মুসলমানগণের দ্বারা এরূপ অত্যাচারিত হইয়াও ক্রোধান্ধ না হইয়া তাহাদের মঙ্গল কামনাই করিয়াছিলেন।

এইসব সাধুপুরুষগণের আচরণই ভক্তিকামীর আলোকস্তম্ভ। সুতরাং আমাদিগকে সেই আচরণের অনুসরণ করিতেই হইবে। সেই কারণে মুসলমান রাজগণ যখন হিন্দু মন্দির ভাঙ্গিতে আসিয়াছেন, তখন মন্দিরের সেবকগণ তাহাদের কোন প্রতিরোধ না করিয়া মন্দিরস্থ শ্রীবিগ্রহগণকে অন্যত্র লইয়া গিয়াছেন। তুমি যে বৃন্দাবনের কথা বলিলে সেই বৃন্দাবনের সমস্ত প্রসিদ্ধ বিগ্রহ যথা — শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীপাদের পূজিত শ্রীগোপালদেব, শ্রীল রূপগোস্বামীর পূজিত শ্রীগোবিন্দদেব, শ্রীল মধু পণ্ডিতের পূজিত শ্রীশ্রীরাধাগোপীনাথ, শ্রীল জীবপাদের পূজিত শ্রীশ্রীরাধাদামোদর ও শ্রীল সনাতনগোস্বামিপাদের পূজিত শ্রীশ্রীরাধামদনমোহন মুসলমানগণের অত্যাচার হেতু রাজস্থানের বিভিন্ন স্থানে স্থানান্তর হইয়া অদ্যাবধি সেই স্থানেই পূজিত হইতেছেন। যে মন্দির মুসলমান রাজার দ্বারা ভাঙ্গা হইয়াছে তাহা অদ্যাবধি পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে। তুমি বলিতে পার যে, এসকল ত কাপুরুষের কার্য। কিন্তু ইহা তোমার রজস্তমোগুণাচ্ছন্ন মনেরই বিচার এবং সেই রজস্তমোগুণাক্রান্ত হইয়া সেই পরিত্যক্ত মন্দির সকল দেখিয়া তোমার বন্ধু ক্রোধান্ধ হইয়াছেন এবং তাহা হইতে শুনিয়া তুমিও ক্রোধান্ধ হইয়াছ বলিয়া মুসলমানগণের প্রতি বিমুখ হইতেছ।

তুমি বলিতে পার যে আমাদের ইষ্টদেবতাকে যখন অন্য একজন ভাঙ্গিতে আসিতেছে, তখন কি আমরা নির্জীবের ন্যায় মূকসাক্ষী হইয়া থাকিব? আমাদের ইষ্টদেবের রক্ষার জন্য কি কোন চেষ্টা করিব না?

ইহার উত্তরে বলিব যে, শ্রীভগবান্‌, তাঁহার শ্রীবিগ্রহ ও তাঁহার নাম — এক বস্তু।

"নাম, বিগ্রহ, স্বরূপ — তিন একরূপ।
তিনে ভেদ নাহি তিন চিদানন্দ রূপ॥"
(শ্রীচৈ:চ:ম: ১৭।১২৭)

সুতরাং শ্রীভগবান্‌ যেরূপ সর্বশক্তিমান্‌। তাঁহার নাম ও বিগ্রহও সেইরূপ সর্বশক্তিমান্‌। তবে বিগ্রহের ধর্ম এই যে, তিনি ভক্তের সেবা গ্রহণ করিয়া তাহাকে

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

কৃতার্থ করিবার নিমিত্ত সব সময়ে তাহার সেবাকাঙ্ক্ষী। তজ্জন্য তিনি নিত্য নাবালক (perpetual minor)। সেই কারণে তিনি কর্তুমকর্তুমন্যথাকর্তুং সমর্থঃ হইলেও তাহার কোন শক্তি প্রকাশ না করিয়া সেবকের সেবাগ্রহণের আশা করিয়া থাকেন। অতএব পিতামাতা যেরূপ সর্বদা সন্তানকে সর্বতোভাবে নিজের পাল্য জানিয়া তাহার মঙ্গল কামনা করেন, সেইরূপ যে শুদ্ধভক্ত সে শ্রীবিগ্রহকে নিজের লাল্য ও পাল্য জ্ঞান করিয়া সর্বদা তাঁহার সুখচিন্তায় মগ্ন থাকে। পাছে কোন লোক তাঁহার উপর অত্যাচার করিবে, সেই ভয়ে সে স্বীয় ইষ্টদেবকে গোপনীয় স্থানে লইয়া গিয়া সেস্থানে তাঁহার সেবা করে। ইহা হইল শাস্ত্রীয় বিচার। এই বিচারের বশবর্তী হইয়া যখন ইষ্টদেবের প্রতি অত্যাচারের সম্ভাবনা দেখা গিয়াছে, তখন তাঁহার সেবক ভক্ত তাঁহাকে গোপনীয় স্থানে স্থানান্তর করিয়াছে। ইহা হইল তাঁহার প্রতি প্রীতির লক্ষণ এবং এই বিচার ভক্তিপোষক। এইরূপ বিচারদ্বারা চালিত হইয়া তদনুরূপ কার্য করিলে ইষ্টদেবের সেবা সুষ্ঠুরূপে সম্পাদিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে তমোগুণের তাড়না হইতেও রক্ষা পাওয়া যায়।

যে শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবের পর কংস-কারাগারে সকল দরজা আপনা হইতেই খুলিয়া গেল ও প্রহরীগণ ঘোর নিদ্রাভিভূত হইলেন, যিনি জন্ম সময়ে চারিহস্তে শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্ম ধারণ করিয়াছিলেন, যাঁহার গলদেশে কৌস্তুভমণি শোভা পাইতেছিল, যিনি তাঁহার পিতামাতাকে স্বীয় ভগবৎস্বরূপের পরিচয় দিয়া পূর্বজন্মে কিরূপে পৃশ্নিগর্ভ ও বামনরূপে সে দুইজনের পুত্রত্ব অঙ্গীকার করিয়াছিলেন, তাহা প্রকাশ করিলেন, তাঁহারাও যাঁহাকে স্বয়ং ভগবান্ জ্ঞানে বহু স্তবস্তুতি করিয়াছিলেন, তিনি কি নিজকে নিজে রক্ষা করিতে অসমর্থ ? না, তাহা নহে। তিনি যখন স্বয়ং ভগবান্, তখন তাঁহার রক্ষণ তিনি নিজেই করেন। ইহা যদি সত্য হয়, তবে শ্রীবসুদেব কেন কংসভয়ে ভীত হইয়া পুত্রকে গোকুলে শ্রীনন্দমহারাজের ঘরে গভীর রাত্রিতে লইয়া রাখিয়া আসিলেন ? ইহার দ্বারা সর্বময় কর্তা শ্রীকৃষ্ণের শক্তির প্রতি শ্রীবসুদেবের বিশ্বাসের অভাব পরিলক্ষিত হয় না কি ? ইহার উত্তরে বলা যাইবে যে, তাঁহার সর্বময়কর্তৃত্বের প্রতি অবিশ্বাসহেতু যে শ্রীবসুদেব এইরূপ করিয়াছেন, এরূপ বিচার যুক্তিসঙ্গত নহে। কারণ তিনি যখন তাঁহার ভগবত্তা স্বীয় চক্ষুতে দেখিলেন, তখন তাঁহার আর অবিশ্বাসের প্রশ্ন আসিল কোথা হইতে ? যদি তাঁহার ঈশ্বরত্বে তাঁহার পূর্ণ বিশ্বাস ছিল, তবে তিনি কেন কংসভয়ে ভীত হইয়া তাঁহাকে লইয়া শ্রীনন্দ মহারাজের ঘরে গোপনে রাখিয়া আসিলেন ? ইহার উত্তরে বলা যাইবে যে, তাঁহারই প্রেরণায় তিনি ইহা করিয়াছেন। স্বীয় লীলাপুষ্টির জন্য তাঁহার এই সকল কার্য। এই লীলার মাধ্যমে ভক্তকে স্বীয় সেবা দান করিয়া কৃতার্থ করিবার সঙ্গে সঙ্গে নিজে লীলারস আস্বাদন করিয়া

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

আনন্দলাভ করিবার নিমিত্তই তিনি এই জাতীয় কার্যের জন্য তাঁহার ভক্তগণকে প্রেরণা দিয়া থাকেন।

সেইরূপ শ্রীবিগ্রহও তাঁহার ভক্তকে নিজ সেবা দান করিয়া কৃতার্থ করিবার উদ্দেশ্যে নিত্য নাবালকরূপে সর্বদা অবস্থান করেন। তাঁহার ঐশ্বর্য প্রকাশ করিবার শক্তি থাকিলেও তিনি তাহা প্রকাশ করেন না। উদাহরণস্বরূপ যে শ্রীগোপাল গোপবালক-বেশে শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীপাদকে দুগ্ধপূর্ণ ভাণ্ড দিয়াছিলেন, সেই শ্রীগোপালই তাঁহাকে গোবর্ধন পর্বত হইতে উদ্ধার করিবার নিমিত্ত শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরীকে স্বপ্নে আদেশ দিলেন। শ্রীগোপাল স্বপ্নে যে রাস্তা তাঁহাকে দেখাইয়াছিলেন এবং যে শ্রীবিগ্রহ দর্শন করাইয়াছিলেন, তিনি যখন লোকজনকে লইয়া সেই রাস্তায় গেলেন, তখন তিনি ঠিক সেই স্বপ্নদৃষ্ট শ্রীবিগ্রহেরই দর্শন করিলেন এবং তাঁহাকে উঠাইয়া পাথরের উপর স্থাপন করিলেন। তাহার পর তাঁহার শ্রীঅঙ্গ মার্জন করিয়া স্নান করাইবার পর বহুবিধ অন্নব্যঞ্জন নিবেদন করিয়াছিলেন। দুই বৎসরের পর আবার শ্রীগোপাল বহুবর্ষ সূর্যতাপে পড়িয়া থাকায় তাঁহার শ্রীঅঙ্গে যে তাপ লাগিয়াছে, তাহা দূর করিবার নিমিত্ত শ্রীপুরুষোত্তমধাম হইতে চন্দন এবং কর্পূর আনিয়া তাঁহার শ্রীঅঙ্গে লেপন করিতে তাঁহাকে স্বপ্নে আদেশ দিলেন। তখন শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরী নিতান্ত বৃদ্ধ। বৃন্দাবন হইতে পুরুষোত্তমধামে পদব্রজে আসা তাঁহার পক্ষে আদৌ সম্ভব ছিল না। কিন্তু শ্রীগোপাল-দেবের শ্রীঅঙ্গে চন্দন লেপন করিয়া তাঁহার অঙ্গতাপ দূর করিবার নিমিত্ত তাঁহার যে ব্যগ্রতা, সেই ব্যগ্রতার বশবর্তী হইয়াই তিনি এত রাস্তা পদব্রজে চলিয়া আসিলেন। বার্ধক্যজনিত ক্লেশ তাঁহাকে তাহা হইতে নিবৃত্ত করিতে পারিল না। তিনি প্রাকৃত শক্তিবলে এত দীর্ঘপথ পদব্রজে আসেন নাই। শ্রীগোপালদেবের শ্রীঅঙ্গে চন্দন লেপন করিয়া তাঁহাকে সুখী করিবেন, এই সুখানুসন্ধানাবেশই তাঁহাকে এত রাস্তা লইয়া আসিল। সেই আবেশহেতু পথশ্রমজনিত ক্লান্তি তিনি আদৌ অনুভব করিতে পারেন নাই। আবার শ্রীগোপালদেবের প্রীতির উদ্দেশ্যে তাঁহার এই অদ্ভুত স্বার্থত্যাগ দর্শন করিয়া রেমুণায় শ্রীগোপীনাথ তাঁহার জন্য ক্ষীর চুরি করিয়াছিলেন। অবশ্য এই চুরি তাঁহার পক্ষে গর্হিত না হইয়া পরম উপাদেয়ই হইয়াছিল। কারণ ইহার দ্বারা তাঁহার ভক্তবাৎসল্য প্রকাশ পাইয়া সারা বিশ্বে তাঁহাকে মহিমান্বিত করিয়াছে। আবার শ্রীবৃন্দাবনে পদব্রজে আসিতে শ্রীপুরীর কষ্ট হইবে অনুভব করিয়া শ্রীগোপালদেব আর একবার স্বপ্নে তাঁহাকে আদেশ দিলেন – "হে মাধব! শ্রীগোপীনাথের অঙ্গ ও আমার অঙ্গ এক বস্তু। অতএব শ্রীগোপীনাথকে চন্দন পরাইলেই আমার অঙ্গ শীতল হইবে।" এইরূপ ভক্তবৎসল শ্রীগোপালদেব তাঁহার ভক্ত শ্রীমাধবেন্দ্রকে পরীক্ষা করিবার পর

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

তাঁহার স্বার্থত্যাগে অভিভূত হইয়া আবার বৃন্দাবন গমনের পথশ্রম স্বীকার না করিয়া সেই রেমুণায় অবস্থান করিয়া শ্রীগোপীনাথের শ্রীঅঙ্গে চন্দন লেপন করিতে তাঁহাকে স্বপ্নাদেশ করিলেন। সেই দিন হইতে তিনি তাঁহার তিরোধান পর্যন্ত রেমুণায় অবস্থান করিয়াছিলেন এবং প্রত্যেক বৎসর গ্রীষ্মকালে শ্রীগোপীনাথের শ্রীঅঙ্গে চন্দন লেপন করাইতেন। সেই সেবা অদ্যাবধি চলিয়া আসিতেছে।

সুতরাং শ্রীবিগ্রহের যদি শক্তি নাই, তবে তিনি চুরি করিলেন কিরূপে? ক্ষীরভাণ্ড ত তাঁহা হইতে বহুদূরে রাখিয়া নিবেদন করা হইয়াছিল। তাহা আবার তাঁহার পরিহিত বস্ত্রের আঁচলের অন্তরালে গেল কিরূপে? ইহা তাঁহার অলৌকিক শক্তির কার্য নহে কি? আবার তিনি গভীর রাত্রে সেবককে স্বপ্নাদেশ দিয়া মন্দির দ্বার খুলাইয়া উক্ত ক্ষীরভাণ্ডটি লইয়া হাটের মধ্যে হরিনামরত শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীকে দিতে বলিলেন। ইহাকে তাঁহার ভক্তবাৎসল্য ব্যতীত আর কি বলা যাইবে?

অতএব শ্রীবিগ্রহ কর্তুমকর্তুমন্যথাকর্তুং সমর্থঃ হইয়াও ভক্তের সেবাগ্রহণ করিয়া তাহাকে কৃতার্থ করিবার নিমিত্ত নিত্য নাবালক সাজিয়া থাকেন। সেইজন্য কোন প্রাকৃত জীব তাঁহার কোন ক্ষতি করিবার প্রশ্নই উঠে না। বহির্মুখ লোককে বঞ্চনা করিবার উদ্দেশ্যেই তিনি অনেক সময় অসহায়ের লীলা প্রকট করিয়া থাকেন।

যে শ্রীবিগ্রহের উপর অত্যাচার করিবার উদ্দেশ্যে কিংবা শ্রীমন্দির ভাঙ্গিবার উদ্দেশ্যে আসিতেছে, তাহাকে বাধা দিতে গেলে আমাদিগকে অবশ্যই তমোগুণাবিষ্ট হইতে হইবে। তমোগুণাবিষ্ট হইয়া আমরা যাহা করিব, তাহা কদাপি ভক্তিপোষক হইবে না বরং ভক্তিবাধক হইয়া আমাদিগকে ভক্তিপথচ্যুত করিয়া দিবে। তোমাকে পূর্বেই বলিয়াছি, রজস্তমোগুণ কিরূপে সর্বদা আমাদিগকে ভক্তিপথচ্যুত করিতেছে।

প্রতিশোধপরায়ণতা সব সময় ভক্তিবাধকই হইয়া থাকে। অতএব কাহারও প্রতিশোধ নেওয়ার কথা ভাগবতধর্মের চতুঃসীমার মধ্যে নাই। ইহাতে যে প্রতিশোধ তাহা ভিন্ন প্রকার। নিজের আচরণদ্বারা অত্যাচারীর হৃদয়ের তমোগুণোত্থ পশুস্বভাবকে চিরদিনের জন্য নষ্ট করিয়া দেওয়াই ভাগবতধর্মে প্রতিশোধের স্বরূপ। যেরূপ যবনগণ হইতে মার খাইয়াও শ্রীল হরিদাস ঠাকুর তাহাদের মঙ্গল কামনা করিয়া শ্রীভগবান্‌কে প্রার্থনা করিয়াছিলেন। এই মঙ্গলটা কি? ইহা হইল তাহাদের তমোগুণোত্থ পশুপ্রবৃত্তির নিত্য বিলোপসাধন। সেইরূপ জগাই-মাধাই হইতে মার খাইয়াও শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু তাঁহাদের পশুত্ব লোপ করিয়া তাঁহাদিগকে মহাপ্রেমিক ভক্তে পরিণত করিয়া দিলেন। তাঁহাদের ছায়া স্পর্শ করিলে যাহারা গঙ্গাস্নান করিতেন, তাহারা তাঁহাদিগকে গঙ্গার সমান অর্থাৎ গঙ্গার ন্যায় পরমপবিত্র জ্ঞান

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

করিলেন। যে দস্যু শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর অলঙ্কার অপহরণ করিতে আসিয়াছিল, তিনি তাহার পশুপ্রবৃত্তি দূর করিয়া তাহাকেও মহাপ্রেমিক ভক্তে পরিণত করিয়া দিলেন। ইহা হইল ভাগবতধর্মের 'প্রতিশোধ'। এস্থানে হিংসা বা পরনিন্দার স্থানই নাই। "এই সে বৈষ্ণবধর্ম সবারে প্রণতি।" ভগবদধিষ্ঠানজ্ঞানে আব্রহ্মস্তম্ব প্রত্যেক জীবকে সম্মানদান ও তাহার উপকারচিন্তাই বৈষ্ণবের একমাত্র ধর্ম। এতদ্ব্যতীত অন্য যাবতীয় আচরণ যে জগন্নাশকর, ইহা ধ্রুবসত্য।

তারপর মুসলমানগণের মধ্যে এক আধ জন কেহ দোষ করিলে সে জন্য আমরা সমগ্র মুসলমান সম্প্রদায়কে ঘৃণা করিব কেন? হিন্দুগণের মধ্যে কি তাহাদের হইতে আরও কুৎসিত লোক নাই? এই জীবজগতে দৈব ও আসুর এই দুইপ্রকার প্রকৃতির লোক আছেন বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ শ্রীগীতায় (১৬।৬) বলিয়াছেন। মন, বাক্য ও শরীরের দ্বারা কোন প্রাণীকে কোনরূপ কষ্ট না দেওয়া, যথার্থ ও প্রিয়ভাষণ করা, নিজের অপকারীর প্রতিও ক্রোধ না করা, কর্মে কর্তৃত্ব অভিমান ত্যাগ করা, চিত্তচাঞ্চল্য প্রকাশ না করা, কাহারও নিন্দা না করা, সকল প্রাণীর প্রতি হেতুরহিত দয়া প্রকাশ করা, বিষয়ভোগ প্রতি অনাসক্ত হওয়া, হৃদয়ে কোমলতা পোষণ করা, লোক তথা শাস্ত্রবিরুদ্ধ আচরণে লজ্জাবোধ করা, চপলতা প্রকাশ না করা, অন্যকে ক্ষমা করা, ধৈর্য ধারণ করা, কাহারও প্রতি শত্রুতা না করা, নিজকে পূজ্য বলিয়া জ্ঞান না করা — এইসব হইল দৈবস্বভাববিশিষ্ট লোকের লক্ষণ।

আর দম্ভ, গর্ব, অভিমান তথা ক্রোধ, পারুষ্য (রুক্ষ ভাষা প্রয়োগ) ও অজ্ঞান (কোনটি ঠিক ও কোনটি ভুল ইহা ঠিকভাবে জানিতে না পারা) — এইসকল আসুরস্বভাববিশিষ্ট লোকের লক্ষণ। এইরূপ আসুরস্বভাবযুক্ত ব্যক্তি দৈবস্বভাবযুক্ত ব্যক্তির সংসর্গে আসিলে তাহার স্বভাবের পরিবর্তন হইয়া যাইবে অর্থাৎ সে আসুরস্বভাব ত্যাগ করিয়া দৈবস্বভাববিশিষ্ট হইয়া যাইবে।

মহাত্মাগান্ধীর আচরণ এস্থানে উল্লেখযোগ্য। তাঁহার প্রতি ইংরেজ শাসকগণের অকথনীয় অত্যাচার তিনি বিনা দ্বিধায় সহ্য করিয়াছিলেন। তাঁহারা প্রহার করিতে উদ্যত হইলে তিনি কোনমতে তাহার প্রতিরোধ করিবার চেষ্টা না করিয়া বা ক্রোধাবিষ্ট না হইয়া পিঠ দেখাইয়া দিতেন। তাঁহার এই দৈবস্বভাবযুক্ত অনন্যসাধারণ আচরণে ইংরেজ শাসকগণ অভিভূত হইয়া তাঁহার নিকট নতমস্তক হইয়া গেলেন। তারপর মুসলমান, খ্রীষ্টীয়ান ও হিন্দ্বেতর জাতির প্রতি তিনি সর্বদা স্নেহশীলই ছিলেন। সেই কারণে আজ সারা পৃথিবী তাঁহার এই দৈবস্বভাবযুক্ত বিরল আচরণ নিমিত্ত তাঁহাকে মহাত্মারূপে সম্মান করিতেছে। তাঁহার এতাদৃশ আচরণ যদি আমাদের হৃদয়ে রেখাপাত না করিল,

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

আমাদিগকে যদি তাঁহার অনুসরণে ব্রতী না করাইল, তবে আমরা মায়াকোলে নিদ্রিত থাকিয়া নিত্যকাল এই জগতে ত্রিতাপজ্বালায় দগ্ধ হইতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ বলিয়া বুঝিতে হইবে।

আমরা আসুরস্বভাবসম্পন্ন ব্যক্তির প্রতি প্রতিহিংসাপরায়ণ হইয়া অর্থাৎ আসুরস্বভাবযুক্ত হইয়া নিজের ক্ষতিসাধন করা বিজ্ঞতা না দৈবস্বভাবসম্পন্ন হইয়া আসুরস্বভাবযুক্ত ব্যক্তিকে দৈবস্বভাবের প্রতি আকৃষ্ট করানো বিজ্ঞতা ?

কি হিন্দু, কি মুসলমান, কি খ্রীষ্টিয়ান — সকলের মধ্যে দৈব ও আসুর এই উভয়প্রকার স্বভাববিশিষ্ট লোক আছেন। অতএব কোন সম্প্রদায়কে ঘৃণা না করিয়া তাহাদের প্রতি দৈবস্বভাবযুক্ত ব্যবহার করিলে তাহাদের তথা নিজের মঙ্গল হইবে। আর তাহা না করিয়া তাহাদের প্রতি আসুরস্বভাবযুক্ত ব্যবহার করিলে উভয়ে ধ্বংসমুখেই পতিত হইবে।

স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ কিরূপ দৈব আচরণদ্বারা তাঁহার বক্ষে পদাঘাতকারী ভৃগুমুনির হৃদয়কে জয় করিয়াছিলেন, তাহা বলিতেছি শোন। একদা সরস্বতী নদীতীরস্থ তপোবনে মুনিগণ যজ্ঞ করিতেছিলেন। এই সময় ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব এই তিন দেবের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ বলিয়া মুনিগণের মধ্যে বিতর্ক উঠিল। শেষে সকলে মিলিয়া এ বিষয়ে অনুসন্ধান করিয়া সঠিক সংবাদ দিতে ভৃগুকে পাঠাইলেন। ভৃগু প্রথমে সত্যলোকে গিয়া ব্রহ্মার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন। তিনি ব্রহ্মাকে পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত তাঁহাকে প্রণাম বা স্তবস্তুতি কিছুই করিলেন না। ইহা দেখিয়া ব্রহ্মা খুব ক্রুদ্ধ হইলেন। কিন্তু পরে ভৃগু তাঁহার পুত্র, এই জ্ঞান তাঁহার হৃদয়ে উদিত হওয়ায় তিনি আস্তে আস্তে ক্রোধ সম্বরণ করিলেন। তারপর ভৃগু সে স্থান হইতে কৈলাশ পর্বতে গিয়া শিবের সঙ্গে দেখা করিলেন। ভৃগুকে দেখিয়া শিব আনন্দে দুই বাহু প্রসারণ করিয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন। সেই সময়ে পরীক্ষার উদ্দেশ্যে ভৃগু বলিলেন — "তুমি ত জটা ও ভস্ম ধারণ করিয়া সব সময় পাগলের মত থাক। তোমার সঙ্গে কোলাকোলি কে করিবে ? তাঁহার এইরূপ কথায় শিব ভীষণ ক্রুদ্ধ হইয়া ত্রিশূল উঠাইয়া তাঁহাকে মারিতে গেলেন। কিন্তু পার্বতী দেবী তাঁহাকে বুঝাইয়া বিনয়বাক্যে শান্ত করিলেন। তারপর ভৃগু বৈকুণ্ঠে গেলেন। সেস্থানে গিয়া দেখিলেন যে, শ্রীভগবান্ শ্রীলক্ষ্মীদেবীর কোলে শয়ন করিয়াছেন। ইহা দেখিয়া ভৃগু তাঁহার বক্ষস্থলে পদাঘাত করিলেন। তখন শ্রীলক্ষ্মীদেবীর সহিত শ্রীভগবান্ শয্যা হইতে উঠিয়া অবনত মস্তকে ভৃগুকে প্রণাম করিলেন এবং বসিতে আসন দিয়া তিনি নিদ্রিত থাকায় তাঁহার আগমনের কথা যথাসময়ে জানিতে না পারিয়া তাঁহার যথার্থ অভ্যর্থনা করিতে পারেন নাই বলিয়া

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

তজ্জনিত অপরাধ ক্ষমা করিতে প্রার্থনা করিয়া বলিলেন – "হে মুনিবর ! আপনার পাদোদক প্রসিদ্ধ তীর্থসমূহকেও পবিত্র করে। আপনি সেই পাদোদকদ্বারা আমাকে, এই বৈকুণ্ঠলোককে ও আমার আশ্রিত লোকপালগণকে পবিত্র করুন। হে ভগবন্ ! আমি আজ লক্ষ্মীদেবীর একমাত্র আশ্রয় হইলাম। আপনার পাদস্পর্শহেতু আমার সমস্ত পাপ বিনষ্ট হওয়ায় আজ হইতে লক্ষ্মী আমার বক্ষস্থলে নিশ্চিন্ত হইয়া অবস্থান করিবে। শ্রীভগবানের এই দৈন্যপূর্ণ বাণী শুনিয়া ভৃগু খুব আনন্দিত হইলেন এবং অশ্রুপূর্ণ লোচনে ভক্তিবিহ্বলচিত্তে তথা হইতে যজ্ঞস্থানে ফিরিয়া আসিয়া ষড়ৈশ্বর্যশালী সত্ত্ববিগ্রহ স্বয়ং ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুর রাগদ্বেষশূন্য বিনীত ব্যবহার ও ভক্তবাৎসল্যের কথা বর্ণন করিয়া তিন দেবের মধ্যে তিনি যে শ্রেষ্ঠ, এই সিদ্ধান্ত স্থাপন করিলেন এবং মুনিগণও তাঁহার সিদ্ধান্তে একমত হইয়া পুরুষোত্তম শ্রীবিষ্ণুর ভজনে প্রবৃত্ত হইয়া জীবন সার্থক করিলেন।

কেশব ! দেখিলে ত সত্ত্বতনু কর্তুমকর্তুমন্যথাকর্তুং সমর্থঃ শ্রীবিষ্ণুর কি দৈন্যযুক্ত ব্যবহার ! ইহাই দৈব ব্যবহার এবং তিনি ভৃগুর পদাঘাত সহ্য করিয়া এই দৈব ব্যবহার প্রদর্শনপূর্বক তাঁহার হৃদয়কে জয় করিতে পারিলেন। তিনি ইচ্ছা করিলে তৎক্ষণাৎ ভৃগুকে ভস্ম করিয়া দিতে পারিতেন, কিন্তু তিনি তাহা করেন নাই। লোকশিক্ষক শ্রীভগবানের এই আচরণের কথা আমাদের সকলের অনুসরণীয় নহে কি ? রজস্তমোগুণতাড়িত হইয়া আসুর স্বভাবদ্বারা নিজের ও জগতের সর্বনাশ সাধন করা কি আমাদের পক্ষে উচিত ?

সুতরাং মন্দিরভঙ্গরূপ আসুর কার্য করিতে যে আসিতেছে তাহার প্রতি দৈবস্বভাবযুক্ত ব্যবহারই যথার্থ এবং ইহা উভয়ের জন্য শ্রেয়স্কর। ইহা কাপুরুষতা নহে, বরং পরমবিজ্ঞতারই কার্য। এই পন্থার আশ্রয় না লইয়া শ্রীবিগ্রহের সর্বময়কর্তৃত্বকে অস্বীকার করিয়া আসুরিক শক্তিবলে যদি আমরা সর্বময় কর্তার রক্ষণরূপ ধৃষ্টতা হৃদয়ে পোষণ করি, তবে ইহা কেবল দাম্ভিকতা ব্যতীত আর কি হইতে পারে ? এইরূপ আচরণদ্বারা শ্রীবিগ্রহের রক্ষা ত দূরের কথা, আমরা ঘোর তমোগুণাবিষ্ট হইয়া ক্রোধে জর্জরিত হইয়া থাকি, যাহার ফলে অকথনীয় কষ্ট ভোগ করি। ইহাই বৃথা অহঙ্কারের শেষ পরিণতি। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, শাস্ত্র অনুশীলন ও শাস্ত্রবাক্যানুযায়ী জীবন নিয়মনের চেষ্টা না করিয়া অধুনা সমাজ যে ধ্বংসমুখে পতিত হইতেছে, ইহা বলা নিষ্প্রয়োজন।

কেশব – যদি কোন লোক আমার ঘরে চুরি করিতে আসে, তবে আমরা কি আমাদের দরজা খুলিয়া দিয়া তাহাকে চুরি করিতে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিব ?

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

শ্রীহরিদাস — পূর্বেই তোমাকে বলিয়াছি যে, ভিন্ন ভিন্ন অধিকারীর জন্য শাস্ত্রে ভিন্ন ভিন্ন উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। অধিকারানুযায়ী উপদেশের পার্থক্য অবশ্যই থাকিবে। আমি তোমাকে যাহা বলিলাম, এ উপদেশ ভক্তিকামীর জন্য। ইহা কর্মাধিকারীর জন্য নহে। কর্মাধিকারীকে এই উপদেশ দিলেও সে তাহা গ্রহণ করিতে পারিবে না। কারণ সে রজস্তমোগুণের কিঙ্কর। সুতরাং কেহ চুরি করিতে আসিলে সে অবশ্যই তাহার প্রতিরোধ করিবে। প্রতিরোধ করিলেও সে তাহাতে কৃতকার্য হইবার সম্ভাবনা ক্ষীণ। কারণ চোর ত যোজনা করিয়া অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া আসিয়া থাকিবে। এরূপ অবস্থায় প্রতিরোধ করিতে গেলে সে ক্ষতবিক্ষত হইতে পারে কিংবা মৃত্যুমুখেও পড়িতে পারে। সুতরাং তাহার পূর্বজন্মের কর্মফলানুযায়ী যাহা ঘটিবার নির্বন্ধ আছে, তাহা অবশ্যই ঘটিবে। অতএব তাহার প্রতিরোধ করা নিরর্থক। কিন্তু সে প্রতিরোধ না করিয়া থাকিতে পারিবে না। ফলাফল যাহা হউক না কেন। তাহার কর্মাধিকার তাহাকে প্রতিরোধ করিতে অবশ্যই প্রবৃত্ত করাইবে। ভক্তিকামী কিন্তু চোরের এইরূপ কার্যে প্রতিরোধ করিবে না। সে তা'র নিজবলচেষ্টাপ্রতি ভরসা সম্পূর্ণ ত্যাগ করিয়া 'শরণাগতপালক শ্রীভগবান্ অবশ্য রক্ষা করিবেন', এইরূপ দৃঢ়বিশ্বাস হৃদয়ে পোষণপূর্বক একান্তভাবে তাঁহার শরণাগত হইবে। এইরূপ শরণাগতকে শ্রীভগবান্ অবশ্য সমস্ত বিপদ হইতে রক্ষা করিবেন। যে ভক্তবৎসল ভগবান্ গজরাজ ও দ্রৌপদী ইত্যাদির ব্যাকুল প্রার্থনায় কৃপার্দ্র হইয়া তাঁহাদিগকে মহাবিপদ হইতে উদ্ধার করিয়াছিলেন, ভক্তের প্রার্থনায় যিনি সাক্ষি দিতে আসিয়া সাক্ষিগোপাল নাম ধারণ করিয়াছেন এবং ভক্তবাৎসল্যহেতু শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীপাদের জন্য ক্ষীর চুরি করিয়া যিনি ক্ষীরচোরারূপে জগতে বিদিত হইয়াছেন, তিনি কি তাঁহার শরণাগত ভক্তকে সর্বতোভাবে সমস্ত বিপদ হইতে রক্ষা করিতে অসমর্থ ?

শরণাগত ভক্তকে শ্রীভগবান্ কিরূপে রক্ষা করেন শ্রীপ্রহ্লাদ মহারাজই তার প্রমাণ। তিনি তাঁহার বিষ্ণুবিদ্বেষী পিতা হিরণ্যকশিপুর উপদেশ না শুনিয়া শ্রীবিষ্ণুর প্রতি অনুরক্ত হওয়ায় তাঁহার পিতা ক্রোধে জর্জরিত হইয়া তাঁহাকে বধ করিতে বহুপ্রকার ব্যবস্থা করিয়াছিল। কিন্তু তাহাতে ভীতত্রস্ত না হইয়া শ্রীল প্রহ্লাদ মহারাজ একান্তভাবে শ্রীভগবানের শরণাগত হইয়াছিলেন। তাহার ফলে তাঁহাকে মারিতে হিরণ্যকশিপুর সমস্ত চেষ্টা পণ্ড হইয়াগেল এবং পরিশেষে শ্রীনৃসিংহদেব আবির্ভূত হইয়া আসুরস্বভাববিশিষ্ট হিরণ্যকশিপুকে বধ করিলেন। ইহা হইতে জানা যায় যে, দৈবস্বভাবযুক্ত ব্যক্তি সর্বদা ধীর, স্থির, অমানী, মানদ ও শ্রীভগবানের শরণাগত হইয়া শান্ত চিত্তে অবস্থান করে আর আসুরস্বভাবযুক্ত ব্যক্তি অহঙ্কারবশতঃ নিজের অতি ক্ষুদ্র

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

সীমিত শক্তির প্রতি আস্থা রাখিয়া তদ্দ্বারা অন্যের ক্ষতিসাধন করিতে যায়। এই জন্য সে নানা দুঃখ ও শোকগ্রস্ত হইয়া সর্বদা উদ্‌বিগ্ন চিত্তে কাল কাটায়।

অতএব যে বুদ্ধিমান্, সে নিজের অতি ক্ষুদ্র ও সীমিত শক্তির প্রতি বিন্দুমাত্রও ভরসা না রাখিয়া সর্বদা সর্বময়কর্তা শ্রীভগবানের শরণাগত হইয়া তাঁহার ব্যবস্থার প্রতি অপেক্ষা করিয়া পড়িয়া থাকাই পরমবুদ্ধিমত্তার নিদর্শন। নিজের চেষ্টায় কাহারও কোন কার্যের প্রতিশোধ লইবার বাসনা ভুলবশতঃও যেন হৃদয়ে না জাগে, শরণাগতচিত্তে তৎপ্রতি সর্বদা তীক্ষ্নদৃষ্টি রাখিতে হইবে। এই শরণাগতি কেবল হিন্দুধর্মের শিক্ষা নহে। পৃথিবীর সকল ধর্মে শ্রীভগবানের নিকট শরণাগতির কথা শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে।

কেশবের শ্রীগুরুপাদাশ্রয়

কেশব — (কাঁদিতে কাঁদিতে শ্রীহরিদাসের পদতলে পড়িয়া) ওঃ! কি ভাগ্যফলে আপনার সন্ধান পাইয়াছি! আপনার শ্রীমুখবিগলিত সিদ্ধান্তামৃত পান করিয়া মাদৃশ জন্মজন্মান্তরের দুরন্ত অপরাধী, মহাপাপী, স্বসুখকামনায় অন্ধ, অনভীপ্‌সুর হৃদয়ে এই আশার সঞ্চার হইয়াছে যে, আপনিই এ নরাধমকে ভবসাগর হইতে উত্তীর্ণ করাইয়া সেই প্রেমরসামৃত পান করাইতে সমর্থ। আপনার অহৈতুকী কৃপা ব্যতীত এ নরাধমের অন্য গতি নাই। আপনি যে শ্রীগৌরানুগ মহৎ এবং আপনার কৃপায় যে শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দ ও তাঁহাদের নিজজনের কৃপালাভ হইবে, এই বিচার এ অধমের দৃঢ় হইয়াছে। পতিত জ্ঞানে উপেক্ষা না করিয়া এ নরাধমকে আপনার শ্রীচরণে স্থান দিন, আপনার শ্রীপাদপদ্মে এইমাত্র সকাকু প্রার্থনা।

কেশবের প্রতি শ্রীহরিদাসের উপদেশ

শ্রীহরিদাস কেশবের অশ্রুবিগলিত নয়ন ও হৃদয়ের আবেগভরা ভাব দেখিয়া সে যে সত্য সত্য শুদ্ধভক্তিসাধনে আগ্রহী, তাহা বুঝিতে পারিলেন এবং তাহাকে শিষ্যরূপে অঙ্গীকার করিয়া এইরূপ উপদেশ দিলেন —

(১) শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দ অনাদিবিমুখ জীবের অজ্ঞানান্ধকার দূর করিয়া শ্রীগ্রন্থভাগবত ও শ্রীভক্তভাগবতের সঙ্গে তাহার সাক্ষাৎকার করাইয়া দেন এবং তাঁহাদের দ্বারা হৃদয়ে প্রেম সঞ্চার করেন। পরিশেষে তাহার হৃদয়ের সেই প্রেমরস আস্বাদন করিতে গিয়া তাহাতে বন্দী হইয়া যান। সুতরাং শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দের করুণার অন্ত নাই। অতএব সর্বক্ষণ ব্যাকুল হৃদয়ে শ্রীগৌরদাতা শ্রীমন্নিত্যানন্দপ্রভু, প্রেমদাতা শ্রীগৌরসুন্দর ও শ্রীগৌরআনা ঠাকুর শ্রীসীতানাথ "শ্রীশ্রীনিতাই-গৌর-সীতানাথ" — এই তিন ঠাকুরের নাম কীর্তন করিবে। পরমউদার

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দের নামে শ্রীকৃষ্ণনামের মত অপরাধের বিচার নাই। আবার রজস্তমোগুণাবিষ্ট জীবের পক্ষে অপরাধ ত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণনাম কীর্তন করাও সহজ নহে। এতদ্ব্যতীত যে প্রেমলাভের বাসনা লইয়া শ্রীনামকীর্তন করার কথা, সেই বাসনা শ্রীগৌরনাম হইতেই লাভ হইবে। কারণ শ্রীগৌর শ্রীরাধাভাবে বিভাবিত বলিয়া শ্রীকৃষ্ণসেবার অভাববোধ সর্বক্ষণ তাঁহার হৃদয়ে বিদ্যমান থাকিয়া তাঁহাকে তীব্র আর্তিযুক্ত করাইত। নাম-নামীর অভিন্নতাহেতু তাঁহার নামকীর্তনকারীর হৃদয়েও সেইরূপ তীব্র আর্তি জাত হওয়া স্বাভাবিক। সে অবস্থায় শ্রীগৌরনামকীর্তনে তাহার অভিনিবেশ জাত হইয়া তাহাকে রজস্তমোগুণ হইতে মুক্ত করার সঙ্গে সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মে রতি জাত করায়। সেই জাতরতি ভূমিকায় তাহার ইন্দ্রিয় হ্লাদিনীশক্তি-তাদাত্ম্যপ্রাপ্ত হইয়া যায়। অতএব সে হ্লাদিনীশক্তির প্রেরণায়ই চালিত হইয়া থাকে। সে অবস্থায় সে শ্রীকৃষ্ণভজন করিবে কি শ্রীগৌরভজন করিবে, তাহা হ্লাদিনীশক্তিই স্থির করিয়া দেন। শ্রীগৌরভজন করিলে শ্রীগৌর সর্বক্ষণ শ্রীকৃষ্ণের সেবাচিন্তায় নিমগ্ন থাকায় শ্রীগৌরের হৃদয়ে যখন শ্রীকৃষ্ণসেবার যে ভাব উদিত হইতে থাকে, শ্রীগৌর-ভজনকারীর হৃদয়েও তখন শ্রীকষ্ণসেবার সেই ভাবতরঙ্গ উদিত হইয়া তাহাকে সেই ভাবাবিষ্ট করায়। সেই কারণে শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় উল্লেখ করিয়াছেন — "গৌরাঙ্গ গুণেতে ঝুরে, নিত্যলীলা তারে স্ফুরে।" অর্থাৎ যে শ্রীগৌরলীলাস্মরণে নিমজ্জিত থাকে, শ্রীকৃষ্ণের নিত্যলীলা তাহার স্ফূর্তিপ্রাপ্ত হয়। এইরূপে শ্রীগৌরভজনদ্বারাও শ্রীকৃষ্ণভজন স্বতঃ হইয়া থাকে। এইরূপ সহজ পন্থা ছাড়িয়া জটিল পন্থাকে আশ্রয় করা বিজ্ঞতা কি ?

(২) "তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা" শ্লোকে শ্রীগৌরহরি শ্রীহরিনাম-সাধকের আচরণসম্বন্ধে স্পষ্ট উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। অর্থাৎ শ্রীহরিনামসাধক তৃণাদপি সুনীচ, তরোরপি সহিষ্ণু, অমানী ও মানদ হইবে এবং শ্রীভগবান্ অন্তর্যামি-রূপে সর্বজীবহৃদয়ে অবস্থান করিতেছেন — এই বিচারে আব্রহ্মস্তম্ব প্রত্যেক জীবকে যথাযথ সম্মান দিবে। "জীবে সম্মান দিবে জানি কৃষ্ণ-অধিষ্ঠান।" — ইহাই নামকীর্তনকারী সাধকের প্রতি শ্রীগৌরহরির উপদেশ।

(৩) কাহারও দোষ দর্শন করিবে না। তোমার স্ত্রী, পুত্র ও পিতামাতাদি তোমার দোষ দেখিলে কদাপি ক্রোধ করিবে না। অন্তর্যামীর দ্বারা প্রেরিত হইয়া তাহারা তোমার দোষ দেখাইয়া দিতেছেন, এই বিচারে তাহা নতমস্তকে বরণ করিয়া লইবে। আপাততঃ তোমার দোষ না থাকিলেও তোমার পূর্বজন্মের কর্মফলানুযায়ী ইহা শ্রীবিষ্ণুরই তোমার প্রতি বিধান, এই বিচারে শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত ত্রিদণ্ডী ভিক্ষুর আদর্শ অনুসরণে তাহা সহ্য করিবে। "সম্বাদপত্রের প্রতিপৃষ্ঠায় যে দিন আমার নিন্দা করা

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

হইতেছে দেখিব, সেদিন জানিব সত্য সত্য শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দ আমাকে কৃপা করিয়াছেন।" — ইহা ছিল শ্রীল পুরীদাস গোস্বামী ঠাকুরের অনুভূতিযুক্ত বাণী। তাঁহার এই আদর্শে অনুপ্রাণিত হইতে পারিলে এই জন্মেই শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দের কৃপা লাভ হইয়া প্রেমলাভের পথ সুগম হইতে পারিবে।

যে পরনিন্দা না করিয়া একবার মাত্র 'কৃষ্ণ' বলিবে, শ্রীগৌরহরি তাহাকে অবশ্য উদ্ধার করিবেন বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন — (শ্রীচৈ:ভা:মধ্য ১৭।২১৩-২১৪)

বাহু তুলি জগতেরে বোলে গৌরধাম।
"অনিন্দক হই সভে বল কৃষ্ণনাম॥
অনিন্দক হই যে সকৃৎ 'কৃষ্ণ' বলে।
সত্য সত্য মুইঁ তারে উদ্ধারিমু হেলে॥"

(৪) প্রত্যহ শ্রীচৈতন্যভাগবত ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ করিবে। শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের উপদেশ — "গৌরাঙ্গের মধুর লীলা, যার কর্ণে প্রবেশিলা, হৃদয় নির্মল ভেল তার।" অর্থাৎ শ্রীগৌরলীলা আলোচনার দ্বারা হৃদয় হইতে অন্যাভিলাষ অর্থাৎ ভক্তিবিপরীত বাসনা দূর হইয়া তাহাতে ভক্তিবাসনার সঞ্চার হইবে। তদ্ব্যতীত শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দ কিরূপে নির্বিচারে আচণ্ডাল সকলকে এরূপ কি পশুপক্ষী ও বৃক্ষলতাদিকেও প্রেম দান করিলেন, সে বিষয় জানিয়া জীবপ্রতি তাঁহার অপার করুণার কথা উপলব্ধির বিষয় হইবে। এইরূপে তাঁহাদের মহিমাজ্ঞান হৃদয়ে দৃঢ় হইলে স্বতঃ তাঁহাদিগকে আর্তিযুক্ত হইয়া ডাকিতে মন হইবে।

(৫) যত অভাব অসুবিধায় পড়িলেও অর্থোপার্জনে কখনও অসদুপায় অবলম্বন করিবে না। সর্বদা শ্রীভগবানের ইচ্ছার উপর নির্ভর করিয়া থাকিবে এবং অসদুপায়ে অর্থোপার্জন করিলে তিনি সন্তুষ্ট হইবেন না, জানিয়া তাহা হইতে বিরত হইবে। নিজের পুত্রাদি যেরূপ ভুলবশতঃও অসদুপায়ে অর্থোপার্জনের জন্য লালায়িত না হয়, সে বিষয়ে তাহাদিগকে উপযুক্ত শিক্ষা দিবে। তোমার উপদেশ না শুনিয়া তাহারা যদি অসদুপায়ে অর্থ উপার্জন করে তাহা হইলে যত অভাব থাকিলেও তুমি সেই অশুক্লবিত্ত স্পর্শ করিবে না।

"অসদুপায়ে যদি অর্থোপার্জনের সুযোগ পাওয়া যায়, তবে সেইভাবে অর্থোপার্জন করিয়া তাহা হইতে কিছু অংশ শ্রীভগবানের সেবায় লাগাইয়া দিলে ত আমার আর পাপ হইবে না। সুতরাং সেইরূপ অশুক্লবিত্ত উপার্জন করিলে ক্ষতি কি?" — এইরূপ কুভাবনাকে কখনও মনে স্থান দিবে না। কারণ অশুক্লবিত্তদ্বারা

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

শ্রীভগবানের সেবা হয় না। শুক্লবিত্তদ্বারা শ্রীভগবানের সেবার বিধানই শাস্ত্রসম্মত। শ্রীকৃষ্ণ শ্রীউদ্ধবকে গৃহস্থের কর্তব্য সম্বন্ধে বলিয়াছেন –

"যদৃচ্ছয়োপপন্নেন শুক্লেনোপার্জিতেন বা।
ধনেনাপীড়য়ন্ ভৃত্যান্ ন্যায়েনৈবাহরেৎ ক্রতূন্ ॥"
(শ্রীভা: ১১।১৭।৫১)

অর্থাৎ অনায়াসলব্ধ অথবা স্ববৃত্তিদ্বারা উপার্জিত বিশুদ্ধ ধনে পোষ্যগণকে পীড়া না দিয়া যথাবিধি যজ্ঞাদি ধর্মের অনুষ্ঠান করিবে।

'স্ববৃত্তিদ্বারা উপার্জিত ধন' অর্থাৎ নিজের নির্দ্দিষ্ট কর্তব্যের অনুসরণদ্বারা যে অর্থ উপার্জিত হয়, ইহাই শুদ্ধ বা শুক্লবিত্ত। এই শুক্লবিত্তদ্বারা অর্চন ইত্যাদি করা উচিত। সুতরাং শুক্লবিত্তদ্বারা কুটুম্বপোষণ ও শ্রীবিষ্ণুর অর্চনই শাস্ত্রসম্মত বিধান। অতএব অশুক্লবিত্তদ্বারা ইহা করণীয় নহে। এই শাস্ত্রবাক্যকে অনুসরণ করিয়া যতই প্রলোভন আসিলেও কদাপি অশুক্লবিত্ত উপার্জনের দিকে মন দিবে না। এতদ্ব্যতীত যাহারা অশুক্লবিত্ত উপার্জন করিতেছে, তাহারা বন্ধু হইলেও তাহাদের ঘরে ভোজন ইত্যাদি করিবে না। তাহাদের প্রদত্ত কোন উপহারাদি নিজে উপভোগ করিবে না। আত্মীয়স্বজনগণকেও ইহা উপভোগ করিতে দিবে না। কারণ তাহা হইল বিষয়ীর অন্ন। গৃহস্থ হইলেও ভক্তিসাধকের পক্ষে বিষয়ীর অন্নগ্রহণ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। এ সম্বন্ধে শ্রীগৌরহরির শিক্ষা – "বিষয়ীর অন্ন খাইলে মলিন হয় মন। মন মলিন হৈলে নহে কৃষ্ণের স্মরণ ॥" (শ্রীচৈ:চ:অন্ত্য ৬।২৭৩)। বিষয়ীর অন্ন গ্রহণ করিলে চিত্তচাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইবে। চঞ্চলমন সর্বদা স্বসুখচিন্তায় মগ্ন হইয়া শ্রীকৃষ্ণস্মৃতি হইতে চ্যুতি ঘটাইবে। সুতরাং ইহা ভক্তির বিশেষ প্রতিকূল।

বিষয়ীর অন্ন বিষয়ে তোমাকে আর একটু ভাল ভাবে বুঝাইয়া বলিতেছি। লোকসকল সাধারণতঃ নিজের ও নিজ পরিবারের ভরণপোষণের জন্য অর্থোপার্জন করিয়া থাকে। যখন অধিক অর্থোপার্জনে ঝোঁক হয়, তখন ইহা উপার্জনের পন্থা সৎ কি অসৎ তৎপ্রতি দৃষ্টি থাকে না। সৎপথে হউক কিংবা অসৎপথেই হউক, যে কোন প্রকারে উপার্জনবৃদ্ধিই একমাত্র লক্ষ্য থাকে। এ অর্থোপার্জনের সঙ্গে শ্রীভগবানের কোন সম্বন্ধই থাকে না। "পেট পোষ নাই দোষ" – এই বিচার বহির্মুখ মানবের অস্থিমজ্জাগত। অর্থাৎ যেকোনরূপে অর্থোপার্জন কর। তাহাতে ন্যায় অন্যায়ের বিচার কিছুই নাই। এসব বিচার ভক্তিবিঘাতক। এ সংসারের অসারতা যে উপলব্ধি করিয়াছে, সে কিরূপে এ সংসারঘূর্ণন হইতে রক্ষা পাইবে, সেই চিন্তা সর্বক্ষণ তাহার হৃদয়কে

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

কবলিত করিবে। অতএব যে পথে গেলে তাহার নিত্যমঙ্গল হইবে, সেই পথের অনুসন্ধানে সে সর্বক্ষণ ব্যস্ত থাকিবে। বস্তুতঃ এইরূপ ব্যক্তিই বুদ্ধিমান্, আর তথাকথিত খুব উচ্চশিক্ষিত হইয়াও যাহারা কেবল স্বসুখসাধনে সর্বদা মগ্ন, তাহারা পশুতুল্য। সুতরাং যে বুদ্ধিমান্, সে অর্থোপার্জন করিতে যাওয়ার পূর্বে তাহার অর্থোপার্জনের পন্থা সৎ কি অসৎ প্রথমে তাহা বিচার করিবে। তাহা সৎ হইয়া থাকিলে সেই পথে সে অগ্রগতি করিবে আর অসৎ হইয়া থাকিলে উক্ত পথকে দৃঢ়ভাবে বর্জন করিবে। "শ্রীভগবান্ আমার পূর্বজন্মের কর্মফলানুযায়ী আমার জন্য এই পরিমাণ অর্থাগমের ব্যবস্থা করিয়াছেন। আমি সৎপথে আমার কর্তব্য সম্পাদন করিয়া ইহা উপার্জন করিব এবং ইহা আমার কুটুম্বভরণ নিমিত্ত যথেষ্ট না হইলেও তাহা ভগবদিচ্ছা জানিয়া আমি তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকিব। অন্যায়ভাবে অধিক অর্থ উপার্জনের জন্য মন দিব না। কারণ তদ্দ্বারা ভগবান্ অসন্তুষ্ট হইবেন। তিনি আমার অন্তর্যামিরূপে অবস্থান করিয়া আমার প্রত্যেক কার্য দেখিতেছেন এবং কার্যানুরূপ ফলভোগের ব্যবস্থাও তৎক্ষণাৎই করিয়া দিতেছেন। অতএব আমি অসদুপায়ে অর্থোপার্জন করিলে তিনি কদাপি সন্তুষ্ট হইবেন না। তাঁহার সুখানুসন্ধানই আমার কর্তব্য। তাহা ভুলিয়া নিজসুখচিন্তায় মগ্ন থাকিয়া আমি এ ত্রিতাপজ্বালা ভোগ করিতেছি। আর সেরূপ ভুল করিব না। যাহা করিলে তাঁহার সন্তোষ হইবে, তাহাতে আমার আপাততঃ দুঃখ হইলেও আমি তাহা অবশ্যই করিব। নিজের সুখ খুঁজিতে গিয়া আর যেরূপ এ ঘৃণ্য ও কৃতঘ্নতাপূর্ণ সংসারে আসিতে না হয়, তৎপ্রতি সর্বদা সতর্ক থাকিব।" — এইরূপ চিন্তা করিয়া যে সদুপায়ে অর্থোপার্জনে ব্রতী হইবে, সে মহাভাগ্যবান্ এবং তাহার উপার্জিত অর্থই শুক্লবিত্ত। এই শুক্লবিত্তদ্বারাই কুটুম্বপোষণ ও শ্রীভগবানের সেবা শাস্ত্র ও মহাজনানুমোদিত। বস্তুতঃ এইরূপ অর্থোপার্জনই সর্বোত্তম এবং এই অর্থদ্বারা প্রতিপালিত হইলে ভক্ত্যুন্মুখ সংস্কার বৃদ্ধি হইয়া থাকে। ইহা না করিয়া যে নিজ সুখের জন্য পাগল হইয়া নানা অসদুপায়ে অর্থোপার্জন করে, তাহার সেই অর্থকে বিষয়ীর অন্ন বলা যায়, ইহা সর্বনিকৃষ্ট। কারণ এই অর্থে প্রতিপালিত হইলে ভগবদ্বিষয়িণী মতি না হইয়া সর্বদা অসৎপথে যাইতেই মতি হইবে। নিজ পিতার অর্জিত হইয়া থাকিলেও এইরূপ অর্থে প্রতিপালিত হওয়া সম্পূর্ণরূপে ভক্তিবিঘাতক। অতএব ভক্তিসাধকের পক্ষে ইহা সর্বতোভাবে পরিত্যাজ্য। আবার অনেক নীতিবাদী লোক আছেন, যাহারা শ্রীভগবানের সন্তোষের দিকে দৃষ্টি না দিয়া কেবল নীতিদৃষ্টিতে সৎপথে থাকিয়া অর্থোপার্জন করেন। কেবল নিজের ভরণপোষণই তাহাদের অর্থোপার্জনের লক্ষ্য। তাহাতে শ্রীভগবানের সন্তোষচিন্তার নামগন্ধ থাকে না। সেই কারণে ইহাও বিষয়ীর

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

অন্নরূপে গণ্য। ইহা সর্বনিকৃষ্ট না হইলেও উৎকৃষ্ট নহে। কারণ এই অন্নে প্রতিপালিত হইলে পুণ্য কর্মের দিকে মতি হইতে পারে কিন্তু ভগবদ্‌বিষয়িণী মতি হইবে না।

আমার মনে হয় বিষয়ীর অন্ন বিষয়ে তোমার সম্যক্ ধারণা হইল। অতএব এদিকে সর্বদা সতর্ক থাকিয়া যে অর্থদ্বারা প্রতিপালিত হইলে ভক্তির অনুকূল হইবে, সেই অর্থে প্রতিপালিত হইতে চেষ্টা করিবে।

(৬) সদুপায়ে উপার্জিত অর্থও সদুপায়ে ব্যয় করিবে। "পিতা, মাতা, স্ত্রী, পুত্র আকারে শ্রীভগবান্ এই কয়েকটি প্রাণীর দায়িত্ব আমার উপর ন্যস্ত করিয়াছেন। তাহাদের গ্রাসাচ্ছাদনব্যয় বহন করিয়া তাহাদিগকে তাঁহার প্রতি উন্মুখ হইতে শিক্ষা দেওয়া আমার কর্তব্য এবং এইরূপ করিলে তিনি সন্তুষ্ট হইবেন।" — এই বিচারে তাহাদের গ্রাসাচ্ছাদনব্যয় বহন করিয়া তাহাদিগকে শ্রীভগবানের প্রতি উন্মুখ হইতে সর্বদা শিক্ষা দিবে।

"আমি এত কষ্ট করিয়া অর্থ উপার্জন করিতেছি। অতএব ইহার সিংহভাগ আমার সুখস্বাচ্ছন্দ্যনিমিত্ত ব্যয়িত হওয়া উচিত।" — এই অহমিকাপূর্ণ বিচারের বশবর্তী হইয়া কদাপি নিজসুখ নিমিত্ত অর্থব্যয়ের অভিলাষ হৃদয়ে পোষণ করিবে না। আর যদি ভগবদিচ্ছায় প্রচুর অর্থাগম হয়, তবে ভোগবিলাসে তাহার অপব্যয় না করিয়া দেহরক্ষানিমিত্ত নিহাৎ যে পরিমাণ অর্থের আবশ্যক সেই পরিমাণ অর্থ ব্যয় করিয়া বাকি অর্থ ভগবৎসেবায় বিনিযোগ করিবে। অর্থাগমের প্রাচুর্য দেখিলে অনেক সময় ঘরে বহু দ্রব্য নষ্ট করা হয়। আবশ্যকতা হইতে অধিক অর্থ নষ্ট করা চুরির সঙ্গে সমান এবং তজ্জন্য দণ্ডলাভ হইবে বলিয়া শ্রীভা: ৭।১৪।৮ শ্লোকে বলা হইয়াছে। "শ্রীভগবানের কৃপায় এই অর্থাগম হইয়াছে, ইহাকে তাঁহার সেবায় না লাগাইয়া বৃথা অপব্যয় করিলে তিনি অসন্তুষ্ট হইবেন" — সব সময়ে এইরূপ বিচার করিয়া ভোগবিলাসের জন্য অত্যধিক অপব্যয় না করিয়া দেহরক্ষানিমিত্ত নিহাৎ যতটুকু আবশ্যক ততটুকুই ব্যয় করিবে ও অবশিষ্ট অর্থ ভগবৎসেবায় বিনিযোগ করিবে।

(৭) অতিথি-অভ্যাগত ঘরে আসিলে যত্নসহকারে তাঁহাদের হৃদয়স্থ অন্তর্যামীর সন্তোষ নিমিত্ত তাঁহাদের সেবা করিবে। কাহাকেও অনাদর করিবে না। দুঃখী-রঙ্ক সাহায্য নিমিত্ত আসিলে বিরক্ত না হইয়া অন্তর্যামিদৃষ্টিতে তাহাদিগকে সাহায্য করিবে। আবশ্যক হইলে নিজের পেট হইতে কাটিয়া তাহাদিগকে দিবে।

(৮) শ্রীভগবানের প্রীতির উদ্দেশ্যে নিজের সমস্ত স্বার্থকে জলাঞ্জলি দেওয়া হইল ভক্তির প্রাণ। সেই কারণে শ্রীগৌরহরি ও তদনুগ গোস্বামিগণ যেরূপ অভূতপূর্ব স্বার্থত্যাগের আদর্শ দেখাইয়া গিয়াছেন, তাহার অনুসরণে সর্বদা ব্রতী হইবে।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

শ্রীভগবানের প্রীতির উদ্দেশ্যে ভোগবাঞ্ছা ও মুক্তিবাঞ্ছাকে হৃদয়ে স্থান দিবে না। যে প্রজল্পে (ভগবদিতর বিষয়কথায়) জীবের স্বাভাবিক রুচি তাহা সর্বতোভাবে বর্জন করিবে। ভজনের ব্যাঘাতকারক জানিয়া অতিরিক্ত ভোজন ও অতিরিক্ত নিদ্রা সর্বতোভাবে ত্যাগ করিবে। অতিরিক্ত অর্থ সঞ্চয়ের লোভ করিবে না। এসম্বন্ধে শ্রীরূপপাদ তাঁহার রচিত "শ্রীউপদেশামৃতে" এইরূপ উল্লেখ করিয়াছেন –

"অত্যাহারঃ প্রয়াসশ্চ প্রজল্পো নিয়মাগ্রহঃ।
জনসঙ্গশ্চ লৌল্যঞ্চ ষড়্ভির্ভক্তির্বিনশ্যতি ॥" (২য় শ্লোক)

অর্থাৎ কোন বস্তুর অধিক সংগ্রহ ও সঞ্চয়, সাংসারিক বিষয়ের জন্য অধিক পরিশ্রম বা চেষ্টা, ভগবদিতর বিষয়কথা আলোচনা, নিয়মের প্রতি অত্যধিক আদর কিংবা অত্যধিক বিমুখতা, ভক্তিবিমুখ লোকের সঙ্গ ও চিত্তের চঞ্চলতা বা অব্যবস্থিত ভাব –এই ছয়টি দোষহেতু ভক্তি নষ্ট হইয়া যায়।

"এই জন্মে আমায় ভক্তিলাভ করিতেই হইবে" – এইরূপ দৃঢ়সঙ্কল্প হৃদয়ে থাকিলে, এইসব ত্যাগ সহজসাধ্য হইতে পারে।

(৯) পরদোষদর্শন না করিয়া নিজের আচরণে কোথায় ত্রুটি আছে, সর্বদা তাহা বাহির করিতে চেষ্টা করিবে এবং নিজের ত্রুটি জানিতে পারিলে তাহা দূর করিতে শক্তি দেওয়ার নিমিত্ত কাঁদিতে কাঁদিতে শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দ, শ্রীগুরুদেব ও শ্রীবৈষ্ণববৃন্দের শ্রীচরণে ব্যাকুল প্রার্থনা করিবে।

(১০) যে যেকোনরূপে শ্রীহরিনাম গ্রহণ করুক না কেন কাহাকেও হেয় জ্ঞান করিবে না, যেহেতু কৃপালাভের কোন কারণ নাই। কখন কাহার প্রতি শ্রীনামপ্রভু বা শ্রীনামভজনকারী মহতের কৃপা হইয়া যাইবে তাহা কে বলিতে পারে? জগাই-মাধাইর প্রতি যদি শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দের কৃপা হইতে পারিল, শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের চরিত্র সংহার করিতে আগত বেশ্যার প্রতি যদি তাঁহার কৃপা হইতে পারিল, পশুহত্যাকারী নিষ্ঠুর ব্যাধের প্রতি যদি শ্রীনারদের কৃপা হইতে পারিল, কাহার প্রতি কখন যে কৃপা হইয়া যাইবে তাহা কেহ বলিতে পারে না। অতএব কাহাকেও হেয় জ্ঞান না করিয়া বৈষ্ণব-বেশধারিমাত্রে সকলকে যথাযথ সম্মান দিবে।

(১১) কোন উদ্যম করিয়া কৃতকার্য না হইলে কদাপি হতাশ হইবে না। শ্রীকৃষ্ণ শ্রীগীতায়(২।৪৭) বলিয়াছেন "কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।" অর্থাৎ কর্মেই তোমার অধিকার। কর্মের ফলে কোন অধিকার নাই। কর্মফলদাতা হইলেন শ্রীবিষ্ণু। তিনি পূর্ব কর্মানুযায়ী যে যেরূপ ফল পাওয়ার কথা তাহার জন্য সেই ফলের ব্যবস্থাই

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

করিয়া থাকেন। সুতরাং তোমার উদ্যমে বাধাপ্রদানকারী জ্ঞান করিয়া কাহাকেও দোষ দিবে না। তুমি কোন কর্ম করিয়া অকৃতকার্য হইলে তজ্জন্য তোমার পূর্বজন্মের কর্মফলই দায়ী, অন্য কেহ দায়ী নহেন — এই বিচারে কাহারও দোষ না দেখিয়া মনে মনে শরণাগতি লাভনিমিত্ত শ্রীভগবানের শ্রীচরণে প্রার্থনা করিবে।

(১২) ভক্তির অনুকূল প্রত্যেক বিষয়কে আদরসহকারে স্বীকার করিবে ও ভক্তি-প্রতিকূল বিষয়কে দৃঢ়ভাবে ত্যাগ করিবে। দুঃখে কাতর হইবে না কিংবা সুখে উৎফুল্ল হইবে না। ভগবদিচ্ছার উপর নির্ভর করিয়া অত্যধিক সুখের জন্য যত্নবান্ হইবে না।

(১৩) তুমি শ্রীহরিনাম কীর্তনাদি ভক্ত্যঙ্গযাজন হইতে আরম্ভ করিয়া দেহযাত্রা-নির্বাহ পর্যন্ত যাবতীয় কার্যে শ্রীগুরুদেব ও শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দের সন্তোষের দিকে সর্বদা তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিবে।

(১৪) যদি কখনও ভক্ত্যনুষ্ঠানে তৃপ্তি আসিয়া যায়, তাহা হইলে জানিবে যে, তাহা "ইতি পুংসার্পিতা বিষ্ণৌ"রূপ ভক্তি না হইয়া পুণ্যকর্মই হইয়া গেল। এইরূপ তৃপ্তি হৃদয়ে জাগ্রত হইবা মাত্র নিজকে শত ধিক্কার করিয়া এ তৃপ্তি যেরূপ ভুলক্রমেও না জাগে তজ্জন্য শ্রীগুরুদেবের শ্রীচরণে সক্রন্দন ব্যাকুল প্রার্থনা জানাইবে।

(১৫) "স্মর্তব্যঃ সততং বিষ্ণোর্বিস্মর্তব্যো ন জাতুচিৎ" অর্থাৎ সর্বদা শ্রীবিষ্ণুকে স্মরণ করিবে এবং কখনও তাঁহাকে বিস্মৃত হইবে না। সমস্ত বিধিপালনের ইহাই মুখ্য উদ্দেশ্য। এই কথা সর্বদা মনে রাখিয়া শাস্ত্রোক্ত বিধিপালন, ভক্ত্যঙ্গযাজন ও দেহযাত্রানির্বাহাদি প্রত্যেক কার্য যেরূপ হৃদয়ে বিষ্ণুস্মৃতিউদ্রেকের অনুকূল হয়, তৎপ্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিয়া প্রত্যেক কার্যে ব্রতী হইলে ভক্তিপথে অগ্রগতি সহজসাধ্য হইবে।

(১৬) আমরা এত দিন ধরিয়া যেসব আলোচনা করিলাম তাহা হইতে স্পষ্ট বুঝাযায় যে, শ্রীকৃষ্ণের প্রতি প্রীতি না থাকিলে তাঁহাকে ভক্তি করিবার প্রবৃত্তি জীবহৃদয়ে জাগিবে না। শ্রীকৃষ্ণকে ভালবাসা অপ্রাকৃত হ্লাদিনীশক্তিরই বৃত্তি। জীবস্বরূপে হ্লাদিনীশক্তির পরিবর্তে রজস্তমোরূপ প্রাকৃত গুণই বর্তমান। এই প্রাকৃত গুণের সাহায্যে জীবের কদাপি শ্রীকৃষ্ণের প্রতি প্রীতিযুক্ত হওয়া সম্ভব নহে। সে যাহাকিছু করে, তাহা তাহার স্বসুখসাধন উদ্দেশ্যেই করিয়া থাকে। সেইরূপ ভক্তিকে সগুণা ভক্তি বলা হয়। জীব তাহার নিজ চেষ্টায় এই সগুণা (তামসী, রাজসী ও সাত্ত্বিকী) ভক্তিই করিতে পারে। নির্গুণা ভক্তির সাধন জীবের চেষ্টার অতীত। হ্লাদিনীশক্তির দূত ভক্তমহতের

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

অহৈতুকী কৃপা ব্যতীত অন্য কোন উপায়ে ভক্তিসাধনে প্রবৃত্তি হইবে না। শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দের কৃপা হইলেই তাঁহাদের নিজজন রাগমার্গীয় ভক্তমহতের সঙ্গে জীবের যোগাযোগ হইতে পারে। সুতরাং ভক্তিলাভবিষয়ে নিজের অযোগ্যতা তীব্রভাবে উপলব্ধি করিয়া কৃষ্ণভক্তিজন্মমূল মহৎকৃপালাভ নিমিত্ত সর্বক্ষণ ব্যাকুল হৃদয়ে কাঁদিতে কাঁদিতে শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দের নামকীর্তন করাই আমাদের একমাত্র সাধন। আমাদের ব্যাকুল ক্রন্দনদ্বারা তাঁহাদের হৃদয় বিগলিত হইয়া যাইবে। তখন তাঁহারা তাঁহাদের নিজজনের সঙ্গে আমাদের সংযোগ করাইয়া দিয়া আমাদিগকে প্রেমলাভের যোগ্য করিয়া দিবেন। মাদৃশ রজস্তমোগুণাবৃত অযোগ্য জীবের পক্ষে ক্রন্দন ব্যতীত অন্য কোন পথ নাই। "বালানাং রোদনং বলম্।" শিশু নিজচেষ্টায় মাতার কোলে উঠিতে অক্ষম। সে তাহার অযোগ্যতা উপলব্ধি করিয়া ক্রনন্দই করিয়া থাকে। তাহার সেই ক্রন্দন তাহার প্রতি স্নেহময়ী মাতার দৃষ্টি আকৃষ্ট করে ও তিনি তাহাকে নিজকোলে উঠাইয়া লইয়া স্তন্যপান করান। সুতরাং ক্রন্দনই অযোগ্যের একমাত্র বল, একমাত্র সাধন। কেবল ক্রন্দনই শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দকে আমাদের প্রতি কৃপোন্মুখ করাইবে। অন্য কোন সাধন দ্বারা ইহা সম্ভব নহে। এই ক্রন্দন শ্রীগৌরহরিরই শিক্ষা।

আমি তোমাকে এই যেসব উপদেশ দিলাম, খুব যত্নসহকারে তাহা পালন করিতে সর্বদা চেষ্টা করিবে। তাহা হইলে এই জন্মেই যে তুমি ভক্তিপথে যথেষ্ট অগ্রগতি করিতে পারিবে ইহাতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই। ইহা আমার বলা অনাবশ্যক। তোমার ভজনের অগ্রগতি তুমি নিজেই উপলব্ধি করিতে পারিবে। ভোজনদ্বারা ক্ষুধানিবৃত্তি হইতেছে বলিয়া যখন উপলব্ধি করিতেছ, তখন ভজনে অগ্রগতি কি উপলব্ধি করিতে পারিবে না ?

শ্রীগৌরোপদিষ্ট ভক্তিসাধনে প্রার্থনার স্বরূপ

কেশব – জন্মজন্মান্তরের অপরাধফলে ত হৃদয় বজ্রসম কঠিন হইয়া গিয়াছে। এরূপ হৃদয়ে ক্রন্দন আসিবে বা কিরূপে ? কোন বস্তুর প্রতি অভাববোধ হইলে ত তজ্জন্য প্রার্থনা জাগিবে। ভক্তি হইতেছে না বলিয়া অভাববোধ ত নাই, বরং ভক্তির নামে যাহাকিছু করিতেছি তাহা বস্তুতঃ ভক্তি না হইলেও রজোগুণপ্রভাবে তাহাতে ভক্তি হইতেছে বলিয়া তৃপ্তি আসিয়া যাইতেছে। এইরূপ অবস্থায় অভাববোধ বা আসিবে কোথা হইতে এবং অভাববোধ না হইলে প্রার্থনা বা জাগিবে কিরূপে ? যেস্থানে অভাববোধজনিত প্রার্থনা নাই, সেস্থানে ক্রন্দনেরও প্রশ্ন নাই।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

শ্রীহরিদাস – কেশব ! তুমি যথার্থ প্রশ্ন করিয়াছ। সাধনের প্রতি তোমার আগ্রহ আছে এবং তজ্জন্য তুমি যত্ন ও চেষ্টা করিতেছ বলিয়া তোমার হৃদয়ের ভাব তুমি বুঝিতে পারিতেছ। তুমি ভক্ত্যঙ্গ যাজন করিবার সময় তাহা যে ঠিক ঠিক ভক্তি হইতেছে না, ইহা তুমি উপলব্ধি করিতে পারিয়াছ। এইরূপ উপলব্ধি করাও কম ভাগ্যের কথা নহে। যাহার এই অনুভূতি নাই, তাহার অনুষ্ঠিত ভক্তি যে কর্মসামান্য হইয়া যাইতেছে এবং সেই কারণে তাহাতে তৃপ্তি আসিয়া যাইতেছে, সে বিচার তাহার হৃদয়ে উদিত হওয়া সম্ভব নহে। সুতরাং তোমার যে ভক্তিসাধনের প্রতি আগ্রহ আছে, তোমার প্রশ্ন হইতেই তাহার সূচনা পাওয়া যায়। ভক্তির স্বরূপ কি আর কর্মের স্বরূপ কি, আবার ভক্তি যে কর্ম হইতে বিলক্ষণ, ইহা তুমি জান বলিয়া এইরূপ প্রশ্ন করিতে পারিলে।

তোমাকে ত পূর্বেই বলিয়াছি যে, ভক্তি হ্লাদিনীশক্তিরই বৃত্তি। ইহাতে জীবের সামান্যতম অধিকারও নাই। হ্লাদিনীশক্তির দূতরূপী মহতের নিকট ভক্তিভাণ্ডারের চাবিকাঠি আছে। তিনি কৃপা করিয়া সে চাবিকাঠি যাহাকে দিবেন, ভক্তিভাণ্ডারে প্রবেশের অধিকার সেই লাভ করিবে। তাঁহার এই কৃপা কাহার প্রতি হইবে, তাহার কোন কারণ নাই। যেহেতু এই কৃপা অহৈতুকী। ক্রন্দনই ইহা লাভ করিবার একমাত্র উপায়। অবশ্য ক্রন্দন যে হঠাৎ আসিবে না একথাও ঠিক। তবে ক্রন্দন আসিতেছে না বলিয়া ব্যথিত হইয়া শ্রীগৌরানুগ মহদ্‌গণের শ্রীচরণে ব্যাকুল প্রার্থনা জানাও। তাঁহাদের কৃপা হইলে ক্রন্দন অবশ্য আসিবে।

কেশব – কিরূপ প্রার্থনা করিলে শ্রীগৌরানুগ মহদ্‌গণের কৃপাদৃষ্টি আকৃষ্ট করা যাইতে পারে, কৃপা করিয়া তাহা জানাইলে কৃতার্থ হইব। ক্রন্দন ব্যতীত ভক্তিলাভ যে সুদূরপরাহত, আপনার কৃপায় তাহা উপলব্ধি করিয়া আমাকে চতুর্দিক্ অন্ধকারময় দেখাযাইতেছে। হে দীনবৎসল শ্রীগুরুদেব ! ক্রন্দন আসিবার পথ দেখাইয়া দিয়া এ নিরাশ প্রাণে আশার সঞ্চার করিতে সবিনয় প্রার্থনা।

শ্রীহরিদাস – ধন্য কেশব ! তুমি ধন্য। সত্যবস্তু সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করিতে তোমার এই যে উৎকণ্ঠা, ইহা অচিরে তোমাকে অভীষ্ট বস্তু লাভের অধিকারী করাইবে। শ্রীগৌরহরি যে রাগমার্গীয় ভক্তি এ জগতকে শিক্ষা দিলেন, তাঁহার অনুগত জনগণই তাহার অধিকারী। শ্রীগৌরপাদপদ্মে তাঁহাদের যে সুদৃঢ়া নিষ্ঠা এবং জগদ্‌বাসী বিমুখ জীবের প্রতি তাঁহাদের যে অহৈতুকী কৃপা, সেইসব কথা চিন্তা করিয়া কৃষ্ণভক্তিজন্মমূল তাঁহাদের সেই কৃপালাভের আশায় সর্বদা ব্যাকুল প্রার্থনা জানাইতে হইবে। কোন শ্রীবিগ্রহ, শ্রীতুলসী, শ্রীগঙ্গা, শ্রীযমুনা কিংবা কোন বৈষ্ণব

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

প্রভৃতিকে প্রণাম করিবার সময় তোমার প্রার্থনার মুখ্য বিষয় হইবে শ্রীগৌরনিজজনগণের কৃপালাভ। আর যে শ্রীগুরুপাদাশ্রয় করিয়াছে, তাঁহার স্বরূপ যথাযথভাবে উপলব্ধি করিয়া কিরূপে তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে আত্মনিবেদনপূর্বক তাঁহার প্রীতিবিধানে ব্রতী হইতে পারিবে, তজ্জন্য ব্যাকুল প্রার্থনা করিবে। তাঁহাদের কৃপা ও প্রেরণায়ই সে শ্রীগুরুদেবের স্বরূপ ঠিক ঠিক উপলব্ধি করিতে পারিবে। তিনি যদি শ্রীগুরুপদবাচ্য না হইয়া থাকেন তবে তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া শ্রীগৌরানুরাগী মহতের পাদাশ্রয় করিবার প্রেরণাও তাঁহারাই দিবেন। যে কোন গুরু বরণ করে নাই, সে কিরূপে শ্রীগৌরানুরাগী মহতের পাদপদ্মাশ্রয় করিয়া জীবন সার্থক করিবে, তজ্জন্য সক্রন্দন প্রার্থনা জানাইবে। এত হইল দর্শন সময়ের প্রার্থনার কথা। এতদ্ব্যতীত প্রত্যহ নিয়ম করিয়া শেষরাত্রিতে (তিনটা হইতে চারটার মধ্যে) শয্যা ত্যাগ করিয়া নিত্যকর্ম সমাপনান্তে একটি আসনে বসিয়া প্রথমে শ্রীগুরুদেব ও শ্রীগৌর-নিজজনগণের কথা স্মরণ করিয়া তাঁহাদের কৃপাপ্রার্থনা করিবে এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে তুমি যে সমস্ত ধাম ও তত্রস্থ শ্রীবিগ্রহগণের দর্শন করিতেছ, মনে মনে সেইরূপ চিন্তা করিয়া সেই সেই শ্রীবিগ্রহগণের শ্রীচরণে মহৎকৃপালাভ নিমিত্ত ব্যাকুল প্রার্থনা জানাইবে এবং কিরূপে শ্রীগুরুদেবের যথার্থ স্বরূপ উপলব্ধি করিয়া তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে আত্মবিক্রয় করিতে পারিবে ও তাঁহার উপদেশপালনে ব্রতী হইতে পারিবে সেইরূপ যোগ্যতালাভের জন্যও ব্যাকুল প্রার্থনা করিবে। ভক্তিলাভবিষয়ে নিজের অযোগ্যতা তীব্রভাবে উপলব্ধি করিয়া তাহা দূর করিবার নিমিত্ত এইরূপ প্রার্থনা করিলে ক্রন্দন স্বতঃ আসিবে। সেই প্রার্থনা কিরূপ করিবে বলিতেছি।

শ্রীবৃন্দাবনবাসী বৈষ্ণববৃন্দের শ্রীচরণে প্রার্থনা — প্রথমে শ্রীগুরুদেব, ষড়গোস্বামী ও বৈষ্ণববৃন্দের জয়গান করিবে। তারপর শ্রীগুরুবন্দনান্তে শ্রীবৃন্দাবনবাসী বৈষ্ণববৃন্দের স্মরণ করিয়া এইরূপ প্রার্থনা করিবে — "হে শ্রীরূপ, শ্রীসনাতন, শ্রীরঘুনাথ ভট্ট, শ্রীজীব, শ্রীগোপাল ভট্ট, শ্রীরঘুনাথ দাস, শ্রীলোকনাথ, শ্রীভূগর্ভ, শ্রীকাশীশ্বর পণ্ডিত, শ্রীমধু পণ্ডিত, শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ, শ্রীনরোত্তম ঠাকুর, শ্রীশ্যামানন্দ প্রভো, শ্রীল শ্রীনিবাসাচার্য প্রভো, শ্রীগঙ্গানারায়ণ চক্রবর্তিঠাকুর, শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্তিঠাকুর! শ্রীগৌরপাদপদ্মে আপনাদের যে অচলা প্রীতি তাহা হইতে কিঞ্চিৎ এ জন্মজন্মান্তরের দুরন্ত অপরাধী নরাধমকে দান করুন এবং এই কৃপা করুন যা'তে সে শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দের কৃপালাভের আশায় সর্বক্ষণ ব্যাকুল হৃদয়ে ক্রন্দন করিতে পারে এবং সেই মহাবদান্যশিরোমণি প্রভুদ্বয়ের পতিত দুরিত জীবের প্রতি

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

অহৈতুকী কৃপার কথা স্মরণ করিতে করিতে তাঁহাদের কৃপালাভ উদ্দেশ্যে চক্ষুজলে বক্ষ সিক্ত করিয়া যেরূপ শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করিতে পারে।"

শ্রীনীলাচলবাসী বৈষ্ণবগণের শ্রীচরণে প্রার্থনা – হে শ্রীগোপীনাথাচার্য, শ্রীল সার্বভৌম ভট্টাচার্য ও শ্রীকাশী মিশ্র মহাশয়! শ্রীগৌরপাদপদ্মে আপনাদের যে অবিচলিত নিষ্ঠা ও তাঁহার প্রীতি উদ্দেশ্যে যে অচিন্তনীয় স্বার্থত্যাগ, এ নরাধমপ্রতি কৃপাদৃষ্টিপাত করুন যাহাতে সে তাঁহার প্রতি সেইরূপ দৃঢ় প্রীতিমান্ হইয়া তাঁহার উদ্দেশ্যে সমস্ত স্বার্থকে তিলে তিলে জলাঞ্জলি দিতে পারে।

হে গজপতি প্রতাপরুদ্রদেব! শ্রীগৌরহরির কৃপালাভ উদ্দেশ্যে আপনার যে ব্যাকুলতা ও যে সুতীব্র আর্তি, এ দুরন্ত অপরাধী কবে সেইরূপ আর্তিযুক্ত হইয়া আপনার প্রিয়জনের কৃপাবরণযোগ্য হইতে পারিবে? আপনার সম্বন্ধহেতু আপনার পুত্র ও মহিষীগণও শ্রীগৌরহরির কৃপাভাজন হইয়া শ্রীকৃষ্ণপ্রেমধনে ধনী হইয়াছিলেন এবং যে লোকশিক্ষক বিরক্তশিরোমণি শ্রীগৌরহরি রাজদর্শন করিবেন না বলিয়া প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছিলেন, আপনার আর্তিতে বিগলিতহৃদয় সেই শ্রীগৌরহরি তাঁহার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়া আপনাকে অজস্র কৃপা করিয়াছিলেন। এ পতিতের প্রতি কৃপাদৃষ্টিপাত করুন যেরূপ সে সেইরূপ তীব্র আর্তিযুক্ত হইয়া শ্রীগৌরহরি ও তাঁহার নিজজনগণের কৃপাভাজন হইতে পারিবে।

হে শ্রীভবানন্দ রায়! আপনি শ্রীরামানন্দ, শ্রীবাণীনাথ, শ্রীগোপীনাথ, শ্রীকলানিধি ও শ্রীসুধানিধি – আপনার এই পঞ্চপুত্রকে শ্রীগৌরহরির সেবায় নিযুক্ত করিয়া আপনার গৃহস্থাশ্রম সার্থক করিয়াছেন। এ পতিত প্রতি কৃপাদৃষ্টিপাত করুন যেরূপ সে তাহার ধন, জন, স্ত্রী, পুত্র সবকিছু শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের পাদপদ্মে অর্পণ করিয়া তাহার জীবন সার্থক করিতে পারে।

হে শ্রীরামানন্দ রায়! শ্রীগৌরহরির স্বরূপ ও তাঁহার অবতাররহস্য আপনি যথাযথ উপলব্ধি করিয়া তাঁহার সেবায় সর্বাত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। আপনার সেই কৃষ্ণভক্তি-রসভাবিতা মতি হইতে কিঞ্চিৎ দান করিয়া এ পতিতকে পরিত্রাণ করুন।

হে শ্রীপ্রদ্যুম্ন মিশ্র, শ্রীস্বরূপদামোদর গোস্বামি-প্রভো, শ্রীপুণ্ডরীক বিদ্যানিধিপ্রভো, শ্রীদামোদর পণ্ডিত, শ্রীজগদানন্দ পণ্ডিত, শ্রীশঙ্কর পণ্ডিত, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীকাশীশ্বর, শ্রীরামাই, শ্রীনন্দাই, শ্রীগদাধর পণ্ডিত, নামাচার্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুর, শ্রীকৃষ্ণদাস (শ্রীগৌরহরির দক্ষিণদেশযাত্রার সঙ্গী), শ্রীহরিদাস (ছোট), শ্রীশিখি মাইতি, শ্রীমাধবী দেবি, শ্রীজগন্নাথ মাইতি, শ্রীকানাঞি খুণ্টিয়া, শ্রীপরমানন্দ মহাপাত্র,

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

শ্রীপরমানন্দ পুরী ও শ্রীব্রহ্মানন্দ ভারতী মহোদয়গণ ! শ্রীগৌরপাদপদ্মে আপনাদের যে অবিচলিত নিষ্ঠা, যে প্রীতি তাহা হইতে কিঞ্চিৎ লাভ করিয়া এ নির্ঘৃণ কবে কৃতার্থ হইবে ?

শ্রীনবদ্বীপবাসী বৈষ্ণববৃন্দের শ্রীচরণে প্রার্থনা – হে শ্রীঅদ্বৈতাচার্য প্রভো ! আপনি গঙ্গাজল ও তুলসী-পত্রের দ্বারা শ্রীশালগ্রামের সেবা করিয়া কলিহত জীবগণের উদ্ধার ও গোপীপ্রেমপ্রাপ্তির উদ্দেশ্যে শ্রীগৌরহরিকে এ জগতে প্রকট করাইয়াছেন। এ পতিত কবে আপনার সহিত আপনার পরমভক্তিমতী পত্নী শ্রীসীতাদেবী ও ভক্তিমান্ পুত্র শ্রীঅচ্যুতানন্দ, শ্রীকৃষ্ণ মিশ্র ও শ্রীগোপাল মিশ্রের কৃপাবরণযোগ্য হইয়া শ্রীগৌরপাদপদ্মে সুদৃঢ়া নিষ্ঠা লাভ করিবে ?

হে শ্রীজগন্নাথ মিশ্র, শ্রীশচীমাতা, শ্রীবিশ্বরূপ, শ্রীবিশ্বম্ভর, শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবি ! এ নরাধম কবে অশ্রুসিক্ত নয়নে আপনাদের কৃপাপ্রার্থনা করিয়া জীবনকে ধন্য করিবে ?

হে শ্রীবল্লভাচার্য, শ্রীবনমালী আচার্য, শ্রীসনাতন মিশ্র (শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর পিতা), শ্রীকাশীনাথ পণ্ডিত, শ্রীবুদ্ধিমন্ত খান, শ্রীমুকুন্দ সঞ্জয়, শ্রীনীলাম্বর চক্রবর্তি, শ্রীগঙ্গাদাস পণ্ডিত, শ্রীঈশান ঠাকুর (শ্রীশচীমাতার সেবক) ! এ অধমের প্রতি কৃপাদৃষ্টিপাত করিয়া তাহাকে শ্রীগৌরপাদপদ্মের প্রতি আকৃষ্ট করুন।

হে শ্রীশ্রীবাস পণ্ডিত, শ্রীমালিনী দেবি, শ্রীরাম পণ্ডিত, শ্রীপতি ও শ্রীনিধি ! শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দের শ্রীপাদপদ্মে আপনাদের যে সুদৃঢ়নিষ্ঠা, এ পতিত কবে সেই নিষ্ঠা হইতে কিঞ্চিৎ লাভ করিয়া জীবনকে সার্থক করিবে ?

হে শ্রীশ্রীবাস পণ্ডিত! শ্রীগৌরসুন্দরের সঙ্কীর্তনসুখ ভঙ্গভয়ে আপনি কাহার নিকটেই প্রকাশ না করিয়া আপনার একমাত্র পুত্রের বিয়োগদুঃখ অম্লান বদনে সহ্য করিয়াছিলেন এবং উৎফুল্লচিত্তে শ্রীগৌরহরির সঙ্কীর্তনে যোগদান করিয়াছিলেন। অন্তর্যামী শ্রীগৌরহরি তাঁহার প্রীতি উদ্দেশ্যে আপনার এই অভূতপূর্ব স্বার্থত্যাগের কথা শ্রবণমাত্রে বিস্মিত হইয়া অশ্রুবর্ষণপূর্বক বলিয়াছিলেন – "আমার সুখভঙ্গভয়ে যে পুত্রশোক পর্যন্ত ভুলিতে পারিল, এইসব নিঃস্বার্থ ভক্তের সঙ্গ আমি কিরূপে ত্যাগ করিব ? হে শ্রীবাস ! আজ হইতে আমি আর নিত্যানন্দ তোমার নিত্যপুত্র হইয়া রহিলাম।" হে বৈষ্ণবাগ্রগণ্য শ্রীশ্রীবাস-পণ্ডিত! এ নরপশু কবে তাহার সমস্ত স্বার্থকে তিলে তিলে জলাঞ্জলি দিয়া শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দ ও তাঁহাদের নিজজনের কৃপাভাজন হইতে পারিবে ? আপনার সম্বন্ধহেতু আপনার গৃহপরিচারিকা দুঃখীকে শ্রীগৌরহরি

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

সুখী আখ্যা দিয়াছিলেন এবং আপনার ঘরের মুসলমান দরজিও প্রেমলাভ করিয়া ধন্য হইয়াছিল। এ নির্ঘৃণ কবে আপনার ঘরের উচ্ছিষ্টভোজী কুকুর হইয়া জীবন সার্থক করিবে ?

হে শ্রীশ্রীধর ঠাকুর ! আপনি ত পরমনিষ্কিঞ্চন ও অমলাশয়। আপনার এই গুণহেতু শ্রীগৌরহরি প্রত্যহ আপনি দিতে না চাহিলেও বলপূর্বক আপনার কলা, থোড়, খোলা ও পাতা অর্ধেক দাম দিয়া লইতেন এবং আপনার কলাপাতা ও খোলাতে তিনি দৈনিক ভোজন করিতেন। সন্যাস গ্রহণের পূর্বদিন আপনার প্রদত্ত লাউকে তিনি ভোজন করিয়াছিলেন। আপনার নিষ্কিঞ্চনতা ও অমলাশয়ত্বহেতু শ্রীগৌরহরির প্রদত্ত অষ্টসিদ্ধিকেও আপনি উপেক্ষা করিয়াছিলেন। এই অদ্ভুত স্বার্থত্যাগদ্বারা আপনি তাঁহাকে হৃদয়ে বান্ধিতে পারিয়াছিলেন। এ জীবকীট কবে আপনার কৃপাভাজন হইয়া তাহার সমস্ত স্বার্থকে তিলে তিলে শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের প্রীতির উদ্দেশ্যে জলাঞ্জলি দিতে পারিবে ?

হে শ্রীজগাই-মাধাই ! শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর অহৈতুকী কৃপাহেতু আপনারা দুইজন উদ্ধারলাভ করিবার পর পূর্ব পাপ ও শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর অঙ্গে রক্তপাতরূপ অপরাধের কথা স্মরণ করিয়া আপনাদের যে আত্মধিক্কার, যে অন্তর্দাহ ও আহার-নিদ্রা ত্যাগপূর্বক যে বুকফাটা ক্রন্দন, তাহা কবে এ নির্ঘৃণের অনুসরণীয় হইবে ? আপনারা দুইজন ত সর্বদা মদ্যপান, পরগৃহদাহ ও পরদ্রব্যহরণাদি পাপে লিপ্ত ছিলেন। বৈষ্ণবনিন্দারূপ অপরাধ করিবার সুযোগ কখনও আপনাদের দুইজনের হয় নাই। কিন্তু এ নির্ঘৃণ যে আপনাদের দুইজন হইতে কোটি কোটি গুণে অধিক পাপী ও অপরাধী, তাহা সে মর্মে মর্মে উপলব্ধি করিয়া আপনাদের অহৈতুকী কৃপাপ্রার্থনা করিতেছে। এ নরপশুর প্রতি কৃপাদৃষ্টিপাত করুন যেরূপে সে অনুক্ষণ চক্ষুজলে বক্ষ সিক্ত করিয়া ব্যাকুল হৃদয়ে শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দকে ডাকিতে পারে।

হে শ্রীমুরারি গুপ্ত প্রভো, শ্রীমান্ পণ্ডিত, শ্রীচন্দ্রশেখর আচার্য, শ্রীনন্দন আচার্য, শ্রীবক্রেশ্বর পণ্ডিত, শ্রীশুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী, দুগ্ধপায়ী ব্রহ্মচারী, শ্রীনৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীভগবান্ পণ্ডিত, শ্রীগরুড় পণ্ডিত, শ্রীগদাধর পণ্ডিত, শ্রীপুণ্ডরীক বিদ্যানিধি ও শ্রীমুকুন্দ দত্ত ! এ পতিতের প্রতি কৃপাদৃষ্টিপাত করিয়া শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দ ও তাঁহার নিজজনের শ্রীপাদপদ্মে দৃঢ়মতি দান করুন।

হে সগোষ্ঠিশ্রীমন্নিত্যানন্দপ্রভো ! (শ্রীহাড়াই পণ্ডিত, শ্রীপদ্মাবতী দেবী, শ্রীবসুধা-মাতা, শ্রীজাহ্নবা মাতা ও শ্রীবীরচন্দ্র প্রভু) আপনি পতিত দুরিত জীবের কেবল মঙ্গল

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

কামনা করিয়াই তাহাদিগকে প্রেম দিয়াছেন। আপনি জগাই-মাধাই ও দস্যু প্রভৃতি যত লোককে প্রেম দিয়াছেন তাহাদের হইতে এ নরাধম কোটি কোটি গুণ অধিক পাপী ও অপরাধী। শ্রীজগাই-মাধাই ও দস্যুগণ আপনার কৃপাভাজন হইবার একমাত্র কারণ এই যে, তাঁহারা উদ্ধার পাইবামাত্র আর পাপ করিবে না বলিয়া প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছিলেন এবং তাঁহাদের সেই প্রতিজ্ঞা তাঁহারা অক্ষরে অক্ষরে পালন করিয়াছিলেন। কিন্তু পাপ করিলে আপনি সন্তুষ্ট হইবেন না, ইহা জানিয়াও এ নির্ঘৃণ ত প্রতিমুহূর্তে পাপে প্রবৃত্ত হইতেছে। তজ্জন্য তাহার পক্ষে আপনার কৃপালাভ সুদূরপরাহত। তথাপি আপনার কৃপা ব্যতীত আর অন্য গতিও নাই। জন্মজন্মান্তরের দুরন্ত অপরাধহেতু স্বসুখচিন্তা সতত যন্ত্রে পিষার ন্যায় অধমের বিবেককে সর্বক্ষণ পিষিতেছে। হে পতিতপাবন শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভো ! হে হীনার্থাধিকসাধক ! আপনি যদি এ পতিতের দুর্দৈব কথা চিন্তা করিয়া তাহাকে আপনার শ্রীপাদপদ্ম প্রতি আকৃষ্ট না করেন তবে তাহার উদ্ধারলাভের আর উপায়ান্তর নাই।

হে শ্রীমহেশ পণ্ডিত ! এ পতিতের প্রতি শুভ দৃষ্টিপাত করুন। শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর শ্রীপাদপদ্মে আপনার যে অচলা নিষ্ঠা তাহা হইতে কিঞ্চিৎ দান করিয়া এ নরাধমকে কৃতার্থ করুন।

হে শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিত ! আপনার প্রাণধন শ্রীশ্রীনিতাইগৌর (অম্বিকা-কালনাস্থিত শ্রীমন্দিরে অধিষ্ঠিত) এ নির্ঘৃণ প্রতি কৃপা দৃষ্টিপাত করিয়া কবে তাহাকে আপনার প্রিয়জনের কৃপাবরণযোগ্য করাইবেন ? (সেই শ্রীমন্দিরস্থিত শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রদত্ত বৈঠা ও তাঁহার শ্রীহস্তলিখিত পুঁথির স্মরণ)।

হে শ্রীহৃদয়চৈতন্য প্রভো ! কৃপাদৃষ্টিপাত করিয়া শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর শ্রীপাদপদ্মে দৃঢ়মতি দান করুন।

হে শ্রীসূর্যদাস সরখেল প্রভো ! হে শ্রীশ্রীগৌর-নিতাই ! হে শ্রীবসুধা-জাহ্নবানাথ শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভো ! (শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর সহিত শ্রীবসুধা ও শ্রীজাহ্নবামাতার বিবাহস্থলী দর্শন ও পরিক্রমাপূর্বক কৃপাপ্রার্থনা)। এ অপরাধী কবে আপনার নিজজনের আনুগত্যে আপনার সুখানুসন্ধানে ব্রতী হইতে পারিবে ?

তারপর শ্রীগৌরহরির বিশ্রামস্থলী ইমলিতলা দর্শন ও পরিক্রমা।

শ্রীসপ্তগ্রামে শ্রীউদ্ধারণ দত্ত ঠাকুরের (শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর গণ) সমাধি পরিক্রমা ও তাঁহার কৃপাপ্রার্থনা। তথায় অধিষ্ঠিত শ্রীনিতাই, শ্রীগৌর ও শ্রীগদাধরজিউর দর্শন, পরিক্রমা ও কৃপাপ্রার্থনা।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

শ্রীবরাহনগরস্থ শ্রীভাগবতাচার্য প্রভুর শ্রীপাটদর্শন ও কৃপাপ্রার্থনা – হে শ্রীভাগবতাচার্য প্রভো ! শ্রীগৌরহরির সুখানুসন্ধানে আপনার যে দৃঢ় ব্রত, কৃপাশীর্বাদ করুন যা'তে তাহা এ নরাধমের অনুসরণীয় হয় ।

শ্রীপানিহাটিতে শ্রীরাঘব পণ্ডিত ও শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামিপ্রভুর পূজিত শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দজিউর দর্শন ও কৃপাপ্রার্থনা । শ্রীরাঘব পণ্ডিতের সমাধি দর্শন, পরিক্রমা ও প্রার্থনা – হে শ্রীরাঘব পণ্ডিত প্রভো ! শ্রীগৌর-পাদপদ্মের প্রতি আপনার যে নিষ্ঠা এবং তাঁহার সুখান্বেষণে যে তৎপরতা, সেই নিষ্ঠা ও সেই তৎপরতা হইতে কিঞ্চিৎ দান করিয়া এ পতিতকে কৃতার্থ করুন ।

হে শ্রীদময়ন্তীদেবি ! শ্রীগৌরপাদপদ্মপ্রতি আপনার যে অচলা নিষ্ঠা, তাঁহার সুখান্বেষণে যে দৃঢ়ব্রত, এ নরাধম কবে আপনার অহৈতুকী কৃপায় তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে সেইরূপ নিষ্ঠা লাভ করিয়া জীবন সার্থক করিবে ?

শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামিপ্রভুর দণ্ডমহোৎসবস্থলী দর্শন, শ্রীগঙ্গাজীর দর্শন ও কৃপাভিক্ষা । শ্রীল নিত্যানন্দ-প্রভুর কৃপাভিক্ষা – হে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভো ! আপনি দণ্ডচ্ছলে যেরূপ শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীকে কৃপা করিয়াছিলেন, আপনার সেই অমায়া কৃপাদৃষ্টি এই অধমের প্রতি কবে পতিত হইবে ? হে শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামিপ্রভো ! শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর শ্রীচরণে আপনার যে অবিচলিতা নিষ্ঠা তাহা হইতে কিঞ্চিৎ দান করিয়া এ নরাধমকে কৃতার্থ করুন ।

শ্রীগোবিন্দ ঘোষ, শ্রীমাধব ঘোষ ও শ্রীবাসু ঘোষ ঠাকুরের স্মরণ ও কৃপাপ্রার্থনা । তমলুকে শ্রীবাসুঘোষের সমাধি দর্শন, পরিক্রমা ও প্রার্থনা – হে শ্রীল বাসুঘোষ ঠাকুর ! শ্রীগৌরকৃপালাভ উদ্দেশ্যে আপনার যে অন্তর্দাহ, সেই অন্তর্দাহের কিঞ্চিৎ এই পতিতকে দান করুন । সে যেরূপ সর্বক্ষণ ব্যাকুল হৃদয়ে মহাবদান্যশিরোমণি শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দের কৃপালাভের জন্য ক্রন্দন করিতে পারে । শ্রীবাসুঘোষ ঠাকুরের পূজিত শ্রীগৌরসুন্দর, শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ ও শ্রীজগন্নাথদেবের দর্শন, পরিক্রমা ও কৃপাপ্রার্থনা ।

মামগাছির শ্রীবাসুদেব দত্ত ঠাকুর ও শ্রীসারঙ্গমুরারি ঠাকুরের স্মরণ ও কৃপাপ্রার্থনা ।

শ্রীপাট শ্রীখণ্ডে শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুর, শ্রীমুকুন্দ দাস ও শ্রীরঘুনন্দন ঠাকুরের স্মরণ ও কৃপাপ্রার্থনা – হে শ্রীরঘুনন্দন ঠাকুর ! আপনার আর্তিতে বিগলিতহৃদয় শ্রীগোপীনাথ আপনার হাত হইতে লাড্ডু লইয়া খাইয়াছিলেন । এ পতিতকে সেই

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

আর্তি হইতে কিঞ্চিৎ দান করিয়া তাহার জীবন সার্থক করুন। সে যেরূপ সর্বদা ব্যাকুল ক্রন্দনদ্বারা আপনার প্রিয়জনের কৃপাভিক্ষা করিতে পারে। তত্রস্থ কদম্ববৃক্ষের স্মরণ (নিত্য দুই ফুল ফুটে কৃষ্ণ অবতংসে — এই স্মরণ), মধুপুষ্করিণীর স্মরণ। শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজ ও শ্রীগোবিন্দ কবিরাজের সমাধি দর্শন ও কৃপাভিক্ষা।

শ্রীপাট যাজিগ্রামে শ্রীল শ্রীনিবাসাচার্য প্রভু, শ্রীহেমলতা ঠাকুরাণী ও শ্রীযদুনন্দন আচার্যের স্মরণ ও কৃপাপ্রার্থনা। তত্রস্থ শ্রীবিগ্রহগণের দর্শন ও কৃপাপ্রার্থনা।

কাটোয়ায় শ্রীকেশবভারতীর সমাধি দর্শন, পরিক্রমা ও কৃপাপ্রার্থনা। শ্রীগৌরহরির কেশসমাধি দর্শন, পরিক্রমা ও কৃপাপ্রার্থনা। শ্রীগৌরহরির শ্রীবিগ্রহ দর্শন ও প্রার্থনা — হে পাপী, তাপী, অপরাধীর নিস্তারকারী শ্রীগৌরহরি ! আপনি এই স্থান হইতে সন্যাস গ্রহণ করিয়া আচণ্ডাল সকলকে বিনাসাধনে প্রেম দান করিয়া গেলেন। এ অপরাধী কি আপনার সেই অহৈতুকী কৃপার পাত্র হইতে পারিবে না ? ইহার এ জীবনটা সত্যই কি ব্যর্থ হইয়া যাইবে ?

শ্রীমাধাইর সমাধি দর্শন ও কৃপাপ্রার্থনা — (শ্রীমাধাই শেষাবস্থায় এই কাটোয়ায় ভজন করিয়াছিলেন এবং এই স্থানে তাঁহার সিদ্ধিপ্রাপ্তি হইয়াছিল) হে শ্রীমাধবানন্দ প্রভো (শ্রীমাধাই) ! শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দের কৃপালাভ উদ্দেশ্যে আপনার যে অন্তর্দাহ তাহা হইতে কিঞ্চিৎ দান করিয়া এ নরপশুর জীবন সার্থক করুন। সে আপনা হইতে কোটি কোটি গুণ অধিক পাপী ও অপরাধী। আপনার অহৈতুকী কৃপা ছাড়া তাহার অন্য গতি নাই।

শ্রীশিবানন্দ সেন ও তাঁহার তিন পুত্র শ্রীচৈতন্য দাস, শ্রীরাম দাস ও কবি কর্ণপূর ও ভাগিনা শ্রীশ্রীকান্ত সেন ও জ্ঞাতি বল্লভ সেনের স্মরণ ও শ্রীশিবানন্দ সেনের কৃপাপ্রার্থনা — হে শ্রীশিবানন্দ সেন ! আপনি প্রত্যেক বৎসর গৌড়ীয় ভক্তগণের খাদ্যপেয়, বাসস্থান ও নদী পার হওয়ার সমস্ত ভার বহন করিয়া শ্রীগৌরহরি ও শ্রীজগন্নাথ দেবের দর্শননিমিত্ত তাঁহাদিগকে গৌড়দেশ হইতে শ্রীপুরুষোত্তম ক্ষেত্রে আনিতেন। সমস্ত গৌড়ীয় ভক্তের সহিত আপনি যে আর্তি ও উৎকণ্ঠা লইয়া আসিতেন, এ দুর্ভাগাকে সেই উৎকণ্ঠা ও আর্তি হইতে কিঞ্চিৎ দান করিয়া কৃতার্থ করুন। আঠারনালায় শ্রীগৌরগণের সঙ্গে আপনাদের মিলন সময়ে যে প্রেমানন্দসিন্ধুর উদ্‌বেলন হইতেছিল এ পতিতকে কবে সেই শ্রীগৌরপ্রেমরসার্ণবে অবগাহন করাইবেন ? আপনার কৃপায় আপনার সঙ্গে গৌড়দেশ হইতে আগত কুকুর শ্রীগৌরহরির কৃপালাভ করিয়া বৈকুণ্ঠগতি লাভ করিল। এ নরপশুর কথা কবে আপনার

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

চিত্তে উদিত হইবে এবং কবে সে আপনার প্রসাদে শ্রীগৌরকরুণার পাত্র হইতে পারিবে ?

হে শ্রীকালিদাস ! ভক্ত পদধূলি, ভক্ত পদজল ও ভক্তের উচ্ছিষ্ট সেবনে আপনার যে আত্যন্তিক নিষ্ঠা তাহা কবে এ নরাধমের অনুসরণীয় হইবে ? মহাভাগবত শ্রীঝড়ু ঠাকুরকে পাকা আম ভেটি দিয়া আপনি লুকাইয়া তাঁহার উচ্ছিষ্ট আঁটি চুষিয়াছিলেন এবং তাঁর পদরজ মস্তকে ধারণ করিয়াছিলেন। যে লোকশিক্ষক শ্রীগৌরহরি শ্রীজগন্নাথের মন্দিরে কাহাকেও তাঁহার পদধৌতজল দিতে অনুমতি দেন নাই, ভক্তপদরজ, ভক্তপদজল ও ভক্তভুক্তশেষের প্রতি আপনার এই নিষ্ঠা দেখিয়া আপনি তাঁহার পদধৌতজল তিন অঞ্জলি পর্যন্ত লইয়া পান করিলেও তিনি কোন আপত্তি করেন নাই। এ অধমের মস্তকে পদধারণপূর্বক কৃপাশীর্বাদ করুন যা'তে সে নিত্যকাল তাহার অভীষ্টদেব (শ্রীগুরুপাদপদ্ম) এবং নিখিল বৈষ্ণববৃন্দের পদধূলি, পদজল ও উচ্ছিষ্টের পাত্র হইতে পারে।

শ্রীদাস গদাধর (এড়িয়াদহনিবাসী) শ্রীগৌরহরির আদেশে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর সঙ্গে গৌড়দেশে প্রেমপ্রচারের জন্য গিয়াছিলেন। তিনি মুসলমান কাজীকে 'কৃষ্ণ' কহ বলিয়া বলিলেন। সে তৎক্ষণাৎ বলিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়া 'কাল কৃষ্ণ বলিব' বলিয়া কহিল। সঙ্গে সঙ্গে "এই ত 'কৃষ্ণ' বলিলে, তোমার প্রেম হউক" – এই কথা বলিয়া তাহাকে প্রেম দিলেন। এড়িয়াদহে তাঁহার সমাধিমন্দির ও শ্রীজাহ্নবামাতা, শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ ও শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দের সেবা আছে। শ্রীজাহ্নবামাতা, শ্রীশ্রীরাধা-গোবিন্দ ও শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দের দর্শন ও প্রার্থনা। শ্রীদাসগদাধর প্রভুর সমাধি পরিক্রমা ও প্রার্থনা – হে শ্রীদাস গদাধর প্রভো ! আপনি মুসলমান কাজিকে যেরূপ অচানকভাবে কৃষ্ণ বলাইয়া প্রেম দিলেন, এ দীনের প্রতি আপনার সেই কৃপাদৃষ্টি কবে পতিত হইবে ?

শ্রীগৌড়দেশবাসী ও নিখিল শ্রীগৌরানুগ বৈষ্ণব-বৃন্দের কৃপাভিক্ষা –

"মহাপ্রভুর ভক্ত যত গৌড়দেশে স্থিতি।
সবার চরণ বন্দোঁ করিয়া প্রণতি॥
যে দেশে যে দেশে বৈসে গৌরাঙ্গের গণ।
ঊর্ধ্ববাহু করি বন্দোঁ সবার চরণ॥
হইয়াছেন হইবেন প্রভুর যত দাস।
সবার চরণ বন্দোঁ দন্তে করি ঘাস॥
মহাপ্রভুর গণ যত পতিতপাবন।
তাই লোভে মুঞি পাপী লইনু শরণ॥"

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

হে নিখিল গৌরানুগ বৈষ্ণববৃন্দ! আপনাদের কৃপাদৃষ্টিমাত্রে নিতান্ত পাপী, অপরাধী ও অনভীপ্সুও তৎক্ষণাৎ শ্রীকৃষ্ণপ্রেম লাভ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছে। এ নরাধমের প্রতি কৃপাদৃষ্টিপাত করুন যাতে সে তার সমস্ত ভক্তিবিপরীত ভাবনা হইতে মুক্ত হইয়া আপনাদের অহৈতুকী কৃপার আশায় পুনঃ পুনঃ আপনাদের পাদপদ্মে পতিত হইয়া সক্রন্দন ব্যাকুল প্রার্থনা করিতে পারে।

শিক্ষাষ্টক – তারপর শিক্ষাষ্টক উচ্চারণ করিয়া সেই শ্লোকে যেসব ভাব নিহিত আছে তাহা লাভ করিবার জন্য শ্রীগৌরহরির শ্রীপাদপদ্মে ব্যাকুল প্রার্থনা করিতে হইবে। শিক্ষাষ্টক যথা –

চেতোদর্পণমার্জনং ভবমহাদাবাগ্নিনির্বাপণং
শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্।
আনন্দাম্বুধিবর্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্তনম্।১।

যাহা চিত্তরূপ দর্পণকে মার্জন করে (যাহাদ্বারা চিত্ত হইতে ভক্তিবিপরীত স্বসুখবাসনা দূরীভূত হয়), যাহা সংসারতাপরূপ প্রচণ্ড দাবানলকে নির্বাপণ করে, যাহা পরমমঙ্গলরূপ কুমুদের প্রকাশ বিষয়ে জ্যোৎস্নারাশির বিকাশস্বরূপ, যাহা আনন্দসমুদ্রকে পরিবর্ধন করে, যাহার প্রতিপদে পরিপূর্ণ অমৃতের আস্বাদন হইয়া থাকে, সেই শ্রীকৃষ্ণনামসংকীর্তন সর্বোৎকর্ষের সহিত বিরাজ করিতেছেন।

'আনন্দাম্বুধিবর্ধনং' ও 'প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং' উচ্চারণ সময়ে মনে মনে প্রার্থনা করিতে হইবে – হে শ্রীগৌরহরি! আপনার নিজজনগণের কৃপায় কবে এ রজস্তমোগুণাবিষ্ট পশুর চিত্তবিক্ষেপ ও লয় দূর হইবে এবং প্রীতিযুক্ত চিত্তে শ্রীনামকীর্তন সময়ে আনন্দাম্বুধির বর্ধন ও প্রতিপদে পূর্ণ অমৃতের আস্বাদনহেতু তাহার চিত্ত কবে পরমানন্দে উৎফুল্ল হইবে?

নাম্নামকারি বহুধা নিজসর্বশক্তি-
স্তত্রার্পিতা নিয়মিতঃ শ্রবণে ন কালঃ।
এতাদৃশী তব কৃপা ভগবন্! মমাপি
দুর্দৈবমীদৃশমিহাজনি নানুরাগঃ।২।

হে ভগবন্! আপনি আপনার নিজ নামসমূহকে অনেকরূপে প্রকাশ করিয়াছেন। তার মধ্যে আবার প্রত্যেক নামকে নিজের পরিপূর্ণ শক্তি প্রদান করিয়াছেন এবং উক্ত নামসমূহের শ্রবণের কোনরূপ কালগত নিয়মের বিধান করেন নাই।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

জীবগণের প্রতি আপনার এতাদৃশ দয়া সত্ত্বে আমার এমন দুর্ভাগ্য যে, এইরূপ নামে আমার অনুরাগ হইল না।

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্তনীয়ঃ সদা হরিঃ।৩।

তৃণ অপেক্ষা সুনীচ, তরু অপেক্ষা সহিষ্ণু, স্বয়ং মানাকাংক্ষারহিত ও সর্বজীবে (ভগবদধিষ্ঠানজ্ঞানে) যথোচিত সম্মানদানপূর্বক নিরন্তর শ্রীহরিনাম সংকীর্তন করা উচিৎ।

এই শ্লোক উচ্চারণ সময়ে শ্রীগৌরহরির শ্রীপাদপদ্মে এইরূপ প্রার্থনা করিবে — হে মহাবদান্য-শিরোমণি শ্রীগৌরহরি ! এ রজস্তমোগুণাচ্ছন্ন দাম্ভিক কবে নিজের কোন গুণ আছে বলিয়া বৃথা অভিমান না করিয়া সর্বদা তৃণ হইতেও সুনীচ ও তরু হইতেও সহিষ্ণু হইবে এবং অপরের যেকোন দুর্ব্যবহারকে স্বীয় কর্মফলজনিত দণ্ড জানিয়া তাহাতে সামান্যতম রুষ্ট না হইয়া ভগবদধিষ্ঠানজ্ঞানে কবে সকলকে যথোচিত সম্মান দান করিতে পারিবে, এ অযোগ্যকে সেই শক্তি দিন। তাহা হইলে আপনার উপদিষ্ট নামকীর্তন এ নির্ঘৃণের পক্ষে সম্ভবপর হইতে পারিবে। আবার জন্মজন্মান্তরের পুঞ্জীভূত দুরন্ত অপরাধহেতু এ পতিতের শ্রীকৃষ্ণনামকীর্তনে সামান্যতম অধিকার নাই বলিয়া সে সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করিতেছে। এইরূপ অবস্থায় অমানী ও মানদ হইয়া সম্পূর্ণ অন্যাভিলাষশূন্য হৃদয়ে সে কবে তীব্র আর্তিযুক্ত হইয়া আপনার সেই শ্রীগৌরনাম কীর্তন করিবে ?

ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং
কবিতাং বা জগদীশ ! কাময়ে।
মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে
ভবতাদ্ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি।৪।

হে জগদীশ ! আমি আপনার চরণে ধন, জন, সুন্দরী পত্নী কিংবা মনোহর কবিত্বশক্তি প্রার্থনা করিতেছি না। প্রতিজন্মে আপনার ন্যায় ঈশ্বরে অহৈতুকী ভক্তিই আমার একমাত্র কাম্য।

প্রার্থনা — হে শ্রীগৌরহরি ! এ দুরন্ত অপরাধী কবে আপনার নিজজনগণের কৃপায় সম্পূর্ণরূপে স্বসুখ-বাসনাশূন্য হইয়া আপনার শ্রীপাদপদ্মে অহৈতুকী প্রীতিলাভ উদ্দেশ্যে ব্যাকুল প্রার্থনা করিবে ?

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

অয়ি নন্দতনূজ! কিঙ্করং
পতিতং মাং বিষমে ভবাম্বুধৌ।
কৃপয়া তব পাদপঙ্কজ-
স্থিতধূলীসদৃশং বিচিন্তয় ।৫।

হে নন্দনন্দন! আপনি বিষম ভবসমুদ্রে নিপতিত আপনার নিত্যদাস আমাকে আপনার পাদপদ্মের ধূলিরূপে বিবেচনা করুন।

নয়নং গলদশ্রুধারয়া
বদনং গদ্‌গদরুদ্ধয়া গিরা।
পুলকৈর্নিচিতং বপুঃ কদা
তব নামগ্রহণে ভবিষ্যতি ।৬।

হে ভগবন্! আপনার নাম গ্রহণ সময়ে কবে আমার নয়নযুগল বিগলিত অশ্রুপ্রবাহে পরিব্যাপ্ত হইবে, বদন গদ্‌গদবাক্যে রুদ্ধ হইবে ও সমস্ত শরীর রোমাঞ্চে পূর্ণ হইবে?

প্রার্থনা – হে শ্রীগৌরহরি! আপনিই ক্রন্দনরূপ সাধনপথের আবিষ্কর্তা। এ জন্মজন্মান্তরের দুরন্ত অপরাধীর হৃদয় বজ্রসম কঠিন হইয়া গিয়াছে। আবার হৃদয়ে রজস্তমোগুণের প্রাবল্যহেতু সামান্য ভক্তির অনুষ্ঠানেও তৃপ্তি আসিয়া যাইতেছে। এরূপ অবস্থায় অভাববোধ বা জাগিবে কিরূপে এবং অভাববোধ না হইলে ক্রন্দন বা আসিবে কিরূপে? হে প্রভো! এ দুর্দিনে আপনার নিজজনের অহৈতুকী কৃপা ব্যতীত এ পতিতের গত্যন্তর নাই। এ নির্ঘৃণ কবে আপনার সেই নিজজনের কৃপাভাজন হইয়া সর্বদা চক্ষুজলে বক্ষ সিক্ত করিয়া আপনার শ্রীপাদপদ্মে ব্যাকুল প্রার্থনা জানাইবে?

যুগায়িতং নিমেষেণ চক্ষুষা প্রাবৃষায়িতম্।
শূন্যায়িতং জগৎসর্বং গোবিন্দবিরহেণ মে ।৭।

শ্রীগোবিন্দের বিরহে নিমেষকালও আমাকে যুগের ন্যায় বোধ হইতেছে। নয়নযুগল বর্ষাকালের ন্যায় অবিরত অশ্রুবারিধারা বর্ষণ করিতেছে। শ্রীগোবিন্দের বিরহে সমস্ত জগৎ শূন্যবোধ হইতেছে।

প্রার্থনা – হে শ্রীগৌরহরি! আপনার শ্রীপাদপদ্মে যদি আমার প্রীতি থাকিত তাহা হইলে আপনার অদর্শনজনিত দুঃখহেতু হৃদয় বিগলিত হইয়া চক্ষু হইতে অশ্রুধারার উদ্‌গম হইত। কিন্তু হায়! আপনার প্রতি প্রীতির লেশমাত্রও এ নরপশুর নাই। হৃদয় ত সর্বক্ষণ স্বসুখচিন্তামগ্ন। এরূপ অবস্থায় কি অশ্রুর উদ্‌গম কখনও সম্ভব? অশ্রু

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ব্যতীত আপনার কৃপালাভই বা হইবে কিরূপে ? অনন্যোপায় হইয়া আপনার প্রতি প্রগাঢ়-প্রীতিমান্ আপনার নিজজনের কৃপালাভের আশায় পড়িয়া রহিয়াছি। জানি না কবে তাঁহার অহৈতুককৃপাদৃষ্টি এ অপরাধীর প্রতি পতিত হইবে ?

আশ্লিষ্য বা পাদরতাং পিনষ্টু মাং
অদর্শনান্মর্মহতাং করোতু বা।
যথা তথা বা বিদধাতু লম্পটো
মৎপ্রাণনাথস্তু স এব নাপরঃ ।৮।

আমা হেন পদদাসীকে সেই লম্পট আলিঙ্গনদ্বারা বক্ষস্থলে নিষ্পেষিত (আত্মসাৎ) করুন অথবা সেই বহুবল্লভ যেস্থানে ইচ্ছা সেস্থানেই বিহার করুন, যাহা ইচ্ছা, তাহা করুন না কেন, তিনিই আমার প্রাণনাথ, অন্য কেহ নহেন।

প্রার্থনা – হে শ্রীগৌরহরি ! আপনি যেভাবে প্রেমভক্তিকথা শিক্ষা দিয়া গেলেন, মাদৃশ অপরাধীর পক্ষে সেইরূপ ভক্তিযাজন সম্পূর্ণ অসম্ভব। তথাপি আপনি কাহারও কোন সাধনগত যোগ্যতা না দেখিয়া নির্বিচারে সকলকে গোপীপ্রেম দিয়া গেলেন। এ নির্ঘৃণ কি সেই প্রেমের পাত্র হইতে পারিবে না ? আপনার অহৈতুকী কৃপাহেতু সে যে অমলাশয় আপনার নিজজনকে নিয়ামকরূপে পাইয়াছে, তাঁহার অহৈতুক-কৃপাদৃষ্টি কবে এ পতিতের প্রতি আকৃষ্ট হইবে ? সেই ভাগ্য কবে হইবে ?

শ্রীমদ্ভাগবতের প্রার্থনা –

সর্বশাস্ত্রাব্ধিপীযূষ সর্ববেদৈকসৎফল।
সর্বসিদ্ধান্তরত্নাঢ্য সর্বলোকৈকদৃক্পদ ॥
সর্বভাগবতপ্রাণ শ্রীমদ্ভাগবতপ্রভো।
কলিধ্বান্তোদিতাদিত্য শ্রীকৃষ্ণপরিবর্তিত ॥
পরমানন্দপাঠায় প্রেমবর্ষ্যক্ষরায় তে।
সর্বদা সর্বসেব্যায় শ্রীকৃষ্ণায় নমোঽস্তু মে ॥
মদেকবন্ধো মৎসঙ্গিন্ মদ্গুরো মন্মহাধন।
মন্নিস্তারক মদ্ভাগ্য মদানন্দ নমোঽস্তু তে ॥
অসাধু সাধুতাদায়িন্ অতিনীচোচ্চতাকর।
হা ন মুঞ্চ কদাচিন্মাং প্রেম্ণা হৃৎকণ্ঠয়োঃ স্ফুর ॥
(শ্রীকৃষ্ণলীলাস্তব-১০৭)

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

অর্থাৎ হে শ্রীমদ্ভাগবত! হে প্রভো! আপনি নিখিল শাস্ত্রসমুদ্রমন্থনজাত অমৃতস্বরূপ, সর্ববিধ বেদ-কল্পতরুর একমাত্র উত্তম ফলস্বরূপ, সমস্ত সিদ্ধান্তের রত্নস্বরূপ এবং সমস্ত লোকের একমাত্র দৃষ্টিপ্রদায়ক। আপনি নিখিল ভগবদ্ভক্তগণের প্রাণস্বরূপ। হে প্রভো! শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্ধানের পর কলিযুগের অজ্ঞানান্ধকার দূর করিবার উদ্দেশ্যে আপনিই সূর্যরূপে উদিত হইয়াছেন। হে প্রভো! শ্রীকৃষ্ণরূপী আপনাকে নমস্কার। আপনাকে পাঠ করিলে ভক্তগণের হৃদয়ে পরমানন্দের সঞ্চার হইয়া থাকে। আপনার প্রত্যেকটি অক্ষর তাঁহাদের হৃদয়ে প্রেম বৃষ্টি করে এবং আপনিই সর্বদা সকলের সেব্য। হে প্রভো! আপনিই আমার একামাত্র বন্ধু, আমার সঙ্গী, আমার গুরু, আমার পরমধন, আমার উদ্ধারকর্তা, আমার ভাগ্য এবং আমার আনন্দস্বরূপ। আপনাকে নমস্কার। হে প্রভো! আপনিই অসাধুকে সাধুতা এবং অতি নীচ ব্যক্তিকেও উচ্চতা অর্থাৎ সর্বজনপূজ্যতা প্রদান করেন। আপনি কখনও আমাকে ত্যাগ না করিয়া প্রেমের সহিত আমার হৃদয়ে ও কণ্ঠদেশে স্ফূর্তিলাভ করুন।

হে শ্রীমদ্ভাগবত প্রভো! কবে আপনার অমূল্য সিদ্ধান্তরত্নসমূহ এ নরাধমের হৃদয়কে অলঙ্কৃত করিবে?

শ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীমন্দিরে প্রবেশ – প্রথমে শ্রীপতিতপাবনের দর্শন ও দণ্ডবন্নতি। তৎপরে বামভাগস্থিত শ্রীশিবের দর্শন ও দণ্ডবৎপ্রণাম। প্রার্থনা –

বৃন্দাবনাবনিপতে জয় সোম সোম-
মৌলে সনন্দনসনাতননারদেড্য।
গোপেশ্বর ব্রজবিলাসিযুগাঙ্ঘ্রিপদ্মে
প্রীতিং প্রযচ্ছ নিতরাং নিরুপাধিকাং মে॥

হে শ্রীবৃন্দাবনভূখণ্ডের অধিপতে! হে সোম (উমার সহিত বিরাজমান)! হে সোমমৌলে (চন্দ্রশেখর)! হে সনন্দন-সনাতন-নারদের পূজ্য! হে গোপপুরের ঈশ্বর! ব্রজধামে বিলাসরত শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মযুগলের প্রতি নির্মল প্রীতি আমাকে পরিপূর্ণভাবে প্রদান করুন।

শ্রীশিবের পরে বামভাগে শ্রীনৃসিংহদেবের শ্রীচরণে শ্রীগৌরহরি যেরূপ প্রার্থনা করিয়াছিলেন সেইরূপ প্রার্থনা করিবে। তাহা এইরূপ –

নমস্তে নরসিংহায় প্রহ্লাদাহ্লাদদায়িনে।
হিরণ্যকশিপোর্বক্ষঃ-শিলাটঙ্কনখালয়ে॥
ইতো নৃসিংহঃ পরতো নৃসিংহো
যতো যতো যামি ততো নৃসিংহঃ।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

বহির্নৃসিংহো হৃদয়ে নৃসিংহো
নৃসিংহমাদিং শরণং প্রপদ্যে ॥

অর্থাৎ যে শ্রীপ্রহ্লাদের আহ্লাদদাতা, যাঁহার নখসমূহ হিরণ্যকশিপুর বক্ষোরূপ শিলাবিদারণে টঙ্ক(পাথরভাঙ্গা অস্ত্রবিশেষ)সদৃশ, আমি সেই শ্রীনৃসিংহদেবকে প্রণাম করিতেছি। এই স্থানে নৃসিংহ, অন্য স্থানে নৃসিংহ, আমি যে যে স্থানে যাইতেছি সেই সেই স্থানে নৃসিংহ, বাহিরে নৃসিংহ ও আমার হৃদয়ে নৃসিংহ। আমি সেই আদিপুরুষ শ্রীনৃসিংহদেবের শরণাপন্ন হইতেছি।

শ্রীগৌরপাদপদ্মদর্শন — শ্রীগৌরহরি প্রত্যহ শ্রীগরুড়স্তম্ভের পশ্চাতে দাঁড়াইয়া শ্রীজগন্নাথদেবের দর্শন করিতেন। তাঁহার প্রেমাবেশহেতু যে পাথরের উপর দাঁড়াইয়া তিনি দর্শন করিতেন, তাহা বিগলিত হইয়া তাহাতে তাঁহার পাদপদ্মচিহ্ন রহিয়া গিয়াছে। সেই পাথরকে শ্রীমন্দির হইতে কাটিয়া লইয়া উত্তরদিকে একটি ছোট মন্দিরে স্থাপন করা হইয়াছে। শ্রীজগন্নাথদেবের দর্শনের পূর্বে প্রথমে সেই শ্রীগৌরপাদপদ্ম দর্শন ও পরিক্রমা করিয়া এইরূপ প্রার্থনা করিতে হইবে — হে মহাবদান্যশিরোমণি ! আপনি অহৈতুকী কৃপা করিয়া অগণিত জগজ্জীবকে বিনা সাধনে প্রেম দিয়া গেলেন। এ নরাধম কবে আপনার প্রিয়জনের একান্ত আনুগত্যে চক্ষুজলে বক্ষ সিক্ত করিয়া আপনার সেই অহৈতুকী কৃপালাভের জন্য ব্যাকুল হইবে ?

সেই স্থানে শ্রীচৈতন্যদেবের বন্দনা এইরূপ করিবে —

শ্রীমচ্চৈতন্যদেব ত্বাং বন্দে গৌরাঙ্গসুন্দর।
শচীনন্দন মাং ত্রাহি যতিচূড়ামণে প্রভো ॥
আজানুবাহো স্মেরাস্য নীলাচলবিভূষণ।
জগৎপ্রবর্তিতস্বাদু-ভগবন্নামকীর্তন ॥
অদ্বৈতাচার্যসংশ্লাঘিন্ সার্বভৌমাভিনন্দক।
রামানন্দকৃতপ্রীত সর্ববৈষ্ণববান্ধব ॥
শ্রীকৃষ্ণচরণাম্ভোজ-প্রেমামৃতমহাম্বুধে।
নমস্তে দীনদীনং মাং কদাচিৎ কিং স্মরিষ্যসি ?
(শ্রীকৃষ্ণলীলাস্তব-১০৪)

অর্থাৎ হে শ্রীচৈতন্যদেব ! হে শ্রীগৌরসুন্দর ! হে শ্রীশচীনন্দন ! হে যতিপ্রবর ! আমি আপনাকে বন্দনা করিতেছি। আপনি আমাকে উদ্ধার করুন। হে প্রভো ! আপনার ভুজযুগল আজানুলম্বিত, বদনকমল প্রফুল্ল, আপনি নীলাচলের উত্তম

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ভূষণস্বরূপ এবং জগতে শ্রীভগবানের সুমধুর নামকীর্তনের প্রচারক। আপনি শ্রীঅদ্বৈতাচার্য প্রভুর অতিশয় প্রশংসা ও শ্রীসার্বভৌম ভট্টাচার্যের অভিনন্দন করিয়াছেন। শ্রীরামানন্দ রায় আপনার প্রীতিভাজন এবং আপনি নিখিলবৈষ্ণববৃন্দের বান্ধবস্বরূপ। হে দেব ! আপনি শ্রীকৃষ্ণচরণপদ্মবিষয়ক প্রেমামৃতের মহাসিন্ধু। হে প্রভো ! আমি আপনাকে প্রণাম করিতেছি। আপনি কি কখনও আমার মত অতি দীনকে স্মরণ করিবেন ?

হে হীনার্থাধিকসাধক শ্রীগৌরহরি ! কবে এ নরপশুর দুর্গতির কথা আপনার স্মৃতিপথগত হইয়া আপনাকে তাহার প্রতি কৃপোন্মুখ করাইবে ?

তারপর শ্রীমন্দিরের চূড়ায় শ্রীসুদর্শনচক্রকে দণ্ডবৎপ্রণামান্তে শ্রীমন্দিরের অভ্যন্তরে প্রবেশ।

শ্রীজগন্নাথদেবের দর্শন – শ্রীবলদেব, শ্রীসুভদ্রা ও শ্রীজগন্নাথদেবের দর্শন করিয়া এইরূপ স্তব করিবে –

শ্রীজগন্নাথ নীলাদ্রিশিরোমুকুটরত্ন হে।
দারুব্রহ্মন্ ঘনশ্যাম প্রসীদ পুরুষোত্তম ॥
প্রফুল্লপুণ্ডরীকাক্ষ লবণাব্ধিতটামৃত।
গুটিকোদর* মাং পাহি নানাভোগপুরন্দর ॥
নিজাধরসুধাদায়িন্ ইন্দ্রদ্যুম্ন-প্রসাদিত।
সুভদ্রালালনব্যগ্র রামানুজ নমোঽস্তু তে ॥
গুণ্ডিচারথযাত্রাদি-মহোৎসববিবর্ধন।
ভক্তবৎসল বন্দে ত্বাং গুণ্ডিচারথমণ্ডনম্ ॥
দীনহীনমহানীচ-দয়ার্দ্রীকৃতমানস।
নিত্যনূতনমাহাত্ম্যদর্শিন্ চৈতন্যবল্লভ ॥

(শ্রীকৃষ্ণলীলাস্তব-১০৩)

অর্থাৎ হে শ্রীজগন্নাথদেব ! হে দারুব্রহ্মন্ ! হে ঘনশ্যাম ! হে পুরুষোত্তম ! আপনি নীলগিরির মস্তকস্থিত মুকুটের রত্নস্বরূপ। আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। হে প্রফুল্লকমললোচন ! গুটিকোদর* ! হে লবণসমুদ্র-কূলস্থিত অমৃত ! হে বিবিধ ভোগের অধীশ্বর ! আমাকে রক্ষা করুন। হে দেব ! আপনি ইন্দ্রদ্যুম্নের প্রতি প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে নিজ অধরসুধা দান করিয়াছেন। আপনি শ্রীবলদেবের অনুজ ও সুভদ্রাদেবীর

* শ্রীজগন্নাথদেবের উদরে শালগ্রাম শিলা স্থাপিত হইয়াছে বলিয়া তাঁহাকে 'গুটিকোদর' বলা যায়।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

লালনকার্যে সর্বদা ব্যগ্র। আপনাকে প্রণাম করিতেছি। হে ভক্তবৎসল! আপনি গুণ্ডিচারথযাত্রাদি মহোৎসববর্ধনকারী ও গুণ্ডিচারথের ভূষণস্বরূপ।

আমি আপনাকে বন্দনা করিতেছি। হে শ্রীচৈতন্য-বল্লভ! আপনি দীনহীন ও মহানীচজনের প্রতি দয়ার্দ্রচিত্ত হইয়া নিত্যনূতন মাহাত্ম্য প্রদর্শন করিতেছেন।

ভাণ্ডীরেশ শিখণ্ডমণ্ডনবর শ্রীখণ্ডলিপ্তাঙ্গ হে
বৃন্দারণ্যপুরন্দর স্ফুরদমন্দেন্দীবরশ্যামল।
কালিন্দীপ্রিয় নন্দনন্দন পরানন্দারবিন্দেক্ষণ
শ্রীগোবিন্দ মুকুন্দ সুন্দরতনো মাং দীনমানন্দয় ॥

(পদ্যাবলী-৩৮)

হে ভাণ্ডীরবনাধীশ! হে ময়ূরচূড়াধর! হে চন্দন-চর্চ্চিতাঙ্গ! হে বৃন্দাবনেন্দ্র! হে ইন্দীবরশ্যামল! হে কালিন্দীপ্রিয়! হে নন্দনন্দন! হে পরানন্দ! হে অরবিন্দলোচন! হে গোবিন্দ! হে মুকুন্দ! হে সুন্দর বিগ্রহ! আমি দীন; আপনি আমাকে আনন্দিত করুন।

হে গোপালক হে কৃপাজলনিধে হে সিন্ধুকন্যাপতে
হে কংসান্তক হে গজেন্দ্রকরুণাপারীণ হে মাধব।
হে রামানুজ হে জগত্ত্রয়গুরো হে পুণ্ডরীকাক্ষ মাং
হে গোপীজননাথ পালয় পরং জানামি ন ত্বাং বিনা ॥

(পদ্যাবলী-৩৬)

হে গোপাল! হে করুণাসাগর! হে সিন্ধুকন্যা-পতে! হে কংসান্তক! হে গজেন্দ্রপ্রতি অপারকরুণাময়! হে মাধব! হে রামানুজ! হে ত্রিজগদ্‌গুরো! হে পুণ্ডরীকাক্ষ! হে গোপীজনবল্লভ! আমাকে রক্ষা করুন। আপনা ব্যতীত আমি আর কাহাকেও জানি না।

নৈতন্মনস্তব কথাসু বিকুণ্ঠনাথ
সংপ্রীয়তে দুরিতদুষ্টমসাধু তীব্রম্।
কামাতুরং হর্ষশোকভয়ৈষণার্ত্তং
তস্মিন্ কথং তব গতিং বিমৃশামি দীনঃ ॥

(শ্রীভা: ৭।৯।৩৯)

হে বৈকুণ্ঠনাথ! আমার এই পাপদুষ্ট বহির্মুখ দুর্ধর্ষ কামাতুর এবং হর্ষ, শোক, ভয় ও নানাবাসনানিপীড়িত মন আপনার কথায় প্রীতিলাভ করিতেছে না। সুতরাং এইরূপ দীন আমি কিরূপে আপনার তত্ত্ব বিচার করিব?

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

বাণী গুণানুকথনে শ্রবণৌ কথায়াং
হস্তৌ চ কর্মসু মনস্তব পাদয়োর্নঃ।
স্মৃত্যাং শিরস্তব নিবাসজগৎপ্রণামে।
দৃষ্টিঃ সতাং দরশনেঽস্তু ভবত্তনূনাম্॥
(শ্রীভা: ১০।১০।৩৮)

হে প্রভো ! আমাদের বাণী আপনার গুণকীর্তনে, কর্ণদ্বয় আপনার গুণশ্রবণে, হস্তদ্বয় আপনার প্রীতিজনক কার্যে, মন আপনার পাদপদ্মস্মরণে, মস্তক আপনার অধিষ্ঠিত এই নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের প্রণামে এবং চক্ষু আপনার মূর্তিস্বরূপ সাধুগণের দর্শনে রত থাকুক।

ভবন্তমেবানুচরন্নিরন্তর-
প্রশান্তনিঃশেষমনোরথান্তরঃ।
কদাহমৈকান্তিকনিত্যকিঙ্করঃ
প্রহর্ষয়িষ্যামি সনাথজীবিতম্॥ (স্তোত্ররত্ন-৪৩)

হে প্রভো ! অন্য বাসনা সম্পূর্ণরূপে দূর করিয়া নিরন্তর প্রশান্ত চিত্তে কেবল আপনারই অনুচরভাবে অবস্থান করিয়া আপনার ঐকান্তিক নিত্য কিঙ্কররূপে কবে আপনার সহিত আমার জীবনকে আহ্লাদিত করিব ?

অপরাধসহস্রভাজনং
পতিতং ভীমভবার্ণবোদরে।
অগতিং শরণাগতং হরে
কৃপয়া কেবলমাত্মসাৎ কুরু॥
(স্তোত্ররত্ন-৪৫)

হে হরে ! সহস্র সহস্র অপরাধের ভাগী, ভীষণ ভবসমুদ্রে পতিত এই গতিহীন শরণাগতকে কৃপা করিয়া কেবল আত্মসাৎ করুন।

মত্তুল্যো নাস্তি পাপাত্মা নাপরাধী চ কশ্চন।
পরিহারেঽপি লজ্জা মে কিং ব্রুবে পুরুষোত্তম ?
(শ্রীভ:র:সি: ১।২।১৫৪)

হে শ্রীপুরুষোত্তম ! আমার ন্যায় পাপী ও অপরাধী আর কেহই নাই। অধিক আর কি বলিব, এইসব পাপ ও অপরাধ ত্যাগ করিবার জন্য আপনার নিকটে নিবেদন করিতেও আমার লজ্জা বোধ হইতেছে।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ভূমৌ স্খলিতপাদানাং ভূমিরেবাবলম্বনম্।
ত্বয়ি জাতাপরাধানাং ত্বমেব শরণং প্রভো ॥

হে প্রভো ! ভূমিতে পতিত লোকের উত্থানের জন্য ভূমিই অবলম্বন হইয়া থাকে। সেইরূপ যাহারা আপনার চরণে অপরাধী আপনিই তাহাদের শরণ।

পরমকারুণিকো ন ভবৎপরঃ
পরমশোচ্যতমো ন চ মৎপরঃ।
ইতি বিচিন্ত্য হরে ! ময়ি পামরে
যদুচিতং যদুনাথ ! তদাচর ॥ (পদ্যাবলী-৬৬)

হে যদুনাথ হরে ! আপনা হইতে পরমকরুণাময় কেহই নাই এবং আমা হইতে পরমশোচ্যতমও আর কেহ নাই। এই চিন্তা করিয়া আমার ন্যায় পামরের প্রতি যাহা করা উচিত, তাহাই করুন।

ন নিন্দিতং কর্ম তদস্তি লোকে
সহস্রশো যন্ন ময়া ব্যধায়ি।
সোঽহং বিপাকাবসরে মুকুন্দ
ক্রন্দামি সম্প্রত্যগতিস্তবাগ্রে ॥ (স্তোত্ররত্ন-২০)

হে মুকুন্দ ! এই লোকে এইরূপ নিন্দিত কর্ম নাই, যাহা আমি সহস্র সহস্র বার না করিয়াছি। সেইসব কর্মের ফল ভোগ করিতে করিতে আমি যন্ত্রণায় পিষ্ট হইতেছি। অধুনা নিরুপায় হইয়া আপনার শ্রীচরণ-সেবাপ্রাপ্তি আশায় সক্রন্দন প্রার্থনা করিতেছি।

নাথ যোনিসহস্রেষু যেষু যেষু ব্রজাম্যহম্।
তেষু তেষ্বচলা ভক্তিরচ্যুতাস্তু সদা ত্বয়ি ॥

হে নাথ ! হে অচ্যুত ! আমি যত সহস্র যোনি ভ্রমণ করি না কেন সেই সেই যোনি ভ্রমণকালে আপনার পাদপদ্মে আমার অবিচলিতা ভক্তি থাকুক।

ভক্তিং মুহুঃ প্রবহতাং ত্বয়ি মে প্রসঙ্গো
ভূয়াদনন্ত মহতামমলাশয়ানাম্।
যেনাঞ্জসোল্বণমুরুব্যসনং ভবাব্ধিং
নেষ্যে ভবদ্গুণকথামৃতপানমত্তঃ ॥
(শ্রীভা: ৪।৯।১১)

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

হে অনন্ত ! যেসব শুদ্ধাত্ম পুরুষ আপনাকে ভক্তি করেন, সেইসব সাধু মহাত্মার প্রকৃষ্ট সঙ্গ আমার লাভ হউক। এই মহৎসঙ্গবলে আমি আপনার গুণকথামৃত-পানে উন্মত্ত হইয়া অতিশয় দুঃখপরিপূর্ণ এই ভীষণ ভবসমুদ্র অনায়াসে উত্তীর্ণ হইতে পারিব।

অথানঘাঙ্ঘ্রেস্তব কীর্তিতীর্থয়ো-
রন্তর্বহিঃস্নানবিধূতপাপ্মনাম্।
ভূতেষ্বনুক্রোশসুসত্ত্বশীলিনাং
স্যাৎ সঙ্গমোঽনুগ্রহ এষ নস্তব ॥

(শ্রীভা: ৪।২৪।৫৮)

হে প্রভো ! আপনার শ্রীচরণযুগল যাবতীয় পাপ-নিবর্তক। অন্তরে আপনার কীর্তি স্মরণ করিয়া ও বাহিরে গঙ্গাতীর্থে স্নান করিয়া যাঁহাদের পাপ বিধৌত হইয়াছে অর্থাৎ যাঁহারা ভিতরে ও বাহিরে শুচি হইয়াছেন, যাঁহারা জীবগণের প্রতি অনুকম্পাযুক্ত এবং যাহাদের রাগদ্বেষশূন্য চিত্তে সরলতাদি সদ্গুণসকল বিদ্যমান, আপনি কৃপা করুন যাতে তাঁহাদের সঙ্গ আমার লাভ হয়। তাহাই আমাদের প্রতি আপনার অপার করুণার নিদর্শন।

হরি হে দয়াল মোর জয় জগন্নাথ।
বার বার এই বার লহ নিজ সাথ ॥
বহু যোনি ভ্রমি নাথ ! লইনু শরণ।
নিজ গুণে কর কৃপা অধমতারণ ॥
জগতকারণ তুমি জগতজীবন।
তোমা ছাড়া কারো নহি হে রাধারমণ ॥
ভুবনমঙ্গল তুমি ভুবনের পতি।
তুমি উপেক্ষিলে নাথ ! কি হইবে গতি !
ভাবিয়া দেখিনু এই জগত ভিতরে।
তোমা ছাড়া কেহ নাহি এ দাসে উদ্ধারে ॥

এইসব প্রার্থনাসূচক স্তোত্র আবৃত্তি করিয়া শ্রীগৌরানুগ মহতের শ্রীপাদপদ্মে যেরূপ দৃঢ়মতি লাভ হয়, কান্দিতে কান্দিতে শ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীচরণে সেইরূপ প্রার্থনা করিতে হইবে।

প্রার্থনা – হে শ্রীজগবন্ধো ! এ নরাধম কবে আপনার প্রিয়জন শ্রীগৌরানুগ মহতের কৃপালাভ করিবে এবং তাঁহার আনুগত্যে চক্ষুজলে বক্ষ সিক্ত করিয়া শ্রীগৌরনামকীর্তনপূর্বক এই জন্মে কিরূপে সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থভাবে কেবল আপনার প্রীতির

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

জন্য আপনার ভজন করিবে ? এ জীবাধমের এই সৌভাগ্য কি এই জন্মে হইবে না ? এ কি আবার কর্মপ্রবাহে ভাসিয়া যাইবে ?

তারপর শ্রীমন্দির পরিক্রমা করিবে। প্রথমে শ্রীবটকৃষ্ণের দর্শন ও প্রণাম, তারপর শ্রীগণেশ, তারপর শ্রীরামচন্দ্র। শ্রীরামচন্দ্রের শ্রীচরণে প্রার্থনা — হে প্রভো শ্রীরামচন্দ্র ! গোপীভাবে আপনাকে(শ্রীকৃষ্ণের)ভজন করিবার জন্য দণ্ডকারণ্যবাসী ঋষিগণের প্রার্থনা আপনি যেভাবে পূর্ণ করিলেন, এ অধমকে সেইভাবে কৃপা করুন যেরূপ সে তাহার সকল স্বার্থকে জলাঞ্জলি দিয়া আপনার প্রিয়জনের শ্রীচরণসেবা করিতে পারে এবং তাঁহার কৃপায় শ্রীগৌরভজনপূর্বক রাগানুগভক্তিবাসনা লাভ করিয়া জীবন সার্থক করিতে পারে।

তারপর ষড়ভুজ গৌরাঙ্গের নিকট প্রার্থনা করিবে।

বৈরাগ্যবিদ্যা-নিজভক্তিযোগ-
শিক্ষার্থমেকঃ পুরুষঃ পুরাণঃ।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যশরীরধারী
কৃপাম্বুধির্যস্তমহং প্রপদ্যে ॥
কালান্নষ্টং ভক্তিযোগং নিজং যঃ
প্রাদুষ্কর্ত্তুং কৃষ্ণচৈতন্যনামা।
আবির্ভূতস্তস্য পাদারবিন্দে
গাঢ়ং গাঢ়ং লীয়তাং চিত্তভৃঙ্গঃ ॥

অর্থাৎ বৈরাগ্যবিদ্যা (বৈরাগ্যের বিধানাদি) ও স্ববিষয়ক ভক্তিযোগ শিক্ষা দেওয়ার জন্য যে করুণাসিন্ধু এক পুরাণপুরুষ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন, আমি তাঁহার শরণাপন্ন হইতেছি। কালপ্রভাবে বিনষ্টপ্রায় (অপ্রচারিত) স্ববিষয়ক ভক্তিযোগ পুনর্বার প্রচার করিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যনাম ধারণ করিয়া যিনি আবির্ভূত হইয়াছেন, তাঁহার চরণকমলে আমার মনোমধুকর গাঢ়রূপে আসক্ত হউক।

এইরূপ প্রার্থনা করিয়া গজপতি প্রতাপরুদ্রদেব ইত্যাদির তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে যেরূপ সুতীব্র আর্তি বিদ্যমান, সেইরূপ আর্তি কামনা করিবে। প্রার্থনা — হে গজপতিতারণ শ্রীগৌরহরি ! আপনার শ্রীচরণে গজপতি প্রতাপরুদ্রদেবের যে আর্তি আপনাকে বিগলিতহৃদয় করাইয়া তাঁহার প্রতি কৃপোন্মুখ করাইয়াছে, এ নরাধমের হৃদয়পাষাণ কবে বিগলিত হইয়া তাহাতে সেইরূপ আর্তির সঞ্চার হইবে, যাহার ফলে আপনি কৃপার্দ্র হইয়া তাহাকে আপনার শ্রীপাদপদ্মের প্রতি আকৃষ্ট করিবেন ?

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

হে সার্বভৌমশোধন শ্রীগৌরহরি ! আপনার অহৈতুকী কৃপাহেতু আপনি যেরূপ শ্রীসার্বভৌম ভট্টাচার্যকে আপনার স্বরূপ স্ফূর্তি করাইয়া আপনার একান্ত ভক্ত করাইলেন, এ দুর্ভাগা কবে আপনার সেই অহৈতুকী কৃপার অধিকারী হইয়া জীবন সার্থক করিবে ?

তারপর দক্ষিণদ্বার পার্শ্বে বিরাজিত শ্রীনৃসিংহ-দেবের দর্শনান্তে মুক্তিমণ্ডপ পার্শ্বে বিরাজিত শ্রীআদি-নৃসিংহের দর্শন করিবে। শ্রীগৌরহরি শ্রীজিয়ড় নৃসিংহকে দর্শন করিয়া যেরূপ প্রার্থনা করেছিলেন, সেইরূপ প্রার্থনা করিবে –

শ্রীনৃসিংহ জয় নৃসিংহ জয় জয় নৃসিংহ।
প্রহ্লাদেশ জয় পদ্মামুখপদ্মভৃঙ্গ ॥

(শ্রীচৈ:চ: মধ্য ৮।৪)

হে শ্রীনৃসিংহদেব ! শ্রীপ্রহ্লাদ মহারাজকে উপদেশ দেওয়ার সময়ে ভগবদধিষ্ঠান-জ্ঞানে যে ভূতাদর বিষয় আপনি বলিয়াছেন, এ নরাধম কিরূপে এই জন্মে আপনার সেই উপদেশানুযায়ী সর্বভূতাদরপূর্বক কর্মার্পণ-দ্বারা শুদ্ধচিত্ত হইয়া আপনার প্রিয়জনের কৃপাবরণযোগ্য হইতে পারিবে ?

তারপর ভূষণ্ডী কাককে প্রণামান্তে শ্রীবিমলা-দেবীকে প্রণাম করিয়া সেই শ্রীগৌরনিজজনের শ্রীপাদপদ্মে দৃঢ়মতি কামনা করিবে।

শ্রীসাক্ষিগোপালের দর্শন করিয়া মূল শ্রীসাক্ষি-গোপালের চিন্তা করিবে এবং তাঁহাকে দণ্ডবৎ প্রণাম ও পরিক্রমা করিয়া এইরূপ প্রার্থনা করিবে – হে শ্রীসাক্ষি-গোপাল প্রভো ! আপনার প্রিয় ভক্তের বাক্য রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে সাক্ষি দেওয়ার জন্য আপনি আপনার শ্রীবৃন্দাবনস্থ মন্দির পরিত্যাগ করিয়া চলিতে চলিতে বিদ্যানগরে গিয়াছিলেন। আপনার সেই পরিত্যক্ত ভগ্ন মন্দির অদ্যাবধি আপনার ভক্তবাৎসল্যের সাক্ষিরূপে বিদ্যমান থাকিয়া আপনার ন্যায় ভক্তবৎসল প্রভুর প্রতি আকৃষ্ট হওয়ার উদ্দেশ্যে জগদ্‌বাসীকে প্ররোচিত করিতেছে। প্রণতগণের প্রতি আপনার এইরূপ কৃপা-কথা স্মরণ করিয়া এ নরাধম কবে আপনার প্রতি ভক্তিভাব উদ্রেককারী আপনার প্রিয়জনের কৃপালাভের জন্য ব্যাকুল ক্রন্দন করিবে ?

শ্রীক্ষীরচোরা গোপীনাথকে দণ্ডবৎপ্রণামান্তে মূল শ্রীক্ষীরচোরাকে চিন্তা করিবে এবং দণ্ডবৎপ্রণাম ও পরিক্রমাদি করিবার পর এইরূপ প্রার্থনা করিবে – "হে প্রভো ! আপনি শ্রীমাধবেন্দ্র পুরীপাদের কামনা পূরণের উদ্দেশ্যে ক্ষীর চুরি করিয়া আপনার ভক্তবাৎসল্য জগতে প্রকাশ করিয়াছেন। এ নরাধম কি আপনার সেই ভক্তবাৎসল্যের

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

পাত্র হইতে পারিবে না ? হে প্রণতকরুণ ! হে বাঞ্ছাতীতফলপ্রদ ! হে ভক্তেচ্ছা-পূরণব্যগ্র ! শ্রীগৌরনিজজনের শ্রীপাদপদ্মে দৃঢ়মতি দান করিয়া এ নরপশুকে আপনার সেবাযোগ্য করুন।”

তারপর শ্রীরসিকানন্দ প্রভুর সমাধি দর্শন ও পরিক্রমা এবং শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীর সমাধি দর্শন, পরিক্রমা ও প্রার্থনা – হে শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীপাদ ! শ্রীগোপালদেবের শ্রীঅঙ্গে চন্দন লেপন করিয়া তাঁহার শ্রীঅঙ্গের তাপ দূর করিবার নিমিত্ত আপনার কি ব্যগ্রতা ! সেই ব্যগ্রতাহেতু আপনি আপনার বার্ধক্যকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া পদব্রজে শ্রীবৃন্দাবন হইতে শ্রীপুরুষোত্তম ধামে আসিয়া চন্দনকাষ্ঠ লইয়া গেলেন। শ্রীগোপাল-দেবের সন্তোষ উদ্দেশ্যে আপনার এই যে অচিন্তনীয় ক্লেশস্বীকার তাহাতে অভিভূত হইয়া শ্রীগোপালদেব আপনাকে আর অধিক ক্লেশস্বীকারপূর্বক শ্রীবৃন্দাবনে না গিয়া রেমুণায় শ্রীগোপীনাথের শ্রীঅঙ্গে চন্দন লেপন করিতে কৃপাদেশ করিলেন এবং তাঁহার কৃপাদেশানুযায়ী আপনি শেষপর্যন্ত সেই রেমুণায় অবস্থানপূর্বক শ্রীগোপীনাথের চন্দনসেবা করাইতেছিলেন। হে ভক্তপ্রবর ! ইষ্টদেবের প্রীতি উদ্দেশ্যে আপনার এই যে অচিন্তনীয় ক্লেশস্বীকার তাহা কবে এ নরাধমের অনুসরণীয় হইবে ? সে কবে তাহার সমস্ত স্বার্থকে তিলে তিলে জলাঞ্জলি দিয়া আপনার প্রীয়জনের প্রীতিবিধানে রত হইবে এবং তাঁহারই আশীর্বাদে শ্রীকৃষ্ণভক্তিরসভাবিতা মতি লাভ করিয়া জীবন সার্থক করিবে ?

তারপর শ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীমন্দিরের শ্রীসরস্বতী ও শ্রীলক্ষ্মীদেবীকে দণ্ডবৎপ্রণাম ও প্রার্থনা। দেবাসভাতে দণ্ডবন্নতি ও প্রার্থনা। শ্রীগৌরপাদপদ্মে প্রণতি ও প্রার্থনা। শ্রীসুদর্শনচক্রকে প্রণামপূর্বক পরিক্রমা শেষ।

শ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীচরণে পুনঃ প্রণাম ও প্রার্থনান্তে শ্রীপতিতপাবনের শ্রীচরণে প্রণতিপূর্বক বহিরাগমন।

শ্রীইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবর – দণ্ডবন্নতিপূর্বক শিরে জলধারণ ও ভক্তগণের সঙ্গে শ্রীগৌরহরির জলক্রীড়া কথা স্মরণ এবং কৃপাপ্রার্থনা।

শ্রীনরেন্দ্র সরোবর – দণ্ডবন্নতিপূর্বক মস্তকে জলধারণ ও শ্রীজগন্নাথদেবের চন্দনযাত্রার স্মরণ, ভক্তগণের সঙ্গে শ্রীগৌরহরির জলক্রীড়া কথা স্মরণ এবং কৃপাপ্রার্থনা।

শ্রীজগন্নাথবল্লভ উদ্যানতথায় প্রতিষ্ঠিত শ্রীবলভদ্র, শ্রীসুভদ্রা ও শ্রীজগন্নাথদেবের দর্শনান্তে শ্রীল রায় রামানন্দ ও শ্রীগৌরহরির দর্শন। তারপর শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ ও

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ললিতাজীর দর্শন। প্রার্থনা — হে শ্রীল রায় রামানন্দ প্রভো ! শ্রীজগন্নাথদেবের এই প্রিয় উদ্যান আপনারও প্রিয়। আপনি অনেক সময় এইস্থানে অবস্থান করিয়া শ্রীজগন্নাথ-দেবের প্রিয় সেবায় রত থাকিতেন। শ্রীগৌরহরির নির্দেশে শ্রীপ্রদ্যুম্ন মিশ্র এইস্থানেই আপনার শ্রীমুখে শ্রীহরিকথা শুনিয়া কৃতার্থ হইয়াছিলেন। হে প্রভো ! রজস্তমোগুণে আচ্ছন্ন এ নরপশুর প্রতি কৃপা-দৃষ্টিপাত করিয়া শ্রীগৌরপাদপদ্মে আপনার যে অচলা প্রীতি তাহা হইতে কিঞ্চিৎ দান করিয়া তাহার ঘৃণ্য জীবনকে সার্থক করুন।

শ্রীসার্বভৌম ভট্টাচার্যের ভবন — তথায় বিরাজিত শ্রীবিগ্রহগণের দর্শন। শ্রীগৌরসুন্দরের দ্বারা শ্রীসার্বভৌমের শোধনস্থলিতে প্রণতি ও প্রার্থনা — "হে সার্বভৌমশোধন শ্রীগৌরহরি ! এ অপরাধী কবে আপনার সেই অহৈতুকী কৃপার অধিকারী হইবে ? আপনার অহৈতুকী কৃপা ব্যতীত এ রজস্তমোগুণাবিষ্ট পশুর উদ্ধারের অন্য উপায় নাই।"

হে শ্রীসার্বভৌম ভট্টাচার্য ! শ্রীগৌরপাদপদ্মে আপনার কি অচলা নিষ্ঠা ! আপনার জামাতা অমোঘ শ্রীগৌরহরির নিন্দা করিল বলিয়া আপনি তাহার মৃত্যু কামনা করিয়াছিলেন। হে ষাঠীর মাতা ! আপনি শ্রীগৌরনিষ্ঠার প্রতীক। যেরূপ নিষ্ঠাহেতু আপনি আপনার কন্যাকে বিধবা হইতে অভিশাপ দিতে পারিলেন। এ নরাধম কবে সেইরূপ নিষ্ঠার সহিত তাহার সমস্ত স্বার্থকে তিলে তিলে জলাঞ্জলি দিয়া আপনার প্রিয়জনের কৃপালাভের জন্য ব্যাকুল হইবে ?

শ্রীরাধাকান্ত মঠ — শ্রীকাশীমিশ্রের পূজিত শ্রীরাধাকান্তজিউর দর্শন ও প্রার্থনা। তারপর গম্ভীরা দর্শন। (এস্থানে শ্রীগৌরহরির ব্যবহৃত পাদুকা, জলপাত্র ও কাঁথা সংরক্ষিত আছে।) গম্ভীরানাথ শ্রীগৌরপাদপদ্মে প্রণতিপূর্বক প্রার্থনা — "নমো মহাবদান্যায় কৃষ্ণপ্রেম-প্রদায় তে। কৃষ্ণায় কৃষ্ণচৈতন্যনাম্নে গৌরত্বিষে নমঃ॥ হে শ্রীগম্ভীরানাথ ! আপনার পাদুকাযুগল, জলপাত্র ও কাঁথা কবে এ অধমের শিরোভূষণ হইবে ? হে শ্রীকাশীমিশ্রের গৃহাঙ্গীকারি ! হে স্বরূপরায়ের সঙ্গে কৃষ্ণকথা আলোচনাকারি ! হে রায় রামানন্দের কণ্ঠধারি ! হে গম্ভীরাভিত্তিতে মুখঘর্ষণকারি শ্রীগৌর-গুণধাম ! আপনি শ্রীগৌড়মণ্ডল, শ্রীব্রজমণ্ডল, শ্রীক্ষেত্র-মণ্ডল ও সমস্ত দক্ষিণ দেশকে প্রেমবন্যায় ভাসাইয়া দিলেন। ঝারিখণ্ডের বন্যপশুকে পর্যন্ত গোপীপ্রেম দিয়া কৃতার্থ করিলেন। আঠারবৎসর কাল এই গম্ভীরা পীঠেতে অবস্থান করিয়া শ্রীপুরুষোত্তম ক্ষেত্রকে প্রেমবন্যায় ভাসাইয়া দিলেন। হায় ! এ পাপিষ্ঠের জন্ম এখন হইল, সে সময়ে হইল না। আপনার সেই অহৈতুকী কৃপা হইতে এ নরপশু বঞ্চিত হইল। কবে এ নির্ঘৃণ তাহার সমস্ত স্বার্থকে তিলে তিলে জলাঞ্জলি দিয়া আপনার প্রিয়জনের কৃপাবরণযোগ্য

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

হইতে পারিবে এবং তাঁহারই আনুগত্যে চক্ষুজলে বক্ষ সিক্ত করিয়া ব্যাকুল হৃদয়ে আপনাকে ডাকিতে পারিবে?"

সিদ্ধবকুল দর্শন, পরিক্রমা ও প্রার্থনা—"হে শ্রীহরিদাসমোদন! হে শ্রীসনাতনপালন! হে শ্রীরূপানন্দবর্ধন! হে ভক্তবৎসল শ্রীগৌরহরি! ('হরিদাস-মোদন'—প্রত্যহ প্রাতঃকালে শ্রীজগন্নাথদেবের দর্শনান্তে শ্রীহরিদাসের সঙ্গে মিলন ও কুশলজিজ্ঞাসা, 'শ্রীসনাতনপালন'—'কণ্ডুপ্রপীড়িত শ্রীল সনাতনকে তাঁহার বারণসত্ত্বে আলিঙ্গনদান, 'শ্রীরূপানন্দবর্ধন',—শ্রীগৌরহরি রথযাত্রার সময় "যঃ কৌমারহরঃ" শ্লোক বার বার উচ্চারণ করিয়া প্রেমাবিষ্ট হইতেন। সেই শ্লোকের অনুরূপ "প্রিয়ঃ সোহয়ং" শ্লোক তালপত্রে লিখিয়া তাহা চালে গুঁজিয়া শ্রীরূপপ্রভু সমুদ্রস্নানে গিয়াছিলেন। এই সময়ে শ্রীগৌরহরি সিদ্ধবকুলে গিয়া চালে গোঁজা এই শ্লোকটি দেখিলেন এবং তাহা পাঠ করিয়া প্রেমাবিষ্ট হইলেন। এমন সময় শ্রীরূপপ্রভু সমুদ্র স্নানান্তে ফিরিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর চরণে দণ্ডবৎপ্রণাম করিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে উঠাইয়া কোলে টানিয়া লইয়া স্নেহেতে একটি চাপড় মারিয়া বলিলেন—'আমার মনের কথা তুমি জানিলে কেমতে?' ইত্যাদি কার্য শ্রীগৌরহরির ভক্তবাৎসল্যেরই নিদর্শন, এই বিষয় চিন্তা) আপনি ত এস্থানে ভক্ত-বাৎসল্যের সীমা প্রকাশ করিয়াছেন। এ পাপী কবে আপনার সেই ভক্তবাৎসল্যের পাত্র হইয়া জীবন সার্থক করিবে?" শ্রীহরিদাস ঠাকুরের শ্রীবিগ্রহ ও শ্রীসিদ্ধ-বকুলকে দণ্ডবন্নতি ও আবার শ্রীহরিদাস ঠাকুর ও শ্রীশ্রীনিতাই-গৌর-সীতানাথের শ্রীচরণে প্রণতি।

শ্রীহরিদাস ঠাকুরের সমাধি দর্শন ও পরিক্রমা—প্রথমে সমাধিতে দণ্ডবৎ-প্রণামান্তে শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর শ্রীপাদপদ্মে প্রার্থনা—"হে প্রভো! আপনি আপনার অহৈতুকী কৃপাদ্বারা জগাইমাধাইকে ও দস্যুগণকে উদ্ধার করিয়া বিনা সাধনে প্রেম দিলেন। এ নরাধম কবে আপনার সেই অহৈতুকী কৃপার পাত্র হইবে?"

তারপর শ্রীগৌরহরির শ্রীপাদপদ্মে প্রার্থনা—"হে শ্রীগৌরহরি! এ অধম কবে আপনার মাহাত্ম্য প্রকাশকারী আপনার নিজজনের গুণ স্মরণ করিতে করিতে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করিবে?"

"হে শ্রীসীতানাথ! আপনি ত গঙ্গাজল ও তুলসীপত্র দ্বারা শ্রীশালগ্রামের আরাধনা করিয়া শ্রীগৌরহরিকে এ জগতে প্রকট করাইয়াছেন। কবে আপনার অহৈতুকী কৃপায় এ নরাধম শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দকে তাহার হৃদয়সিংহাসনে অবস্থাপিত করাইবে?"

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের শ্রীচরণে প্রার্থনা – "হে শ্রীনামাচার্য প্রভো ! আপনি কবে আপনার প্রাণধন শ্রীগৌরহরির শ্রীপাদপদ্ম প্রতি এ অধমের দৃঢ়মতি দান করিবেন ? আপনি আপনার সাধুত্বে কলঙ্ক আরোপ করিবার উদ্দেশ্যে আগত বেশ্যাকে যেরূপ কৃপা করিয়া উদ্ধার করিলেন, এ নরাধম কবে আপনার সেই অহৈতুকী কৃপার পাত্র হইতে পারিবে ? আপনি সারাজীবন নির্বন্ধপূর্বক দৈনিক তিনলক্ষ মহামন্ত্র গ্রহণ করিতেন। কিন্তু শেষ সময়ে যেরূপ শ্রীগৌররূপদর্শন ও শ্রীগৌরনামকীর্তনপূর্বক প্রাণ বিসর্জন করিতে পারিবেন, শ্রীগৌরহরির শ্রীপাদপদ্মে এই ব্যাকুল প্রার্থনা জানাইলেন। ভক্তবৎসল শ্রীগৌরহরি আপনার সেই প্রার্থনা তৎক্ষণাৎই পূর্ণ করিলেন। তার পরদিন শ্রীগৌরহরি ভক্তবৃন্দসহ আপনার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলে আপনি সকল বৈষ্ণবের পদধূলি লইয়া মস্তকে ধারণ করিলেন এবং শ্রীগৌরহরির শ্রীপাদপদ্ম বক্ষে ধারণপূর্বক দুই চক্ষু হইতে দুই ধার অশ্রু বিসর্জন করিতে করিতে "হা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ! হা শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য !" আপনার বাসনানুরূপ এই নাম ব্যাকুল হইয়া কীর্তনপূর্বক নামের সহিত প্রাণ বিসর্জন করিলেন। আহা ! কি অপূর্ব আচরণ ! আপনার এই আচরণদ্বারা শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীগৌর যে অভিন্ন তাহা জগৎকে জানাইবার সঙ্গে সঙ্গে ব্যাকুলভাবে কেবল শ্রীগৌরনাম কীর্তনেই যে প্রেমলাভ অবশ্যম্ভাবী, ইহা সাধকসমাজকে শিক্ষা দিলেন। হে নামাচার্য প্রভো ! এ নরাধমকে এই কৃপাশীর্বাদ করুন যেরূপ সে প্রেমপিপাসু হইয়া সতত চক্ষুজলে বক্ষ সিক্ত করিয়া ব্যাকুলহৃদয়ে শ্রীগৌরনাম কীর্তন করিতে পারে এবং শেষ সময়ে শ্রীগৌরনামকীর্তনের মাহাত্ম্য-প্রকাশকারী তার অভীষ্টদেবের তা'র প্রতি অহৈতুকী কৃপাকথা স্মরণপূর্বক অশ্রুসিক্ত বদনে আপনার আচরিত এই শ্রীগৌরনাম কীর্তন করিতে করিতে প্রাণ বিসর্জন করিতে পারে।

শ্রীমহোদধি দর্শন – দণ্ডবন্নতিপূর্বক সমুদ্রজল মস্তকে ধারণ এবং শ্রীগৌরহরি যমুনাজ্ঞানে তাঁহাতে ঝাম্প দিয়া যেরূপ বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়াছিলেন ও আবেশে রহিয়া গোপীগণের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের জলক্রীড়া দর্শন করিয়াছিলেন এবং সেই আবেশিত চিত্ত শ্রীগৌরহরির স্পর্শে জালিয়ার প্রেমপ্রাপ্তি বিষয় স্মরণ।

শ্রীটোটাগোপীনাথের শ্রীচরণে প্রার্থনা – "হে শ্রীগদাধরপ্রাণনাথ শ্রীগোপীনাথ ! শ্রীগৌরহরি আপনাকে কোলে করিয়াছেন এবং শ্রীগদাধর পণ্ডিত ক্ষেত্রসন্ন্যাস লইয়া শেষনিঃশ্বাস পর্যন্ত আপনার সেবায় ব্রতী ছিলেন। হে ভক্তবৎসল ! আপনার প্রিয়জনের শ্রীপাদপদ্মে দৃঢ়মতি দান করুন। তাঁহার আনুগত্যে কবে শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দের আরাধনা করিয়া এ নরাধম জীবন সার্থক করিবে ?" তারপর শ্রীবলদেব, শ্রীশ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীশ্রীরাধামদনমোহনজিউর শ্রীচরণে দণ্ডবন্নতি ও প্রার্থনা।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

গৌড়দেশ হইতে শ্রীমন্নিত্যানন্দপ্রভুর আনিত সূক্ষ্মসুগন্ধি তণ্ডুলের অন্ন, টোটাস্থিত আবোনা শাকের রন্ধন এবং কোমল তেঁতুল পাতাকে লবণ এবং জল দিয়া বাটিয়া অম্ল প্রস্তুত করিয়া শ্রীগদাধর পণ্ডিত শ্রীগোপী-নাথকে ভোগ দিয়াছিলেন। এই সময়ে হঠাৎ শ্রীগৌরহরি তথায় উপস্থিত হইয়া দরজার পাশে দাঁড়াইয়া 'গদাধর! গদাধর!' বলিয়া ডাকিলেন। গদাধর পণ্ডিত দরজা খুলিয়া তাঁহার পদবন্দনা করিলে শ্রীগৌরহরি হাসিয়া বলিলেন — "কেনে গদাধর! আমি কি না হই নিমন্ত্রণের ভিতর? আমি ত তোমরা দুই হইতে ভিন্ন নই? না দিলেও তোমরা বলে ত আমি খাই। নিত্যানন্দের দ্রব্য, গোপীনাথের প্রসাদ, তোমার রন্ধন — মোর ইথে আছে ভাগ।" — এই লীলাকথা চিন্তা করিয়া ব্যাকুল হৃদয়ে "হা নিতাই-গৌর-গদাধর", "হা নিতাই-গৌর-গদাধর" বলিয়া সক্রন্দন প্রার্থনা করিবে।

শ্রীআলালনাথের শ্রীচরণে প্রার্থনা — "হে শ্রীগৌরপ্রিয় শ্রীআলালনাথ দেব! এ নরাধমের হৃদয়-পাষাণকে বিগলিত করুন।"

"হে শ্রীগৌরহরি! আপনি আপনার বিপ্রলম্ভময় ভাবে মগ্ন হইয়া পাষাণকে যেরূপ বিগলিত করিয়া তথায় আপনার সর্বাঙ্গ চিহ্ন অঙ্কন করিয়াছেন, এ অপরাধীর হৃদয়পাষাণকে সেইরূপ বিগলিত করিয়া দিন।"

শ্রীনবদ্বীপধাম — মামগাছিতে শ্রীল পুরীদাস গোস্বামী ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত শ্রীশ্রীগৌরগদাধর, শ্রীল সারঙ্গ-মুরারি ঠাকুরের পূজিত শ্রীশ্রীরাধাগোপীনাথ ও শ্রীল বাসুদেব দত্ত ঠাকুরের পূজিত শ্রীশ্রীরাধামদন-গোপালের দর্শন, পরিক্রমা ও তাঁহার প্রিয়জনের শ্রীপাদপদ্মে দৃঢ়মতি লাভের জন্য প্রার্থনা।

শ্রীল সাগরমহারাজের সমাধিতে দণ্ডবন্নতি ও প্রার্থনা — "হে প্রভো! আপনি সন্ন্যাসী হইয়াও যাঁহার প্রেরণায় সন্যাসজনিত সকল প্রতিষ্ঠা ও সুখকে তিলে তিলে জলাঞ্জলি দিয়া অকথনীয় কায়ক্লেশবরণপূর্বক এস্থানে অবস্থান করিয়া শ্রীবিগ্রহগণের সেবায় মনোনিবেশ করিয়াছিলেন, আপনার সেই অভীষ্টদেব শ্রীল পুরীদাস গোস্বামী ঠাকুর আপনার আর্তি ও উৎকণ্ঠায় আকৃষ্ট হইয়া অবস্থানের কোনও সুবিধা না থাকিলেও এস্থানে আসিয়া মাসাধিককাল অবস্থান করিতেছিলেন। শ্রীজীবপাদের সিদ্ধান্ত অনুসরণে কর্মাধিকারী জীবকে ভক্তিমাত্রকাম কর্মার্পণদ্বারা ভক্ত-মহতের কৃপাবরণযোগ্য করাইয়া শুদ্ধভক্ত্যধিকারে উন্নীত করাইতে সংকল্পবদ্ধ সেই শ্রীল পুরীদাস গোস্বামী ঠাকুরের শ্রীচরণে এ নরাধম যেরূপ দৃঢ়মতি লাভ করিতে পারে, সেই কৃপা করিতে প্রার্থনা।"

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

শ্রীসিদ্ধবকুলের শ্রীচরণে দণ্ডবন্নতি ও প্রার্থনা — হে প্রভো ! কত কত মহাজন আপনার ছায়াতলে ভজন করিয়া জীবন সার্থক করিয়াছেন। সেই মহাজনগণের চরণরেণু কবে এ নরাধমের শিরোভূষণ হইবে ?

শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের শ্রীপাটদর্শন ও প্রার্থনা। হে প্রভো ! আপনি অনুক্ষণ শ্রীগৌরলীলামৃত-সিন্ধুতে সন্তরণকারী। এ নরাধমের প্রতি কৃপাদৃষ্টিপাত করুন যেরূপ সে অনুক্ষণ সেই শ্রীগৌরলীলামৃত পান করিয়া জীবন সার্থক করিতে পারে।

শ্রীধাম বৃন্দাবন — ছিপিগলিস্থ শ্রীল পুরীদাস গোস্বামিঠাকুরের ভজনস্থলী দর্শন ও শ্রীবিগ্রহগণের শ্রীচরণে প্রার্থনা। শ্রীল পুরীদাস গোস্বামী ঠাকুরের শ্রীচরণে প্রার্থনা —"হে হীনার্থাধিকসাধক ! আপনার দর্শনার্থী অনুগত শিষ্যগণকে বিদায় দেওয়ার সময় আপনি মুখ্য দরজা পর্যন্ত আসিয়া 'জয় নিতাই-গৌর-সীতানাথ, জয় নিতাই-গৌর-সীতানাথ' বলিয়া যেভাবে দুই চক্ষু হইতে দুই ধার অশ্রু বিসর্জনপূর্বক আর্তিযুক্ত হইয়া বলিতেছিলেন, আপনার সেই নিতাই-গৌর-সীতানাথ-নামকীর্তনকারী অশ্রুসিক্ত বদন কবে এ নরাধমের স্মৃতিপথে উদিত হইয়া তাহাকে আপনার কৃপালাভের জন্য ব্যাকুল করিবে ? আপনি ত আপনার অনুগতগণের কথা স্মরণ করিয়া তাঁহাদিগকে শ্রীগৌর-নামকীর্তনের উপদেশ দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই প্রকটলীলা সাঙ্গ করিলেন। সেইরূপ এ নির্ঘৃণের কথা কবে আপনার স্মৃতিপটে উদিত হইয়া তাহাকে আপনার শ্রীপাদপদ্মপ্রতি আকৃষ্ট করিবে ? পরমারাধ্যা মাতা ঠাকুরাণী আপনার একান্ত শরণাগত হইয়া আঠাইশ বৎসর কাল আপনার ভজনস্থলীতে অবস্থান করিয়া আপনার আনুগত্যে ভজন করিয়া গেলেন। তাঁহার শরণাগতিতে প্রীত হইয়া তাঁহার অপ্রকট সময়ে আপনি তাঁহাকে দর্শন দিলেন এবং তিনি আপনাকে শেষ প্রণতি জানাইয়া তাঁহার 'প্রণতি' নাম সার্থক করিয়া ইহধাম ত্যাগ করিলেন। এ নরাধমের কি সেইরূপ তাহার মৃত্যু সময়ে আপনার শ্রীচরণদর্শনের সৌভাগ্য লাভ হইবে ? হে নিরপেক্ষশিরোমণি ! বিষয়ীর অন্ন গ্রহণ না করিতে আপনি আপনার জীবনের ব্রতরূপে স্বীকার করিয়াছিলেন, কিন্তু আপনি যাহার প্রতি কৃপোন্মুখ, সেইরূপ গৃহস্থের প্রদত্ত উপায়নকে অত্যন্ত আগ্রহ সহকারে গ্রহণ করিতেন। আবার আপনি জীবনে কখনও ঐশ্বর্যের পক্ষপাতী না থাকিলেও যাহার প্রতি আপনার কৃপাদৃষ্টি আছে, তাহাকে আপনি ঐশ্বর্য দেখাইয়া আপনার শ্রীপাদপদ্মপ্রতি আকৃষ্ট করিতে ভুলেন নাই।

"তোমার কৃপায় তোমায় করায় নিন্দ্য কর্ম।
সাক্ষাৎ ঈশ্বর তুমি কে জানে তোমার মর্ম ॥"

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

গৌড়দেশ হইতে শ্রীমন্নিত্যানন্দপ্রভুর আনিত সূক্ষ্মসুগন্ধি তণ্ডুলের অন্ন, টোটাস্থিত আবোনা শাকের রন্ধন এবং কোমল তেঁতুল পাতাকে লবণ এবং জল দিয়া বাটিয়া অম্ল প্রস্তুত করিয়া শ্রীগদাধর পণ্ডিত শ্রীগোপী-নাথকে ভোগ দিয়াছিলেন। এই সময়ে হঠাৎ শ্রীগৌরহরি তথায় উপস্থিত হইয়া দরজার পাশে দাঁড়াইয়া 'গদাধর! গদাধর!' বলিয়া ডাকিলেন। গদাধর পণ্ডিত দরজা খুলিয়া তাঁহার পদবন্দনা করিলে শ্রীগৌরহরি হাসিয়া বলিলেন — "কেনে গদাধর! আমি কি না হই নিমন্ত্রণের ভিতর? আমি ত তোমরা দুই হইতে ভিন্ন নই? না দিলেও তোমরা বলে ত আমি খাই। নিত্যানন্দের দ্রব্য, গোপীনাথের প্রসাদ, তোমার রন্ধন — মোর ইথে আছে ভাগ।" — এই লীলাকথা চিন্তা করিয়া ব্যাকুল হৃদয়ে "হা নিতাই-গৌর-গদাধর", "হা নিতাই-গৌর-গদাধর" বলিয়া সক্রন্দন প্রার্থনা করিবে।

শ্রীআলালনাথের শ্রীচরণে প্রার্থনা — "হে শ্রীগৌরপ্রিয় শ্রীআলালনাথ দেব! এ নরাধমের হৃদয়-পাষাণকে বিগলিত করুন।"

"হে শ্রীগৌরহরি! আপনি আপনার বিপ্রলম্ভময় ভাবে মগ্ন হইয়া পাষাণকে যেরূপ বিগলিত করিয়া তথায় আপনার সর্বাঙ্গ চিহ্ন অঙ্কন করিয়াছেন, এ অপরাধীর হৃদয়পাষাণকে সেইরূপ বিগলিত করিয়া দিন।"

শ্রীনবদ্বীপধাম — মামগাছিতে শ্রীল পুরীদাস গোস্বামী ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত শ্রীশ্রীগৌরগদাধর, শ্রীল সারঙ্গ-মুরারি ঠাকুরের পূজিত শ্রীশ্রীরাধাগোপীনাথ ও শ্রীল বাসুদেব দত্ত ঠাকুরের পূজিত শ্রীশ্রীরাধামদন-গোপালের দর্শন, পরিক্রমা ও তাঁহার প্রিয়জনের শ্রীপাদপদ্মে দৃঢ়মতি লাভের জন্য প্রার্থনা।

শ্রীল সাগরমহারাজের সমাধিতে দণ্ডবন্নতি ও প্রার্থনা — "হে প্রভো! আপনি সন্ন্যাসী হইয়াও যাঁহার প্রেরণায় সন্যাসজনিত সকল প্রতিষ্ঠা ও সুখকে তিলে তিলে জলাঞ্জলি দিয়া অকথনীয় কায়ক্লেশবরণপূর্বক এস্থানে অবস্থান করিয়া শ্রীবিগ্রহগণের সেবায় মনোনিবেশ করিয়াছিলেন, আপনার সেই অভীষ্টদেব শ্রীল পুরীদাস গোস্বামী ঠাকুর আপনার আর্তি ও উৎকণ্ঠায় আকৃষ্ট হইয়া অবস্থানের কোনও সুবিধা না থাকিলেও এস্থানে আসিয়া মাসাধিককাল অবস্থান করিতেছিলেন। শ্রীজীবপাদের সিদ্ধান্ত অনুসরণে কর্মাধিকারী জীবকে ভক্তিমাত্রকাম কর্মার্পণদ্বারা ভক্ত-মহতের কৃপাবরণযোগ্য করাইয়া শুদ্ধভক্ত্যধিকারে উন্নীত করাইতে সংকল্পবদ্ধ সেই শ্রীল পুরীদাস গোস্বামী ঠাকুরের শ্রীচরণে এ নরাধম যেরূপ দৃঢ়মতি লাভ করিতে পারে, সেই কৃপা করিতে প্রার্থনা।"

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

শ্রীসিদ্ধবকুলের শ্রীচরণে দণ্ডবন্নতি ও প্রার্থনা — হে প্রভো ! কত কত মহাজন আপনার ছায়াতলে ভজন করিয়া জীবন সার্থক করিয়াছেন। সেই মহাজনগণের চরণরেণু কবে এ নরাধমের শিরোভূষণ হইবে ?

শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের শ্রীপাটদর্শন ও প্রার্থনা। হে প্রভো ! আপনি অনুক্ষণ শ্রীগৌরলীলামৃত-সিন্ধুতে সন্তরণকারী। এ নরাধমের প্রতি কৃপাদৃষ্টিপাত করুন যেরূপ সে অনুক্ষণ সেই শ্রীগৌরলীলামৃত পান করিয়া জীবন সার্থক করিতে পারে।

শ্রীধাম বৃন্দাবন — ছিপিগলিস্থ শ্রীল পুরীদাস গোস্বামিঠাকুরের ভজনস্থলী দর্শন ও শ্রীবিগ্রহগণের শ্রীচরণে প্রার্থনা। শ্রীল পুরীদাস গোস্বামী ঠাকুরের শ্রীচরণে প্রার্থনা —"হে হীনার্থাধিকসাধক ! আপনার দর্শনার্থী অনুগত শিষ্যগণকে বিদায় দেওয়ার সময় আপনি মুখ্য দরজা পর্যন্ত আসিয়া 'জয় নিতাই-গৌর-সীতানাথ, জয় নিতাই-গৌর-সীতানাথ' বলিয়া যেভাবে দুই চক্ষু হইতে দুই ধার অশ্রু বিসর্জনপূর্বক আর্তিযুক্ত হইয়া বলিতেছিলেন, আপনার সেই নিতাই-গৌর-সীতানাথ-নামকীর্তনকারী অশ্রুসিক্ত বদন কবে এ নরাধমের স্মৃতিপথে উদিত হইয়া তাহাকে আপনার কৃপালাভের জন্য ব্যাকুল করিবে ? আপনি ত আপনার অনুগতগণের কথা স্মরণ করিয়া তাঁহাদিগকে শ্রীগৌর-নামকীর্তনের উপদেশ দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই প্রকটলীলা সাঙ্গ করিলেন। সেইরূপ এ নির্ঘৃণের কথা কবে আপনার স্মৃতিপটে উদিত হইয়া তাহাকে আপনার শ্রীপাদপদ্মপ্রতি আকৃষ্ট করিবে ? পরমারাধ্যা মাতা ঠাকুরাণী আপনার একান্ত শরণাগত হইয়া আঠাইশ বৎসর কাল আপনার ভজনস্থলীতে অবস্থান করিয়া আপনার আনুগত্যে ভজন করিয়া গেলেন। তাঁহার শরণাগতিতে প্রীত হইয়া তাঁহার অপ্রকট সময়ে আপনি তাঁহাকে দর্শন দিলেন এবং তিনি আপনাকে শেষ প্রণতি জানাইয়া তাঁহার 'প্রণতি' নাম সার্থক করিয়া ইহধাম ত্যাগ করিলেন। এ নরাধমের কি সেইরূপ তাহার মৃত্যু সময়ে আপনার শ্রীচরণদর্শনের সৌভাগ্য লাভ হইবে ? হে নিরপেক্ষশিরোমণি ! বিষয়ীর অন্ন গ্রহণ না করিতে আপনি আপনার জীবনের ব্রতরূপে স্বীকার করিয়াছিলেন, কিন্তু আপনি যাহার প্রতি কৃপোন্মুখ, সেইরূপ গৃহস্থের প্রদত্ত উপায়নকে অত্যন্ত আগ্রহ সহকারে গ্রহণ করিতেন। আবার আপনি জীবনে কখনও ঐশ্বর্যের পক্ষপাতী না থাকিলেও যাহার প্রতি আপনার কৃপাদৃষ্টি আছে, তাহাকে আপনি ঐশ্বর্য দেখাইয়া আপনার শ্রীপাদপদ্মপ্রতি আকৃষ্ট করিতে ভুলেন নাই।

"তোমার কৃপায় তোমায় করায় নিন্দ্য কর্ম।
সাক্ষাৎ ঈশ্বর তুমি কে জানে তোমার মর্ম॥"

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

শ্রীগৌরহরির প্রতি শ্রীল রায় রামানন্দের এই উক্তি আপনার প্রতি প্রকৃষ্টরূপেই প্রযুজ্য। বস্তুতঃ আপনার এতাদৃশ আচরণ যুগপৎ আপনার অহৈতুককৃপাময়ত্ব ও অনুগত-বাৎসল্যেরই নিদর্শন। এ নরাধম কবে আপনার সেই করুণার পাত্র হইতে পারিবে ?

টটিয়াস্থানস্থ ভজনস্থলী – "হে বিপ্রলম্ভ-রসাবিষ্ট শ্রীল পুরীদাসগোস্বামিঠাকুর ! আপনি ষড়গোস্বামীর আনুগত্যে নিষ্কিঞ্চনবেশে তীব্র বৈরাগ্যবান্ ও আর্তিযুক্ত হইয়া এই স্থানে একান্তভাবে অবস্থান করিয়া যে বিপ্রলম্ভময় ভজনের আদর্শ শিক্ষা দিয়াছেন, তাহা যে নিত্যকাল রাগমার্গীয় ভক্তিসাধকের অনুসরণীয় হইয়া রহিবে, ইহা বলা নিষ্প্রয়োজন। হে কোটিমাতৃবাৎসল্য-বিনিন্দি স্নেহশীল ! এ রজস্তমোগুণাবিষ্ট নরপশু কবে আপনার কৃপাশক্তিসঞ্চারিত হইয়া আপনার সেই আদর্শ অনুসরণে যোগ্য হইতে পারিবে ? আপনার শুভ দৃষ্টি পড়িলে এই জন্মেও এ দীনাতিদীন সেই সৌভাগ্যের অধিকারী হইতে পারে।"

শ্রীরাধারমণদেব – "হে ভক্তবৎসল ! ভক্ত-বাৎসল্যহেতু আপনি শ্রীশালগ্রাম শিলা হইতে বিগ্রহ ধারণ করিয়াছেন। এ নরাধম-প্রতি কৃপাদৃষ্টিপাত করুন যেরূপ এই জন্মেই সে আপনার নিজজনের আনুগত্যে আপনার শ্রীগৌরস্বরূপের আরাধনা করিয়া শুদ্ধভক্তি-সাধনের যোগ্য হইতে পারে ?"

শ্রীরাধারমণদেবের প্রাকট্যস্থলী – "হে শ্রীরাধা-রমণদেব ! এ পতিত কবে তাহার প্রতি কৃপোন্মুখ আপনার প্রিয়জনের গুণ স্মরণ করিতে করিতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিবে ?"

শ্রীল গোপাল ভট্ট গোস্বামিপাদের সমাধি – "হে শ্রীল গোপালভট্ট গোস্বামি-প্রভো ! এ নরাধম কবে তাহার প্রতি কৃপোন্মুখ আপনার প্রিয়জনের গুণ স্মরণ করিতে করিতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিবে ?"

শ্রীগোকুলানন্দ – "হে শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামিপ্রভুর প্রাণধন শ্রীগিরিধারি ! হে শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তিঠাকুরের প্রাণধন শ্রীশ্রীরাধাগোকুলানন্দ ! হে শ্রীল নরোত্তম-ঠাকুরের প্রাণধন শ্রীগৌরহরি ! হে শ্রীল লোকনাথ গোস্বামীর প্রাণধন শ্রীশ্রীরাধাবিনোদ ! হে শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণের প্রাণধন শ্রীশ্রীরাধাবিজয়গোবিন্দ ! এ পতিতের প্রতি কৃপাদৃষ্টিপাত করুন যেরূপ সে এই জন্মেই আপনার প্রিয়জনের আনুগত্যে শ্রীগৌর আরাধনা করিয়া প্রেমলাভের যোগ্য হইতে পারে।"

শ্রীল লোকনাথ গোস্বামিপ্রভু, শ্রীল নরোত্তম-ঠাকুর মহাশয়, শ্রীল গঙ্গানারায়ণ চক্রবর্তিঠাকুর ও শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তিঠাকুরের সমাধি – "হে শ্রীল

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

লোকনাথ গোস্বামিপ্রভো! শ্রীলোকনাথের প্রিয়শিষ্য ও শ্রীজীবপাদের শিক্ষাশিষ্য হে শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়! হে শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরের কৃপাপাত্র শ্রীল গঙ্গানারায়ণ চক্রবর্তিঠাকুর! হে শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তি-ঠাকুর! এ পতিতের প্রতি কৃপাদৃষ্টিপাত করুন যেরূপ এই জন্মেই সে আপনার প্রিয়জনের আনুগত্যে শ্রীগৌর আরাধনা করিয়া প্রেমলাভের যোগ্য হইতে পারে।"

শ্রীগোপেশ্বর শিব – "হে শ্রীগোপেশ্বর! হে আশুতোষ! এ নরাধম এই জন্মেই যেরূপ আপনার প্রিয়জনের কৃপাবরণযোগ্য হইয়া শুদ্ধভক্তিপথের পথিক হইতে পারে, সেই কৃপাদৃষ্টিপাত করুন।"

হে শ্রীপার্বতী দেবি! আপনার প্রিয়জনের শ্রীপাদপদ্মে দৃঢ়মতি দান করুন।

শ্রীল শ্রীনিবাসাচার্য প্রভু ও শ্রীহেমলতা ঠাকুরাণীর সমাধি – হে শ্রীল শ্রীনিবাসাচার্য প্রভো! হে শ্রীহেমলতা ঠাকুরাণি! কৃপাদৃষ্টিপাত করুন যেরূপ এ অধম এই জন্মেই তা'র প্রতি কৃপোন্মুখ আপনার প্রিয়জনের কৃপাবরণযোগ্য হইয়া জীবন ধন্য করিতে পারে।

তত্রস্থ শ্রীবিগ্রহবৃন্দ – হে প্রভো! আপনাদের প্রিয়জনের শ্রীপাদপদ্মে দৃঢ়মতি দান করুন।

শ্রীশ্রীরাধাগোপীনাথ – হে শ্রীশ্রীরাধাগোপীনাথ! এ নরাধম কবে আপনার প্রিয়জনের কৃপাবরণযোগ্য হইয়া শুদ্ধভক্তিপথের পথিক হইতে পারিবে?

শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ – হে শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ! এ রজস্তমোগুণাবিষ্ট পশুর প্রতি কৃপাদৃষ্টিপাত করুন যেরূপ সে এই জন্মেই একান্তভাবে আপনার প্রিয়জনের শ্রীচরণাশ্রয় করিয়া জীবন সার্থক করিতে পারে।

শ্রীশ্রীরাধামদনমোহন – হে শ্রীশ্রীরাধামদনমোহন! এ নরাধমের হৃদয়পাষাণকে বিগলিত করিয়া দিন। সে যেরূপ ব্যাকুল প্রার্থনাদ্বারা এই জন্মেই তার প্রতি আপনার প্রিয়জনের কৃপাদৃষ্টি আকৃষ্ট করিতে পারে।

শ্রীদ্বাদশাদিত্যের দর্শন, পরিক্রমা ও মহৎকৃপা-লাভের জন্য প্রার্থনা।

শ্রীল সনাতন গোস্বামিপ্রভুর ভজনস্থলী – দণ্ডবৎপ্রণাম, পরিক্রমা ও প্রার্থনা – হে শ্রীল সনাতন গোস্বামিপ্রভো! এ পতিতকে স্বদোষদর্শী ও শরণাগত করাইয়া আপনার প্রিয়জনের কৃপাবরণযোগ্য করুন।

শ্রীল সনাতন গোস্বামিপ্রভুর সমাধি – দণ্ডবৎ প্রণাম, পরিক্রমা ও প্রার্থনা – হে শ্রীল সনাতন গোস্বামিপ্রভো! আপনার প্রিয়জন কবে আপনার উপদিষ্ট পন্থায়

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ভজনশিক্ষা দিয়া এ নরাধমকে শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দের শ্রীপাদপদ্মপ্রতি আকৃষ্ট করিবেন ?

ইমলিতলায় সংখ্যানাম গ্রহণকারী শ্রীগৌর-গুণধামের দর্শন, পরিক্রমা ও শ্রীগুরুপাদপদ্মে রতিলাভের জন্য প্রার্থনা। তথায় শ্রীযমুনা দর্শন।

সেবাকুঞ্জ – দর্শন, দণ্ডবন্নতি, পরিক্রমা ও প্রার্থনা – "হে শ্রীনিকুঞ্জবনাধীশে ! এ অধম কবে আপনার প্রিয়জনের আনুগত্যে শ্রীগৌরভজনপূর্বক আপনার কিঙ্করীর কিঙ্করী অভিমান লাভ করিয়া জীবন সার্থক করিবে ? শ্রীললিতাকুণ্ডে শ্রীললিতাজীর শ্রীপাদ-পদ্মেও অনুরূপ প্রার্থনা।

শ্রীনিধুবন – শ্রীনিধুবনেশ্বরী, শ্রীললিতাজী ও শ্রীবিশাখাজীর শ্রীপাদপদ্মে প্রণতি ও পরিক্রমা এবং উপরোক্তমতে প্রার্থনা।

শ্রীযমুনাজীর দর্শন ও প্রার্থনা –

"চিদানন্দভানোঃ সদা নন্দসূনোঃ
পরপ্রেমপাত্রী দ্রবব্রহ্মগাত্রী।
অঘানাং লবিত্রী জগৎক্ষেমধাত্রী
পবিত্রীক্রিয়ান্নো বপুর্মিত্রপুত্রী ॥"

নির্বিশেষ ব্রহ্ম যাঁহার অঙ্গকান্তি, সেই নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণের যে নিত্য পরম-প্রেমপাত্রী, জলরূপ দ্রবব্রহ্ম যাঁহার অঙ্গ (অর্থাৎ যে চিন্ময় জলরূপে বিরাজিত), দর্শনমাত্রে যিনি সমস্ত পাপ বিনাশ করেন, জগতের মঙ্গলবিধায়িনী সেই সূর্যসুতা যমুনা আমাদের দেহকে পবিত্র করুন।

শ্রীশৃঙ্গারবট – শ্রীশ্রীলক্ষ্মীনারায়ণাদি শ্রীবিগ্রহ ও শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দ শ্রীবিগ্রহ দর্শন ও প্রার্থনা। হা শ্রীশ্রীগৌরনিতাই ! এ নরাধম আপনার প্রিয়জনের গুণ স্মরণপূর্বক চক্ষুজলে বক্ষ সিক্ত করিয়া কবে মহাবদান্য-শিরোমণি আপনাদের নাম গান করিতে করিতে শেষ-নিঃশ্বাস ত্যাগ করিবে ? শ্রীশৃঙ্গারবটাধীশের দর্শন ও প্রার্থনা – হে প্রভো ! আপনার প্রিয়জনের আনুগত্যে শ্রীগৌরভজন করিয়া এ নরাধম কবে আপনার প্রতি অহৈতুকপ্রীতিযুক্ত হইতে পারিবে ?

নূপুরপ্রাপ্তিস্থান – দর্শন, পরিক্রমা ও শ্রীরাধা-রাণীর শ্রীচরণে প্রার্থনা – হে শ্রীবৃন্দাবনেশ্বরি ! এ নরপশু কবে আপনার প্রিয়জনের আনুগত্যে শ্রীগৌরহরির আরাধনা করিয়া আপনার কিঙ্করীর কিঙ্করী অভিমান লাভ করিবে ? আপনার প্রিয়জনের এ পতিতের প্রতি যে অপার করুণা তাহা কি ব্যর্থ হইয়া যাইবে ?

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

শ্রীশ্যামানন্দ প্রভুর সমাধি – দর্শন, পরিক্রমা ও প্রার্থনা – হে শ্রীশ্যামানন্দ প্রভো ! আপনি ভূয়াঁ উদ্দণ্ডরায় প্রভৃতি মহা দুর্দ্দান্ত ব্যক্তিগণকে যেরূপ কৃপা করিয়া উদ্ধার করিলেন, এ অধম প্রতি আপনার সেই অহৈতুকী কৃপাদৃষ্টি সতত পতিত হউক।

শ্রীশ্রীরাধাশ্যামসুন্দর – দর্শন, পরিক্রমা ও প্রার্থনা।

শ্রীশ্রীরাধাদামোদর – শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামিপ্রভুর প্রাণধন শ্রীশ্রীরাধা-বৃন্দাবনচন্দ্র, শ্রীল জীব-গোস্বামিপ্রভুর প্রাণধন শ্রীশ্রীরাধাদামোদর, শ্রীল জয়দেব গোস্বামীর প্রাণধন শ্রীশ্রীরাধামাধব, শ্রীল ভূগর্ভ গোস্বামি-প্রভুর প্রাণধন শ্রীশ্রীরাধাছল-চিক্কণ ও শ্রীল সনাতন গোস্বামিপ্রভুর প্রাণধন শ্রীগিরিরাজজীর দর্শন ও চারবার পরিক্রমা।

শ্রীল পুরীদাস গোস্বামিঠাকুরের পুষ্পসমাধি – "হে প্রভো ! এ নরাধম কবে আপনার উপদেশানুযায়ী কাতরকণ্ঠে সর্বক্ষণ অশ্রুসিক্ত নয়নে শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দের নাম কীর্তন করিয়া আপনার কৃপাবরণযোগ্য হইতে পারিবে ? এই জন্মে যদি এই সৌভাগ্যের অধিকারী না হয়, তবে সবই ত বিস্মৃতির অতল গর্ভে চলিয়া যাইবে। পরজন্মে কি আর আপনার ন্যায় শ্রীগৌরানুগ মহতের কৃপালাভের সৌভাগ্য পাওয়া যাইবে ? অতএব হে হীনার্থাধিকসাধক ! এ জীবনটা যেরূপ বৃথা না হয়। 'যোগ্যতাবিচারে কিছু নাহি পাই তোমার করুণা সার। করুণা না হ'লে কাঁদিয়া কাঁদিয়া প্রাণ না রাখিব আর। নহে হৃদ বিগলিত নাহি নেত্রে লোর। কৃপাদৃষ্টি আকর্ষিব কেমনে তোমার ? তোমার কৃপামহিমা দেহ হৃদে ভরি। যায় যেন এ জীবন তব গুণ স্মরি। পতিত অধম কাঁদে, রাখ মোরে তব পদে, পাল সদা না কর বর্জন। যবে মম পাও দোষ, করিয়া উচিত রোষ দণ্ড দিয়া দেহ শ্রীচরণ' ॥"

শ্রীল জীবপাদের সমাধি – "হে সিদ্ধান্তসম্রাট্ ! আপনার প্রিয়জন শ্রীল পুরীদাস গোস্বামিঠাকুর জীবন পণ করিয়া আপনার সিদ্ধান্তামৃতসিন্ধুতে জগৎকে প্লাবিত করিতে সংকল্পবদ্ধ হইয়াছিলেন। তিনি তাঁহার অদোষ-দর্শিতা ও কোটিমাতৃবাৎসল্যবিনিন্দি স্নেহশীলতাহেতু যোগ্যাযোগ্য বিচার না করিয়া তাঁহার অনুগত সকলকে আপনার সেই শ্রীভক্তিসন্দর্ভের সিদ্ধান্তামৃতধারায় সিক্ত করাইবার উদ্দেশ্যে অচিন্তনীয় ক্লেশ স্বীকার করিয়া তাহা কীর্তন করিয়া গেলেন। কিন্তু হায় ! তাঁহার জিহ্বা-নির্ঝরিণী-নিঃসৃত সেই সিদ্ধান্তামৃতধারা মাদৃশ অপরাধীর হৃদয়মরুকে পরিসিঞ্চিত করিবার পরিবর্তে জন্ম-জন্মান্তরের দুরন্ত অপরাধজাত শতসহস্র ছিদ্র মধ্য দিয়া বহির্গত হইয়া গেল। ইহা দেখিয়া তিনি ব্যথিত হইয়া কত যে অশ্রুবর্ষণ করিয়াছিলেন, তাহা অচিন্তনীয়। হে শ্রীরূপানুগবর ! মহতের কৃপাকর্ষণ হইতে অপরাধের আকর্ষণ কি অধিক শক্তিশালী

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

হইতে পারে ? এ নরাধম কবে আপনার সেই প্রিয়জনের কৃপাবরণযোগ্য হইয়া শ্রীভক্তিসন্দর্ভের সিদ্ধান্তামৃতসিন্ধুতে অবগাহনের সৌভাগ্য লাভ করিবে ?"

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামিপ্রভুর সমাধি – "হে প্রভো! আপনার প্রিয়জনের কৃপা ব্যতীত সব ত বিস্মৃতির অতলগর্ভেই চলিয়া যাইবে। এ অপরাধী কবে সেই কৃপাভাজন হইয়া জীবন ধন্য করিবে ?

শ্রীল রূপগোস্বামিপ্রভুর ভজনস্থলী – "হে শ্রীরূপপ্রভো ! আপনার প্রিয়জন কবে এ রজস্তমো-গুণাবিষ্ট পশুকে রজস্তমোগুণমুক্ত করিয়া আপনার শ্রীপাদপদ্মে অর্পণ করিবেন ? আপনার কৃপায় এ অধম কবে জাতরতি ভূমিকায় উন্নীত হইয়া আপনার উপদিষ্ট পন্থায় ভজনের অধিকার পাইবে ?"

শ্রীল রূপগোস্বামিপ্রভুর সমাধি – উপরোক্তমতে প্রার্থনা।

শ্রীজীবপাদের পাদপ্রক্ষালনস্থলী – দর্শন ও প্রার্থনা – "হে প্রভো ! এ নরাধম কবে আপনার প্রিয়জনের কৃপাবরণযোগ্য হইয়া আপনার সিদ্ধান্তামৃত-সিন্ধুতে অবগাহন করিবে ?"

শ্রীল ভূগর্ভগোস্বামিপাদের সমাধি – দর্শন ও প্রার্থনা – হে প্রভো ! এ দুরন্ত অপরাধীর হৃদয়পাষাণকে বিগলিত করিয়া দিন। সে যেরূপ তাহার আর্তিযুক্ত প্রার্থনাদ্বারা আপনার প্রিয়জনের কৃপাদৃষ্টি আকৃষ্ট করিয়া জীবন সার্থক করিতে পারে।

পুনর্বার শ্রীবিগ্রহগণের দর্শন ও প্রার্থনা। চারবার পরিক্রমা ও প্রত্যেকবার পূর্বের ন্যায় প্রার্থনা।

(শ্রীগোবর্দ্ধনপরিক্রমা আরম্ভ)

শ্রীরাধাকুণ্ড – দর্শন ও দণ্ডবৎ প্রণাম।

শ্রীজাহ্নবামাতার বৈঠক – দর্শন ও প্রার্থনা।

শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দজিউর দর্শন ও প্রার্থনা।

শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভুর সমাধি – দর্শন, পরিক্রমা ও প্রার্থনা – "হে প্রভো ! শ্রীগৌরহরির কৃপালাভের উদ্দেশ্যে আপনি যেরূপ ইন্দ্রসম ঐশ্বর্য, অপ্সরা সদৃশ স্ত্রী, এমনকি অন্নজল পর্যন্ত ত্যাগ করিয়াছিলেন, আপনার অহৈতুকী কৃপায় এ নরাধম কবে তাহার সকল স্বার্থকে তিলে তিলে জলাঞ্জলি দিয়া আপনার প্রিয়জনের প্রীতিবিধানে ব্রতী হইবে ?"

শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভুর বৈঠক দর্শন ও প্রণতি।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

শ্রীল রঘুনাথ দাস, শ্রীল রঘুনাথ ভট্ট ও শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামিপ্রভুর সমাধি – দর্শন, পরিক্রমা ও শ্রীগুরুপাদপদ্মে দৃঢ়মতি লাভের জন্য প্রার্থনা।

শ্রীল গোপালভট্ট গোস্বামী প্রভুর ভজনস্থলী – দর্শন ও প্রার্থনা।

শ্রীপঞ্চপাণ্ডবের(বৃক্ষরূপী) দর্শন ও দণ্ডবন্নতি।

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী ও শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তিঠাকুরের ভজনস্থলী – দর্শন ও প্রার্থনা।

শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর ভজনস্থলী – দর্শন, দণ্ডবন্নতি ও প্রার্থনা।

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামিপ্রভুকর্তৃক শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-রচনাস্থলী – দর্শন, দণ্ডবন্নতি ও প্রার্থনা। তথায় শ্রীল পুরীদাস গোস্বামিঠাকুরও কিছুদিন অবস্থান করিয়া ভজন করিতেছিলেন। সেই বিষয় স্মরণ ও তাঁহার শ্রীচরণে প্রার্থনা।

শ্রীরাধাকুণ্ডস্থ শ্রীজগন্নাথদেবের দর্শন, প্রণতি ও কৃপাপ্রার্থনা।

শ্রীললিতাকুণ্ড দর্শন ও দণ্ডবন্নতি।

শ্রীজীবপাদের বৈঠক দর্শন ও প্রার্থনা – হে শ্রীজীবপ্রভো! অজাতরতি কর্মাধিকারী সাধকগণের ক্রমোন্নতির জন্য আপনি যেসব অপূর্ব উপদেশ আপনার রচিত গ্রন্থাবলীতে দিয়া গেলেন, এ অপরাধী কবে সেই সকল উপদেশ পালনে ব্রতী হইয়া সাধনপথে অগ্রগতি করিতে পারিবে ?

শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীপাদের বৈঠক – দর্শন, পরিক্রমা ও প্রার্থনা – হে প্রভো! শ্রীগোপালদেবের শ্রীঅঙ্গে চন্দন লেপন করিয়া তাঁহার অঙ্গতাপ দূর করিবার উদ্দেশ্যে আপনি চন্দন ও কর্পূর নেওয়ার জন্য সেই বৃদ্ধ বয়সে শ্রীধাম বৃন্দাবন হইতে শ্রীপুরুষোত্তম ধামে পদব্রজে আগমন করিয়াছিলেন। তাঁহার সুখানুসন্ধানচিন্তায় আপনি এরূপ আবিষ্ট ছিলেন যে, বার্ধক্যজনিত পথশ্রম বিন্দুমাত্রও উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। ইষ্টদেবের সেই সুখানুসন্ধানাবেশের কিঞ্চিৎ দান করিয়া এ নরাধমকে কৃতার্থ করুন।

শ্রীরাধাকুণ্ড ও শ্রীশ্যামকুণ্ড পুনঃ প্রকাশকারী শ্রীগৌরহরির বিশ্রামস্থলী – দর্শন, পরিক্রমা ও প্রার্থনা।

শ্রীরাধাকুণ্ড – দর্শন, স্নান ও প্রার্থনা।

শ্রীশ্যামকুণ্ড – দর্শন, স্নান ও প্রার্থনা।

শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দজিউর দর্শন ও প্রার্থনা।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর বৈঠক – দর্শন, পরিক্রমা ও প্রার্থনা – হে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভো ! আপনার কৃপায় কবে এ বিষয়ীর বিষয়বাসনা দূর হইবে ? সে কবে ব্যাকুল প্রার্থনাদ্বারা আপনার কৃপাদৃষ্টি আকৃষ্ট করিয়া তা' জীবনকে ধন্য করিবে ?

শ্রীকুসুমসরোবর – দর্শন ও দণ্ডবন্নতি।

শ্রীগোবিন্দকুণ্ড – দর্শন, শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীপাদ তথায় ভজনরত থাকা অবস্থায় শ্রীকৃষ্ণ গোপবালকবেশে তাঁহাকে ক্ষীরভাণ্ড প্রদান করিয়াছিলেন – ইহা স্মরণ।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণবলরাম – দর্শন, দণ্ডবন্নতি ও প্রার্থনা।

শ্রীগিরিরাজের মুখারবিন্দ – দর্শন, দণ্ডবন্নতি ও শ্রীগিরিরাজের শ্রীচরণে তাঁহার নিজজনের কৃপালাভের জন্য প্রার্থনা।

শ্রীমানসগঙ্গা – দর্শন, দণ্ডবন্নতি ও প্রার্থনা।

শ্রীল সনাতন গোস্বামিপ্রভুর ভজনস্থলী – দর্শন, পরিক্রমা, শরণাগত ও স্বদোষদর্শী করাইতে কাতর প্রার্থনা।

শ্রীচক্রেশ্বর মহাদেব – দর্শন, পরিক্রমা ও প্রার্থনা।

শ্রীউদ্ধবকুণ্ড – দর্শন ও প্রার্থনা।

শ্রীগৌরহরি (শ্রীল পুরীদাস গোস্বামিঠাকুরের সমাধি সন্নিকট) – দর্শন ও প্রার্থনা।

শ্রীল পুরীদাস গোস্বামিঠাকুরের সমাধি – দণ্ডবন্নতি ও তাঁহার কৃপাপ্রার্থনা – হে শ্রীল পুরীদাস গোস্বামিঠাকুর ! আপনার অনুগতগণ আর কালবিলম্ব না করিয়া এই জন্মেই যেরূপ জাতরতি-ভূমিকায় উন্নীত হইয়া শুদ্ধভক্তিসাধকপদবাচ্য হইতে পারিবে, সেই উদ্দেশ্যে আপনি আবেগভরা হৃদয়ে সর্বক্ষণ এমন কি আপনার অপ্রকটলীলার অব্যবহিত পূর্বেও সকলকে মহাবদান্যশিরোমণি শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দের ভজনের উপদেশ দিয়া গেলেন। অনুগতগণের প্রতি আপনার এই বিগলিতহৃদয় কথা কবে এ নরাধমের স্মৃতিপথগত হইয়া তাহাকে আপনার কৃপালাভের জন্য ব্যাকুল করাইবে ?

শ্রীরাধাকুণ্ড – দণ্ডবন্নতি ও প্রার্থনা।

(শ্রীগোবর্দ্ধন পরিক্রমা সমাপ্তি)

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

শ্রীনন্দগ্রাম — শ্রীশ্রীকৃষ্ণবলরাম, শ্রীনন্দ-যশোদা ও শ্রীনন্দীশ্বর শিব দর্শন, পরিক্রমা ও প্রার্থনা — "হে শ্রীশ্রীকৃষ্ণবলরাম! আপনারা প্রতিমা নহেন, সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলরাম। আপনাদের প্রিয়জনের আনুগত্যে শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দের ভজন করিয়া এ নরাধম কবে শ্রীরাধারাণীর কিঙ্করীর কিঙ্করী অভিমান লাভ করিবে ?"

শ্রীশ্রীনন্দযশোদার শ্রীচরণে আবার অনুরূপ প্রার্থনা।

শ্রীনন্দীশ্বরের শ্রীচরণে তাঁহার নিজজনের কৃপালাভের জন্য প্রার্থনা।

শ্রীসংকেতবন — শ্রীসংকেতবিহারীজিউর দর্শন, পরিক্রমা ও অপরাধ ক্ষালনের জন্য প্রার্থনা।

শ্রীযোগমায়াদেবী — দর্শন, পরিক্রমা ও প্রার্থনা। হে শ্রীযোগমায়া দেবি! আপনার কৃপাদৃষ্টি পড়িলেই জীবের পক্ষে প্রেমলাভ অনিবার্য। সেই কৃপাদৃষ্টি এ নরাধম প্রতি কবে পতিত হইবে ?

শ্রীগোপালভট্ট গোস্বামিপ্রভুর ভজনস্থলী — দর্শন, দণ্ডবন্নতি ও প্রার্থনা।

শ্রীযোগমায়ার দ্বারা গোপীগণের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের বিবাহ স্থলী — দর্শন, দণ্ডবন্নতি ও প্রার্থনা।

শ্রীযাবট — দর্শন, দণ্ডবন্নতি ও প্রার্থনা — "হে শ্রীযাবটেশ্বরি! এ অধম কবে আপনার প্রিয়জনের আনুগত্যে শ্রীগৌর আরাধনাপূর্বক আপনার কিঙ্করীর কিঙ্করী অভিমান লাভ করিয়া জীবন সার্থক করিবে ?"

শ্রীবরসানা — শ্রীজীর দর্শন ও প্রার্থনা — "হে শ্রীবরসানেশ্বরি! এ নরাধম কবে আপনার প্রিয়জনের আনুগত্যে শ্রীগৌর আরাধনাপূর্বক আপনার কিঙ্করীর কিঙ্করী অভিমান লাভ করিয়া জীবন সার্থক করিবে ?"

শ্রীশাকরীখোর, দানগড়, ময়ূরকুটী, মানমন্দির ও বিলাসগড় দর্শন ও আত্মসাৎ করিতে প্রার্থনা।

শ্রীনাথজী(নাথদ্বার) — দর্শন ও প্রার্থনা।

শ্রীরূপগোস্বামিপ্রভুর প্রাণধন শ্রীশ্রীরাধা-গোবিন্দজিউ (জয়পুর) — দর্শন, পরিক্রমা ও প্রার্থনা।

শ্রীমধুপণ্ডিতের প্রাণধন শ্রীশ্রীরাধাগোপীনাথ-জিউ (জয়পুর) — দর্শন, পরিক্রমা ও প্রার্থনা।

শ্রীজীবগোস্বামিপ্রভুর প্রাণধন শ্রীশ্রীরাধা-দামোদরজিউ (জয়পুর) — দর্শন, পরিক্রমা ও প্রার্থনা।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

শ্রীল সনাতন গোস্বামিপ্রভুর প্রাণধন শ্রীশ্রীরাধা-মদনমোহনজিউ (করৌলি) — দর্শন, পরিক্রমা ও কৃপাপ্রার্থনা।

কেশব ! শ্রীবৃন্দাবনবাসী, শ্রীনীলাচলবাসী, শ্রীনবদ্বীপবাসী ও শ্রীগৌড়মণ্ডলবাসী বৈষ্ণববৃন্দের শ্রীচরণে প্রার্থনা জানাইবার সঙ্গে সঙ্গে শ্রীবৃন্দাবনধাম, শ্রীনবদ্বীপধাম, শ্রীগৌড়মণ্ডল, শ্রীনীলাচলধাম ও অন্যত্র অধিষ্ঠিত শ্রীবিগ্রহগণের শ্রীপাদপদ্মে প্রার্থনা জানাইবার কথা তোমাকে বলিলাম। সর্বত্র তোমার প্রার্থনার বিষয়বস্তু হইবে শ্রীগুরু-পাদপদ্মে দৃঢ়মতিলাভ এবং তাঁহার কৃপায় তাঁহার শ্রীকৃষ্ণভক্তিরসভাবিতমতিলাভ কিংবা যাহারা শ্রীগুরুপাদাশ্রয় করে নাই তাহারা কিরূপে শ্রীগৌরনিজজনকে গুরুরূপে বরণপূর্বক তাঁহা হইতে ভক্তিবাসনা লাভ করিয়া ভক্তিপথের পথিক হইতে পারিবে, সেই প্রার্থনা। প্রার্থনা করিবার সময় তোমার সামান্যতম চিত্তচাঞ্চল্যও থাকিবে না। যে বৈষ্ণব বা যে শ্রীবিগ্রহের নিকট প্রার্থনা করিতে থাকিবে, তখন তুমি যে একটি স্থানে বসিয়া এইরূপ চিন্তা করিতেছ, সে ধারণা আদৌ তোমার মনে থাকিবে না। তোমার দৃঢ় ধারণা থাকিবে যে, তুমি সেই সেই বৈষ্ণব ও সেই সেই শ্রীবিগ্রহের শ্রীচরণে দণ্ডবৎপ্রণামপূর্বক তাঁহাদিগকে তোমার বিগলিত হৃদয়ের আবেগভরা প্রার্থনা জানাইতেছ।

তোমার প্রার্থনা কেবল গতানুগতিক বা আনুষ্ঠানিক না হইয়া যেরূপ সত্যসত্যই তোমার বিগলিত হৃদয়কন্দর হইতে জাত হয়, তৎপ্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা উচিত। তুমি যে ভক্তিবাসনালাভের জন্য প্রার্থনা করিতেছ, তজ্জন্য তোমার তীব্র অভাববোধ হওয়া দরকার। অবশ্য সেই অভাববোধ কেবল প্রার্থনার সময়ে নহে, সর্বক্ষণ তোমার হৃদয়ে থাকা আবশ্যক। তাহা হইলে তোমার সেই অভাববোধই তোমাকে আর্তিযুক্ত হইয়া প্রার্থনা করিতে প্ররোচিত করিবে। তখন অভিনিবেশ আপনা আপনিই আসিয়া যাইবে। প্রার্থনায় অভিনিবেশ ও আর্তি থাকিলে ক্রন্দন আসা স্বাভাবিক এবং যাঁহার শ্রীপাদপদ্মে প্রার্থনা করা যাইতেছে, ক্রন্দনদ্বারা তাঁহার কৃপাদৃষ্টিও স্বতঃ আকৃষ্ট হইবে। কারণ ক্রন্দনের কৃপাকর্ষিণী শক্তি আছে, ইহা পূর্বেই বলিয়াছি। সুতরাং প্রাথমিক (কর্মমিশ্র) অবস্থা হইতে আরম্ভ করিয়া সাধনের সর্বাবস্থায় এইরূপ প্রার্থনার উপাদেয়তা যথেষ্ট অধিক। কারণ প্রার্থনাদ্বারাই চিত্ত ইষ্টদেবের শ্রীপাদপদ্মে লগ্ন হইয়া থাকে।

কর্মমিশ্র অধিকারে শ্রীহরিনাম গ্রহণ করিলে তাহাতে মনোনিবেশের অভাবহেতু চিত্তবিক্ষেপের যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে। প্রার্থনার সময় ক্রন্দন আসিলে তাঁহার কৃপাদৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ব্যতিরেকভাবে চিত্তবিক্ষেপও দূর হইয়া যাইবে। তাই বলি তুমি প্রত্যহ নিয়ম করিয়া শেষ রাত্রিতে (৩টা হইতে ৪টার মধ্যে) শয্যা ত্যাগ করিয়া

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

আমি যেরূপ বলিলাম সেইরূপ প্রার্থনা করিবে। কোন বিশেষ কারণ হইতে কোন দিন শেষ রাত্রিতে ইহা করিতে না পারিলে অন্য সময়েও করিতে পার। শেষ রাত্রিতে বা ব্রাহ্মমুহূর্তে চিত্ত স্থির থাকে এবং পরিবেশও নিস্তব্ধ থাকে। অতএব সেই সময়টি ভজন নিমিত্ত উপযুক্ত। যাহারা সাধনানুরাগী তাহারা রাত্রি ২টা হইতে শয্যা ত্যাগ করিয়া ভজন করেন। দৃঢ় সংকল্প লইয়া একবার আরম্ভ করিলে তাহা অভ্যাসে পড়িয়া যাইবে। তখন কোনদিন করিতে না পারিলে খুব অনুতাপ হইবে। কর্মমিশ্র অধিকারে এই প্রার্থনার বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহা মহতের কৃপাদৃষ্টি আকর্ষণে পরমসহায়ক হইয়া থাকে। তুমি ত শ্রীবৃন্দাবনবাসী, শ্রীনীলাচলবাসী ও শ্রীগৌড়মণ্ডলবাসী নিখিল গৌরানুগ মহদ্‌গণের কৃপাপ্রার্থনা করিতেছ এবং তা'র সঙ্গে সঙ্গে শ্রীজগন্নাথ, শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ ও শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দের শ্রীচরণেও সেই মহৎকৃপালাভ নিমিত্ত নিষ্কপট প্রার্থনা করিতেছ। তোমার প্রার্থনা আর্তিযুক্ত হইলেই প্রার্থিত বস্তুলাভ অর্থাৎ মহৎকৃপালাভ যে অতি সত্বর হইবে, ইহা নিঃসন্দেহ। মহৎকৃপা হইতে তোমার হৃদয়ে ভক্তিবাসনা জাত হইলে জাতরতি ভূমিকায় উন্নীত হওয়া তোমার পক্ষে সহজসাধ্য হইবে। জাতরতি ভূমিকায় তোমার চিত্তবিক্ষেপের কোন সম্ভাবনা থাকিবে না। তখন সতত বিক্ষেপহীনভাবে নিষ্ঠাযুক্ত হইয়া ভজন করিতে পারিবে। তাহাই তোমার আকাঙ্ক্ষিত ভূমিকা।

এইরূপ প্রার্থনার আর একটি ফল এই যে, এই প্রার্থনার সময়ে যে আর্তি উদিত হয়, প্রত্যহ প্রার্থনাদ্বারা সেই আর্তি সর্বক্ষণ তোমাতে দেখা দিবে। এইরূপ অভিনিবেশযুক্ত প্রার্থনার সময় ভাগ্যক্রমে যদি মৃত্যু হইয়া যায় এবং মৃত্যুর সময় যদি সেই আর্তি হৃদয়ে থাকে তবে সিদ্ধিলাভ যে নিশ্চিত এ বিষয়ে বলা অনাবশ্যক।

অভাববোধ জাগিবে কিরূপে ?

কেশব – সামান্যতম ভক্তির অনুষ্ঠান করিলেও ভক্তি ঠিক হইতেছে বিচার উদিত হইয়া তৃপ্তি আসিয়া যাইতেছে। এরূপ অবস্থায় অভাববোধ জাগিবার কোন উপায় ত আমি দেখিতেছি না। অথচ আপনি যেপ্রকার প্রার্থনার কথা বলিতেছেন, অভাববোধের তাহাতে যথেষ্ট গুরুত্ব আছে। আমার এ অবস্থায় অভাববোধ কিরূপে জাগিবে আমি মোটেই বুঝিতে পারিতেছি না। অভাববোধ জাগিবার যদি কোন উপায় আছে, কৃপা করিয়া আমাকে জানাইলে কৃতার্থ হইব।

শ্রীহরিদাস – কোন বিষয়ে নিজের অযোগ্যতা উপলব্ধি করিলেই সে বিষয়ে অভাববোধ স্বতঃ হৃদয়ে জাগ্রত হইয়া থাকে। সেইরূপ সাধন বিষয়ে নিজ অযোগ্যতা উপলব্ধি করিতে পারিলেই অভাববোধ স্বতঃ জাগিবে। রজস্তমোগুণ বিক্ষেপ ও লয়

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

সৃষ্টি করিয়া প্রতিমুহূর্তে কিরূপে তোমাকে ভজন হইতে চ্যুত করিতেছে, ইহা ত তুমি নিজেই অনুভব করিয়াছ বলিয়া আমাকে বলিয়াছিলে। এ রজস্তমোগুণ তোমার ভগবদ্‌বিমুখতা হইতেই তুমি অর্জন করিয়াছ। আবার তুমি যেসব অপরাধ করিতেছ তদ্দ্বারা এই রজস্তমোগুণ প্রবল হইয়া সর্বদা তোমাকে এরূপ কবলিত করিয়া রাখিতেছে যে, তুমি শত চেষ্টা করিলেও সেই বন্ধন হইতে নিজকে মুক্ত করিতে পারিতেছ না। আর হৃদয়ে রজস্তমোগুণের প্রাবল্য থাকা পর্যন্ত কোনমতেই ভজনে প্রবৃত্তি জাগিবে না। ভগবদধিষ্ঠানজ্ঞানে সর্বভূতাদর যে রজস্তমোগুণ হইতে মুক্তিলাভের একমাত্র কারণ, ইহা জানিয়াও তুমি তোমার সর্বতোমুখী চেষ্টাসত্বে সর্বভূতাদর করিতে পার না। আবার "তোর যত অপরাধ তার দায় নাহি। আর যদি না করিস সব নিলুঁ মুইঁ॥" — শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর অলঙ্কার অপহরণকারী দস্যু ব্রাহ্মণের প্রতি এই উপদেশে যে তথ্য নিহিত আছে, অর্থাৎ "আমি এই মুহূর্ত হইতে আর পাপ করিব না। কারণ পাপ করিলে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু অসন্তুষ্ট হইবেন ও আমি তাঁহার কৃপা হইতে চিরদিন বঞ্চিত থাকিব। তাঁহার কৃপালাভ নিমিত্ত পাপ হইতে সম্পূর্ণ নিবৃত্ত থাকিলে অনাদিকাল হইতে আমার যত পাপ সঞ্চিত আছে, সেসব তিনি দূর করিয়া দিয়া আমাকে কৃপা করিবেন।" — ইহা জানিয়াও তাঁহার কৃপালাভ নিমিত্ত এইরূপ সংকল্পবদ্ধ হইবার পরিবর্তে পূর্ব দুরন্ত অপরাধহেতু স্বীয় অনিচ্ছাসত্বেও পুনঃ পুনঃ পাপে প্রবৃত্তি জাগিতেছে। নিজের এইসব দুর্দৈবের কথা যখন তুমি অনুভব করিবে, তখন ভজনবিষয়ে তোমার অযোগ্যতা তীব্রভাবে উপলব্ধি হওয়া স্বাভাবিক। তুমি যখন ভজনবিষয়ে নিজকে অসহায় মনে করিবে, তখন "মায়ারে করিয়া জয় ছাড়ান না যায়। সাধুকৃপা বিনা আর নাহিক উপায়॥" — শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের এই উপদেশ স্মরণ করিয়া কৃষ্ণভক্তিজন্মমূল সেই সাধুকৃপা বা মহৎকৃপা লাভ নিমিত্ত ব্যাকুলতা তোমার হৃদয়ে অবশ্য জাগিবে। যতদিন পর্যন্ত তুমি এই সাধুকৃপা লাভ না করিয়াছ, ততদিন সেই সাধুকৃপার অভাববোধ তোমাকে তাহার প্রাপ্তির জন্য সর্বদা ব্যথিত করিবে। সেই অবস্থায় তাহা লাভের জন্য ক্রন্দন তোমার স্বতঃ উদিত হইবে। তুমি যখন নিজের দোষ বিষয়ে সম্পূর্ণ সচেতন হইবে তখন নিজপ্রতি তোমার ঘৃণা জাত হইবার সঙ্গে সঙ্গে পরদোষদর্শন আপনা হইতেই দূর হইবে। স্বীয় অযোগ্যতার অনুভূতির কত সুফল দেখিলে ত! শ্রীল পুরীদাস গোস্বামী ঠাকুর তাঁহার অনুগতগণকে সর্বক্ষণ এই অযোগ্যতার অনুভূতি, আবেশ, অভিনিবেশ ও ক্রন্দনের কথাই বলিতেন। রজস্তমোগুণাবিষ্ট কর্মাধিকারী জীবের প্রতি তাঁহার এইরূপ উপদেশ যে এই জন্মেই কর্মাধিকার হইতে ভক্ত্যধিকারে উন্নীত হইবার একমাত্র উপায়, ইহা বলা নিষ্প্রয়োজন।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

তিনি ধরাবাঁধা নীতিতে চলিবার আদৌ পক্ষপাতী ছিলেন না। যাহার সঙ্গে তাঁহার দেখা হইত, তিনি আবেগভরা কণ্ঠে এই একটি উপদেশই সকলকে দিতেন – "সর্বদা কাঁদিতে কাঁদিতে শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দকে ডাক। তাঁহারা অবশ্যই কৃপা করিবেন।" যদি কেহ প্রশ্ন করিত যে, হৃদয় ত কঠিন হইয়া গিয়াছে, ক্রন্দনের ভাব ত কখনও তাহাতে জাগে না, এরূপ অবস্থায় কাঁদিব কিরূপে ? ইহার উত্তরে তিনি বলিতেন – "ক্রন্দন আসিতেছে না বলিয়া ব্যথিত হইয়া কাঁদ। ক্রন্দন ছাড়া অন্য পথ নাই। ক্রন্দনই তাঁহার কৃপালাভের একমাত্র পথ। ক্রন্দনই সর্বতন্ত্রস্বতন্ত্র শ্রীভগবান্‌কে ভক্তের বশীভূত ও অধীন করিয়া দেয়। অন্য কোন সাধন এরূপ কি অভিনিবেশহীন লক্ষ লক্ষ মহামন্ত্রকীর্তনও কিছুতেই ক্রন্দনের সমকক্ষ হইতে পারে না। শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দের মহাবদান্যতা ও নিজের পরমশোচ্যতমতার কথা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করিয়া যেপর্যন্ত হৃদয় বিগলিত না হয়, চক্ষুজলে বক্ষ সিক্ত না হয়, সেপর্যন্ত হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণাকর্ষিণী ভক্তির প্রকাশ একান্ত অসম্ভব। বাস্তব দৈন্যের অবিরাম উত্তপ্ত অশ্রুধারায় জন্মজন্মান্তরের অপরাধকঠিন হৃদয়পাষাণকে ক্ষয় করিয়া দিতে হইবে, গলাইয়া দিতে হইবে।" – এই বিচারের অগ্নিমন্ত্রে অকপট সাধকসমাজকে দীক্ষিত করাইবার সুদৃঢ় সংকল্প লইয়া সত্যই যেন তিনি এ জগতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। কি অপূর্ব তাঁহার এই আবেগভরা জাড্যনাশিনী বাণী ! যে সাধকের কর্ণে এই বাণী প্রবেশ না করিবে, যে ভক্তিসাধকের আলোকস্তম্ভবৎ তাঁহার এই আদর্শ অনুসরণে ব্রতী না হইবে, সে এই জন্মে কেন কোন জন্মেই যে ভক্তিপথের পথিক হইতে পারিবে না, ইহা ধ্রুব সত্য। কেশব ! তুমি তাঁহার এইসব অমূল্য বাণীকে কণ্ঠমালিকা করিয়া অনুক্ষণ তাহাকে অক্ষরে অক্ষরে পালন করিতে ব্রতী হইতে পারিলে এই জন্মেই নিশ্চিতরূপে জাতরতি ভূমিকায় উন্নীত হইয়া শ্রীকৃষ্ণাকর্ষিণী ভক্তির স্বাদ উপলব্ধি করিতে পারিবে।

কেশবকে এইরূপ উপদেশ দিতে দিতে শ্রীল পুরীদাস গোস্বামীর মহিমা স্মরণে শ্রীহরিদাসের কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া গেল। তাঁহার দুই চক্ষু হইতে গঙ্গাধারার ন্যায় অবিরাম অশ্রুধারা নির্গত হইয়া তাঁহাকে ভাববিহ্বল করিল। তিনি আর্তস্বরে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন – "হে জীবাভিন্নবিগ্রহ শ্রীল পুরীদাস গোস্বামিঠাকুর ! শ্রীজীবপাদের অনুসরণে আপনি যে শুদ্ধভক্তিমন্দাকিনী বিমুখ জীবের হৃদয়মরুতে প্রবাহিত করাইয়া তাহাকে কৃতার্থ করিতে সংকল্পবদ্ধ হইয়াছিলেন, এ নরাধমের হৃদয়মরুতে কবে সেই মন্দাকিনীর ধারা প্রবাহিত করাইয়া তাহাকে কৃতার্থ করিবেন ? এ নরপশু কবে আপনার সেই আবেগভরা বাণীকে আচরণে প্রতিফলিত করিয়া জীবন সার্থক করিবে ?"

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

শ্রীগুরুদেবের এই ভাবাবেশ দেখিয়া কেশবও চক্ষুজলে বক্ষ সিক্ত করিতে লাগিল। শ্রীহরিদাস কেশবের ভাগ্যকে প্রশংসা করিয়া তাহাকে আলিঙ্গন করিলেন। তখন গুরুশিষ্য উভয়ে উভয়ের অশ্রুধারায় সিক্ত হইতে লাগিলেন। বহু সময়ের পর শ্রীহরিদাস কেশবকে ঘরে যাইতে আদেশ করিলেন।

কেশবের গৃহে প্রত্যাবর্তন

কেশব সাষ্টাঙ্গদণ্ডবৎ প্রণামান্তে অশ্রুসিক্ত নয়নে শ্রীগুরুদেবের পদরজ মস্তকে ধারণ করিয়া বাড়িতে ফিরিল। তাহার বহুদিনের অভিলাষ পূর্ণ হইয়াছে বলিয়া সে আনন্দে অধীর হইয়া পড়িয়াছে। তাহার আনন্দময় ভাব দেখিয়া তাহার স্ত্রী তাহার আনন্দের কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিল যে, তাহার শ্রীগুরুপাদাশ্রয় হইয়াছে। তারপর সে শ্রীগুরুদেব হইতে যেসব উপদেশ পাইয়াছিল তাহা ঘরে তাহার পিতা, মাতা, স্ত্রী, পুত্র ও কন্যা সকলকে বুঝাইয়া বলিল। তাহার কথা শুনিয়া সকলেই খুব খুসী হইলেন এবং শ্রীহরিদাসের দর্শন নিমিত্ত উৎকণ্ঠিত হইলেন। কেশব একদিন তাহার পরিবারের সকলকে লইয়া শ্রীহরিদাসের নিকট পঁহুছিল। কেশবের সহিত সকলে শ্রীহরিদাসকে ভূলুণ্ঠিত প্রণাম করিয়া তাঁহার কৃপাদেশে তাঁহার পদপ্রান্তে বসিলেন। তারপর শ্রীহরিদাস তাহাদিগকে শ্রীহরিকথা বলিতে লাগিলেন।

সকুটুম্ব কেশবের শ্রীহরিদাসের উপদেশ শ্রবণ

শ্রীহরিদাস — (কেশবের পিতামাতাকে লক্ষ্য করিয়া) তোমরা মহা ভাগ্যবান্, যেহেতু কেশবের মত পুত্রকে তোমরা লাভ করিয়াছ। কেশব খুব সৌভাগ্যবান্। কারণ ভগবৎকথায় তাহার খুব রুচি এবং যেপথে গেলে এই জন্মেই সে সিদ্ধিলাভ করিবে, সে বিষয় জানিতে তার খুব আগ্রহ। সে আমা হইতে যেসব উপদেশ শুনিয়াছে, তোমরা তাহা হইতে সেসব শুনিবে এবং তদনুযায়ী আচরণ করিলে এই জন্মেই সাধনে বহুত অগ্রগতি করিতে পারিবে।

কেশবের স্ত্রী — আজ্ঞে, আমরা ত স্ত্রী জাতি, আমাদের দ্বারা কি সাধন হইবে ?

শ্রীহরিদাস — "জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্য দাস" অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের নিত্যদাসত্বই প্রত্যেক জীবের স্বরূপ; তাহা ভুলিয়া সে নিজকে পুরুষ, স্ত্রী, বালক, বৃদ্ধ, উড়িয়া, বাঙ্গালি, হিন্দু, মুসলমান ইত্যাদি নানা বিকৃতভাবে চিন্তা করিতেছে। স্বরূপতঃ জীব এসব কিছুই নহে। অনাদি ভগবৎবিস্মৃতিহেতু ইহা তাহার বিচারবিভ্রাটমাত্র। আমরা যে শ্রীভগবানকে ভুলিয়াছি আবার অনুক্ষণ তাঁহার স্মরণ করিলে সমস্ত

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

বিচারবিভ্রাট দূর হইয়া যাইবে। কেশবের সঙ্গে বসিয়া সর্বদা আলোচনা কর কিরূপে এই জন্মেই সাধন করিয়া জীবন সার্থক করিবে।

(শিশুগণকে লক্ষ্য করিয়া) শিশুগণ! তোমরা সব সময় পিতামাতার কথা মানবে এবং তাঁহারা তোমাদিগকে যেসব শিক্ষা দেন তাহা পালন করিতে চেষ্টা করিবে। ধ্রুব ও প্রহ্লাদ তোমাদেরই ন্যায় বাল্যকাল হইতে ব্যাকুল হৃদয়ে শ্রীভগবানকে ডাকিয়া তাঁহার কৃপা পাইয়াছিলেন। অতএব তোমরা তাঁহাকে ব্যাকুল হৃদয়ে ডাকিলে তিনি অবশ্যই ডাক শুনিবেন ও তোমাদিগকে কৃপা করিবেন। মনুষ্য জন্ম অতি দুর্লভ। বহু ভাগ্যে ইহা লাভ হইয়াছে। পশুপক্ষিগণের ন্যায় কেবল তুচ্ছ ভোগচিন্তায় মাতিয়া ইহাকে নষ্ট করিবে না। এই জন্মে এইরূপ সাধন করিবে, যেরূপ আর এ সংসারদুঃখ ভোগ করিতে না হয়।

শ্রীহরিদাসের উপদেশ শুনিয়া সকলেই তাঁহার পদপ্রান্তে দণ্ডবৎপ্রণামান্তে খুসীমনে বাড়িতে ফিরিলেন এবং হরিদাসের উপদেশানুযায়ী প্রত্যহ নিয়মিত কেশবের সঙ্গে শ্রীচৈতন্যভাগবত ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত আলোচনা, শ্রীগৌরনাম কীর্তন ও বৈষ্ণবসদাচার পালন করিয়া আনন্দে কাল কাটিলেন। মধ্যে মধ্যে শ্রীহরিদাসের শ্রীমুখ হইতে শ্রীহরিকথা শ্রবণ করিতেও আসেন।

জনৈক বৈষ্ণবের সহিত কেশবের সাক্ষাৎ

(কেশব শ্রীজগন্নাথের দর্শন করিতে পুরী গিয়াছিল। শ্রীমন্দিরে শ্রীকিশোরীকিঙ্কর দাস নামক জনৈক বৈষ্ণবের সঙ্গে তাহার সাক্ষাৎ হইল।)

শ্রীকিশোরীকিঙ্কর জী – কেশব! শুনিতেছি তুমি শ্রীগুরুপাদাশ্রয় করিয়াছ ও শ্রীকৃষ্ণনাম মহামন্ত্র পরিবর্তে শ্রীগৌরনাম কীর্তন করিতেছ এবং অন্যসকলকেও সেইরূপ করিতে উপদেশ দিতেছ। তুমি শ্রীগৌরহরির প্রবর্তিত রাগমার্গীয় ভজনসম্বন্ধে কিছুই না জানিয়া নিজকে সর্বজ্ঞ বলিয়া মনেকরা কতদূর সমীচীন একবার চিন্তা করিয়া দেখিবে কি? রাগানুগভক্তিযাজীকে প্রথমে যে কোন পরিবারভুক্ত হইয়া অষ্টকালীন লীলা স্মরণ করিতে হয়, একথা বোধহয় তোমার গুরু তোমাকে শিক্ষা দেন নাই। যদি দিয়া থাকেন, তাহা হইলে তুমি কোন্ পরিবারভুক্ত হইয়াছ বল ত?

কেশব – (খুব বিনীতভাবে) আজ্ঞে, আপনারা জাতরতি বৈষ্ণব। অতএব রাগমার্গীয় ভজনে আপনাদের অধিকার আছে। রাগমার্গে যে ভজন করিবে তাহাকে অবশ্য কোন পরিবারভুক্ত হইয়া অষ্টকালীন লীলা স্মরণ করিতে হইবে। কিন্তু আমার ন্যায় রজস্তমোগুণাবিষ্ট কর্মাধিকারী এই জন্মে কেন কোটি জন্মেও সেই রাগমার্গীয়

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ভজনের অধিকারী হওয়া সম্ভব নহে। আর আমি শ্রীকৃষ্ণনাম মহামন্ত্র গ্রহণ করিলে চিত্তবিক্ষেপ ও লয় হেতু অনবধানতা জাত হইয়া ভজনে বিন্দুমাত্রও অভিনিবেশ আসে না। এরূপ অবস্থায় আমার কর্তব্য বিষয়ে শ্রীগুরুদেবকে জিজ্ঞাসা করিলাম এবং আমাকে শিষ্যরূপে গ্রহণ করিতে তাঁহাকে অনুরোধ করিলাম। তিনি তৎক্ষণাৎ আমার অনুরোধকে প্রত্যাখ্যান করিয়া বলিলেন – "আমি যে তোমার গুরু হইবার যোগ্য তুমি কি তাহা জানিতে পারিয়াছ ? যদি জানিয়া থাক তবে আমা হইতে তোমার অধিকার উচ্চ, যেহেতু আমার অধিকার কি তাহা তুমি জানিতে পারিলে।" আমি ইহাতে লজ্জিত হইয়া বলিলাম – "আজ্ঞে ! আপনার স্বরূপ উপলব্ধি করিবার শক্তি এ নরাধমের নাই। এ অধম নিতান্ত মূর্খ ও রজস্তমোগুণাবিষ্ট পশু। যে রাস্তায় গেলে তাহার মঙ্গল হইবে, সেই রাস্তায় নিতে আপনাকে প্রার্থনা করিতেছে মাত্র।" ইহার উত্তরে তিনি বলিলেন – "গুরু খোঁজা বা গুরু করা তোমার অধিকারভুক্ত নহে। তুমি লঘু হইয়া গুরুকে চিনিবে কিরূপে যে, তাঁহার পদাশ্রয় করিবে ? কেবল গুরু করিয়াছ বলিয়া লোককে জানাইয়া তাঁহাদের হইতে বাহাদুরী লওয়াই সার হইবে। সেইরূপ ভুল রাস্তায় না গিয়া সর্বদা কাঁদিতে কাঁদিতে শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দকে ডাক। তাঁহারা তোমার হৃদয়ের অজ্ঞানান্ধকার দূর করিয়া গ্রন্থভাগবত ও ভক্তভাগবতের সঙ্গে সাক্ষাৎকার করাইয়া দিবেন এবং ভক্তিরসপাত্র ভক্তভাগবতের (গুরুর) দ্বারা তোমাকে প্রেম দিয়া সেই প্রেমরস আস্বাদন করিতে আবার তোমার হৃদয়ে বন্দী হইয়া যাইবেন। গুরুকরণ ও প্রেমলাভের এই রাস্তা শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু কৃপাপরবশ হইয়া শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মাধ্যমে জগদ্বাসীকে দেখাইয়াছেন। অতএব তুমি গুরু খুঁজিতে না গিয়া শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দকে সর্বক্ষণ ব্যাকুল হৃদয়ে ডাক এবং ভগবদধিষ্ঠানজ্ঞানে প্রত্যেক জীবকে যথাযথ সম্মান করিয়া শ্রীভগবানের প্রীতির নিমিত্ত তোমার যাবতীয় কার্য কর। ইহাই তোমার শিষ্য হইবার যোগ্যতা। নিষ্ঠাযুক্ত হইয়া এইরূপ করিলে অচিরেই শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দ উপযুক্ত গুরুকে তোমার নিকট পাঠাইয়া দিবেন। তখন তুমি তাঁহার আনুগত্যে প্রথমে কর্মার্পণ করিয়া ক্রমশঃ তাঁহার কৃপা হইতে জাতরতি ভূমিকায় উন্নীত হইলে তিনি তোমাকে রাগমার্গীয় ভক্তির উপদেশ দিবেন। তখন তোমার পরিবারভুক্তি সম্ভব। কেবল তিলকদ্বারা কি পরিবারভুক্তির পরিচয় পাওয়া যাইবে ? তাহাতে তুমি পরিবারভুক্ত হইয়াছ বলিয়া লোককে জানাইয়া কেবল নিজে গর্বিত হইবে, এইরূপ বিচার ভক্তির ঘোর পরিপন্থী।"

তাঁহার এই উপদেশ শুনিয়া আমি সর্বক্ষণ "শ্রীশ্রীনিতাই-গৌর-সীতানাথ" নাম কীর্তনপূর্বক তাঁহাদের প্রীতির উদ্দেশ্যে কর্মার্পণ করিতেছি। যখন তাঁহারা কৃপা

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

করিয়া এ নরাধমকে জাতরতি ভূমিকায় উন্নীত করাইবেন, তখন "উৎপন্নরতয়ঃ সম্যঙ্‌নৈর্বিঘ্ন্যমনুপাগতাঃ। কৃষ্ণসাক্ষাৎকৃতৌ যোগ্যাঃ সাধকাঃ পরিকীর্তিতাঃ ॥" শ্রীরূপপাদের এই উক্তি অনুযায়ী 'ভক্তিসাধক' পর্যায়ভুক্ত হইতে পারিব এবং পরিবারভুক্তির কথা তখন আসিবে।

শ্রীকিশোরীকিঙ্কর জী – তুমি যাহা বলিলে তাহা বুঝিলাম। কিন্তু ভেকপ্রথা ও মহামন্ত্রজপপ্রথা ত সর্বত্র প্রচলিত। তবে সকলেই কি ভুল পথে যাইতেছেন ?

কেশব – যে স্থানে গৌড়ীয় গুরু ও গৌড়ীয় শিষ্য উভয়ে শ্রীকৃষ্ণে জাতরতি, সেই স্থানেই ভেকগ্রহণ ও মহামন্ত্র জপ ঠিক আছে। শ্রীগৌরহরি ত যাহাকে মহামন্ত্র জপ করিতে উপদেশ দিয়াছেন, তাঁহাদের সকলেই তাঁহার দর্শন ও কৃপাসঞ্চারহেতু জাতরতি হইবার পরেই এই উপদেশ লাভ করিয়াছেন। কিন্তু পরবর্তিকালে বিচারবিভ্রাট সৃষ্টি হইয়া অজাতরতিকে মহামন্ত্রজপের উপদেশ দেওয়া হইল। তাহার ফল কি হইতেছে আপনি নিজেই উপলব্ধি করিয়া থাকিবেন। যদি সারাজীবন একজন কোটি কোটি মহামন্ত্র জপ করিয়াও সামান্য রজস্তমোগুণ হইতে মুক্ত হইতে পারিল না, প্রেমপ্রাপ্তির আশা তাহার পক্ষে বিড়ম্বনা নহে কি ? হৃদয়ে রজস্তমোগুণের প্রাধান্যহেতু তাহাতে হ্লাদিনীশক্তির বৃত্তিরূপা ভক্তিবাসনা নাই। ভক্তিবাসনা ব্যতিরেকে যে মহামন্ত্রজপ, তাহা কেবল পুণ্যফলই প্রসব করিবে এবং তাহার দ্বারা তৃণাদপিসুনীচতার পরিবর্তে অহঙ্কার বৃদ্ধি হইয়া প্রেমলাভের পথ চিরদিনের জন্য রুদ্ধ হইয়া যাইবে। কিন্তু শ্রীগৌরনামকীর্তনদ্বারা হৃদয় হইতে যুগপৎ রজস্তমোগুণ দূর হইবার সঙ্গে সঙ্গে তাহাতে ভক্তিবাসনার সঞ্চার হইবে। ইহা শ্রীগৌরনামকীর্তনেরই অদ্ভুত প্রভাব। অতএব শ্রীগৌরনাম কীর্তন করিলেই কর্মাধিকারী সাধক জাতরতি ভূমিকায় উন্নীত হইয়া মহামন্ত্র গ্রহণের অধিকারী হইতে পারিবে। নিজকে গৌড়ীয়সম্প্রদায়ভুক্ত হইবার যোগ্য করিতে হইলে গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের প্রবর্তক শ্রীগৌরহরির কৃপাপ্রার্থনাপূর্বক তাঁহার নামকীর্তনই একমাত্র উপায়।

শ্রীকিশোরীকিঙ্কর জী – কেশব ! তোমার সিদ্ধান্ত সব শুনিলাম, কিন্তু ইহা আমাকে সম্পূর্ণ নূতন বলিয়া মনে হইতেছে। কারণ এরূপ সিদ্ধান্ত আমি পূর্বে কাহার নিকট ত শুনি নাই। কেবল শান্তিলাভের উদ্দেশ্যে ভজন করিবার কথা, ইহা জানিয়াছি। তোমার সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ গ্রহণ করিতে না পারিলেও ইহাকে বাদ দিতে পারি না। তুমি যাঁহার নিকট হইতে এইসব সিদ্ধান্ত শুনিয়াছ, তোমার সেই শ্রীগুরুদেবের দর্শন পাইলে তাঁহার উপদেশ শুনিয়া আমার সন্দেহ মোচন করিতাম।

(কেশবের শ্রীকিশোরীকিঙ্কর জীকে শ্রীহরিদাসের সমীপে আনয়ন ও শ্রীকিশোরীকিঙ্কর জীর তাঁহাকে দণ্ডবৎপ্রণামান্তে তাঁহার অনুমতিক্রমে আসন গ্রহণ)

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

শ্রীকিশোরীকিঙ্কর জী – আজ্ঞে ! আজ আমার মহাভাগ্য। আপনার ন্যায় একজন ভজনপরায়ণ ও সিদ্ধান্তবিৎ বৈষ্ণবের শ্রীচরণদর্শনের সৌভাগ্য পাইলাম। কেশব আপনার শ্রীমুখ হইতে যেসব সিদ্ধান্ত শুনিয়াছে তাহার নিকট তাহা হইতে কিঞ্চিৎ শুনিয়া আমার হৃদয়ে মহা আলোড়ন সৃষ্টি হইয়াছে। সে যেসব সিদ্ধান্ত বলিল, তাহা হইতে কোনটিকে অস্বীকার করা যায় না। তাহা হইলেও তাহার সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণরূপে গ্রহণকরা আমার পক্ষে সম্ভব হইতেছে না।

শ্রীহরিদাস – আমার মনে হয়, কেশব তোমাকে যেসব সিদ্ধান্ত বলিয়াছে তাহা সম্পূর্ণ ঠিক। কিন্তু তাহা চিরাচরিত প্রথার বিরোধ করিতেছে বলিয়া তাহাকে সহসা গ্রহণ করা তোমার পক্ষে সম্ভব হইতেছে না। চিরাচরিত প্রথা আমাদিগকে কিরূপে ভুল পথে লইতেছে, তাহা বলিতেছি। আচ্ছা, বল দেখি, তুমি কি জন্য গৃহত্যাগ করিয়াছ ?

শ্রীকিশোরীকিঙ্কর জী – আমরা চার ভাই এবং বাবা ও মাও ঘরে আছেন। অন্য তিন ভাই উচ্চশিক্ষিত ও ভাল চাকরি করিয়া সুখে আছে। আমার পড়াশুনা ভাল হইল না। পড়া ছাড়িয়া ঘরে বসিয়া রহিলাম বলিয়া বাবা সব সময় আমার উপর বিরক্ত হইতেন এবং ভাইরাও সব সময় হেয় জ্ঞান করিয়া আমার প্রতি খারাপ ব্যবহার করিত। এইরূপ ঘরে সব সময় অশান্তিতে কাল কাটাইতাম। এমন অবস্থা হইল যে, এই অশান্তির মধ্যে আর ঘরে থাকিতে মন হইল না। তাই আমি ঘর ছাড়িয়া অনিশ্চিতভাবে ঘূরিয়া ঘূরিয়া একটি মঠে পঁহুছিলাম। মঠের মহান্ত মহারাজ আমাকে নানা প্রবোধ দিয়া মঠে রাখিলেন এবং পরবর্তিকালে আমাকে ভেক দিয়া শিষ্য করিলেন। এইভাবে আমি বৈষ্ণব হইয়াছি।

শ্রীহরিদাস – তুমি তাহা হইলে শান্তিলাভের আশায় ভেক লইয়াছ ?

শ্রীকিশোরীকিঙ্কর জী – আজ্ঞে, শান্তিই আমার প্রধান লক্ষ্য। ঘরে শান্তি পাইলাম না বলিয়া ঘর ছাড়িয়াছি এবং নিশ্চল মনে বসিয়া মহামন্ত্র জপ করিলে বেশ শান্তি পাই। সেই কারণে নিয়মিত মহামন্ত্র জপ করি। শ্রীগুরুদেবও বলিয়াছেন যে, আমি যে শান্তি খুঁজিতেছি, মহামন্ত্র জপ করিলে তাহা অবশ্যই পাওয়া যাইবে।

শ্রীহরিদাস – তুমি কত বড় ভুল করিয়াছ ! শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মে রতি জাত না হওয়া পর্যন্ত কেবল শান্তিলাভ নিমিত্ত গৃহত্যাগ ও ভেকগ্রহণ সম্পূর্ণ অবৈধ। এইরূপ গৃহত্যাগ ও ভেকগ্রহণের সঙ্গে ভক্তির কোন সম্পর্কই নাই। হ্লাদিনীশক্তির বৃত্তিরূপা ভক্তি সম্পূর্ণরূপে দেশাতীত ও বেশাতীত। ইহা একমাত্র মহৎকৃপাসাপেক্ষ। নিতান্ত অধম ও কদাচারী ব্যক্তিও মহৎকৃপায় ভক্তিলাভের অধিকারী হইতে পারে। আবার যে মহামন্ত্রকীর্তনরূপ ভক্তি হইতে প্রেমলাভ হয় এবং যে প্রেমের ফলে শ্রীভগবান্ তোমার

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

বশীভূত হইয়া যাইবেন, তুমি কেবল তুচ্ছ জড়শান্তি লাভের আশায় সেই ভক্তির আশ্রয় লইতেছ ! ভক্তির ফল শান্তিলাভ নহে। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি প্রেমসঙ্গতা মমতালাভই ভক্তির সর্বশ্রেষ্ঠ ফল, যে মমতালাভ হইলে শ্রীকৃষ্ণ নিত্যকাল তোমার মমতাপাশে বদ্ধ থাকিবেন। তাহাতে যে আনন্দ তাহা সূর্যের সঙ্গে তুলনীয় আর জড়শান্তি হইতে প্রাপ্ত আনন্দ জোনাকিপোকার সঙ্গে তুলনীয়।

পৃথগ্‌ভাব ব্যক্তি গৌড়ীয় সাধক নহে

শ্রীকিশোরীকিঙ্কর জী – আজ্ঞে ! আপনি ত শ্রীমহামন্ত্রকীর্তনরূপ ভক্তিসাধন হইতে শ্রীকৃষ্ণপ্রেমপ্রাপ্তির কথা বলিলেন; কিন্তু নিজকে শ্রীগৌড়ীয় সম্প্রদায়ভুক্ত হইতে হইলে শ্রীগৌড়ীয় সম্প্রদায়ের মূল প্রবর্তক শ্রীগৌরহরির নামকীর্তনই একমাত্র সাধন বলিয়া আমাকে কেশব বলিল। আমি তাহার এই কথাকে মোটেই গ্রহণ করিতে পারি নাই। এ বিষয়ে আমার সন্দেহ মোচন করিলে কৃতার্থ হইব।

শ্রীহরিদাস – কেশব তোমাকে যাহা বলিয়াছে, তাহা সম্পূর্ণ ঠিক। শ্রীকৃষ্ণ হইলেন মুক্তগণের উপাস্য। সেই জন্য শ্রীকৃষ্ণনামাষ্টকের প্রথম শ্লোকে শ্রীরূপপাদ উল্লেখ করিয়াছেন – "অয়ি মুক্তকুলৈরুপাস্যমানং পরিতস্ত্বাং হরিনাম সংশ্রয়ামি।" অর্থাৎ হে শ্রীহরিনাম ! আপনি মুক্তগণের উপাস্য। আমি সর্বতোভাবে আপনাকে আশ্রয় করিতেছি। পরমসিদ্ধ ও পরমমুক্তগণ শ্রীকৃষ্ণভজন করেন। তাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণনামকীর্তন কেবল সাধন নহে, তাহা পরমসাধ্য অর্থাৎ পরম আস্বাদনীয়ও। তাঁহারা জাতরতি বলিয়া সেই নামকীর্তন সময়ে তাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণের প্রতি প্রেমসঙ্গতা মমতাহেতু আনন্দাম্বুধিবর্ধন ও প্রতিপদে পূর্ণ অমৃতের আস্বাদন হইয়া থাকে। একথা শ্রীগৌরহরিও শিক্ষাষ্টকের প্রথম শ্লোকে বলিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণনামকীর্তন সাধনরূপে সকলের জন্য (শ্রীভা: ১২।৩।৫১-৫২ শ্লোকে) উপদিষ্ট হইলেও যাহারা অন্যাভিলাষী অর্থাৎ ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষরূপ স্বসুখকামী, তাহারা শ্রীকৃষ্ণনামকীর্তনের মুখ্য ফল শ্রীকৃষ্ণপ্রেম পাইতে পারিবে না। অতএব তাহারা গৌড়ীয়সাধকশ্রেণীভুক্ত নহেন। এ সম্বন্ধে শ্রীরূপপাদ শ্রীভক্তিরসামৃত-সিন্ধুতে উল্লেখ করিয়াছেন –

"অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্মাদ্যনাবৃতম্।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা ॥" (১।১।১১)

অর্থাৎ অন্যাভিলাষিতাশূন্য, জ্ঞানকর্মাদিদ্বারা অনাবৃত শ্রীকৃষ্ণের সুখের অনুকূলে যে অনুশীলন, তাহাকেই উত্তমা ভক্তি বলা হয়। যে অভিলাষ শ্রীকৃষ্ণের সুখের আনুকূল্য করে না, তাহাকে অন্যাভিলাষিতা বলা হয়। যথা – সাধকের

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

স্বসুখসাধননিমিত্ত ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষবাঞ্ছা ইত্যাদি। এইরূপ অন্যাভিলাষিগণকে 'পৃথগ্ভাব' বলিয়া শ্রীকপিলদেব মাতা দেবহূতিকে (শ্রীভা: ৩।২৯।৮-১০ শ্লোকে) বলিয়াছেন। 'পৃথগ্ভাব' বলিতে ইহারা স্বসুখকামী, ভগবৎপ্রীতিকামী নহেন। শ্রীভগবানের সুখ হইতে নিজের সুখকে ইহারা পৃথক্ বলিয়া জ্ঞান করেন এবং সেই সুখপ্রাপ্তির উদ্দেশ্যেই শ্রীভগবদ্ভজন করিয়া থাকেন। সুতরাং এইরূপ পৃথগ্ভাব ব্যক্তি কদাপি গৌড়ীয়সাধক-শ্রেণীভুক্ত হইতে পারেন না।

এস্থানে 'আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনম্' হইল ভক্তির প্রাণ। যেরূপ ভক্তি বা সেবা করিলে কেবল শ্রীকৃষ্ণেরই সুখ হইবে, অর্থাৎ তাঁহার ইন্দ্রিয়তর্পণ হইবে, সেইরূপ সেবা ব্যতীত শুদ্ধভক্ত বা গৌড়ীয়বৈষ্ণব ভুলবশতঃও অন্য কোন সাধনে প্রবৃত্ত হন না। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি মমতা না থাকিলে কদাপি এইরূপ সেবাবাসনা জাগ্রত হইবে না। শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপে সন্ধিনী, সম্বিৎ ও হ্লাদিনী বৃত্তি আছে। এই বৃত্তি অপ্রাকৃত; কিন্তু জীবস্বরূপে সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ গুণ আছে। ইহা জড় বা প্রাকৃত।

সেই কারণে শ্রীরূপপাদ শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে (১।২।২৩৪) বলিয়াছেন –

"অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেদ্গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ।
সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ॥"

অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের নামাদি জীবের প্রাকৃতেন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে। সেবোন্মুখ জিহ্বাদিতে ইহা স্বতঃস্ফূর্ত হইয়া থাকে। যে ইষ্টদেবের প্রতি প্রীতিমান্, তাহাকেই সেবোন্মুখ বলা যায়। কারণ সেব্যের প্রতি প্রীতি না থাকিলে কদাপি তাহার প্রীতিকরী সেবায় প্রবৃত্তি হইবে না। রজস্তমোগুণমুক্ত না হওয়া পর্যন্ত জীব কদাপি তাঁহার প্রতি প্রীতিমান্ হইতে পারিবে না। এইরূপ অবস্থায় শুদ্ধ শ্রীকৃষ্ণভজন জীবের পক্ষে সম্ভব নহে। ধর্মার্থকাম-মোক্ষরূপ স্বসুখকামনা লইয়া যে তাঁহাকে ভজন করে, সে তাহার ভজনপ্রভাবে তৎ তৎ বাসনা সিদ্ধ করিতে পারে, কিন্তু সেইরূপ পৃথগ্ভাব ব্যক্তিকে কদাপি গৌড়ীয় বলা যাইবে না। এই রজস্তমোগুণ হইতে মুক্ত জাতরতি সাধকই গৌড়ীয়সাধকপর্যায়ভুক্ত। সেই কারণে শ্রীকৃষ্ণনামাদি প্রাকৃতেন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে বলিয়া স্বয়ং সংকীর্তনৈকপিতা শ্রীগৌরহরিও বলিয়াছেন।

গৌড়ীয়সাধন কী ?

শ্রীকিশোরীকিঙ্কর জী – তাহা হইলে গৌড়ীয়সাধন বলিতে কি বুঝায় ?

শ্রীহরিদাস – নিজের কোনরূপ স্বার্থাভিসন্ধি না রাখিয়া কেবল শ্রীকৃষ্ণকে ভাল বাসিবার বাসনাই গৌড়ীয় সাধনের প্রাণ। মহৎকৃপালব্ধ এই বাসনা হইতেই

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

শ্রবণ-কীর্তনাদি ভক্ত্যনুষ্ঠানের প্রেরণা পাওয়া যায়। ভগবদধিষ্ঠানজ্ঞানে সর্বভূতাদর-পূর্বক ভক্তির অনুষ্ঠান এই বাসনার (প্রেমের) পুষ্টিসাধন করিয়া থাকে। ভাগ্যবান্ (যাদৃচ্ছিক মহৎকৃপায় শ্রীভগবৎকথায় শ্রদ্ধাবান্) জীবের যে জাতীয় মহতের সঙ্গে যোগাযোগ হইবে, সেই জাতীয় মহতের ভাব তাহাতে সঞ্চারিত হইবে। দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর – এই চার রসের মধ্যে উক্ত মহৎ যে রসাশ্রিত হইয়া থাকিবেন, সেই রসোচিত সেবাবাসনাই তিনি তাহাতে সঞ্চার করিয়া দিবেন। সর্বক্ষণ মনে রাখিতে হইবে যে, এই সেবাবাসনা জীবের নিজস্ব নহে। ইহা মহতেরই নিজস্ব এবং উক্ত মহতের অহৈতুকী কৃপায়ই জীব এই সেবাবাসনারূপ সম্পত্তি লাভ করিয়া থাকে। এই সেবাবাসনা কিরূপে চরিতার্থ হইবে, সেই উদ্দেশ্যে ব্যাকুল হইয়া শ্রবণ-কীর্তনাদির অনুষ্ঠান করিলে, অনুষ্ঠান যত সুষ্ঠু হইতে থাকিবে, সেবাপ্রাপ্তির অভাববোধও ক্রমশঃ ততই তীব্র হইতে তীব্রতর হইতে থাকিবে। সাধনের অগ্রগতিতে এই অভাববোধ ক্রমশঃ বাড়িতে থাকে বটে কখনও কমে না। সাধকের সেবাপ্রাপ্তির অভাববোধ যতই তীব্র হইতে তীব্রতর হইতে থাকিবে, তাহার সেবাগ্রহণের বাসনাও শ্রীকৃষ্ণের ততই তীব্র হইতে তীব্রতর হইতে থাকিবে। সাধনের পরিপক্ক অবস্থায় শ্রীকৃষ্ণ নিত্যকাল তাঁহার সেবানন্দে নিমজ্জিত করাইয়া তাহাকে কৃতার্থ করেন। সিদ্ধাবস্থায় সর্বক্ষণ স্বীয় রসোচিত শ্রীকৃষ্ণসেবায় নিমজ্জিত থাকিয়াও সেবালাভের উৎকণ্ঠা ভক্তের উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্তই হইতে থাকে এবং সেবাপ্রাপ্তির উৎকণ্ঠা যতই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে থাকে, তাহার সেবা শ্রীকৃষ্ণের ততই আস্বাদনীয় হইতে থাকে। আহা ! কি অপূর্ব সে ভূমিকা !

এই উৎকণ্ঠাহেতু ভক্তের অনুক্ষণ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অবিচলিত আবেশ থাকে। এই আবেশহেতু শ্রীকৃষ্ণেতর চিন্তা তাহাতে প্রবেশ করিবার সম্ভাবনা থাকে না। অতএব দেহত্যাগান্তে সে তাহার অভিলষিত বস্তু অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণসেবা লাভ করিয়া তাহার সাধনকে সাফল্যমণ্ডিত করে। ইহাই হইল গৌড়ীয় সাধন।

গৌড়ীয়পর্যায়ভুক্ত হইবার যোগ্যতা

শ্রীকিশোরীকিঙ্কর জী – গৌড়ীয়পর্যায়ভুক্ত হইবার যোগ্যতা কি ও ইহা কিরূপে লাভ হইবে ?

শ্রীহরিদাস – গত দ্বাপরযুগে যখন শ্রীকৃষ্ণ এ জগতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, ব্রজবাসিগণের তাঁহার প্রতি যে নিঃস্বার্থ প্রেম, তাহা তিনি জগদ্‌বাসী জীবকে দিতে ইচ্ছা

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

করিলেও তাহা দিতে না পারায় প্রেমের ঘনীভূত মূর্তি শ্রীরাধারাণীর ভাব ও কান্তি ধারণ করিয়া এই কলিতে শ্রীগৌরহরিরূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন।

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি প্রেমের আতিশয্যহেতু শ্রীরাধারাণী তাঁহার সর্বতোমুখী সেবার দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে বশীভূত করিয়াও যেরূপ কিঞ্চিন্মাত্র তাঁহার সেবা করিতে পারিলেন না বলিয়া সর্বদা ব্যথিত হইতেন, শ্রীরাধাভাবে বিভাবিত শ্রীগৌরহরিরও শ্রীকৃষ্ণসেবার সেই অভাববোধ সর্বক্ষণ হৃদয়ে উদিত হইয়া তাঁহাকে ব্যথিত করিত। কিরূপে সেবা লাভ হইবে বলিয়া তিনি সর্বদা ব্যাকুল হইয়া ক্রন্দন করিতেন। তাঁহার রচিত শিক্ষাষ্টকে "নয়নং গলদশ্রুধারয়া.... ও যুগায়িতং নিমেষেণ...." ষষ্ঠ ও সপ্তম শ্লোকে তাঁহার হৃদয়ের ভাব প্রস্ফুটিত হইয়াছে।

তাঁহার এই ভাবধারাই গৌড়ীয় ভাবধারা। তিনি স্বয়ং ভগবান্ হইলেও সাধকের ন্যায় আচরণ করিয়া এই রাগমার্গীয় ভক্তিযোগ শিক্ষা দিয়াছেন বলিয়া তাঁহাকে গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের প্রবর্তক বা আদিগুরু বলা যায়।

পূর্বেই বলিয়াছি যে, এই ভাবধারা হ্লাদিনীশক্তির বৃত্তি বলিয়া রজস্তমোগুণাবিষ্ট জীবের পক্ষে ইহা লাভ করা সম্পূর্ণ অসম্ভব। ইহা একমাত্র গৌড়ীয়ের আদিগুরু শ্রীগৌরহরি কিংবা তাঁহার প্রতি অনুরাগী জনের অহৈতুকী কৃপায়ই জীব লাভ করিয়া কৃতার্থ হয়। এতদ্ব্যতীত রাশি রাশি সাধন, শাস্ত্রকথিত সদাচারপালন কিংবা আর্তিহীন তথাকথিত লক্ষ লক্ষ মহামন্ত্র কীর্তনদ্বারা ইহা লভ্য নহে।

অতএব শ্রীগৌরহরি, শ্রীগৌরদাতা শ্রীল নিত্যানন্দ প্রভু ও শ্রীগৌরআনা ঠাকুর শ্রীল অদ্বৈতাচার্যপ্রভু বা শ্রীসীতানাথ – অর্থাৎ "শ্রীশ্রীনিতাই-গৌর-সীতানাথ" – এই তিন ঠাকুর ও তাঁহাদের প্রতি অনুরাগী জনের অহৈতুকী কৃপালাভ আশায় সতত চক্ষুজলে বক্ষ সিক্ত করিয়া "শ্রীশ্রীনিতাই-গৌর-সীতানাথ" নাম বা কেবল শ্রীগৌরনাম আর্তিযুক্ত হইয়া কীর্তন করিলে তাঁহাদের কৃপায় এই জন্মেই আমরা জাতরতি ভূমিকায় উন্নীত হইয়া গৌড়ীয় অর্থাৎ রাগানুগভক্তিসাধনের যোগ্য হইতে পারিব। ইহাই গৌড়ীয়ত্বলাভের একমাত্র উপায়।

রুক্মবর্ণ পুরুষের দর্শনেই প্রেমলাভ বা গৌড়ীয়ত্বলাভ

রুক্মবর্ণ অর্থ স্বর্ণবর্ণ। শ্রীগৌর হইলেন স্বর্ণবর্ণ শ্রীকৃষ্ণ। এই অবতারেই তিনি নিজে আচরণ করিয়া রাগমার্গীয় ভজনপদ্ধতি শিক্ষা দিলেন। নিজে আচরণ করায় গোপীপ্রেম কি বস্তু, তাহা তিনি নিজে পর্যাপ্তরূপে আস্বাদন করার সঙ্গে সঙ্গে নির্বিচারে বিনাসাধনে জগদ্বাসী সকলকে এরূপ কি পশুপক্ষী-বৃক্ষলতাদিতে পর্যন্ত ইহা দিয়া

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

গেলেন। তাঁহার সময়ে একজনও কেহ সাধন করিয়া প্রেম পায় নাই। তাঁহার দর্শনমাত্রেই সকল লোক প্রেম লাভ করিয়াছেন ও তারপর তিনি তাহাদিগকে শ্রীমহামন্ত্র জপের উপদেশ দিয়াছেন। তাহাদের যে শ্রীমহামন্ত্র জপ তাহাদের প্রাপ্ত প্রেমের পরিপুষ্টিই সাধন করিয়াছে।

শ্রীমহাভারত ও শ্রীমদ্ভাগবতে স্বর্ণময় কান্তি ধারণপূর্বক শ্রীশ্যামসুন্দর শ্রীকৃষ্ণের শ্রীগৌরঅবতার গ্রহণের কথা বর্ণিত হইয়াছে এবং শ্রীগৌরঅবতারে তাঁহার দর্শনমাত্রে জগদ্বাসী জীব কিভাবে প্রেমবিহ্বল হইয়াছেন, এইসব কথা পূর্বে কেশবকে বলিয়াছি। আবশ্যক হইলে তুমি তাহা হইতে শুনিতে পার। এতদ্ব্যতীত শ্রুতিতেও শ্রীগৌর-অবতারের কথা এবং তাঁহার দর্শনমাত্রে সকলেরই প্রেমপ্রাপ্তির কথা বর্ণিত হইয়াছে। তাহা বলিতেছি শোন।

“যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণং
কর্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিম্।
তদা বিদ্বান্ পুণ্যপাপে বিধূয়
নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি ॥” (মুণ্ডক ৩।১।৩)

অর্থাৎ যখন কোন দ্রষ্টা, কর্তা, ঈশ্বর, ব্রহ্মযোনি, রুক্মবর্ণ পুরুষকে দর্শন করে, তখন (তৎক্ষণাৎ) তাহার সমস্ত পুণ্য ও পাপ বিধৌত হইয়া যায়। সে নিরঞ্জন ও বিদ্বান্ হয় এবং পরমসাম্য লাভ করে। এই শ্লোকের প্রত্যেকটি শব্দের অর্থ বলিতেছি।

পশ্যঃ — কোন দ্রষ্টা। এখানে ‘পশ্যঃ’ শব্দের কোন বিশেষণ নাই। অতএব উক্ত দ্রষ্টা পাপী হইতে পারে, পুণ্যবান্ হইতে পারে কিংবা যে কোন জীব হইতে পারে।

ব্রহ্মযোনি — যিনি নিজে ব্রহ্ম এবং ব্রহ্মের সকল বস্তুর মূল, তিনিই হইলেন ব্রহ্মযোনি। ‘ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহম্’ (শ্রীগী: ১৪।২৭)। অর্থাৎ পরব্রহ্ম স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা। প্রতিষ্ঠা শব্দের অর্থ যাহাতে প্রতিষ্ঠিত থাকা যায়। অর্থাৎ যাহা পরম আশ্রয়। এস্থানে ‘ব্রহ্ম’ শব্দ নির্বিশেষ ব্রহ্মকেই বুঝায়। শ্রীকৃষ্ণ নির্বিশেষ ব্রহ্মেরও প্রতিষ্ঠা বা পরম আশ্রয় অর্থাৎ মূল বা যোনি। অতএব শ্রীকৃষ্ণই যে ব্রহ্মযোনি ইহা শ্রীগীতায় তাঁহার শ্রীমুখবাক্য হইতে জানা যায়।

স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যদি ব্রহ্মযোনি হইলেন, সে ত শ্যামবর্ণ। এস্থানে ত শ্যামবর্ণের কথা বলা হয় নাই, রুক্মবর্ণ বা স্বর্ণবর্ণ-কথা বলা হইয়াছে। ইহার তাৎপর্য এই যে, সেই শ্যামবর্ণ শ্রীকৃষ্ণই প্রেমদানার্থ তাঁহার সর্বশ্রেষ্ঠ আরাধিকা শ্রীহ্লাদিনীর মূর্তিমান্ প্রকাশ শ্রীরাধারাণীর ভাব ও স্বর্ণকান্তি ধারণ করিয়া রুক্মবর্ণ পুরুষ

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

(শ্রীগৌরহরি) হইয়াছেন। স্বয়ং শ্রীভগবানের এই রুক্মবর্ণ পুরুষ স্বরূপটিও নিত্য। এই জন্যই শ্রুতিতে ইহা বর্ণিত হইয়াছে।

কর্তারম্ – সেই রুক্মবর্ণ পুরুষ স্বয়ং ভগবান্ (ব্রহ্মযোনি) বলিয়া তিনি সর্বময় কর্তা।

ঈশম্ – সেই রুক্মবর্ণ পুরুষ হইতেছেন ঈশ্বর। তিনি স্বয়ং ভগবান্ বলিয়া পরমেশ্বর।

এই রুক্মবর্ণ পুরুষের দর্শনের ফল কি, তাহা উক্ত শ্লোকের দ্বিতীয় পাদে বলা হইয়াছে।

তদা – দর্শন সময়ে বা দর্শনমাত্রে।

পুণ্যপাপে বিধূয় – পুণ্য ও পাপকে বিধৌত করিয়া। পুণ্য ও পাপ হইল বন্ধনের হেতুভূত কর্ম। সেই কর্মকে সমূলে দগ্ধ করিয়া। বন্ধন হইল মায়ার কার্য। এই মায়াকে 'অবিদ্যা' বলা হইয়াছে। "বিষ্ণুশক্তিঃ পরা প্রোক্তা ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা তথাপরা। অবিদ্যাকর্ম-সংজ্ঞান্যা তৃতীয়া শক্তিরিষ্যতে।" (বি:পু: ৬।৭।৬১) – অর্থাৎ শ্রীবিষ্ণুর তিনটি শক্তি, যথা – পরা শক্তি (চিচ্ছক্তি), ক্ষেত্রজ্ঞা শক্তি (জীবশক্তি) ও তৃতীয় শক্তিটি হইল অবিদ্যা (মায়াশক্তি), যাহার অন্য নাম কর্ম।

রুক্মবর্ণ পুরুষের দর্শনমাত্রে দ্রষ্টার বন্ধনজনক পুণ্যপাপাদি সমস্ত কর্ম (মায়া বা অবিদ্যা) সমূলে দূরীভূত হইয়া যায়।

নিরঞ্জন – অঞ্জনশূন্য। অঞ্জন শব্দের অর্থ হইল রং, দাগ। রুক্মবর্ণ পুরুষের দর্শনফলে দ্রষ্টার কর্ম বা মায়া সমূলে এরূপভাবে দূরীভূত হয় যে, তাহাতে আর মায়ার কোন দাগ বা চিহ্ন পর্যন্ত থাকে না। অর্থাৎ সে সম্পূর্ণরূপে মায়া বা অবিদ্যামুক্ত হইয়া যায়। অতএব নিরঞ্জন অর্থ সম্পূর্ণরূপে মায়ামুক্তকেই বুঝায়।

বিদ্বান্ – রুক্মবর্ণ পুরুষের দর্শনফলে দ্রষ্টার বন্ধনের হেতুভূত সমস্ত কর্ম বিনষ্ট হওয়ায় সে নিরঞ্জন হয় এবং তারপর সে বিদ্বান্ হয়। বিদ্বান্ অর্থ আত্মবিৎ বা ব্রহ্মানুভবী।

"পরা – যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে।" (মুণ্ডক ১।১।৫)

অর্থাৎ পরা বিদ্যাদ্বারা পরব্রহ্মকে লাভ করা যায়। সুতরাং পরব্রহ্মের সম্যক্ প্রাপ্তির উপায় হইল পরা বিদ্যা। এই পরা বিদ্যাই ভক্তি। শ্রীগীতায়ও শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন – "ভক্ত্যা মামভিজানাতি" (১৮।৫৫)। অর্থাৎ ভক্তিদ্বারাই পরব্রহ্মকে

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

জানা যায়। পরব্রহ্ম হইলেন "ভক্তিবশঃ পুরুষঃ। ভক্তিরেব ভূয়সী ॥" (মাঠর শ্রুতি)। ভক্তির অর্থ সেবা। সেব্যের প্রতি প্রীতি বা প্রেম না থাকিলে তাঁহার সেবার বাসনা হৃদয়ে জাগ্রত হইবে না। অতএব সেবায় প্রবৃত্ত হইবার পূর্বেই সেবকের হৃদয়ে সেব্যের প্রতি প্রীতি বা প্রেম অবশ্য থাকিবে। অতএব ভক্তির অর্থ প্রেমভক্তি বা প্রেম। প্রেম না থাকিলে শ্রীকৃষ্ণ বশীভূত হওয়া সম্ভব নহে।

পূর্বেই বলিয়াছি যে, যিনি পরব্রহ্মকে জানিয়াছেন অর্থাৎ তাঁহার স্বরূপ অনুভব করিয়াছেন (যিনি ব্রহ্মানুভবী), তিনিই বিদ্বান্। পরব্রহ্মকে অনুভব করিবার একমাত্র উপায় যখন পরবিদ্যা বা প্রেমভক্তি এবং বিদ্বান্ ব্যক্তিই যখন ব্রহ্মানুভবী, তখন বিদ্বান্ ব্যক্তিই যে নিশ্চিতরূপে প্রেমবান্, ইহাতে দ্বিমত হইবার কিছুই নাই। অতএব 'বিদ্বান্' শব্দের অর্থ প্রেমবান্ বা প্রেমিক।

পরমং সাম্যমুপৈতি — দ্রষ্টা রুক্মবর্ণ পুরুষকে দর্শন করিবার পর পরমসাম্য লাভ করেন। পরমসাম্য কাহার সঙ্গে? নিশ্চিতরূপে যিনি রুক্মবর্ণ পুরুষকে দর্শন করেন, তাঁহারই সঙ্গে। তবে দ্রষ্টা কি আর একজন রুক্মবর্ণ পুরুষ হইয়া যায়? না, তা' হইতে পারে না। কারণ উপর্যুক্ত শ্রুতিবাক্য হইতে জানা যায় যে, যিনি দ্রষ্টা, তাহার পাপ-পুণ্য ছিল। যাহার পাপ-পুণ্য থাকে, সে ব্রহ্ম নহে — জীব। কেবল জীব নহে — অবিদ্যাগ্রস্ত জীব। যে জীবের স্বরূপ পরব্রহ্ম হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্, সে আবার কিরূপে স্বয়ং পরব্রহ্ম হইয়া যাইবে?

তাহা হইলে 'পরমং সাম্যমুপৈতি' — বাক্যের অর্থ এইরূপভাবে হইবে। রুক্মবর্ণ পুরুষের দর্শনপ্রভাবে তাঁহার কৃপায় তাঁহার গুণ দ্রষ্টাতে (ভক্তে) সঞ্চারিত হইয়া থাকে। ইহাও শাস্ত্রানুমোদিত কথা। অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের গুণ তাঁহার ভক্তে সঞ্চারিত হইয়া থাকে। অতএব রুক্মবর্ণ পুরুষের যে প্রভাব হইতে তাঁহাকে দর্শনমাত্রে লোক কর্মবন্ধন হইতে সম্যগ্‌রূপে মুক্ত হইয়া প্রেম লাভ করে, তাঁহার সেই প্রভাবের সহিত পরমসাম্য লাভ হয়। অর্থাৎ রুক্মবর্ণ পুরুষের দর্শনমাত্রে যেরূপ দ্রষ্টা নিরঞ্জন অর্থাৎ কর্মবন্ধনমুক্ত ও বিদ্বান্ অর্থাৎ প্রেমবান্ হয়, সেইরূপ তাহাকে (সেই দ্রষ্টাকে)যে দর্শন করে, সেও নিরঞ্জন ও প্রেমবান্ হয়।

শ্রীগৌরহরির দর্শনপ্রভাবে যে লোক প্রেম লাভ করিত, তাহাকে যে দেখিত, সেও প্রেম লাভ করিয়া ধন্যাতিধন্য হইত; আবার তাহাকে যে দেখিত, সেও প্রেম লাভ করিয়া কৃতার্থ হইত। ইহা ছিল শ্রীগৌরহরির অলৌকিক প্রভাব। ইহা পূর্বেই কেশবকে বলিয়াছি।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

এ ত হইল মুণ্ডক শ্রুতির কথা। মৈত্রায়ণী শ্রুতিতেও সেইরূপ বিবৃত হইয়াছে –

"যদা পশ্যন্ পশ্যতি রুক্মবর্ণং
কর্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিম্।
তদা বিদ্বান্ পুণ্যপাপে বিহায়
পরেঽব্যয়ে সর্বমেকীকরোত্যেবং হ্যাহ॥" (৫।১৮)

অর্থাৎ রুক্মবর্ণ পুরুষের দর্শনপ্রভাবে দর্শনকারী সকল কর্মবন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া প্রেম লাভ করে। প্রেম লাভ করিবার পর সে উপলব্ধি করিতে পারে যে, পরব্রহ্মই জীবের একমাত্র প্রীতির পাত্র এবং প্রিয়ত্ব বস্তুটি স্বরূপতঃ পারস্পরিক বলিয়া জীবও পরব্রহ্মের প্রিয়। পরব্রহ্মের প্রিয় হওয়ায় সমস্ত জীবই পরব্রহ্মের প্রিয়রূপে এক, সেই উপলব্ধি তাহার হয়। তখন সে 'পরেঽব্যয়ে' পরে অব্যয়ে; অব্যয় পরব্রহ্মের বিষয়ে 'সর্বমেকীকরোতি' – সকলকে একরূপে দেখে। অর্থাৎ সে নিজে যেরূপ পরব্রহ্মের প্রতি প্রেমবান্, প্রত্যেক জীবও সেইরূপ তাঁহার প্রতি প্রেমবান্। সুতরাং সকলেই এক। এই অনুভূতি তাহার হৃদয়ে সর্বক্ষণ বিরাজমান থাকে। মহাভাগবত শ্রীউদ্ধবের পাণ্ডববিদ্বেষী ধৃতরাষ্ট্র ও দুর্যোধনাদিকে বন্দনা ইহার উদাহরণ। প্রেমবান্ ব্যক্তি এইরূপ সকলকে এক করে অর্থাৎ সকলেই তাহার নিজের ন্যায় প্রেমবান্ বলিয়া অনুভব করে।

'এবং' – শব্দের অর্থ হইল এইরূপভাবে প্রেমলাভ করিয়া।

অন্যভাবেও উপর্যুক্ত মৈত্রায়ণী শ্রুতিবাক্যের অর্থ করা যাইতে পারে। যথা – দ্রষ্টা যেরূপ রুক্মবর্ণ পুরুষের দর্শনমাত্রে কর্মবন্ধন মুক্ত হইয়া প্রেম লাভ করে, এবং – এইরূপভাবে সেও তাঁহার দর্শন দ্বারা অব্যয় পরব্রহ্মবিষয়ে 'সর্বমেকিকরোতি' – তাহার দর্শনকারী সকলকে নিজের সহিত এক করে। অর্থাৎ সে যেরূপ অব্যয় পরব্রহ্মে প্রেম লাভ করিয়াছে, তাহাকে যে দর্শন করে, সেও সেইরূপ পরব্রহ্মে প্রেম লাভ করিয়া তাঁহার সহিত এক বা সমান হয়।

এইরূপে দেখা গেল যে, মুণ্ডক শ্রুতি ও মৈত্রায়ণী শ্রুতির বাক্য সমতাৎপর্যপর।

আমার মনে হয়, তুমি বর্তমান শ্রীগৌর-অবতারে অশেষ মহিমার কথা উপলব্ধি করিতে পারিয়াছ। যিনি কেবল প্রেম দান করিয়া জগজ্জীবকে কৃতার্থ করিবার উদ্দেশ্যে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন এবং দর্শনমাত্রে সকলকে অকাতরে প্রেম দিয়া গেলেন, তাঁহাকে ব্যাকুল হৃদয়ে ডাকিলে কি তিনি এই জন্মেই আমাদিগকে প্রেমধনে ধনী করিবেন না ? ইহাতে কি আর বিন্দুমাত্রও সন্দেহ থাকিতে পারে ?

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

শ্রীকিশোরীকিঙ্কর জী – আজ্ঞে! আমি যে উদ্দেশ্যে আপনার দর্শনের জন্য আসিয়াছিলাম, সে উদ্দেশ্য আমার সিদ্ধ হইয়াছে। শ্রীগৌরভজন করিলেই যে কর্মাধিকারী জীব অচিরে জাতরতিভূমিকায় উন্নীত হইয়া শ্রীকৃষ্ণভজন অর্থাৎ শ্রীমহামন্ত্র গ্রহণের অধিকারী হইতে পারিবে, তাহা আমার হৃদ্‌বোধ হইয়াছে। আমি ভবিষ্যতে আপনার উপদেশানুযায়ী চলিব।

(ইহা বলিয়া শ্রীহরিদাসের পদপ্রান্তে দণ্ডবৎপ্রণামান্তে তাঁহার পদধূলি মস্তকে ধারণপূর্বক প্রস্থান।)

কেশব ও জনৈক সন্ন্যাসী

কার্যোপলক্ষে কেশব রেলগাড়িতে কলিকাতা যাইতেছিল। কেশবের সঙ্গে তাহার একজন বন্ধুও ছিলেন। তারা দুইজন শ্রীহরিকথা আলোচনা করিতে করিতে যাচ্ছিলেন। তাহাদের নিকট একজন সন্ন্যাসী বসিয়া সব শুনছিলেন। উক্ত সন্ন্যাসী হইলেন ব্রহ্মবাদী। তিনি বৈষ্ণবগণকে তাচ্ছিল্য করিয়া কেশবকে বহু প্রশ্ন করিলেন।

সন্ন্যাসী – "ব্রহ্ম ত নিরাকার, নিরঞ্জন, অবাঙ্মনসগোচর; তাঁহার আবার আকার আসিল কোথা হইতে ? তিনি আবার শ্রীকৃষ্ণরূপে পরদাররূপী গোপীগণকে প্রেম করিলেন এবং সেইসব বিষয় বৈষ্ণবগণের নিত্য আলোচ্য। যে স্ত্রীসংসর্গ অতীব নিন্দ্য ও পরিত্যাজ্য বলিয়া শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে, শ্রীকৃষ্ণের সেই পরদারসংসর্গের কথা কিভাবে সাধনরূপে বিবেচিত হইতে পারে ?

কেশব – আজ্ঞে, পরদারসংসর্গ নিন্দ্য বলিয়া আপনি যাহা বলিলেন তাহা সম্পূর্ণ ঠিক এবং বৈষ্ণবগণেরও সেই সিদ্ধান্ত। শ্রীগৌরহরিও বলিয়াছেন – "স্ত্রীসঙ্গী এক অসাধু কৃষ্ণাভক্ত আর।" (শ্রীচৈ:চ:মধ্য ২২।৪৯)। যে শ্রীগৌরহরি এই শিক্ষা দিয়াছেন, তিনি স্ত্রীদর্শন ত দূরের কথা স্ত্রীর নাম পর্যন্ত শুনেন নাই, সেই শ্রীগৌরহরি পুরীতে শ্রীরাধাকান্ত মঠে অবস্থানকালে শ্রীস্বরূপ দামোদর গোস্বামী ও শ্রীল রায় রামানন্দের সঙ্গে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের অপ্রাকৃত প্রেমলীলা বিষয়ে অধিকাংশ সময় আলোচনা করিতেন। আবার ইন্দ্রসম ঐশ্বর্য ও অপ্‌সরাসম স্ত্রী বর্জনকারী এবং স্ত্রীসংসর্গের বহুদূরে অবস্থানকারী তাঁহার অনুগত গোস্বামিগণ শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে শ্রীরাধার অপ্রাকৃত প্রেমলীলা বিষয় সর্বক্ষণ চিন্তা করিতেন এবং সে সম্পর্কীয় বহু গ্রন্থও রচনা করিয়াছেন। ইহা কি তাঁহাদের অসঙ্গত আচরণ ? না, ইহা কদাপি অসঙ্গত আচরণ হইতে পারে না। ইহার একমাত্র কারণ এই যে, শ্রীকৃষ্ণ আমাদের কাল্পনিক বিচারের পুরুষ নহেন কিংবা শ্রীরাধাও স্ত্রী নহেন। অজ্ঞতাবশতঃ তাঁহাদের

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

প্রকৃত স্বরূপ উপলব্ধি করিতে না পারিয়া আমরা তাঁহাদিগকে প্রাকৃত স্ত্রী-পুরুষ মনে করিতেছি এবং তাঁহাদের অপ্রাকৃত প্রেমলীলাকে প্রাকৃত স্ত্রী-পুরুষের কামক্রীড়া জ্ঞান করিয়া উক্ত লীলার চরণে অপরাধ করিতেছি। শ্রীকৃষ্ণ লীলাপুরুষোত্তম এবং তাঁহার স্বরূপশক্তি হইলেন তাঁহার লীলার সহায়। স্বরূপশক্তি শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপে নিত্যকাল বিরাজমান থাকিয়া তাঁহাকে নানাবিধ লীলারস আস্বাদন করাইতেছেন। শ্রীকৃষ্ণ হইতে তাঁহার স্বরূপশক্তিকে বাদ দিলে তিনি হইবেন ব্রহ্ম, যে ব্রহ্মের কথা আপনি বলিলেন। যে স্বয়ং ভগবান্ অর্থাৎ "কর্তুমকর্তুমন্যথা কর্তুং সমর্থঃ", যিনি সর্বময় কর্তা, তিনি কি কেবল নিরাকার হইতে পারিবেন এবং সাকার হওয়া কি তাঁহার অধিকার-বহির্ভূত ? না, তাহা হইতে পারে না। যিনি সর্বময় কর্তা, তিনি যুগপৎ নিরাকার ও সাকার উভয় হইতে পারিবেন এবং স্ত্রী ও পুরুষও হইতে পারিবেন। অতএব সেই সর্বময় কর্তাকে লীলারস আস্বাদন করাইয়া আনন্দ দান করিবার উদ্দেশ্যে তাঁহার স্বরূপশক্তিই দাসরূপে, সখারূপে, পিতামাতারূপে এবং প্রেয়সীরূপে তাঁহার সঙ্গে বিবিধ লীলা করিয়া তাঁহার আনন্দবর্ধন করিয়া থাকেন। অতএব শ্রীরাধা বা শ্রীগোপীগণ তাঁহারই শক্তি। 'শক্তিশক্তিমতোরভেদঃ' ন্যায়ানুসারে তাঁহারা তাঁহা হইতে অভিন্ন।

তাঁহার স্বরূপশক্তির তিনটি বৃত্তি; যথা – সম্বিৎ, সন্ধিনী ও হ্লাদিনী। সম্বিৎ হইল জ্ঞান। শ্রীকৃষ্ণ অজ হইয়াও তিনি নন্দনন্দন ও যশোদাদুলাল বলিয়া তাঁহার জ্ঞান এবং শ্রীনন্দ ও শ্রীযশোদারও শ্রীকৃষ্ণ আমাদের পুত্র, আমাদের লাল্য ও পাল্য এই জ্ঞান। শ্রীকৃষ্ণকে বাৎসল্যরস আস্বাদন করাইবার উদ্দেশ্যে স্বরূপশক্তির সম্বিদ্‌বৃত্তিরই এই কার্য। সেইরূপ সুবল-সুদাম ইত্যাদির নিজকে শ্রীকৃষ্ণের সখাজ্ঞান এবং গোপীগণের নিজকে শ্রীকৃষ্ণের প্রেয়সীজ্ঞানও এই সম্বিদ্‌বৃত্তিরই কার্য। ইহাদের এই জ্ঞান 'অনাদিসিদ্ধ'। অর্থাৎ এই জ্ঞান অনাদিকাল হইতেই ইঁহাদের হৃদয়ে বর্তমান। ইহার আদি নাই অর্থাৎ এই জ্ঞান কবে ইঁহাদের হৃদয়ে জাত হইল তাহা জড়কালদ্বারা নিরূপণ করা যাইতে পারে না, কারণ এই জ্ঞান নিত্য।

সেইরূপ সন্ধিনীর কার্য হইল শ্রীকৃষ্ণলীলার সহায়ক নানাবিধ উপকরণ, যথা – বাসগৃহ, শয্যা, পাদুকা ও পরিধান ইত্যাদির সৃষ্টি।

হ্লাদিনীর কার্য হইল নানাবিধ উপায়দ্বারা সর্বক্ষণ সর্বস্বদ্বারা সর্বতোভাবে শ্রীকৃষ্ণের আনন্দবিধানের চেষ্টা। এই হ্লাদিনীর মূর্তিমান্ প্রকাশ হইলেন শ্রীরাধারাণী। তিনি সর্বক্ষণ তাঁহার স্বীয় অঙ্গ হইতে আরম্ভ করিয়া সর্বস্ব দিয়া শ্রীকৃষ্ণের আনন্দবিধানে তৎপরা। তাহাতে তাঁহার নিজসুখবাসনার লেশমাত্রও নাই। রহিবে বা

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

কিরূপে ? তিনি ত শ্রীকৃষ্ণের নিজস্ব শক্তি, দ্বিতীয় বস্তু নহেন। এইরূপ অবস্থায় স্বতন্ত্রভাবে তাঁহার নিজসুখবাসনার উদয় কল্পনার অতীত। তাঁহার সুখবাসনার অর্থ হইল শ্রীকৃষ্ণের সুখবাসনা, যেহেতু শ্রীকৃষ্ণের শক্তি বলিয়া তিনি তাঁহা হইতে অভিন্না। গোপীগণ এই হ্লাদিনীস্বরূপা শ্রীরাধারই কায়ব্যূহ।

সুতরাং শ্রীরাধাকৃষ্ণ দুইজন ব্যক্তি নহেন। সর্বময়কর্তা শ্রীকৃষ্ণের হ্লাদিনীশক্তির মূর্তি হইলেন শ্রীরাধা। শক্তি ও শক্তিমান্ অভেদ। সেইজন্য শ্রীরাধারূপা শক্তি ও শ্রীকৃষ্ণরূপ শক্তিমান্ – উভয়ে অভেদ অর্থাৎ এক শ্রীকৃষ্ণই। সুতরাং এস্থানে পরস্ত্রী প্রশ্ন উঠিতেই পারে না। ইহা না হইলে শ্রীগৌরহরি ও তাঁহার পার্ষদগণ এই লীলাস্মরণকে সাধনের মুখ্য অঙ্গরূপে বরণ করিতেন না। অতএব বাহিরে কামক্রীড়ারূপে প্রতীত হইলেও ইহা প্রাকৃত কাম নহে। সেইজন্য ইহাকে অপ্রাকৃত প্রেম আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। অপ্রাকৃত অর্থ ইহা সম্পূর্ণরূপে আমাদের প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের অতীত।

তারপর এই লীলার একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহাতে শ্রীকৃষ্ণের বা গোপীগণের কাহারও আত্মেন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছা নাই। কেবল শ্রীকৃষ্ণকে সেবা করিয়া সুখী করিবার নিমিত্ত শ্রীগোপীগণ তাঁহার সঙ্গে বিবিধ লীলা করিতেছেন এবং গোপীগণের সেবারস আস্বাদন করিয়া তাঁহাদিগকে সুখ দেওয়ার উদ্দেশ্যেই শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের সঙ্গে লীলা করিতেছেন। সেইজন্য ইহাকে প্রেম বলা হয়। ইহা প্রাকৃত কাম নহে।

এইরূপ আত্মেন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছাশূন্য লীলাদ্বারা শ্রীকৃষ্ণ সর্বক্ষণ তাঁহার প্রিয় ভক্তগণকে আনন্দ দান করেন। তাঁহার এইসব লীলাকথা আলোচনা বা স্মরণ করিলে তিনি ইহা উপলব্ধি করিয়া আনন্দিত হইবেন – এই বিচারে কেবল শ্রীকৃষ্ণের আনন্দবর্ধন নিমিত্তই তাঁহার লীলাস্মরণের ব্যবস্থা। প্রাকৃত কামুক ব্যক্তি কামক্রীড়াবিষয়ক লেখা পড়িয়া বা অভিনয় দেখিয়া যেরূপ আত্মেন্দ্রিয় তৃপ্তিবিধান করে, ইহা তাহার ঠিক বিপরীত। কারণ কামুক ব্যক্তির এই চেষ্টা স্বীয় ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তিবিধান নিমিত্ত ও ভক্তের চেষ্টা কেবল শ্রীকৃষ্ণের আনন্দবর্ধন নিমিত্ত। শুধু তাই নহে, গোপীগণের শ্রীকৃষ্ণের প্রীতির উদ্দেশ্যে যে অচিন্তনীয় ত্যাগ, সেই ত্যাগের কথা ভক্তের স্মৃতিপথগত হইয়া শ্রীগোপীপদরেণু লাভ নিমিত্ত তাহাকে ব্যাকুল করে এবং সেই ব্যাকুলতা লইয়া সে সর্বদা চক্ষুজলে বক্ষ সিক্ত করিয়া এই লীলাস্মরণে রত থাকে।

সুতরাং গোপীগণের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের স্বসুখবাসনাগন্ধলেশশূন্য লীলা কদাপি প্রাকৃত কামক্রীড়ার সঙ্গে তুলনীয় হইতে পারে না। সেইজন্য প্রেমপিপাসু ভক্তিসাধকের এই লীলা নিত্যোপাস্য।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

(কেশব হইতে গোপীপ্রেমের তাৎপর্যের কথা শুনিয়া সন্ন্যাসী তাহার কোন উত্তর না দিয়া নীরব থাকিলেন।)

প্রভাকরের সঙ্গে কেশবের সাক্ষাৎ

কেশবের বাল্যবন্ধু প্রভাকর মাধ্যমিক স্কুলে শিক্ষকতা করে। বহুদিনের পর একদিন হঠাৎ উভয়ের দেখা হইল। কেশব প্রভাকরকে শ্রীগুরুদেবের বিষয় সমস্ত বলিল। শ্রীগুরুদেবের দর্শন নিমিত্ত প্রভাকরের আগ্রহ দেখিয়া কেশব তাহাকে শ্রীগুরুদেবের শ্রীচরণ দর্শনের জন্য লইয়া গেল। সেস্থানে পঁহুছিয়া কেশব ও প্রভাকর উভয়ে শ্রীগুরুদেবকে ভূলুণ্ঠিত প্রণাম করিলেন এবং শ্রীগুরুদেবের আদেশে তাঁহার পদপ্রান্তে বসিলেন। নবাগত প্রভাকরের পরিচয় জানিবার পর শ্রীহরিদাস বলিলেন — "প্রভাকর ! 'জীব নিত্য কৃষ্ণদাস' — ইহা ভুলিয়া আমরা মায়াগ্রস্ত হইয়া নানা দুঃখ ভোগ করিতেছি। যে শ্রীকৃষ্ণবিস্মৃতিহেতু আমাদের সংসারদুঃখ, সেই বিস্মৃতিকে দূর করিয়া অনুক্ষণ শ্রীকৃষ্ণস্মৃতিযুক্ত হওয়াই সকল সাধনের মূলমন্ত্র। এই জন্মেই যেরূপ অশোক, অভয় ও অমৃতের আধার শ্রীভগবৎপাদপদ্মে আমাদের দৃঢ়মতি জন্মে, তৎপ্রতি সমস্তপ্রকার যত্ন করিতে হইবে।"

"সদা তদ্ভাবভাবিতঃ"

প্রভাকর — কিরূপ সাধন করিলে এই জন্মেই ভক্তিলাভ হইবে ?

শ্রীহরিদাস — তুমি ভক্তিলাভের যে নিশ্চিত পন্থাটি জানিতে চাহ, তাহা স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ শ্রীভগবদ্গীতায় (৮।৬) শ্রীঅর্জুনকে বলিয়াছেন —

"যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম্।
তং তমেবৈতি কৌন্তেয় সদা তদ্ভাবভাবিতঃ ॥"

অর্থাৎ হে অর্জুন ! অন্তকালে যে যে ভাব স্মরণ করিয়া দেহত্যাগ করে, সে সর্বদা সেইভাবে আবিষ্ট থাকায় সেই ভাবভাবিত তত্ত্বকেই পায়।

এস্থানে 'তদ্ভাবভাবিতঃ' কথাটির প্রতি লক্ষ্য কর। জীবিতাবস্থায় জীব অনুক্ষণ যে ভাবে ভাবিত হইয়া থাকে, মৃত্যুসময়ে সেই বস্তুর স্মৃতি অবশ্যই তাহার জাগিবে। যে সর্বক্ষণ বিষয়চিন্তায় আবিষ্ট থাকে, সে মৃত্যুসময়ে তাহার আত্মীয়স্বজনগণকে ডাকিয়া তাহার অর্জিত সম্পত্তি কিরূপে সংরক্ষিত হইবে, সেই বিষয়ে আলোচনা করিতে ভাল বাসে এবং সেই বিষয় আলোচনা করিতে করিতে সেই স্মৃতি লইয়াই মৃত্যুমুখে পতিত হয়। সুতরাং পরজন্মে সে আবার এ সংসারে আসিয়া সেই বিষয়ভোগে প্রবৃত্ত হয়। আর যে ভাগ্যবান্, সে সারা জীবন

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ভগবচ্চিন্তায় নিমগ্ন থাকে। অতএব মৃত্যুসময়ে সেই ভগবৎস্মৃতি লইয়াই সে দেহত্যাগ করে। তাহার ফলে তাহার সংসারমুক্তি অনিবার্য হইয়া পড়ে।

ইহা হইতে সূচিত হয় যে, জীবিতাবস্থায় সর্বক্ষণ ভগবৎস্মৃতিকে হৃদয়ে জাগ্রত রাখাই সকল সাধনের একমাত্র লক্ষ্য হওয়া উচিত। সেই কারণে শ্রীগৌরহরি শিক্ষা দিলেন –

"কি ভোজনে কি শয়নে কিবা জাগরণে।
অহর্নিশ চিন্ত কৃষ্ণ বলহ বদনে॥"
(শ্রীচৈ:ভা:মধ্য ২৫।৭৭)

তিনি যে শ্রীহরিনামকীর্তনরূপ সাধনের শিক্ষা দিয়া গেলেন, অহর্নিশ শ্রীকৃষ্ণস্মৃতি হৃদয়ে রাখিয়া সেই নামকীর্তন করাই তাঁহার উপদেশের তাৎপর্য।

শ্রীশুকদেব শ্রীপরীক্ষিৎ মহারাজকে বলিতেছেন –

"এতাবান্ সাংখ্যযোগাভ্যাং স্বধর্মপরিনিষ্ঠয়া।
জন্মলাভঃ পরঃ পুংসামন্তে নারায়ণস্মৃতিঃ॥"
(শ্রীভা: ২।১।৬)

অর্থাৎ স্বধর্মনিষ্ঠা, সাংখ্য ও যোগাদি দ্বারা দেহত্যাগকালে যে শ্রীনারায়ণস্মৃতি, তাহাই মনুষ্যজন্মের শ্রেষ্ঠলাভ।

জীবিতাবস্থায় সর্বক্ষণ এই স্মৃতি হৃদয়ে থাকিলে মৃত্যুসময়ে অবশ্য সেই স্মৃতির উদয় হইবে। যে ভক্তিসাধক, তাহার হৃদয়ে ভগবৎসেবালাভ নিমিত্ত উৎকণ্ঠা সর্বক্ষণ বিদ্যমান থাকে। সেইজন্য মৃত্যুসময়ে এই উৎকণ্ঠাহেতু তাহার ভগবৎস্মৃতির উদয় হইয়া থাকে। শ্রীবৃত্রাসুরের উক্তিতে উৎকণ্ঠার স্বরূপ এইরূপ প্রকাশিত হইয়াছে –

"অজাতপক্ষা ইব মাতরং খগাঃ।
স্তন্যং যথা বৎসতরাঃ ক্ষুধার্তাঃ॥
প্রিয়ং প্রিয়েব ব্যুষিতং বিষণ্ণা।
মনোঽরবিন্দাখ্য দিদৃক্ষতে ত্বাম্॥" (৬।১১।২৬)

অর্থাৎ হে কমললোচন! অজাতপক্ষ পক্ষিশাবক মাতা কখন আহার লইয়া আসিবে তজ্জন্য যেরূপ উৎকণ্ঠিত হইয়া থাকে, রজ্জুবদ্ধ বৎসতরী প্রবল ক্ষুধাহেতু যেরূপ মাতার স্তন্যপানে আতুর হইয়া থাকে, বিদেশগত পতির দর্শন কবে হইবে বলিয়া পত্নী যেরূপ উৎকণ্ঠিতা হইয়া থাকে, আমার মন সেইরূপ তোমার দর্শন নিমিত্ত উৎকণ্ঠিত হইতেছে।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

এক আধ দিন নয়, ভগবৎসেবাপ্রাপ্তি নিমিত্ত এইরূপ উৎকণ্ঠা ভক্তিসাধকের হৃদয়ে সর্বক্ষণ বিরাজমান থাকা উচিত।

সাধনকালে পূর্ব দুরন্ত অপরাধজনিত রজস্তমোগুণের প্রাবল্য ও নানা অনর্থের তাড়নায় পীড়িত হইয়া ভক্তিলাভবিষয়ে যে স্বীয় অযোগ্যতা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করিতে পারিবে, সে নিজকে অসহায় বোধ করিয়া মহাবদান্যশিরোমণি শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দের শ্রীচরণে ব্যাকুল প্রার্থনা জানাইলে তাহার সেই প্রার্থনায় বিগলিতহৃদয় শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দ তাঁহাদের নিজজনের সঙ্গে তাহার যোগাযোগ করাইয়া দিবেন। সেই শ্রীগৌর-নিজজনের কৃপায় হ্লাদিনীশক্তির বৃত্তিভূতা শ্রীভগবানের সুখানুসন্ধানময়ী স্মৃতি সর্বক্ষণ তাহার হৃদয়ে উদিত হইয়া তাহাকে স্বসুখচিন্তা হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত করিয়া দিবে। তখন ইষ্টদেবের সুখানুসন্ধানাবেশ তাহার স্বভাবসিদ্ধ হইয়া যাইবে। অতএব মৃত্যুসময়ে সেই চিন্তার উদয় হওয়া স্বাভাবিক।

শ্রীকপিলদেব মাতা দেবহূতিকে যে নির্গুণা ভক্তির উপদেশ দিয়াছেন, তাহাতে সম্পূর্ণ স্বসুখবাসনাশূন্য হইয়া অবিচ্ছিন্না গতিতে মন কিরূপে তাঁহার প্রতি ধাবিত হয়, তাহা উল্লিখিত হইয়াছে।

"মদ্‌গুণশ্রুতিমাত্রেণ ময়ি সর্বগুহাশয়ে।
মনোগতিরবিচ্ছিন্না যথা গঙ্গাম্ভসোঽম্বুধৌ ॥"
(শ্রীভা: ৩।২৯।১১)

(মহৎমুখে) আমার গুণ শ্রবণমাত্রে সমুদ্রাভিমুখে গঙ্গাজলের প্রবাহের ন্যায় সর্বচিত্তনিবাসী আমার প্রতি মনের যে অবিচ্ছিন্না গতি তাহাই নির্গুণভক্তিযোগের লক্ষণ বলিয়া উক্ত হইয়াছে।

এস্থলে যে অবিচ্ছিন্না মনোগতির কথা বলা হইল, তাহা গঙ্গাজলের সমুদ্রাভিমুখে যে অবাধ গতি, সেইরূপ গতিকেই বুঝায়। গঙ্গাজল যেরূপ কোন বাধাদ্বারা প্রতিহত না হইয়া অবিচ্ছিন্নভাবে সমুদ্রের দিকে চলিতে থাকে, ভক্তের হ্লাদিনীশক্তিতাদাত্ম্যপ্রাপ্ত মন সেইরূপ ধর্মার্থকামমোক্ষাদি কোন চিন্তাদ্বারা বাধিত না হইয়া অবাধ গতিতে কেবল শ্রীভগবানের সুখানুসন্ধান নিমিত্ত উৎকণ্ঠিত হইয়া চলিতে থাকে। একাগ্রভাবে কেবল শ্রীভগবানের প্রীতিবিধানবাসনাই সমুদ্রের দিকে গঙ্গাজলের প্রবাহের ন্যায় শ্রীভগবানের প্রতি অবিচ্ছিন্না মনোগতির কারণ। এইরূপ অবিচ্ছিন্না মনোগতিহেতু ভক্ত জীবিতাবস্থায় সর্বক্ষণ তাঁহার সুখচিন্তায় আবিষ্ট থাকে। তজ্জন্য মৃত্যুসময়েও সেই চিন্তাই তাহার বলবত্তর থাকে।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

এই অবিচ্ছিন্না মনোগতিতে ভগবৎসেবালাভের জন্য যেরূপ উৎকণ্ঠা, তাহার প্রাপ্তিতে বিলম্ব হেতু তাহাকে ত্বরান্বিত করিবার নিমিত্ত সেইরূপ তীব্র আর্তিরও উদয় হইয়া থাকে। শুদ্ধভক্তিশিক্ষক সংকীর্তনৈকপিতা শ্রীগৌরহরির আচরণে সেই উৎকণ্ঠা ও তীব্র আর্তিজনিত ক্রন্দন পরিলক্ষিত হয়। তাঁহার উপদিষ্ট যে শ্রীনামকীর্তন তাহাতে অভিনিবেশযুক্ত প্রার্থনার কথা আছে। প্রার্থিত বস্তু প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে কিংবা মনের কোন ভাব জ্ঞাপন করিবার উদ্দেশ্যেই তাঁহার এই শ্রীনামকীর্তনের ব্যবস্থা। শিক্ষাষ্টক আলোচনা করিলে জানা যায় যে, ইহাতে সর্বত্র কিছু না কিছু প্রার্থনা আছে কিংবা হৃদয়ের মর্মস্থল হইতে কিছু ভাব জ্ঞাপিত হইয়াছে। অবশ্য সেই প্রার্থনা বা ভাবজ্ঞাপন সম্পূর্ণ ভক্তিমূলক, স্বসুখাত্মক নহে।

প্রথম শ্লোকে শ্রীনামকীর্তনের মহিমা বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীনামকীর্তনপ্রভাবে চিত্তশুদ্ধি অর্থাৎ চিত্ত হইতে ভক্তিবিপরীত বাসনা (অন্যাভিলাষ) দূর হয়, ভক্তিপথে অগ্রগতির আবশ্যকীয় সাধন চিত্তে স্ফুরিত হয় এবং শ্রীনামপ্রভুর প্রেরণায়ই সাধক স্বতঃ সেইসব সাধনে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত শ্রীকৃষ্ণপ্রেমের উদয়ের সঙ্গে সঙ্গে প্রেমামৃতের আস্বাদনও হইয়া থাকে। পরিশেষে শ্রীকৃষ্ণপ্রাপ্তি ও শ্রীকৃষ্ণসেবামৃতসমুদ্রে নিমজ্জন হয়। শ্রীনামকীর্তনের এইসব মহিমার কথা চিন্তা করিয়া এবং ইহারই প্রাপ্তিবাসনা লইয়া তাহাতে (শ্রীনামকীর্তনে) প্রবৃত্ত হওয়াই যথার্থ নামকীর্তন।

দ্বিতীয় শ্লোকে যে শ্রীকৃষ্ণনামে শ্রীকৃষ্ণের সমস্ত শক্তি নিহিত আছে এবং যাহার শ্রবণ-কীর্তনে কালাকালের বিচার নাই। এইরূপ নামে অনুরাগ জাত হইল না উপলব্ধি করিয়া তজ্জনিত তীব্র দুঃখ তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে জ্ঞাপন।

তৃতীয় শ্লোকে যে উপায়ে শ্রীনাম গ্রহণ করিলে প্রেমের উদয় হইবে, সেই উপায়ের কথা উপদিষ্ট হইয়াছে। নামকীর্তন সময়ে সেই যোগ্যতালাভ নিমিত্ত প্রার্থনা।

চতুর্থ শ্লোকে শুদ্ধভক্তিলাভ নিমিত্ত প্রার্থনা। পঞ্চম শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণদাস্যলাভের জন্য প্রার্থনা। ষষ্ঠ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি প্রেমের লেশমাত্র নাই উপলব্ধি করিয়া প্রেমলাভের উৎকণ্ঠাহেতু তীব্র ব্যাকুলতা এবং তজ্জনিত সক্রন্দন প্রার্থনা।

সপ্তম শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি চিত্তের আবেশ হেতু অনুক্ষণ তাঁহার বিরহের স্ফূর্তি ও তাঁহার অদর্শনজনিত তীব্র অন্তর্দাহে জর্জরিত হইয়া সমস্ত জগৎকে শূন্যবোধ।

অষ্টম শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ চরমদুঃখে কিংবা চরমসুখে যেকোন অবস্থায় রাখুন না কেন তৎপ্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া তাঁহার ঐকান্তিক সুখবিধানকে জীবনের ব্রতরূপে অঙ্গীকার।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

নামকীর্তনসময়ে হৃদয়ের এই যে বাসনা বা ভাব, তাহাই নামকীর্তনের প্রাণ। এই ভাবদ্বারাই শ্রীনামকীর্তনসময়ে চিত্ত ভাবগ্রাহী শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মে সর্বদা লগ্ন হইয়া থাকে। চিত্ত সর্বদা সেই ভাব-ভাবিত হওয়ায় মৃত্যু সময়েও সেই স্মৃতির উদয় হওয়া স্বাভাবিক হইয়া পড়ে। সেই কারণে ভক্তিসাধনের সঙ্গে সঙ্গে ইষ্টদেবের প্রতি অবিচ্ছিন্না মনোগতির আবশ্যকতা অপরিহার্য বলিয়া শ্রীগৌরহরির আচরণ ও শিক্ষা হইতে জানা যায়। এইজন্য ইষ্টস্মৃতিহীন অনবধানতাযুক্ত নামকীর্তন অপরাধবিশেষ বলিয়া নামাপরাধপ্রসঙ্গে শ্রীল সনাতন গোস্বামিপ্রভু শ্রীহরিভক্তিবিলাসে উল্লেখ করিয়াছেন — এইরূপ অনবধানতাযুক্ত নামকীর্তনদ্বারা কেবল ক্ষয়িষ্ণু পুণ্যফলই লাভ হইয়া থাকে।

শ্রীগীতায় (৯।২২) শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন —

"অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্য্যুপাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্॥"

অর্থাৎ অনন্যভাবযুক্ত যেসকল ব্যক্তি আমার চিন্তায় সর্বক্ষণ রত থাকে, আমার প্রতি সেইসব একনিষ্ঠ ভক্তগণের যোগ অর্থাৎ ধনাদিপ্রাপ্তি ও ক্ষেম অর্থাৎ প্রাপ্তধনের সংরক্ষণের ব্যবস্থা আমি নিজেই করিয়া থাকি।

শ্রীভগবানের সেবালাভের আশায় যে ভক্ত উৎকণ্ঠিত হইয়া সর্বদা একনিষ্ঠভাবে তাঁহার চিন্তায় নিমগ্ন থাকে, সে তাহার ভরণপোষণের প্রতি উদাসীন হইলেও তাহার ভরণপোষণভার শ্রীভগবান্ নিজেই বহন করিয়া থাকেন।

সুতরাং তাহার যোগ ও ক্ষেম স্বীয় পূর্ব কর্মফলজনিত নহে। গৃহস্থ যেরূপ তাহার স্ত্রী-পুত্রাদির প্রতিপোষণদ্বারা নিজের কর্তব্য ঠিকভাবে সম্পাদিত হইয়াছে ভাবিয়া সুখী হয়, শ্রীভগবান্‌ও সেইরূপ তাঁহার অনন্যভাব ভক্তের ভরণপোষণভার নিজেই বহন করিয়া খুসী হন। (শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের টীকা হইতে উদ্ধৃত)

সুতরাং প্রেমলাভেচ্ছু প্রত্যেক সাধককে এইরূপ পরমকরুণ প্রভুর সুখচিন্তায় সর্বদা বিভোর থাকিতে হইবে।

শ্রীগজরাজ, শ্রীদ্রৌপদী, শ্রীধ্রুব ও শ্রীপ্রহ্লাদ প্রভৃতি তাঁহাদের অখণ্ডস্মৃতি, আর্তি ও উৎকণ্ঠাপূর্ণ ডাকের দ্বারা শ্রীভগবানের হৃদয়কে বিগলিত করাইয়া তাঁহাকে তাঁহাদের প্রতি কৃপোন্মুখ করাইয়াছিলেন।

জগাই-মাধাই তাহাদের প্রতি মহাবদান্যশিরোমণি শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দের অপার করুণা তথা স্বীয় দুষ্কর্মের কথা চিন্তা করিয়া পশ্চাত্তাপ ও অন্তর্দাহে সর্বক্ষণ জর্জরিত হইয়া

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

নিদ্রাহার পরিত্যাগপূর্বক তাঁহাদের কৃপালাভের আশায় ব্যাকুল ক্রন্দন করিতেন এবং নিজকে সর্বদা ধিক্কার করিয়া "হে বাপ গৌরচন্দ্র ! আমরা কি দুরন্ত অপরাধ করিলাম ! ইহা হইতে কি কখনও নিস্তারলাভ হইবে !" এরূপ চিন্তাকুল হইয়া মূর্ছিত হইয়া পড়িতেন। তাঁহারা অন্তর্দাহে সর্বক্ষণ এইরূপ দগ্ধীভূত হইতেন যে, আহারনিদ্রার কথাও সম্পূর্ণ ভুলিয়া যাইতেন। স্বয়ং শ্রীগৌরহরি ভক্তগণের সঙ্গে আসিয়া নানাপ্রকার প্রবোধ দিয়া তাহাদিগকে খাওয়াইতেন। ইষ্টদেবের প্রতি এইরূপ অবিচলিত আবেশদ্বারা তাঁহার কৃপাদৃষ্টি আকৃষ্ট না হইয়া থাকিতে পারে কি ?

শ্রীগৌরহরির ভগবত্তা উপলব্ধি করিবার পর শ্রীল সার্বভৌম ভট্টাচার্য তাঁহার গুণে আবিষ্ট থাকিয়া কিরূপে অনুক্ষণ তাঁহার নাম জপ করিতেন, তাহা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে –

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শচীসুত গুণধাম।
এই ধ্যান, এই জপ, এই লয় নাম॥" (মধ্য ৬।২৩২)

গজপতি শ্রীপ্রতাপরুদ্রদেবেরও শ্রীগৌরহরির দর্শন ও কৃপালাভের জন্য তীব্র ব্যাকুলতার বিষয় শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীগৌরহরির মহিমা শুনিয়া তিনি তাঁহার দর্শন নিমিত্ত ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। তাঁহার ব্যাকুলতা এরূপ সীমায় পঁহুছিল যে, তিনি তাঁহার অধীনস্থ কর্মচারী তথা শ্রীগৌরহরির প্রিয়পাত্র শ্রীসার্বভৌম ভট্টাচার্য ও শ্রীরায় রামানন্দকেও তাঁহাকে দর্শন দেওয়ার নিমিত্ত শ্রীগৌরহরিকে সুপারিশ নিমিত্ত অনুরোধ করিতে পশ্চাৎপদ হন নাই। শ্রীগৌরহরি সন্ন্যাসীর লীলা করিতেছিলেন। তজ্জন্য তিনি রাজদর্শন করিবেন না বলিয়া প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিলেন। এদিকে তাঁহার দর্শন না পাইলে শ্রীপ্রতাপরুদ্র রাজপদ ত্যাগ করিয়া ভিখারি হইতে এরূপ কি প্রাণ পর্যন্ত বিসর্জন করিতে সংকল্প করিয়াছিলেন। গজপতির এই সংকল্পের কথা শ্রীল সার্বভৌম ভট্টাচার্য হইতে শুনিয়া ও শ্রীগৌরহরির প্রতি তাঁহার এরূপ অসাধারণ নিষ্ঠার কথা উপলব্ধি করিয়া ভক্তগণ ঘোর বিস্মিত হইয়া পড়িলেন।

ভক্তগণকে সঙ্গে লইয়া শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু খুব সন্তর্পণে শ্রীগৌরহরির দর্শন নিমিত্ত গজপতির তীব্র উৎকণ্ঠার কথা জানাইলে তিনি একটু নরম হইয়া শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর পরামর্শে তাঁহার একখানি বহির্বাস রাজাকে দিতে সম্মত হইলেন। গজপতি তাহাকে সাক্ষাৎ শ্রীগৌরহরি জ্ঞান করিয়া পূজা করিলেন।

তারপর শ্রীরামানন্দ রায় রাজকার্য পরিত্যাগ করিয়া যখন রাজমহেন্দ্রী হইতে কটক আসিয়া গজপতির সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া পুরীতে শ্রীগৌরহরির সঙ্গে থাকিতে

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

তাঁহার অনুমতি কামনা করিলেন, তিনি খুব খুসী হইয়া তাঁহাকে পুরীতে শ্রীগৌরহরির সঙ্গে থাকিতে অনুমতি দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বলিলেন — "মহাপ্রভুর ত বিশেষ কৃপা তোমার উপর আছে, আমাকে একবার দর্শন দেওয়ার নিমিত্ত তাঁহাকে অবশ্য অনুরোধ করিবে।" শ্রীরায় পুরী গিয়া শ্রীগৌরহরির শ্রীচরণ দর্শন করিলেন এবং তাঁহার দর্শন নিমিত্ত গজপতির তীব্র আর্তির কথা জানাইয়া তাঁহার চিত্তকে আরও কোমল করাইলেন। শ্রীগৌরহরির আদেশক্রমে তিনি শ্রীগজপতির পুত্রকে লইয়া তাঁহার সঙ্গে মিলিত করাইলেন। রাজপুত্রের সুন্দর রূপের সঙ্গে তাহার পরিহিত পীতবস্ত্র ও রত্নালঙ্কার তাহার সৌন্দর্যকে আরও বৃদ্ধি করিতেছিল। তাহাকে দেখিয়া শ্রীগৌরহরির শ্রীকৃষ্ণস্মৃতির উদ্রেক হইয়াছিল। সেই উদ্দীপনায় তিনি তাহাকে আলিঙ্গন করার সঙ্গে সঙ্গে সে প্রেমাবিষ্ট হইয়া পড়িল এবং 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বলিয়া ক্রন্দন করিতে করিতে নাচিতে লাগিল। শ্রীরায় তাহাকে রাজার নিকট লইয়া গেলেন। রাজা পুত্রকে আলিঙ্গন করামাত্র প্রেমাবিষ্ট হইলেন। তারপর শ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রার সময় সঙ্কীর্তনের ক্লান্তি দূর করিবার উদ্দেশ্যে শ্রীগৌরহরি যখন বলগণ্ডি উদ্যানে বিশ্রাম করিতেছিলেন, সেই সময় শ্রীল সার্বভৌম ভট্টাচার্যের পরামর্শক্রমে গজপতি রাজবেশ পরিত্যাগ করিয়া বৈষ্ণববেশে তথায় গিয়া শ্রীরাসপঞ্চাধ্যায়ের শ্লোক পাঠ করিতে করিতে তাঁহার পাদসম্বাহন করিতে লাগিলেন। রাসপঞ্চাধ্যায় শ্লোক শুনিয়া প্রেমাবেশে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া শ্রীগৌরহরি গজপতিকে আলিঙ্গন করিলেন। সেই আলিঙ্গনমাত্রে গজপতি প্রেমে আবিষ্ট হইলেন।

প্রভাকর! দেখিলে ত শ্রীপ্রতাপরুদ্রদেবের শ্রীগৌরহরির দর্শন ও কৃপালাভ নিমিত্ত কি উৎকণ্ঠা! সেই উৎকণ্ঠায় তিনি দিবারাত্র জানিতে পারিতেন না, তাঁহার চিন্তায় সর্বদা আবিষ্ট থাকিয়া রাজপদ এরূপকি নিজের জীবনকেও তুচ্ছ জ্ঞান করিলেন। তাঁহার সেই আর্তি ও উৎকণ্ঠায় সন্ন্যাসী হইয়া রাজদর্শন করিবেন না বলিয়া দৃঢ়প্রতিজ্ঞ শ্রীগৌরহরির হৃদয় বিগলিত হইয়া গেল। তিনি তাঁহার প্রতিজ্ঞা সম্পূর্ণ ভঙ্গ করিয়া তাঁহাকে দর্শন দিলেন, আলিঙ্গন করিলেন ও বিশেষভাবে কৃপা করিয়া প্রেম দিলেন। তাঁহার সম্বন্ধে তাঁহার পুত্র ও মহিষীগণও প্রেম পাইলেন। ধন্য ভগবৎকৃপাকাঙ্গাল ভক্ত ও ভক্তবৎসল ভগবান্! চিরকালই ভক্তবৎসল ভগবান্ ভক্তের নিকট হার মানিয়া থাকেন।

সাধকের আর্তিপূর্ণ প্রার্থনাদ্বারা ইষ্টদেবের হৃদয় বিগলিত হইলে না তিনি তাহার প্রতি কৃপোন্মুখ হইবেন। পতির বিয়োগে পত্নীর হৃদয় ও একমাত্র পুত্রের

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

বিয়োগে পিতামাতার হৃদয় যেরূপ বিগলিত হইয়া স্বতঃ তাহাদের চক্ষু হইতে অশ্রু নির্গত হয়, সেইরূপ ইষ্টদেবের প্রতি প্রীতিলাভ নিমিত্ত সাধক ব্যাকুল হইয়া তাহার হৃদয় বিগলিত হইলেই তাহার সেই হৃদয়ের ব্যাকুল প্রার্থনা শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দের হৃদয়কে কৃপাভাবদ্বারা বিগলিত করাইতে পারিবে। তখন তাহারা স্বতঃ তাহাদের কৃপাপ্রার্থীর প্রতি কৃপোন্মুখ হইয়া তাহাকে অজস্র কৃপা করিয়া কৃতার্থ করিবেন ও তাহার হৃদয়ে প্রেম সঞ্চার করিয়া নিজে সেই প্রেমে বন্দী হইয়া যাইবেন।

সুতরাং আমার প্রার্থনা কতদূর ইষ্টদেবের হৃদয়কে বিগলিত করাইতেছে, তৎপ্রতি সর্বদা তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। আমাদের হৃদয় বিগলিত না হইলে আমাদের প্রার্থনা তাঁহার হৃদয়কে স্পর্শ করিবে না। সে অবস্থায় আমাদের প্রতি তাঁহার হৃদয়ে কৃপা জাত হওয়া সম্ভব নহে। প্রার্থনা কেবল গতানুগতিক বা আনুষ্ঠানিক না হইয়া তীব্র অভাববোধহেতু হৃদয়ের মর্মস্থল হইতে উদিত হইলেই তাহা ইষ্টদেবের হৃদয়কে স্পর্শ করিয়া তাহাকে বিগলিত করাইবে এবং তখন তিনি প্রার্থনাকারীর প্রতি কৃপোন্মুখ না হইয়া থাকিতে পারিবেন না। যেহেতু স্বভাবতঃ তিনি পরমকরুণ।

শ্রীল জীবপাদ শ্রীভক্তিসন্দর্ভ ১৬২তম অনুচ্ছেদে উল্লেখ করিয়াছেন যে, মৃত্যুসময়ে লোকের (ভগবৎপ্রাপ্তি নিমিত্ত) যে দৈন্যের উদয় হয়, তাহা শ্রীভগবানের অতিশয় কৃপালাভের দ্বারস্বরূপ বলিয়া জানিতে হইবে। অর্থাৎ এই দৈন্যকে দ্বাররূপে অবলম্বন করিয়াই শ্রীভগবানের কৃপার উদয় হইয়া থাকে। আবার ১৮০তম অনুচ্ছেদেও ভক্তহৃদয়ের আর্দ্রীভাবকে অর্থাৎ আর্তিকেই ভক্তি বলিয়াছেন। যেহেতু আর্তি বা দৈন্যের কৃপাকর্ষিণী শক্তি আছে। ইহা শ্রীভগবানের হৃদয়কে বিগলিত করাইয়া তাঁহাকে দৈন্যযুক্ত ভক্তের প্রতি কৃপোন্মুখ করাইয়া থাকে। অতএব যেস্থানে দৈন্যাধিক্য, সেই স্থানেই ভক্তি অধিক উচ্ছলিতা হইয়া থাকে।

শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর বলিয়াছেন —

"ভক্তিযোগ ভক্তিযোগ ভক্তিযোগধন।
'ভক্তি' এই কৃষ্ণনাম স্মরণ ক্রন্দন॥
'কৃষ্ণ' বলি কান্দিলে সে কৃষ্ণনাথ মিলে।
ধনে কুলে কিছু নহে কৃষ্ণ না ভজিলে॥"

(শ্রীচৈ:ভা:মধ্য ২৩।৭২-৭৩)

অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণনাম কীর্তন করিয়া তাঁহার কৃপালাভ নিমিত্ত ব্যাকুল ক্রন্দনই ভক্তিযোগপদবাচ্য। শ্রীনামকীর্তনরূপ ভক্ত্যনুষ্ঠানকালীন আর্তি শ্রীভগবানের হৃদয়কে

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

স্পর্শ করাই যথার্থ সাধন। যতদিন পর্যন্ত আমাদের ভক্তিসাধনজনিত ব্যাকুলতা তাঁহার হৃদয়কে স্পর্শ না করিয়াছে, ততদিন পর্যন্ত আমাদের সাধন ব্যর্থ বলিয়া জানিতে হইবে।

শ্রীগৌরহরি তাঁহার মহাপ্রকাশ সময়ে শ্রীল হরিদাস ঠাকুরকে বরদানপ্রসঙ্গে শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর এইরূপ উল্লেখ করিয়াছেন—

"জাতি, কুল, ক্রিয়া, ধনে, কিছু নাহি করে।
প্রেমধন আর্তিবিনা না পাই কৃষ্ণেরে॥"
(শ্রীচৈ:ভা:মধ্য ৯।১০০)

অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি প্রীতি ও আর্তি ব্যতীত অন্য কোনও উপায়ে তাঁহার পাদপদ্ম লাভ হইবে না।

আবার শ্রীভক্তিসন্দর্ভ ২২৪তম অনুচ্ছেদে শ্রীজীবপাদ উল্লেখ করিয়াছেন—"যদ্ যদ্ধি কুরুতে জন্তুস্তত্তৎ কামস্য চেষ্টিতম্।" অর্থাৎ জীব যাহা করে তাহা তাহার কামনা পূরণেরই চেষ্টাবিশেষ। সুতরাং কার্যের অনুষ্ঠান হইল কামনা পূরণের চেষ্টা। অতএব প্রথমে কামনা জাগিলেই তদনুযায়ী কার্য হইবে। ভক্তির অনুষ্ঠানের পূর্বে হৃদয়ে ভক্তিবাসনা (শ্রীভগবানের সন্তোষবিধানবাসনা) জাগ্রত হওয়া উচিত। সেই বাসনাদ্বারা চালিত হইয়া যে ভক্তি করা যায়, তাহাই যথার্থ ভক্তি। এই ভক্তিবাসনা হ্লাদিনীর বৃত্তি এবং ইহা একমাত্র মহৎকৃপাসাপেক্ষ। শ্রীগৌরহরি শ্রীরাধাভাববিভাবিত বলিয়া তিনিও মহতের কার্য করিয়াছেন। অতএব তাঁহারই কৃপাপ্রার্থনা করিয়া তাঁহার নামকীর্তন করিলে অতি সত্বর জীব দৈন্যার্তিভূষিত হইয়া তাঁহার উপদিষ্ট পন্থায় ভক্তিসাধনের যোগ্য হইতে পারিবে এবং সেইরূপ সাধনদ্বারা সে সদাতদ্ভাবভাবিতঃ হওয়া অবশ্যম্ভাবী।

শ্রীহরিদাসের নির্যাণ

একদিন সপরিবার কেশব ও প্রভাকর শ্রীগুরুদেবের পদপ্রান্তে বসিয়া আছেন। শ্রীহরিদাস জগাই-মাধাইর উদ্ধার, শ্রীমন্নিত্যানন্দপ্রভুর অলঙ্কার অপহরণপ্রয়াসী দস্যুর উদ্ধার, ঝারিখণ্ডের বন্য পশু ও বৃক্ষলতা প্রভৃতিকে গোপীপ্রেমদানরূপ শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দের অলৌকিক লীলাকথা কীর্তন করিতে করিতে ভাবাবিষ্ট হইয়া অজস্র অশ্রু বর্ষণপূর্বক আবেগভরা হৃদয়ে বলিতে লাগিলেন—"কেশব! যিনি কেবল তাঁহার দর্শনদান ও মঙ্গলচিন্তাদ্বারা জন্মজন্মান্তরের দুরন্ত অপরাধী, ঘোর স্বসুখকামী, নানা অনর্থগ্রস্ত মহাপাষণ্ড জীবকেও অনায়াসে কৃষ্ণপ্রেমরসার্ণবে মগ্ন করাইলেন, এরূপ কারুণ্যঘনমূর্তি, মহাবদান্যশিরোমণি প্রভুর ভজন না করিয়া অপরাধী, অযোগ্য, অনভীপ্সু, পতিত জীব আর কাহার ভজন করিবে!" তারপর সেই অশ্রুসিক্ত নয়নে

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

অধীর হইয়া "হা পতিতপাবন শ্রীগৌরনিতাই ! হা গৌরনিতাই ! হা গৌরনিতাই ! এ পতিত কবে আপনাদের অহৈতুকী কৃপার পাত্র হইবে ! এ দুরন্ত অপরাধীর ঊষর হৃদয়ক্ষেত্রে কবে আপনাদের সেই জগৎপ্লাবনকারী শ্রীকৃষ্ণপ্রেমামৃতের বন্যা প্রবাহিত হইয়া তাহাকে কৃতার্থ করিবে ! হা গৌর ! হা নিতাই !" — ব্যাকুল ক্রন্দনপূর্বক এইরূপ বলিতে বলিতে নিস্পন্দ হইয়া গেলেন। সত্য কি শ্রীগুরুদেব চলিয়া গেলেন ! এই কথা চিন্তা করিতে করিতে দুঃখে ম্রিয়মাণ হইয়া সপরিবার কেশব ও প্রভাকর প্রভৃতি ব্যাকুল হৃদয়ে "গুরুদেব ! গুরুদেব !" বলিয়া অশ্রুসিক্ত বদনে ডাকিতে লাগিলেন। তখন শ্রীহরিদাস তাঁহার প্রকটলীলা সাঙ্গ করিয়াছিলেন। ঘোর দুঃখে অধীর হইয়া কেশব ও প্রভাকর প্রভৃতি শ্রীগুরুদেবের সমাধি দিলেন এবং তাঁহার বিরহ উৎসবে বহু শ্রদ্ধালু ব্যক্তিকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। উৎসবে তাঁহার শিক্ষা বিষয়ে আলোচনা হইয়াছিল। শ্রীহরিদাসের ভজননিষ্ঠা, অগাধ শাস্ত্রজ্ঞান এবং শাস্ত্র ও মহাজনানুমোদিত আচরণে বহু শ্রদ্ধালু ব্যক্তি আকৃষ্ট হইয়া কেশবকে অগ্রণী করিয়া তাঁহার শিক্ষার অনুশীলন করিতে লাগিলেন। বিশেষভাবে রজস্তমোগুণাবিষ্ট কর্মাধিকারী জীবের পক্ষে শ্রীগৌরভজনই যে আশু প্রেমলাভের একমাত্র পন্থা, শ্রীহরিদাসের শিক্ষা হইতে এই ধারণা সকলের হৃদয়ে দৃঢ় হইয়াছিল এবং তদনুযায়ী সকলে শ্রীগৌরভজনে ব্রতী হইয়াছিলেন।

জয় শ্রীশ্রীনিতাই-গৌর-সীতানাথের জয়

জয় শ্রীগৌরানুরাগী ভক্তবৃন্দের জয়

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

শ্রীচৈতন্যলীলা শ্রবণের ফল

"যেবা নাহি বুঝে কেহো, শুনিতে শুনিতে সেহো,
কি অদ্ভুত চৈতন্যচরিত।
কৃষ্ণে উপজিবে প্রীতি, জানিবে রসের রীতি,
শুনিলেই বড় হয় হিত॥"

(শ্রীচৈ:চ:মধ্য ২।৭৬)

অর্থ না বুঝিলেও পুনঃ পুনঃ শ্রীচৈতন্যলীলা শ্রবণফলে শ্রীকৃষ্ণে প্রীতি জাত হইবে এবং ভক্তিরস কি বস্তু তাহা অনুভবের বিষয় হইবে। নিষ্ঠাযুক্ত হইয়া যে ইহা নিরন্তর শ্রবণ করিবে সে জাতরতি ভূমিকায় উন্নীত হইবে এবং প্রীতিযুক্ত হইয়া শ্রীকৃষ্ণভজন করিতে যোগ্য হইবে। ইহাই শ্রীচৈতন্যচরিত শ্রবণের অদ্ভুত ফল।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi